বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১শ কল্প—১ম ভাগ।

১৩২৩ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়	লেখক-লেখিকার নাম		পৃষ্ঠা
বসন্ত-পঞ্চমী (কবিতা)	শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস	...	৩৭৭
"বাঙ্গালী"-গান	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	...	৪৪৩
বামাবোধিনীর জন্মদিনে	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	...	১৯৭
বাসনা (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	...	৪৫৩
বিজনানন্দ (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	...	৩৯০
বিরহ-মিলন (কবিতা)	৺ হেমন্তবালা দত্ত	...	৩৭২
বিরহের-মিলন (কবিতা)	দরবেশ	...	৩৩৮
বিরহের-ব্যাপ্তরূপ (কবিতা)	দরবেশ	...	২৩৩
বিবাহ-মঙ্গল (কবিতা)	কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, বিদ্যাবিনোদ		৪২৮
বিবিধ		...	১০২,১৬০
বিবিধ-তত্ত্ব		...	৩৬,২৬৭
ধ্রুবরণ (কবিতা)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	...	২৯৯
শিক্ষা ও সার্থকতা		...	৭৮
শিশুর হাসি (কবিতা)	শ্রীমতী বিনোদিনী সেনগুপ্তা	...	২৭৭
শীলা (উপন্যাস)	শ্রীমতী সারোজকুমারী দেবী		২২, ৪৫, ৯৬, ১২১, ১৯৯, ২০৪, ২৫৪, ৩০৮, ৩১৭, ৩৭৭, ৪১৯, ৪৩০
শেষ মিনতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রাহা	...	৪১৩
সংবাদ			৩৯, ৮০, ২৮১, ৩৫৫, ৩৯৬
সদালাপ-সংগ্রহ		...	১০৫
সন্তান-পালন	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী		১৩৯, ১৮৮, ২২২, ২৫০
সন্ধ্যা—কাঠজুড়ী-পারে (কবিতা)	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম, এ,		২৭৫
সপত্নী-দর্শনে (কবিতা)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	...	২৩৯
সাময়িক প্রসঙ্গ			৬৩০, ৩৭২
সেমিরামিস্	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সাহা	...	২৯৭
স্ত্রীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী		১৭, ৫৫, ৯০, ৩০৫, ৩৩৯, ৪১৩, ৪৪০
হিতকথা		...	৩০৭
হেমন্ত-প্রয়াণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	১০০

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 644. ——— April, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৪ সংখ্যা।	চৈত্র, ১৩২৩। এপ্রেল, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

বর্ষশেষে।

ধীরে ধীরে ওই আসে আর যায়,
বর্ষ-ঢেউগুলি ধরণীর গায় !
কেন আসে তারা ! কেন চলে যায় !—
কোথা চলে যায় !—বিমুগ্ধ হৃদয় !

ষড়্ ঋতু আনি সম্পদের ডালি,
একে একে তার রেখে পায়ে ঢালি ;
কভু বিচিত্র বিহগ-কাকলী
বাজি শত তানে হ'য়ে মুরলী !

ক্ষণ তরে আসে ভুলাইতে মন,
বাসনা-তরণী ভাসাই তখন ;
হ'ল কিনা শেষ দেখে না কখন,
আয়ুর্বিন্দু তার ফুরায় যখন !

এ ভব-সৈকতে খালি আনা-গোনা
ঘোর রহস্যের না পাই ঠিকানা !
বিধাতৃ-বিধান বাহি যায় জানা !—
শুধু বুঝে, বুঝি বিধির ছলনা.

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

২৩

পরদিন অতিপ্রত্যুষে শীলা যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। উষা আসিয়া সারা গগনে দিনমণির আগমনী-গীতি গান করিতেছে! পূর্ব্বাকাশ লোহিত আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! দূরে—দূরে—যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই তুষার-শুভ্র পর্ব্বতশ্রেণী! সহসা পূর্ব্ব অম্বরে তরুণ অরুণ প্রকাশিত হইল! সেই নবভানু-কিরণে চারি দিক্ যেন হাসিয়া উঠিল! দিবাকর-কর-জাল তুষার-পর্ব্বতে প্রতিফলিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই প্রকাশ করিল! সে শোভা বাক্যে বা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! তাহার উপমা নাই! সে মহান্ দৃশ্য না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্যাতীত। সেই দৃশ্যে হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব জাগিয়া উঠে! অনাদি অনন্তের রহস্যে সেই শোভা পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়! চারিদিকেই যেন সেই মহান্ ভাব চিত্রিত হইয়া উঠিল! শীলা প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছিল, এমন সময় সুপ্রকাশ আসিয়া বলিলেন, "এত সকালেই বাইরে এসেছ! গরম কাপড় গায়ে আছে ত? ক্লোক্‌টা এনে দিই?"

শীলা। (ঈষৎ হাসিয়া) না, ক্লোক্ চাই না। দেখ, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! আর ওই বরফের পাহাড় কি সুন্দর! ওখানে কি কেউ যেতে পারে না?

সুপ্রকাশ। (সেই দিকে চাহিয়া) ওখানে গেলে কি লোকের প্রাণ বাঁচ্‌বে! ঠাণ্ডায় তা'হলে জমে যাবে। আজ তোমায় 'জ্যাকোর' ওপর নিয়ে যাব। খাওয়া-দাওয়ার পরই যাব। সেখানেই টিফিন্ হবে, কি বল?

শীলা। (উপরে চাহিয়া) এই ত 'জ্যাকো হিল্'! আমাদের যেতে বেশী ক্ষণ লাগ্‌বে না? বেশী দূর হবে কি?

সুপ্রকাশ। সঙ্গে 'রিক্‌স'ও নেব। কিন্তু এক এক স্থানে খুব উঁচু, তখন রিক্‌সতে ভয় করে; মনে হয়, ফেলে দেবে। এখানকার মধ্যে জ্যাকোই হচ্ছে, সব চেয়ে উঁচু পাহাড়। আমরা প্রথমে জ্যাকোর ওপর যাব, তারপর তার চার দিক্ রিক্‌স কোরে ঘুরে আস্‌ব। তার নাম হচ্ছে 'Jacko round,'—৬ মাইল পথ। কি সুন্দর পথ! ইংরাজরা এই পথকে 'lovers' walk' (প্রণয়ীদের পথ) বলেন।

শীলা গৃহকার্য্য করিবার জন্য ভিতরে গিয়া দেখিল, 'বয়' টেবিলে চায়ের দ্রব্য সব প্রস্তুত রাখিয়াছে। সে সুপ্রকাশকে বলিল, "আমার বুঝি, কিছু কাজ নেই?"

সুপ্রকাশ বয়কে বিদায় দিয়া শীলাকে বলিলেন, "এখন কিছু দিন তোমার ছুটী। এখন কি এক মুহূর্ত্ত কোন কাজের জন্যেও কাউকে যেতে দিতে পারি? এ বয় খুব পুরাতন ভৃত্য, সব জানে। তোমার যা বল্‌বার, বা

হুকুম কর্‌বার ওকে বোলো। শীলা, এ তোমার নিজের বাড়ী। তুমি অত সঙ্কুচিত হয়ে ভয়ে ভয়ে থেকো না। তোমার যখন যা চাই, আমায় জানিও। আজ আমি এই খানিক পূর্ব্বে ভাব্‌ছিলাম, পূর্ব্বে ত প্রকৃতির দৃশ্য চোকে এত মধুর লাগ্‌ত না। এখন যা দেখি,তাই সুন্দর মনে হয়। যে-জীবন শূন্য ছিল, তা তুমি এসে পূর্ণ করেছ; তাই যা দেখি সব সুন্দর মনে হয়।"

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর উভয়ে 'জ্যাকো হিলে' যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 'বয়' কুলির মাথায় 'টিফিন-বাস্‌কেটে' টিফিনের দ্রব্যাদি ও একটি ষ্টোভ দিয়া, তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুপ্রকাশ ও শীলা রিক্‌সতে আরোহণ করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইলেন। উচ্চ শৈল, কিন্তু পথ অতিসুন্দর! প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অতুলনীয়! তাহার উপর মনুষ্যের যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা যত-দূর সুপরিষ্কৃত রাখিবার, তাহা রাখা হইয়াছে। চারিদিকে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে! 'ফার্ণে'র গাছগুলি যেন চিত্রের মত দেখাইতেছে! সুদীর্ঘ তরু মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। সেই পথে কোনও কোনও অশ্বারোহী ধীরে ধীরে অশ্বে উঠিতেছেন। দুই চারিটি সাহেব-মেম্‌ও পদব্রজে উঠিতেছেন। ইংরাজ বালকবালিকা ছুটিয়া দ্রুত আরোহণ করিতেছে। পর্ব্বতের পার্শ্বে কয়েকখানি সুদৃশ্য গৃহ রহিয়াছে। গৃহের সম্মুখে সযত্নে পালিত পুষ্পোদ্যান। গৃহের সম্মুখে তুষার-শুভ্র পুষ্প-কলিকাতুল্য শিশুগুলি খেলা করিতেছে; হস্তে রঙ্গিন টিনের বাল্‌তি ও 'স্পেড'। কোনও গৃহের সম্মুখে একটি রঙ্‌ করা কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়া শিশু দুলিতেছে। কোথায়ও বা বালকেরা জাল-হাতে প্রজাপতি ধরিতে ছুটিতেছে। শীলা কখনও পদব্রজে, কখনও রিক্‌সতে করিয়া জ্যাকোর উপরে উঠিতে লাগিল। সুপ্রকাশ সব দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। জ্যাকোর চূড়ার নিকট-বর্ত্তী হইবার সময় শীলা দেখিল, দলে দলে হনুমান; কেহ বৃক্ষে ঝুলিতেছে, কেহ পথের ধারে আসিয়া বসিয়াছে, কেহ বা অপরের মস্তক দেখিতেছে, কেহ সন্তান-বক্ষে ছুটিতেছে, আর কেহ বা বসিয়া মুখ ভ্যাংচাইতেছে ও কিচিরমিচির শব্দ করিতেছে। সুপ্রকাশ বলিলেন, "এদেরও দল আছে, রাজা-রাণী আছে। হনুমান্‌জীর মন্দিরে একজন ব্রাহ্মণ থাকে—।

শীলা। রাজা-রাণী কোন্‌টা কোন্‌টা কি কোরে জান্‌বে?

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) চল না। এখনি দেখ্‌বে রাজা, রাণী, মন্ত্রী, মন্ত্রিণী ইত্যাদি কত নাম বাহির কোর্ব্বে।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সেই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেইস্থানে একজন ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল। অন্য একজন লোক বসিয়া ভাঙ্‌ টিপিতেছিল, অর্থাৎ তামাকের পত্র চূণ দিয়া ঘষিতেছিল। ব্রাহ্মণ শীলা ও সুপ্রকাশকে দেখিয়া, তাহাকে বলিল, "আরে শ্রীরামবাবুজীকে বৈঠ্‌নেকো ওয়াস্তে একঠো টুল দে দেও।" সে লোক মুখে ভাঙ্‌টা পুরিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটু হাত-পা মোড়া দিয়া, তবে দুটো জীর্ণ ভগ্নপ্রায় টুল বাহির করিয়া দিল। পূজারী ব্রাহ্মণ হনুমানের পাল শীলাকে দেখাইয়া বলিল, "মাই, এই সব

হ্যামারা বাল-বাচ্ছা হ্যায়। ইসিকে ওয়াস্তে হ্যামারা দিন গুজ্‌রান হোতা হ্যায়।" ব্রাহ্মণ 'আও রাজ আও' এই কথা বলিবামাত্র, টপ্‌ করিয়া লাফাইয়া লাঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে এক হনুমান আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং একবার ব্রাহ্মণের ও একবার শীলার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর ব্রাহ্মণ ফের হাঁকিল,—"আও রাণী আও! পাট-রাণী, বড়রাণী আগে আও, ছোটরাণী ভি আও।" এই সকল বলিতে বলিতেই দুইজন বাঁদরের রাণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর ব্রাহ্মণের সঙ্গীটি কতকগুলি ভিজা ছোলা আনিয়া ছিটাইতে লাগিল, আর পালে পালে হনুমানের পাল আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্য হইতে যে-গুলা বড় তাহাদের কাহাকেও দেখাইয়া উজ্জীর উজ্জীরণী, কোটাল কোটালনী, দারোগা পুলিশ সেফাই ইত্যাদি নামে ডাকিতে লাগিল। তাহারা ছোলা দুই হাতে ধরিয়া খুঁটিয়া খায় ও মুখভঙ্গী করে। শীলার অত্যন্ত ভয় হইতেছিল, পাছে দুই একটা হনুমান্‌ তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। বৃদ্ধ ও সুপ্রকাশের আশ্বাস-বাণী তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতেছিল।

সুপ্রকাশ ও শীলা এইরূপ কিয়ৎক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া সে-স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। একটু খোলা স্থানে তাঁহাদের 'বয়' একখানি কম্বল বিছাইয়া দিল। টিফিন-বাস্‌কেট নামান হইল। ষ্টোভ জ্বালা হইল। ক্ষুদ্র কেট্‌লিতে করিয়া জল গরম করিতে দেওয়া হইল। তাহার পর 'বয়' বাস্‌কেটের মধ্য হইতে 'টিফিনের' খাদ্যাদি বাহির করিয়া সব সাজাইয়া দিল। টিফিনের পর তাঁহারা এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন সম্মুখে কয়েক ব্যক্তি রিক্‌স, ডাণ্ডি, ও অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছেন। তন্মধ্যে অনেকেই সুপ্রকাশের পরিচিত। তাঁহারা সুপ্রকাশকে দেখিয়া থামিলেন। তন্মধ্যে মিসেস্‌ দত্ত, যিনি পূর্ব্বদিন সুপ্রকাশকে দেখিয়াছিলেন, তিনি রিক্‌স থামাইয়া নামিয়া বলিলেন, "এই যে মিঃ রায়! কাল আপ্‌নাকে পথে দেখ্‌লাম, শুন্‌লাম বিবাহ হয়েছে; তা আপ্‌নার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন্‌!"

সুপ্রকাশ শীলার সহিত পরিচয় করিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "কাল দেখা কর্‌তে যাব।" কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর অন্য সকলে আপনাপন পথে চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া অন্য পথে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা 'জ্যাকো' প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ী ফিরিবেন, স্থির ছিল। রিক্‌সতে করিয়া তাঁহারা জ্যাকো প্রদক্ষিণ করিলেন। সুন্দর পথ! কোথাও ছায়াময়, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও অতিপ্রশস্ত, কোথাও পাইন-গাছের বা বার্চ্চ-গাছের বন; কোথাও নানা-প্রকার ঝাউ গাছ, কোথাও পর্ব্বত-গাত্রে নানা-বর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; নানাজাতির 'ফার্ণ' রহিয়াছে! যে দিকেই দেখা যাক্‌,—সুন্দর চিত্রপটের মত পথ! ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দূর হইতে সঞ্জৌলি দেখা গেল, তখন তাঁহাদের সম্মুখে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইল! পর্ব্বতের তলে উপত্যকার মত প্রশস্ত স্থান; শ্যামল পর্ব্বতের উপর ছায়া; সে-স্থান সূর্য্যালোকে যেন আলোকিত হইয়া

আছে! সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন।

পরদিবস দ্বিপ্রহরে মিসেস্ দত্ত আসিলেন, আরও কয়েক জন আসিলেন। সেদিন শুধু তাঁহাদের অভ্যর্থনা ব্যাপারেই কাটিয়া গেল। মিসেস্ দত্ত সেই সপ্তাহে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। কয়েক দিন এই প্রকার গোলমালেই কাটিতে লাগিল। আজ এখানে নিমন্ত্রণ, কাল সেখানে নিমন্ত্রণ; আজ সন্ধ্যার সময় পার্টি টাউন হলে থিয়েটার, কাল বৈকালে 'অ্যানান্‌ডেলে' ঘোড়-দৌড়। তাহার পর কোনও স্থানে "য়্যাট্ হোম" ইত্যাদি নিমন্ত্রণে শীলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল, সিম্‌লায় আসিয়া সে নির্জ্জনে থাকিতে পাইবে। তাহা না হইয়া এ ঠিক্ বিপরীত হইল। সে কোনওরূপে একা থাকিতে পায় না। সেখানেও অনেক ভদ্র-মহিলা ছিলেন, তাঁহাদের সহিত অনেক স্থানেই তাহাকে ঘুরিতে হইত। সে সংসারের কাজ করিবারও অবসর পাইত না। একদিন মিস্ দত্ত গম্ভীরভাবে শীলাকে বলিলেন, "কেন এখন আমাদের বাড়ী যাবেন না? মিঃ রায় রাগ কোর্ব্বেন বুঝি? সকালটা চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি। সমস্ত দিন তো বাড়ী থাকেন। আর মিঃ রায় ত সঙ্গেই থাক্‌বেন্!"

এইরূপ ছুটাছুটি শীলার শরীরে সহ্য হইল না। সে ক্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুপ্রকাশ ভাবিয়াছিলেন এই সকল স্থানে বেড়াইয়া, সকলের সঙ্গে মিশিয়া, সর্ব্বত্র গিয়া শীলা সুখী। সকলেই শীলার কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইত, কাজেই তাঁহার শীলাকে ছাড়িয়া দিতে হইত। শীলার জন্য সর্ব্বদা নূতন সাজ ও নূতন অলঙ্কারের আম্‌দানী হইত। শীলার কিন্তু ইহা ভাল লাগিত না। সে ভাবিত যে, কটকেই সে ভাল ছিল; এত নিমন্ত্রণের ধূম, এত কোলাহল হইত না।

সিম্‌লায় আসিবার পর একমাস অতীত হইয়া গেল। একদিন বৈকালে সুপ্রকাশ কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শীলাকে কোথাও না পাইয়া শয়ন-কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, শীলা শয়ন করিয়া আছে। সুপ্রকাশ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "এমন অবেলায় যে শুয়ে! অসুখ হয়েছে না কি?"

শীলা বলিল, "শরীরটা ভাল লাগ্‌ছে না। মাথায় বড় যন্ত্রণা হ'চ্চে।"

সুপ্রকাশ ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে, অতিশয় উত্তপ্ত ললাট। তিনি বলিলেন, "শীলা! তোমার কি অসুখ কর্‌ছে?"

শীলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বোধ হয়, শ্রান্ত হয়ে পড়েছি; যে নিমন্ত্রণের ধূম! এত গোল্‌মাল সিম্‌লায়! এর চেয়ে যে কটক ভাল ছিল।"

সুপ্রকাশ। এত দিন বল নি কেন? আমি সিম্‌লা থেকে চলে যেতাম। আমি জানি, সিম্‌লায় এমন ভাবে বেড়াতে, সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে তোমার ভাল লাগে।

শীলা। এত বেড়ান আমার সহ্য হ'ল না। আর আমার শরীরও হয় তো, তেমন সবল নয়। না হলে, এমন সুন্দর দেশে এসেও কেন ভাল লাগ্‌ছে না।

সুপ্রকাশ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে শীলার জ্বর ফুটিয়া উঠিল।

সেই রাত্রেই লোক পাঠাইয়া সুপ্রকাশ সেখানকার ডাক্তারবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন জ্বর ভোগ করিয়া ও সুপ্রকাশকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত করিয়া শীলা যখন আরোগ্য-লাভ করিল, তখন ডাক্তার পরামর্শ দিলেন যে, এখন নামিয়া যাওয়াই ভাল। পাহাড়ে শীত আরম্ভ হইয়াছে, এখন না থাকাই ভাল। সুপ্রকাশ তাহা শুনিয়া অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শীলা বলিল, "কোথাও না গিয়ে, আমরা কটকে যাব। কিন্তু যাবার আগে একবার আগ্রায় যেতে হবে।"

সুপ্রকাশ। আগ্রায় আর এখন গিয়ে কাজ নেই, সুষমা তো তার বাবার কাছে এলাহাবাদে চলে গেছে; আগ্রায় কেউ চেনা লোক নেই, শুধু শৈলেন আছে। তা সেখানকার জল-বাতাসও ভাল নয়।

শীলা। একবার তাজ-মহলটা দেখে চল। বেশী দিন না থাক, দু'দিন থেকো।

সুপ্রকাশের আগ্রায় যাইবার একটুও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শীলার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি আগ্রায় এক বিখ্যাত হোটেলে যাইয়া দুই দিন থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন; এবং শৈলেনকেও লিখিয়া দিলেন, তাঁহারা আগ্রা হইয়া কলিকাতা অভিমুখে ফিরিবেন।

(২৪)

সিম্‌লা হইতে ফিরিবার পথে টুণ্ড্‌লা ষ্টেসন। সেখান হইতে আগ্রার 'ব্রাঞ্চ লাইন'। গাড়ী ভোরে টুণ্ড্‌লায় আসিল। তাঁহারা আগ্রা লাইনে যাইতে লাগিলেন। শীলা কৌতুক-নেত্রে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল। গাড়ী ক্রমে ক্রমে যমুনা-ব্রিজের উপর দিয়া চলিল। দূর হইতে তাজমহলটাকে মনে হইতেছে, যেন একটি বৃহৎ মস্‌জিদ। তাহার ভিতরে যে অতুল ঐশ্বর্য্য আছে তাহা দূর হইতে বুঝিবার শক্তি নাই।

গাড়ী আগ্রা ষ্টেসনে আসিল। সেখানে নানা-প্রকার গাড়ী রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন এক্কাগাড়ীও যথেষ্ট আছে। সেখান হইতে তাঁহারা একটি ল্যাণ্ডো ভাড়া করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট হোটেল অভিমুখে গমন করিলেন। আগ্রা সহরের পথঘাট সুপরিষ্কৃত নহে। যে-দেশ অমন গৌরবের স্থল, যে-স্থানে স্মৃতির অমন অপূর্ব্ব মন্দির, সে-দেশ দেখিলে তাহা বোঝা যায় না। হোটেল বৃহৎ ও ইংরাজদিগের দ্বারা পরিচালিত। যাইবামাত্র ম্যানেজার আসিয়া সাক্ষাৎকার করিল ও তাঁহাদের জন্য দ্বিতলের যে একটি সুন্দর অংশ নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা দেখাইয়া দিল। সে অংশে বসিবার কক্ষ ও দুইটি শয়নের কক্ষ। সুন্দর নূতন কার্পেটে গৃহ মণ্ডিত। গৃহের আস্‌বাব্‌গুলি সব নূতন। শীলা দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে দুইখানি 'মোটর'ও রহিয়াছে ও আগ্রার দুই তিন জন খেল্‌না-ওয়ালা দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে; আগ্‌রার সতরঞ্চ, জাজিম, সব বিছাইয়া রাখিয়াছে। সেই খেলনার তাজমহল দেখিয়াই শীলার মন আনন্দিত হইয়া উঠিল; ভাবিল, না জানি, সত্যকার তাজমহল কেমন!

আহারাদির পর বৈকালে, হোটেলেরই একখানি ল্যাণ্ডো ভাড়া করিয়া সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া তাজমহল অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। সঙ্গে একজন 'গাইড্' আসিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সুপ্রকাশ অনেক দিন আগ্রায় ছিলেন, তিনি তাহাকে লইলেন না। তাজমহলে যাইবার পথে প্রথমে এদ্‌মতদ্দৌলা পড়িল। ইহা নূরজাহানের পিতার সমাধি-মন্দির,—সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত! পরে, তাঁহারা তাজমহলের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত সিংহদ্বার! তাহার সেই রঙ্গিন-প্রস্তর-মণ্ডিত নানা-বর্ণের ও নানা-চিত্রে চিত্রিত কারুকার্য্য দেখিবার জিনিস। সেই সিংহদ্বার পার হইয়াই সম্মুখে উদ্যান; তাহাও মর্ম্মরপ্রস্তর দিয়া রচিত। উদ্যানের চারি পার্শ্বে মর্ম্মর-প্রস্তরের চাতাল, চাতালের মধ্যে সারি সারি ফোয়ারা ও সেই-সকল ফোয়ারা হইতে সন্ধ্যাকালে একত্রে জল পড়িয়া কি সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই ফোয়ারার জল নীচে মর্ম্মরপ্রস্তরে বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য লাল মাছ বেড়াইতেছে। দুই পার্শ্বে ঝাউ-জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী। সম্মুখে তাজমহল তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও রচনার সামঞ্জস্য লইয়া উন্নতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দর্শনে শীলা ও সুপ্রকাশের মনে এক গম্ভীর ভাব জাগিয়া উঠিল।

শীলা বলিল, "কি সুন্দর দেখতে! ভালবাসার কি দৃষ্টান্ত! জগতে তাই তাজমহল অতুলনীয়!"

সুপ্রকাশ। এখানে এসে মন আপনা হ'তে কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে! ইহার সৌন্দর্য্য যতই দেখ, কিছুতেই পুরাতন হয় না!

তাঁহারা ক্রমে তাজমহলের কক্ষের প্রত্যেক গবাক্ষের, প্রত্যেক দ্বারের কারুকার্য্য অতিমনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাহা দেখেন, সবই নূতন, সবই আশ্চর্য্য মনে হয়! শিল্পীর কি বিচিত্র কৌশল! সেখানকার সৌন্দর্য্য কি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে! এক স্থান খুলিয়া নূতন করিয়া করা হইয়াছে; তাহা দেখিলেই মনে হয়, ইহা সে প্রকার নহে। বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহারা ভ্রমণ করিলেন। প্যারাগেটের (স্তম্ভ) উপর উঠিলেন, সে-স্থান হইতে তাজমহল কত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল! তাঁহারা নামিয়া আসিয়া উদ্যানে একটি বেঞ্চে বসিয়া রহিলেন। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্রের উদয়ের একটু বিলম্ব ছিল। তাঁহারা চন্দ্রালোকে তাজমহল দেখিয়া গৃহে ফিরিবেন মনে করিয়াছিলেন, এজন্য সেইস্থানে দুইজনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে চন্দ্র প্রকাশিত হইল ও ধীরে ধীরে বৃক্ষের ছায়া ছাড়াইয়া উঠিল! সমস্ত তাজমহলটী চন্দ্রালোকে রত্নালঙ্কারের মত ঝলসিতে লাগিল। যেন চাঁদের আলোতে জড়োয়া-হীরা-মাণিকের দোকান বসিয়া গেল। কি সৌন্দর্য্য! তাঁহারা আবার উঠিয়া দেখিলেন। তাজমহলের ছাদের উপর হইতে যমুনা দেখা যায়। যমুনা এখানে বড় ক্ষীণস্রোতে বহিতেছে। ছাদের উপর হইতে নীচের বাঁধান স্থানটি ঠিক যেন মকমলের আসনের মত বোধ হইতেছিল। সেই বৃক্ষ-লতা-পাতার কি সৌন্দর্য্য দেখাইতেছিল! তাঁহাদের মন যেন আপনা আপনিই বলিয়া উঠিতেছিল—

"জগতের যত প্রেম একত্র করিয়া
কোন্ শিল্পী হেন ভাবে রেখেছে গড়িয়া!

তাজ দেখাতেছে সবে, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর
মর-মানবের প্রেম অক্ষয় অমর !"

তাঁহারা সেই রাত্রিকালে হোটেলে ফিরিয়া গেলেন।

আগ্রায় আসিয়া সুপ্রকাশ শৈলেনকে সংবাদ দেন নাই যে, তাঁহারা আসিয়াছেন ও তিনি দুই দিন থাকিবেন, স্থির করিয়াছেন। আগ্রায় আসিয়া শীলার দুইদিন বেশ ভাল লাগিল। তৃতীয় দিবস সকালে সুপ্রকাশ একটি 'এক্স-প্রেস্ টেলিগ্রাম' পাইলেন; তাঁহার একজন দূর আত্মীয় কাল্‌কায় অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে ব[illegible]য়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কি করিবেন। শীলাকে একাকী হোটেলে রাখিয়া যাওয়াও যুক্তি-সঙ্গত মনে হইল না। কাজেই, শৈলেন রায়ের কাছে লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও শীলাকে বলিলেন, "তুমি কি হোটেলে একদিন একলা থাক্‌তে পারবে? আয়া ত আছে। আমায় অনিল 'টেলিগ্রাম' করেছে, সে কি বিপদে পড়েছে,আমি না গেলে উদ্ধারের উপায় নেই। বোধ হয়, দেনা করে বসেছে; না হয়, একটা কাণ্ড করে বসেছে। শৈলেনকে ডেকে পাঠিয়েছি, সে আমার পিস্‌তুত ভাই হয়। সে তোমায় এখানে এসে রোজ দু'বেলা দেখে যাবে। থাক্‌তে পার্ব্বে?"

শীলা। একদিন যেমন করে হোক্ থাক্‌বো। আমি কোথাও বের হব না। আয়া আছে, তোমার দুখ্‌মন বেহারা রয়েছে; সেও পুরাণ চাকর।

কিয়ৎক্ষণ বাদে শৈলেন রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুপ্রকাশ শৈলেনকে বলিলেন, "আমি অনিলের টেলিগ্রাম পেয়ে আজ যাচ্ছি। তুমি দু'একবার এসে এসে এখানে খবর নেবে, যদি কিছু দরকার হয়।"

শৈলেন নতমুখে বলিলেন, "তুমি যা বল্‌বে তাই কোর্ব্বো।"

সুপ্রকাশ। সুষমা কেমন আছে?

শৈলেন। ডাক্তারেরা ত বল্‌ছেন জীবনের আশা নেই; হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, একটু ধাক্কা পেলেই বাঁচ্‌বে না।

সুপ্রকাশ। আমারও জীবন বড়ই জটিল হয়ে উঠেছে। যদি শীলা কা'রও নিকট কিছু সংবাদ পায়!

নিরুত্তর শৈলেন সুপ্রকাশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ কাতর মিনতিতে পূর্ণ। সুপ্রকাশ পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, সে-সব কথা পরে হবে। আগে ত জান্‌তাম না যে বিয়ে কোর্ব্বো। এখন বিবাহ কোরে মনে হয় যে, জীবনে কোন রকম কলঙ্কের বোঝা না থাক্‌লেই ভাল। চল, শীলার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।"

শীলা বসিবার কক্ষে বসিয়াছিল। সুপ্রকাশ শৈলেনকে লইয়া গিয়া শীলার সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই শৈলেন,—আমার ভাই হয়; সুষমার স্বামী।"

শীলা তাঁহাকে বসিতে বলিল। দুই একটী কথার পর স্থির হইল, শৈলেন বৈকালে আবার আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইবেন। শৈলেন চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে একটি দিন সাবধানে থাকিতে বলিয়া বিদায় লইলেন। মাত্র একদিনের জন্য যাইতেছেন, তবু যেন তাঁর মন সরিতেছে না। উভয়ের হৃদয়ে যেন কেমন বিষাদের অন্ধকার ছাইয়া

ড়িতেছে! সুপ্রকাশ অতিকষ্টে শীলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ চলিয়া গেলে শীলার মনে হইল যেন সূর্য্যের আলো নিভিয়া গেল, দিনের আনন্দ চলিয়া গেল! দ্বিপ্রহরে সে শয়ন-কক্ষেই কাটাইল। বৈকালে বসিবার কক্ষে বসিয়া সে একটা ছবির বই লইয়া উল্টাইতেছিল। সে যে-ধারে ছিল, সে দিক্ একেবারে নির্জ্জন। সেজন্য হোটেলের কোলাহলে সে উত্ত্যক্ত হইতেছিল না। সে মনে করিতেছিল, এত বড় সুদীর্ঘ রাত্রি একাকী থাকিতে হইবে! পূর্ব্বের সকল কথা মনে হইতেছিল;—পিতার কথা, লক্ষ্ণৌর কথা, কটকে খুড়ীমার বাড়ীর কথা, অমিয়র মিষ্ট ব্যবহার, সব মনে হইতে-ছিল। অমির জন্য কি কি লইয়া যাইবে, মনে মনে স্থির করিতেছিল, এমন সময় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। দ্বারে কে করাঘাত করিলে, সে বলিল, "আসুন!" সে ভাবিল, শৈলেন আসিয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বার খুলিয়া গেল। শীলা চমকিত হইয়া দেখিল, সুব্রত বসু। সে ভীতকণ্ঠে বলিল, "আপনি এখানে! মিঃ রায় এখানে নেই। যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, পরে আসবেন।"

সুব্রত শীলার প্রতি চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে আসি নি। যে দুরাত্মা আমার হৃদয় চূর্ণ করেছে, তার হৃদয়ও সেই রকম চূর্ণ কোর্ত্তে চাই।"

শীলা। আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আমার সাম্‌নে কোন কথা বল্‌বেন না।

সুব্রত। তোমায় আমি প্রথম থেকে বলেছিলাম, ওর সঙ্গে মিশো না। যেমন শুনলে না, তোমার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চল্‌লে, আমার আশা ভেঙ্গে দিলে—।

শীলা। আপ্‌নাকে আমি বারংবার বল্‌ছি, আমি আপ্‌নার কোন কথা শুন্‌ব না। আপ্‌নি দয়া কোরে এখান থেকে যান।

সুব্রত। স্বামী বোলে বরণ কোরেছ! তার বড় সুচরিত্র! 'ডাইভোর্স কেসে' তাঁর সুনাম জড়িত! এই দেখ, দেখ্‌লে বুঝ্‌বে যে, বিনা প্রমাণে আমি এখানে আসি নি।

শীলা। আমি দেখ্‌ব না, আমার কোন দরকার নেই।

সুব্রত। দেখ্‌বে না? শোন, বলি; লীলাবতী দাস আগ্রার হাঁসপাতালের ধাত্রী ছিল। সেই ধাত্রীকে নিয়ে এই 'কেস'। এই 'কেসে'র জন্যে তা'র চাকরী গিয়েছে। তার স্বামীই এ কেস এনেছিল। শেষে সেই লীলাবতী দাসের স্বামী মিঃ রায়কে হত্যা পর্য্যন্ত কর্ত্তে গিয়েছিল। যে বন্দুকে হত্যা কর্ত্তে যায়, কেমন কোরে ছুড়ে ছিল যে, নিজের আঘাতে নিজেই মারা পড়ে। সেই লীলাবতীর এখন কাজ গ্যাছে। একাকী সে এখানেই বাস করে, সুপ্রকাশ তা'কে মাস-হারা দেন। এই দেখ, সুপ্রকাশ রায় তাকে চিঠি দিয়েছেন। এই আগ্রাতেই 'কেস' হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্যামুয়েল দাস নিজের প্রাণ দিল বোলে কেস হয় নি। দেখ্‌বে মিঃ এস্ রায় ও মিঃ দাসের মকদ্দমার বিবরণ? এই দেখ, কাগজ দেখ।

শীলা যেন যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত হইয়া গিয়াছে। সে কাগজাদিতে দেখিল, সত্যই পত্রখানি সুপ্রকাশের হস্ত-লিখিত। পত্রে ইংরাজীতে লেখা আছে—

"প্রিয়-মহাশয়া,

আপনাকে এই মাসের ২০৲ টাকা পাঠাইলাম। আপনি এ-দেশে কেন আসিতে চান? এখানে আসিলে কিছুই সুবিধা হইবে না। আমায় সর্ব্বদা পত্র লিখিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আমার ঠিকানা আমি পরে দিব। এখন পত্র দিবেন না। আপনার টাকা ঠিক সময়েই পাঠাইব।

নিবেদক—
শ্রীসুপ্রকাশ রায়।"

লীলাবতী দাস—! ওই নামেরই এক-খানা কাগজে না সুপ্রকাশ অমিয়কে লজেন্স দিয়াছিলেন? সে প্যাকেট এখনও ত খুঁজিলে পাওয়া যায়। এখনও মাসহারা দেন! তা'র স্বামী যখন আত্মহত্যা করিয়াছে, তখন সুপ্রকাশের কি তাহাকেই বিবাহ করা উচিত ছিল না? এখন শীলা কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। সে ভাবিল, তাই মিঃ রায়ের নামে কলঙ্কের বোঝা রহিয়াছে! তাই সকলে অত হাসাহাসি কানাকানি করে! আর কি সে সুপ্রকাশকে তেমনি বিশ্বাস করিতে পারিবে! সে কাগজখানি খুলিয়া পড়িল। একখানি সর্ব্বজন-বিদিত ইংরাজি সংবাদ-পত্র। তাহাতে বিস্তারিতভাবে লেখা রহিয়াছে,—মিঃ এস রায়, জমীদার আগ্রায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার অসুখের সময় একজন নর্স রাখা হয়। নর্সের নাম মিসেস্ লীলাবতী দাস। মিসেস্ দাস প্রায় মাসাবধি মিঃ রায়ের বাটীতে কাজ করেন, সেইখানে মিঃ রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও পরিচয় ঘনিষ্ঠ ভাবে হয়। তাহা জানিয়া মিঃ স্যামুয়েল দাস আদালতে স্ত্রীর নামে 'ডাইভোর্স কেস' আনেন, ও দশ হাজার টাকার ক্ষতি-পূরণের দাবী করিয়া মিঃ রায়ের নামে মকদ্দমা আনেন। মকদ্দমার দিন হঠাৎ স্যামুয়েল দাস নিজের বন্দুকের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কেহ দেখে নাই যে, এ ঘটনা কি প্রকারে হইয়াছে। মিঃ রায় জমীদার। তাঁহার বিপক্ষে আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করে না। মিসেস্ দাস সরকারী কার্য্য হইতে পদচ্যুত হইল ও মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল।

শীলা এই সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। সুব্রত তাহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "এখন আপনি কি কোর্ব্বেন? এই লীলাবতী দাস এখানেই বাস করে, আমি তার ঠিকানা এনেছি। বলেন ত, আপ্‌নার সঙ্গে দেখা করিয়েও দিই।"

শীলা। আপ্‌নি অনুগ্রহ কোরে এখান থেকে চলে যান। আপ্‌নি ত যথেষ্ট উপকার কোর্‌লেন। আমি এ-সব জান্‌তাম না, বেশ ছিলাম। আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে আপ্‌নার কি ফল হ'ল? লীলাবতী যেই হোক, মিঃ রায় আমারই স্বামী।

সুব্রত। অমন স্বামী! যে ওই রকম একটা স্ত্রীলোককে মাসহারা দেয়! আর বিবাহের পূর্ব্বে কি এ-কথা তোমায় বলা উচিত ছিল না? এমন ভাবে লুকিয়ে রাখ্‌বার দরকার কি? যে দোষী হয়, সেই অপরাধ লুকোতে চেষ্টা করে। নির্দ্দোষী হ'লে কি পার্‌তেন?

শীলা। আমি এখন কিছু বল্‌তে চাই না। মিঃ রায় আসুন, মীমাংসা হবে। আপ্‌নি যান।

সুব্রত। এ-প্রকার দুরাত্মাকে পরিত্যাগ কোরে যাওয়াই তোমার কর্ত্তব্য। আমার ...া এলাহাবাদে এসেছেন, সেইখানে গেলে তোমার ভাল হবে।

শীলা। আপ্‌নাদের আশ্রয়ে কেন ...ব? কখনো না। সংবাদ-পত্রেই লেখা ...ক্, আর আপ্‌নার বানান কথাই হোক্, ...মি এ কথা কিছুতে বিশ্বাস কোর্ত্তে পারি ...। (ভীত ও বিচলিত ভাবে) আমার ...কাবাবুকে টেলিগ্রাম কর্চ্ছি, আমি সে-...ানেই যাচ্ছি। পরে যা হয় হবে।

সুব্রত। সেই ভাল। চলুন, আমি ...প্‌নাকে লক্ষ্ণৌতে রেখে আসি।

শীলা। তা কখনই হবে না। আপ্‌নাকে ...ই হোটেলেই থাক্‌তে হবে। আমার ...মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে হবে। আমি চিঠি লিখে যাচ্ছি। আমার স্বামীর জন্যে ...চ্ছি না। আপ্‌নার ভয়ে পালাচ্ছি, জান্‌বেন। আপ্‌নি এই হোটেলেই থাকুন। আমার কাকাকে টেলিগ্রাম কর্‌ছি, তিনি কাণপুর পর্য্যন্ত আস্‌বেন। আমি ভৃত্য ও আয়ার সঙ্গে যাচ্ছি।

সুব্রত। আপ্‌নার টিকিট কি কোরে কোর্ব্বেন?

শীলা। আমার টিকিট আছে। আপ্‌নাকে ভদ্রলোক বলেই জানি। মিষ্টার রায় আসা পর্য্যন্ত আপ্‌নি এখানেই থাক্‌বেন।

সুব্রত। তোমার মঙ্গলের জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমি এখন আর ভিন্নভাবে তোমার প্রতি চাই নি। তোমাকে আমার ছোট বোন বলেই মনে কর্চ্ছি।

শীলা। ধন্যবাদ! আপ্‌নাকে অবিশ্বাস কর্‌লাম না। আপনি এখানেই থাক্‌বেন।

এই বলিয়া শীলা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

অনুরোধ।*

আমারি শ্রবণ-আগে
তাহারি অযশো-গাথা
গাহিও না, ভিক্ষা এই,
বাজে তাহে বড় ব্যথা।

হোক্ ভাল নাহি হোক্,
করি না বিচার এত,
তাহারি চরণতলে
সদা শির অবনত।

তাহারি গৌরবে আমি
গরবিণী এ ধরায়,
তাহারি ব্যথায় মম
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়।

বিশাল এ বসুধায়
সেই শুধু মোর সার;
অতিতুচ্ছ তার কাছে
রহে যাহা ভবে আর।

---

* অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে সঙ্কলিত হইল। জীবেন্দ্রকুমার

জগৎ, দলিয়া যাও
লাভ ক্ষতি নাহি তায়,
জুড়াব দগধ হিয়া
ওই স্নিগ্ধ পদ-ছায়।

জানি আমি সে কেমন;
কি হবে জানায়ে আর!
হোক্ সে যেমন জন
জানি শুধু সে আমার!

৺হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পরিপাক-শক্তি।— যে-সকল অঙ্গের সহায়তা-দ্বারা ভুক্ত পদার্থের পরিপাক হয়, তাহাদের নাম—চোয়াল, মুখ, লালাগ্রন্থি, গলকোষ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নাড়ী, লসীকা নাড়ী (lacteals), অন্নরসবহ নাড়ী (thoracic duct), যকৃৎ, প্লীহা ও ক্লোম (pancreas)।

শরীরের পুষ্টির জন্য যে-সকল বস্তু আমরা আহার করিয়া থাকি, তাহার পরিপাক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করিতে হইলে দন্ত-দ্বারা চর্ব্বণ করিতে হয়। চর্ব্বণ-কালে লালা নির্গত হইয়া চর্ব্বিত পদার্থকে সিক্ত করে। তদ্দ্বারা চর্ব্বিত পদার্থ কোমল হইয়া যায় এবং অতিসহজে পাকাশয়ে পঁহুছে। আহার্য্যবস্তু চর্ব্বিত হইবার কালে পাকাশয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে এবং তাহার গ্রন্থিনিচয় হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত পদার্থকে কোমলাকারে পরিণত করে। যে রূপে ভুক্ত পদার্থ পাকাশয়ে পঁহুছে, তাহাকে রূপান্তরে পরিণত করিবার জন্য পিত্তের সহায়তা লইতে হয় না। সুস্থাবস্থায় পাকাশয়ে পিত্তের অস্তিত্ব থাকে না। তবে যে কখনও কখনও বমনে পিত্ত দেখা যায়, তাহা কেবলমাত্র পাকাশয়ের বিপর্য্যয়ের কারণ। বমনকর ঔষধ সেবন করিলে পাকাশয়ের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

আহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত :—

(১) আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ কত হওয়া উচিত?

(২) আহার্য্য বস্তু কি প্রকারের হওয়া উচিত?

(৩) কি প্রকারে খাওয়া উচিত? এবং

(৪) আহারকালে শারীরিক অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক?

(১) আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ কত হওয়া উচিত?—শারীরিক উন্নতির ক্ষিপ্রতা এবং সময় সময় শরীর হইতে কিরূপ পরিমাণে ক্ষয়ীভূত পদার্থ নির্গত হয়, দেখিয়া আহার্য্য-বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা উচিত। স্বভাবের নিয়ম এই যে, শরীরের ক্রিয়া যতই বৃদ্ধি পাইবে, ক্ষয়ও ততই অধিক হইবে। অলস বালক অপেক্ষা পরিশ্রমী বালকের আহারের

.বশ্যকতা অধিক; কারণ, তাহার রীরের ক্ষয় অধিক হইয়া থাকে। ব্যায়ামের নুযায়ী আহারের তারতম্য করিলে রুগ্ন হবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্প।

(২) আহার্য্য বস্তু কি প্রকারের হওয়া চিত?—আহারমাত্রই পুষ্টিকর হওয়া উচিত; ন্তু তাহার সহিত অপুষ্টিকর পদার্থের ংমিশ্রণ হওয়াও বিশেষ আবশ্যক। এইজন্য ময়দার রুটি অপেক্ষা আটার রুটি সাধারণ লোকের পক্ষে হিতকর। আহার্য্য বস্তুতে অপুষ্টিকর পদার্থ না থাকিলে কিরূপ ক্ষতি হয়, তাহা উদাহরণ-দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, তুমি একটা কুকুরকে চিনি অথবা তৈল খাওয়াইতে লাগিলে। প্রথমে কুকুরটা বিশেষ আগ্রহের সহিত ভোজন করিবে এবং তাহার শারীরিক উন্নতিও লক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহার ক্ষুধা আশু হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইবে, চক্ষুতে ক্ষত দেখা দিবে এবং কিয়ৎকাল পরে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু চিনি বা তৈলের সহিত যদি ভূষি বা করাতের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দাও, তবে কুকুরের শক্তি কয়েক মাস ধরিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ঘোড়ারও এই নিয়ম। যদি তাহাকে শুষ্ক ঘাস না দিয়া কেবলমাত্র দানা দেওয়া হয়, তবে সে শীঘ্র মরিয়া যাইবে।

কোন্ কোন্ বস্তু কত শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

		ঘণ্টা মিনিট
ভাত	...	১—০
ডিম্ব (কাঁচা)	...	১—৩০
সাগু (সিদ্ধ)	...	১—৪৫
যব (সিদ্ধ)	...	২—০
দুগ্ধ (সিদ্ধ)	...	২—০
ডিম্ব (ভাজা)	...	২—১৫
দুগ্ধ (কাঁচা)	...	২—১৫
আলু (ভাজা)	...	২—৩০
ঘি	...	৩—৩০
গমের রুটি	...	৩—৩০

উক্ত তালিকা দেখিলে মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে-বস্তু যত শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহা তত পুষ্টিকর। উত্তরে বক্তব্য এই যে, পেশী ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রের যে নিয়ম, পাকশয়েরও সেই নিয়ম; অর্থাৎ পাকাশয়েরও ব্যায়াম আবশ্যক। আশু-পরিপাকোপযোগী বস্তু প্রত্যহ ভোজন করিলে পরিশ্রমের হ্রস্বতা-নিবন্ধন পাকাশয় দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। ভুক্ত পদার্থ হজম করিবার জন্য যদি পাকাশয়কে অধিক ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহাকে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং, আহারের পরিমাণ ও প্রকার পাকাশয়ের শক্তির অনুকূল হওয়া চাই।

(৩) কি প্রকারে খাওয়া উচিত?—ভুক্ত পদার্থের পরিপাক না হইলে পুনরায় আহার করা নিষিদ্ধ। আহার্য্য পদার্থ কখনও গিলিয়া খাইবে না; উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিলে লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হইয়া লালাস্রাব করে এবং সেই লালা চর্ব্বিত পদার্থে মিশ্রিত হইয়া পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। ভুক্ত পদার্থে উপযুক্ত পরিমাণে লালা মিশ্রিত না হইলে পরিপাকে বাধা ঘটে। আহারের সহিত জলপান না করাই ভাল। ভুক্ত দ্রব্য লালা-দ্বারা

অভিষিক্ত হওয়া উচিত—জল-দ্বারা নহে। আহারান্তে সামান্য জল পান করিলে কোনও ক্ষতি নাই। উষ্ণ আহার বা উষ্ণজল-পান অভ্যাস করিলে শীঘ্রই দন্তহীন হইতে হয়। এরূপ আহারে মুখে ক্ষত, মাড়ি শ্রীহীন এবং অজীর্ণ রোগ হইয়া থাকে।

(৪) আহার-কালে শারীরিক অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক?—অধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর আহার করা অনুচিত। আহারান্তে কঠিন পরিশ্রম নিষিদ্ধ। বিষয়টী উদাহরণ-দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। দুইটী কুকুরকে একই প্রকার আহার করাইয়া একটিকে শিকারে প্রেরণ কর ও অন্যটীকে বিশ্রাম করিতে দাও। এক ঘণ্টা পরে দুইটীকেই হনন কর। তখন দেখিবে যে, যে কুকুরটী বিশ্রাম করিয়াছিল, তাহার ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইয়া গিয়াছে; এবং যেটী শিকারে গিয়াছিল, তাহার ভুক্ত দ্রব্য আদৌ হজম হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, শিকারী কুকুরের শারীরিক ক্রিয়া পাকাশয়ে সীমাবদ্ধ না হইয়া পদে সীমাবদ্ধ ছিল। আহারান্তে মস্তিষ্ক- অথবা পেশী-সঞ্চালনও নিষিদ্ধ। আহারের পর নিদ্রা যাইতে হইলে, অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পরে নিদ্রা যাওয়া উচিত। নিদ্রাকালে মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় এবং পাকাশয়ের শৈরিক শক্তি স্থগিত হইয়া যায়। এইজন্য আহার করিয়াই নিদ্রা যাইলে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হয় না।

যে-সকল ব্যক্তি রুগ্ন, দুর্ভিক্ষপীড়িত, অথবা যাহারা অনেক দিন পরে আহার পাইয়াছে, তাহাদিগকে একেবারে উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে দিবে না। তাহাদিগকে বিলম্বে বিলম্বে সামান্য সামান্য করিয়া আহার দেওয়া উচিত। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের পরিপাক-শক্তি কম।

দণ্ডায়মান ও উপবেশনের প্রকারভেদ পরিপাক-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। যাহারা ঝুঁকিয়া উপবেশন করে, তাহাদিগের পঞ্জর উত্তমরূপে প্রসারিত হইতে পায় না, এবং পাকাশয়, যকৃৎ ও ক্লোম (Pancreas) চাপিয়া যায়। অতএব সর্ব্বদাই সরলভাবে উপবেশন করা বা দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। ইহার দ্বারা অজীর্ণতা দূর হয়।

শীতকালাপেক্ষা গ্রীষ্মকালে চর্ম্মের নলীগুলি ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং, পবিপাক-শক্তির হ্রাস হয়। এরূপ অবস্থায় আহারও কমাইয়া দেওয়া উচিত।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করিলে অগ্নিমান্দ্য ও পরিপাকশক্তির বৈলক্ষণ্য জন্মে। যাহারা বায়ু-সঞ্চরণহীন প্রকোষ্ঠে বাস করে, প্রাতঃকালে তাহাদিগের ক্ষুধাই হয় না এবং মুখ ও গলা শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন।

কর্ণ।—কর্ণস্থিত ঢক্কার স্পন্দন-শক্তি কমিয়া যাইলে শ্রবণ-শক্তির হ্রাস হয়। ঢক্কার ঝিল্লী স্থূল হইয়া যাইলে বা তদুপরি কর্ণমল সঞ্চিত হইলে শ্রবণশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে। স্ফীতি সঙ্ঘটিত হইলে ঢক্কা স্থূল হইয়া যায়। পিনের মস্তক দ্বারা কান খুঁটিলে স্ফীতি সঙ্ঘটিত হয়। অতএব পিন-দ্বারা কান-খুঁটা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কর্ণমল সঞ্চিত হইলে, কর্ণে সামান্য সর্ষপতৈল ছাড়িয়া দিবে ও কয়েক ঘণ্টা পরে ঈষদুষ্ণ সাবানের ফেন পিচ্‌কারী-দ্বারা কর্ণ-মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে কর্ণমল বিদূরিত হয়।

চক্ষু।—মৃদু আলোক হইতে ঘোর অন্ধকারে, অথবা অন্ধকার হইতে প্রখর আলোকে হঠাৎ যাইবে না। এরূপ হঠাৎ পরিবর্ত্তনে চিত্রপত্রের (retina) পক্ষাঘাত ঘটিত হইতে পারে। প্রখর আলোকে অধিক ক্ষণ চক্ষু ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কোনও বস্তু দেখিতে হইলে, চক্ষুকে বক্র করিয়া দেখা উচিত নহে; কারণ,তদ্দ্বারা পেশীর অস্বাভাবিক সঙ্কোচন হইয়া থাকে। কোনও বস্তুকে চক্ষুর সন্নিকটে আনয়ন করিয়া দেখিতে অভ্যাস করিলে লোক নিকটদর্শী হইয়া যায়। এইজন্য পুস্তকপাঠক প্রভৃতি ও শিল্পিগণ নিকটদর্শী হইয়া থাকে। যাহারা দূরস্থিত পদার্থনিচয়কে দর্শন করিতে অভ্যাস করে, তাহারা দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য শিকারী ও নাবিকগণ দূরের বস্তু সহজেই দেখিতে পারে। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেমন পর্য্যায়ক্রমে ক্রিয়া ও বিশ্রামের আবশ্যক হয়, চক্ষুরও অনুরূপ জানিবে। যদি কোন বস্তুতে ধারাবাহী দৃষ্টি রাখা হয়, তবে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং দৃষ্টিরও হ্রাস হয়। যাহাদিগের চক্ষু দুর্ব্বল ও স্ফীতিপ্রবণ তাহাদিগের এই বিষয়টীর উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

শ্রী:হমন্তকুমারী দেবী।

"বাঙ্গালী" গান।

ইমনকল্যাণ——একতালা।

(১) ধন্য আজিকে ভারতবর্ষ,
(২) ধন্য আজিকে বাঙ্গালা দেশ,
(৩) ধন্য আমরা ভারতবাসী,
(৪) ধন্য মোদের বাঙ্গালী-বেশ।
(৫) ধন্য মোদের বঙ্গ-জননি!
(৬) পুত্র তোমার হইল ধন্য;
(৭) ধন্য বিরাট বঙ্গ-আকাশ,
(৮) ঘুচিল তোমার দুঃখ দৈন্য!
(৯) বাঙ্গালা-মাটীর পুত্র আজি,
(১০) ছুটিয়া যেতেছে যুদ্ধ-মাঝ,
(১১) সেই যে তাদের মহান্ ধর্ম্ম,
(১২) বুঝেছে তাহারা সত্য আজ!
(১৩) ধন্য আজিকে বঙ্গ-যুবক,
(১৪) ধন্য জনক জননী সব,
(১৫) সন্তান আজি যেতেছে যুদ্ধে,
(১৬) ধন্যহুক আজিকে ধন্য-রব।
(১৭) বাঙ্গালীর ছেলে বসন ছাড়ি,
(১৮) যুদ্ধ-বসন পরেছে আজ,
(১৯) তুচ্ছ করিয়া মরণে ভীতি,
(২০) গৌরবে তারা সেজেছে সাজ।
(২১) সুপ্তোত্থিত হলেও তাহারা,
(২২) বক্ষে পেয়েছে অসীম বল,
(২৩) শিখিয়াছে আজি কঠিন হইতে,
(২৪) নাহিক আঁখিতে বিন্দু-জল।
(২৫) ধন্য আজিকে বঙ্গ-ললনা,
(২৬) ধন্য আজিকে স্বার্থত্যাগ,

(২৭) ধন্য মোদের স্বদেশী গানে,　　(২৮) ধন্য তাহার প্রাণিণী রাগ।
(২৯) ধন্য মায়ের সৌম্য মূরতি,　　(৩০) ধন্য বঙ্গ-সেনানী ধীর,
(৩১) ধন্য হ'ক ইতিহাস পুনঃ,　　(৩২) ধরিয়া বক্ষে বাঙ্গালী বীর। *

স্বরলিপি।

২´ ঁর্ ৩ ০ ১
II র্সা । র্সা । র্সা র্সা র্সা । না না না । না । না I
(১) ধ ০ ন্য আ জি কে ভা র ত ব ০ র্ষ

২´ ৩ ০ ১
I ধা । ধা । পা পা পা । হ্মা হ্মা পা । গহ্মা । পা I
(২) ধ ০ ন্য আ জি কে বা ঙ্গা লা ০দে ০ শ

২´ ৩ ০ ১
I গা । রা । গা হ্মা মা । গা গা রা । না রা সা I
(৩) ধ ০ ন্য আ ম রা ভা র ত বা ০ সী

২´ ৩ ০ ১
I সা রা গা । হ্মা হ্মা হ্মা । গা হ্মা ধা । পা । পা II
(৪) ধ ০ ন্য মো দে র বা ঙ্গা লী বে ০ শ

২´ ৩ ০ ১
II পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা । র্সা । র্সা । র্সা র্সা র্সা I
(৫) ধ ০ ন্য মো দে র ব ০ ঙ্গ জ ন নি
(৯) বা ঙ্গা লা মা টী র পু ০ ত্র আ ০ জি

২´ ৩ ০ ১
I র্সা । র্রা । র্রা র্রা র্রা । র্সা র্রা র্গা । র্গা । র্গা I
(৬) পু ০ ত্র তো মা র হ ই ল ধ ০ ন্য
(১০) ছু টি য়া যে তে ছে যু ০ দ্ধ মা ০ ঝ

২´ ৩ ০ ১
I র্গা । র্পা । র্গা র্গা র্গা । র্সা । র্সা । র্সা র্সা র্সা I
(৭) ধ ০ ন্য বি রা ট ব ০ ঙ্গ আ কা শ
(১১) সে ০ ই যে তা দের ম হা ন্ ধ ০ র্ম

---

* এই গানটি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের "হেয়ার স্কুল ম্যাগাজিন্" হইতে গৃহীত, এবং গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪শে তারিখে, 'মেরি কার্পেন্টার হলে' ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের বাৎসরিক পারিতোষিক-বিতরণী সভাতে অন্তঃপুর-ছাত্রীদিগের দ্বারা সেতার্, এসরাজ্, বেহালা এবং হারমোনিয়াম্ সহযোগে ঐক্যতানে গীত। সুর ও স্বরলিপি স্বরচিত।—শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা না । না না না । ধা না র্রা । র্সা । র্সা II
(৮) ঘু চি ল তো মা র দু ঃ খ দৈ ০ ন্য
(১২) বু ঝে ছে তা হা রা স ০ ত্য আ ০ জ

২´ ৩ ০ ১
II সা । সা । সা সা সা । রা । রা । রা রা রা I
(১৩) ধ ০ ন্য আ জি কে ব ০ ঙ্গ যু ব ক

২´ ৩ ০ ১
I রা গা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । গা জ্ঞা ধা । পা । পা I
(১৪) ধ ০ ন্য জ ন ক জ ন নী স ০ ব

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা ধা । ধা । ধা । পা ধা না । না । না I
(১৫) স ন্তা ন আ ০ জি যে তে ছে যু ০ দ্ধে

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা না । না না না । ধা না র্রা । র্সা । র্সা II
(১৬) ধ্ব জু ক আ জি কে ধ ০ ন্য র ০ ব

২´ ৩ ০ ১
II পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা । র্সা । র্সা I
(১৭) বা ঙ্গা লী র ছে লে ব স ন ছা ০ ড়ি
(২১) স্থ প্ তো খি ত হ লে ও তা হা ০ রা

২´ ৩ ০ ১
I র্সা । র্রা । র্রা র্রা র্রা । র্সা র্রা র্গা । র্গা । র্গা I
(১৮) যু ০ দ্ধ ব স ন প রে ছে আ ০ জ
(২২) ব ০ ক্ষে পে য়ে ছে অ সী ম ব ০ ল

২´ ৩ ০ ১
I র্গা । র্পা । র্গা র্গা র্গা । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I
(১৯) তু ০ চ্ছ ক রি য়া ম র ণে ভী ০ তি
(২৩) শি খি য়া ছে আ জি ক ঠি ন হ ই তে

২´ ৩ ০ ১

I পা ধা না । না না না । ধা না র্রা । র্সা । র্সা II

(২৩) গৌ র বে তা ০ রা সে জে ছে সা ০ জ

(২৪) না হি ক আঁ খি তে বি ন্ দু জ ০ ল

২´ ৩ ০ ১

II র্সা । র্সা । র্সা র্সা র্সা । না । না । ধা ধা ধা I

(২৫) ধ ০ ন্য আ জি কে ব ০ ঙ্গ ল ল না

২´ ৩ ০ ১

I পা । না । ধা ধা পা । হ্মা । ধা । গা । গা I

(২৬) ধ ০ ন্য আ জি কে স্বা ০ র্থ ত্যা ০ গ

২´ ৩ ০ ১

I রা গা রা । গা মা মা । গা গা রা । সা । সা I

(২৭) ধ ০ ন্য মো দে র স্ব দে শী গা ০ নে

২´ ৩ ০ ১

I সরা গা হ্মা । হ্মা হ্মা হ্মা । গা হ্মা ধা । পা । পা II

(২৮) ধ০ ০ ন্য তা হা র রা গি ণী রা ০ গ

২´ ৩ ০ ১

II পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা । র্সা । র্সা । র্সা র্সা র্সা I

(২৯) ধ ০ ন্য মা য়ে র সৌ ০ ম্য মূ র তি

২´ ৩ ০ ১

I র্সা । র্রা । র্রা র্রা র্রা । র্সা র্রা র্গা । র্গা । র্গা I

(৩০) ধ ০ ন্য ব ০ ঙ্গ সে না নী ধী ০ র

২´ ৩ ০ ১

I র্গা । র্পা । র্গা র্গা র্গা । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I

(৩১) ধ ০ ন্য হ ০ ক ই তি হা স পু নঃ

২´ ৩ ০ ১

I পা ধা না । না । না । ধা না র্রা । র্সা । র্সা II II

(৩২) ধ রি য়া ব ০ ক্ষে বা ঙ্গা লী বী ০ র

শ্রী মোহিনী সেনগুপ্তা।

মিলন।

(গল্প)

শুক্লা পঞ্চমীর মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ চন্দ্রকিরণে যেন হাসিতেছিল! অগণ্য-তারকা-খচিত নীলাকাশ চুম্‌কি-বসান চন্দ্রাতপের মতই দেখাইতেছিল! তখন রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। কলিকাতার রাজপথ নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে; মধ্যে মধ্যে দুই একটী বরফ-ওয়ালা এক' একবার তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ স্বরে "চাই বরফ" বলিয়া ডাকিয়া সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। নিকটবর্ত্তিনী পল্লীর 'কন্‌সার্ট-পার্টী'র আখ্‌ড়া হইতে তখনও মৃদু মৃদু 'ক্লারিয়নেটে'র ক্ষীণস্বর ভাসিয়া সুপ্ত প্রকৃতিকে জাগাইয়া তুলিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল। এইরূপ সময়ে পটলডাঙ্গার একটী অট্টালিকার বৈদ্যুতালোকে আলোকিত কক্ষে বিনিদ্র-দম্পতী বসিয়াছিল। যুবক পতিটীর নাম প্রবোধচন্দ্র। তিনি মেডিকেল কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া এম্‌-বি-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কল্যই তাঁহাকে সর্‌কারী চাকুরী লইয়া ভাগলপুরে যাইতে হইবে; তাই তিনি তাঁহার ধনবান্‌ শ্বশুরের আলয়ে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া প্রিয়তমা পত্নী প্রভাময়ীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। প্রভাময়ী উজ্জ্বল আলোকে স্বামীর গৌরব-মণ্ডিত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। প্রবোধ সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চূর্ণ-কুন্তলরাশির মধ্যে, পাতায় ঢাকা গোলাপ ফুলের মত প্রভার মুখখানি বক্ষে টানিয়া লইলেন। প্রভা ছল্‌-ছল্‌ চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আবার কবে আস্‌বে? কাল কি না গেলে হয় না?" তাহার কথা শেষ হইল না; কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

প্রবোধ বলিলেন, "আমি শীগ্‌গিরই আবার আস্‌বো প্রভা! তুমি অত কাতর হ'ও না। যদি আমার কিছু টাকা থাক্‌ত, তা হলে তো আমায় কোথাও যেতে হ'ত না। কোল্‌কাতাতে ডিস্‌পেন্‌সারী খুল্‌তাম। তুমি ত সবই জান, বাবা হঠাৎ মারা যাওয়াতে সংসারের সব ভার আমার ওপর পড়েছে। এরূপ অবস্থায় চাক্‌রী ভিন্ন গতি নেই!"

তদুত্তরে প্রভা বলিল, "আমার বাবাকে বোলে দেখ্‌লে হয় না? তিনি ত তোমায় ডিস্‌পেন্‌সারী কোরে দিতে পারেন!"

প্রবোধ বলিল, "না প্রভা! তুমি আমায় সে অনুরোধ কোরো না। আমি কিছুদিন চাক্‌রী কোরে টাকা সংগ্রহ হ'লে নিজেই কোর্ত্তে পার্ব্বো। তুমি ও-সব চিন্তা করে মন খারাপ কোরো না। আমি পূজার ছুটীর সময়, বোধ হয়, মাকে নিয়ে যাব। তখন তুমিও যাবে ত?"

প্রভা একটী ক্ষুদ্র-নিঃশ্বাস বুকের ভিতরেই চাপিয়া ফেলিয়া ভাবিল—তা কি বাবা যেতে দেবেন? মুখে সে বলিল, "কেন যাব না? নিয়ে গেলেই যাব।"

পরদিন সকালে প্রবোধ যখন শ্বশুর-

শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল, তখন শাশুড়ী রাজলক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "বিদেশে না গিয়ে দেশে থাক্‌লেই ভাল হ'ত বাবা! পত্যহ একখানি কোরে পত্তর দিও।" প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, "একেবারে কর্ম্মটী হাতে নিয়ে জানালে! পূর্ব্বে একটু জানান উচিত ছিল।"

প্রবোধ শাশুড়ীকে পত্র লিখিতে অঙ্গীকৃত হইয়া, একবার প্রভার দ্বারান্তরালবর্ত্তী সজল চক্ষু-ছুইটীর নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিল।

(২)

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহ-নগরের নিবাসী সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'বার্‌ম্যান কোম্পানির' আফিসে মুৎসুদ্দির কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার ছুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রবোধচন্দ্র এফ, এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতেছিল; সম্প্রতি এম্ বি পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। কনিষ্ঠ সুবোধ কলেজে পড়িতেছে। কন্যা লতিকাকে তিনি বহু অর্থ-ব্যয়ে ধনী গৃহের বধূ করিয়া দিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। কেহ কিছু অভাব জানাইলে, তিনি যথাসাধ্য দানে কখনও বিরত হইতেন না। এজন্য বন্ধুমহলে অনেকেই তাঁহাকে 'দাতাকর্ণ'-আখ্যা দিয়াছিল। নিন্দকেরা বলিত, তাঁহার মত 'উড়নচণ্ডে' কোথাও কেহ দেখে নাই। গৃহিণী অন্নপূর্ণাদেবী স্বামীর অনুরূপা ছিলেন। যেমন কর্ত্তা তেমনই গৃহিণী! পুত্র-ছুইটি রত্ন-বিশেষ। যে দেখিত সেই বলিত, "যথার্থই অন্নপূর্ণার সংসার!"

কলিকাতা-নিবাসী একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা প্রভাময়ীর সহিত প্রবোধের যখন বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইল, তখন প্রবোধ মেডিকেল কলেজের চতুর্থ-বার্ষিক-শ্রেণীতে পড়িতেছিল। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় তখন পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু গৃহিণী অন্নপূর্ণা পরেশনাথের মন্দিরে গিয়া দ্বাদশ-বর্ষীয়া অর্দ্ধস্ফুটনোন্মুখ-কুসুম-কলিকার মত সুন্দরী প্রভাময়ীকে দেখিয়া পুত্রবধূ করিবার যখন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন মুখোপাধ্যায়-মহাশয় বিশেষ আপত্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, মেয়ে ছোট, মেয়েটি বাপের বাড়ী থাকিবে; ক্ষতি কি? ঠিক্ পছন্দ-মত মেয়েটি, হয় ত, পরে নাও পাইতে পারেন। তাহার পর এক শোভাময়ী রজনীতে খুব সমারোহের সহিত প্রবোধ ও প্রভাময়ীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহোৎসবের উজ্জ্বল আলোকে প্রবোধ দেখিল, প্রভা পরমসুন্দরী!

বিবাহে প্রিয়নাথবাবু যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রবোধের মত জামাতা পাইয়া তাঁহার গৃহিণী রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র দেখিতে বেশ সুপুরুষ;—তেমন সুন্দর চেহারা সদা-সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। তাহার উপর সে বিদ্বান্। কাজেই চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় তাঁহার মনের মত জামাই দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন।

বিবাহের আনন্দোৎসব মিটিতে না মিটিতেই মুখোপাধ্যায়-মহাশয় যখন এপোপ্লেক্সি-রোগে অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে হঠাৎ পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, প্রবোধ তখন চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল। তাহার তখনও

এক বৎসর পড়া বাকি। সুবোধ তখন এফ্-এ পড়িতেছিল। প্রবোধ দেখিল, পিতা কিছু সঞ্চয় করিয়া যান নাই। যাহা ছিল, তাহাতে তাঁহার দেনা শোধ দিতে ও শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটাইতেই নিঃশেষ হইয়া গেল। শোক-সন্তপ্তা মাতার নিকট ভগিনীটীকে রাখিয়া নিজে সে দ্বিগুন পরিশ্রমে পরীক্ষায় কৃত-কার্য্যতার জন্য মনোযোগী হইল। শ্বশুর প্রিয়নাথবাবু যখন ৺বৈবাহিকের অন্তঃসার-শূন্য অবস্থা জানিতে পারিলেন, তখন কিছু অনুতপ্তও হইলেন, এবং প্রভাকে শ্রাদ্ধের সময় দুই দিনের বেশী শ্বশুরালয়ে রাখিলেন না। তিনি জামাতাকে পাঠের জন্য সাহায্য করিবেন, এরূপ আশা দিলেও প্রবোধ তাঁহার উদারতায় উদাসীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরই নির্ভর করিল। পরবৎসর সে সম্মানের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এম্-বি ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইল। অবশেষে যখন কলেজ হইতে তাহার চাকুরী হইয়া গেল, তখন সে মাতার সম্মতি লইয়া ভাগলপুরে যাওয়াই স্থির করিল।

(৩)

প্রবোধ সুবোধকে বাটী ফিরিয়া সাবধানে থাকিবার উপদেশ দিয়া, সেই দিন লুপ মেলে ভাগলপুর রওনা হইল। তাহার বাল্যবন্ধু প্রকাশচন্দ্র তখন ভাগলপুরেই ছিল। পূর্ব্বেই সে তাহাকে তাহার যাইবার কথা জানাইয়া-ছিল। সুবোধ হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া প্রবোধকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া বাটীতে ফিরিয়া গেল।

হাবড়া হইতে যথাসময়ে মেল-ট্রেণ ছাড়িল। ধূলিসমাচ্ছন্ন কলিকাতা-নগরী কয়েক মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল! পথের উভয় পার্শ্বে সুদৃশ্য বাগান-বাড়ী, ছোট-বড় পানা-পুকুর, ঝিউলীর বেষ্টনীর মধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর এবং ক্বচিৎ জীর্ণ ভগ্নদশাপন্ন ইষ্টকালয়, অস্ফুট চন্দ্রালোকে যেন পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যপটের মত চোখের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতে লাগিল! ট্রেণে যাত্রীর অভাব ছিল না, কিন্তু প্রবোধের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে এক ধারে বসিয়া বাড়ীর কথা, প্রভার কথা, চাকুরীর কথা ভাবিতে লাগিল।

ট্রেণ যখন ভাগলপুরে পৌঁছিল তখন প্রভাতের অরুণোদয়ে সুপ্ত প্রকৃতি জাগিয়া উঠিতেছে! প্রবোধ মালপত্র লইয়া প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িল। এমন সময় প্রকাশ আসিয়া বলিল, "হ্যালো মিঃ মুখার্জ্জী! বাড়ীর খবর সব ভাল ত?" বাড়ীর কথায় প্রবোধের চক্ষু সজল হইল। প্রকাশ প্রবোধের পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিল; কিন্তু এখন বহুদিন পরে বন্ধুকে দেখিয়া তাহার সে কথা মনেই ছিল না। বাটীর সংবাদে প্রবোধের অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার সে কথা স্মরণ হইল। সে-কথা চাপা দিয়া সে বলিল, "পথে কোন কষ্ট হয় নি ত? আমি তোমার অপেক্ষাই কর্‌ছিলাম।" প্রবোধ অপরিচিত স্থানে প্রকাশকে পাইয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিল।

ষ্টেশনের বাহিরে প্রকাশের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল; সে প্রবোধকে বাটীতে লইয়া গেল। প্রকাশের বাড়ী যোগসারে—গঙ্গার খুব নিকটে। সহরের কোলাহল হইতে এখানটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। চারিদিকে পুষ্পোদ্যানে বেষ্টিত প্রকাশদের বাড়ীখানি প্রবোধের বড়ই মনোরম বোধ হইল।

সেই দিনই প্রবোধ কার্য্যভার গ্রহণ করিল। ডাক্তার-সাহেব প্রবোধের প্রতিভা-ব্যঞ্জক প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন ও আপাততঃ প্রবোধের দুই শত টাকা মাহিনা হইল, জানাইলেন। প্রবোধ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রকাশের মাতা প্রবোধকে পৃথক্ বাসা করিতে দিলেন না; বলিলেন, "বাবা! প্রকাশ আমার যেমন, তুমিও আমার তেম্‌নি! ছেলে মানুষ, নূতন বিদেশে এসেছ; এখন দু'দিন এখানে থাক। পূজোর পর মা'কে এখানে নিয়ে এসে, তখন আলাদা বাসা কোরো।" প্রকাশও এ বিষয়ে বন্ধুকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিল। কাজেই, প্রবোধ সঙ্গিহীন সুদূর প্রবাসে একাকী থাকিবার কষ্ট অনুভব করিয়া, সেই স্থানেই থাকিতে সম্মত হইল। কৃতজ্ঞতায় তাহার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

যখন দু'টী বন্ধুতে কলিকাতায় 'প্রসিডেন্সি কলেজে' এফ্-এ পড়িত, তখন প্রকাশের পিতা কলিকাতাতেই থাকিতেন। তখন ছুটীর দিনে রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ মধ্যাহ্নে প্রবোধ প্রকাশদের বাটীতে গল্প করিয়া কাটাইয়া দিত; কত পুস্তক পড়িয়া এ উহাকে শুনাইত, আর উভয়ে ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কত কথাই বলিত! তখন প্রবোধের পিতা ছিলেন। আবার আজ বহুদিন পরে দুই বন্ধু একত্র হইয়াছে, কিন্তু পিতৃগণ কোথায়! সেই সকল অতীত স্মৃতির আলোচনা প্রবোধকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল! প্রকাশ প্রবোধকে কাতর দেখিয়া ব্যথিত হইয়াই বলিল, "ভাই যে বিষয়ে আমাদের কোন হাত নেই, সে-কথা আর ভেবে কি কোর্ব্বে? চল, একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।"

(৪)

প্রবোধ বাটীতে পত্র লিখিয়া, উত্তরে জানিল লতিকাকে তাহার শ্বশুর লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন। প্রবোধ ভাবিল, লতিকা শ্বশুরালয়ে যাইলে মা একাকী থাকিতে কষ্ট বোধ করিবেন; সুতরাং এ সময়ে প্রভাকে মা'র নিকট রাখা উচিত। সে প্রভাকে লইয়া আসিবার জন্য সুবোধকে পত্র লিখিল, এবং সে নিজেও তাহার শ্বশুর-মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিল। যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল। প্রিয়নাথবাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার কন্যা পল্লীগ্রামে বাসন মাজিয়া, ঘর নিকাইয়া, ভাত খাইবে না। প্রবোধ যখন বাসা করিতে পারিবে, তখন যেন সে তাঁহার কন্যাকে লইয়া যায়। তিনি সেই সঙ্গে কন্যার অসুস্থতারও দোহাই দিয়াছেন। প্রবোধ বুঝিল, ইহা ছলমাত্র; কারণ, সেই সঙ্গে সে প্রভারও পত্র পাইয়াছিল। কৈ প্রভা ত অসুস্থতার কথা কিছু লেখে নাই! শ্বশুরের প্রতি তাহার তীব্র ক্রোধ সুগভীর অশ্রদ্ধায় পরিণত হইল, পরাজয়ের স্থান পরাক্রম আসিয়া অধিকার করিল। তাহার ফলে, প্রবোধ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, তাঁহারা যত দিন না প্রভাকে নিজে হইতে সাধিয়া দিয়া যাইবেন, ততদিন প্রবোধ আর কোন পত্রাদি পর্য্যন্ত লিখিবে না। ক্রুদ্ধ প্রবোধ হিতাহিত-জ্ঞান হারাইয়া প্রভাকে ইহার পর আর কোনও পত্র দিল না। সে মনে করিল, বড় লোকের মেয়ে সে; হয় ত, তাহার ইচ্ছার কথাই শ্বশুর লিখিয়া-

ছেন। মাতাকে লিখিল, সে পূজার সময় গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবে; সেজন্য সে যথাসময়ে গঙ্গার ধারে বাড়ী ঠিক্ করিয়া রাখিবে।

এদিকে প্রভা প্রবোধের কোনও পত্রাদি না পাইয়া বুঝিল যে, তাহার উপর রাগ করিয়াই, বোধ হয়, প্রবোধ পত্রাদি বন্ধ করিয়াছেন। প্রভার বড় অভিমান হইল। তাহার পিতা তাহাকে পাঠাইলেন না, তাহাতে সে কি করিবে? কেমন করিয়া সে বলিবে যে, সে শ্বশুর-বাড়ী যাইবেই; না যাইলে তাহার স্বামী রাগ করিবেন! তাহা সে বলিতে পারিবে না। ছিঃ! বড় লজ্জা করে। প্রভা দিন-দিন আতপ-তাপে যূথিকার মত শুকাইতে লাগিল। প্রভার মাতা কন্যার ভাব লক্ষ্য করিলেন; স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, প্রভা যেন দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! মুখে হাসি নেই, ভাই-বোনদের সঙ্গে আর তেমন খেলা করে না। জামাইও চিঠি দেওয়া বন্ধ করেছে! কেন যে তুমি মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠালে না? জামাই বোধ হয়, রাগ করেই পত্তর দেয় না। মেয়ের কিন্তু শ্বশুর-বাড়ী যেতে ইচ্ছে ছিল। ও যদি বাসন মাজায়, ঘর নিকনয় সুখ পায়, তুমি কেন বাধা দাও?"

প্রিয়নাথবাবু গৃহিণীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রভা কি তোমায় বলেছিল যে, তার যেতে ইচ্ছে আছে? সে আমার মেয়ে, তার অমন নীচ প্রবৃত্তি নয়। একবার সে বুড়ীর খপ্পরে পড়্‌লে, আর কখনো বেরুবে, মনে কর?"

গৃহিণী কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিলেন, "তবু মেয়ে যখন পরের জিনিস, তখন ত আর জোর চলে না? জামাইয়ের যখন ইচ্ছে—।"

প্রিয়নাথবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "রেখে দাও তোমার জামাইয়ের ইচ্ছে! মেয়ে ত বেচি নি—যে, তাঁর হুকুমে চল্‌তে হবে। ওর, বোধ হয়, কোন অসুখ করেছে। কাল একবার ডাক্তারকে ডাকাব। অসুখ না হ'লে শুকিয়ে যাবে কেন? তোমার যা বুদ্ধি—! সবই ত বোঝ! কেন? আমি কি একেবারে পাঠাব না বলিচি? জামাই দু'পয়সা আনুক্ না? যখন সুখে রাখ্‌তে পার্‌বে, তখন নিয়ে যাবে। এখন কোথায় কি তার ঠিক নেই, স্ত্রী নিয়ে যাবার সখ! মায়ের রাঁধুনী চাকরাণী ছাড়িয়ে দেবার মতলব আর কি! এটুকুও বোঝ না! বেয়াই আমার যা দাতা ছিলেন, একেবারে হাঁড়ী ধুয়ে রেখে গেছেন! আমি আমার মেয়েকে কি ঘর-গোবর দিতে পাঠাব? সে আমার মেয়ে পারে না! সে আমি পার্ব্বো না।"

নিজের বুদ্ধি-হীনতার কথা রাজলক্ষ্মী স্বামীর কাছে চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছেন, তাই কর্ত্তার উপর কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

(৫)

পরদিন ডাক্তার আসিয়া রোগের কোনও নিদর্শন না পাইয়াও কতকগুলা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

প্রিয়নাথবাবু দেখিলেন, প্রভা নীরোগ হওয়া সত্ত্বেও বড়ই কাহিল হইয়া যাইতেছে। তখন তাঁহার মনে হইল, —তবে কি প্রভা সত্য-সত্যই ভাবে? সে

সেই হাস্যময়ী চঞ্চলা প্রভা ত আর নাই! তাহার স্থলে ক্ষীণা দীনা মলিনা বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন। গৃহিণীকে অতি সংগোপনে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কোন রকমে প্রভার মনের ভাব জান্‌তে পার? যদি তোমার কথাই ঠিক হয়, তবে না হয়, ওকে ওর শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়েই দিই। কিন্তু এতে ছোঁড়ার আর মাটীতে পা পড়্‌বে না। করা যাবে কি? যেমন রত্ন গর্ভে ধরেছ,—বাপ কেউ নয়!"

গৃহিণী রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "আমি কি না জেনেই বলিছি? বিয়ে দিলেই মেয়েরা পর হয়ে যায়। প্রভার এখন শ্বশুরবাড়ীর দিকেই টান বেশী; তুমি ওকে পাঠিয়েই দাও। যেখানে থাকে, সুখে থাক্‌লেই হ'লো। মনু বল্‌ছিল, জামায়ের ভাই না-কি তাকে বলেছে যে, জামাই পূজোর পর তার মাকে সেইখানে নিয়ে যাবে; আর জামায়েরও নাকি ২০০ টাকা মাইনে হয়েছে! প্রভাকে এই পূজোর আগেই দিয়ে আস্‌তে হবে। ভাগলপুর শুনিছি ত বেশ ভাল জায়গা! প্রভা সেখানে গেলে সার্‌তেও পার্‌বে।"

প্রিয়নাথবাবু ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

স্নেহের নিকট গর্ব্ব পরাজয় স্বীকার করিল। একটা ভাল দিন দেখিয়া প্রভাকে শ্বশুর-বাটীতে রাখিয়া আসাই স্থির হইল।

(৬)

প্রবোধ পূজার ছুটিতে বাটী আসিতে পারিল না; বন্ধের সময় তাহাকেই হাঁস-পাতালের কাজ দেখিতে হইল। সে সুবোধের পত্রে খবর পাইল যে, প্রভা তাহাদের বাটীতে আসিয়াছে। তাহার ধন-গর্ব্বিত শ্বশুর নিজে হইতেই তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রবোধের মুখে একটুখানি সফলতার হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রবোধ মাতাকে লিখিল, "ভাগলপুর বেশ ভাল জায়গা; আর আমি যে বাড়ীটা ঠিক্ কোরে রেখিছি, সেটী গঙ্গার ধারেই। বুড়ানাথ-শিবের মন্দিরও কাছে; রোজ গঙ্গাস্নান কর্‌তে পার্‌বে। কোন কষ্ট হবে না মা! সুবোধের সঙ্গে তোমরা চ'লে এস। কতদিন তোমায় দেখি নি বল ত?" অন্নপূর্ণা লিখি-লেন—"আমার কি অসাধ বাবা? তোদের ছেড়ে স্বর্গেও যে আমার সুখ নেই। বৌমা এসেছেন, শীঘ্রই আমরা যাচ্ছি।" অতঃপর একটী শুভদিন দেখিয়া সুবোধ তাহার মাতৃ-ঠাকুরাণী ও বৌদিদিকে লইয়া রওনা হইল।

সে-দিন পূজার ষষ্ঠী। সন্ধ্যা হইতে ঢাকের বাদ্য বাজিয়া বাজিয়া থামিয়াছে। বালক-বালিকারা ঠাকুর দেখিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়াছে। মায়ের আগমনে প্রকৃতি যেন হাস্যময়ী! প্রবোধ দূরান্তরের রোগী দেখিতে গিয়া তিন দিন সেইখানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; আজ ছাড়া পাইয়া মন তাহার বাতাসের বেগে ঘরের পথে উড়িয়া চলিতেছিল। কিন্তু ট্রেণের গতি আজ কি মন্থর! দীর্ঘ বিরহের পর আজ মিলনের আনন্দে তাহার চিত্ত উদ্বেগ-ব্যাকুল! তাহার মনে হইতেছিল,—প্রভা না জানি কত অভিমান করিবে! কত মৃদু ভর্ৎসনা করিবে! এতদিন পত্র না লেখার কৈফিয়ৎ দেওয়া যে এখনও বাকী! ইত্যাদি।

বাড়ী ঢুকিতে গিয়াই প্রবোধ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ডাক্তারের দল তাহারই

শয়ন-গৃহের দুয়ারে জটলা পাকাইয়া এ কি বলিতেছেন—"রোগ্ সিরিয়স্, প্রাণের কোন আশা—!" সুবোধ ব্যাকুল স্বরে কহিতেছিল, "তবু একটু চেষ্টা করুন। দেখুন, যদি পারেন! দাদা যে এখনও অসুখের খবর পর্য্যন্ত পান নি—! ওঁর বাপ্ যে সাহস করে আমাদের হাতে ছেড়ে দিতেই পার্‌ছিলেন না! আমি তাদের কি জবাব দোব?"

বারান্দা হইতে মল্লিকা-ফুলের সুগন্ধ তীব্র মাদক-গন্ধের মতই প্রবোধের নাসিকায় প্রচণ্ড আঘাত করিল। সে ছুটিয়া উন্মত্তের মত ঘরে ঢুকিলে, ডাক্তারগণ তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ছিন্নমূল লতাটির মত প্রভার শীর্ণ দেহখানি বিছানায় মিলাইয়া গিয়াছে!—চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে নীল ছায়া ফেলিয়া দিয়াছে, তবু উজ্জ্বল চক্ষু-দুইটী স্বামীর পানে চাহিয়াছিল! "আমায় মাপ কর প্রভা! তোমায় এ কি দেখ্‌তে নিয়ে এলুম!"—অস্ফুট স্বরে এই বলিতে বলিতে প্রবোধ দুই হস্তে পত্নীকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভার নিষ্প্রভ চক্ষুতে আনন্দের মৃদু হাসিটুকু অটুট রহিয়া গেল, স্বামীর বাহু বেষ্টনে চিরমিলনের সুখে সে ঘুমাইয়া পড়িল। তখনও বাবুদের বাড়ীর বৈঠকখানায় হারমোনিয়মের সহিত গান হইতেছিল—"জীবনে মরণে আমি তোমারি, তোমারি কাছে জনমে জনমে ফিরে আসিব।"

শ্রীপঙ্কজিনী দেবী।

অনাদৃতা।

ছিন্ন-লতিকা সে গো তোমারি চরণ-তলে
পড়ে আছে দিবা-নিশি স্বার্থপাশে দূরে ফেলে!
দিবা-নিশি অবিশ্রাম তোমারি তোমারি তরে,
ঢালিতেছে প্রাণ-ধারা, নাহি চাহি দান ফিরে!
কেন গো মরম-তলে তাহারে বেদনা দাও?
কেন ও নয়ন-নীর মুছাতে ব্যাকুল নও!
তোমারি পরশ পেলে সে যে গো জীবন পায়!
তোমার প্রেমের আলো অবসাদ মুছে দেয়!
সে বন-বল্লরী-সম বিতরি সুষমা-বাস
চলে যায় নীরবেতে ফেলিয়া মরত-বাস!

বাসনা।

গিয়াছে যে চলি, ডাকি না তাহারে ফিরিতে মরত-পুরে;
চাহি, যেন শুধু স্মৃতিখানি তার থাকে মোর বক্ষ জুড়ে!
দেব-মন্দিরের সুরভির মত মন মুগ্ধ করি নিত্য,
প্রভাতে সন্ধ্যায় দিবসে উষায় ভরি রাখে মোর চিত্ত!
সব কু-বাতাস দূরি যেন যায় তারি স্নিগ্ধ পূত বাসে,
সতত সুমন্দ ধূপ-দীপ-গন্ধ ভরি থাকে চারি পাশে!

শ্রী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

উপদেশ-সংযত অরুণবাবু ততক্ষণে নিজের মাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত কি কথা আরম্ভ করিয়া গম্ভীর-ভাবে মৃদু-মন্দ স্বরে নানা কথা বলিতেছিলেন। নমিতা তাঁহাদের কথায় কাণ দিতে পারিল না,—তাহার মাথার মধ্যে তখন কেমন একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার উঠিয়া গঙ্গার জল তুলিয়া মাথায় ঢালে; কিন্তু সেই ছোট কাজটুকুও আবার অন্যের দৃষ্টিতে, কে জানে, কি ভাবে প্রকটিত হইবে, কোন্ দিক্ দিয়া কাহার মনে কি কৌতূহল-ঔৎসুক্য সমুৎসৃষ্ট হইবে,—ভাবিয়া সে সে-কাজে ক্ষান্ত হইল, ঘাড় গুঁজিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

দত্তজায়া নমিতার কেহই নহেন, এবং এত দিন ধরিয়া তাহার সঙ্গে তিনি যেরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণ হিসাবে নমিতা যদি কোন সম্পর্ক ধরিতে চায়, ত সে সম্পর্ক-টাকে সহযোগিতার সৌহার্দ্দ্য না বলিয়া, প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব বলাই ঠিক্। তা ছাড়া এতদিনের ব্যবহারে ও পরিচয়ে নমিতার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দত্তজায়ার প্রকৃতির যে মোটামুটি ছায়াটা বুঝিতে পারা গিয়াছে, সেটুকুকেও আদর্শ-মনুষ্যোচিত চরিত্র বলা যায় না। কিন্তু তা বলিয়া নমিতা কি ভুলিয়া যাইবে যে, দত্তজায়া নমিতার মতই একজন পিতার কন্যা, ভ্রাতার ভগিনী,—নমিতারই ন্যায় বিশ্ব-সংসারের লক্ষ নারীর মাতা-মাতামহী পিতামহীর মত করুণা, কল্যাণ ও শ্রদ্ধামণ্ডিত নারীজাতির একটি ক্ষুদ্রতম অংশ! নমিতার সহিত দত্তজায়া সদ্ব্যবহার করেন না;—এমন কি সুযোগ পাইলে কাল্পনিক আক্রোশে তাহাকে প্রচ্ছন্ন অপমানের আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অবশ্য, সেজন্য নমিতা আহত-বেদনায় যে ব্যথিত না হয়, তাহা নহে; কিন্তু তাহাতেও নিজের বেদনার অপেক্ষা দত্তজায়ার নীচাশয়তার গ্লানি তাহার বুকে বাজে বেশী!—কেন না, দত্তজায়া ত মানুষ!

কিন্তু শুধু দত্তজায়া বলিয়া নহে, তাঁহার মত প্রত্যেকের সম্বন্ধেও ত ঐ কথা বলিতে পারা যায়। মানুষের মনুষ্যত্বের দৈন্য ও চরিত্র-মাধুর্য্যের হীনতায়, নমিতার মত কত অভাগার বুকের মধ্যে ক্ষোভের লাঞ্ছনায় সঞ্চিত ক্রন্দন জমাট বাঁধিয়া নিভৃতে কত পাথরের মত কঠিন বস্তু তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে! এই যে চোখের সম্মুখে দুইবেলা সম্ভ্রান্ত-বংশের সুশিক্ষিত সন্তান ডাক্তার প্রমথ মিত্রের কত অন্যায় অবহেলার ত্রুটি—!

নমিতার কপোল আকর্ণ লোহিত হইয়া উঠিল। সে আর ভাবিতে পারিল না, অধীর চিত্তে বই বন্ধ করিয়া, আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মি জলন্ত তেজে ঝল্‌মল্ করিতে-

ছিল, সম্মুখে সুদূর-বিস্তৃত গঙ্গা-তরঙ্গ উচ্ছল উদ্দাম আবেগে অধৈর্য্যভাবে আস্ফালিত হইতেছিল! নমিতা চাহিয়া চাহিয়া, কিছু ক্ষণ পরে, ধীরে একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এমন সুবিশাল, এত বিপুল আয়োজন! কিন্তু প্রয়োজনের সম্মুখে ইহার সুমহান্ প্রাচুর্য্যেও কেন এত বৈসাদৃশ্য—কেন এমন নিষ্প্রয়োজনীয় বৈষম্য? পৃথিবীর কাজে সূর্য্যালোকের প্রয়োজন; কিন্তু সূর্য্যরশ্মির ঐ জ্বলন্ত উগ্রতা,—ঐটুকু না থাকিলে কি সুন্দর শান্তিময় শোভা বিকশিত হইত! গঙ্গা-বক্ষে এই দুরন্ত দৌরাত্ম্যপূর্ণ প্রবাহের পরিবর্ত্তে যদি মৃদু মনোহারিণী তরঙ্গলীলা চিরস্থির হইত, তাহা হইলেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকার্য্যে কি এত মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটিত?

নমিতার অস্থির চিত্ত সহসা অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। বিস্মিত হইয়া সে দেখিল, ইতোমধ্যে মকবুলের মা অরুণবাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সহিত কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিয়াছে, এবং তাহার অসুখের সময় হাঁসপাতালে অবস্থানকালীন দত্তজায়ার আচার-ব্যবহার উল্লেখ করিয়া, তাঁহার দোষগুণের সহিত নমিতার চরিত্রের উৎকর্ষের তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছে!

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "মকবুলের মা, ছাতাটা তোমায় ভিজিয়ে দিলুম, ওর ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে যাবে বলে;—আর তুমি কি না ছাতাটা আলাদা শুকুতে দিয়ে, নিজে রোদে মাথা দিয়ে যাচ্ছ! নাও, ছাতা মাথায় দাও।"

মকবুলের মাতা কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল, "তোমার ছাতা বেটী......!"

না।—হলেই বা; ওটা আমার মাথায়ও যেমন ছায়া দিতে পারে, তোমার মাথায়ও ঠিক্ তেমনি দেবে। নাও, কাহিল মানুষ, এমন চড়া রোদ আর লাগিও না মাথায়!

মকবুলের আর ইতস্ততঃ করিতে পারিল না; সঙ্কুচিত হইয়া ছাতাটা তুলিয়া মাথায় দিয়া জড়সড় ভাবে বসিল। নমিতা ছই'এর গায়ে হেলিয়া বসিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-নিরীক্ষণে মনোনিবেশ করিল; তাহার আর পড়া হইল না। ছইয়ের ভিতরও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

অরুণবাবু খুব শক্ত ও সংযত হইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন,—কাহারও সহিত আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার মাতাও পূর্ব্বাপর ঠাণ্ডা ভাবে বসিয়া একমনে মালা-জপ করিতেছিলেন, পুত্র ও পুত্রবধূর কথোপকথনের মাঝে, কখনও বা দুই একটা কথা কহিতেছিলেন। অতঃপর তিনিও নীরব হইয়া রহিলেন; অরুণবাবুর ভ্রাতৃজায়া ছেলেদের অস্থিরতা ও দুষ্টামীর জন্য ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া রহিলেন;—তবে তাহারই মাঝখানে থাকিয়া থাকিয়া দুই একবার উৎসুক দৃষ্টিতে নমিতার দিকে চাহিতে লাগিলেন। নমিতা কিন্তু আর তাঁহার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহিত হইল না।

নৌকা আসিয়া হাঁসপাতাল-ঘাটে পৌঁছিলে, নমিতা নামিয়া মকবুলের মাকে ধরিয়া নামাইল ও মাঝির ভাড়া মিটাইয়া দিল। নৌকার ভিতর হইতে অরুণবাবুর ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "চল্লেন তা হলে এবার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বিদায়—!" মুহূর্ত্তে নমিতার স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা তীব্র ঝঙ্কনা বহিয়া

গেল।—এমনই করিয়া, কে জানে কবে কোন্ একটা অনির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে পৃথিবীর নিকট চির-বিদায় একদিন গ্রহণ করিতে হইবে!—নয়?—তবে? তবে কেন পার্থিব তুচ্ছ খুটিনাটি লইয়া পৃথিবীর লোকের সঙ্গে মনোমালিন্য রাখা? শেষের সে যাত্রার পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ তাহার চিত্তে নিজের মূর্খতার ব্যবহারসৃষ্ট যে গ্লানি-বিক্ষোভ সঞ্চয় করিয়া রাখে—হে ভগবন্! শক্তি দিও, সে সব নিজের ভুল-ভ্রান্তি যেন নিজের হাতে সংশোধন করিয়া,—প্রত্যেক বিক্ষুব্ধ চিত্তের প্রসন্ন ক্ষমা অর্জ্জন করিয়া—নিজের আত্মাকে শান্ত সমাহিত করিয়া, মহাযাত্রার উপযুক্ত যোগ্যতায় যেন সে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে,—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যেন আপনাকে প্রস্তুত রাখিয়া চলিতে পারে!

নৌকার আরোহিগণের উদ্দেশ্যে যুক্ত-করে বিনীত-নমস্কার সহ কোমল-হাস্য-সুন্দর বদনে নমিতা বলিল, "আমার জন্যে ছেলেদের নিয়ে আপ্নাদের অনেকটা অনর্থক কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়েছে; অপরাধ নেবেন না—।" অরুণবাবুর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ সে নমস্কার করিয়া বলিল, "ক্ষমা কোর্‌বেন।"

বিচলিত হইয়া অরুণবাবু নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন, "সে কি কথা! এ ত আমাদের সৌভাগ্য—!"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নৌকার উপর হইতে পুনরায় নমস্কার করিয়া অরুণবাবু বলিলেন, "এ সৌভাগ্যের জন্যে আমরা যথেষ্টই আনন্দিত জান্‌বেন—।"

"ধন্যবাদ।"—নমিতা বেশী আর কিছু বলিতে পারিল না।—নিজের অসহিষ্ণু মূঢ়তায়, ইহাদের ব্যবহারের উত্তরে সে এক পূর্ব্বে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা যে অন্য আনন্দজনক, তাহা ত নহে! কিন্তু ভদ্র লোকের এই একটুখানি সৌজন্য এতক্ষণের পর তাহাকে, তাহার নিজের সেই দুর্ব্বলতাটুকু তীব্র রূঢ়তায় স্মরণ করাইয়া দিল; কিন্তু ক্ষুণ্ণ অনুতপ্ত নমিতার তখন সে ত্রুটি সংশোধনের আর সুযোগ ছিল না। নমিতা কিছু বলিবার মত কোন উপলক্ষ খুঁজিয়া পাইল না। ব্যথিত ম্লান দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া সবিনয়ে মাথা নোয়াইল। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

গামছার মোট মাথায় করিয়া মকবুলের মা অগ্রসর হইল। নমিতা বই-হাতে ছাতা খুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল; তাহার মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভবিষ্যতে সুযোগের অপেক্ষায় কোন ত্রুটি অসংশোধিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে নাই; সুযোগের সন্ধান খুঁজিয়া মেলা দুর্ঘট, কিন্তু দুর্য্যোগের প্রাচুর্য্য পদে পদে। এ কথাটা আজ হাড়ে হাড়ে সত্য বলিয়া অনুভূত হইল।

নিজের বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া মকবুলের মা বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "যাও বেটী বাড়ী!—তোমার দৌলতে এতটা পথ বড় আরামে শীগ্‌গী এসে পড়েছি—।"

চিন্তারতা নমিতার চমক ভাঙ্গিল, তাহার দৌলতে বৃদ্ধা এতখানি পথ বড় আরামে শীঘ্র আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা হাসিল। —তবু ভাল, অনেকগুলা ভ্রান্তির মাঝে এতটুকুও শান্তি আছে! ভাগ্যে স্বার্থের মুখ চাহিয়া ক্ষুৎপিপাসাতুর মাঝিকে জোর-তলবে নৌকা বহাইতে বাধ্য করে নাই,—সে সময়

মাথায় সুবুদ্ধিটুকু ভাগ্যে উদয় হইয়াছিল, তাই একটি ভদ্র পরিবারের যৎকিঞ্চিৎ সুবিধাও করিয়া দেওয়া গেল, এবং সেই সুবিধাটুকুর বন্দোবস্তে মন দিয়াছিল বলিয়াই নিরুপায় বেচারী মকবুলের মার এতটুকু শ্রমলাঘবে সমর্থ হইয়াছিল—।

নমিতার চিত্ত ভারমুক্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্বচ্ছ উজ্জ্বল আনন্দ-রশ্মিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল।—যাক্, নিজের বাহ্য সম্মান বাঁচাইবার জন্য সে ত রাখিয়া ঢাকিয়া কাহারও প্রতি শিষ্টতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া নিজেকে লাঞ্ছিত করে নাই! তাহার ভিতরে যাহা ছিল, সে বাহিরেও তাহা প্রকাশ করিয়াছে। সে সত্যের শ্রদ্ধানুষ্ঠানকে ত ছলনার অনুগ্রহে পর্য্যবসিত করে নাই,—অনাদৃত দরিদ্রের হৃদয় পৃথিবীর বাজারে সস্তা-দরে বিকায় বলিয়া, সে ত হিসাব নিকাশ খতাইয়া মিছামিছি ছল-চাতুরী করে নাই,—ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহাতে শিক্ষা-গর্ব্বে উদ্ধত-চেতা অরুণবাবু খোলা-মনে বৃদ্ধাকে কৌতুকের উপহাসই করুন, আর নমিতাকে নিজের সৌজন্য-সম্মান বাঁচাইবার জন্য কৃত্রিমতার সভ্য আবরণাবৃত শিষ্টতাই দেখান,—কি ক্ষতি তাহাতে? তাঁহাদের যত্ন-কৃত মিথ্যার সৃষ্টি—ঐ শিষ্টতা,—উহাকে ভালরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে, উহা হয় ত প্রকৃত শিষ্টাচার না হইয়া, ঘোর অপমানের কশাঘাত বলিয়াই প্রতীতি হইবে।—কিন্তু তাহা হইলেও উঁহাদের বুদ্ধি-কৌশলকে ধন্যবাদ দেওয়াই শ্রেয়স্কর! নমিতার হৃদয়ের অনুভূতি হৃদয়ের মাঝখানেই সব সত্য-মিথ্যা অনুভব করুক! কলহে প্রয়োজন কি?

বৃদ্ধার কথার উত্তরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া নমিতা দ্রুতপদে নিজের বাটীর উদ্দেশে চলিল। বাটীতে আসিয়া বাহিরের বারান্দায় সিঁড়িতে নমিতা উঠিতেছে,—সুশীল পদশব্দ পাইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া, দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, "এত দেরীতে বাড়ী এলে দিদি! মা তোমার জন্যে কত ভাব্‌ছেন!"

"আমি কি এতই ছেলে-মানুষ!"—ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "মা বুঝি মনে করেন, আমি চড়ার বালিতে কখন হারিয়ে যাব?"

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "সত্যি বল্‌ছি দিদি, তুমি যে এত জায়গায় ঘুরে বেড়াও, একলা তোমার ভয় করে না?"

ন। করে বৈ কি, যখন নিজেকে একলা মনে করি।—কিন্তু যাদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াই, তারা কেউ পর নয় রে সুশীল, সবাই আপনার লোক।

সু। সবাই আপনার লোক! চেন নাকি সবাইকে?

"নিজের অক্ষমতায় চিন্‌তে পারি না সবাইকে, কিন্তু সবাই যে আপনার, সেটা নিশ্চয় জানি।" এই বলিয়া অন্যমনস্ক নমিতা ছাতা মুড়িয়া, মাথার 'ভেল্‌'টা খুলিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সুশীল পাশে পাশে চলিতেছিল, চৌকাট পার হইয়াই সে বলিল "তোমার একটা চিঠি আছে দিদি! পড়্‌বার ঘরে একবার এস।"

পার্শ্বেই পড়িবার ঘর। নমিতার সহিত সুশীল সেই ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে অপরিচিত মেয়েলী হাতের বাঁকা বাংলা-অক্ষরে লেখা, নমিতার নামাঙ্কিত একখানি লেফাফা তুলিয়া নমিতার হাতে দিল। নমিতা সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "পোষ্টাফসের ছাপ নেই! একি কেউ হাতে দিয়ে গেল?"

সুশীল। হুঁ, ডাক্তার মিত্তিরের ভাই নির্ম্মলবাবু তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে এসেছিলেন; তিনি বল্লেন, তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা কে ঐ চিঠি লিখেছেন; পড়ে দেখ্‌তে বলে গ্যাছেন।

বিস্ময়-স্তব্ধ নমিতা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

অনাথ বালক-বালিকা।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পথিপাশে এক আছে দাঁড়াইয়া
গির্জ্জা অতিপুরাতন,
পবনের গতি- প্রদর্শক-মূর্ত্তি *
শিরে তার সুশোভন;
অতিসমুজ্জ্বল করে ঝলমল
অস্তগামী রবিকরে;
গেলাম ভ্রমিতে সেথা পল্লীগ্রামে
সমতল-ভূমি' পরে।

একাকিনী আমি ত্বরিত গমনে
পথ অতিক্রম করি,
প্রাচীরের পাশে ছিল আরোহণী,
বসিলাম তদুপরি।
নীরবে বসিয়া লাগিনু ভাবিতে
কত শত মৃত জন,
রহিয়াছে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে
মহানিদ্রা-নিমগন!

দেখিলাম কত দীর্ঘ অনুন্নত
সামান্য সমাধিস্থান,
দরিদ্র-নিকর শ্রমজীবি-দল
শান্তিতে যেথা শয়ান!
তাহাদের মাঝে বহুমূল্য কত
শিলালিপি, দেখিলাম,
করিছে বহন কত ধনী মানী
কত মহতের নাম!

সদ্যোনিরমিত মৃত্তিকার স্তূপ
দেখিনু সম্মুখভাগে,
নূতন বলিয়া আজো তদুপরি
তৃণদল নাহি জাগে!
ত'ার পাশে দু'টি বালক-বালিকা
ছিন্নবস্ত্র পরিধানে
করিছে রোদন উদাস নয়নে
চাহি চারিদিক্ পানে!

* Weathercock.

রুটি এক খণ্ড   দু'জনার মাঝে
রহিয়াছে পড়ি, তাহা
দেখিয়া বুঝিনু   দু'জনার কেহ
দেয় নাই মুখে আহা!
রক্তহীন-তনু   কৃশ অতিশয়
অভাবের নিপীড়নে
হেরিয়া তাদের   বিপুল বেদনা
বাজিল আমার মনে।

জিজ্ঞাসিনু শেষে   দু'জনার পানে
চেয়ে থেকে ক্ষণ তরে,—
"রয়েছ বসিয়া   হেথায় তোমরা
কি দারুণ দুঃখ-ভরে?
হবে পরিতৃপ্ত   ক্ষুধা তোমাদের
যেটুকু আহার্য্য পেলে,
কেন দোঁহে তাহা   স্পর্শ নাহি করি
নষ্ট কর অবহেলে?"

এ-কথা শুনিয়া   বালক উঠিয়া
দাঁড়াইল ত্বরা করে,
কহিতে লাগিল   বিনম্র ভাবেতে
আগ্রহ-আকুল স্বরে—
"ঠাকুরাণি, যদি   পাইতাম মোরা
আহার্য্য প্রচুরতর,
নাহি হ'ত তবে   অনশনে হেন
ক্ষয়প্রাপ্ত কলেবর।

"বড়ই দুষ্টামী   করিতেছে মোর
সহোদরা মেরী আজি;
এত বলিতেছি,   কোন মতে তবু
খাইতে না হয় রাজী!
সারাদিন আজি   খায় নাই কিছু,
তাই মোর মনে জাগে
আজিকার এই   রুটির টুকুরা
তারি প্রাপ্য হয় আগে।"

শুনি অতিদীন   অনাহারে ক্ষীণ
মেরী ধীরে ধীরে কয়,
"যাবৎ হেন্‌রী   না খাইবে কিছু,
তদবধি সুনিশ্চয়
খাইব না আমি;—   গতকল্য মোর
জুটেছিল কিছু খাদ্য;
হেনরী রয়েছে   দুই দিন আজি
উপবাসী হ'য়ে বাধ্য।"

হৃদয় আমার   উঠিল উথলি
মমতা ও করুণায়
না পারিনু আর   একটিও কথা
জিজ্ঞাসিতে আমি তায়!
বালক যেন গো   বুঝিল আমার
অন্তরের আকিঞ্চন,
আপনার মনে   বলিয়া চলিল
না করিতে জিজ্ঞাসন।—

"পিতা আমাদের   হ'য়ে প্রলোভিত
কু-লোকের মন্ত্রণায়,
জীবিকা অর্জ্জন   করিবার তরে
সাগরে গেলেন হায়!
ছিল আমাদের   আবাস-কুটীর
ওই 'অ্যাস'-তরুতলে,
দুটি ভাই-বোনে   সদা খেলাইয়া
ভ্রমিতাম কুতূহলে।

"পিতা গেলে পরে   মাতা আমাদের
কাঁদিয়া দিবস-যামী,
কি যে অবস্থায়   হলেন পতিত
বলিতে না পারি আমি।

'মরণ আমার এসেছে নিকটে',
বলিলেন অবশেষে,
'দুটি ভাই-বোনে থেক মিলে মিশে
পরস্পরে ভালবেসে।'

"বলিলেন মাতা, 'এ মহাসমর
অবসান হ'লে পরে,
পিতা তোমাদের হয় ত আবার
ফিরে আসিবেন ঘরে।
যদ্যপি কখন ফিরিয়া ঘরেতে
না আসেন আর তিনি,
হইবেন তবে পিতা তোমাদের
প্রভু জগদীশ যিনি।'

"চুম্বন করিয়া দুই ভাই-বোনে
জননী গেলেন স্বর্গে ;
আনিয়া এখানে সমাধি তাঁহারে
দিল প্রতিবাসিবর্গে।
কতদিন মোরা বসি এইখানে
ভাসিয়াছি আঁখি-নীরে,
ভাবি মনে মনে মায়েরে আমরা
আর না পাইব ফিরে !

"দেখিনু যখন পিতা আমাদের
ফিরে না আইলা আর,
ভাবিনু আমরা খুঁজিতে তাঁহারে
যাব সমুদ্রের ধার।
ভেবেছিনু মনে সমুদ্রের ধারে
নিশ্চয় পাইব তাঁয়,
সুখেতে আবার কাটাইব কাল
জনকের স্নেহছায় !

"আসিয়া চলিনু দুটি ভাই-বোনে
হাত ধরাধরি করি,
কত দীর্ঘ পথ কৈনু অতিক্রম
কত দীর্ঘকাল ধরি !
পথে কতজন ফেলিল নিঃশ্বাস
চাহিয়া মোদের পানে,
কেহ মিষ্ট হাসি তুষিল মোদের
আহার্য্য-পানীয়-দানে।

"হইলাম যবে উপনীত মোরা
সমুদ্রের তীরে আসি,
দেখিনু সম্মুখে রয়েছে বিস্তৃত
কি বিশাল জলরাশি !
ভাবিলাম দেখি জলমগ্ন পিতা
হয়েছেন সুনিশ্চয় ;
কাঁদিনু কাতরে ; ভাবিনু মোরাও
হেথা যেন পাই লয় !

"না দেখি উপায় ফিরিলাম পুনঃ
মাতার সমাধি-স্থানে,—
তাঁহার নিকটে যাইতে মোদের
বড়ই বাসনা প্রাণে !
প্রতিবাসী এক বৃদ্ধা দয়াশীলা
দিয়াছে আহার্য্য এই,
সিন্ধুপারে পিতা আছেন শয়ান,
বলেছে মোদের সেই !

"সংসারে এখন মাতাপিতৃহীন
অনাথা আমরা তাই,
কোথা জগদীশ ?— তাঁর অন্বেষণে
যাব মোরা ঠাঁই ঠাঁই !
ঠাকুরাণি, তুমি জান কি গো কিছু,
বল মোরা কোথা যাব ?
পিতা আমাদের প্রভু জগদীশ,
কোথা গেলে তাঁরে পাব ?

শুনিয়াছিলাম　　জননীর মুখে
স্বরগে তাঁহার বাস,
বলিল সে বৃদ্ধা　　জননীও স্বর্গে
গিয়াছেন তাঁরি পাশ !
এত ভ্রমিলাম　　এত খুঁজিলাম
করিনু প্রার্থনা এত,
কোথায় জননী,　　কোথা জগদীশ,
না পাইনু দেখিতে ত ।"

বহুভাষী শিশু-　　দু'টীরে অমনি
বুকে ল'য়ে সযতনে,
কহিলাম, "বৎস,　　এস দোঁহে এস,
থাকিবে আমার সনে ।
খাদ্য পরিচ্ছদ　　করিব প্রদান,
নাহি ভয় বিপদের,
শোন রে বাছনি,　　দ্বিতীয়া জননী
হ'ব আমি তোমাদের ।

"সংসারে আমরা　　আছি যত জীব
সবার জনক যিনি,
উপযুক্ত কালে　　নিকটে তাঁহার
ডাকিয়া ল'বেন তিনি ।
তোমা দোঁহাকারে　　রহিবে সেথায়
আপন মায়ের পাশে ;
এ মর জগতে　　আছ যত দিন
থাকহ আমার বাসে ।"

শ্রী ইন্দুবালা সরকার ।

মাতৃস্নেহ ।*

পৃথিবীর আলোক-রশ্মি প্রথম যে-দিন আমাদের চক্ষুকে স্পর্শ করিয়াছিল, প্রথম যেদিন বায়ুর মৃদু হিল্লোল আমাদের দেহ-মন পুলকিত করিয়াছিল, প্রথম যেদিন বিহঙ্গ-কণ্ঠের অস্ফুট স্বরলহরী আমাদের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল, সেইদিন এই অপরিচিত জগতে যে স্নেহ আমাদিগকে অযাচিতভাবে রক্ষা করিয়াছিল তাহাই মাতৃস্নেহ। এই মাতৃস্নেহের ধারা জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবে মানব-সন্তান-হৃদয়ে বহিয়া যায়। যে দেশেরই শাস্ত্র ও সাহিত্য আমরা আলোচনা করি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, মাতার সেই নিঃস্বার্থ স্নেহের নিমিত্ত তাঁহার স্থান কত উচ্চে ! তাই এককালে মাতৃস্নেহের মহিমা দেখিয়া আর্য্য কবিগণ গাহিয়াছিলেন—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ।

ইহা যে কেবল কবির কবিত্ব, তাহা নহে ; ইহা মাতৃস্নেহে মুগ্ধ কবির ভক্তির গান। এই মাতৃস্নেহ হইতেই মাতৃভক্তির উৎপত্তি। আজ যে আমরা প্রফুল্লচিত্তে পৃথিবীর নানাবিধ সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছি, তাহার মূল কারণই সেই মাতৃস্নেহ। গর্ভধারণ ও সন্তান-পালনে নিজের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া মাতা

* (কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত তৃতীয় শ্রেণীর পারিতোষিক-প্রাপ্ত রচনা।)

যে ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহার পশ্চাতেও মাতৃস্নেহ।

মানব-সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখন জননীর স্নেহই তাহার একমাত্র অবলম্বন। মাতার সেই অযাচিত স্নেহ আমরা কোনও দিন শোধ করিতে পারি না। শিশু যখন আধ আধ স্বরে ডাকে—"মা!", শিশুর সেই অস্ফুট উচ্চারণে মাতার হৃদয় কি এক আনন্দের তরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা তিনি ভুলিয়া যান! আবার শিশুও সেইরূপ মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলে কি এক আনন্দ অনুভব করে! শিশু নিদ্রাতুর হইলেও "মা,"—ক্ষুধাতুর হইলেও "মা"। আবার যখন বড় হয়, দূরে প্রবাসে দারুণ কষ্টে পড়িয়া যখন একটিবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও উচ্চারণ করে—"মা", তখন সে দুঃখের মধ্যেও কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে! "মা" কি পবিত্র নাম! এই নামের মহিমা দর্শনে দেশে-দেশে তাই কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—"বন্দে মাতরম্"।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং বলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, কেবল মাতৃস্নেহের নিমিত্ত। ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডে-দণ্ডে মাতার উৎসাহ পাইয়া তাঁহাদের বল ও উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জননীর এই অতুল নিঃস্বার্থ স্নেহের দৃষ্টান্ত এ পুণ্য-ভারতভূমিতে বিরল নহে। কথিত আছে—কোনও এক সময়ে একটী বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার একমাত্র পুত্রকে লইয়া কোনও এক স্থানে যাইতেছিলেন। অনেক দূরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাদের পথ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটী রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। আর কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি রেলপথের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে একখানি ট্রেণ হুস্-হুস্ শব্দে সেইস্থানে আসিয়া পড়িল। মাতা তখন হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। মাতা তখন তাঁহার সন্তানের রক্ষার জন্য এক উপায় স্থির করিলেন। পার্শ্বস্থ পুত্রকে রেলপথের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। পুত্র রেলপথের বাহিরে গিয়া পড়িল। কিন্তু এদিকে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে গাড়ীখানি মাতার উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার আর কোনও চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। তিনি তাঁহার নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন! আর কেহ হইলে নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া, তৎপর অন্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিত। কিন্তু মাতার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব স্নেহ যে, "তিনি নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।"

সন্তান, মাতার নিকট, মাতার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা! ধন্য বিধাতা! ধন্য তাঁহার করুণা! জগৎ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি—কি পাপী কি পুণ্যাত্মা, সকলেরই নিকট মাতৃস্নেহ দিয়াছেন।

মাতা সন্তানের জন্য কি না করেন, তাহা বলা যায় না। পৃথিবীতে কিসে তাহার উন্নতি হয়, এবং কিসে উপকার হয়, তাহাই শুধু চেষ্টা করেন। মাতার স্নেহ সুসন্তান যেরূপ পাইয়া থাকে, কুসন্তান যে তাহা অপেক্ষা কম পায়, তাহা নহে; তিনি প্রত্যেককেই সমান চক্ষে দেখেন।

মাতৃস্নেহ অপূর্ব্ব! এমন কি যখন পশু-দিগের দিকে দৃক্‌পাত করি, সেখানেও দেখিতে পাই, মাতৃস্নেহ! পশুদিগের মধ্যেও এইরূপ স্নেহের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একদা চিল্কাহ্রদ-মধ্যস্থিত 'পারাকুদি' পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া একটী পাথর হইতে আর একটী পাথর অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দেখিলাম, পাথরের উপর লতার পার্শ্বে, ঝোপের মধ্যে কাঠ, খড় ইত্যাদি দিয়া সুন্দর সুন্দর বাসা বাঁধিয়া গাংচিল সবুজ সবুজ ডিম পাড়িয়া রাখিয়াছে। বড় বড় পাখীগুলি আমাদের দেখিয়া আপন আপন সন্তানগুলিকে সযত্নে ডানা দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া আছে। আমাদিগের আগমনে উহারা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, শাবক-গুলি কাতরভাবে চিঁ-চিঁ-শব্দ করিতে লাগিল। মাতৃস্নেহের এই করুণ দৃশ্য দেখিলে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়! মানব-সংসারে বিপদ্ প্রলোভন প্রভৃতি সন্তানের বিনাশ-কারণ উপস্থিত হইলে, আমাদিগের জননী-গণও কি ঐরূপ তাঁহাদিগের অসংখ্য প্রেমপক্ষ বিস্তার করিয়া, ঈশ্বর-চরণে কাতর রোদন করিতে করিতে সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পান না?

মাতৃস্নেহের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের বিকাশ হয়। এই অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ স্মরণে আমাদের প্রাণ আপনা হইতেই বিধান-কর্ত্তা পরমেশ্বরের চরণে লুটাইয়া পড়ে।

শ্রী লীলা খাস্তগিরী

অঞ্জলি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

কল্পনা-কাননে পশি' কবিতা-প্রসূন
বিজনে একেলা নিতি করিনু চয়ন,
রচিয়া মোহন-মালা সাজাইব বলে
দুঃখিনী মায়ের মম ও রাঙ্গা চরণ।

নিয়তি কঠোর হায়! পূরে না-ক সাধ,
কুসুম-স্তবক মম ধরণী লুটায়;—
বিফল সাধনা মম বিফল জীবন,
সময় বহিয়া যায় কিবা নিরাশায়!

হ'লেও সৌরভহীন এ তুচ্ছ প্রসূন
রূপের অরূপ ঘটা না র'লেও তার,
কৃত্রিম নহে গো, এ যে প্রাণ দিয়ে গড়া,
রহে যে ভকতি-প্রীতি-প্রেম-অশ্রুধার।

জানি আমি, মা যে মোর চির স্নেহময়ী,
নারিনু রচিতে মালা কিবা দুঃখ তায়?—
একটি একটি তুলি যতনে প্রসূন
অঞ্জলি সঁপিব নিতি জননীর পায়।

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

পুস্তক-সমালোচনা।

কেতকী—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক চুঁচুড়াস্থ ভূদেব-ভবন হইতে প্রকাশিত। উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। মূল্য—বার আনা মাত্র। গ্রন্থখানি গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ স্বর্গগত ভ্রাতৃদ্বয়ের করকমলোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গ পত্রখানি গ্রন্থপ্রণেত্রীর অকপট ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং অমরধামে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছে।

কেতকী একখানি গল্পগ্রন্থ। ইহাতে জ্যোতিঃহারা, মিলন প্রভৃতি ত্রয়োদশটী গল্প আছে। ইহার কতকগুলি গল্প ইংরাজি গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত, অপরগুলি মৌলিক। গল্পগুলি আমাদিগের দেশের ও পাশ্চাত্য জগতের সামাজিক চিত্র। গল্পগুলির ভাষা যেরূপ সরল ও সুমিষ্ট, ভাবরাশি যেরূপ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী, গ্রন্থকর্ত্রীর মানব-মনোবৃত্তি বিশ্লেষণের শক্তি যেরূপ সুনিপুণ, মানব-সমাজের দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি যেরূপ সূক্ষ্ম, গল্পগুলিও তদ্রূপ উপদেশপূর্ণ, শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হওয়ায় কেতকী কেতকীর ন্যায়ই সৌরভ বিতরণ করিতেছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় ইহার বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়। আশা করি সুধীবৃন্দ কেতকীর সৌরভ আঘ্রাণে বিমুখ হইবেন না।

বর্ষ-বিদায়।

হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!
কত অশ্রু, কত হাসি, কত ঘৃণা-স্নেহরাশি,
কত সুখ দুখ,
কত হর্ষ, কত ব্যথা, কত আশা-হতাশতা,
বিষাদ-কৌতুক,
তব ওই উদার হৃদয়ে
সঞ্চয় করেছ অনিবার!
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

একদিন আরতিতে তব
জেগেছিল নিখিল সংসার,—
তরুণ অরুণ-কর, আলোকিল চরাচর,
পাখী গা'ল গান,
সযতনে বন-বালা, গেঁথেছিল ফুল-মালা,
দিতে তোমা দান!
আজি যেন কিছু তার নাই,
আজি যেন স্তব্ধ চারিধার!
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

কোথা হ'তে এসেছিলে তুমি,
আজি কোথা যাও আরবার,
কি উদ্দেশ্যে, কিবা কাজ, সাধিলে এ বিশ্ব-মাঝ,
প্রতি পলে পলে,
ইঙ্গিতে কে অবিরত, তোমারে দেখা'ল পথ,
নীরবে বিরলে,
চিরকাল অজ্ঞাত এমনি
রবে কি গো সেই সমাচার?
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

এ বিশাল বিপুল জগতে
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবাকার,
বিকশিত এ জীবন, করেছিনু নিবেদন,
লয় নাই কেহ;—
এত প্রেম অকারণে, বহিয়াছি সংগোপনে,
কোথা মোর গেহ!
নিরাশ্রয় এ জীবন মম
আজি তোমা দেই উপহার!
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 648. August, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৮ সংখ্যা।	শ্রাবণ, ১৩২৪। আগষ্ট, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

গৌড় মল্লার—ঢিমা-তেতালা।

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা।

হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহ-হারা!

ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে

জনহীন অসীম প্রান্তরে,

রজনী আঁধারা!

হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহহারা।

অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকুলা রে, তিমির-দুকূলা রে!

নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,

চঞ্চল চপলা চমকে, নাহি শশিতারা!

হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহ-হারা!

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন[illegible]

[মজ্ঞা মজ্ঞা] ১ ॥ ২´ ৩
{ ঋা ঋা ঋা গঋা। ঋা ঋা সা -া। ঋা -া পা -া। মা -জ্ঞা মজ্ঞা -া
ঝ র ঝ র ব রি ষে ০ বা ০ রি ০ ধা ০ রা ০

১ ২´ ৩
জ্ঞা -[illegible] ঋা সা। ঋা -া সা -া। ণ্ধ্ণ্া -প্া প্া ন্া। না -[illegible]
হা [illegible] প থ বা ০ সী ০ ০ হা ০ য় গ তি ০ হী

০ ১ ২´ ৩

সরা -মরা মা পা। পধণা -পমা -পা -রা। -মগমা -রসা -রা -া। -পা পা মা-
হা ০য় গৃ হ ০হা০ ০০ ০ ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ রা ০

২´ ৩ ০ ১

II { না না নধা -না। র্সা -া -া -া I পমা -পা -না -র্সা। র্রর্সা -র্রা -র্মা -র্জ্ঞা
ফি রে ০বা ০ যু ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ হা০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

-া -া র্রর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞর্মা। র্রা -র্সা র্রর্সা -না } I র্সা -র্রর্সা -র্রা -র্জ্ঞা। -র্রর্সা -র্রা র্সা-
০ ০ স্ব ০০০ বে ০ ০ ০ ০ ডা ০০ ০ ০ ০০ ০ কে

২´ ৩ ০ ১

নর্সা -র্রা র্সনা -র্সা। র্সণা -ধা ধণা -ধণধা I পা পা পা পা। পা পা -া পধপা
কা ০ ০০ ০ ০ ০ রে ০০০ জ ন হী ন অ সী ০ ০ম০

২´ ৩ ০ ১

মা -পমা -পা পা। র্সা -া -া -া I { সা সা রা মা। গমা -া -া -া
প্রা ০ ০ ০ স্ত রে ০ ০ ০ র জ নী আঁ ধা ০ ০

২´ ৩ ০ ১

-া -া -জ্ঞরা -সরা। -পা -মপা মা -জ্ঞা } I জ্ঞমা -া রা সা। রা -জ্ঞরা সা -া
০ ০ ০০ ০০ ০ ০ রা ০ হা য় প থ বা ০০ সী ০

২´ ৩ ০ ১

ধণা -প্া প্া ন্া। ধন্া -ধন্সা সা -া I মরা -মরা মা পা। পধণা -পমা -পা -রা
হা য় গ তি হী ০ ০০ ন ০ হা ০য় গৃ হ ০হা০ ০০ ০ ০

২´ ৩

-মগমা -রসা -রা -া। -পা -মপা মা -জ্ঞা II
০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ রা ০

২´ ৩ ০ ১

II -া -া -া -া। মা পা পা -া I পা পা পা -ধপা। মা পা -া পধপা
০ ০ ০ ০ অ ধী রা ০ য মু না ০০ ত র ০ ০ঙ্গ০

২´ ৩ ০ ১

-া পা মজ্ঞা -া। -া -া -া -া I রা সা ন্সা -রজ্ঞা। -সরা -া -া -া
না কু ০লা ০ ০ ০ ০ ০ অ কূ লা০ ০০ রে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

-া পা মজ্ঞা -া। রা সরা নস্া -রজ্ঞা I -সরা -া -া -া। মা পা পা মা
-তমি র০ ০ দু কূ০ ০লা ০০ রে ০ ০ ০ নি বি ড় ০

-না নধা না।	র্সা র্সনা সর্র্সা -া I	-া -া -া -া।	মা পা পা
০ র ০ দ	গ গ ০ ০ নে ০ ০	০ ০ ০ ০	গ র গ র
া ধা ধণা -পা।	মা পা পমা -া I	-া -া -া -া।	{সা -া রা জ্ঞা
ী র জে ০	স ঘ নে ০	০ ০ ০ ০	চ ০ ঞ্চ ল
া সা রা -জ্ঞা।	রসা রা পা -া I	-া -া -া -া }।	পর্সা -া র্সণা -া
প লা ০	চ ০ ম কে ০	০ ০ ০ ০	না ০ হি ০
পা মপা ধা।	পমা -জ্ঞা -া -া I	রজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা।	রা -জ্ঞরা সা -া
শি তা ০ ০	রা ০ ০ ০ ০	হা ০ য় ০ প থ	বা ০ ০ সী ০
ণা -পা পা না।	ধনা -ধনসা সা -া I	মরা -মরা মা পা
০ ০ য় গ তি	হী ০ ০ ০ ন ০	হা ০ য় গৃ হ
ণা -পমা -পা -রা।	-মগমা -রসা -রা -া।	-পা মপা মা -জ্ঞা II
০ ০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	০ ০ রা ০

নিবেদন।

চরণে বাজুক্ কণ্টকাঘাত, বজ্র-আঘাত শিরে,
তারি মাঝে যেন শ্রীপদ স্মরিয়ে তব পথে চলি ধীরে ;
অটল হৃদয়ে অটুট লক্ষ্য রাখি তব আঁখি পানে,—
সব কুৎসারে কৌতুক বলি' বরি লই যেন প্রাণে।—
কি ভয়, কি ভয়! ও-চরণ-ধ্বনি শুনেছি হৃদয়-মাঝে!
হৃদয়-হীনের পরিহাস-বাণী আর কি গো কাণে বাজে?
'তোমার পরশ পরাণে লভিয়া জীবনে হইব ধন্য'—
যেন স্মরি' তাই তব পথে ধাই, তোমারি কাজের জন্য!

আন-মনে যদি করি কোথা ভুল, সেথা দিও তুমি ব্যথা,
চপল ভ্রান্তি সংহারি' মোরে শুনায়ো তোমার কথা!
সব দুঃখাঘাত সাদরে বরিতে হৃদয়ে দিও গো বল,
কর্ম্মে আমার দিও অধিকার, তুমি টেনে নিও ফল!
ছিন্ন করিও হৃদয়-গ্রন্থি শাণিত সত্য-ধারে—
দগ্ধ করিও বজ্র-আগুনে মলিন বাসনা-ভারে!
আঘাতে ব্যথায় চেতনা জাগায়ে সকল ভ্রান্তি হরে,
যোগ্য করিও এ জীবন মম তোমারি কাজের তরে!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিন্ধ্যাচল।

৬ই অক্টোবর প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া বিন্ধ্যাচল-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। রাজ-ঘাট ষ্টেশনে আসিয়া দেখি, গাড়ী আসিতে প্রায় দুইঘণ্টা কাল বিলম্ব আছে। বেলা ১০॥ ঘটিকার সময় আউধ্-রোহিলখণ্ড রেলপথে বিন্ধ্যাচল যাইতে হইবে। এ-স্থান-সম্বন্ধে কোনও প্রকার ধারণাই আমার ছিল না;—তাহার পর, অপরিচিত স্থানে যে আগন্তুককে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়, এ কল্পনাও আদৌ মনে স্থান পায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে ষ্টেশনে একজন বাঙ্গালী ভদ্রব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, উদার ও মহৎ। বিন্ধ্যাচল হইতে তিনি সদ্যঃপ্রত্যাগত। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই তিনি ঐ-স্থান সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমাকে জ্ঞাপন করিলেন। যথাসময় তদীয় উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধ হইয়াছিল।

এ-দিকে গাড়ী প্লাট্‌ফর্‌মে আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহিগণের সংখ্যা সে-দিন অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ধীরে ধীরে যাইয়া একখানি মধ্যমশ্রেণীর কামরায় আমি প্রবেশ করিলাম; ট্রেনও আস্তে আস্তে চলিল। অনতিবিলম্বেই আমরা 'ডাফরিন' সেতু দিয়া গঙ্গার উপর দিয়া চলিলাম। আবার সেই পবিত্র মনোমুগ্ধকর কাশীধামের দৃশ্যে আত্মহারা হইলাম, প্রাণ-মন বিস্ময়ে বিভোর হইয়া গেল! মনে হইল, আজ বিজয়ার দিনে মা যেন আমাদিগকে নিরানন্দ করিয়া চলিলেন! যাইতে যাইতে সৌধমালা ও পবিত্র মন্দির-চূড়া আস্তে আস্তে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল! বেণীমাধাবের উচ্চ চূড়াও অবশেষে ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল! হায় প্রতিহিন্দুতীর্থে শত অত্যাচারের নিদর্শন ধরিয়াও হিন্দুধর্ম্ম আজিও পূর্ব্বগৌরবে বর্ত্তমান!

পুণ্যতীর্থে অল্প কয়েকদিনমাত্র অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু অজ্ঞাতভাবে সবই নিতান্ত আপনার হইয়া গিয়াছিল; সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে থাকিয়াও, প্রীতির বন্ধন নীরবে দৃঢ় হইতেছিল; তাই বিদায়-কালে প্রাণে তীব্র যাতনা অনুভব করিতে-ছিলাম!

মির্জ্জাপুর-ষ্টেশনের অদূরেই চুণার-দুর্গ। দুর্গপ্রাচীর আপনার দুর্ভেদ্য দেহ বিস্তার করিয়া অতীতের কীর্ত্তিগাথা গাহিতেছে। আমরা চলন্ত গাড়ী হইতে দুর্গের বিভিন্ন অংশ দেখিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, এই দুর্গের সহিত অতীতের কত মর্ম্মভেদী কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে! কত শৌর্য্য কত বীর্য্য কত পরাক্রম বিস্মৃতির অতল-জলে নিমগ্ন হইয়াছে! পাঠান-বীর সের-সাহের কত বীরত্ব-কাহিনী এই দুর্গের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে! বীর-শোণিতে কতবার এই দুর্গ-প্রাচীর রঞ্জিত হইয়াছে, তাঁহার ইয়ত্তা কে করিবে। কালের [illegible]

বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা আজিও উন্নতশীরে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান! বার্দ্ধক্য ইহাকে বিকলাঙ্গ করিতে পারে নাই; ইহার প্রত্যঙ্গে অমিত বল; ইহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

বেলা ১॥ টার সময় বিন্ধ্যাচল-ষ্টেশনে আমরা অবতরণ করিলাম। মধ্যাহ্ন-সৌরকর-পরিব্যাপ্তা তপ্তবালুকারাশি-পরিকীর্ণা দীনা প্রকৃতি তখন অভিনব সাজে সজ্জিতা! সকলই নীরব নিস্তব্ধ! দূরে দূরে দিগন্ত-প্রসারিণী পর্ব্বতশ্রেণী। তথায় একটুও বায়ুহিল্লোল নাই বা বিহগকূজন-কূজিত একটি পল্লবিত বৃক্ষও নাই; শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র নাই! কোথাও একটু ছায়া নাই যে, বসিয়া বিশ্রাম করি! প্রকৃতি যেন আজিও নির্ম্মম! তাহার নিষ্ঠুর প্রাণে একটুও দয়া নাই। দীর্ঘকালব্যাপী নরহত্যায় যে-স্থান কলঙ্কিত, ভীমদর্শন ঠগী-সম্প্রদায়ের অত্যাচারে নিরীহ পথিকগণ যে স্থানকে যমালয় জ্ঞান করিত, শিশুর আর্ত্তনাদ, জননীর নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস ও পুত্রের হাহাকার যে স্থানে আজিও প্রতি-ধ্বনিত, স্তূপীকৃত নরকঙ্কাল যে স্থানে আগন্তুক-দিগের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিত, নররক্তে প্রতিদিন যে স্থান প্লাবিত, সেই পাপপূর্ণ অভি-শপ্ত স্থানের এতাদৃশ প্রতিকৃতিই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এ-স্থানে পদার্পণ করিয়াই প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইল। ভীমকায় পাণ্ডাগণ সুদীর্ঘযষ্টি-হস্তে আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল; আমি কাহাকে কি বলিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমার গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও গতিশীল। একবার ভাবিলাম, কোনও এক ধর্ম্মশালার আশ্রয় গ্রহণ করিব, কিন্তু তমসাচ্ছন্না রজনীতে স্তব্ধপ্রকৃতির বিভীষিকাময় দৃশ্য মনে পড়িয়া গেল; ভাবিলাম, এতাদৃশ ভয়াবহ স্থানে একক অবস্থান নিরাপদ নহে। পথিমধ্যে পাণ্ডাগণের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি প্রমাদ গণিলাম। পূর্ব্ব-কথিত বন্ধুবরের উপদেশ আমার মনে হইল। তখন আমি পাণ্ডাবিশেষের নামোল্লেখ করিবামাত্রই সকলে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল।

সঙ্কীর্ণ গলিপথে ঘুরিতে ঘুরিতে পাণ্ডার বাটীতে উপনীত হইলাম। গলির উভয় পার্শ্বে মৃন্ময় দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ; তাহাতে কোনও সাজ-সজ্জা বা পারিপাট্য নাই। তাহারা সুদৃঢ় দেহ বিস্তার করিয়া আপনা-দিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। কত ঝড়-বৃষ্টি, কত ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই কর্কশ-দেহে একটুকুও আবিলতা আসে নাই। দেহযষ্টি একবারও অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই।

নীচের তলায় একটী খাটিয়াতে পাণ্ডা-প্রবর বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়াই তিনি অভ্যর্থনা ও সৌজন্যের কোনওরূপ ক্রটি করিলেন না। তিনি দেখিতে অত্যন্ত কর্কশ ও ভীমকায়; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর বেশ বুঝিলাম, এই কর্কশ বহিরাবরণের অভ্যন্তরে অতিকোমল স্নেহপূর্ণ অন্তঃকরণ নিহিত রহিয়াছে। আমরা বিশ্রাম করিতে করিতে পাণ্ডাজীর সহিত তাঁহার গৃহস্থলীর নানা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। এই অত্যদ্ভুত গৃহ, যাহার কর্কশ গাত্র সামান্য পরিশ্রমে ও স্বল্প ব্যয়েই

মসৃণ ও সুশ্রী হইতে পারিত, অতিনিম্ন হওয়ায় যাহাতে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা কত ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার কয়টি সন্তান, তাঁহাদের বিবাহক্রিয়া কি-প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাণ্ডাজী বিশেষ আগ্রহ-সহকারে দুর্ব্বোধ্য অর্দ্ধবাঙ্গালায় সমাধান করিলেন। তাহার পর পাণ্ডাজী নিজ হইতেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। মোট এই মাত্র বুঝিলাম, নেপালের রাজা তাঁহার শিষ্য। পূর্ব্বকথিত বন্ধুবরের নামোল্লেখমাত্র পাণ্ডাজী শত-মুখে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বত্য-প্রদেশে নিরক্ষর পাণ্ডার মুখে বাঙ্গালী বন্ধুর এতাদৃশ প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইলাম; ভাবিলাম, গুণের আদর সর্ব্বত্র। বন্ধুবরের আদর্শ চরিত্র এ পাণ্ডাকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। এরূপ বিশ্রামান্তে অনেকটা সুস্থতা লাভ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। পাণ্ডাজী আহারের অনুরোধ করিলে, আমরা ভ্রমণান্তে রাত্রিতে তাঁহার আলয়েই অন্নাহার করিব, এইরূপ উপদেশ দিলাম।

মির্জ্জাপুর সহর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী বিন্ধ্যাচল-স্থানটি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। একই ধরণের কতকগুলি গৃহ সন্নিবিষ্ট হইয়া একটি ক্ষুদ্র পল্লী গঠন করিয়াছে। স্থানটির বহুনিম্নে এক দিকে গঙ্গা ও অপর দিকে প্রশস্ত রাজপথ-পরিব্যাপ্ত খোলা মাঠ। তাহার পর বিন্ধ্যপর্ব্বত-শ্রেণী। এই পল্লীর উপকণ্ঠেই মা বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। পূজার পর সমস্ত দিনের জন্য মন্দির-দ্বার বন্ধ থাকে। আমরা সেদিন গবাক্ষ-পথে মায়ের পরম-রমণীয়া মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম। প্রস্তরসোপান-পরিবেষ্টিত মন্দির-প্রাঙ্গণে কত সাধু-সন্ন্যাসী বিশ্রাম লাভ করিতেছেন! মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে পূজোপকরণ সাজাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা মায়ের নিকট নিবেদিত ছাগমাংস নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। পুষ্প-বিল্বপত্রের দোকানের অভাব নাই। দুই-চারিজন পাণ্ডা শিকারের অন্বেষণে এ-দিক-ওদিক পায়চারি করিতেছে। প্রাঙ্গণ হইতে সঙ্কীর্ণ গলিপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই অগণিত প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলাম। তথায় গঙ্গার উন্মুক্ত দৃশ্য—ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-বীচি-পরিশোভিত শুভ্র সলিল-রাশি প্রাণে অনাবিল শান্তি ঢালিয়া দিল। পবিত্র বায়ু-হিল্লোলে অবসন্ন দেহ শীতল হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিশ্ব-কবি।

হে বিশ্ব-কবি! তুমি কি কৌশলে এই বিশ্ব-কাব্য রচনা করিয়াছ, জগতের প্রতি-বর্ণে তোমার সুনিপুণ হস্তের কি বিচিত্রতাই প্রতিফলিত হইয়াছে, কি অপূর্ব্ব ছন্দেই অনন্ত ও অসীম ভূমণ্ডলখানিকে গ্রথিত করিয়াছ, অজ্ঞানোপহত মূঢ়জীব কি তাহা

বুঝিতে পারে! মনুষ্যের ক্ষীণবুদ্ধি এই রহস্য-জাল ভেদ করিতে পারে না, মনুষ্যের দুর্ব্বল বাক্য তোমাকে সুব্যক্ত করিতে পারে না। এই জন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ", অর্থাৎ বাক্য মনের সহিত একত্রিত হইয়াও তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না।

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্য দিয়া যে অসীমশক্তির পরিচয় দিয়াছ, তাহাই তোমার স্বাতন্ত্র্য, তাহাই তোমার অনন্যসাধারণ কবিত্ব। অনন্ত অন্ধকাররাশি হইতে এই পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক জগতের সৃষ্টিই তোমার বিশ্ব-কাব্যের প্রথম সর্গ। তোমার সামরাগিণীর ললিত ঝঙ্কারে পরমাণুসমষ্টি স্পন্দিত হইয়া এই চন্দ্র-সূর্য্যাত্মক জগতে পরিণত হইয়াছে। আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত জগতের মধ্য দিয়া তুমি আপনাকেই বহুরূপে প্রকাশিত করিয়াছ। তুমিই উপাদান, তুমিই উৎপাদক; তুমিই কাব্য, তুমিই কবি!

লৌকিক কাব্যে কবির অন্তরের কথা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে, তাঁহার কল্পনা-লহরী বাঙ্ময়াকৃতি লাভ করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া থাকে, এইজন্যই কাব্য পড়িয়া কবির রচনানৈপুণ্যের সহিত তাঁহার অন্তরের কথাও অনেক সময় বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কত যুগ ধরিয়া এই ধরিত্রী-মণ্ডলে প্রাণীসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে, কত পথিক এই সংসার-পান্থশালায় অধিষ্ঠান করিয়া সেই দুর্জ্জেয় প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছে, কত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অন্তর্জ্জগতের ও বহির্জ্জগতের পর্য্যালোচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু কয়জন তোমার রচিত এই বিশ্বকাব্য অনুসন্ধান করিয়া তোমার গভীর উদ্দেশ্য কণামাত্রও বুঝিতে পারিয়াছেন। কয়জন কাব্যের মধ্যে কবিকে ধরিতে পারিয়া অমৃতের অস্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন! সেইজন্যই বলি তুমি ও তোমার কাব্য উভয়ই দুর্জ্জেয়।

লৌকিক কাব্যের ন্যায় তোমার স্বরচিত কাব্যখানিতেও বস্তু, রস, গুণ প্রভৃতি প্রচুররূপেই বর্ত্তমান আছে। তুমিই তোমার কাব্যের প্রতিপাদ্য, যেহেতু একমাত্র তুমিই সর্ব্বত্র প্রধানরূপে বিবক্ষিত হইয়াছ। তোমাকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্বের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি; তোমার নেতৃত্বে জাগতিক কার্য্য-কলাপ সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া তুমিই নেতা। তোমার বিশ্বকাব্যে নানা রসের অবতারণা দেখিতে পাই। তুমি নিজে সর্ব্বরসাধার, গুণময়, সেই জন্যই তোমার কাব্যে অনন্ত রসের উৎস। শিশুর নির্ম্মল হাস্যতরঙ্গ, শারদচন্দ্রিকার স্নিগ্ধতা, বিহগের সান্ধ্যকাকলি, তটিনীর কলনাদ, এবং বিকশিত কুসুমনিচয়ের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দ-সম্ভারে পরিপ্লুত হইয়া কে না বলিবে যে, তোমার বিশ্বকাব্য একটী বিমলরসের অগাধ-সমুদ্র! সত্যই বলা হইয়াছে, "স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে, মধুব্রতানাং মকরন্দপানে, দানে দয়ালোরথভক্তগানে পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণা-ময়ীং তে।" * তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ও জলধির উত্তালতরঙ্গভঙ্গী তোমার রুদ্র রস বা ভৈরবী মূর্ত্তির বাস্তব বিকাশ!

---

* স্তন্যপায়ী শিশুর স্তনদুগ্ধ-পানে, ভ্রমরের মধু আহরণে, দাতার দানে এবং ভক্তের সঙ্গীতে তোমার করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে জয়োন্মত্ত বীরগণের আস্ফালনের মধ্যে তুমি বীররসের অবতারণা করিয়াছ। হে প্রেমময়! তুমি অন্যোন্যা দর্শনসহিষ্ণু দম্পতিযুগলের মধ্যে কি গভীর প্রেমরসের অভিব্যক্তি করিয়াছ! হে করুণাসিন্ধু, তুমি দীন-দরিদ্রের মধ্যে করুণ-রসের জীবন্ত মূর্ত্তি আঁকিয়াছ। এই জন্যই তুমি রসের অসীম সমুদ্র।

অলঙ্ঘনীয় নিয়মে জগতের সংস্থিতিই তোমার বিশ্বকাব্যের দ্বিতীয় সর্গ। পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তোমার নিয়মের অধীন! আবির্ভাব, তিরোভাব সকলই তোমার নিয়ম। তোমার কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, কাব্যের বর্ণনীয় অর্ণব, ঋতু, উদ্যান, প্রভৃতি জীবন্ত মূর্ত্তিতেই তোমার বিশ্বকাব্যে শোভা পাইতেছে। তারকাখচিত নীলনভোমণ্ডল, অরুণ-রাগরঞ্জিতা কুসুমাভরণা উষার দীপ্তিচ্ছটা দেখিয়া বোধ হয়, তুমি কত সুন্দর, কত মনোহর! তুমি নিজে সৌন্দ্য-র্য্যের অতল সাগর! তাহা না হইলে তোমার রচিত বিশ্বকাব্য কখনই এত মনোরম হইতে পারিত না।

তোমার ভাব গভীর হইতে গভীরতম, মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। বিশ্বকাব্যের সামান্য একটী পংক্তির মধ্যে তুমি যে অসীম ভাবরাশি নিহিত রাখিয়াছ, কয়জন তাহাই উপলব্ধির বিষয়ীভূত করিতে পারিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন! আমরা সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া গভীর গর্জ্জনমাত্র শ্রবণ করিয়াই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়ি; কিন্তু পারা-বার উত্তালতরঙ্গভঙ্গীচ্ছলে যে কি মহাভাবের অভিব্যক্তি করিতেছে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না! তোমার ভাষা সরল, ছন্দ ললিত এবং ঝঙ্কার মধুর।

অনিত্য বাস্তবজগতের ধ্বংস বা মহা-প্রলয় তোমার বিশ্বকাব্যের শেষ সর্গ। একদিন তোমার মোহন বীণার সামঝঙ্কারে এই কমনীয় জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল, আর একদিন বিষম-রাগিণীর ভীষণ নিনাদে তাহার অবসান হইবে। তোমার বিশ্বকাব্যের আদি ও অন্ত, উভয়ই আশ্চর্য্যজনক। কাব্যের মধ্য দিয়া আপনাকে এত সুব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছ, তথাপি মানুষ তোমাকে বুঝিতে পারে কই! প্রতিদিন বৃক্ষ, লতা, তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর গগনবিহারী চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি আমাদের নয়নের গোচর হয়; কিন্তু কই, ইহাদের মধ্যে তোমাকে ত অন্বেষণ করি না! বিহগের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হই, কিন্তু সেই মধুরিমার মধ্যে তোমার সত্তা ত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হে বিশ্বকবি! হে বিশ্বকাব্যের রচয়িতা! তোমার বিশ্বে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রতিনিয়ত তোমার অঙ্গুলিরচিত বিশ্বধাম অবলোকন করিয়া, তোমার অপার মহিমার কণামাত্রও বুঝিতে পারি না, ইহাই দুর্ব্বল হৃদয়ের আক্ষেপ।

শ্রী—

বিরহে।

আজি বিরহের দিনে নীরব গগন ঘিরে,
তব প্রেমের আলোক ডানাটি মেলিছে ধীরে।
হেরি প্রভাত-অরুণে তরুণ লাবণি-খানি,
কোন্ অজানার দেশে ডাকে মোরে হাত ছানি।
ওই মধ্য-তপনে রক্ত রবির ফাগে,
তব বাসনা-বাসিত মোহন মূরতি জাগে।
ম্লান সান্ধ্য-গগনে আগুনে ঢাকিয়া ছায়া,
তব রক্তিমময় চুম্বন পায় কায়া।
যবে অন্ধকারের দ্বন্দ্ব অকূলে নাচে,
মম বেদনা হাসিয়া তোমারে নীরবে যাচে।

এই চন্দ্র-ধৌত স্পন্দনহীন হাসি,
হেরি ক্রন্দন যায় নন্দন-নীরে ভাসি।
তুমি তারায় তারায় রয়েছ জড়ায়ে মোরে,
আমি মরিয়া বেঁচেছি তোমার প্রেমের ঘোরে।
তুমি দেবতার বেশে পরেছ অর্ঘ্য-মালা,
পুনঃ ভক্তের সাজে হাতে বরণের থালা।
তুমি সীমার মাঝারে কহ অসীমের বাণী,
আমি মলয়ার চুমে পেয়েছি পরশখানি।
আজি মিলন কাঁদিছে হেরি বিরহের শোভা,
মম অন্তর আছে অন্তরতরে ডোবা।

দরবেশ।

নীরব-কবি।

কে তুমি নীরব কবি গাহিয়া বেড়াও
নিবিড় অরণ্য-মাঝে, তরুলতা যথা রাজে,
প্রস্রবণ-বারিধারা গরজে যথায় ;—
যথায় বিহগরুত বুকে ধরি এ মারুত
অম্বর-স্তব্ধতা ভেদি দূরে চলি যায় !—
কে তুমি নীরব কবি গাহ গো তথায় !

কে তুমি নীরব কবি গাহিয়া বেড়াও
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে মহীধর যথা কাঁপে,
তটিনী তরঙ্গ তুলি যথা বহি যায় ;—
সুস্নিগ্ধ সমীর যথা পত্রে-পত্রে গাহে গাথা,
নবীন অরুণালোক প্রকাশে ধরায় !—
কে তুমি নীরব কবি গাহ গো তথায় !

কে তুমি নীরব গাহিয়া বেড়াও—
অসীম আকাশ-মাঝে গ্রহতারা যথা রাজে
গম্ভীর বিচিত্র ঘন বিরাজে যথায় ;—
চমকে চপলা যথা, চাতক শুনায় কথা
গভীর গভীর অতি গভীরতাময় !—
কে তুমি নীরব কবি গাহ গো তথায় !

কে তুমি অমর কবি গাহিয়া বেড়াও
তোমার নীরব গীতি, মধুর মধুর নিতি !—
শত কোলাহল-মাঝে দেখা নাহি দাও।
কাছে কাছে আন টানি, কিন্তু তোমা নাহি জানি,
কাছেতে থাকিয়া তবু ধরা নাহি দাও !—
কে তুমি অমর কবি গাহিয়া বেড়াও !

কে তুমি নীরব কবি গাহিয়া বেড়াও !
তব গান কভু শুনি, কভু তাহা নাহি গণি,
কভু বা নীরব হেরি সে বীণার তার।
ওগো ও নীরব কবি! এত গাথা গাহ যদি,
এ হিয়া-মাঝারে তব গীতি একবার
গাহিয়া পবিত্র কর হোক্ একাকার !

বঙ্গে কৃষির উন্নতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২। কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক।

বাঙ্গালা-দেশে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার যে পরিমাণ প্রয়োজন, কৃষিকার্য্যের ব্যয়-সম্বন্ধে সহায়তা করার তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন। অর্থাভাবে কৃষকেরা প্রয়োজন মত যথাসময়ে চাষ-আবাদ করিতে পারে না। বর্ষাকালে অর্থসাহায্য পাইলে তাহাদের চাষের প্রভূত উপকার হয়।

পাশ্চাত্য প্রদেশে কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক হইতে প্রজাগণ যথা-সময়ে কৃষিকার্য্যের জন্য অর্থসাহায্য পায়। এখানে ব্যবহারের জন্য কৃষির যন্ত্রাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, এবং প্রজাগণ ইচ্ছা মত এখান হইতে সার প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া নিজ-নিজ ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারে। এই প্রকার সাহায্যই বাংলা-দেশে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ প্রয়োজন।

গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিব বিভাগের জন্য প্রতিবৎসর অনেক টাকা খরচ করিয়া থাকেন। দেশের লোক এ-বিষয়ে মনোযোগী হইলেই, কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন।

প্রত্যেক থানার এলাকায় অন্ততঃ এক একটী কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ঐ থানার এলাকার গ্রামের লোকেরা, যাঁহাদের অর্থ আছে, তাহারা প্রত্যেকে অল্প অল্প অর্থ সেই ব্যাঙ্কে জমা দিবেন; কেহ-বা ধান্য জমা দিবেন। কো-অপারেটিব বিভাগের রেজিষ্ট্রারের অধীনে এই সকল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। তাঁহার নিকট আবেদন করিলে মূলধন-সম্বন্ধে তিনি সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবেন, তাঁহারা ব্যাঙ্ক হইতে ঐ টাকার সুদ পাইবেন। ধান্যেরও মূল্য ধরিয়া ঐরূপ সুদ দেওয়া হইবে।

গ্রামবাসী প্রজাগণ নিজ-নিজ গ্রামে এক একটী কো-অপারেটিব সমিতি করিয়া, নিজেদের মধ্যে যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা স্থির করিবে; এবং আপনাদের প্রয়োজন মত টাকা, কৃষিযন্ত্র বা সার প্রভৃতির জন্য ব্যাঙ্কে আবেদন করিয়া সেখান হইতে তাহা গ্রহণ করিবে। প্রজাগণ ব্যাঙ্ককে সুদ দিবে এবং ব্যাঙ্কের টাকার জন্য প্রজার জমী এবং জমীর শস্য উভয়ই আবদ্ধ থাকিবে।

প্রত্যেক ব্যাঙ্কে গোলায় ধান্য এবং গুদামে সার ও কৃষিযন্ত্র থাকিবে। প্রজা সার বা ধান্য লইলে তাহার মূল্য কর্জ্জরূপে পরিণত হইবে। কৃষি-যন্ত্র মাসিক বা দৈনিক হারে ভাড়া দেওয়া হইবে। ব্যাঙ্কের অবস্থানুযায়ী দমকল, ধান-কোটা ছোট কল, তেলের ছোট কল, ধান-ঝাড়া কল, ধান কাটিবার কল, ইক্ষু মাড়িবার কল, ইত্যাদি ভাড়া দিবার জন্য রাখা হইবে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে, অথবা অন্যান্য দেশ হইতে প্রয়োজনীয় বীজ আনয়ন করিয়া ব্যাঙ্কে বিক্রয়ের জন্য রাখা হইবে। আলু প্রভৃতির বীজ প্রজাগণ ব্যাঙ্ক

হইতে লইতে পারিবে। এই সকলের সুবন্দোবস্ত হইলে কৃষকগণের কতই সুবিধা হয়, কৃষিকার্য্যের কতই উন্নতি হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে সরকারী কৃষি-বিভাগ এবং কো-অপারেটিব-বিভাগ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য করে। কিন্তু কো-অপারেটিব বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য কৃষকদিগকে সাহায্য করা। সুতরাং কৃষিবিভাগ এবং কো অপারেটিব বিভাগ উভয়ে এক মত এবং একত্র হইয়া কার্য্য করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। কো-অপারেটিবের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যাহাতে কো-অপারেটিব সমিতির সভ্যদিগকে কৃষি-বিষয়ে বিশেষরূপে সাহায্য করা হয়।

৩। ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া নিবারিত না হইলে, শুধু কৃষি-বিষয়ে কেন, কোন বিষয়েই আশানুরূপ উন্নতি হইতে পারে না। ম্যালেরিয়ায় ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ কৃষক-শূন্য হইয়া যাইতেছে। বাঁকুড়া এবং সাঁওতাল পরগণার লোক আসিয়া যদি বঙ্গদেশে বাস ও চাষ-আবাদে সাহায্য না করিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের অধিকাংশ জমী অনাবাদ পড়িয়া থাকিত।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় সমগ্র বঙ্গদেশে সমভাবে অবলম্বন করিলে, ইহার হস্ত হইতে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। এ-বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা অবশ্যকর্ত্তব্য :—

(১) পানীয় জল পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। গ্রামের স্থানে স্থানে কূপ খনন করাইলে এই অভাব দূর হইতে পারে। পুষ্করিণী-সকল উদ্ধার করা ব্যয়সাধ্য; কিন্তু এক একটী মৃত্তিকার পাটের ঘেরা-বিশিষ্ট কূপ খনন করা ১০০৲ টাকার মধ্যেই হইতে পারে। কূপের উপরের ঘেরা পাকা এবং উচ্চ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে উপরের জলের ছিটা ভিতরে যাইতে না পারে। কূপের নিকটস্থ নর্দ্দামাও পাকা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে নিক্ষিপ্ত জল দূরে গিয়া পতিত হয়।

বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পান করা উপকারী। বৃষ্টির জল নির্ম্মল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহা পানে পেটের পীড়া দূর হয়। কোনও প্রকার বীজাণু, যাহা বর্ষাকালে সাধারণ জলে থাকে, পেটে যাইতে পারে না। বাঙ্গালা-দেশে বৃষ্টির জল পান করিবার প্রথা প্রচলিত হইলে, ম্যালেরিয়াও অনেকটা নিবারিত হইতে পারে।

(২) বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা ও পল্লী পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। সকলেই যদি নিজ-নিজ বাটীর ও জমীর জঙ্গল পরিষ্কার করেন, তাহা হইলে দেশে জঙ্গল হইতে পারে না।

শীতের প্রারম্ভে বন-জঙ্গল কাটিয়া স্থানে স্থানে স্তূপাকার করিয়া আগুন জ্বালিয়া দিলে, দূষিত বাতাসও চলিয়া যায়।

যে-সকল পুষ্করিণীতে বন-জঙ্গল দ্বারা জল দূষিত হয়, এবং যাহা বাসস্থানের নিকটেই অবস্থিত, সে-সকল পুষ্করিণীতে সপ্তাহে দুইবার করিয়া কেরসিন তৈল ঢালিয়া দিতে হয়। এক বোতল তৈল ⅙ একর জলে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে ভাবী বিপদ্ যতটা নিবারিত হয়, তাহার তুলনায় এ ব্যয় কিছুই নহে।

অনেক সময় দেখিয়াছি, কালকাসন্দা এবং রাংচিত্রের গাছ বাটীর নিকটে থাকিলে

সেখানে জ্বরের আবির্ভাব অধিক হয়। আমার মতে গ্রামে এ সকল গাছ না থাকিলেই ভাল।

রাস্তাঘাট ভাল করা ও পল্লির জল যাহাতে বাহির হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

পল্লিগ্রামে বাটীর মধ্যস্থ আঁস্তাকুড়গুলি প্রায়ই অত্যন্ত ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। বাটীর মধ্যে এরূপ কখনও হইতে দেওয়া উচিত নহে। যাহাতে বাটীর মধ্যে জল বসিতে না পারে এবং যাহাতে দুর্গন্ধ না আসে, এরূপ সুব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

গোয়াল-ঘরের আবর্জ্জনা বাটীর নিকটে ফেলা উচিত নহে। সারকুড় বাটী হইতে দূরে হওয়া আবশ্যক।

(৩) চা-পান ও কুইনাইন ব্যবহার। যতদিন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ না যায়, ততদিন এই দুইটীর ব্যবহারের প্রয়োজন। চা পান করিলে অনেকটা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে এড়ান যায়। কুইনাইন এবং সিন্‌কোনাও ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। সুস্থ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে কুইনাইন অল্প-পরিমাণে ব্যবহার হইলে, সহজে জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না।

(৪) মনকে প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন। এখন পল্লিগ্রামে একস্থানে অনেক লোকের একসঙ্গে বসিবার আড্ডা দেখা যায় না। সন্ধ্যার সময় একত্রে বসিয়া গল্প ও আমোদ করা, অথবা বৈকালে ছেলেদের খেলিতে দেওয়া ও তাহা পরিদর্শন করা, এ সকল মনকে প্রফুল্ল রাখিবার উপায়।

মোটামুটি এই নিয়মগুলি পালন করিলে, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। পল্লীগ্রামবাসী ভদ্র-লোকেরা এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর না হইলে আর উপায় নাই। সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের আশায় বসিয়া থাকিলে, কোন কার্য্যই হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কৃষি, শিল্প, কো-অপারেটিব প্রভৃতিতে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা, নিজ-নিজ বাসগৃহ এবং পল্লি পরিষ্কার রাখা, এ সকলের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকা আমাদের উচিত নহে।

৪। চাষের উপযুক্ত পশু।

আমাদের দেশে গাভী ও বলদের আকার ক্রমশই ছোট হইয়া আসিতেছে এবং তাহারা দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে উত্তম দুগ্ধবতী গাভী এবং বলশালী বলদ বঙ্গদেশে আনীত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রয়োজন। সরকারী 'ভেটেরিনরী' বা পশু-বিভাগ হইতে এ-সকলের আমদানীর বন্দোবস্ত হইলে লোকের ক্রয় করিবার সুবিধা হয়। কারণ, তাহাতে উচিত মূল্যে ভাল গাভী ও বলদ পাইবার সুবিধা হয়।

ত্রিহুতের উত্তরভাগে একদল পশুপালক আছে; তাহারা কেবল বলদ প্রস্তুত করিবার জন্যই গাভী প্রতিপালন করে। গাভীর দুগ্ধ তাহারা দোহন করে না, বৎসকেই পান করায়। ইহাতে বৎসগণ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট ও বলশালী হয়। ইহাদের পালিত বলদ-সকল অত্যুৎকৃষ্ট এবং কার্য্যক্ষম। বাঙ্গালা-দেশে বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রকার পশু পালন করিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সেখানকার জলবায়ু

ভাল এবং পার্ব্বত্য-প্রদেশে পশু চরিবার স্থানও যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালাদেশে পল্লীগ্রামে ভাল বলদ আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ধর্ম্মের ষাঁড় রাখা হইত; এখন আর সে-দিকে লোকের দৃষ্টি নাই। গো জাতির উন্নতি করা আবশ্যক। প্রতিগ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া ভাল ষাঁড় পালন করা কর্ত্তব্য। কাহারও শস্য একটুকু নষ্ট করিলেই যে একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, এরূপ ভাবা উচিত নহে। ষাঁড় সর্ব্বদা ছাড়া থাকিলে তাহার আর শস্য নষ্ট করিবার অধিক স্পৃহা থাকে না। অল্প আহারেই তাহার তুষ্টি হয়।

যেমন উত্তম গাভী ও বলদ রাখা প্রয়োজন, সেইরূপ ভেড়া ও উত্তম ছাগল পোষাও আবশ্যক। ভেড়া ও ছাগলের মলমূত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। তাহা ব্যতীত ছাগলের দুগ্ধ এবং ভেড়ার লোমও মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এক একটি ছাগল ১ সের ১॥ সের করিয়া দুগ্ধ দেয়, অথচ অল্প আহার করে। এইরূপ ছাগল পুষিলে গৃহস্থদিগকে ছেলেদের দুধের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না।

৫। সার।

বাঙ্গালা-দেশে সারের জন্য খোল বা খইল ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে। লবণও সারের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। এ সকল ব্যবহার করিবার জন্য এখন আর লোককে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হয় না। পয়সার সুবিধা এবং জিনিসের আমদানি হইলেই লোকে আগ্রহ করিয়া এ সকল সার ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঙ্গালা-দেশের কৃষকেরা জানে, ধান্যের জন্য কোন্ সময় খইলের সার ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ সময়েই বা লবণ ব্যবহার করিতে হয়। তাহারা জানে যে ইক্ষু এবং আলুতে খইলের সার অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু বাঙ্গালার কৃষকগণ জানে না যে, হাড়ের গুড়া ব্যবহারে কোন্ শস্যে কিরূপ ফল পাওয়া যায়। ধঞ্চে প্রভৃতি গাছের সার বাঙ্গালা-দেশের কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। গোবর ও চোনা কিরূপে রাখিলে সার ভাল থাকে, তাহাও তাহারা বুঝে না। মানুষের মলমূত্র যে সারের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন, সে-দিকেও তাহাদের দৃষ্টি নাই। কেমিকেল বা রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতে তাহারা এখনও জানে না।

এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালা-দেশের কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কো-অপারেটিব ব্যাঙ্কের দ্বারা এই সকল সার আনাইয়া কৃষকদিগকে ব্যবহার করিতে দিলে. এ সকলের প্রচলন অতি শীঘ্রই হইতে পারে। কারণ, বাঙ্গালা-দেশের কৃষকগণ এত চতুর যে, তাহারা কোনও বিষয়ে একটু ফল বুঝিতে পারিলেই, তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়।

কোন্ সার ব্যবহারে কি ফললাভ হয়, কোন্ শস্যের পক্ষে কি সার উপযোগী, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা প্রচার হওয়া প্রয়োজন; এবং গ্রামে গ্রামে চাষ-সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিলে প্রভূত উপকার হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুপ্রকাশ শীলার নিকট ফিরিয়া আসিলে, শীলা তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) কেন? কি হয়েছে যে, ক্ষমা কোর্ব্বো?

শীলা। মিঃ বসুর কথায়, এখন আমার সব কথা মনে হচ্ছে। আমি তাঁর কাছে সব কথা শুনে, আর মিসেস্ দাসের চিঠি দেখে তোমার উপর কি সন্দেহই করেছিলুম! আমি যে লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছিলুম্—!

সুপ্রকাশ হাসিয়া, শীলার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "যাচ্ছিলে। যাও নি ত? কি করে যাবে! আমি কি তোমাকে যে-সে বন্ধনে বেঁধেছি? এ বন্ধন কি ছিন্ন হ'বার! পালালে কি আমি ফিরাতে পার্‌তুম না? সে শক্তি আমার আছে গো! তাই অত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও তোমাকে পেয়িছি। যাই বল, শীলা, বেচারা সুব্রতর জন্যে কিন্তু আমার ভারী কষ্ট হয়!"

শীলা। (একটু অভিমানের সহিত) সুব্রতর কষ্ট যখন সহ্য হয় না, তখন আমায় বিয়ে না কর্‌লেই হ'ত। আমি চিরদিন, না হয়, অবিবাহিতা থাক্‌তুম্।

সুপ্রকাশ স্নেহভরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আজ থাক্; এ-কথা আর এক দিন হ'বে।"

শীলা। তার চেয়ে সুব্রতর সঙ্গে রমার বিয়ের ঠিক্ কোরে দাও না? সেই ত সব চেয়ে ভাল হ'বে। রমা ত খুব ভাল মেয়ে। আমি তাকে খুব ভালবাসি।

সুপ্রকাশ। আগে কটকে যাই, তারপর যা হয়, ঠিক্ হবে। এ ত জোরের কাজ নয়!

শীলা। কটক যেতে আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে। কেন যে এত দূরে এলে! অমন সুন্দর বাড়ী! অমন নদীর ধার—!

সুপ্রকাশ। সেই নদীর ধারটিই সব চেয়ে সুন্দর! সেই যেখানে তুমি বসেছিলে! আবার গিয়ে দু'জনে খুব নদীর ধারে বেড়াব, কেমন? অমিয়কে গিয়ে খুব পুরস্কার দিতে হবে। তাকে একটা 'গ্রামফোন' কিনে দেব, কি বল?

শীলা। সেই ত আমায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। না হলে, পরের বাগানে যাওয়া—!

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) আবার সেই পরের সঙ্গে কথা কওয়া! এখন সেই পরকে আপ্‌নার করা খুব সহজ নয় কি?

শীলা। তুমি যদি মিঃ রায় বলে নিজের পরিচয় দিতে, আমরা তা' হ'লে ভয়ে আর সে-ধারে কখনো যেতাম না!

সুপ্রকাশ। তবে আমার ছদ্মনামই ধরা ভাল হয়েছিল; কি বল?

শীলা। আমি কিন্তু শুনেছিলুম, মিঃ রায়ের নাম—শরৎ রায়।

সুপ্রকাশ। আমার নাম চিরকাল সুপ্রকাশ। আমি ত কটকে কখনো আসি নি। জমীদারীও নতুন কেনা হয়েছে। আমার বাবাই সব দেখ্‌তেন। এখন আমায়ই সবই দেখ্‌তে হচ্ছে। কাল ফিরে যেতে হবে। যা বাকি আছে, সব ঠিক্ করে রাখি।

শীলা। আমায় ত তুমি কিছু কর্ত্তে দাও না!

সুপ্রকাশ। তুমি ত আমাতেই রয়েছ! আমি একাই দু'জনের কাজ কোর্ব্বো, সে কি ভাল নয়?

২৮

আজ সুপ্রকাশ ও শীলা কটকে আসিবেন। তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও রমা প্রাতঃকাল হইতেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। গৃহস্বামী এতদিন না থাকায়, গৃহাদির তেমন শোভা ছিল না; আজ আবার মনুষ্যসমাগমের সহিত যেন সেই অচেতন জড়পদার্থেও জীবন-সঞ্চার হইয়াছে। সুব্রত আসিয়া তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। গেট হইতে গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত সকল স্থান কত নূতন নূতনতর কল্পনার আবেগে আম্র প্রভৃতি কত চিত্রবিচিত্র পল্লব-মালায় সজ্জিত হইতেছে। তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ-বর্ণের পুষ্পমাল্য ও জাপানী লণ্ঠন ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। বৈকালে ট্রেণ আসিবে। সন্ধ্যার সময় সেই রঙ্গিন লণ্ঠনে আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইবে।

দ্বি-প্রহরের আহারাদির পর সুব্রত আসিয়া দেখিলেন, সব ঠিক্ হইয়া গিয়াছে। তিনি মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট গিয়া বলিলেন, "মাসীমা, আমি তবে এখন যাই? আপ্নার সব ত ঠিক্ হয়েছে?"

রমা। (ব্যস্তভাবে) বেশ মজার লোক ত আপ্নি! আপ্নি এখন কি বলে যাবেন! এত কাজ-কর্ম্ম কল্লেন, বিকেলে 'চা'তে আপ্নাকে থাক্তে হবে, রাত্তিরেও আজ এখানে খেতে হবে!—

সুব্রত। (হাসিয়া) আপ্নার হুকুম্ শুন্তে হলে, আমার আর ছুটী নেই! আর তা কি হয়! আজ তাঁরা বাড়ী আস্ছেন!

রমা। তা আস্ছেন ত কি হবে? একলা ত অনেক দিন ছিলেন; আজ, না হয়, দু'চার জন লোক নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোর্ব্বেন! ক্ষতি কি হবে?

সুব্রত ইহাতে কোনও উত্তর করিলেন না; নিজের 'পকেটে'র মধ্যে হাত দিয়া একটি 'প্যাকেট' বাহির করিলেন ও রমার সম্মুখে তাহা ধরিয়া বলিলেন, "বৌ-দি মিসেস্ রায়কে এইটি উপহার পাঠিয়েছেন।"

রমা তাহা হস্তে লইয়া কহিল, "আপ্নার বৌ-দি ত বল্ছিলেন, তাঁর শীলাকে যত ভাল লাগে, এমন আর কাউকেও নয়।"

সুব্রত অন্য দিকে ঈষৎ ফিরিয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন, কে আস্তেছেন। আমি ও-ধারে গিয়ে দেখি, সকলে কি কাজ কোর্ছে। আজ রাত্রিতে বাজী পোড়ান হবে, সব ঠিক্ করা হচ্ছে।"

রমা। আপ্নি দেখ্ছি, মিঃ রায়ের বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েছেন!

সুব্রত। শুধু ভক্ত নয়, তাঁকে আমি অত্যন্ত ভালবেসেছি।

দেখিতে দেখিতে বাটীর সম্মুখে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে, রমা ছুটিয়া দেখিতে গেল, কে আসিয়াছে। সুব্রত অন্যমনস্কভাবে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রমা দেখিল গাড়ীর উপর হইতে এক উড়িয়া বেহারা নামিয়া পড়িয়া বলিল, "আইলানি;

ঝাট উত্তরি যাও।” (১) তাহার পর সে গাড়ীর দ্বার সজোরে খুলিয়া দিল। রমা দেখিল, শীলার খুড়ীমাতা অনেকখানি ঘোমটা টানিয়া তাহা ঈষৎ ফাঁক করিয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে নামিলেন। অমিয় কাল-বিলম্ব না করিয়া লাফাইয়া পড়িল। রমা অগ্রসর হইয়া শীলার খুড়ীমাকে বলিল, “আসুন, উপরে আসুন; দিদিমা উপরে আছেন।”

গৃহিণী। (মৃদুকণ্ঠে) তোমরা বুঝি এখানেই আছ? কখন এসেছ?

রমা। মিঃ রায় দিদিমাকে চিটি দিয়েছিলেন, আজ এসে পৌছবেন। তাই আজ আমরা সকালেই এসিছি। দেখুন্ না, তাঁদের জন্যে কত সাজান হয়েছে!

গৃহিণী। আমিও তাই তাড়াতাড়ি দু’মুঠো খেয়েই এনু। অমি ত আস্‌বার জন্যে রসাতল করে ফেলেছে। সে বল্‌ছে ইষ্টিসেনে যাবে।

রমা। বেশ ত। যখন গাড়ী তাঁদের আন্‌তে যাবে, তখন অমিকে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

তাঁহারা উপরে আসিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি গৃহে বসিয়াছিলেন। শীলার খুড়ীমাতা আসিলে, তিনি উঠিয়া বসিবার জন্য একখানি বেত্রাসন সম্মুখে সরাইয়া দিলেন। শীলার খুড়ীমা এবার ভূমিতলে না বসিয়া তাহাতেই উপবেশন করিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি দেখিলেন, এবার তাঁহার সাজসজ্জারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, “আজ ত শীলারা আস্‌বে; তাই আমরা সবাই এসিছি। আপ্‌নাদেরও সংবাদ দিয়েছে, লিখেছে। আপ্‌নি এসেছেন, বড়ই ভাল হ’ল।”

গৃহিণী অতিশয় মৃদুকণ্ঠে, যেন কে তাঁহার কথা শুনিয়া ফেলিবে, এইরূপভাবে বলিলেন, “আস্‌বো বই কি! জামাই-মেয়ে বাড়ী আস্‌বে, না এলে কি হয়? তাড়াতাড়ি তাই কাজ সেরে নিয়ে এনু। কর্ত্তা ত ইষ্টিসেনে যাবেন।”

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। বেশ ত, ভালই হবে।

রমা ইত্যবসরে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, “দিদিমা, মিঃ বসু বাড়ী যেতে চাচ্ছেন। কি করা হবে?”

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, “যেতে দেওয়া হবে না; আর কি হবে? আমার নাম কোরে গিয়ে মানা কর গে; আর”—এই বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রমা তাহা না শুনিয়াই চলিয়া গেল।

গৃহিণী। কোন্ বসু গা? প্রভাত বোস?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। না, সুব্রত। সেই ত আজ সারা সকাল-বেলাটা এই গোচ-গাছ করেছে।

গৃহিণী। সুব্রত? যার সঙ্গে শীলার বে’র কথা হয়েছিল?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। হাঁ, কথা ত হয়েছিল। এখন যে সুপ্রকাশের সঙ্গে সুব্রতর বড় বন্ধুত্ব হয়েছে। শীলার যখন আগ্রায় খুব অসুখ হয়, সুব্রতও সেইখানে ছিল।

গৃহিণী। সত্যি! খুব আশ্চর্য্যি ত! বিয়ে হ’ল না বোলে, প্রভাত বোসের মা এসে একদিন আমায় কত কথাই শুনিয়ে গেলেন। তা, দিদি, আমি কি মানা কোরেছিলুম? তখন মনে হ’ত বটে, প্রভাত বোসের বাড়ী

(১) শীঘ্র নামিয়া যাও।

পড়্লে শীলা বড়-ঘরে পড়্বে। তা শীলা আমার রাজরাণী হয়ে জন্মেছেন! লক্ষ্মীশ্বরী হয়ে বেঁচে থাকুন! তাঁর দয়ায় কত দীন-দুঃখীর প্রাণ-ধারণ হবে।”

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একটু হাসিলেন। যে-দিন গৃহিণীর সহিত তিনি প্রথম সাক্ষাৎকার করিতে যান, তখনকার ও এখনকার ভাষার কত প্রভেদ!

*　　*　　*　　*

ট্রেণ ক্রমশঃ ‘ষ্টেসনের’ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শীলা উৎসুক-নেত্রে গবাক্ষ দিয়া চাহিতেছে ও আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। সুপ্রকাশ ছোট দুই-একটি আবশ্যক দ্রব্য গুছাইয়া সম্মুখে রাখিলেন। ট্রেণের গতি ক্রমশঃ হ্রাস হইল। গুরুগম্ভীর গতিতে ট্রেন ধীরে ধীরে ‘প্ল্যাট্‌ফরমে’ সংলগ্ন হইল। শীলা দেখিল তাহার কাকা ও অমিয় তথায় দাঁড়াইয়া আছেন। সুপ্রকাশ দেখিলেন, তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি শীলার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে নামাইলেন।

অমিয় লজ্জিতভাবে শীলার প্রতি চাহিতেছিল। শীলা তাহার কাকার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল ও অমিয়কে কাছে ডাকিল! রামলোচনবাবু শীলাকে গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন; এবং সুপ্রকাশকে বলিলেন, “আপ্‌নার জিনিষ আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপ্‌নি শীলাকে নিয়ে বাড়ী যান।”

সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে তাঁহার চরণ-রেণু শিরে গ্রহণ করিয়া প্রণামান্তে বলিলেন, “আমায় ‘আপ্‌নি’ বল্‌বেন না। আপনি ত আমারও কাকা হন্!”

এই শ্রদ্ধাপূর্ণ সুমিষ্ট বাক্য-কয়টি শ্রবণ করিয়া রামলোচনবাবুর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “তোমার গুণের আর কি পরিচয় দোব, বাবা! তোমার মঙ্গল জগদীশ্বর কোর্ব্বেন।”

অমিয় ধীরে ধীরে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, আমি দিদি-ভাইয়ের সঙ্গে যাই?”

তিনি বলিলেন, “তোমার দিদি-ভাই যদি বলেন, যাও।”

অমিয় আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিল। সুপ্রকাশ ‘হ্যাণ্ড্‌ব্যাগ’টী লইয়া শীলার সহিত গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গাড়ী দ্রুত ছুটিয়া চলিল। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবার সময় তাঁহারা দেখিলেন যে, বাটীর ‘গেট’ অতিসুন্দর-ভাবে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা গেটের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র চারিদিকে জনপ্রবাহ আসিয়া জমিতে লাগিল। গাড়ী-বারান্দার নিকট গাড়ী গিয়া থামিলে, সুপ্রকাশ নামিয়া দেখিলেন সম্মুখেই হাস্যমুখে রমা ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জি দাঁড়াইয়া আছেন। শীলা নামিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে নমস্কার করিল। রমা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “আজ আর মিঃ রায়ের সঙ্গে একটি-বারও কথা কইতে দিচ্ছি না। এই যে মিঃ বসু কোথায় গেলেন!” সুব্রত বারান্দার এক-পার্শ্বেই ছিলেন; আর আত্ম-গোপন চলে না, কাজেই অগ্রসর হইয়া আসিয়া তিনি সুপ্রকাশ ও শীলাকে অভিবাদন করিলেন। সুপ্রকাশ হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি কতক্ষণ এসেছ?”

রমা। মিঃ বসু ত সারা-ক্ষণই রয়েছেন! এই ঘর-বাড়ী সবই মিঃ বসু সাজিয়েছেন।

সুপ্রকাশ। এত কষ্ট করে তোমরা আমাদের জন্যে সব সাজিয়েছ! তার জন্যে কি ধন্যবাদ দেব? আচ্ছা, মনে মনে যা আশীর্ব্বাদ করলাম, তা এখন বল্‌ব না।

সকলে উপরে গেলেন। শীলা নিজের কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার খুড়ী-মা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শীলা তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলে, তিনি বলিলেন, "বেঁচে থাক মা! তুমি আমার রাজরাজেশ্বরী! এতদিন তোমরা এখানে ছিলে না মা, বাড়ী যেন অন্ধকার-পুরী হয়েছিল! অমি আমায় দিনে একশ'বার জিজ্ঞাসা কর্ত্ত, 'মা, দিদি-ভাই কবে আসবেন্?' এখন তোমরা এলে আমরা যেন বাঁচ্‌লাম। জামাই কেমন আছেন? তুমি ত বড় রোগা হয়ে গেছ!"

শীলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার অসুখ হয়েছিল; এখন সবাই ভাল আছি।"

রমা এই সময় তাড়াতাড়ি আসিয়া সুব্রত যে 'প্যাকেট'টি তাহাকে দিয়াছিলেন, সেটি শীলার হাতে দিয়া বলিল, "এই দেখ, মিঃ বসু এটা তোমায় দিতে বলেছেন। বেলা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

শীলা তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া দেখিল, মহামূল্য মুক্তা- ও হীরক-খচিত একটী 'ব্রুচ্'; তাহার মধ্যস্থলে মুক্তাক্ষরে লেখা আছে,—"মনে রেখো!" শীলার এই উপহারে অত্যন্ত প্রীতিলাভ হইল। সে রমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে দেখা হয় ত? আমার সঙ্গে কি তিনি দেখা কোর্ব্বেন্ না?"

রমা হাসিয়া বলিল, "দেখা কোর্ব্বেন্ বই কি! যাঁকে নিয়ে ঝগ্‌ড়া তাঁর সঙ্গে ত বেশ ভাব হয়ে গেছে!" তাহার পর সে শীলার কাণের কাছে অগ্রসর হইয়া, খুড়ী-মাতার কর্ণ-গোচর না হয় এইরূপ ভাবে, চুপি চুপি বলিল, "লোকটি কি এতই অপদার্থ যে ভালবাসা যায় না?"

শীলা একদৃষ্টে রমার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার মুখে যে কি ভাব অঙ্কিত, তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল, "মিঃ বসুর বিরুদ্ধে আমার কিছু বল্‌বার নেই। আমি আশা করি, যে তাঁকে ভালবাস্‌বে সেই সুখী হবে।"

রমা "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে 'ষ্টেসন' হইতে দ্রব্যাদি আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার পরই শীলার খুড়ীমাতা চলিয়া যাইলেন। আহারাদির পর মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, রমা এবং মিঃ বসুও চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া যাইবার পরে নদীর দিকের বারান্দায় গিয়া শীলা ও সুপ্রকাশ দাঁড়াইলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; 'বোট-হাউসে' ক্ষুদ্র বোটখানি বাঁধা রহিয়াছে ও বাতাসে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। শীতের রাত্রি, তাই চারিদিকে যেন একটু কুয়াসার মত কি ছাইয়া আছে; চাঁদের আলোও তেমন উজ্জ্বল নহে। সমস্ত নগরী যেন নিদ্রাচ্ছন্ন। উভয়ের মনেই এক কথা জাগিতেছিল। উভয়ের হৃদয়ে একটী সুরই বাজিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুপ্রকাশ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "যখন কটকে এসেছিলুম, ভেবেছিলুম শুধু দু'এক দিন থেকেই চলে যাব। এখানেই যে আমার সুখ-সৌভাগ্য বাঁধা ছিল, তা ত জান্‌তুম না!"

শীলা। আমি যখন এখানে আসি, আমার মন কি নিরাশায় পূর্ণ ছিল! বাবাকে হারিয়ে,

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এসে, কি পরীক্ষাতেই পড়েছিলুম! তুমিই আমায় রক্ষা করলে। তোমাকে পেয়ে এখন আমার আর কোনও অভাব নেই। লোকের কথায় তোমার মত স্বামীকে যে একবারও অবিশ্বাস করেছিলুম, তা এ-জীবনে ভুল্‌বো না।

সুপ্রকাশ। আগে কখনো সুনামের কাঙাল ছিলুম না। তোমায় দেখে, তোমায় পেয়ে, মনে হ'ত, কলঙ্কের দাগ না থাকলেই ভাল হ'ত। বেচারা শৈলেন ভয়ে স্ত্রীকে কিছু বলতে পারে না। তা'র জন্যেই আমার নীরবে থাকতে হয়েছিল। তবে বড় ভয় হ'ত, যদি কখনো তুমি শুনতে পাও! মনে হ'ত, হয় ত তুমি বুঝ্‌বে না; হয় ত, সত্যই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক্‌বে, ক্ষমা করবে না! যাই হোক, বিবাহিত জীবনে পরস্পরের নিকট কিছু গোপন না থাকাই ভাল। তখন বললে তুমি হয় ত কিছু মনে করতে না, আমাকে সহজেই ক্ষমা করতে—!

শীলা বাধা দিয়া বলিল, "তুমি দেবতা! তুমিই আমায় ক্ষমা কর!"

সুপ্রকাশ শীলার শুভ্র কোমল হস্তখানি স্বীয় হস্তে ধারণ করিলেন।

* * * *

পরদিন প্রভাতে সুপ্রকাশ বাহিরে গিয়াছেন। শীলা গৃহ-সজ্জার দ্রব্যাদি একটু গুছাইয়া রাখিতেছে ও আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। এরূপ সময়ে রমা সেই স্থানে আসিয়া দ্বারের আড়ালে থাকিয়া গানটি শুনিতে লাগিল। শীলা তাহার স্বভাব-কোমল মধুর স্বরে গাহিতেছিল—

"এম্‌নি করে জীবন ভরে
যেন তোমায় পাই!
সোনার রবি উঠ্‌লো হেসে,
তোমার পানে চাই!
ফুলের গন্ধে, পাখীর কণ্ঠে
তোমার মধু নাম!
তোমায় পেলে কত শান্তি
কতই আরাম!
মনে প্রাণে জাগ্‌ছ তুমি,
ভালবাসা দিয়া,
তোমারি পানে, লও হে টেনে
অবোধ দুটি হিয়া!"

গান শেষ হইয়া গেলে, রমা আসিয়া শীলার গলা জড়াইয়া ধরিল। শীলা চমকিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এত সকালে যে?" রমা শীলার বস্ত্রাঞ্চলে আপনার হাস্যোৎফুল্ল সুন্দর মুখটী লুকাইয়া বলিল, "তোমার আশীর্ব্বাদ চাইতে এসেছি।"

শীলা একটু থমকিয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করি চির-সুখী হও।

রমা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চক্ষু-দুইটি অশ্রুপূর্ণ। সে বলিল, "তুমি যাঁকে ভাল বাস্‌তে পার নি, আমি তাঁকে প্রথম দেখা থেকেই ভালবেসেছি। কখনো তাঁর ভাল-বাসার আশা করি নি, তবু দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁর ভালবাসা পেয়েছি? তিনি কাল সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ী গিয়ে দিদিমার কাছ থেকে আমায় চেয়েছিলেন। দিদিমা খুব আনন্দিত হয়েই মত দিয়েছেন। আমিও মত না দিয়ে থাকতে পারলুম না। তবে তিনি একবার তোমায় ভাল বেসেছিলেন, আমি কি তাঁর উপযুক্ত হতে পার্ব্বো?"

শীলা হর্ষোৎফুল্ল বদনে হাসিয়া বলিল,

"রমা, আজ তোমার কথায় যে কি সুখ হ'ল, তা আর কি বল্‌বো! সুব্রত যে তোমায় ভাল বেসেছেন, এটা যে আমার কি সুখের কথা—! তোমরা দু'জনে দু'জনকার ভালবাসায় সুখী হও, ঈশ্বরের কাছে এই আমার অন্তরের প্রার্থনা! আমার মনের ভাব আজ সব নেমে গেল। তোমায় ভাই, কে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে?"

রমা। তাই আজ প্রথমেই তোমার কাছে এসেছি।

শীলা। এস, আমরা দু'জনে একবার সেই অনন্ত করুণাময় জগদীশ্বরের চরণে মনের কৃতজ্ঞতা জানাই।—শীলা গাহিল—

"আজ্‌কে মোরা তোমার চরণ
নমি বার বার,
কোন্ স্বরগ হতে আজি
বহে সুধার ধার!
কোন্ গগনে হাস্‌ছে শশী
এমন সুধা-হাসি!
কোন্ বনেতে ফুট্‌ছে এমন
মধু-ফুলের রাশি!
কোন্ রাজার রাজ্যে মোরা
কর্‌ছি সুখে বাস,
কোন্ মন্ত্রে এমন তিনি
পূরাণ অভিলাষ!
সেই চরণে ভক্তি ভরে
নমি বার বার!
যিনি সেই রাজার রাজা মহারাজা
দেবতা আমার!

সঙ্গীতান্তে শীলা বলিল, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা চির-সুখী হও।"

এই সময় সুপ্রকাশ গীতাদি শ্রবণ করিয়া সেইস্থানে আসিয়া আনন্দপূর্ণ বদনে বলিলেন, "তোমাদের কি হচ্ছে? এত গানের ঘটা কেন?"

শীলা। রমার সঙ্গে সুব্রতর বিয়ের ঠিক্ হয়ে গেছে।

আনন্দ ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া রক্তিম অধর-প্রান্তে হাসির রেখা ফুটাইয়া রমা দ্রুতপদে সেই কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাল ভাল; সব ভাল যার শেষ ভাল।"

(সমাপ্ত)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পুণ্য।

(১)

[illegible] আমি বড়ই হেয়, বঙ্গগৃহের বাল-বিধবা,
[illegible]র মত অভাগী এ জগৎ-মাঝে আছে কেবা?
[illegible]রেরি আবর্জ্জনা, কারো চোখে আমিই দেবী,
[illegible]র মাঝে উল্কা-সম আমি যে কি না পাই ভাবি!

(২)

সবাই বলে জগৎ-মাঝে ত্যক্ত যখন তুই লো [illegible]
তীর্থে পুণ্য সঞ্চিত কর্, সংসারে তোর ফিলে [illegible]
সতীর মহাতীর্থে যেবা বঞ্চিত হয় এই [illegible]
তীর্থ তাহার মিল্‌বে কোথা, আয়ুর [illegible]

(৩)

হ্যাগো দিদি, তোমরাও ত আমার মত ভাগ্যহীনা,
বল, কোথায় কত পুণ্য, কেমন ক'রে যাবে জানা ?
যাব কিগো বৃন্দাবনে যেথায় হরি গো-চারণে
ছড়িয়ে গেছেন্ পদরেণু, লয় শিরে যা ভক্তজনে ?

(৪)

কত পুণ্য বৈদ্যনাথে, বারাণসী-পুণ্যধামে ?
যেখানেতে রুদ্র রাজে, শৈব যথা মত্ত প্রেমে ?
প্রকাশ যেথা মাতৃমূর্ত্তি অন্নপূর্ণা রূপে রামা,
বিলায় অন্ন ক্ষুধার্ত্তেরে আনন্দেতে আপ্‌নি শ্যামা ?

(৫)

গয়া কিম্বা প্রয়াগতীর্থ, কিম্বা পূত হরিদ্বারে,
যাব কিগো ত্রিবেণীতে পুণ্য-ভাগিরথীর তীরে ?
ব্রত, নিয়ম, গুরুর চরণ বল্‌ছো মোরে করতে সেবা
তাতেই কি গো তরে যাবে অভাগী এ দীন-বিধবা ?

* * * * * * *

(৬)

হে গুরুদেব, কল্পতরু, আছে ত সব তোমার জানা,
ব্রত তীর্থ কিছুই ত গো করে নি এ ভাগ্যহীনা !
তবে গুরো, নিরুপায় কি হতভাগী বাল-বিধবা,
স্বামীর মৃত্যু-আজ্ঞা পালন নয় কি তাহা স্বামি-সেবা

(৭)

রোগীর গৃহে রোগের সেবা, পীড়িতকে শান্তি দেওয়া
নয় কি তাহা ধর্ম্ম আমার, নয় কি তাহা তীর্থে যাওয়া
ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া, মাতৃহীনে অঙ্কে লওয়া,
সেগুলো কি ব্রত নহে, সে সব কি বৃথাই মায়া ?

(৮)

চাই না অন্য কর্ম্ম আমি, যদি ও-সব পুণ্য নয় ;
দুখীর দুখে দুঃখী হওয়া না'ই যদি গো ধর্ম্ম হয় !
পার্‌ব নাকো বধির হতে পীড়িতের সে আর্ত্তনাদে
পার্‌ব নাকো থাক্‌তে আমি হাহাকারে অশ্রু রুধে।

(৯)

সবিস্ময়ে কহেন ফিরি তখন গুরু শিষ্যাপানে,
'তোরাই ত মা অন্নপূর্ণা তৃপ্ত যারা অন্নদানে ;
রোগীর গৃহ তীর্থ যাহার, কিসের কাজ (মা) তীর্থে তাহা
সেই ত মহাপুণ্য লভে দুঃখ-মোচন লক্ষ্য যাহার।'

শ্রীপাঁচুগোপাল নন্দী

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

কেমন করে বেঁচে থাকি বলিবার পূর্ব্বে আমাদের শরীরের কথাটা একটু বলি। আমাদের শরীর ঠিক্ একটি ধোঁয়াকল (Steam Engine), কলে একটি চুলা আর একটি 'বয়্‌লার' (জল ফুটাইয়া বাষ্প করিবার পাত্র) থাকে; চুলায় কাঠ বা কয়লা সর্ব্বদা দিতে হয়। বাষ্পের জোরে কল চলে। রেল-গাড়ীর কল, বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন, এবং কলের (Engine) জোরেই যে রেলগাড়ী চলে তাও জানেন। কিন্তু আমাদের শরীর যে একটি কল তা, বোধ হয়, অনেকেই জানেন না বা কখন সে বিষয়ে ভাবেন না।

আমাদের শরীর কলের গাড়ী বটে, কিন্তু এর কল বড় আশ্চর্য্য রকমের। এতে যে আগুন জ্বলে, তা থেকে শিখা উঠে না, ধোঁয়া হয় না ; বাষ্প হয় কিন্তু সে বাষ্প দেখা যায় না। চুণে জল দিলে যে রকম তাপ হয়, দেহের তাপ অনেকটা সেই রকম; কিন্তু ঠিক সেই রকম

নয়। শরীরে আগুন দিনরাত জ্বেলে রাখিতে হয়; নতুবা আমাদের শরীরের সকল কল বন্ধ হয়ে যায়, আর আমরা মারা যাই। কঠিন রোগের সময় ডাক্তার শরীরের তাপ সর্ব্বদা পরীক্ষা করে দেখেন এবং তাপ রক্ষা করিবার জন্য অনেক যত্ন করেন ও অনেক ওষুধ দেন; কিন্তু তাঁর চেষ্টায় যদি কোন উপকার না হয়, তা হলে তিনি বুঝিতে পারেন যে, রোগী আর বাঁচিবে না। শরীরের আগুন রক্ষা করিবার জন্য কি-রূপ কয়লার প্রয়োজন, সেগুলি কেমন করে সংগ্রহ করিতে হয়, আর কিরূপে ব্যবহার করিলে আমাদের শরীর রক্ষা পায় ও আমাদের সুখ-স্বাস্থ্য স্থায়ী হয়, তাহা জানিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! দয়াময় ঈশ্বর আমাদের শরীর কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিলে, কে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?

"সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ
দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিরাম,
ভাবিলে তাঁহার দয়ার বিধান,
উঠে প্রেম ভক্তি পাষাণ ভেদ করি।"

২

বায়ু, জল, তাপ ও খাদ্য বাঁচিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। তার মধ্যে বায়ু সর্ব্বপ্রধান। আমরা আহার না করিয়া, পান না করিয়া দুই-একদিন বাঁচিতে পারি, কিন্তু বায়ু-সেবন না করিয়া অতি অল্প সময়ও বাঁচিতে পারি না। এক মিনিট যদি আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকি, আমাদের কত কষ্ট হয়! তাতেই জানিতে পারি যে, বাতাস আমাদের দেহের পক্ষে কত আবশ্যক। বাতাসের অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া করুণাময় বিধাতা তাহার প্রচুর আয়োজন রাখিয়াছেন। বাতাস ব্যতীত আমরা ক্ষণকাল বাঁচিতে পারি না; সেইজন্য বাতাস সর্ব্বদা সকল স্থানে পাওয়া যায়। আমরা বায়ু-সমুদ্রে বাস করি; আমাদের চারি দিকে বাতাস! যাকে আমরা আকাশ বলি সেটি বায়ু-মণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডল আংটীর মত আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। ঊর্দ্ধে প্রায় ২৫ মাইল (১২॥ ক্রোশ) পর্য্যন্ত বায়ু আছে। বায়ুতে দুইটী পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে আছে; এক ভাগ (oxygen) অক্‌সিজেন বা অম্লজান আর চারি ভাগ (Nitrogen) নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান। বাতাস কখনো স্থির থাকে না এবং কখন একভাবে থাকে না। ইহার বেগ কখন অধিক, কখন অল্প। বেগের বাতাসের নাম ঝড়! সকল স্থানে এবং আমাদের দেহের মধ্যেও বাতাস আছে। বাতাসের অক্‌সিজেন ব্যতীত কোন দহন-কার্য্য হয় না; সুতরাং, বাতাস ব্যতীত আমাদের শরীরের আগুন জ্বলে না, নিঃশ্বাস পড়ে না এবং আমরা মারা যাই। আমাদের শরীরে যখন অধিক তাপ হয়, বাতাস তাপ কমাইয়া দেয়। সূর্য্যতাপে জমি যখন বড় তাতিয়া যায়, বাতাস সেই তাপ আকাশের উপর লইয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোক বাঁচিত না। গরম বাতাস কেমন করে উপরে উঠে এবং উপরের শীতল বাতাস নীচেতে নামে, তাহার কৌশল জানিলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। গ্রীষ্মকালে শীতল বাতাসে বসিলে কেমন আরাম হয়। বাতাস আমাদের শরীরের তাপ উড়াইয়া দেয় বলিয়া এত আরাম বোধ হয়। আহা! দয়াময় ঈশ্বরের কতই করুণা, আমাদের সুখে রাখিবার জন্য তাঁহার কতই

বিধান, কতই যত্ন! এই সকল কথা জানিলে তাঁহাকে না ভালবাসিয়া কি মানুষ থাকিতে পারে!

আকাশের কথা আর একটু বলি। আকাশ বায়ু-সমুদ্র। যেমন ভূমির সমুদ্রে নদনদী এবং নানাপ্রকার জল-স্রোতের ধোয়াট্ এবং নানাপ্রকার পচা দ্রব্য পড়ে' পরিষ্কার হয়, তেমনি আকাশ-সমুদ্রে পৃথিবীর নানাপ্রকার অনিষ্টকর ধোঁয়া, পচা দ্রব্যের পরমাণু, জীবের নিঃশ্বাসের বিষ প্রভৃতি পড়ে' পরিষ্কার হয়।

পূর্ব্বে বলেছি, আকাশ বায়ুতে পূর্ণ। এই বায়ুর চাপ বা ভার আছে। বর্গ এক ইঞ্চি স্থানে প্রায় সাড়ে সাত সের ভার পড়ে। ভেবে দেখ, আমাদের প্রতিজনের উপর কত ভার আছে, কিন্তু আমাদের শরীরের ভিতরের বাতাসের এমনই শক্তি যে সেই ভার বহন করে আমরা ভার বুঝিতে পারি না।

আকাশে তাপ আছে; দেশ-কাল-ভেদে তাপের পরিমাণ কম-বেশী হয়। কিন্তু আমাদের দৈহিক তাপ সর্ব্বদা এবং সকল দেশে ৯৮·৬ ডিগ্রী থাকে। 'থারমোমিটার' বা তাপ-যন্ত্র-দ্বারা আমরা তাহা জানিতে পারি। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, আমরা কখন তাপে পুড়ে যেতাম, কখন বা শীতে জমে যেতাম। ধন্য ধন্য দয়াময় ঈশ্বর! তাঁহার কি সৃষ্টি-কৌশল!

আকাশে Humidity বা আর্দ্রতা আছে। যে বাতাস যত তপ্ত সে বাতাসে ততই আর্দ্রতা থাকে। যখন বাতাস আর্দ্রতায় পূর্ণ হয় তখন তাহাকে saturated বা তর হয়ে যাওয়া বায়ু বলে। আর্দ্রতার পরিমাণও দেশ-কাল-ভেদে কম-বেশী হয়। আকাশে বহুদূর পর্য্যন্ত খুব মিহি ধূলা থাকে; আকাশের সুন্দর নীলিমা এই ধূলী-রেণুরই বর্ণ। ভারতবর্ষে কোন কোন দেশে ধূলার বৃষ্টি হয়, তাহাতে আকাশ শীতল হয়। সে-সকল দেশে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না।

সূর্য্যের তাপ এবং সমুদ্রের জল আকাশে নানা খেলা খেলিতেছে। সূর্য্য সমুদ্র হইতে জল উঠাইয়া পৃথিবীকে দেয়, পৃথিবী আবার প্রয়োজনীয় জল আপনার মধ্যে রাখিয়া, বাকী জল আকাশ ও সমুদ্রে ফিরাইয়া দেয়। এইরূপ আদান-প্রদান সর্ব্বদা চলিতেছে; তাহারই ফলে আমরা এত সুখ-স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছি।

"সুখ সাধন এই শরীর মন,
করুণার নিদর্শন নাথ! তব;
গ্রহ-তারকা-মণ্ডিত নীল নভঃ,
ধনধান্য-ভরা রমণীয় ধরা;
সুগভীর তরঙ্গিত নীর-নিধি,
হিমরঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি;
সকলে পুলকে সম-তান ধরি,
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে!"

৪

বাতাসে আমাদের কি উপকার করে? বাতাস প্রধানতঃ তিনটি কাজ করে। (১) শরীরের অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে; (২য়) রক্ত পরিষ্কার করে; (৩য়) খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক করাইয়া শরীর রক্ষা এবং পুষ্ট করে। যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করিলে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি না, নানাপ্রকার কষ্ট ও রোগ ভোগ করিয়া আধ্‌মরা হইয়া থাকি এবং অকালে মরিয়া যাই। নগরে অধিক মৃত্যুর সংখ্যা এবং অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ পরিষ্কার বাতাসের অভাব। গ্রাম সহর অপেক্ষা ফাঁকা, সেখানে লোকের বাড়ীর

চারিদিকে অনেকটা খোলা জায়গা থাকে, সেজন্য বাতাস অনেক পরিমাণে পরিষ্কার ও মুক্ত। গ্রামবাসী নানাকারণে অনেকটা সময় বাহিরে কাটায়। ভদ্রলোকের মেয়েরাও স্নান এবং অন্য কারণে বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়; সেজন্য সহরবাসী অপেক্ষা গ্রামবাসী সুস্থ ও সবল।

অপরিষ্কার বাতাস কত প্রকার আমাদের অনিষ্ট করে, তা ক্রমে বলিতেছি। প্রথমতঃ আমাদের বাসগৃহ, বাসস্থান, বিদ্যালয়, কার্য্য-স্থান ইত্যাদিতে বাতাস কিরূপে অপরিষ্কার হইয়া নানা অনিষ্ট সাধন করে, তাহা বলি। সকলেই জানেন যে যদি আমাদের শোবার ঘরে খোলা বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকে এবং ঘুমাইবার সময় সেই ঘরের জানালা দরজা সকল যদি বন্ধ করিয়া রাখি, তবে দুর্গন্ধ হয়। তাহা ঘরের ভিতর থেকে তত বুঝা যায় না; কিন্তু একবার বাহিরে এসে ঘরে যাইলেই তখন বেশ বুঝিতে পারি। বাতাস যে কেবল দুর্গন্ধযুক্ত হয় তাহা নয়, ইহা দূষিত হয়। ইহার কারণ কি?

আমাদের খাদ্য-দ্রব্য যখন জীর্ণ হয়, তখন তাহা হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহির হয়, এইগুলি দুর্গন্ধের কারণ, আর বিষাক্ত হ'বার কারণ (Carbonic Acid) অঙ্গারাম্ল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের শরীরে দিনরাত আগুন জ্বলিতেছে। এই আগুন দুইটি কাজ করে: বাতাস হইতে (Oxyen) অম্লজান টানিয়া লয় এবং (Carbonic Acid) অঙ্গারাম্ল ছাড়িয়া দেয়। আমাদের নিঃশ্বাসে Carbonic Acid Gas জন্মে। এই Gasএ এক ভাগ কয়লা আর দুই ভাগ Oxygen থাকে। আর আমাদের শরীর হইতে যে ঘাম বাহির হয় তাহাতে দেহের ভিতরকার ময়লা ও এক প্রকার তেল বাহির হয়, এই সকল হইতে মন্দ গন্ধ বাহির হয়। দূষিত বাতাসে আমাদের অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটে; রক্ত পরিষ্কার হয় না, খাদ্যদ্রব্য ভাল হজম হয় না, আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, এবং নানা প্রকার রোগ-যুক্ত হই এবং এই সকল রোগ শীঘ্র অতি-কঠিন হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত আনিতে পারে। এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, পরিষ্কার বাতাস আমাদের কত উপকারী এবং অপরিষ্কার বাতাস কত অপকারী! বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করা সকলেরই উচিত। সহরের পার্ক (Park—বেড়াইবার স্থান), বড় রাস্তা বা ছাদের উপর নিয়মিতরূপে সকলেরই বেড়ান উচিত; বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দের। তাঁহারাই মানব-জীবনের প্রস্রবণ-স্বরূপ। সুস্থ মাতার তো সুস্থ সন্তান হয়। রোগা ছেলে-মেয়ে তাহাদের পিতামাতার এবং সমস্ত জন-সমাজের নানা দুঃখের কারণ। যতদিন আমরা স্বাস্থ্যের নিয়ম না জানিব, এবং জানিয়া সুস্থ থাকিতে চেষ্টা না করিব, ততদিন আমাদের কোন উন্নতি হইবে না। শারীরিক বলই সকল উন্নতির মূল।

কিরূপে বাতাস পরিষ্কার হয় তা একটু বলি। ঘরের বাতাস পরিষ্কার রাখিবার জন্য যথেষ্ট জানালা দরজা ঘরে থাকিবে এবং বাড়ীর ধারে ধারে একটু একটু ফাঁক থাকিবে। ঘরের দুই দিকেই বারাণ্ডা রাখিলে ভাল হয়। বাড়ীর চারিদিকে খানিকটা খোলা জায়গা রাখিবেন, তাহাতে দুই চারিটা গাছ থাকিবে।

সকলেই জানেন যে, গাছ বাতাস পরিষ্কার করে এবং তাপ কম করে। ঘরে বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা করা চাই। কোটা-ঘরে শীতকাল ব্যতীত অন্য সময় সমস্ত জানালা খোলা রাখিলে, আমাদের মত গরম দেশে কিছু অনিষ্ট হয় না। আর শীতকালেও একদিকের রুজু রুজু জানালা খোলা রাখিতে পারা যায়, কিন্তু গায়ে বাতাসের স্রোত লাগিবে না এবং বেশ করে ঢাকা থাকিবে।

এইরূপ করিলে শরীরের শীত সহিবার শক্তি-বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা সুস্থ ও সবল হই। খড়ের এবং খোলার ঘরের চালার পরল থাকাতে বাতাস যাতায়াতের বেশ পথ আছে! শীতপ্রধান-দেশে (ventilation) বাতাসের যাতায়াত সম্বন্ধে অনেক ব্যবস্থা আছে; সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তবে কড়ির ধারে ফাঁক ও চালের পরল-সকল আমাদের দেশেও রাখিতে পারা যায়। বাসস্থান, গ্রাম এবং সহরের বাতাস পরিষ্কার না থাকিলে ঘরের বাতাস কিরূপে পরিষ্কার থাকিবে? বাসভবন পরিষ্কার রাখা গৃহস্থের কাজ।

গ্রাম এবং সহর পরিষ্কার রাখা মিউনিসি-প্যালিটির সভার হাতে। এই সভার সভ্যগণকে City-fathers বলে, অর্থাৎ নগরের পিতৃগণ। তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে সত্য সত্য তাঁহারা এই নামের উপযুক্ত। তাঁহাদের হাতে নগর ও গ্রাম-বাসীর সুখ ও স্বাস্থ্য ও জীবন, বলিলে পারা যায়। বাসভবনের বাহিরের জঞ্জাল ও পূতিগন্ধময় দ্রব্য-সকল যে কেবল ঘরের বাতাস দূষিত করে তাহা নয়, আমাদের দেহের, বিছানা, কাপড়, ও জিনিষ পত্রের ময়লাও বাতাস মন্দ করে। যাহা কিছু প্রতিদিন কাচিয়া রৌদ্রে দেওয়া যায় তাহা রৌদ্রে দিবে; রৌদ্রের অভাবে আগুনে সেঁকিবে। আর লেপ বালিস ইত্যাদি রৌদ্রে দিবে। এরূপ করিতে গৃহস্থের কিছু কষ্ট হবে, কিন্তু রোগ ভুগিবার কষ্ট হইতে এ কষ্ট বেশী নয়। বাড়ীর নর্দ্দমা ভাল করে ধুইবে এবং তাতে চূণের জল দিবে। টাট্‌কা চূণের জল অতি উৎকৃষ্ট এবং সুলভ বিশোধক। মোটের উপর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শ্রীরাজমোহন বসু।

শিশুরোগ।

আমাদিগের দেশে দম্পতীর সন্তান না হইলে ত সংসারে সুখই নাই; কিন্তু সন্তান হইলেও তাহাদিগকে শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও তাঁহাদের সুখের আশা নাই। ইহকালে বার্দ্ধক্যের সম্বল, পরকালের সদ্গতির প্রার্থয়িতা, দেশের ও দশের আশা-ভরসার স্থল আমাদিগের শিশু-সন্তানদিগকে লালন-পালন করিতে হইলে, দুর্নীতির কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে সুনীতির বীজ-বপনে গভীর মনোযোগ প্রদান করা যদ্রূপ প্রয়োজনীয়, তাহাদিগের শারীরিক সুস্থতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবারও তদ্রূপ প্রয়োজন আছে। কখনও কখনও

হিতকর বস্তু হইতেও অহিতকর অনুষ্ঠান সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা বাল্যকালে পড়িয়াছি "আপদামাপতন্তীনাং হিতোঽপ্যায়াতি হেতুতাম্। মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে॥"—ইহা অতিশয় যথার্থ কথা। মাতা-পিতার অত্যধিক আদরে বা তাঁহাদিগের অমনোযোগিতা-হেতু আপনাদিগের সামান্য মান্য অবৈধাচরণের সংশোধনের অভাবে অদ্রিপ সন্তানগণ দুর্নীতির গ্রাসে চিরদিনের জন্য অপতিত হয়, সামান্য সামান্য শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের ত্রুটীতে, সামান্য সামান্য পরিষ্কার-পরিচ্ছনতার প্রতি দৃষ্টির অভাবেও তদ্রূপ কত যে সাংঘাতিক দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদিগের শিশুদেহে উৎপন্ন হইয়া তাহা-দিগকে চিরদিনের জন্য গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহা বলিবার নয়! আমাদিগের দেশে অনেকে সন্তান-সন্ততির মনস্তুষ্টির অভিপ্রায়ে কুকুর বিড়াল প্রভৃতি কত জন্তু পালন করিয়া থাকেন, অজ্ঞান শিশুসন্তানগণও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে ক্রোড়ে, পৃষ্ঠে, মস্তকে বহন করিয়া থাকে; কিন্তু, এই সকল জন্তুদিগের দেহ হইতে যে কি ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি-সকল শিশুদেহে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা, বোধ হয়, অনেক জনক-জননীই জ্ঞাত নহেন। এমন কি, গোমাতৃকার দুগ্ধ উত্তমরূপে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া না লইলেও তাহা হইতে বহুবিধ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাহার প্রতীকার করা অপেক্ষা ব্যাধি যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। এক একটী শিশুব্যাধি যে কি ভয়াবহ ও দুরারোগ্য, অদ্য তাহার একটী, বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীদিগের নিকট অতিসংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

১। ডিপ্‌থিরিয়া (বা শ্বেতঝিল্লির উৎপত্তির সহিত কষ্টদায়ক গলক্ষত)

এই ব্যাধি বৃদ্ধ ও যুবা অপেক্ষা শিশু-দিগকেই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও একবৎসরবয়স্ক শিশু-দিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত বিরল। দুইবৎসর-বয়স্ক বালক হইতে পঞ্চমবর্ষীয় বালকদিগের মধ্যেই ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। ক্লেব্‌ লোফ্‌লার-নামক জনৈক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বহু-পরিশ্রমের ফলে আবিষ্কার করেন যে, ডাম্বেলের আকৃতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট (●——●) চর্ম্মচক্ষুর অগ্রাহ্য একপ্রকার অতিক্ষুদ্র কীট এই ব্যাধির উৎপাদয়িতা। এই ব্যাধি-পীড়িত কোনও শিশুর গলদেশ হইতে এই কীট গ্রহণ করিয়া 'মাইক্রোস্‌কোপ্‌' বা অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে, দেখা যায় যে, ইহারা বহুসংখ্যক। সাধারণতঃ ইহারা দলবদ্ধ হইয়াই থাকে। এই কীট মানবদেহে কোথা হইতে আসে তাহা দেখা যাউক্।

বিড়াল গরু প্রভৃতি পশুদিগের শরীরে এই ব্যাধিকীট উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদিও গবাদি পশু মনুষ্যের ন্যায় সমভাবে ইহার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। গৃহপালিত ব্যাধিগ্রস্ত মার্জ্জারাদির সহবাসে, অনুত্তপ্ত গোদুগ্ধ-পানে এই ক্ষুদ্র কীট মানবদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। আবর্জ্জনাময় অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলেও এই রোগ হইতে দেখা যায়। কখনও কখনও, হাম, টাইফয়েড্‌ নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধির সহিত এই ব্যাধিও সহগামী হইয়া থাকে।

এই রোগের কীট শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিবার পর, দুই হইতে আট দিনের মধ্যে শরীরে রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সে লক্ষণ-গুলি বিবৃত করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, শিশুটী কয়েকদিন তাহার খেলাধূলা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং অন্যমনস্কভাবে সময় যাপন করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুও সামান্য ফুলিয়া উঠে এবং চক্ষুর বর্ণ কিঞ্চিৎ আবিল-ভাব ধারণ করে। ইহার পরই শিশুদেহে জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রায় ১০১° হয়। এই সময় শিশুর গলার অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা অত্যন্ত রক্তিম ভাব ধারণ করিয়াছে ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর টন্‌সিলের বা আল্‌জিবের দুই দিক্ হইতে বস্ত্রের ন্যায় অতি-সূক্ষ্ম এক প্রকার শুভ্র চর্ম্ম বা ঝিল্লি বহির্গত হইতে থাকে। এই সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণ যখন সম্পূর্ণ-ভাবে বহির্গত হয়, তখনই শিশুর প্রাণসংশয় ঘটে। ইতোমধ্যে শিশুর মূত্রের সহিত ক্ষার নির্গত হয় ও তাহার জ্বর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এই ভীষণ রোগে সচরাচর তিন প্রকারে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, রক্ত দূষিত হইয়া; দ্বিতীয়তঃ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিপর্য্যয়-হেতু উহার ক্ষমতার হ্রাস হওয়ায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে; এবং তৃতীয়তঃ, গলজ শ্বেতঝিল্লি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া, গলার অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে, প্রাণবায়ু নির্গত হইতে পারে। উই তিনটী কারণের মধ্যে শেষোক্ত কারণেই, অর্থাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অনেক মৃত্যু সংগঠিত হয়।

কোনও বিশেষ ঔষধ সেবনের দ্বারা এই ব্যাধির চিকিৎসা হয় না। ইহার চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে Injection বা সূচের ন্যায় অতি-সূক্ষ্ম (পিচ্‌কারী) যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশী ও ত্বকের নিম্নে ঔষধপ্রয়োগ-দ্বারা হইয়া থাকে। এই Injection (ইন্‌জেক্‌শন বা পিচকারী দেওয়াকে) Anti-diptheritic Serum-Injection বলে। কারণ, ইহার ফলে দেহ-মধ্যে একপ্রকার antitoxin বা বিষঘ্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা এই ডিপ-থিরিয়ার ক্ষুদ্রকীট-সকল মরিয়া যায় ও রোগের বিষ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু Injectionএর ফল ফলিবার পূর্ব্বেই অনেক সময় উক্ত শ্বেতঝিল্লির দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বার রুদ্ধ হওয়ায়, শিশু নিঃশ্বাস-গ্রহণাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে পারে।

এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে, Injection দিবার পূর্ব্বে শিশুর কণ্ঠের বহির্ভাগে একটী ছিদ্র করা হয় এবং সেই ছিদ্রের মুখ হইতে শ্বাসনলী পর্য্যন্ত একপ্রকার বক্র রৌপ্যনল (silver tube) সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বাহিরের বায়ু একেবারে ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হওয়ায়, বায়ুকষ্টে শিশুর প্রাণত্যাগ হয় না। যখন এই প্রকারে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হইতে বালককে মুক্তি প্রদান করা যায়, তখন, যতদিন পর্য্যন্ত না সে সুস্থ হইতে থাকে এবং তাহার গলার শ্বেতঝিল্লি মিলাইয়া যায়, ততদিন, প্রতিদিবস বা একদিবস অন্তর তাহাকে Injection দেওয়া হয়। ইহার পর তাহার গলছিদ্র বুজাইবার জন্য রৌপ্যনল

পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থানে (Rubber tube) বা রবারের নল দেওয়া হয় এবং পরে তাহাও উঠাইয়া লওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে গলার ছিদ্রটী বুজিয়া যাইলে শিশু কথা বলিতে সমর্থ হয়।

এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পরও শিশু সম্পূর্ণরূপে সুস্থশরীর প্রাপ্ত হয় না। কারণ, অনেক সময়, তাহার চলিবার ও বলিবার ক্ষমতার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। ইহাকেই ডিপ্‌থিরিয়া-পক্ষাঘাত কহে। এই সময় বালকের কণ্ঠস্বর বিভিন্ন প্রকার হইয়া যায় এবং এই পক্ষাঘাত বৃদ্ধি পাইলে, ইহা সময় সময় শিশুর চক্ষুতারকায় বিকৃতি আনয়ন করে, অর্থাৎ তাহাকে ট্যারা করিয়া দেয়। এই সকল লক্ষণ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় না। ৬ হইতে ৭ সপ্তাহের মধ্যেই ইহা দূরীভূত হয়।

এই রোগপ্রপীড়িত শিশু রোগমুক্ত হইলে, তাহাকে অতিসাবধানে রাখা আবশ্যক; এবং গৃহের অন্যান্য শিশুরা যাহাতে তাহার নিকট গমন করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হিতকর। গৃহপালিত কুকুর বিড়াল বা গাভীদিগকেও দূরস্থ করা মঙ্গল-জনক। ডিপ্‌থিরিয়া-পীড়িত শিশু রোগমুক্ত হইলে, তাহাকে অন্ততঃ ৬ মাস বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত নহে। কারণ এই শিশুর রোগ বিদ্যালয়ের অন্যান্য দুর্ব্বল শিশুদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে।

শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বামুনদিদি উঠিয়া যাইলে, সুশীলের মনে হইল, সমস্ত ঘরখানার জমাটবাঁধা বাতাসের বুকের উপর হইতে যেন একটা জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল; মৌনগাম্ভীর্য্যে নির্ব্বাক্ থাকিয়া সে এতক্ষণ মনে মনে বিলক্ষণ অসহিষ্ণুতা ভোগ করিতেছিল। লৌকিক শিষ্টাচারের খাতিরে তাহার দিদি সকল রকম মানুষের সংসর্গ-দৌরাত্ম্য ক্ষমা করিয়া চলিতে পারে, কিন্তু সে এ-সব সহ্য করিতে পারে না। এই উৎপীড়ন এড়াইবার জন্য বাহিরের আঁদাড়-পাঁদাড় দিয়া কোথাও একচক্র ঘুরিয়া আসিবার জন্য তাহার মনটা ভিতরে ভিতরে, অত্যন্তই ছট্‌ফট্ করিতেছিল। এইবার হাঁপ ছাড়িয়া ডাক্তার-পত্নীর মুখপানে কৌতুহলী দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে বলিল, "উনি আপ্‌নাদের বামুনদিদি হ'ন্?"

বিষাদ-ম্লান অধরে একটু হাসি ফুটাইয়া ডাক্তার-পত্নী একটু জোরের সহিত সহজভাবে বলিলেন, "উনি আমাদের স্বজাতি; গ্রাম-সুবাদে ননদ হন্; অনেক দিন থেকে আমার শাশুড়ীর কাছে আছেন। তাঁর রান্নাবান্না কাজকর্ম্ম সব উনি করেন। সেই জন্যে আমরা বামুনদিদি বলি;—পুরোণো লোক, সেই জন্যে···।" প্রকাশোদ্যত তথ্যটি অন্তে রসনার মধ্যে আট্‌কাইয়া, সহসা ব্যস্তভাবে তিনি বলিলেন, "হাঁ, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আসুন,

আপ্নার্ ত বেশী সময় নেই ?" এই বলিয়া তিনি নমিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

মৃদু আপত্তিব্যঞ্জক স্বরে নমিতা বলিল, "খাবারগুলা নষ্ট কর্তে এনেছেন ? এ সময় আমি শুধু চা ছাড়া—"

ব্যগ্রভাবে নমিতার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া, মিনতি-করুণ কণ্ঠে ডাক্তার-স্ত্রী বলিলেন, "সে জানি, কিন্তু আমি ত এ সৌভাগ্য আর কখনো পাব না ;—আপনাকে মিষ্ট-মুখ করাবার—!"

বাধা দিয়া সলজ্জহাস্যে নমিতা বলিল, "মিষ্ট ত মুখে যথেষ্টই পেয়েছি। সে তৃপ্তির পর পাকস্থলীর উপর এই গুরুভার চাপান বড়ই অবিচার হবে—!"

মাথা নাড়িয়া হাস্য-মুখে তিনি বলিলেন, "স্নেহের অনুরোধে অনেক অত্যাচার সহ্য কর্তে হয়। দোহাই আপ্নার, অনর্থক সময় নষ্ট কর্বেন না, আসুন !"

নমিতা বলিল, "কিন্তু এই রেকাবীখানা সরিয়ে রাখুন। ঐ রেকাবীতে যা খাবার আছে, তাই আমাদের দু'জনের পক্ষে—"

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তস্বরে বলিল, "দু'জনের পক্ষেই মারাত্মক ব্যাপার ! কি বল দিদি ?—না দিদিমণি, আপ্নি এ রেকাবীখানা সরিয়ে ফেলুন। অত্যাচার একটুখানিই ভাল ; বেশী হ'লেই ভয়ানক হবে !"

শৈশবের সরলতা-মাখান কচি মুখখানি নাড়িয়া, সুশীল এমনি বিজ্ঞতার ভঙ্গীতে নিজের যুক্তিযুক্ত মন্তব্যটি ব্যক্ত করিল যে, নমিতা ও ডাক্তারবাবুর পত্নী উভয়ের কেহই হাসি সাম্লাইতে পারিলেন না। সুশীলকে পাশে বসাইয়া স্নেহ-স্মিত বদনে ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার যা ভাল লাগে তাই খাও ; আমি জেদ্ কোর্ব্বো না, ভাই !"

আহার চলিতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সম্মুখে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে উভয়ের আহার দেখিতে লাগিলেন। খাজাখানা একহাতে ধরিয়া সুবিধামতরূপে আয়ত্ত করিবার পক্ষে সুশীল একটু গোলে পড়িয়াছে, দেখিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি খাইয়ে দেবো, ভাই ?" সুশীল তৎক্ষণাৎ বলিল, "দিন্, দিন্— ।"

প্রীত-কৃতার্থ বদনে তিনি হাত ধুইয়া সুশীলকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিষন্ন-করুণ মুখশ্রীতে বিমল-সুন্দর মাতৃত্ব-করুণার স্নিগ্ধ কোমলতা যেন প্রসন্ন তৃপ্তিতে জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। চা-পান করিতে করিতে নমিতা নীরব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের গোপন দ্বৈধ-সঙ্কোচ সমস্ত যেন লজ্জায় অনুতপ্ত-ম্লান হইয়া উঠিল ; তাহার মন করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল ;—সে অকপট বিশ্বাসে এই নারীর সহিত নিজের তুচ্ছ পরিচয়টা সরল অন্তরঙ্গতায়, অকুণ্ঠিত সৌহৃদ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। যিনি এমনভাবে অযাচিত সহৃদয়তায় এতখানি স্নেহ-সরলতায় নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিতকে সাগ্রহে নিকটে টানিতে চাহেন, তাঁহার কাছে কি আর কুণ্ঠা টিকিতে পারে ?

নমিতা নিঃশব্দে ছিল। ডাক্তার-পত্নী সুশীলকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে এ-ও-সে কথা পাড়িলেন। সে কথাগুলা নিতান্তই ছেলেভুলান কথা,—অথচ সেই অনাবশ্যক কথাগুলার

মধ্যেও তাঁহার নিজের বেশ একটু আগ্রহ-উন্মুখতা প্রকাশিত হইতেছিল। যেন এই তুচ্ছ কথাগুলার মাঝে তিনি সত্য সত্যই তৃপ্তি পাইতেছেন, এইরূপ বোধ হইল। কথা কহিতে কহিতে তিনি এক সময় সহসা গভীর স্নেহে সুশীলের ললাট চুম্বন করিয়া আবেগ-ভরে বলিলেন, "আজ থেকে তুমি আমার আদরের ছোট ভাই হলে, কি বল?"

সুশীল সাগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, "আপ্‌নাকেও আমার ভারি ভাল লেগেছে—!"

নমিতা স্নিগ্ধহাস্যে বলিল, "তবেই হয়েছে! এবার ঐ 'ভাল লাগার' ঝক্কি পোয়াতে আপ্‌নাকে দেশছাড়া হতে হবে!"

সুশীল অপ্রতিভভাবে মাথা নাড়া দিয়া বলিল,"না না, ছোট্‌দিকে জ্বালাতন করি বলে, ওঁর কাছে দুষ্টুমি কোর্‌ব না।—"

বাধা দিয়া তিনি হাসিমুখে বলিলেন,"কেন কর্‌বে না? নিশ্চয় করবে। না হলে, আমি তোমায় ছোট ভাই বলে বুঝ্‌তে পার্‌ব কেন?"

বিস্ময়ভরা বড় বড় চোখ-দুইটা তুলিয়া সুশীল সংশয়ান্বিত স্বরে বলিল, "আচ্ছা বলুন ত, সত্যি, ছোটভাই হলে জ্বালাতন করতে হয়?"

প্রাণখোলা-আনন্দে উচ্চ কৌতুক-হাস্য হাসিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "দেখুন দেখি, কি চমৎকার সরলতা! ছেলেদের স্বভাবের এইটুকু আমার বড় মিষ্টি লাগে! কিন্তু আমাদের ঘরে সাধারণতঃ ছেলেদের স্বভাবের সরলতা, শিক্ষার দোষে এমনি অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় পেকে উঠে যে, তাদের ব্যাঙ্গামির জ্বালায় তাদের সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে!"

তাঁহার হাসিমাখা মুখের উপর একটা ক্ষুব্ধ ম্লান ভাব ছড়াইয়া পড়িল। এ আক্ষেপ নমিতার প্রাণকেও স্পর্শ করিল। অন্য সময় হইলে সে এ-বিষয়ে নিজের প্রচ্ছন্ন মনোভাব নিশ্চয়ই চাপিয়া যাইত; কিন্তু আজ তাহা পারিল না। দ্বিধা ও ইতস্ততঃ মাত্র না করিয়া সে সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ছোট-ছেলেদের কথা আপ্‌নি কি বল্‌ছেন? তারা অজ্ঞানভাবে অন্যের স্বভাব অনুকরণ করে। তাদের দোষ কি? কিন্তু, যাদের একটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে যারা একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের র‍্যাঙ্গামির ভয়ঙ্কর বহর দেখ্‌লে যথার্থই ভয় খেতে হয়! বুদ্ধিমান্ ছেলে দেখ্‌লে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়, ছোটভাইএর মত তাদের ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে। সেইজন্য স্কুল-কলেজের অল্পবয়স্ক ছেলেদের কাছে পেলে, দরকার না থাকলেও আমি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করে, তাদের নেড়ে চেড়ে দেখি। কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই মর্ম্মান্তিক দুঃখের ঘা খেয়ে ঠকে ফিরেছি। ভবিষ্যৎ জীবনে তারা যে কি-রকম ভাবে শিক্ষার সদ্ব্যবহার করবে, আমি শুধু তাই ভাবি! কথায় কথায় তর্ক, পদে পদে বাক্-চাতুরী, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাত-পা নেড়ে অভদ্র কর্কশ চীৎকারে খালি আত্মগৌরব প্রচারের ব্যস্ততা! দেখ্‌লে ঘৃণায় মন উত্যক্ত হয়ে উঠে!—বেশী নয়, এই সে-দিন কার্য্য-গতিকে সহরের একটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী-পরিবারে

আমায় যেতে হয়েছিল। সেখানে বিদ্যা-সাধ্যির খুব সুখ্যাতি-ওয়ালা একটি 'ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের' ছেলেকে দেখ্‌লুম; ছেলেটি, আরে বাপ্‌,ওঃ—!" হঠাৎ নমিতা হাসিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"নাঃ, সে কথা থাক্‌!"

ডাক্তারপত্নী এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে যেন নমিতার কথাগুলা গ্রাস করিতেছিলেন; সহসা খপ্‌ করিয়া নমিতা মাঝখানে থামিয়া যাওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন ও ব্যগ্র ঔৎসুক্যে বলিলেন, "না, না, বলুন্‌ বলুন্‌, তারপর?"

সলজ্জভাবে হাসিয়া নমিতা বলিল,"ব্যক্তি-বিশেষের দোষ উল্লেখ করে ব্যক্তিগত-ভাবে আলোচনা করা কুৎসা-চর্চ্চার নামান্তর; সেটা কি অনুচিত নয়? তা ছাড়া, সে ছেলে-টির অসংযত আত্মম্ভরিতার জন্য আমি নিজেই দোষী। তার পড়াশুনার প্রশংসায় খুসী হয়ে আমি তাকে আদর করে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেই বোকামি করেছিলাম। যাক্‌, তার প্রকৃতি-সম্বন্ধে আমি যা জেনেছি, তা আমার মনেই থাক্‌; আপনাকে সেটা শুনিয়ে সরলতার অনুরোধে শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করে বিশ্বাস-ঘাতক হব না। মোটের মাথায়, এই বল্‌তে পারি যে, আমাদের ভ্রাতা বা সন্তানরা যেন সে-রকম নির্দ্দয় উচ্ছৃঙ্খলতায়, বুদ্ধির অপব্যবহার আর সময়ের অসদ্ব্যবহার না করে, এইটুকু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শিখেছি।"

তিনি মনোযোগের সহিত নমিতার কথা-গুলি শুনিলেন; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা, আমার দেবর নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে আপ্‌নার আলাপ-পরিচয় আছে?"

দেবরের নামে সহসা দেবরের দাদার পরিচয়টাই তীব্ররূঢ়-ভাবে নমিতার মনের উপর চমক হানিয়া গেল;—তাহার চিত্তের স্বচ্ছন্দতা ধাক্কা খাইয়া কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "চাক্ষুস পরিচয়-মাত্র।"

নমিতার কুণ্ঠিত ভাবটুকু বোধ হয়, তিনি লক্ষ্য করিলেন; মুহূর্ত্তে তাঁহার স্বচ্ছল-উৎসাহ-দীপ্ত আনন্দময় মুখখানার উপর একটা মৃদু সঙ্কোচের ম্লানিমা আবির্ভূত হইল; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে আঁচলের ঝুঁপির সূতা টানিয়া বাহির করিতে করিতে নতবদনে,—যেন আপন মনেই—বলিলেন, "ঠাকুর-পো ও-রকম শ্রেণীর ছেলে নন; ওঁর মা, আমার খুড়শাশুড়ী, সেকেলে মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন খুব উঁচু ছিল। ঠাকুর-পো মা'র স্বভাবের মজ্জাগত গুণটুকু পেয়েছেন। এমন উদার সরলতা, এমন অগাধ স্নেহশীলতা, আর এমন উন্নত-সুন্দর চরিত্র প্রায় দেখা যায় না—।" তিনি মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন; তারপর বক্ষের নিভৃত অংশ হইতে সহসা-সুপ্তোত্থিত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে যদি কারুর হয় ত, যেন ঐ রকম ছেলে হয়!"

একটা তীব্র বিস্ময়ের সহিত নিগূঢ় বেদ-নার ধাক্কা ধ্বক্‌ করিয়া আসিয়া নমিতার বুকে বাজিল! মুহূর্ত্তে এই তরুণীর অন্তরাত্মার মূর্ত্তিটা যেন স্পষ্টোজ্জ্বলভাবে নমিতার চোখে ধরা পড়িল।—আহা, কি গভীর বিষাদবহ বিষণ্ণকরুণ দৃশ্য! সমবেদনায় নমিতার বুকের শিরা-উপশিরাগুলি টন্‌ টন্‌ করিয়া উঠিল; কিন্তু পাছে অসতর্কতা-বশে সে ভাবটা

প্রকাশিত হইয়া পড়ে বলিয়া, সে মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রসন্ন-সন্তোষের স্নিগ্ধ রসে এ প্রসঙ্গের উপসংহারটা অভিষিক্ত করিয়া লইবার জন্য হাস্যপ্রফুল্ল মুখে বলিল, "ভগবান্ তাঁর মঙ্গল করুণ; আর আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপ্নি ঐ রকম সন্তানের মাতা হন।"

পূর্ব্বের মতই একটু ম্লান হাসি নিঃশব্দে তাঁহার মুখে ফুটিয়া নীরবে মিলাইয়া গেল। সে হাসিতে লজ্জা কুণ্ঠা ছিল না, ছিল শুধু একটু অনুতপ্ত যন্ত্রণার ক্ষীণ আভাস! তিনি কথা কহিলেন না, স্তব্ধভাবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। নমিতা নিজের হাসিতে নিজেই ব্যথিতা হইল।

ক্ষণপরে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ডাক্তারপত্নী ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নমিতার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার আর বেশী দেরী নাই, নয়?"

"না—" বলিয়া নমিতা দ্বারের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বোক্তা বামুনদিদি দ্বারান্তরাল হইতে গলা বাড়াইয়া রুক্ষ ভ্রূকুঞ্চণ সহ গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া, কি যেন একটা অভাবনীয় রহস্যোদ্ঘাটনে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন! তাঁহার দৃষ্টিতে অকারণে এমনই একটা ক্রূর-বিদ্রোহ-ভাব ফুটিয়াছে, যে নমিতাও তাহাতে অন্তরে বিরক্তি অনুভব করিতে বাধ্য হইল! গৃহাভ্যন্তরস্থ মানুষগুলির স্বচ্ছন্দ-বিশ্রাম্ভালাপ যে ঐ অদ্ভুত-স্বভাবের মানুষটির পক্ষে অত্যন্তই অপ্রীতিকর ঠেকিয়াছে, তাহা বুঝিতে নমিতার বাকী রহিল না। সে তন্মুহূর্ত্তেই বিদায় লইবার জন্য মনে মনে অধীর হইয়া উঠিল।

বামুনদিদি সরিয়া আসিয়া দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া নমিতার মুখের উপর নির্লজ্জ খর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমরা খিষ্টান?"

গম্ভীরভাবে নমিতা বলিল, "না, ব্রাহ্ম—।"

তাচ্ছীল্যের সহিত ঠোঁট বাঁকাইয়া, তীব্র-বিজ্রূপ-কঠিন মুখে তিনি বলিলেন "ঐ, তা-হলেই হোল; ও সবই ত এক।"

নমিতা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল, ডাক্তার-পত্নী বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "হাঁ হাঁ, সবই এক বই-কি। থামুন না,—কেন বাজে তর্ক কর্‌বেন। সবই, এক নয়?"

কথাটা দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক হইলেও নমিতা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যটা বুঝিল; ঈষৎ হাসিয়া নিরস্ত হইল। বামুনদিদি কিন্তু সেই মৃদু হাসির মধ্যে একটা উপেক্ষা-কঠোর পরাজয়-দৈন্য অনুভব করিয়া রুষ্ট ও অধীর হইয়া উঠিলেন; মধ্যবর্ত্তিনী ডাক্তার-পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "তা অত হাসি-কাশি কিসের? আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, তোমাদের মত ন্যাকা পড়া ত শিখি নি; আমরা অত শত বুঝি না......।" তিনি 'ন্যাকা পড়া'-নামধেয় মহাপরাধের ব্যাপারটার উদ্দেশে আরও কতকগুলি বিদ্বেষের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; এবং এখনকার কালের মেয়েরা ঐ 'ন্যাকা পড়ার' দোষে যে কি রকম ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে, তৎসম্বন্ধেও অনেকগুলি তীব্র মন্তব্য প্রকাশে ত্রুটি করিলেন না।

ডাক্তার-পত্নী ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে রহিলেন। নমিতাও নির্ব্বাক রহিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে, বাহিরে নানাশ্রেণীর লোকের সহিত তাহাকে মিশিতে

হয়, সেই সূত্রে পারিপার্শ্বিক সমাজের লোক-চরিত্রেও তাহার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতালাভ ঘটিয়াছিল। সে জানিত, শিক্ষিতের মার্জ্জিত বুদ্ধির নিকট যখনই অশিক্ষিতের অমার্জ্জিত বুদ্ধি পরাহত হয়, তখনই সে মর্ম্মান্তিক আক্রোশে চটিয়া, মাথামুণ্ড ব্যাপার বাধাইয়া বসে! সুতরাং বামুন-দিদির কটু-কাটব্য তাহার নিকট বিশেষ কিছু অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু নির্ব্বিরোধ শান্তিতে গৃহতলচারিণী এই নিরীহ স্বল্পশিক্ষিতা নারীকেও যে ইহার জন্য গঞ্জনা-পীড়ন সহিতে হয়, ইহা তাহার ধারণা-বহির্ভূত ব্যাপার! বিশেষতঃ সামান্য পাচিকা যে, কি স্পর্দ্ধার জোরে প্রভু-পত্নীর উপর এমন অন্যায় প্রভুত্ব পরিচালন করিতে সক্ষম হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে তাহার গোলমাল ঠেকিতেছিল! গৃহের মধ্যে গৃহিণীর—না হৌক, 'গৃহবধূ' বলিয়াও যদি ধরা হয়, তবু পরিবারস্থ সকলের নিকট,—অন্ততঃ দাস-দাসীর নিকট তাহার ন্যায্য সম্মান বলিয়া একটা জিনিস আছে বৈ কি! কিন্তু সে এখানে এ কি দেখিতেছে! অনেক পরিবারে অনেক পুরাতন দাস-দাসীর অনেক রকম কর্ত্তৃত্ব-ক্ষমতা সে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অসঙ্গত ঈর্ষা-শাসন আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না! মানুষের সহিষ্ণুতা যতই প্রশংসনীয় হৌক, কিন্তু এমন 'অসহ্য' সহ্য-শক্তির জন্য ডাক্তার-পত্নীর উপর তাহার রাগও ধরিতেছিল, দুঃখও হইতেছিল! ছিঃ, নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া ইনি অন্যের অন্যায় স্পর্দ্ধাকে যে অসহনীয় রূপে প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছেন, তাহা কি ইনি বুঝেন না? নমিতার ইচ্ছা হইল, সে মুখ ফুটিয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে একটু ইঙ্গিত করে;—কিন্তু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া সে থামিয়া গেল; দেখিল সেই ঘৃণারক্ত মুখমণ্ডলে যে কঠিন-তেজস্বী দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নির্ব্বোধের নিরীহ অক্ষমতা নহে,—তাহা শক্তিশালী সুবোধের সুদৃঢ় আত্ম-সংবরণ-চেষ্টার নিঃশব্দ-সাধনা! নমিতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

অবাধে বাক্যস্রোত বহাইবার সুযোগ থাকার জন্যই হউক্, অথবা যে কারণেই হউক্, বামুন-দিদির ক্রোধের উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল; শেষের দিকে তাহা সত্য সত্যই ভীষণ হইয়া উঠিল! অসহ্য রোষে অগ্নিবর্ষী চক্ষু পাকাইয়া বিসদৃশ ভঙ্গীতে হাত-মুখ নাড়িয়া, বজ্র ঝঙ্কারে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার খুসি হয়, তুমি খিষ্টেন ম্যামের মত মুচি নিয়ে মুদ্দফরাস নিয়ে নেচে কুঁদে মাতামাতি কর, তাতে আমার কি? তবে গিন্নি আমায় রেখে গেছে, আমি বিধবা মানুষ যখন একপাশে রইচি,—তখন আমাকে সমীহ করে চল্‌তে হবে বৈ কি! না হলে, আমার বয়ে গেছে!—"তিনি কথার সহিত কার্য্যের ঐক্য"-তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে, বলিষ্ঠ ব্যায়াম-কৌশলীর মত ক্ষিপ্রবেগে দুই হাত সজোরে সম্মুখে ছুড়িয়া একযোড়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন।

নমিতার দৃষ্টি খুলিল! মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল! তাঁহার কথার জন্য যত না হৌক্, কিন্তু কথা কহিবার অশিষ্ট ভঙ্গীর জন্য, তাহার চিত্ত জ্বলিয়া গেল। ইনি তাহার জাতি পরিচয় জানিবার জন্য কেন যে রান্নাঘরের কাজ ফেলিয়া এমন উৎকণ্ঠিতভাবে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাহা এইবার স্পষ্ট করিয়া বুঝিল; এবং

নিজের পরিচয়টাও এবার স্পষ্ট করিয়া জানাইবার জন্য সে শক্ত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল ও ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "শুনুন্, আমি নিজে মুচি মুদ্দফরাস কিম্বা তার চেয়েও অন্ত্যজ জাত স্বীকার কর্‌ছি, কিন্তু নেচে কুঁদে মাতামাতি কর্‌বার শিক্ষাটা বাপ-মা আমাকে শেখান নি ; তাছাড়া, সে সময়ও আমার নেই। ......আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে এসে আপনাদের বাড়ীঘর অশুচি কর্‌তে বাধ্য হয়েছি, শুধু...... ।"

তিনি সে কৈফিয়ত শুনিবার জন্য দাঁড়াইলেন না। মুখ বাঁকাইয়া, ফাটা পায়ের গোড়ালী শক্ত জোরে মেঝের উপর ঠুকিয়া, গুম্ গুম্ শব্দে চলিয়া গেলেন।

নমিতা হাসিয়া ফেলিল ! মানুষের মূর্খতার উপর রাগ করিয়া রাগটা ত্রিশ অনুপলের বেশী সময় মনের মধ্যে স্থায়ী করিয়া রাখা, তাহার পক্ষে অনভ্যস্ত ব্যাপার !—তাহার কাল্পনিক অপরাধকে উপলক্ষ্য করিয়া আর একজনের উপর অসঙ্গত আক্রমণ চলিতেছে দেখিয়াই, তাহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল মাত্র ; —নচেৎ একজন কলহপ্রিয়া অমার্জ্জিত-বুদ্ধি নারীর উদ্দেশ্যে এমন বে-হিসাবী বাক্য খরচ করায়, তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যাক্, ...সম-বল-প্রধান চিকিৎসার সূত্রপাত দেখিয়াই যে ব্যাধি নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং মানুষটি হাত-মুখ চালান অপেক্ষা, পা চালানই যে এক্ষেত্রে শ্রেয়স্কর বুঝিয়াছেন, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয় ; অন্য দুঃখ নিষ্প্রয়োজন !

কিন্তু পরক্ষণেই নমিতার হাসি স্থগিত হইল। ডাক্তারপত্নী নমিতার দুইহাত ধরিয়া অশ্রু-ছল্‌-ছল্‌ নয়নে, আহত করুণকণ্ঠে বলিলেন—"সাম্প্রদায়িক পার্থক্য-জিনিসটার পরিমাণ কতখানি তা জানি নে ;—কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিমাণ যে সঙ্কীর্ণচেতা মানুষের মনে অপরিসীম, সেটা পদে পদে সাংঘাতিক রকমে বুঝ্‌ছি একজনই। ঈর্ষায় বুদ্ধিকে ক্রমাগত শানিয়ে আমরা খুব তীক্ষ্ণধার করে তুল্‌তে শিখেছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সম্প্রীতি ভেদ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য ;—বাইরের ব্যাপার জাতিভেদ, তার কাছে উপলক্ষ্য মাত্র!"

একি প্রাণস্পর্শিবেদনায়, গভীর আক্ষেপে হৃদয়গ্রাহী উক্তি! এখানে,—এমন উক্তি শুনিবার সম্ভাবনা যে স্বপ্নাতীত আশ্চর্য্য কাহিনী! মুগ্ধ আনন্দে নমিতার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কৃতজ্ঞকণ্ঠে সে বলিল, "ধন্যবাদ, আপনি ঘরের মধ্যে নিরুপদ্রবে নির্ব্বিরোধে বাস করেও এটুকু ভেবে থাকেন। বড় খুসি হলুম, আপনার বামুনদিদি বেচারী চলে গেছেন, কাছে থাক্‌লে এখন আহ্লাদের সঙ্গে তাঁকে একটা নমস্কার করে নিতুম। ভাগ্যিস্ তিনি দয়া করে মাঝখানে ঝাপ্টা দিয়ে গেলেন, তাইত আপনার মনের কথা...... ।"

বাধা দিয়া উত্তেজনাদীপ্ত মুখে তিনি বলিলেন, "আর বল্‌বেন না, ঘৃণায় জীবন জর্জ্জর হয়ে গেছে— !"

মনের বিচলিত ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রসন্নহাস্যে নমিতা বলিল, "ও-রকম কথা অনেক জায়গায় অনেক লোকের কাছে আমায় শুন্‌তে হয় ; ওসব তুচ্ছ কথায় কি কাণ দিলে চলে ? না না, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না— ।"

"কিছুই মনে করি নি ; করবার অধিকারই

নেই !—” যুগপৎ ডাক্তারপত্নীর চোখে অশ্রু, মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল ; ভিতরের উচ্ছ্বসিত আবেগ সজোরে দমন করিয়া, থর-কম্পিত ওষ্ঠে তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “এখনই যাবেন ? আচ্ছা, একবার দাঁড়ান, ও-ঘর থেকে আস্‌ছি— !”

তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। নমিতা সূতারগুলি ও ক্রুশটা তুলিয়া লইয়া বলিল, “সুশীল ওঠ, তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে হাঁসপাতালে ফিরব।”

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল, ভীতিবিস্ফারিত মুখে চুপি চুপি বলিল, “এঁদের বামুনদিদিটা কি ভয়ানক লোক ! ওরে বাবা, এমন হাত পা-নাড়ার কায়দা ..... !”

নমিতার ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। ডাক্তার-পত্নীর ফিরিতে বড়ই দেরী হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বারেণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। সময় বহিয়া যাইতেছে, আর অপেক্ষা করিলে হাঁসপাতালে চার্ম্মিয়ানের কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে! উদ্বিগ্ন হইয়া নমিতা পা-পা করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। বিদায় সম্ভাষণের শিষ্টাচারের অপেক্ষায় থাকিতে গেলে, ওদিকে যে কর্ত্তব্য অবহেলার দায়ে পড়িতে হয় !—কি বিভ্রাট !

অধৈর্য্য হইয়া নমিতা অবশেষে তাঁহাকে ডাক দিবার উপক্রম করিল ; কিন্তু তাহা করিতে হইল না। ডাক্তারপত্নী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন, ব্যগ্রভাবে বিদায়-সম্ভাষণ-জ্ঞাপনে উদ্যতা নমিতা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল !—আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! এই কয় মুহূর্ত্তের ব্যবধানে সেই সুস্থ সজীব মুখচ্ছবির উপর যে মরণাহতের ক্লান্তি-বিবর্ণতা ছাইয়া পড়িয়াছে ! এ কি অদ্ভুত দৃশ্য !—তাঁহার চরণগতিটুকু শুদ্ধ স্পষ্ট দৌর্ব্বল্যে অবসন্ন-স্খলিত !

উৎকন্ঠিতা নমিতা বলিল, “এ কি, হঠাৎ আপনাকে এ রকম দেখ্‌ছি ! কোন অসুখ বোধ হচ্ছে কি ?”

নমিতার প্রশ্নে তিনি যেন একটু সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন ; শ্রান্ত চক্ষু-দুইটি যথাসাধ্য চেষ্টায় সহজভাবে নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া, পাংশু-মলিন অধরপ্রান্তে জোরের সহিত একটু অগ্রাহ্যের হাসি ফুটাইয়া মৃদু-জড়িত স্বরে উত্তর দিলেন, “ওটা কিছু নয় ; পুরোণো ব্যামো ; ছেলেবেলা থেকেই বুক ক্ষীণজোর, তার ওপর স্নায়ুর গোলমাল আছে, সেইজন্যে সময় সময় অমন একটু-আধ্‌টু কষ্ট হয়।—ও ধরি না। শুনুন্—” নমিতার সমীপবর্ত্তী হইয়া, কম্পিত-শীতল হস্তে তাহার হাতে একখানি কাগজ-ভরা মুখ-আঁটা খাম দিয়া বলিলেন, “এতে কিছু রইল— !” তাঁহার কণ্ঠস্বর বাধিয়া গেল, একটু থামিয়া কুণ্ঠা-ভীরুদৃষ্টিতে, সম্মুখস্থ রান্নাঘরের রোয়াকে চকিত কটাক্ষপাত করিয়া খুব নিম্নস্বরে বলিলেন, “আপনার অবসর সময়ে এটা একবার খুলে দেখ্‌বেন।—আমি যোড়হাত করে বল্‌ছি আমার অনুরোধটি রাখ্‌বেন।...না, এখন আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না, আমার কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে।”—তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, অতিকষ্টে একটা নিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া ঘন-কম্পিতবক্ষে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উদ্বিগ্না নমিতা

খামখানার দিকে আদৌ মনোযোগ দিতে পারিল না ; তা ছাড়া রান্নাঘরের রোয়াকে দণ্ডায়মানা বামুনদিদিকে বুকের নীচে আড়-ভাবে স্থাপিত বামহাতের উল্‌টা পিঠে হরিনামের ঝুলি-শুদ্ধ ডানহাতখানার উপর ভর রাখিয়া, দ্রুত ওষ্ঠসঞ্চালনে নামজপ করিতে করিতে, ক্রুদ্ধ ভ্রূকুঞ্চন সহকারে একাগ্রদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, নমিতা খামখানার প্রসঙ্গে আধ-খানিও প্রশ্ন উচ্চারণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল!—খুব সহজে, যেন কিছুমাত্র কৌতূ-হলের বিষয় বা অপ্রত্যাশিত বস্তু নহে, এমনি ভাবে বিনাবাক্যে খামখানা জামার ভিতর যথাস্থানে রাখিয়া, ডাক্তার-পত্নীর পানে চাহিয়া বলিল, "সে যাই হোক্, আপনি এখন ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে, চুপ্‌চাপ নির্জ্জনে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করুণ; তা হলেই বোধ হয়—।"

জোরের সহিত মাথা নাড়িয়া, তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়। ওর জন্যে কিছু ভাব্‌তে হবে না। আর একটি কথা,—।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ উত্তেজনার সহিত তিনি বলিলেন, "এখানকার অপ্রিয় ঘটনাস্মৃতি যত শীঘ্র পারেন, ভুলে যেতে চেষ্টা কর্‌বেন—।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বর্ষাতি।

(লজ্জাভাঙ্গা)

সে-দিন শ্রাবণের ধারা অবিশ্রান্ত-ভাবে ধরাবক্ষে পড়িতেছিল। সন্ধ্যার পর দোর জানালা বন্ধ করিয়া সকলে যখন টেবিলের চারিধার ঘিরিয়া বসিলাম, তখন অতুল বলিল, "আজ কার পালা?" নীরদ আমার দিকে চোখ চাহিতেই আমার প্রাণ উড়িয়া গেল; এ দলের ভিতর মুখ খোলা যে সে ব্যাপার নয়! তাতে আমার মত লোক একেবারে 'থই'-হারা হ'য়ে যায়! আমি শরতের আড়ালে মুখ লুকুতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নীরদ ছাড়িবার পাত্র নয়; সে স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিল, "সেটি হচ্ছে না বিমল! রোজ তুমি ফাঁকি দাও, আজ তোমার মিলনের গল্পটি শোনাতে হচ্ছে।"

রমেশ বলিল, "সে কি রকম?"

নী। সে একটু বেশ মজা আছে শোন না।

আমি মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলাম, "নিতান্তই রাক্ষসের মুখে আজ আমায় যেতে হবে?"

নী। হবে না তো কি? তুমি একেবারে পয়গম্বর নাকি যে, একেবারে বাদ পড়বে?

আমি বলিলাম, "তবে ভাই, একটু কম করে হেঁসো। যে ক'রে তোমরা চেঁচিয়ে ওঠ! জান তো অমন কল্লে আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুবে না।"

সকলের অনুরোধে অবশেষে আমি আরম্ভ করিলাম, "জান তো যখন আমার

বিয়ে হয়, সেটা ফাল্গুন মাস! কলেজে নভেলে নূতন নূতন প্রেমের স্বাদ পাচ্চি, সেই সঙ্গে মনটিকেও একটি বসন্তের প্রমোদ-উদ্যান করে সাজিয়ে তুলছি, সেই সময়ে যখন সেই নেশা-বিভোর চক্ষে সুরমা সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, তখন বুঝ্‌তেই পাচ্চ আমি কি হলুম!"

রমেশ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "বা! বা! বেশ। তবে নাকি বিমল কথা জানে না?"

আমি বলিলাম, "না ভাই আমি আর পার্‌ব না।"

নীরদ রমেশকে ধমক্‌ দিয়া আবার বলিল, "না ভাই তুমি চালাও, ফের যদি ও চেঁচায়, ওর মুখে গোবর চাপা দিব।"

পুনরায় আরম্ভ করিলাম, "কি বল্‌ব, সে কি সৌন্দর্য্য! বসন্তের ভাণ্ডারে যত সৌন্দর্য্য ছিল, সব বুঝি নিঃশেষ করে এই তরুণীর দেহ সাজান হয়েছিল! তার দেহের বর্ণের কিসের সঙ্গে উপমা দিলে ঠিক হয়, আমি এখনও তা ঠিক্‌ কর্‌তে পারি নি। যদি জ্যোৎস্নার আর একটু গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠ্‌তো তবে, বোধ হয়, তার রংয়ের সঙ্গে তুলনা হ'তো।"

হতভাগা রমেশ আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "সাবাস্‌ রে দেখিস্‌!"

আমি। সব চেয়ে আমার ভাল লাগ্‌তো তার সেই আজানুলম্বিত কুন্তলরাশি। সেই কৃষ্ণ অলকাবলী কি সুন্দরভাবে তার ললাটে এসে পড়েছিল! তারই নীচে নীল পদ্মের মত চোখদুটি ঝল্‌ ঝল্‌ কচ্চে! দেখ্‌লেই আমার দীনবন্ধু-বাবুর, 'জানিত না পুরাকালে মহা-কবিচয়" মনে পড়ত।

ফাজিল রমেশ আবার বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তুই খুব বেঁচে গেছিস্‌! কেশনাগিনী তোকে কোন দিন ফোঁস্‌ করে নি তো?"

আমি তদুত্তরে বলিলাম, "যা, তুই বক্‌বক্‌ কর্‌গে। তোর কথায় আবার মানুষে কাণ দেয়?" এই সময়ে নীরদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ঠিক্‌, রমেশটা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে।"

অপরে বুঝিল না কিন্তু আমার ভারি রাগ ধরিল; বলিলাম, "তবে আমি উঠিতেছি।" চারিদিক্‌ হইতে নাগপাশ বেড়া করে আমায় ধরে ফেল্লে ও বল্লে, "আরে দাদা —কি কর? বসে যাও, বসে যাও!"

আমি। কিন্তু এত রূপ চোখের সাম্‌নে পেয়েও আমার তা প্রাণভরে দেখ্‌বার সাধ মিট্‌ল না, আমায় দেখ্‌লেই পাতার ভিতর মুখখানি লুকানর মত সে ঘোমটার আশ্রয় নিত। এমন কোরে আগাগোড়া ঢাকা দিয়ে বস্‌তো—!

রমেশ, আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার ভয় হ'তো পাছে উত্তাপে ননীর পুতুল গ'লে যায়—!"

আ। ফুলশয্যার রাত থেকে, ক'দিন ধরে কত সাধ্য-সাধনা কল্লুম, কত কাঁদ্‌লুম, কত রাগ দেখালুম, কিছুতে কিছু না! আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত!—হায় বিধি! "সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব, কো দূর করব পিয়াসা!"—

র। ওরে ও বোকা, কলেও এক বিন্দু জল ছিল না!

নীরদ এবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তোকে নিয়ে গল্প শোনা যে দায় হ'য়ে উঠ্‌ল?" তখন সুশীল ও সুবোধ বালকের

মত হাত-জোড় করিয়া রমেশ বলিল, "এবার মাপ্ কর দাদা, আর কোর্ব্বো না।"

আমি। চোরের মত কেবল সারাদিন সুরমাকে লুকিয়ে দেখ্বার সুযোগ খুঁজে বেড়াতাম। যখন দেখ্তাম যে, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাঁস্ছে, কথা কচ্চে তখন আমি আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে সেই দিকে চেয়ে থাকতাম! ভাব্তাম্, আমার সঙ্গে কবে সুরমা অম্নি করে কথা কবে!

ক'দিন পরে সুরমার পিতা এসে আমাদের দু-জনকেই নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি, সুরমার বিস্তৃত সংসার। এত পশু পাখী পুষেছে, যেন একটা চিড়িয়াখানা! তারের ঘরে ময়ূর নাচ্চে, বাগানে হরিণ-শিশু লাফিয়ে বেড়াচ্চে, পিছনে পিছনে 'ভুলো', 'নলি', 'নীলে' বিলাতি কুকুরের দল সুরমার সঙ্গে ঘুরিতেছে। কোলে একটি মেনিপুষিও বাদ যায় নি। সেই নব-নীরদের মত চুলের রাশ নাচিয়ে নাচিয়ে বিদ্যুৎ-লতার মত সুরমা খেলে বেড়াচ্চে! তার এ-রূপ দেখে আমার চক্ষু যেন জুড়িয়ে যেত! কিন্তু আমার ভাগ্য যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রহিল।"

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আহা!"

আ। সে যখন শয্যায় ঘুমাইত, তখন আমি উঠিয়া গিয়া তার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি একদৃষ্টে দেখ্তাম! সেই শুভ্র ললাটে কালো টিপ্ কি সুন্দরই দেখাইত! তার কৃষ্ণ-কবরী বেড়িয়া মল্লিকার মালা মধুর সৌরভে আমার অন্তরে মোহের সৃষ্টি করিত। নীলাম্বরী-বেষ্টিত দেহখানিতে সেই মধুর মুখখানি যেন শৈবাল-বেষ্টিত পদ্মের মত আমার অন্তর স্নিগ্ধ করিত! তার উপর চাঁদের আলো আসিয়া সেই উজ্জ্বলবর্ণ আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিত। দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারার মত আমি তার ঘুমন্ত মুখ অবলোকন করিতাম।

আবার রমেশ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ বেশ!"

আ। কিন্তু যে দিন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, সে-দিন এ সুখটুকুতেও আমি বঞ্চিত হইতাম। তৎক্ষণাৎ ঘোম্টায় মুখ ঢাকিয়া সুরমা শয্যা হইতে নামিয়া পড়িত; কোনও দিন বা খাটের নীচে ভূমিতেই পড়িয়া থাকিত; আমি শত চেষ্টাতেও আর তাকে তুলিতে পারিতাম না। কোনও দিন বা একেবারে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইত।

রমেশ এই সময় বলিয়া উঠিল, "বাছা রে—!"

আ। সুরমার ডোরা বলিয়া একটা কুকুর ছিল, সেটার ভারি কাম্ড়ান রোগ ছিল। সুরমার পিতা সেটাকে দূর করিয়া দিয়া ছিলেন। সুরমা কিন্তু সেটাকে লুকাইয়া খাবার দিত। তার ক্ষুধা পাইলেই সে চুপি চুপি সুরমার সন্ধানে বেড়াইত। সুরমার পিতা মাতা দেখিতে পাইলেই, সুরমাকে বলিতেন 'কোন্দিন তোকে কাম্ড়াবে দেখিস্।' সে ইহাতে মাথা নাড়িয়া বলিত, "কখনই না।"

সে-দিন পূর্ণিমার রাত। আমি যে ঘর-টিতে শুইতাম, তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ খোলা; ফুটন্ত জ্যোৎস্নারাশি ঘরের ভিতর লুটোলুটি করিতেছিল। আমাদের ঘরের নীচেই ফুলের বাগান। তার সৌরভরাশি দক্ষিণ-বাতাসে মিশিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল।

আমি শুইয়া সুরমার কথাই ভাবিতেছিলাম; কেবল মনে আসিতেছিল, "এমন চাঁদিনী মধুর যামিনী.. ...ইত্যাদি।" কি জানি কেমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম! কখন্ সুরমা আসিয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেক রাত্রি। চাহিয়া দেখি পাশে তো সুরমা নাই! কোথায় গেল! তার স্বভাব তো জানি! হয় ত, বিছানার নীচে শুইয়া পড়িয়া আছে। খাট হইতে নামিয়া চাহিয়া দেখি, সত্যই তাই। সেই নীলাম্বরী-জড়ানো, আগাগোড়া ঢাকা, কুঁক্‌ড়ি সুঁক্‌ড়ি হইয়া খাটের নীচে সে শুইয়া ঘুমাইতেছে। উত্তর পাইবার আশা নাই, জানিয়াও দুইবার ডাকিলাম,—"সুরমা উঠে এস।" কোন সাড়াই পাইলাম না। তখন ঘুম ভাঙ্গানর বৃথা চেষ্টা ছাড়িয়া, একবার জান্‌লার কাছে দাঁড়াইলাম। তখন চন্দ্রকিরণে মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। সেই আধ আঁধার আধ জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্যে সুরমার চাঁদ-মুখ অনন্ত ভালভাসা লইয়া আমার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আবেশপূর্ণ হৃদয়ে ধীর পদবিক্ষেপে সুরমার নিকটস্থ হইলাম। পাছে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া সুরমার দেহ স্পর্শ করিলাম না। যেই মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়াছি, অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মুখ ঘুরিয়া আমার গণ্ডদেশ স্পর্শ করিল এবং সেই দণ্ডেই ভীষণ ভাবে দাঁত দিয়া কাম্‌ড়াইয়া ধরিল।

সেই শ্রোতার দল এক সঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল, "অ্যাঃ—সেই সুন্দরী! হ্যাঁরে, সুরমা তোরে কাম্‌ড়ে দিলে!"

আ। দূর ছোঁড়ারা! এমন লোকদেরও গল্প শোনায়! তিনি হচ্চেন আমার প্রেয়সীর প্রিয়কুকুর—ডোরা। "তখন একটা উচ্চ হাসির ধুম পড়িয়া গেল। বাপ রে! কি ব্যাপার! হাসি থাম্‌তে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগ্‌ল।

অতুল বলিয়া উঠিল, "মজা বটে। তা পর, তা পর?"

আমি। "তা পর তোমরা যেমন করে হেসে উঠ্‌লে আমিও ঠিক্ ওম্‌নি করে 'বাপ্‌রে গেলুম' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম। আমার শ্বশুর সাড়া দিয়ে উঠলেন, "কি হয়েছে?"

আ। আর কি হয়েছে! আমার গাল দিয়ে তখন দর্‌দর্ করে রক্ত বেয়ে যাচ্চে! সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাঁধের উপর থাবা গাড়্‌তেও ভুলেন নি।

আলো নিয়ে আমার শশুর এসে ব্যাপার দেখে অবাক্! কুকুরটা তাঁকে খুব ভয় কর্‌তো; তার উপর লাঠি হাতে মার্‌তে যাচ্চেন দেখে, সে সরে পড়্‌লো! তখন বাড়িশুদ্ধ লোক ঘরে এসে হাজির। একদল জামাইয়ের চিকিৎসায় বসিয়া গেল। শ্বশুর বল্লেন, 'সুরমা কোথায় গেল? আমি হাজার দিন বারণ করেছি, ওটাকে আস্কারা দিস্‌নে; সেই এ বিপত্তির মূল!' শুনিলাম আমার শাশুড়ীও কন্যাকে খুব বক্‌ছেন!

সকালে মনোরমা এসে বল্লে, "জামাইবাবু, তোমার তো খুব লেগেইছে, কিন্তু দিদিরও যা লেগেছে—!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদির কিসে লাগ্‌ল?

সে বলিল, "কাল ছোড়্‌দার নেমন্তন্ন ছিল জানেন তো? সেইজন্যে পিসীমা ঘরের

খিল দেন নি। দিদি দোর খোলা পেয়ে সেই ঘরের বিছানার পায়ের তলায় গিয়ে শুয়েছেন। যখন আপনার ঘরে গোলমাল হয়, তার একটু আগেই ছোড়্‌দা ফিরে আসেন। বাইরের জ্যোৎস্নার আলো যা ঘরে পড়েছিল, তা ছাড়া আর ঘরে আলো ছিল না। দিদিকে ডোরা শুয়ে আছে ভেবে, ছোড়্‌দা খুব জোরে একেবারে এক-লাথি!" এই বলিয়া বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার কিন্তু বুকের ভিতর একটা বেদনা বাজিয়া উঠিল;—আহা সেই কোমল দেহে কত লাগিয়াছে! হাসি থামাইয়া বালিকা বলিল, "দিদি যাই ধড় মড়্ ক'রে উঠে পড়েছিল, নইলে ছোটদা হয়তো ছড়ি-পেটা করতেন। তার পরেই নাকি, আপনার ঘরে শব্দ শোনা গেল! দিদির যেমন আদুরে কুকুর তেম্‌নি হয়েছে!" বালিকা আবার হাসিতে লাগিল। আমার কাছে আর কোনও উত্তর না পাইয়া সে খেলিতে গেল।

দুপুর বেলায় একটু ঘুমই আসিয়াছিল, একটা যেন চাপা-কান্নার সুরে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; চাহিয়া দেখি সুরমা আমার পাশে বসিয়া দুই-হাতে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। সে সময়েও তার সেই চারু ছবি আমার চোখে কি সুন্দরই দেখিলাম! পাছে আমি চাহিয়া আছি জানিলে সে পলাইয়া যায়, তাই অনেকক্ষণ কোনও সাড়া দিলাম না। শেষে আর থাকিতে পারিলাম না; ডাকিলাম "সুরমা!" সে চোখ হ'তে হাত নামাইয়া এই প্রথম আমার দিকে চাহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাঁদিতেছিলে কেন?" সে আবার চক্ষু নত করিল; দেখিলাম ওষ্ঠ-দুটি একবার একটু ফুলিয়া উঠিল; পরে সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, আমার জন্যে তোমার এই কষ্ট!"

সে আমার কি আনন্দ? ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার উত্তরে সুরমাকে বক্ষে ধরিয়া বলি, "তোমার অনাদরই আমার বড় ব্যথা সুরমা! তোমার দোষ কই যে ক্ষমা করিব!" কিন্তু কষ্টে সে মনোবেগ সংবরণ করিলাম; গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তোমার এ ব্যবহারের ক্ষমা নাই সুরমা, রাত্রে কোন্ স্ত্রী এমন করিয়া স্বামির ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করে!" ছল ছল চক্ষে সে উত্তর করিল, "আর কখনও এমন করব না।"

আমি তবুও ছাড়িলাম না; বলিলাম, "যদি তোমার কুকুর আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিত, তা হইলে তখনি তো মরিতাম! তোমার তো বালাই দূর হ'ত, আমার বাপ্-মার কি হ'ত!" সে তখন কাঁদিয়া ফেলিল, আর আমি নিষ্ঠুরের মত তার সেই রোদন-ভরা মুখখানি আনন্দ অন্তরে দেখিতে লাগিলাম।

রমেশ হুঙ্কার দিয়া উঠিল "কি বীর-পুরুষ!"

ঘড়িতে তখন ১০টা বাজিয়া গেল; চাকর ডাকিল, "বাবু খিচুড়ি নেমে গেছে; ঠাঁই হবে কি?" "নিশ্চয়ই" বলিয়া সে দিনকার মহা-সভা ভঙ্গ হইল। আমি ত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 649. —————— September, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৪৯ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২৪। সেপ্টেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

বর্ষ-প্রবেশ।

ইচ্ছাময় পরমপুরুষের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় বামাহিতব্রতচারিণী বামাবোধিনী অদ্য তাহার জীবনের চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ পরিপূর্ণ করিয়া পঞ্চপঞ্চাশদ্ বর্ষের প্রবেশদ্বারে উপনীত হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ইহা জ্ঞানের ক্ষুদ্রবর্ত্তিকা হৃদয়ে জ্বালিয়া—নরনারীর পূতহৃদয়বিকসিত ভাবকুসুমরাশি, মানব-জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাঘটনাবলীর বিক্ষিপ্ত বার্ত্তা প্রভৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, সজ্জিত অর্ঘ্যপাত্র লইয়া মানবের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া আসিতেছে! প্রাতঃসূর্য্যের উদয়াস্তের পর পুনর্ব্বার যখন নবভানু পূর্ব্ব অম্বরে উদিত হইয়া পশ্চিম আকাশে বিলীন হইলেন, মানব বুঝিল, একটীর ন্যায় অপর একটী দিবানামধারী খণ্ডকাল বিলুপ্ত হইল! গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে অতিবাহিত হইলে, যখন গ্রীষ্মের সূচনা হইল, যখন ৩৬৫ দিবসের পরে সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার তাঁহার পূর্ব্বকক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, মানব বলিল, একটী বৎসর পূর্ণ হইল! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল-পরিমাণ-দ্বারা পার্থিব বস্তুসমূহের পার্থিব অবস্থানকাল পরিমিত হইতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্রকালের দ্বারা যদ্রূপ বৃহত্তর কাল সংগঠিত হইতেছে, তদ্রূপ ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা বৃহত্তর শক্তি, ক্ষুদ্র জীবন-দ্বারা বৃহত্তর জীবন, ক্ষুদ্র-সত্তার দ্বারা বৃহত্তর সত্তার সংগঠন হইতেছে!

এক একটী মানবীয়-শক্তির আদি ও অন্ত আমরা তত্তদ্-মানবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সহিত বিজড়িত করিয়া পরিমিত করিতে প্রয়াস পাই, কিন্তু যখন দেখি এক একটী শক্তি শতশত শক্তির জন্মদাতা, এক একটী শক্তির প্রভাবে শত শত শক্তি প্রভাবান্বিতা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল শক্তিই এক মহাশক্তি হইতেই উৎসারিতা, তখন আমাদিগের পৃথক্ পৃথক্-রূপে শক্তিসকলকে ধারণা করিবার বাসনা দূরীভূত হয়। তখন আমরা ক্ষুদ্রবৃহৎ, সম-বিষম, অনুকূল ও প্রতিকূল, সকল শক্তিই

একই সাধনায় প্রবৃত্ত, সকল শক্তিই সেই এক মহাশক্তির মধ্যে অবস্থিত, পরিপুষ্ট, তচ্ছক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও তাহারই সহায়তায় বিনিযুক্ত দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই! এই স্থানেই—এই মহাশক্তির ক্রোড়ে ক্ষুদ্রশক্তিকে শায়িত ও কর্ম্মে লিপ্ত দেখিয়া আমরা তাহার সার্থকতা অনুভব করি।

অর্দ্ধ-শতাব্দীর প্রাক্কালে ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থাসমূহের মধ্যে নারী-হিতৈষণায় প্রণোদিত যে-শক্তির মূর্ত্ত অভিব্যক্তিরূপে এই ক্ষীণশক্তি পত্রিকা চিন্ময় পরমপুরুষেরই জ্ঞানদীপিকা ইহার ক্ষীণহস্তে ধারণ করিয়া, তাঁহারই দুরবগাহ সত্তার উপলব্ধিভূমি মানবের হৃদয়-বেদিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মহারতির সূচনা করিতেছিল, তখন কে জানিত আজিও ইহার মঙ্গল আরতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে! যাঁহার শাসনে কোটী কোটী গ্রহতারকা সুদূর গগন-পারে মহাপূজায় প্রবৃত্ত থাকিয়া নীরবে পরিভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার অনুশাসনে অনুশাসিত হইয়া সূর্য্যচন্দ্র তাঁহারই মহা আরতিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যাহারই প্রীতিসম্ভার বক্ষে ধারণ করিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি তাঁহারই চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে, যাঁহার অনন্তবিধানে বিধৃত থাকিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচর স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, অদ্য ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ইহার কর্ম্মক্ষেত্রের অবিস্তীর্ণ পরিসর দর্শন করিয়া ইহার সার্থক্যের প্রতি সন্দিহান হইলেও, ইহার এই ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা জগতের মহাশক্তির পরিপূর্ণতা দেখিয়া, ইহাকে জগতের সেই এক মহাশক্তিরই অংশ জানিয়া ও প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এই পত্রিকা বিশ্ববিধাতার,—যিনি তাঁহার অনন্ত-শক্তির কণামাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবের হৃদয়ে প্রদান করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে আপনার শুভ ইচ্ছা জাগরিত করিয়া, তাহাদিগের চিত্তে আপনার জ্ঞান ও প্রীতি অহর্নিশ প্রেরণ করিয়া, শত শত শক্তির ধারা একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা করিয়া, তৎপরে ইহার গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকা প্রভৃতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, ও তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা প্রার্থনা করিয়া নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক্। ওঁ স্বস্তি ॥—

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ইমন্—যৎ।

যদি এসেছো এসেছো এসেছো প্রভু হে—
দয়া করি' কুটীরে আমারি,
আমি কি দিয়ে তুষিব ভূষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি!
আমি যাব কি ও হৃদি'পর ছুটিয়া?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি?

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার,
আশার অতীত গণি,
আজি আঁধারে পথের ধুলার মাঝারে,
কুড়ায়ে পেয়েছি মণি;
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি';
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি';
রহিব পড়িয়া দিবস-রাত্রি হে
—চরণে তোমারি।

কথা ও সুর—৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
সা রা II গা গা গা। পা মা গা রা। রা গা জ্ঞা। গা জ্ঞা পা -া I
য দি এ সে ছো এ ০ সে ছো এ সে ছো প্র ভু হে ০

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা না। না না না না। নধা র্সা র্সা। -া -া র্সা র্সা I
দ য়া ক রি কু টী রে আ০ মা রি ০ ০ আ মি

২´ ৩ ০ ১
| র্সা র্রা র্গা। র্সা র্রা র্গা -া। না র্সা র্সা। না র্রা সা -া I
কি দি য়ে তু ষি ব ০ ভু ষি ব তো মা রে ০

[সা রা]
২ ৩ ০ ১ "য দি"
| পা ধা নধা। র্সা না র্রা র্সা। র্গা র্রা র্সা। -া -া পা পা II
বু ঝি তেনা পা ০ ০ বিঁ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

[ধা ধা]
২´ ৩ ০ ১ আ মি
I পা ধা না। না ননা না না। ধা না র্সা। -া -া পা পা I
যা ব কি ও হৃদি প ব ছু টি য়া ০ ০ আ মি

২´ ৩ ০ ১
| ধা না র্রর্সা। র্গা র্গা র্গা র্গা। র্মা র্গা র্রা। -া -া ধা ধা I
প ড়ি বকি প দ ত লে লু টি য়া ০ ০ (আ মি)

২´ ৩ ০ ১
| র্সা র্রা র্রা। না র্রা র্সা -া। না র্রা র্সা। ধা না না -া I
হা সি ব সা ধি ব ০ ঢা লি ব চ র ণে ০

২´ ৩ ০ ১
| মা ধা পপা। র্সা না র্রা র্সা। র্গা র্রা র্সা। -া -া সা রা II
ন য় নের বা ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ "য দি"

২´ ৩ ০ ১
সা রা II গা গা গা। গা গা -া গা। রা গা মা। গা রা -া রা I
য দি পে য়ে ছি তো মা ০ য় কু টী রে আ মা ০ র

২´ ৩ ০ ১
| সা রা গা। গা হ্মা ধা হ্মপা। -া -া -া। -া -া পা পা I
আ শা র অ তী ত গণি ০ ০ ০ ০ ০ আ জি

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা না। পা ধা ধা -া। হ্মা পা পা। হ্মা ধা পা -া I
আঁ ধা রে প থে র ০ ধূ লা র মা ঝা রে ০

২´ ৩ ০ ১
| গা গা গা। গা রা গা মা। গা রা -া। -া -া রা গা I
কু ড়া য়ে পে য়ে ছি ০ ম ণি ০ ০ ০ য দি

২´ ৩ ০ ১
| হ্মা হ্মা হ্মা। হ্মা হ্মা হ্মা হ্মা। হ্মা হ্মা হ্মা। গা হ্মা পা -া।
এ সে ছ দি ব হৃ দ য়া স ন পা ০ তি ০

২´ ৩ ০ ১
| -া -া -া। গা হ্মা পা ধা। পা ধা -া। না না ধা . না।
০ ০ ০ দি ব গ লে নি তি ০ ন ব প্রে ম

২´ ৩ ০ ১
| র্রা র্সা -া। না -া ধা -া। র্সা র্রা র্রা। ধা না না -া।
হা ০ র গাঁ ০ থি ০ র হি ব প ড়ি য়া ০

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা ধা। হ্মা ধা পা -া। -া -া -া। -া -া -া -া I
দি ব স বা তি হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
| রা গা হ্মা। গা হ্মা ধা ধা। না ধা পা। হ্মা পা সা রা II II
চ র ণে তো মা ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ "য দি"

আমি তোমার।

রাখ আর মার, যা' কর তা' কর,
আমি তো তোমার, তোমার হে!
তাপে পোড়াইয়া ছাই কর হিয়া,
তবু তো তোমার তোমার হে!
যদি সাধ হয়, শতধা করিয়া
এ দেহ কুকুরে দেহ বিতরিয়া,
তব উপবন করিতে সেচন
লহ এ রুধির আমার হে!
ধূলি কর আশা, স্বপনের নেশা,
আমি যে তোমার তোমার হে!

চিত্ত আমার করি চুরমার
অনলে দেহ গো ফেলিয়া;
তাই বলে' মোর এ প্রণয় ঘোর
ভেবেছ কি যাবে চলিয়া?
মম মজ্জমের ভালবাসা যত,
তিল-মাষা নাহি হবে বিচলিত,
ভয় নাহি পাব, বিমুখ না হব,
তোমার আদর ঠেলিয়া।

শান্ত উদার বক্ষে তোমার
রহিব গো আমি জড়ায়ে,
নব-বিকশিত কুসুমের মত
বিমল সুবাস ছড়ায়ে!
অথবা আমারে দাহ কর তুমি,
দাবানলে যথা দহে বনভূমি,
উঠুক হাসিয়া পাবক নাচিয়া
তব রৌরব-শিখায় হে!
রাখ আর মার, যা' খুসি তা' কর,
আমি তো তোমার তোমার হে! *

দরবেশ

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বেলা, অনুমান, ৪ ঘটিকার সময় মা অষ্ট-ভুজার দর্শন-মানসে যাত্রা করিলাম। বেণীমাধব-নামক একটী ব্রাহ্মণ বালককে পথ-প্রদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। বালক অধিক পুরস্কারের প্রত্যাশায় স্থানটী যে অধিকতর দুর্গম ও ভয়াবহ, তাহা অনেকবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল;—আমরা তাহার কথা শুনিয়াও শুনিলাম না। একটী সুদীর্ঘ যষ্টি হস্তে গ্রহণ করিয়া বালক আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিল।

সমতল-ক্ষেত্রে একটী প্রশস্ত রাস্তা; দুই পার্শ্বে উন্নতশীর্ষ ঘন-পল্লবিতা শ্যামলা বিটপি-শ্রেণী! পুরোভাগে দিগন্তপ্রসারিণী পর্ব্বতরাজি! ঐ পর্ব্বতের শীর্ষদেশেই মায়ের মন্দির।

একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলাম। বালক এই-স্থানে আসিয়াই দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতে লাগিল; আমরা বুঝিলাম, অপরিচিতের পক্ষে এ-স্থান বিপৎ-সঙ্কুল। তাহার পর বালক অবলীলাক্রমে

---

* শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ইংরাজী হইতে।

সিংহ-শিশুর ন্যায় ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিল। প্রস্তরখণ্ডে আমাদের গতি স্খলিত হইতেছিল। উভয়পার্শ্বে নিবিড় নাতিদীর্ঘ পুষ্পিত-বিটপিশ্রেণী মৃদু বায়ু-হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল! কুসুম-সৌরভে বন-স্থলী আমোদিতা! এই লীলাকুঞ্জে, বুঝি বা, বনদেবীগণ অবসর মত বিশ্রাম-লাভ করেন। স্থানটির মনোহারিত্ব ও পবিত্রতা প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের অবতারণা করে! ভীতিমিশ্রিত চিত্তে এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পর্ব্বত-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম; দেখিলাম, সুবৃহৎ উপকণ্ঠ-সমাকীর্ণ একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর চক্ষুব বিষয় অতিক্রম করিয়া কোন্ দূরদিগন্তে বিলীন হইয়াছে! কোথাও জনমানবের স্বরশব্দ নাই, প্রকৃতি স্তব্ধ এবং গম্ভীর! স্থানে স্থানে দুই একটী খর্ব্বকায় আরণ্যতরু অটল অচল ভাবে বিরাজমান, তাহাদের শোভা নাই, সৌন্দর্য্য নাই, সম্পদ্ নাই, কেবল কর্কশতা এবং কঠোরতায় পরিপূর্ণ। দূর হইতে জটাজুট-সমাবৃত ধ্যানমগ্ন যোগিবরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! দূরে দূরে বহুদূরে দুই একটী সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমও পরিলক্ষিত হয়।

যাইতে যাইতে আমরা উন্নতাবনতা ভূমির উপর আসিয়া দেখিলাম, পর্ব্বতের সঙ্গে সঙ্গে পূত-সলিলা গঙ্গা সর্প-গতিতে প্রবাহিতা!—এ-স্থান হইতে বহু নিম্নে চলিয়া গঙ্গা একটী শুভ্র রজত-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়! আবার কিয়দ্দূরে যাইয়া দেখিলাম, অকস্মাৎ যেন কেহ শ্যামল-শস্পোপরি [illegible] শুভ্র বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে!—[illegible]!

তৎকালে পশ্চিমাকাশ লোহিত-রাগরঞ্জিত হইতেছিল; তপনদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছিলেন। প্রদর্শকের উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গতিও দ্রুততর হইতেছিল; আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য-সন্দর্শন অপেক্ষা প্রদর্শকের অনুগমন সমীচীন মনে করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলাম। দূর হইতেই একটী ক্ষুদ্র মন্দির ও পতাকা দৃষ্ট হইল। এইটীই মা অষ্টভুজার মন্দির। যে মা দীর্ঘকাল নরশোণিত-পানে পুষ্টা,—নিরীহ সন্তানের আর্ত্তনাদ যাঁহার মর্ম্মে আঘাত করে নাই—সেই মা, না জানি কিরূপ!

মন্দির দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলাম, পাষাণময় পর্ব্বত-গাত্রে একটী গহ্বর ক্ষোদিত হইয়াছে, প্রবেশদ্বারে কোনও শিল্প-নৈপুণ্য নাই, স্থাপত্যের নিদর্শন নাই, গহ্বরাভ্যন্তর চির-তমসাচ্ছন্ন! প্রবেশ করিতে প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়। ক্ষুদ্র দ্বারে বহু আয়াসে একজন লোক প্রবেশ করিতে পারে। পুরোভাগে একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ, তাহাতে একদল সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। কয়েক জন স্ত্রীলোক অন্ধকারময় গহ্বর-মধ্যে আমাদিগকে লইয়া গেল। ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে অতি-ক্ষুদ্রাবয়বা মাতৃমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম; একটু স্থিরভাবে বসিতে পারিলাম না। অমনি স্ত্রীলোকগণ পয়সার জন্য একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। গহ্বরাভ্যন্তরে পর্ব্বত-গাত্রে মা উপবিষ্টা;—উজ্জ্বল নেত্র হইতে জ্যোতির্ম্ময় আভা নির্গত হইতেছে। সম্মুখে একটী প্রস্তর-বেদিকা,—তাহাতে পূজোপকরণ রক্ষিত হইয়া থাকে। মন্দিরাভ্যন্তরে আর কিছুই দৃষ্ট হইল না; কেবল চতুর্দ্দিকেই গাঢ় অন্ধকার। মন্দিরে আলোক- বা বায়ু-প্রবেশের কোনও পথ নাই।

বাহির হইতে মন্দিরটীকে একটী ক্ষুদ্র গিরিকন্দর বলিয়া অনুমিত হয়। এতাদৃশ স্থান ভীষণ নরহত্যার উপযুক্ত বটে। ঠগীগণ নরশোণিতে এই মায়ের পূজা সমাপন করিয়া পাপানুষ্ঠানে বহির্গত হইত। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজও এস্থানে আসিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বকথিত স্ত্রীলোকগণই মায়ের সেবকা। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে দেখিলাম তাহারা পর্ব্বতের পাদদেশে আবাস-নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ছোট ছোট বালক-বালিকারা দৌড়িয়া আসিয়া পয়সার জন্য যাত্রিগণকে ব্যতিব্যস্ত করে, এবং যৎকিঞ্চিৎ আদায় করিয়া লয়।

গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাত্রি ৮ টা বাজিয়া গেল। শ্রমাপনোদনের জন্য একখণ্ড শিলোপরি উপবেশন করিলাম। ঊর্দ্ধে নক্ষত্র-খচিত উদার নভোমণ্ডল! নিম্নে স্বচ্ছ-সলিলা জাহ্নবী যেন সমস্ত দিনের পর বিশ্রাম লাভ করিতেছিল! আর সেই বিচিত্র চন্দ্রাতপ স্ফটিক-স্বচ্ছ সলিলে প্রতিফলিত হইয়া নৈশ তিমিরে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সৌন্দর্য্য দেখিলাম। তাহার পর ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণের জন্য পাণ্ডার আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে দীপালোক-পরিশোভিত মা বিন্ধ্যবাসিনীর প্রাঙ্গণ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাণ্ডাজী-প্রদত্ত প্রকোষ্ঠে শয্যা বিস্তৃত করিয়া একেবারে দেহ বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু কোনও মতেই একটু তন্দ্রাও আসিল না; প্রতিমুহূর্ত্তেই আহারাহ্বান প্রতীক্ষা করিয়া নিরাশ হইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, অনেক দিন পরে আজ ভাগ্যে সোপকরণ অন্ন জুটিবে; কিন্তু বহুক্ষণ পরে আহার করিতে যাইয়া সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইল। পাণ্ডাজীর অপ্রশস্ত অনাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের অপরিস্কৃত নিভৃত কোণে একটী ক্ষীণালোক দীপের সাহায্যে বসিবার ক্ষুদ্র আসনখানি কোনও প্রকারে সনাক্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সম্মুখস্থিত পাত্রে মোটা চাউলের ভাতের উপর যৎসামান্য ঢেঁড়স ভাজা ও এককোণে অড়হর ডাইল। মুখে দিয়া দেখিলাম সকলই লবণাক্ত। বহুকষ্টে যৎকিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিয়া ভোজন সমাপ্ত করিলাম। পাণ্ডাজী বা তদীয় গৃহিণী (পাচিকা) ভোজন-কালে কোনও প্রকার অভ্যর্থনা করেন নাই। আমার সঙ্গী বন্ধুটি একটু উদরপরায়ণ,—তিনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করতঃ পূর্ব্বোক্ত তিনটী আহারের সামগ্রীই পুনরাহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তাহার পর এতাদৃশ অদ্ভুত আহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গে কৃষির উন্নতি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৬। কৃষির উপযুক্ত যন্ত্র।

কৃষির প্রধান যন্ত্র লাঙ্গল। বাঙ্গালা-দেশে যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, তাহা ধানের চাষের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। কিন্তু রবি-শস্য বা আউসের জমী চাষের জন্য এরূপ লাঙ্গল ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে চাষের সময় ক্ষেত্রের মাটী উল্টাইয়া যায়। কারণ, মাটী উল্টাইয়া না যাইলে তাহাতে রৌদ্র লাগিতে ও তাহার ভিতর বাতাস যাইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে এইরূপ মাটী উল্টাইয়া দিলে, ঘাসের মূল নষ্ট হইয়া যায়।' এই কার্য্যের পক্ষে 'মেষ্টন'-লাঙ্গল অত্যন্ত উপযোগী। প্রত্যেক চাষার একখানি করিয়া মেষ্টন লাঙ্গল রাখা প্রয়োজন। হিন্দুস্থান বা পাঞ্জাব-লাঙ্গলে কাজ আরও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সে সকল লাঙ্গল টানিবার উপযুক্ত বলদ নাই। বাঙ্গালা-দেশে 'মেষ্টন' লাঙ্গলে বেশ কাজ হইতে পারে।

আলু ও ইক্ষুর চাষের জন্য 'হ্যাণ্ড-হো' ব্যবহৃত হইলে অনেক সুবিধা হয়। হ্যাণ্ড-হোর দ্বারা ঘাস তুলিয়া দেওয়া, মাটী খুসিয়া দেওয়া, গাছের গোড়ায় মাটী তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি অনেক কার্য্য হইতে পারে। ইহা ব্যবহার করিতে শিখিলে, কুলির খরচ অনেক কম হইয়া যায়।

গরুতে টানিবার উপযুক্ত বড় বিদের বাঙ্গালা-দেশে এখনও তত প্রচলন নাই। ইহার দ্বারা মাটী নরম হইয়া খুলিয়া যায়, এবং জমীর ঘাস উঠিয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষেত্র খুব পরিষ্কার হয়।

বীজবপন-যন্ত্র—এই যন্ত্রের ব্যবহারে ক্ষেত্রে সমান ভাবে এবং সমান দূরে দূরে বীজ ফেলা যায়। বীজ-বপন সমান দূরে দূরে হইলে, নিড়ান প্রভৃতির অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং তাহাতে গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পুষা কলেজ হইতে এই যন্ত্র ক্রয় করা যাইতে পারে।

জল তুলিবার যন্ত্র :—সাধারণ ব্যবহারের জন্য ডোঙ্গা সুবিধাজনক। কিন্তু একস্থানে জল তুলিবার কল ফেলিতে পারিলে 'ওয়াটার-প্রুফ'-নল'-দ্বারা অনেক দূরের ক্ষেত্রেও জল দেওয়া যাইতে পারে। ছোট ছোট দমকল কৃষি-ব্যবহারের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী কৃষি-বিভাগের সাহায্যে ইহা হইতে পারে। 'চেন-পাম্প'ও সুবিধা-জনক।

আখ্‌মাড়া কল। এ যন্ত্র আমাদের দেশে এখন অত্যন্ত প্রচলিত। অনেক স্থানে দেখা যায়, এক ব্যক্তি এই যন্ত্র ক্রয় করিয়া অপর কৃষকদিগকে ভাড়া দিয়া তাহা হইতে দু-পয়সা লাভ করিয়াও থাকে। এই প্রকার অন্যান্য যন্ত্র ভাড়া দিলেও তাহার দ্বারা সুবিধা হইতে পারে।

কুটি কাটিবার কল :—ইহাতে পশু-খাদ্য শীঘ্র শীঘ্র কাটা যায়। ইহার মূল্য বেশী বলিয়া সকলে ক্রয় করিতে পারে না; কিন্তু ইহা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৃষি-যন্ত্র।

৭। বীজ ও বীজ-সংগ্রহ।

কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট বীজের

প্রয়োজন করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে-স্থানে যে শস্য ভাল হয়, সেই স্থান হইতে তাহার বীজ আনয়ন করা আবশ্যক। সরকারী কৃষিবিভাগ এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু দেশের লোকও কৃষি-বীজের ব্যবসায় করিলে যথেষ্ট লাভ করিতে পারেন। আমাদের দেশের লোকের সে-বিষয়ে উৎসাহ নাই। সব্‌জী-বীজ বিক্রয়ের কয়েকটী দোকান আছে, কিন্তু সেখান হইতে বীজ আনাইলে প্রায়ই তাহাতে অঙ্কুরোৎপাদন হয় না। আমাদের দেশে যদি ভাল বীজ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কি কেহ 'হিমালয়ান-সিড্‌ ষ্টোরস্‌' বা পুনা হইতে বীজ আনাইতেন? বাঙ্গালাদেশে সব্‌জী-বীজ এবং সকল প্রকার কৃষিবীজের দোকান হওয়া আবশ্যক।

উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে অনেক স্থানে কৃষিবীজ ও পশুর মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে লোকে সহজে উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশে হাটে অনেক প্রকার সব্‌জী-বীজ বিক্রয় হয়। কিন্তু সকল প্রকার সব্‌জী-বীজ এবং কৃষিবীজ হাটে বিক্রয় হইলে, কৃষকদিগের অনেক সুবিধা হয়।

এক দেশের বীজ অন্য দেশে আনীত হইলে শস্য ভাল হয়। এক ক্ষেত্রের বীজ ক্রমান্বয়ে সেই ক্ষেত্রে রোপিত হইলে তাহাতে শস্যের ক্রমে অবনতি হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের কৃষকদিগকে বীজ-সংগ্রহ-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক। ক্ষেত্র-মধ্যে যে গাছের শস্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাই বীজের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। অনেকগুলি ক্ষেত্রের মধ্যে, হয় ত, একখানি ক্ষেত্রে শস্য ভাল হইয়াছে; তাহার মধ্যে আবার যে গাছের শস্য ভাল হইয়াছে, সেই গাছের শস্যই বীজরূপে রক্ষা করিতে হইবে। সেই বীজ হইতে যে শস্য হইবে, তাহা হইতে আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শস্য নির্ব্বাচন করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে প্রতিবৎসর বীজ-নির্ব্বাচন করিতে থাকিলে শস্যের ক্রমিক উন্নতিই হইতে থাকে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মকাই গাছ, যাহাতে ২টি পরিপুষ্ট ফল জন্মিয়াছে, তাহার বীজ বপন করিলে যে গাছ হইবে, তাহাতে অন্যান্য বিষয় অনুকূল থাকিলে দুই বা ততোধিক উৎকৃষ্টতর ফল ফলিবে। ইহাতেই বীজ-নির্ব্বাচনের উপকারিতা বুঝিতে পারা যায়।

৮। নূতন শস্য।

অন্যান্য প্রদেশে যে-সকল উৎকৃষ্ট শস্য জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালা-দেশে তাহা ক্রমে ক্রমে আনীত হওয়া আবশ্যক। পঞ্জাবে 'কাবুলী ছোলা'-নামে একপ্রকার ছোলা হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ ছোলার দানা অপেক্ষা প্রায় ৩।৪ গুণ বড়। এই ছোলার চাষ আমাদের দেশে হওয়া আবশ্যক। ইহা কাঁচা অবস্থায় মটরসুঁটির ন্যায় ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহার চাষে যথেষ্ট লাভ আছে। খোসাশূন্য এক-প্রকার যবও আছে, তাহার আমাদের দেশে চাষ হওয়া আবশ্যক। চিনের বাদামের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। যে-সকল জমীতে কোনও প্রকার শস্য জন্মে না, সেখানে চিনের বাদাম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। চিনের বাদাম ফ্রান্সে রপ্তানি হয়। সেখানে ইহার তৈল 'অলিভ-অয়েলে'র ন্যায় ব্যবহৃত হয়; এবং খইল পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। পেশোয়ারী-ধান্য অতি উৎকৃষ্ট শস্য; ইহাও

আমাদের দেশে আনাইয়া চাষ করা উচিত। তুলার চাষও আমাদের দেশে হইতে পারে। একপ্রকার তুলা আছে, যাহার গাছ ৩।৪ বৎসর থাকে; তাহাকে গাছতুলা বলে। মধুবনী-অঞ্চলে একপ্রকার তূলা হয়, তাহার রং রেসমের ন্যায়, তাহাকে কোকৃটি কহে। এই সকল নূতন নূতন গাছ আমাদের দেশে আনীত হওয়া প্রয়োজন। এ-সকল কার্য্য কৃষিবিভাগ ও কৃষিসমিতির দ্বারা হইতে পারে।

৯। রোপণ- ও বপন-প্রণালী।

রোপণ ও বপনের নূতন নূতন প্রণালী, যাহা অন্যান্য দেশে প্রচলিত আছে, ক্রমে আমাদের দেশে তাহা গ্রহণ করা উচিত। নীল-কুটীতে 'সিড্‌ড্রিল'-দ্বারা বীজ-বপন করা হয়, তাহাতে বীজ সমানভাবে এবং সমান দূরে দূরে পতিত হয়। অনেক স্থলে দড়ি ধরিয়া খুরপী-দ্বারা বীজ-বপন করা হয়। ধান্য-চাষের পক্ষে, আগাম আবাদ হইলে একটি করিয়া গাছ প্রত্যেক স্থানে রোপণ করিলে, তাহাতে গাছে খুব ঝাড় হয় ও ফলন ভাল হয়। ১০ ইঞ্চি দূরে দূরে ধানগাছ রোপণ করিলে তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। এইরূপ নানাপ্রকার বপন ও রোপণের নিয়ম নানা স্থানে আছে; তাহার মধ্যে যাহা সুবিধাজনক, তাহা আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া উচিত।

১০। পশুখাদ্য।

আমাদের দেশে ধান্যের খড় প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। তাহাতে গবাদি পশুর আহারের অকুলান হয় না। কিন্তু খড়ে গবাদি পশুর সম্পূর্ণ পরিপুষ্টির উপযুক্ত উপাদান থাকে না। তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে সব্জি, ঘাস প্রভৃতি দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে পশুখাদ্যের জন্য 'জনারা'র প্রচলন হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের মাটীতে জনারা ভালরূপ হওয়া সম্ভব। নিম্নভূমি ধানের ক্ষেতে ফাল্গুন-চৈত্রমাসে প্রথম বৃষ্টি হইলে, তাহা চষিয়া জনারা বপন করিলে, ধান্য-রোপণের সময়ের পূর্ব্বে জনারা পশুকে খাওয়াইবার উপযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং, উক্ত ক্ষেত্রে ধান্য এবং জনারা উভয় ফসলই পাওয়া যাইতে পারে। ধানের ক্ষেতে যখন এক ইঞ্চি মাত্র জল থাকে, অর্থাৎ বর্ষার শেষ ভাগে, খেসারী ছড়াইয়া দিলে, ধান-কাটার পরে সেই খেঁসারী গাছ বড় হইয়া যায়। কাঁচা-সুঁটি শুদ্ধ খেসারী কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। পশুখাদ্যের জন্য প্রত্যেক কৃষকেরই উচিত, কিছু কিছু জমীতে জনারা প্রভৃতি বপন করা। সাইলো (Silo) প্রস্তুতের একপ্রকার প্রথা আছে, তাহাতে বর্ষাকালের কাঁচা ঘাস কয়েকমাস যাবৎ রক্ষা করা যায়। ইহাও আমাদের দেশের কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

১১। কীট

কীট যাহাতে শস্য নষ্ট করিতে না পারে, কৃষকদিগের তাহার উপায় জানা উচিত। "ফসলে-কীট"-নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালাতে ছাপা হইয়াছে। তাহা হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কৃষকদিগের জানা উচিত যে, তুতের জল, ফেনিলের জল, কেরোসিন তেল জলে ও ঘোলে মিশান, চূণের জল, সাবানের

জল,ইত্যাদি কীটনাশের পক্ষে বিশেষ-ফলপ্রদ ঔষধ। তামাকের ধোঁয়া, খড়ের ধোঁয়া, গন্ধকের ধোঁয়া, এ-সকলও কীট তাড়াইবার জন ব্যবহৃত হয়।

১২। আম্র ও লিচু এবং আওলাত।

বাঙ্গালা-দেশে প্রতিবৎসর আম ও লিচু ও অন্যান্য ফল, বাঙ্গালার বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে আম্‌দানি হয়। কিন্তু বাঙ্গালা-দেশে আম ও লিচু যত্ন করিলে খুব ভাল হয়। ভাল জাতীয় আম ও লিচুর চাষ বাঙ্গালা-দেশে যত হয় ততই ভাল। বাঙ্গালা দেশের জঙ্গল কাটিয়া এ সকল গাছের বাগান করিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। বাঙ্গালা-দেশের এমন মাটী যে, এখানে প্রায় সকল প্রকার গাছই ভালরূপ জন্মিতে পারে। সুতরাং যেখানে যাহা ভাল জিনিস দেখা যাইবে, বাঙ্গালা দেশে তাহা আনিবার বলবতী ইচ্ছা কৃষকদিগের হওয়া উচিত।

১৩। কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-পুস্তক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা-দেশের ⅘ অধিবাসী কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। সুতরাং, কৃষিকার্য্য শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-স্থাপন বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য নৈশবিদ্যালয়ই উপযোগী। যে-সকল ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় আছে, তাহাতেও কৃষিবিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষি-সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যাহাতে নানাপ্রকার পুস্তক প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। সরকারী বিভাগ হইতে যে-সকল বুলেটিন বা সরকারী তথ্য বাহির হইতেছে, তাহার বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। এই প্রবন্ধ-পাঠে দেখা যায় যে, কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার অনেক বিষয় আছে। সে সকল বিষয় বিদ্যালয়ে বা পুস্তক-প্রচার-দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালা-দেশে উচ্চশ্রেণীর কোনও কৃষি-বিদ্যালয় নাই। এখানে 'সাবর কলেজে'র ন্যায় একটী বিদ্যালয় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

উপসংহার।

বাঙ্গালা-দেশের কৃষির উন্নতি বাঙ্গালার কৃষকদিগের উপর তত নির্ভর করে না, যতটা শিক্ষিত লোক ও গবর্ণমেণ্টের উপর ইহা নির্ভর করে। পল্লিগ্রামস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, কৃষক-দিগের সঙ্গে মিশিবেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিবেন; গ্রামে গ্রামে কৃষি-সমিতি স্থাপন করি-বেন, সমিতিতে কৃষিবিষয়ের উন্নতির চর্চ্চা করিবেন, আপনারা কৃষিবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিবেন এবং কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, বনজঙ্গল কাটা ও পল্লি ও গৃহ পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র আনাইয়া তাহা তাহা-দিগকে লইয়া পাঠ করিবেন, ইহাই কৃষিবিষয়ক উন্নতির প্রথম সোপান।

'কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক' স্থাপিত করিয়া কৃষিকার্য্যের জন্য টাকা, যন্ত্র ও সার যোগান, কৃষি-উন্নতির দ্বিতীয় সোপান।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া কৃষিবিষয়ক পুস্তকের প্রচার ও কৃষি-বিদ্যালয়-স্থাপন, ইহার তৃতীয় সোপান। কৃষিবিষয়ক শিক্ষা যত অধিক হইবে,ততই কৃষির উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে।

ইহার চতুর্থ সোপান, যেরূপ প্রয়োজন দেখিবেন, গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ আইন করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

হুড্রুফল বা স্বুবর্ণ-রেখার জল-প্রপাত।

ভারতের নানাস্থানে কত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, জন-সাধারণ, হয় ত, তাহার বৃত্তান্ত অবগত নহেন। হাজারীবাঘের নানাস্থানে এমন অনেক মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, যাহা পৃথিবীতে অতুলনীয়। অদ্য কেবল একটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াই প্রবন্ধের শেষ করিব।

হাজারিবাঘে যাঁহারা বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই হয় ত, "হুড্রুফল" দেখিয়া থাকিবেন। স্বুবর্ণরেখা নদী রাঁচি এবং হাজারিবাঘের সীমার পার্ব্বত্য ভাগে প্রবাহিত হইয়া সাগরের দিকে গিয়াছে। হঠাৎ হুড্রু-নামক স্থানে ইহা পর্ব্বত হইতে ৪০০।৫০০ শত ফিট্ নীচে সমভূমিতে পড়িয়াছে। এইস্থান হাজারীবাঘ হইতে ৬০ মাইলের উপর। আমরা হাজারিবাঘ হইতে রওনা হইয়া প্রথমে মাণ্ডুর (Mandu) বাঙ্গালায় বিশ্রাম এবং আহারাদি করিলাম। মাণ্ডু হাজারিবাঘ হইতে ১৭ মাইল। ইহার নিকটে অনেকগুলি কয়লার খাদ আছে। ৩০ মাইলে রামগড়। এখানে দামোদর নদ পার হইতে হয়। দামোদরের দুইপারে দুইটি বাঙ্গালা আছে। বর্ধাকালে ইহা প্রায় সহজে পার হওয়া যায় না। রামগড় এক সময়ে হাজারিবাঘের রাজধানী ছিল। এখনও হাজারিবাঘের লোকেরা জেলা "হাজারিবাঘ-রামগড়" বলে। এখানে পুরাতন কীর্ত্তির অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান। দামোদরের দক্ষিণ-পারের বাঙ্গালা হইতে দামোদরের দৃশ্য অতি-মনোহর। দুইদিকে ১৫।২০ মাইল পর্য্যন্ত দেখা যায়। ছোট ছোট প্রস্তররাশির উপর দিয়া দামোদরের স্রোত বহিয়া আসিতেছে! বন্যার সময় প্রবলবেগে তাহারই উপর দিয়া জলরাশি চলিয়া আসিতেছে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়!

এক সময়ে রাঁচির ডাক্ এই পথে চলিত। তাই বন্যার সময় ডাক্ পারাপারের জন্য দামোদরের দুইকূলে দুইটি বৃহৎ মাস্তুল এবং তৎসঙ্গে কপি-কল এবং রজ্জু সংযুক্ত আছে। এই প্রকার যন্ত্রদ্বারা ডাক্ পার করা আর, বোধ হয়, বাঙ্গালা-দেশের কোথায়ও হয় না।

রামগড় হইতে গোলা প্রায় কুড়ি মাইল। গোলা একটী জনাকীর্ণ ক্ষুদ্র সহর। এখান-কার লোকেরা বাঙ্গালা এবং হিন্দী উভয় ভাষাতেই কথা বলিতে পারে। গোলা মান-ভূমের সীমার নিকটবর্ত্তী। গোলা হইতে হুড্রু প্রায় দশ মাইল। ৬।৭ মাইল ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা আছে। গো-যানে তথায় যাওয়া যায়। তারপরে পাহাড়, হাঁটিয়া যাইতে হয়।

আমরা প্রাতে রওনা হইলাম; কিছু দূর গিয়া গো-গাড়ী ছাড়িয়া হাটিয়া চলিলাম। আমাদের তৈজসপত্র এবং খাদ্যাদি বহন করিবার জন্য একজন জেলেকে মুটে ধরিলাম। শুনিয়াছিলাম, হুড্রুতে বড় বড় মাছ পাওয়া যায়, তাই জেলেকে বেশী পয়সা দিয়া জাল-সহ লইয়া চলিলাম। ২।৩ মাইল ব্যবধান থাকিতে একটা ভীষণ শব্দ শুনিতে লাগিলাম এবং বড় বড় কলের 'চিম্‌নি'তে যেমন ধূম উঠে তেমনি ধূমও দেখা গেল। যে-স্থানে জলপ্রপাত, তাহার চতুর্দ্দিকে গভীর জঙ্গল এবং পাহাড়। পথ-

প্রদর্শকের দরকার। কতকগুলি সাঁওতাল কিম্বা কোল-জাতীয় লোক আশুধান্য ঝাড়িতেছিল। তাহাদিগকে পথ দেখাইতে অনেক করিয়া বলা হইল, কিন্তু তাহারা রাজি হইল না। পুরস্কারের কথাও শুনিল না। শেষে মদীয় একজন ভৃত্য বলিল, "আচ্ছা, আগে থানায় যাই, তারপর কাল দেখ্‌তে পাবে।" এই ব্যক্তি যদিও পুলিস নয়, কিন্তু তাহার মাথায় লাল পাগ্‌ড়ী ছিল। তাহার কথায় অদ্ভুত ফল ফলিল। তৎক্ষণাৎ একজন ধান্য ফেলিয়া সঙ্গে চলিল।

ক্রমে আমরা হুড্রুতে পৌছিলাম। জলরাশি পশ্চিমদিক্‌ হইতে দুইটি পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া হঠাৎ নিম্নভূমিতে পড়িতেছে। বর্ষার জন্য স্রোত অতিপ্রবল। আমরা জীবনে কেহ কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই। বিধাতার অপূর্ব্বলীলা দেখিয়া সকলেই অবাক্‌ হইয়া একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িলাম। বোধ হয়, প্রায় দুইঘণ্টা বসিয়াছিলাম। কাহারও মুখে বাক্য নাই! যেখানে বসিয়াছিলাম, তথা হইতে নীচের দিকে তাকান যায় না। ভীষণবেগে জল পতিত হইয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিতেছে; আবার সেইস্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মত সেই জল যেন বৃষ্টি হইয়া পড়িতেছে। এই বাষ্পের উত্থান এবং পতনই 'চিম্‌নি'র ধূমের মত দূর হইতে দেখাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ পতনের শব্দও শ্রুত হইতেছিল।

যাঁহারা হাজারিবাঘের দিক্‌ হইতে এই জল-প্রপাত দেখিতে যান, তাঁহাদিগকে ভালরূপ দেখিবার জন্য স্রোতের কিছু উপরে পার হইয়া দক্ষিণদিকে যাইয়া, পাহাড়ের নীচে নামিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু তাহা শীতকালেই সম্ভব। বর্ষাকালে সে ভীষণ স্রোত পার হওয়া অসম্ভব। পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় হইতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে হয়।

আমাদের পথপ্রদর্শক পাহাড়ীয়াও আমাদিগকে নদী পার হইতে নিষেধ করিল। অগত্যা আমরা পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের সীমা অতিক্রম করিয়া নীচে যাইতে মানস করিলাম। পাহাড়ীয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে বন্দুক আছে কি না। কেন না, সে-পথে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। আমাদের সঙ্গে তখন বন্দুক ছিল; সুতরাং সাহস করিয়া সেই পথে চলিলাম। পাহাড় ঘুরিয়া জলপ্রপাতের ঠিক্‌ পূর্ব্বদিকে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর আস্তে আস্তে সকলে বসিলাম। প্রস্তরখণ্ডের উপরে অনবরত জল-বিন্দুর পতনে, উহা অতিশয় পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তথায় বসিয়া আমরা সমস্ত ব্যাপার বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

সমস্ত জলরাশি প্রথমে ছয়টী ধারায় পড়িতেছে। সর্ব্বদক্ষিণের ধারাটী খুব প্রবল নয়। তাহার পরেই কয়েকখানি প্রস্তর একত্রিত করা। উহা শিবের স্থান। তারপরের স্রোতটীও বেশী প্রবল নয়। উত্তর-দিকের চারিটি স্রোতের খুব বেগ। পাহাড়ের গায় প্রায় ৫০ ফিট বহিয়া উত্তর দিকের পাঁচটি স্রোত মিলিত হইয়া একটী বিষম বেগবান স্রোতের সৃষ্টি করিয়া তথা হইতে ৪০০-৫০০ শত ফিট নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে। বোধ হইল, প্রতিসেকেণ্ডে বিশহাজার মণ লাল জল পড়িতেছে। বর্ষাকাল বলিয়া জল ঘোলা এবং

লাল তুলার মত বোধ হইল। শুনিয়াছি, শীতকালে স্রোত সাদা তুলার মত দেখায়, কিন্তু তখন ইহা এত প্রবল থাকে না। এই অবস্থা নিস্পন্দভাবে প্রায় দুইঘণ্টা দেখিয়া, ক্ষুধার জ্বালায় ২।৩ টার সময় উঠিয়া বনের কাট সংগ্রহ করিয়া রান্না চাপাইলাম। এ-দিকে শালপাতা তুলিয়া আহার্য্য রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কেহ কেহ স্রোতের জলে পাথর শক্ত করিয়া ধরিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। এদিকে কেহবা সেই জলে জাল ফেলিয়া ছোট ছোট মাছ ধরিতে লাগিল। কিন্তু কেহ বড় মাছ পাইল না।

পৃথিবীতে যত উচ্চ জল-প্রপাত আছে তাহার মধ্যে এই জলপ্রপাত একটী; কিন্তু এদেশে কেহ ইহার নামও করেন না। অথচ অতিদূরদেশ হইতে অনেক ভ্রমণকারী সময় সময় আসিয়া ইহা দেখিয়া যান্। শুনিলাম, নায়াগ্রারার জল-প্রপাতও এত উচ্চ নহে। কেবল তাহার স্রোত ইহার অপেক্ষা প্রবল। এই জলের স্রোতের দ্বারা কোনওপ্রকার কল-চালান যায় কি না, তাহা দেখিবার জন্য একজন সাহেব এখানে ঘর বাধিয়া কিছুদিন ছিলেন। আমরা উপর হইতে দেখিতে-ছিলাম, স্রোতের নীচে পাহাড়ের গায় পায়রাগুলি চড়াই পাখীর মত ছোট দেখাইতেছিল।

আমরা সকলে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমাদের উঠিতে ইচ্ছা ছিল না। আহারাদি শেষ করিয়া আবার সেই প্রথমোক্ত প্রস্তরে সকলে বসিলাম, কিন্তু পথ-প্রদর্শক পাহাড়ীয়া, সন্ধ্যা হইতেছে, বন্যজন্তুর ভয় আছে, বলাতে আমরা উঠিয়া পড়িলাম। একজন খড়ি দিয়া "সুজলাং" লিখিয়া রাখিল। দ্রুতপদে চলিয়া কোন প্রকারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাহাড় এবং জঙ্গল অতিক্রম করিলাম।

হুড্রুফলের অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনাতীত! জ্ঞানময় বিধাতার এমন লীলা সচরাচর দেখা যায় না। প্রাণ-মন যে কি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না!

শ্রীরজনীকান্ত দে।

অদৃষ্টলিপি।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপায়হীনা বিধবা সুধীরের মা যখন বিষ্ণুপুরের জমিদার ইন্দুভূষণ বসু-মহাশয়ের বাড়ীতে পাচিকা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রবেশ করিল, তখন লজ্জা-সঙ্কোচে তাহার বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা খুব জোরে আছাড় খাইতেছিল। সে শিবিকায় আসিয়াছিল; যখন যান হইতে অবতরণ করিয়া, জমিদার-বাড়ীর বিন্দী-ঝির প্রদর্শিত পথে, ছয় বৎসরের ছেলে সুধীরের হাত ধরিয়া সে চলিতেছিল, তখন সে মনে মনে ডাকিতেছিল, 'ঠাকুর! এখন যদি পৃথিবীটা দুইভাগ হয়, তবে তাহার মধ্যে লুকাইয়া এ দাসীত্ব করিবার লজ্জা হইতে অব্যাহতি পাই!" কিন্তু তাহার প্রার্থনায় মেদিনী বিদীর্ণা হইল না বটে, তবে সে

অন্তঃপুরে পদার্পণ করিতেই, জমিদার-গৃহিণী করুণাময়ী প্রসন্ন-মুখে তাহার সম্মুখীনা হইলেন; অভাগিনীর সর্ব্বস্বধন সুধীরকে বুকে টানিয়া লইলেন, তার পরে সুধীরের মার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস, বোন্ এস!"

সে রাধুনী হইতে আসিয়াছে, গৃহিণী বলিলেন "বোন", বুকটা যেন শীতল হইল। তারপরে করুণাময়ী তাহাদের ঘরে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার কথা সবই আমি শুনেছি। তা তুমি ভেব না বোন্, কপালে যা ছিল সে ত হয়েই গিয়েছে; এখন তোমার যতদিন ইচ্ছা, আমাদের এখানে থাক।—তোমার ছেলেটি যাতে মানুষ হয়, তা' আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কোর্‌বো। আমরা শুনেছি, আমার মাসাশ্‌-ঠাকুরাণী তোমার মায়ের যা' হতেন; সে-সম্পর্কে তুমি আমার ননদ, আমি তোমার ভাজ; এ-বাড়ী তোমার নিজের বাড়ী বলেই মনে কোরো।"

সুধীরের মা ভুবনেশ্বরী এমন মধুমাখা কথা শুনিবার মত আশা করে নাই। এই গৃহিণীর মত ভাগ্যবতী যে তাহার মত অভাগিনীকে এমন আদরে গ্রহণ করিবেন, এমন অভয় এমন আশ্বাস দিবেন, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। তবে ত সত্য সত্য বড়লোকেরও হৃদয় আছে! এই দেবীর কাছে পাচিকা কেন,—দাসী হইয়া থাকিলেও ক্ষোভ হয় না। ইতঃপূর্ব্বে ভ্রাতৃগৃহে সে যে অনাদর, যে লাঞ্ছনা, যে গঞ্জনা পাইয়াছে, তাহাই তাহার মনে জাগিতেছিল।

ভুবনেশ্বরী প্রণাম করিয়া করুণাময়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন করুণাময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৃহে প্রবিষ্টা ঝি রামার মা'র কোল হইতে তাঁহার এক বৎসরের শিশুকন্যা জ্যোৎস্নাকে লইয়া গৃহিণী ভুবনেশ্বরীর কোলে দিলেন। সুতরাং, ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিতে মুছিতে জ্যোৎস্নাকে সাদরে গ্রহণ করিল।

বালক সুধীর এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ছিল। এত বড় বাড়ী-ঘর, এ রকম কায়দা-কানুন সে তাহার জীবনে কখনও দেখে নাই। চারি-মহলের প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটকে লালপাগ্‌ড়ী মাথায় বাঁধিয়া, বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া দরওয়ান-জী টুলের উপরে বসিয়া আছেন। কাছারী-ঘরে দেওয়ান-গোমস্তা পাইক-পেয়াদা লইয়া প্রজাদিগকে পালন ও শাসন করিতেছেন। আবশ্যক মত কাগজপত্র এবং প্রজাদিগকে উপরের বৈঠকখানায় জমিদার-বাবুর কাছে পাঠাইতেছেন। দ্বিতীয় মহলে বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ; সেখানে ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি সকল টাঙ্গানো রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ঠাকুর-ঘর; গৃহদেবতা সেইখানে পূজিত হইয়া থাকেন। নাচঘর, তোষাখানা, দপ্তর-খানা, ডাক্তারখানা, সকলই সুসজ্জিত। তার-পরে অন্দর-মহল। সেখানও ঝি-চাকর, কুটুম্বিনী, প্রতিবেশিনী সকলে মুখর করিয়াছে। তখন বেলা অপরাহ্ণ। বারান্দায় জলচৌকির উপরে বসিয়া প্রৌঢ় ভট্টাচার্য্য-মহাশয় মহাভারত পাঠ করিতেছেন, জমিদার-বাবুর বিধবা ভগিনী প্রতিবেশিনীদিগের সহিত একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সেই-খানে খাঁচায় ঝুলানো ময়না-পাখী কত কথা বলিতেছে। শেষ মহল রান্না-বাড়ী হইতে

ফেনভাত খাইয়া গাভীগুলি গোহালে চলিয়া যাইতেছে, বৎস-সকল লাফ দিয়া মায়ের সঙ্গ লইতেছে, রাখাল পাঁচনি হাতে করিয়া তাহাদের গতি সংযত করিতেছে; ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা কৈবর্ত্তজাতীয়া পেঁচোর মা, রোয়াকের উপরে বসিয়া চাউল ঝাড়িতে ঝাড়িতে মা-ঠাকুরাণীর কাছে একখানি কাপড় যাচ্ঞা করিতেছে; নিতাই-বাগ্দী বড় একটা রোহিত-মৎস্য লইয়া রান্নাবাড়ীর দিকে চলিতেছে; সেইখানে সে তাহা কুটিবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সুধীর যেমন বিস্মিত তেমনি সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন এই চাঁদের আলোর মত, নবস্ফুট ফুলের মত, জীবন্ত মোমের পুতুলের মত জ্যোৎস্নাকে মায়ের কোলে দেখিয়া সে বড়ই খুসী হইল, তাহার চাঁদমুখখানিতে হাসির জ্যোৎস্না ফুটিল; সে হাত বাড়াইলে জ্যোৎস্না তাহার কোলে ঝাপাইয়া পড়িল। সে পুলকিত-চিত্তে জ্যোৎস্নাকে কোলে লইল। কিন্তু ঝি, তাহার কোল হইতে জ্যোৎস্না পাছে পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় অগ্রসর হইয়া জ্যোৎস্নাকে ধরিল। সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া যেখানে মহাভারত পাঠ হইতেছিল, সেইদিকে ধীরে ধীরে গিয়া দাঁড়াইল।

পুরাণ-পাঠক ভট্টাচার্য্য-মহাশয় তখন পঠন ছাড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; অকস্মাৎ সুধীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন কি এক অপূর্ব্বদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক পুরাণ-ব্যাখ্যা বন্ধ রাখিলেন এবং অপলকনেত্রে সুধীরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তার-পরে ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "এস খোকা!"

সুধীর বাধ্যস্বভাব বালক; ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের আহ্বানে সে ধীরে ধীরে তাঁহার খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল; তখন তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কাছে বসাইলেন। তার-পরে তিনি তাহার হস্তরেখা, ললাট, মস্তক, চক্ষু, কিছুক্ষণ সোৎসুকভাবে দেখিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। জমিদারবাবুর ভগিনী ক্ষেমঙ্করীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ছেলেটী কে মা?"

বিনীতভাবে ক্ষেমঙ্করী সুধীরের পরিচয় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, —"আশ্চর্য্য!"

ফলিত-জ্যোতিষে এই ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র জ্যোতিঃশেখরের লোকবিশ্রুত সুখ্যাতি ছিল। হস্তরেখা প্রভৃতি পরীক্ষা, জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু দুই-বৎসর আগে তাঁহার একটী পাঁচবৎসরের পুত্রের বিয়োগে এবং তাহার অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা জ্যোতিষতত্ত্বে জানিতে পারিয়া, এই ধীর, প্রাজ্ঞ ভাগ্যবেত্তা ব্রাহ্মণ শোকাকুল হইয়া এখন জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছেন; তথাপি অভ্যাসে এবং অনুনয়-অনুরোধের জন্য অব্যাহত হইতে পারেন নাই।

কৌতূহলাক্রান্তা ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কি দেখিলেন ঠাকুর-মশাই?"

ঠাকুর বলিলেন, "দেখি নাই মা, কিছুই; তবে যেটুকু সহসা চক্ষে পড়িল, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। দেখিয়া শুনিয়া এর পরে যা হয়, বলিব।"

পূর্ব্ববৎ মহাভারত-পাঠ আরম্ভ হইল।

(ক্রমশঃ)

লেখিকা—শ্রীমা—

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা হাসিল ; ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "এই নিন্, আপ্‌নি আমার ওপর বড়ই অবিচার কর্‌ছেন!—আপ্‌নি কি আমায় এতই অধম মনে করেন যে, একটা বাজে কথার ঘায়ে আমি একেবারে মূর্চ্ছা যাব? না না ; তা মনে কর্‌বেন না। এ ত তুচ্ছ, নিতান্তই তুচ্ছ কথা ; এ শুধু চর্ম্মের ওপর একটু আঘাত দিলে কি না তাও সন্দেহ!—কিন্তু আমাকে—কারুর কাছে সে কথা বল্‌তেও ঘৃণা হয়, দুঃখ হয়,—আমাকে, আমার এই অল্পবয়স্কতার অপরাধে ব্যক্তিবিশেষের নিকট এমন সব সাংঘাতিক মন্তব্য শুন্‌তে হয়, যা মর্ম্মের ভিতর খুব শক্ত ভাবেই বিঁধে যায়! কিন্তু এর জন্যে কা'র ওপর রাগ বা দুঃখ কোর্ব্বো?...এর জন্যে আমার দেশাচার দায়ী, আমার দেশের লোকের শিক্ষা-সংস্কার দায়ী ; এরূপস্থলে ব্যক্তিগত দোষ ধর্‌তে যাওয়াই ভুল! আমি কারুর ওপর রাগও করি না, কারুর কথার জবাবও দিই না ; চুপ্‌চাপ্ নিজের কাজ করে যাই।—যাক্‌গে, যেতে দিন্ ; এখন আর সময় নাই। আসি তবে ;—নমস্কার!"

ক্লান্তিনিপীড়িতা ডাক্তারপত্নীকে সত্বর শয়ন করিতে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া, নমিতা তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

(১৬)

সময়ের অনাটনের জন্য অসহনীয় ব্যস্ততায় নমিতার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। খুব ব্যগ্রতার সহিত চোখ-কান বুজিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িয়া ত্রস্ত-চরণে চলিতে লাগিল ;—কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বিষাদমাখা সকরুণ হাসি, তাঁহার সেই যন্ত্রণার্ত্তা মূর্ত্তি, নিজের ভাবনার ভিড়ে সে আজ কিছুতেই চাপা দিতে পারিল না ;—কেমন একটা অস্বস্তি-ব্যাকুলতা তাহার বুকের মধ্যে হায় হায় করিয়া নিষ্ফল পরিতাপে ঘূর্ণিপাক খাইতে লাগিল ;—তাহার পর নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার দ্বিগুণ ক্ষোভ হইতে লাগিল। অসুস্থতা-খিন্ন ক্লিষ্ট প্রাণীটির সময়োচিত কিছু সেবা-সাহায্য করা তাহার অবশ্য উচিত ছিল ; কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য, কিছুই সে করিতে পারিল না! কর্ত্তব্য-ত্রুটির আক্ষেপে তাহার মনটা—শুধু কুণ্ঠিত নয়, বেশ একটু উগ্র জ্বালাময় অসন্তোষে ছাইয়া গেল। পায়ের পর পা ফেলিয়া সেই বাড়ীখানা হইতে যতই সে দূরে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতর গুম্-গুম্-শব্দে বেদনার মুষ্ট্যাঘাত প্রবল জোরে বাজিয়া উঠিতে লাগিল!—হায় ভাগ্য-বিড়ম্বনা! এমনই দুঃসহ অবস্থা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া তাহার কর্ম্মসূত্র পরিচালিত হইয়াছে যে, ঠিক উপযুক্ত প্রয়োজনের মুহূর্ত্তেই সে শক্তি-বঞ্চিত নিরুপায় সাজিতে বাধ্য হইল! দাসত্ব—ঐ বাহিরের বন্ধন-দাসত্ব,—যাহার ভার বহন করিতে এত দিন তাহার তেজস্বী প্রফুল্ল চিত্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্লান্তিবোধ করে নাই, আজ তাহা নমিতার অনিচ্ছুক হাত-পা-গুলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, যে প্রয়োজন-

টুকুর অন্তভাবে প্রত্যাখানে বাধ্য করাইল, সেটা বড়ই নিষ্ঠুর শাস্তি মনে হইল। বহুদিনের পুরাতন এবং স্বেচ্ছাস্বীকৃত হৃদয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-পূত কর্ম্মদায়িত্ব, আজ আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা-বিরোধী, উৎকট বিস্বাদপূর্ণ পরাধীনতা ও গ্লানি বলিয়া নমিতার সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইল!—তেজস্বী হৃদয়বৃত্তি, ক্ষিপ্ত বিদ্রোহিতায় ঝাঁজিয়া, সজোরে মাথা নাড়া দিয়া তীব্রবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া, হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যুক্ত হইল!...ক্ষুব্ধা পরিতপ্তা নমিতা ভাবিল, আহা, বাজে আলাপের ধুয়া ধরিয়া অনর্থক বক্ বক্ করিয়া যে সময়টা সে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সে সময়টা যদি ঐ কাজটুকু করিবার জন্য এখন ফিরাইয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে,—আঃ, এই অমার্জ্জনীয় মনস্তাপ-পীড়ন হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিত!

জমাখরচের হিসাবে যে মোটা অপব্যয়টা নজরে ঠেকিল তাহাকে নমিতা উপেক্ষাভরে এড়াইতে পারিল না। অজ্ঞাতে উষ্ণ বিরক্তিভারে তাহার ভ্রূযুগলে রুক্ষ আকুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিল। বাম-হাতের মুঠায় আবদ্ধ সুতা ও ক্রুশের মধ্যে, অন্যমনস্কতা-বশতঃ সজোর মুষ্টির নিষ্পীড়নে সুতার গুলিটার নম্বরি টিকিটখানার সুশ্রী সুগোল আকৃতি যে নিঃশব্দে শোচনীয়া অবস্থায় রূপান্তরিতা হইতেছে, তাহাও নমিতা আদৌ টের পায় নাই। ঘাড় গুজিয়া দ্রুত চঞ্চল চরণে সে অত্যন্ত বেগে রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। তাহার চরণ-গতির সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী সুশীলকে একরূপ ছুটিয়াই চলিতে হইতেছিল।

বাটীর নিকটস্থ শেষ গলির মোড় ফিরিবার সময় সম্মুখে দ্রুত আগমনশীল সুরসুন্দর তেওয়ারীকে দেখা গেল। সে, বোধ হয়, বাসা হইতে হাঁসপাতাল যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিতেছিল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে প্রিয়জন সন্দর্শনে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া, সুশীল, 'দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্'—উপদেশটা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেল!—'উট-মুখো' হইয়া স্বচ্ছন্দ-বিশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে, হর্ষোজ্জ্বল নয়নে চাহিয়া সে অতিব্যগ্রভাবে যেমন প্রিয়-সম্ভাষণ করিতে যাইবে, অমনি পথের মাঝখানে পতিত একটা মস্ত ইঁটে অকস্মাৎ সজোরে ঠোক্কর খাইয়া, ঠিকরাইয়া ঘুরিয়া আসিয়া নমিতার উপর সবেগে পড়িল! সেই অতর্কিত সংঘাতটা এমনি বে-কায়দায় বাজিল যে, সুশীলের সুবৃহৎ মাথাটা ত নমিতার বাম পাঁজরে বেশ জোরেই ঠুকিয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে নমিতার হাতের মুঠায় ধরা ক্রুশের সূচ্যগ্র তীক্ষ্ন মুখটি তৎক্ষণাৎ খচ্ করিয়া বাম করমূলের চর্ম্মশিরা ভেদ করিয়া আড় ভাবে সটান প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে বিদ্ধ করিল! বেদনার বিদ্যুৎপ্রবাহ-সন্তাড়নে মুহূর্ত্তে নমিতার মগজ শুদ্ধ যেন ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল! যন্ত্রণা-বিকৃত কণ্ঠে ত্রস্ত-ভাবে সে বলিল,—"উঃ! সুশীল, দেখিস্, তোর লাগে নি ত?"

সুশীল আত্ম-সংবরণ করিয়া, সুস্থ হইয়া নিজের বেদনার সংবাদটা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই, দিদির করতল-প্রান্তে তীরের ফলার মত কঠিনভাবে বিঁধিয়া স্থির নিশ্চলতায়

বিরাজমান ক্রুশটার পানে চাহিয়া, সহসা আতঙ্ক-ব্যাকুলতায় অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ গো, উহু—হু, যাঃ ! দিদি !—"

ক্ষণমধ্যে আত্মদমন করিয়া, দৈহিক যন্ত্রণা উপেক্ষা করিবার ক্ষমতায় অভ্যস্তা, চির-সহিষ্ণু নমিতা শান্ত ও আশ্বাসের স্বরে বলিল, "চুপ চুপ্ ! ভয় কি ? বিঁধে গেছে তা কি হবে ? বোকার মত হাউ চাউ করিস্ নি ;—থাম্।"

"দেখি—দেখি—" এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষিপ্র নৈপুণ্যে অন্য দুইখানি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের হাত অগ্রসর হইয়া আসিয়া, কাহারও অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া, বিনা দ্বিধায় তপ্ত কঠিন স্পর্শের চমকে,আহত হাতখানা এক হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, অন্য হাতে কুমুইয়ের প্রান্ত ধরিয়া সন্তর্পণে তুলিয়া, টানিল। নমিতা দেখিল সে স্বরসুন্দর তেওয়ারী !—স্বরসুন্দর মাথা ঝুঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিতে লাগিল, আরক্তবদনা নমিতা ধীরে ধীরে হাতখানা টানিয়া লইবার চেষ্টায় মৃদুস্বরে বলিল, "ছেড়ে দিন্, সামান্যই বিঁধেছে।—"

উদ্বিগ্ন স্বরসুন্দর নমিতার ব্যবহারে কিছু-মাত্র মনোযোগ না দিয়া, অকুণ্ঠিত অথচ সুকোমল আদেশের স্বরে বলিল, "দাঁড়ান, টান্‌বেন না ;—একটু সহ্য করুন্, ওটা টেনে বের করে ফেল্‌তে হবে।"

যতই বিপন্ন হওয়া যাক্ না, একটু ধৈর্য্যশীল হইতে অভ্যাস করিলে,—মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিটা প্রয়োজনের সময় বেশ সদ্ব্যবহারে লাগে। অসহিষ্ণুতাই যন্ত্রণা বেশী বাড়াইয়া তুলে এবং কাণ্ডজ্ঞান-লোপ করে। স্বরসুন্দরের প্রস্তাব মত ধৈর্য্য ধরিয়া ক্রুশটা উৎপাটিত করিতে দেওয়ায় নমিতার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না,—কিন্তু সে বুঝিয়া দেখিল তাহাতে সদ্যোযন্ত্রণামুক্তির আশা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ আশঙ্কার সম্ভাবনা বেশী।—ইতস্ততঃ করিয়া শান্ত অবিচলিত মুখে নমিতা বলিল, "সেটা পারা যাবে কি ? ক্রুশের মুখ যে বঁড়শীর কাঁটার মত বাঁকানো ;—টান্‌তে গেলে এখনি শিরায় আটকে ভেঙ্গে যেতে পারে, তাতে আরো মুস্কিল হবে— ।"

"তবে ?"—এই বলিয়া ক্লিষ্ট উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া স্বরসুন্দর পুনরায় বলিল, "তবে ? কি করা যায় বলুন্ দেখি ?"

স্থিরনয়নে ক্রুশ-বিদ্ধ স্থানটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নমিতা বলিল, "ছুরী ভিন্ন গতি নাই। হাঁস্‌পাতালে এখন এঁদের কাউকে পাওয়া যাবে কি ? আমাদের স্মিথ্ কোথায় ?"

স্বরসুন্দর বলিল, "তিনি এইমাত্র একটা 'কল' থেকে ফিরে কুঠিতে গেছেন।"

ন। আচ্ছা, তা'হলে তাঁকে এখন জ্বালাতন করা টা ত······।

স্বরসুন্দর। কিন্তু না হলে উপায় কি ? হাঁস্-পাতালে এখন শুধু সত্যবাবুকে দেখে এসেছি ; কিন্তু তাঁর চোখ ভাল নয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছুরী ধর্‌তে তিনি রাজী হবেন কি ?—হয় ত, ডাক্তার মিত্র ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তিনি আপ্‌নাকে অপেক্ষা কর্‌তে বলবেন্। আহা-হা, ওখানটা থেকে রক্ত গড়াতে আরম্ভ হোল ! দাঁড়ান্ ; আমার এই রুমালটা দিয়ে—।"

ব্যস্ত উৎকণ্ঠিত স্বরসুন্দর, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ধব্‌ধবে পরিষ্কার অল্পমূল্যের একটি ছোট রুমাল বাহির করিয়া নমিতার ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিতে গেল ; কিন্তু নমিতা

কুণ্ঠিতভাবে পিছু হটিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ক্ষমা করুন্।"

সুরসুন্দর থমকিয়া দাঁড়াইল; ক্ষণমধ্যে তাহার বিশাল আয়ত নয়নে ক্ষোভোত্তেজিত ভৎর্সনা-বিদ্যুদ্দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল। স্থির তেজস্বী কণ্ঠে সে সবেগে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নিও আমায় ক্ষমা করুন্।—কিন্তু মিস্ মিত্র, আজ এখানে চুপ করে থাক্‌বার সাধ্য আমার নাই। আপ্‌নারা কি মনে করেন, জানি না;—কিন্তু অন্তর্য্যামী সাক্ষী, মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, বিশ্বাস করুন্, আমি আপ্‌নাদের নিজের সহোদরা ছাড়া আর কিছুই মনে কর্‌তে পারি না, পার্‌বো না!—"

শেষকথাটা সুরসুন্দর এমন জোরে উচ্চারণ করিল যে, বোধ হইল, তাহার স্ফীতবক্ষের ফুস্‌ফুস্ ফাটিয়া তাহার মর্ম্মনিহত শক্তি-তেজস্বিতা প্রচণ্ড বেগে ঠেলিয়া উঠিয়া যেন কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া বজ্র-ঝঙ্কারে ব্যক্ত হইয়া পড়িল!

কাহারও চড়া আওয়াজের ঝাঁঝালো কথা কোনও দিন নমিতার কানে শ্রুতি-সুখকর বলিয়া ঠেকে নাই; কিন্তু আজ এইখানে, এই তীব্র কঠিন তিরস্কার-শব্দ—ইহা শুধু কাণে নহে,—একেবারে প্রাণের উপর গিয়া গম্ভীর ভৈরব রাগের দৃপ্ত-মূর্চ্ছনায় সজোরে বাজিল! —কাণ বুঝিল, ইহা কৌশলাভ্যস্ত কণ্ঠের প্রবঞ্চনা-বাণী নহে! প্রাণ চিনিল—ইহা প্রাণের নিষ্ঠাপূত আবেগে উৎসারিত—অকপট সত্য!

ধ্বক্ করিয়া হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার চরম আঘাতে মুক্ত করিয়া, পরম পুরস্কারের প্রসাদ আনিয়া নমিতার অন্তরে পৌছিল। বিশ্বাসে শ্রদ্ধায়, সম্মানে, আনন্দে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া গেল। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সঙ্কোচ-জড়তা এক ঝাপ্টায় অন্ধকারে দূর করিয়া দিয়া, গভীর আশ্বাসে শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া নমিতা বলিল, "দিন্ রুমাল;—না না, আপ্‌নিই বেঁধে দিন্।"

নমিতা সাবধানতার চেষ্টা ভুলিয়া, যন্ত্রণার আশঙ্কা ভুলিয়া, ত্রস্তে বামহাতখানা সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া, আস্তিনের বোতাম খুলিয়া জামা গুটাইয়া লইল। সুরসুন্দর প্রসন্ন-বদনে, মর্ম্মস্পর্শী স্থিরদৃষ্টিতে একবার নমিতার সেই দৃঢ়, প্রশান্ত, মহত্ত্ব ও গরিমায় উজ্জ্বল, তরুণ, সুন্দর মুখের পানে চাহিল; তারপর কোনও কথা না বলিয়া, দৃষ্টি নামাইয়া, নতশিরে তাহার হাতের রক্ত মুছাইয়া রুমাল বাঁধিতে মনোযোগী হইল।

সুশীল এতক্ষণ ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নির্ব্বাক্ ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়াছিল। এইবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, এক ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া, সাগ্রহে আশান্বিত মুখে বলিল, "ঐ যে,—ডাক্তারবাবু, প্রমথবাবু আস্‌ছেন!"

নমিতা দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল;—সুরসুন্দরও হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল,—হাঁ, ডাক্তার মিত্রই বটে। তিনি শব-ব্যবচ্ছেদাগার হইতে ফিরিতেছেন; হাতে পেন্সিল ও 'নোট-বুক' রহিয়াছে। তিনি অশোভনীয় গর্ব্বোদ্ধত ভঙ্গীতে অতি-মাত্রায় ছাতি ফুলাইয়া, ক্রূর-কঠোর তাচ্ছীল্য-ব্যঞ্জক ভাবে, আকর্ণ-ভ্রুকুঞ্চিত-ললাটে, দৃষ্টিতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংস্র জালাময় ঈর্ষা ভরাইয়া,

প্রখর কটাক্ষে নমিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন ;—বেশ ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া !—বোধ হয়, জুতার শব্দ হইবার ভয়ে ! তিনি ও-দিকের মোড় হইতে এইরূপভাবে সন্তর্পণে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে, বোধ হয়, পঁয়তাল্লিশ হাত রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন ; এবং এখন রহিয়াছেন মাত্র দশহস্ত-ব্যবধানে !—কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার চলিবার কৌশল ! রাস্তার এ মোড়ে দণ্ডায়মান এই তিনটি প্রাণীর কেহই এতক্ষণ তাঁহার আগমন-সংবাদটুকু আদৌ জানিতে পারে নাই !—এবং বোধ হয়, তিনি ঐ রূপে চলিতে চলিতে পাশে আসিয়া না উপস্থিত হইলে কেহ তাহা জানিতেও পারিত না, যদি সুশীলের দৃষ্টি-চাঞ্চল্য-ব্যাধিটুকু মাঝখানে না জুটিত !

নমিতার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র ক্ষণমধ্যে ডাক্তার জুতার 'ডগে' ভর দিয়া চলা ছাড়িয়া বেশ সহজ ভাবে গোড়ালিটা-শুদ্ধ মাটিতে পাতিলেন। তারপর ও-পক্ষের শিরোনমন শিষ্টাচারটুকুর উত্তরে পরিপূর্ণ অবজ্ঞার সহিত নোটবুকের কোণ-দ্বারা ডান চোখের উপরস্থ টুপীর প্রান্তটুকু ঈষৎ ঠেলিয়া উঁচু করিয়া শিষ্টাচার জানাইলেন। মুখখানা আসন্ন-বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত অন্ধকার করিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, ব্যস্ত ও গম্ভীরভাবে টক্ টক্ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। নমিতার হাতের অবস্থাটা যে তিনি দূর হইতে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী না থাকিলেও, তিনি কিন্তু সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, অম্লান-বদনে, ঘাড় ফিরাইয়া—না দেখিতে পাওয়ার ভানে—যখন স্বচ্ছন্দে বিপন্নকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন অতিবড় নির্লজ্জও তাঁহার কাছে সাহায্য-প্রার্থনায় কুণ্ঠা-কাতর হইতে বাধ্য !......নির্ব্বাক্ নমিতা অধোবদনে ক্ষত-মুখের শোণিত-নিঃসারণ দেখিতে লাগিল। পাছে সুশীল কি সুরসুন্দরের সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া যায়,—পাছে তাহাদের কোনরূপ অপ্রসন্ন মুখভাব চোখে ঠেকিয়া চক্ষুকে পীড়া দেয়, সেই ভয়ে নমিতা চোখ তুলিল না।

সুশীলের বাঙ্‌নির্গম হইল না ; কতকটা বিস্ময়ে—আর কতকটা ভয়ে ! পাছে সত্যের খাতিরে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করার ফলে, দিদির কাছে ভৎর্সিত হইতে হয়, সেইটুকু শঙ্কা ছিল !

শুধু চুপ্ রহিল না, সুর সুন্দর।—ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া, সে সাহায্য-সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হইয়া বিনা বাক্যে তাড়াতাড়ি রুমালটি খুলিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিল !—এখন ডাক্তারকে ততোধিক নিঃশব্দে নিশ্চিন্তভাবে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া, সে প্রথমটা সত্যই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল ! বাহিরের লোক নহে, অন্য কেহ নহে।—নমিতা মিত্র উঁহাদেরই অব্যবহিত-নিম্নস্থানীয়া শুশ্রূষাকারিণী, সহকারিণী।—তাহার সহিত ব্যবহারেও কি ডাক্তার-বাবু, ব্যবসাদারী চালে চলিবেন ?—দুর্ব্বোধ্য-বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া সুরসুন্দর বলিল, "এ কি! উনি চলে গেলেন! কেন?...... কই! না, আপনার সঙ্গে ত ওঁর কিছু মনো-মালিন্য ঘটে নাই ! পাচকের কথা ?—না না, তাতো জানেন না ! তবে ?......ওহো-হো, তবে বুঝি—?"

সহসা সংশয়ান্বিত তথ্য মনের মধ্যে তীব্র সত্যে নিষ্কাশিত হইয়া গেল। ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ ভাবে সুরসুন্দর বলিল, "তবে বুঝি, আমার জন্যে?—হাঁ, ঠিক, আমিই ত!—উনি যে আমার সঙ্গে কথা-পর্য্যন্ত ক'ন্ না।"

নমিতা নতশিরে চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া, সুরসুন্দর ম্লান হাসি হাসিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল ও আপন মনেই বলিল, "এমন দরকারী সাহায্যের সময়ও উনি বিমুখ হ'লেন, শুধু ছেলে-মানুষী রাগটুকু বড় করে? বড় পরিতাপের বিষয়! ছিঃ!"

এবার নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল। কণ্ঠস্বরে তীব্র জোর ঢালিয়া দৃঢ় পরিষ্কার স্বরে বলিল, "না 'ছি' বল্‌বেন না। এ যা হোল, 'ছি' বল্‌বার বাইরে! মূর্খের বুদ্ধিদোষ ক্ষমার্হ, কিন্তু শিক্ষিতের নয়। আমার এই তুচ্ছ সাহায্যটুকু না করার জন্য ওঁর ওপর আমি কিছুমাত্র রাগ রাখ্‌তে চাই নে; বরং ওঁর কাছে যে সাহায্য নিতে হোল না, এর জন্যে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ওঁর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি বলুন্ দেখি! আমার সঙ্গে কিছুমাত্র শত্রুতা না থাকাতেও উনি যখন এ-রকম ব্যবহার কর্‌তে কুণ্ঠিত হলেন না, তখন যার সঙ্গে বাস্তবিকই কিছু মনান্তর ঘটেছে, সে যদি কোনও সময় সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়ায়,—তা হ'লে? তা হ'লে তখনও উনি এমনি ভাবে নিজের শিক্ষার মর্য্যাদা ভুলে, মানুষের কর্ত্তব্য ভুলে তার সম্বন্ধেও এমনি ব্যবহার কর্‌বেন!...... একে কি বল্‌বো? আত্মসম্মান-রক্ষা? না, দম্ভ অভিমানের অন্ধপূজা?"

জলন্ত লৌহের উপর হাতুড়ীর সজোর আঘাত বাজিলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া উঠে, নমিতার ভিতর হইতেও কথাগুলা ঠিক্ তেমনই ভাবে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইল। —এবং যাহার উদ্দেশ্যে বলা হইল, তাহাকে না পাইয়া সেগুলা যেন লক্ষ্য ডিঙ্গাইয়া, সবেগে ছুটিয়া আসিয়া সুরসুন্দরের মাথায় আঘাত করিল। সুরসুন্দর ঘাড় হেঁট করিয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "না, আমি স্মিথের কাছেই চল্‌লুম। আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে না; আপ্‌নি হাঁস্‌পাতালে যান্। সুশীলকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।"

ঈষৎ হাসিয়া মুখ তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনি কি আমার ওপরেও অবিচার কর্‌তে চান্? করেন করুন; কিন্তু আমার 'ডিউটী'র সীমা 'হাঁস্‌পাতাল গ্রাউণ্ডে'র মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা আমি জানি। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন কোর্‌বো, বাধা দেবেন না।"

সুশীলের দিকে চাহিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সুরসুন্দর বলিল, "দাদা বাড়ী যাও, কিছু ভাব্‌না নেই; আমি এখনি দিদিকে সঙ্গে করে এনে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না না, ও সঙ্গে আসুক; না হলে বাড়ী গিয়ে গোলমাল করে এখনি সবাইকে ভাবিয়ে অস্থির কর্ব্বে। সঙ্গে থাক্‌লে, সে দায়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো—।"

সুরসুন্দর বলিল, "তবে এস সুশীল—।"

তিনজনে স্মিথের কুঠির দিকে দ্রুতপদে চলিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

কে তুই আমার ?

১

কে তুই আমার ?
কেমনে প্রকাশি ক'ব,
তুই যে আমার সব,
তুই যে আমার যাদু, কত সাধনার !
তুই সে দেবের স্মৃতি,
তুই মোর সুখ-প্রীতি,
স্বর্গ-মোক্ষ-ফল তুই কত তপস্যার !

২

কে তুই আমার ?
তুই যে সর্ব্বস্ব ধন,
তুই মোর প্রাণ মন,
সংসার-মরুভূ-মাঝে সুরভি মন্দার !
ক্ষণে না হেরিলে তোরে,
মরমেতে যাই মরে,
আঁধার নিরখি যাদু, এ বিশ্ব-সংসার !

৩

কে তুই আমার ?
অন্ধের নয়ন-মণি,
কাঙ্গালের রত্নখনি
নন্দনের পারিজাত, তুই রে আমার !
তুই হৃদয়ের যন্ত্র,
তুই মোর মূল মন্ত্র,
হৃদয়ী বীণায় তুই রাগিণী-মল্লার।

৪

কে তুই আমার ?
আঁধারে আলোক-ধারা,
তুই মোর ধ্রুবতারা,
তাপিত হৃদয়ে তুই শান্তি-সুধাধার।
বিধি যেন দয়া করে,
চিরায়ু করেন তোরে
সদা এই ভিক্ষা যাচি পদে বিধাতার।

৫

শুভ জন্ম দিনে তোর কি দিবরে আর ?
ধর শুভ আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক্ মন-সাধ
হৃদয়ে বহুক্ সদা শান্তি-পারাবার।
হে বিভো ! মঙ্গলময়,
অভাগী কাতরে কয়,
শুভাশিস্ শিরে সদা ঢাল বিরজার।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

আলোক—

এ ভগ্ন বীণায় কাহার রাগিণী
বাজিল মধুর তানে !
স্বরগের সুধা বরষা-ধারায়
জুড়ায়ে তাপিত প্রাণে !
আঁধার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ
আশার আলোক হেরি !
করুণার দান দিয়েছে এ দীনে
ওহে দয়াময় হরি !

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লুটাই চরণে
নয়নে প্রেমাশ্রু-ধার !
আকিঞ্চনে দয়া বিতরিছ প্রভু,
করুণা তব অপার !
ভগন কুটিরে নবীন আলোক
এনেছ হৃদয়-মণি !
মায়ের বাছনি, বাপের দুলাল,
ও মুখ মণির খনি !

মধুমাখা মুখে একটি চুম্বনে
হরিল প্রাণের ক্ষুধা,
অতৃপ্ত নয়নে মেটে না যে আশ
হেরিয়ে আলোক-সুধা!
মুনি-মনোনীত নন্দন-শোভিত
মোর হৃদয় আগার,

স্বরগ হইতে এল আচম্বিতে
নির্ম্মাল্য এ দেবতার!
থেক চিরদিন মায়ের অঙ্কেতে
উজল করিয়ে জ্যোতি,
তোরে জগদীশ মঙ্গল ধারায়
আশিস্ করুন্ নিতি।

শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী

মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক দৃশ্য।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমরা খুব কমই নিজেদের দেশের মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার প্রথম কারণ এই যে, আমেরিকাতে যত স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, এদেশে তাহা তত নাই। যখন আমরা সেই স্বাধীন রাজ্যের "ডানা-কাটা" পরীদের সহিত "At-home", "Ball-dancing", "Peanut Banquet", "Epworth league" প্রভৃতিতে মিশিতাম, তখন সেই দেশের নারীরা অত্যন্ত মেশা-মিশি সত্ত্বেও তাঁহাদের সরলতা ও পবিত্রতাকে কিরূপে রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহাই আমাদের নিকট প্রথম আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি সামাজিক দৃশ্য পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট অগ্রে বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছি।

আমেরিকার State University গুলি Co-educational অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নহে। সেখানে যুবক-যুবতী সকলেই সমান শিক্ষালাভ করেন, সকলেই একত্রে Lecture শুনিয়া থাকেন, একত্রে Laboratoryতে কাজ করেন, Oratorical বা debating contestতে পক্ষ গ্রহণ করেন। যখনই কোনও একটী "At-home of social night" হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের অপেক্ষা কার্য্যে বেশী উদ্যোগিনী হ'ন্।

ক্যানেডায় থাকিতে (Toronto) টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের "At-home"এ কয়েকবার গিয়াছিলাম। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী dormitory (অর্থাৎ ছাত্র ও ছাত্রীদের বাসগৃহ) আছে;—একটী ছাত্রদের জন্য, আর একটী ছাত্রীদের জন্য। ছাত্রীদের dormitoryতে একটি প্রকাণ্ড Reception room (অর্থাৎ অভ্যর্থনা-গৃহ) আছে এবং কতকগুলি cosy corner (অর্থাৎ নির্জ্জনে বসিয়া গল্প করিবার স্থান) আছে। প্রত্যেক পাক্ষিক শুক্রবারে ছাত্রীরা ছাত্রদের "at-home"তে নিমন্ত্রণ করেন

সে দিবস আমরা প্রায় ৩০০ছাত্র ঠিক রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে মেয়েদের dormitoryতে পৌঁছিয়া দেখি যে, আমাদের কতিপয় ছাত্র বন্ধুরা সেখানে 'Introducing Committee' নামে এক একটী চিহ্ন বুকের উপর আঁটিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতেছেন। আমরা কতিপয় ছাত্রীদিগকেও ঐরূপ চিহ্ন বুকে লাগাইতে দেখিয়াছি। সকলকে পরস্পরের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়াই ইঁহাদের কার্য্য।

আমরা Dormitoryর আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে, আমাদিগকে একখানি করিয়া ছোট খাতা ও পেন্সিল বিতরণ করা হইল। নিম্নে একখানি ছোট খাতার অবিকল নকল দেওয়া হইল :—

"AT-HOME.

Names Rendezvous

1. Orchestra
   Waltz—Take me out to the ball game.
2. "Tell her" Barry.
3. Orchestra
   Intermezzo—Red-wings.
4. "It was a lover and his lass."
5. Orchestra
   Two-step-society swing.
6. "When the heart is young"—Bnck
7. Orchestra
   Waltz—My lady daughter.
8. "Since first time I met thee" Rubenstead.
9. Orchestra
   Selection—Apple Blossom.
10. "Oh, hush thee my baby" Sullivan.
11. Orchestra selection —Egyptian waltzes.
12. 'The Battle Eve"—Bonheur.

Information.

For concert numbers kindly assemble in the Gymnasium as promptly as possible, as the door will be closed five minutes after close of preceding promenade.

Refreshment in Dining Hall from 10 P.M.

Promenades 10 mnutes.

Cars will be in waiting at close."

(অর্থাৎ সম্মিলিত সঙ্গীতের সময় কুস্তির আখ্ড়াতে যত শীঘ্র পারেন সকলে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সমবেত হইবেন, যে-হেতু দরজা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বচ্ছন্দভ্রমণের পাঁচ মিনিট পরে বন্ধ করা হইবে। রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে আহারের ঘরে জলযোগের আয়োজন করা থাকিবে। একটী মহিলাকে লইয়া দশ মিনিটের বেশী কেহ স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণাদি করিতে পারিবেন না। "At home"এর পরে ট্রাম-গাড়ী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে।)

যে সমস্ত ছাত্রীরা ছাত্রদের সহিত "অল্প-ক্ষণের জন্য বেড়াইতে ও গল্প করিতে চান," তাঁহাদের নাম খাতায় সহি করান হয় ও নির্দ্দিষ্ট মিলন-স্থানের কথাও লিখিতে হয়। ছাত্রেরাও তাঁহাদের নিজেদের খাতায় ছাত্রী-দের নামও সহি করাইয়া লন। এইরূপে ঐ খাতা সকলকে বিতরণ করা হইলে, একটী অধিকবয়স্কা মহিলা একটী শৃঙ্গ বাজান এবং তৎক্ষণাৎ প্রায় ৬০০ যুবক ও যুবতী পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য "হলে"র চারিদিকে ছুটাছুটী করেন। প্রত্যেক খাতায় অন্ততঃ ১২ জনের নাম সহি করা যাইতে পারে।

আমরা এমনও দেখিয়াছি যে, যে সমস্ত যুবক ও যুবতী অত্যন্ত লাজুক ও লজ্জাশীলা,

তাঁহারা তাঁহাদের খাতায়, হয়ত, দুই-তিন জন partner বা অংশীর নাম মাত্র সহি করাইয়া রাখিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ সে রাত্রে সে সময়ে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তাগুলি শুনিতে পাইতেন :—"মহিলাগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া ভিড় করিবেন না ;" "সরে চলুন, লজ্জা করিবেন না ;" "আপনি যাহার সহিত স্বচ্ছন্দে বেড়াইবেন ও আলাপ করিবেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন ?" "মিস্! আপনার কি বারটা নামই সহি হইয়াছে ?" "না ; আমার ৩নংটা এখনও খালি আছে।" ইত্যাদি।

দশ মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজান হইত, এবং তদনুসারে আমরা আমাদের partner বা অংশীর পরিবর্ত্তন করিতাম। এইরূপে যে যুবক ও যুবতী লাজুক নহে, তাহারা অনায়াসে বার জনের সহিত স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ ও আলাপ-পরিচয়ের আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা লাজুক তাঁহাদের সময়টা ভাল-রূপে কাটে না।

আমি যে রাত্রে প্রথম "at-home" এতে যাই, সে-রাত্রের গল্পটা একটু বলি। প্রথম রাত্রে আমি আমার স্বভাবানুসারে বড়ই লাজুক ছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘন ঘন যাওয়া আসা করাতে আমার সে লজ্জা দূর হইয়াছিল। প্রথম "at-home"এর রাত্রে আমি কোনও ছাত্রীকেই আমার সহিত ভ্রমণ ও আলাপ করিতে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। আমার সমকক্ষবাসী (room-mate) দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আমি লাজুক বালকদিগের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া আছি। তখন তিনি তাঁহার সঙ্গিনীকে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন :—"সিংহ! ব্যাপারটা কি? তুমি কি একটিও মেয়ের সহিত আলাপ করিতে পারিলে না?" আমি তদুত্তরে বলিলাম, "না ; তোমাকে ধন্যবাদ! কিন্তু এরূপ সমাজিক জীবন আমার কাছে নূতন লাগি-তেছে। আমি কখনও আমাদের দেশে এভাবে মেয়েদের সহিত মিশিতে শিক্ষা পাই নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার বন্ধুটি তাঁহার সঙ্গিনীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন :—"You take care of my lady, Sinha! I am going. If you don't treat her all right, I shall dump your bed to-night." (অর্থাৎ, "সিংহ! তুমি এই মহিলার যত্ন কর, আমি এখন যাইতেছি। যদি তুমি তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার না কর, আজ রাত্রে তোমাকে বিছানা হইতে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিব।) এই কথাতে আমরা আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন সেই নিম্নগণ্ড ও ক্ষীণমধ্যা যুবতী আর কোনওরূপ দ্বিধা না করিয়া তাঁহাদের প্রথানুসারে আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমার সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমার অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "সিংহ! তুমি আমাদের মেয়ে-দের সহিত বেড়াও, ইহা আমরা পছন্দ করি না। আমরা যখন ভারতবর্ষে যাইব, তখন কি তোমাদের দেশের মেয়েরা আমাদের সহিত ঐরূপে বেড়াইবেন?"

তারপর ঠিক্ যখন রাত্রি দশটা বাজে, তখন প্রত্যেক যুবক তাঁহার Partnerকে

সঙ্গে লইয়া খাইবার ঘরে কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য আসেন। সেই সময় ক্যানেডার চাকরাণীরা পরিবেশনের জন্য খুব ব্যস্ত থাকে। জলযোগের পর সব ছাত্র ও ছাত্রী, অধ্যাপক এবং তাঁহাদের পত্নী,—সকলে, একজন পুরুষ ও আর একজন নারী, পরস্পরের হাত ধরিয়া কতিপয় circle বা বৃত্ত রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গান গাহিয়া সে রাত্রের "at home"এর কাজ শেষ করেন :—

"Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind ?
Should auld acquaintance be forgot,
And days of auld lang Syne ?"

* * *

এইবার পাঠকপাঠিকাগণকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দৃশ্য দেখাইতে লইয়া চলি। আমরা ইলিনয় কৃষি-সমিতির সভ্য। আমরা বৎসরে চারিবার মাত্র Social nightএর আয়োজন করিতাম। আমরা ঐ চারি রাত্রে "House hold Science Club"এর সমস্ত মহিলাদের নিমন্ত্রণ করিতাম। উক্ত ক্লাবের সমস্ত মহিলাদের নামের তালিকা ও তাঁহাদের বাড়ীর ঠিকানা-লেখা কাগজ "Ag-club" (অর্থাৎ আমাদের ক্লাব) এর Social-night যেদিন হইবে সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের ক্লাবের সভ্যদের নিকট পাঠান হইত। ঐ তালিকা হইতে প্রত্যেক সভ্য যে কোন একটি মহিলাকে বাছিয়া লইবেন ; তাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বে থাকুক্ বা না থাকুক্। যিনি যাঁহাকে বাছিয়া লইবেন, সেই মহিলা সেই সভ্যের জন্য "reserved" বা নির্দ্দিষ্ট থাকিবেন। তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক সভ্যকে নিজের নিজের নির্ব্বাচিতা মহিলাকে ক্লাবে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে হইবে।

একদিন সন্ধ্যায় আমাকে একটী ঐরূপ অচেনা যুবতীকে ক্লাবের নিমন্ত্রণে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতে হইয়াছিল। তিনি বেশ নিঃসঙ্কোচে একাকী আমার সহিত বাটী হ'তে বাহির হইলেন। আমি তাঁহাকে ক্লাবে অতিযত্নের সহিত আহার করাইয়াছিলাম। আমরা ভারতবর্ষে কোনও মহিলাকে কি ঐরূপ করিয়া ক্লাবের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ তাঁহার বাটী হইতে আনিতে সাহস করিতে পারি !

একবার আমি আমেরিকার একটী ধর্ম্মপ্রচারকের স্ত্রীকে গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলাম :—"আমি আমেরিকাকে ভালবাসি। তাহার স্বাধীনতা অতিচমৎকার। কিন্তু আপনার মেয়েরা প্রত্যেক রাত্রে একাকী "অপেরা হাউসে," "কাফে" এবং অন্যান্য আমোদের স্থানে যান, আমি ইহা পছন্দ করি না। আপনি কেন ঐরূপ প্রশ্রয় দেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "যে-হেতু আমরা আমাদিগের কন্যাদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেইজন্য। যদি আমরা তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে তাহারা কখনও রক্ষকের সঙ্গ ছাড়া বাটীর বাহির হইবে না। এই বিষয়টী দুইদিক দিয়া দেখিতে হইবে। মিঃ সিংহ, মার্কিন মেয়ে মানুষ করিবার দুইটী উপায় আছে। আমরা আমেরিকান্ honour-systemকে বিশ্বাস করি ; এবং কার্য্যতঃ দেখিয়াছি যে, অধিকাংশ স্থলে ইহাতে ভাল

ফল ফলিয়াছে। আমি আশা করি, আপনি ভারতবর্ষে ফিরিলে এই প্রথা সেখানে প্রচলিত করাইতে চেষ্টা করিবেন। উক্ত মহিলাটীর উত্তর যুক্তিসঙ্গত কি ?

Household Science ক্লাবের মহিলাগণও "ag-club"এর সমস্ত সভ্যগণকে চারিটী সান্ধ্য-সম্মিলনে" নিমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Women's Buildingএ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা ভালরূপ তালিকা প্রস্তুত করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingএ প্রবেশ করিলে মহিলারা ছোট ছোট কাগজ আমাদের সকলকে বিতরণ করিলেন। ঐ সমস্ত কাগজে দেশের ও রাজ্যের নাম লেখা আছে। মহিলাগণও এরূপ ছোট ছোট কাগজ লইয়া থাকেন। তবে, তাঁহাদের কাগজে দেশের ও রাজ্যের রাজধানীর নাম লেখা থাকে। মনে করুন, আমি পুরুষ মানুষ সেইজন্য আমি "New York" লেখা এক টুকরা কাগজ পাইলাম। আমার যিনি Partner বা সঙ্গিনী হইবেন সেই মহিলাটির কাগজে New Yorkএর রাজধানী Albanyর নাম লেখা থাকিবে। ভূগোল পড়া না থাকিলে এইরূপ সান্ধ্য-সম্মিলনে আনন্দ উপভোগ করায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

এক্ষণে যে মহিলাটি "Albany"-লেখা কাগজ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে আমাকে ভিড়ের মধ্যে ফিরিতে হইবে। ঐ মহিলাটীও ইতোমধ্যে "New York" লেখা কাগজ হাতে করিয়া যে পুরুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে ফিরিবেন। তারপরে আমি যখন আমার সঙ্গিনীকে খুঁজিয়া পাইব, তখন তিনি আমাকে 'laboratory of Kitchen', মেয়েদের ব্যায়ামের আকৃড়া প্রভৃতি স্থানে লইয়া ভ্রমণ করিবেন। ইতোমধ্যে 'হলে' Vocal Solo, Piano Solo বা কিছুর আবৃত্তি হইতে থাকিবে। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগের পর প্রত্যেক অভ্যাগত ব্যক্তি নিজের নিজের সঙ্গিনীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে যাইবেন।

আমার আর একটি রাত্রের সামাজিক নিমন্ত্রণের কথা মনে আছে। ইহা ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Graduate School Club' এর সভ্যরা করিয়াছিলেন এবং ইহার সভ্য আমিও কিছুকাল ছিলাম। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের President (অর্থাৎ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের মত ব্যক্তি), Graduate Schoolএর সকল ছাত্র ও ছাত্রী এবং Graduate Schoolএর সমস্ত অধ্যাপক উহাতে নিমন্ত্রিত হ'ন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingতে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা দেখি যে, আট-দশটী মহিলা 'পিন্' ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Official blank cardগুলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রত্যেক অভ্যাগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক একটি কার্ড ও একটি পিন্ লইবেন এবং কার্ডের নিম্নলিখিত স্থানগুলি পূর্ণ করিবেন :—

"Name...

Name of your Alma Mater...

Name of your local College..."

এই সকল পূর্ণ করা হইলে কার্ডখানিকে কোটের বা জ্যাকেটের সাম্নের দিকে পিন্ দিয়া আট্কাইয়া রাখিতে হইবে। এরূপ

করার উদ্দেশ্য যে, আপনি বা আমি কে, তাহা কার্ড পড়িয়া বুঝিতে পারা যাইবে। এখানে কেহ কাহাকেও পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য নাই। এখানে নিজে নিজেই আলাপ-পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

আমরা ভিড়ের মধ্যে যাই এবং নিজ নিজ নাম বলি :—"Sinha is my name ; let me read your name.—Miss Mc Taggart. Is that the way you pronounce your name?" তিনি বলিলেন, "Yes, sir ; glad to meet you." এইরূপে ছাত্র-ছাত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট পরিচিত হইয়া থাকেন।

তারপর Graduate School Clubএর কোনও না কোনও সভ্য কোনও না কোনও বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সর্ব্বশেষে জনতা নাচের ঘরের দিকে যাইবে। সেখানে একটি পুরুষ অধ্যাপক এবং তাঁহার একটি ছাত্রী, একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী, একটি স্ত্রীলোক ও অন্য স্ত্রীলোকের স্বামী যুগলনর্ত্তন আরম্ভ করিবেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক নাচের পর আনন্দ-ধ্বনি হইয়া থাকে, তাহার পর নিম্নলিখিত গানটি করিয়া সে রাত্রের কার্য্য শেষ করা হয় :—

"You meet her on the campus,
You meet her in the hall,
You meet her in the class-room,
At a lecture or a ball.
"She's numerous as to number,
She's varied as to name,
And yet where'er she may appear,
You know her just the same.

Chorous,
"O College Girl—the Girl of Illinois,
O College Girl,she's loyal and true to the Orange and Blue,
O College, College Girl—the Girl of Illinois,
The witching spell she wields so well,
There's nothing can destroy.
O College, College, Girl, chockfull-of-knowledge Girl,
The fascinating, captivating Girl of Illinois.'

এক্ষণে আমি আমার পাঠকপাঠিকাগণকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি ? -- এইরূপ সামাজিক দৃশ্য-সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন ? এইগুলি কি শিক্ষার অংশ নয় ? আপনারা কি মনে করেন যে, আমরা আমাদের চরিত্র কলুষিত করিয়াছি, যেহেতু ঐ সমস্ত মেয়েদের সহিত ঐরূপভাবে মিশিয়াছিলাম ? শেষ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি—"না, তাহা আদৌ নয়।" আমরা যে St. Petersburg, Gottingen, Cambridge, Tokyo, Peking, Harvard, Boston, Wisconson, Leland ও Standford প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এইজন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে নানাবিধ ভাবোদ্দীপক যুবক ও যুবতীদের সহিত মিশিয়া ও নানাবিষয়ে আদান প্রদান করিয়া,আমার মনে হয়, আমরা একটু উদার হইয়া ও হৃদয়টীকে একটু বিস্তৃত করিয়া দেশে ফিরিয়াছি। এইরূপ মিলন শিক্ষাদায়ক এবং আনন্দজনক, ইহা আমার বিশ্বাস। অবশ্য, লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কেহ হয় তো বলিবেন যে, আমাদের মতগুলি শিষ্টজনোচিত নহে, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

তপস্যা।

(উপন্যাস)

(১)

কলিকাতার চোর-বাগানে একটী সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য হর্ম্ম্যের দ্বিতলস্থ কক্ষে বসিয়া অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ একখানি সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলেন। কক্ষটী সুন্দর, সুপ্রশস্ত এবং আধুনিক প্রথায় সজ্জিত। কক্ষটী দর্শন করিলে গৃহস্বামীর রুচি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কক্ষতল বহুমূল্য 'কার্পেটে' মণ্ডিত, কক্ষগাত্র নানাবিধ সুন্দর ও সুবৃহৎ চিত্র-ফলকে শোভমান এবং মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য বৈদ্যুতিক আলোকাধার কক্ষের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মর-প্রস্তরের বৃহৎ টেবিল। টেবিলের উপরে বিস্তর পুস্তক, 'অ্যালবাম্', মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি অসুবিন্যস্তভাবে পড়িয়া ছিল। টেবিলের চতুঃপার্শ্বে স্প্রীংয়ের গদীযুক্ত কতকগুলি মূল্যবান্ কেদারা। অবিনাশবাবু একখানি কেদারায় বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। কতকগুলি ছোট ছোট বালক-বালিকা সেই কক্ষ-মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময় একজন অনিন্দ্য-সুন্দর-কান্তি যুবা কক্ষের দ্বারদেশে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র বালক সহাস্য আস্যে একটী বালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলে লাবি, দামাই-বাবু এতেতে লে, দামাই-বাবু!"

বালিকা বলিল, "ধেৎ! দামাইবাবু বুঝি? জামাই বাবু!"

বালককে এইরূপ শিক্ষা দিয়া, একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, একরাশি কাল কোঁকড়া কেশের গুচ্ছ দুলাইয়া, গাল-ভরা হাসি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া যুবকের হস্তধারণ করিয়া বলিল, "দেখুন জামাইবাবু! খোকা জামাইবাবু-বল্‌তে পারে না;—দামাই বাবু বলে! ছেলে মানুষ কিনা!" সে এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিল। অবিনাশবাবুকে সম্বোধন করিয়া বালিকা বলিল, "বাবা! জামাইবাবু এসেচেন।"

অবিনাশবাবু পাঠে নিযুক্ত চক্ষু না তুলিয়াই বলিলেন, "বোস।" যুবক সে আদেশ পালন করিলেন না; তিনি নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুবকের বদনমণ্ডল উদ্বেগপূর্ণ;—যেন কিছু ক্রোধব্যঞ্জক; এবং তাহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব প্রতীয়মান হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অবিনাশবাবু সংবাদ-পত্রখানি সরাইয়া রাখিয়া, চক্ষু হইতে চশ্‌মা-যোড়াটী খুলিয়া তাহা বস্ত্রাগ্রভাগ-দ্বারা মুছিতে মুছিতে যুবককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "কবে কল্‌কাতায় এলে?"

যুবক। আজই এসেছি।

অবিনাশবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হুঁ!" তাহার পর তিনি টেবিলের উপর হইতে একখানি পুস্তক লইয়া ক্রমান্বয়ে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। যুবক তদ্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন কি বলি বলি করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবিনাশবাবু এইরূপ

পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে "বাবুলাল" বলিয়া ডাকিবামাত্র, "জী" বলিয়া উত্তর দিয়া একজন হিন্দুস্থানী বালক ভৃত্য আসিয়া দর্শন দিল। অবিনাশবাবু বলিলেন, "যা বাড়ীতে বল্‌গে যা, জামাই বাবু এসেছেন।" "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া ভৃত্য সেলাম ঠুকিয়া আদব্-কায়্‌দা জানাইয়া প্রস্থান করিল।

যুবকের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি দ্বারা এক-খানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া অবিনাশবাবু বলিলেন, "বোস না।"

এবারে যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করিলেন। বালক-বালিকাগণ তাহাদের ইচ্ছামত প্রশ্ন করিয়া যুবককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। যুবক তাহাদের কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া তাহাদের কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন ও তাহার পর অবিনাশবাবুর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বিনয়-নম্র বচনে বলিলেন, "আমি ওদের আজ নিয়ে যেতে এসেছি।"

অবিনাশবাবু কাগজ পড়িতেছিলেন; মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "কা'দের?"

যুবক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ বিনীতভাবে বলিলেন, "ওদের।"

অবিনাশবাবু এবার যুবকের দিকে চাহি-লেন; চাহিয়া অবজ্ঞাভরে তিনি বলিলেন, "কা'কে?—লিলীকে?—সে দিন ত তোমার বাপ্ এসেছিলেন—। আমি ত বলে দিয়েছি এখন পাঠান হবে না!"

ক্রোধে যুবকের বদনমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল; তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন, "যখনই নিয়ে যাবার কথা হয়, তখনই আপনি বলেন, 'এখন পাঠান হবে না।' এটা আপনার উচিত নয়।"

অবিনাশবাবু একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার কি উচিত কি অনুচিত, তা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি! আমার মেয়ে, আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন পাঠাব। কারোও হুকুম তামিল করতে আমি বাধ্য নই।"

যুবক আর ক্রোধ-সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন না; উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "হাঁ, মেয়ে আপ্‌নার বটে; কিন্তু মেয়ের যখন বিয়ে দিয়েছেন, তখন আর মেয়েতে আপ্‌নার কোনো অধিকার নেই। যখন আমরা নিতে আস্‌বো, তখন অবশ্যই আপ্‌নি পাঠাতে বাধ্য।"

শ্বশুর-জামাতায় কথাটা অবশ্য ধীরে ধীরে হইতেছিল না। বহির্দ্দেশ হইতে গৃহিণী তাহার কতকটা শুনিতে পাইয়াছিলেন। দোক্তা-সংযুক্ত তাম্বূলের রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া অঞ্চলপ্রান্তে ওষ্ঠদ্বয় মুছিতে মুছিতে হেলিতে দুলিতে গৃহিণী তথায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়া তিনি অবিনাশ-বাবুকে বলিলেন, "কি, হয়েছে কি? অত চেঁচামেচি কিসের?"

অবিনাশবাবু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "জামাই-বাবাজী লীলীকে নিয়ে যাবেন বলে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করতে এসেছেন!"

যুবক বলিলেন, "ঝগ্‌ড়া করতে আসি নি। আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। নিয়ে যাব।"

অবিনাশবাবু সদর্পে টেবিলে এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমি কিছুতেই পাঠাব না।"

যুবকও ততোধিক উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাঠাতেই হবে ; নইলে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন ?"

অ। ঝক্‌মারি করেছিলুম্। তখন মনে করেছিলুম, তুমি একজন মানুষের মত হবে, তাই বিয়ে দিয়েছিলুম। তুমি যে এমন 'ফেল' মার্‌বে,—ষাঁড়ের গোবর হবে,তা জান্‌লে কখনও তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতুম না! আগে আমার মেয়ে নিয়ে যাবার উপযুক্ত হও, তারপর তা'কে নিয়ে যাবার কথা ও মুখে এনো!

গৃহিণীও কর্ত্তার স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার মেয়ে সে পাড়াগাঁয়ে দেশে গিয়ে ঘর নিকুতে, বাসন মাজ্‌তে পার্‌বে না।"

যুবক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন,—"হাঁ, আমি পাড়াগাঁর লোক বটে ; কিন্তু একদিন এরই পায়ে ধরে কন্যাদান করেছিলেন ; পাঁড়াগাঁর লোকের ঘর কর্‌তে হবে জেনেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।"

অবিনাশবাবুও তদ্রূপ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "অন্যায় করেছিলুম। বিয়ে যদি ফিরিয়ে নেবার হ'ত, ত এখন ফিরিয়ে নিতুম। কি আর বল্‌ব ?—যাও, আর মেলা বোকো না। এখন আমি লীলীকে কিছুতেই পাঠাবো না! তুমি যা কর্‌তে পার, কোরো।

"আচ্ছা বেশ! কিন্তু জান্‌বেন আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত! মেয়েকে সুখী কর্‌তে চেষ্টা কর্বেন।" এই বলিয়া যুবক রাগে ফুলিয়া তিনটা হইয়া হন্ হন্ করিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যুবকের শেষ কথার উত্তরে অবিনাশবাবু বলিলেন, "সে ভাব্‌না, তোমায় ভাব্‌তে হবে না।" কিন্তু সে কথা যুবকের কর্ণগোচর হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। যুবক তখন কক্ষের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

যুবক চলিয়া যাইলে গৃহিণী বলিলেন, "ছোঁড়ার তেজ দেখ্‌লে একবার! তোমার ওপর রাগ করে গোঁ ভরে ঠক্ ঠকিয়ে চলে গেল!"

অবিনাশবাবু চশ্‌মাটি চক্ষে পরিতে পরিতে বলিলেন, "ও তেজ কতক্ষণের জন্যে!"

যুবক যখন রাগে গন্‌গন্ করিয়া মস্‌মস্ করিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন সোপানের পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে একটি চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বালিকা একখানি কচি হাত বাড়াইয়া হাত-ছানি দিয়া ডাকিয়া বলিল, "শোন!"

যুবক মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়া দেখিলেন ; দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। অবিনাশবাবু ও গৃহিণীর রূঢ় বাক্যে তখন যুবকের অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। তিনি তখন হিতাহিত-বিবেচনায় শক্তিশূন্য। দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে তাঁহাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-রহিত করিয়াছিল। যুবক চলিয়া যান দেখিয়া বালিকা দ্রুত বাহির হইয়া যুবকের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া বলিল, "আমার মাথা খাও, যেও না ; শোন।" যুবক কিন্তু ফিরিয়াও চাহিলেন না। যুবকের উত্তরীয়খানি বালিকার হস্তেই রহিয়া গেল। তিনি অতি-দ্রুতভাবে সোপান অতিক্রম করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 650. October, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫০ সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩২৪। অক্টোবর, ১৯১৭। ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

লুকিয়ে কেন পাগল কর
ওগো আমার পাগল-করা!
ধর্‌লে কেন পালিয়ে যাও,
ওগো আমার সকল-ধরা!
এই যে ছিলে, কোথায় গেলে,
এই যে আছ, এই যে নাই;
এই যে থামে বাঁশীর ধ্বনি,
এই যে আবার শুন্‌তে পাই।
এবার এলে ছাড়্‌ব না হে,
ধর্‌ব প্রাণে প্রাণের ধরা;
আবার গেলে সঙ্গ নিব,
ওগো আমার সকল-হরা।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আড়াঠেকা-তালের বোল্।

	২´				৩			
II	ধা	কেটে	তাগ্	দিন্।	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্।
	এ	ছ ০	০ ০	ন্দ ০	আ	০	ড়া ০	০ ০

	০				১				
	তা	কেটে	তাগ্	দিন্।	ধা	ধা	তিন্	তিন্	II
	নি	তা ০	০ ০	স্ত ০	বে	য়া	ড়া ০	ঃ ০	

স্বরলিপি।

১ ২´ ৩ ০
{ সা II রা মা মা -া I পমা পা -া মা। জ্ঞা া জ্ঞা পা। মজ্ঞা -া -া রা।
লু কি য়ে কে ০ ন ০ পা ০ গ ০ ০ ল ক র ০ ০ ও

১ ২´ ৩ ০
I মা পধা ণা ধা I পা মা -া জ্ঞা। -া পা মজ্ঞা -া। রাঃ জ্ঞঃ সা } সা।
গো আ০ ০ মা র পা ০ ০ ০ গ ল ০ ক রা ০ ধ

১ ২´ ৩ ০
I রা রা রা রা I সরা -সমা -া জ্ঞা। -া রা সণ্ -া। ধ্ -া প্ সা।
র্ লে কে ন পা০ ০০ ০ ০ ০ লি ০য়ে ০ যা ০ ও ও

১ ২´ ৩ ০
I রা মা মা মা I পা -ধা -ধা -ণা।ণা -র্সা ণর্সর্রা র্সণা।ধপা -মজ্ঞা রসা সা II
গো আ মা র স ০ ০ ০ ০ ০ ক০০ ০ল ধ০ রা০ ০০ "লু"

১ ২´ ৩ ০
{ মা II মা ণা ধা ণা I ণা র্সা -া ণা। -র্সা র্সা র্সা -া। -া -া -া র্সা।
এ ই যে ছি লে কো থা ০ ০ য় গে লে ০ ০ ০ ০ এ
এ বা র এ লে ছা ড়্ ০ ০ ব না হে ০ ০ ০ ০ ধ

১ ২´ ৩ ০
ণা র্সা র্রা র্সা I র্সা র্সা -া ণা। -া র্রা র্সণা -া। ধা পা -া } মা।
ই যে আ ছ এ ই ০ যে ০ না ০ই ০ ০ ০ ০ এ
র্ ব প্রা ণে প্রা ণে ০ র ০ ধ ০রা ০ ০ ০ ০ আ

১ ২´ ৩ ০
মা মা -া মা I পা মা -া জ্ঞা। জ্ঞা পা মজ্ঞা -া। রা সা -া সা।
ঐ যে ০ থা মে বাঁ ০ শী র ধ্ব নি ০ ০ ০ ০ এ
বা র ০ গে লে স ০ ঙ্ গ নি ব ০ ০ ০ ০ ও

১ ২´ ৩ ০
রা মা মা মা I পা -ধা -ধা -ণা।ণা -র্সা ণর্সর্রা র্সণা। -ধপা -মজ্ঞা -রসা সা II
ই যে আ বা র ০ ০ ০ শু স্তে ০পা ০ই ০০ ০০ ০০ "লু"
গো আ মা র স ০ ০ ০ ক ল ০হ্ ০রা ০০ ০০ ০০ "লু"

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে পূজোপকরণ-হস্তে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। যাত্রিগণের অশ্রান্ত কোলাহল, ঘণ্টাধ্বনি, পাণ্ডাগণের আশ্বাস-বাণী, দোকানীর সোৎসুক আহ্বান, সাধুগণের মন্ত্রোচ্চারণের সমবেত স্বর চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতেছিল।

মন্দিরে প্রবেশ-কালে দ্বারে প্রচলিত প্রথানুসারে যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মা যেন কারাবন্দিনী। লৌহবেষ্টনীর মধ্য হইতে এক একজন মায়ের পবিত্র চরণ-যুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ক্ষুদ্রদ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, আবার একজন তাহার স্থল পূর্ণ করিতেছে! অভ্যন্তরে তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততা! নিরিবিলি বসিয়া একটু ভাবিবার সুযোগ ঘটে না। পাণ্ডার তাড়নায় হিন্দুতীর্থে কাহারও অবাধগতি নাই। যে উৎকোচ প্রদানে সমর্থ, তাহার ভাগ্যই সুপ্রসন্ন! ভীমদর্শন প্রহরিগণ আবার এই বেষ্টনীর দ্বারদেশেও বেশ দুই পয়সা আদায় করিয়া লইতেছে।

দেখিলাম, মায়ের মূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর;—আয়তনেও সুবৃহৎ। একটী কর্পূরের প্রদীপ জ্বালিয়া মায়ের সৌন্দর্য্য দেখিলাম। লাবণ্যময়ী মায়ের পদযুগলে সর্ব্বক্ষণ পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। দিব্যালঙ্কার-ভূষিতা জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের নয়ন-যুগল হইতে করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছিল! পাণ্ডাজীর উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম এবং চরণযুগল স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। আহা, পূজান্তে প্রাণে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম! পাণ্ডাজীকে পূজার মূল্যাদি ও যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিলাম। ইহাও ভাল। পাণ্ডার পরিতুষ্টি একটী অপূর্ব্ব ব্যাপার! তাহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে চাহে না; কিন্তু এস্থানে অন্যরূপ প্রত্যক্ষ করিলাম।

পূর্ব্ব রজনীর আহার স্মরণ করিয়া তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া 'ষ্টেসনা'ভিমুখে রওনা হইলাম। রাস্তায় সব অপরিচিত দৃশ্য! শরৎকালের সেই শুভ্র-নীরদখণ্ড-পরিশোভিত সুনীল আকাশ, কুমুদ-কহ্লার-শোভিত সেই সরোবর, হংস-কারণ্ডব-শোভিতা সেই দীর্ঘিকা, বিহগ কূজিত ও পুষ্পিত সেই কুঞ্জ, অথবা প্রাবৃড্-জল-প্লাবনে তরঙ্গায়িত শ্যামল প্রান্তর কিছুই নয়ন-গোচর হইল না। বঙ্গ-জননীর সেই স্নিগ্ধমধুর ভাব যেন এ-প্রদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ষ্টেশনের বিস্তীর্ণ বিশ্রামাগারে বহুসংখ্যক লোক বিশ্রাম করিতেছিল;—একটিও ভদ্রলোক বা বাঙ্গালী তথায় দেখিতে পাইলাম না; কেবল জীর্ণবস্ত্র পরিহিত বহুসংখ্যক অশিক্ষিত নরনারী। সকলের সঙ্গেই পথের সম্বল এক একটী বোচ্কা।

বেলা ১॥ টার সময় আমরা বিন্ধ্যাচল ছাড়িয়া এলাহাবাদে রওনা হইলাম। আমাদের প্রকোষ্ঠে দুইজন রেল-কর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহারা বেশ শিষ্ট ও বিনয়ী। ইংরেজী ভাষায় আমাদের সঙ্গে তাঁহারা কথোপকথন আরম্ভ

করিলেন। গাড়ী দ্রুতগতিতে চলিল। প্রখর-সৌরকর-তপ্ত বালুকারাশি গতিশীল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে ঘূর্ণিত হইতেছিল, আর ক্ষণে ক্ষণে উন্মুক্ত গবাক্ষ-দ্বারে সঞ্চিত হইয়া দৃষ্টি প্রতিহত করিতেছিল। অগত্যা স্থান-পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যের একটী 'বেঞ্চে' গিয়া বসিলাম। চলন্ত গাড়ী হইতে বিন্ধ্যগিরির দৃশ্য অতিশয় মনোরম! যেন কোনও মহাপুরুষের অভ্যর্থনার জন্য বহুব্যয় ও বহু-পরিশ্রমে পত্র ও পুষ্প-স্তবকাচ্ছাদিত বহুসংখ্যক অত্যুচ্চ বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে! সৌরকর প্রতিফলিত হওয়ায় পর্ব্বতগাত্র অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! অপর পার্শ্বে স্নিগ্ধ মধুর ছায়া বিরাজমানা; যেন দিবস-রজনী পাশাপাশি যুগপৎ বিদ্যমান। তাহার পর আবার সেই বৃক্ষলতাশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

আমরা প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যেই এলাহাবাদ-ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ষ্টেশনে বিচিত্র কোলাহল, আরোহিগণের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ গমনাগমন, অনাবশ্যক ব্যস্ততা, বাক্স-প্যাট্‌রার ছড়াছড়ি, ময়রার দোকানে ক্রেতার ভিড়, ঘোড়ার গাড়ী ও এক্কা গাড়ী ইত্যাদি দেখিয়া হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল! কি এক গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ শান্তিময় রাজ্য অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি! তথায় ব্যস্ততা নাই; গা ঢালিয়া বসিয়া থাক,—কোনও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার কারণ নাই!

তিন দিবস পূর্ব্বে এলাহাবাদের এক বন্ধুর নিকট আমার সম্ভাবিত আগমন জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এলাহাবাদে অবস্থান-কালে বন্ধুবরের সংসর্গে যে কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার আন্তরিক সৌজন্য ও উদারতার কথা মনে হইলে প্রাণ-মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যায়!

এলাহাবাদ।

গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাহাবাদ-সহরটী অতিমনোহর। এ-স্থানের রাজপথে জনতা নাই, কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই;—যেন এস্থানে চিরশান্তি বিরাজমান। দূরে দূরে বৃহৎ অট্টালিকারাজি স্ব স্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! পুরোভাগে তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল প্রাঙ্গণ! মধ্যে মধ্যে পল্লবিত-শাখা-সমলঙ্কৃতা বিটপিশ্রেণী পুষ্প-ভারাবনম্রা হইয়া সৌন্দর্য্যসম্পদ্ বিকাশ করিতেছে। রাজ-পথের দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ নিম্ব-বৃক্ষ নিবিড়-পত্ররাশি-বিভূষিতা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সুশীতল-ছায়াদানে ক্লান্ত পথিকের শ্রমাপনোদন করিতেছে। এ স্থানের সরকারী বিদ্যালয় (কলেজ), বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, বিচারালয়, সকলই সুন্দর ও অতিসুকৌশলে নির্ম্মিত; যেন এক একটী রাজ-প্রাসাদ! চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত ময়দান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! স্থানের অভাব নাই; বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব নাই। সাধারণের ভ্রমণোদ্যান অতিবিস্তীর্ণ; মধ্যভাগে ভারতেশ্বরী স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তরমূর্ত্তি; চারিদিকে পুষ্পিত কুসুমোদ্যান। এ-স্থানে বসিয়া থাকিলে প্রাণের সমস্ত বেদনা, দেহের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়। সুপ্রশস্ত রাস্তা উদ্যানের মধ্য দিয়া সর্প-গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটি কুঞ্জ;—

কোথাও বা সারি সারি উন্নতশীর্ষ বৃক্ষরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট।

পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছিলাম; এতাদৃশ বিচিত্র সঙ্গম কল্পনায়ও সম্ভবে না। গঙ্গা বেগবতী ও উদ্দাম এবং যমুনা ধীর, গম্ভীর ও প্রশান্ত। খরস্রোতাঃ গঙ্গার জল পঙ্কিল, আর উদার যমুনা স্বচ্ছ-সলিলা ও উর্ম্মিমালা-বিভূষিতা। তাহাতে সুনীল আকাশ প্রতিফলিত হওয়ায় পরমরমণীয়া শোভা! এ স্থানেও সেই পাণ্ডার উপদ্রব। দোকান সাজাইয়া তাহারা বসিয়া আছে; পরস্পরে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঘাটে যাইবামাত্রই সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া একেবারে আগন্তুককে ব্যতিব্যস্ত করে। একখানি নৌকা-যোগে সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম। স্নানার্থীর সংখ্যা সর্ব্বদাই খুব বেশী। দরিদ্রবালকগণ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গঙ্গায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটি পয়সা নিক্ষেপ করিবামাত্র স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তাহারা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতেছে। তাহাদের অধ্যবসায় সমধিক প্রশংসনীয়। সঙ্গমস্থলের উপকণ্ঠে একটী বালুকাময় বিস্তীর্ণ সমভূমি; তথায় কুম্ভমেলার অধিবেশন হইয়া থাকে।

গঙ্গার তীরে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। জটাজূটধারী একজন সন্ন্যাসী কণ্টক-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, তিনি বহুকাল ধরিয়া এ-স্থানে কঠোর-তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত।

অদূরে মহাত্মা আকবরের নির্ম্মিত সুদৃঢ় এলাহাবাদ-দুর্গ। স্নানান্তে দুর্গাভ্যন্তরস্থ অক্ষয়বট দেখিতে গিয়াছিলাম। দুর্গদ্বারের অনতিদূরবর্ত্তিনী সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একটী অন্ধকারময় গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। পুনঃ পুনঃ দীপ-শলাকা প্রজ্বলিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। গন্তব্য-পথের উভয় পার্শ্বে অগণিত প্রস্তরময় দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। বহুনিম্নে অক্ষয়বট। গহ্বরাভ্যন্তরে কদাপি সৌরকর বা বায়ু প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এই অক্ষয়বট দর্শনের জন্য বহুদূর হইতে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী দুর্গদ্বারে সমবেত হইতেছে! কিংবদন্তী আছে, এই অক্ষয়বট-প্রদক্ষিণান্তে তন্নিকটবর্ত্তী কাম্যকূপে যে যে-কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, পরজন্মে তাহার সেই কাম্যবস্তু লাভ হইবে। বনগমন-সময়ে সীতাদেবী এই অক্ষয়বট প্রদক্ষিণ করিয়া রাজ্ঞী কৌশল্যার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন। কাম্যকূপের কোনও-রূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। অক্ষয়বট জীর্ণ শীর্ণ বহুপ্রাচীন শাখা-সমন্বিত বটবৃক্ষ নহে। ইহা নাতিদীর্ঘ নাতিবৃহৎ দুইটী কাণ্ডমাত্র; কাণ্ডের শাখা নাই, উপশাখা নাই, পল্লব নাই। কাণ্ড-দুইটী সম্পূর্ণ সজীব ও তাহাদের গাত্রের ত্বক্ কোমল ও মসৃণ। পাণ্ডাগণ স্বার্থ লাভের আশায় কাণ্ডগাত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখে। গহ্বরাভ্যন্তরে সর্ব্বদা অন্ধকার; দেখিবার সুবিধার জন্য কোনও প্রকার আলোকের বন্দোবস্ত নাই। কাণ্ডদ্বয়ের অগ্রভাগ যেন [illegible]ত। প্রত্যেক কাণ্ডের পরিধি [illegible] তিন ফিটের অধিক হইবে না; এবং উচ্চতা আট ফিটের অধিক হইবে না। এ ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। জানি না,

এই সার্থকনামা পবিত্র বৃক্ষ কোন্ অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে অতীতের পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া এতাদৃশ অভিনব মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যধামে বিরাজ করিতেছেন।

গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অদূরেই সুরক্ষিত অশোকস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে অদ্যাপি পালি-ভাষায় লিখিত অনুশাসনপত্র সুস্পষ্ট রহিয়াছে। মসৃণ স্তম্ভটী সূর্য্যালোকে ঝকমক্ করিতেছিল; যেন বহুমূল্য-মণিমুক্তা-খচিত একটী আধুনিক মন্দির। মগধরাজ অশোক দুই-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তাহার পর কালচক্রে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু এই সুদৃঢ় স্তম্ভ অক্ষুণ্ণভাবে স্থাপয়িতার কীর্ত্তি-গরিমা গাহিয়া আসিতেছে! ইহা প্রাচীন-ভারতের স্থপতি-বিদ্যার একটী উজ্জ্বল নিদর্শন।

বিস্তীর্ণ স্থানটী বহির্জগতের সঙ্গে সমুদয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নিতান্ত সংযতভাবে আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। মহাত্মা জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের স্মৃতি-রক্ষার্থ যে অনুপম সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, বহু-অর্থ-ব্যয়ে স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে শ্রম ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন রাখিয়াছেন, তাহা কল্পনাতীত!—সমাধি-মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য্য-মহিমা বিস্ময়কর। খসরুর সমাধির অদূরেই তাঁহার মাতৃদেবীর সমাধিস্থান। স্নেহময়ী জননী অপত্য-স্নেহ বিস্মৃত হইতে অক্ষম হইয়াই, বুঝি, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া চির-নিদ্রায় অভিভূতা! কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এ নিদ্রার আর অবসান নাই! স্থানটীর গাম্ভীর্য্য এবং মন্দির-দ্বয়ের বিশাল অবয়ব পরোক্ষে মহাত্মা সেলিমের হৃদয়ের গভীরতার

খসরু বাগ্।
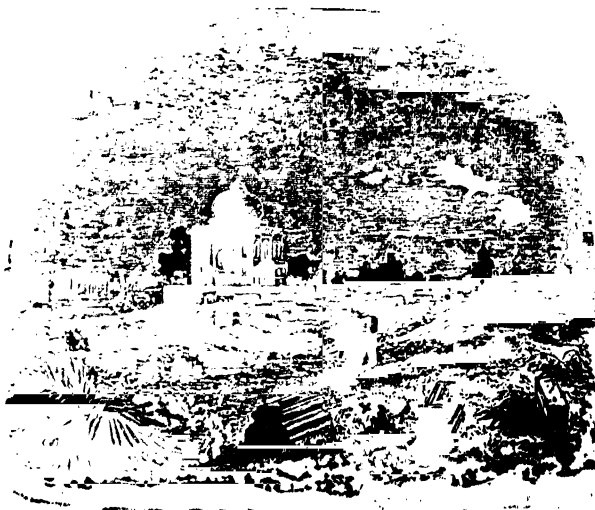
ষ্টেশনের সমীপে সহরের প্রান্তভাগে খসরুবাগ্। দুর্ভেদ্য-প্রস্তরপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত

পরিচয় দিতেছিল। বিস্তীর্ণ বাগের মধ্যে মধ্যে তাৎকালীন স্থবির জীর্ণ-শীর্ণ বিটপি-

শ্রেণী দর্শকের মনে অতীতের পুণ্যস্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে! আর স্থানে স্থানে আধুনিক-রুচিসম্পৃক্ত সযত্ন-পোষিত অর্কেড, ক্রোটন প্রভৃতি তরুরাজি অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অলঙ্ঘ্য সীমান্ত-রেখা স্পষ্টতর করিয়া দিতেছে! অতীত ম্লান হইয়া চলিয়া পড়িতেছে, আর বর্ত্তমান খুব সুস্পষ্ট কিন্তু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। বহুদিন হয়, মোগল-গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। কালের অবিশ্রান্ত গতিতে কীর্ত্তি-কাহিনী সব লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, মহাত্মা জাহাঙ্গীর পত্নীপ্রেম ও অপত্য-স্নেহের জ্বলন্ত আদর্শকে অতিসযত্নে দুর্ভেদ্য প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালের মাহাত্ম্যে ইহাদের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী।

এলাহাবাদে যে কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলাম, তাহা বড়ই সুখের প্রবাস। নিত্য নূতন ভোজনের আড়ম্বর; ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত; গল্প তামাসায় সঙ্গীর অভাব নাই; সকলই যেন আপন! হঠাৎ মনে হইল, এত আরামে তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কঠোরতার মধ্য দিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাই স্থায়ী। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উপাসনা।

নিশান্তে দিনান্তে শুধু নহে ভগবান্!
আমি চাহি প্রতিক্ষণে মোর সারা প্রাণ
তোমারি চরণপ্রান্তে একান্তে বসিয়া
পীযূষ-সাগর মাঝে রহুক্ ডুবিয়া,
নিরখি তোমার ওই করুণা-কোমল
প্রশান্ত আনন পানে! হৃদি-শতদল
ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে মধু-গন্ধ-রূপে
তোমারি মাধুরী শুধু প্রতি-মর্ম্মকূপে
অতর্কিতে লভি নাথ, তোমারি ধরায়
আনন্দে গৌরবে কিবা অর্চ্চিতে তোমায়
উঠিবে গো বিকশিয়া! প্রতিক্ষণ মম
এমনি করিয়া নিত্য সত্য প্রিয়তম!
পূর্ণ হবে ধন্য হবে তোমারি সত্তায়
জন্ম-জন্মান্তের লাগি ভুলি আপনায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৭)

নমিতা দ্রুতপদে সকলের আগে চলিতে লাগিল। যন্ত্রণায় উৎকণ্ঠায় তাহার সমস্ত মুখখানা ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর অত্যন্ত বেগে চলার জন্য চর্ম্মবিদ্ধ কুশটা নাড়াচাড়া পাইয়া ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু সহিষ্ণু নমিতার ধৈর্য্যের মাত্রাটা চিরদিনই সাধারণ সীমার উর্দ্ধে।—সুদৃঢ়-কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের কঠিন ও বক্র রেখায় নীরব আত্মদমন-চেষ্টার

উৎকট আবেগ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহার আচরণে এতটুকুও ক্লান্তি বা কাতরতার চিহ্ন ছিল না। সে যেন নিতান্তই অবহেলার সহিত আপনাকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল! রাস্তার লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার হাতের দিকে ও মুখের পানে চাহিতেছিল, কিন্তু নমিতার কোন দিকেই দৃক্‌পাত ছিল না।

নমিতার চরণগতি অত্যন্তই প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া সুরসুন্দর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আস্তে ম্যাডাম্, আস্তে;—অত তাড়াতাড়ি চল্‌বেন না; বেশী রক্ত পড়্‌বে, আপ্‌নার আরো কষ্ট হবে!—"

"কষ্ট!—" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ নমিতা ব্যাকুলভাবে বলিল, "বাস্তবিকই বড় কষ্ট হচ্ছে! এক ত নিজের সময় নষ্ট হোল, তার উপর আপ্‌নাকে শুদ্ধ নিতান্ত অন্যায় ভাবে জব্দ কর্‌ছি।...শুনুন্; কিছু মনে কর্‌বেন না; আমার অনুরোধটি রাখুন; আপনি হাঁসপাতাল যান। সবাই মিলে কামাই কর্‌লে সেখানেও যে কাজের গোলযোগ হবে।... .. না না, আপনি যান।"

সুরসুন্দর হাসিল। সুপ্তোত্থিত মানুষ যেমন করিয়া ঘুম চোখ্ রগ্‌ড়াইয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করে, সুরসুন্দরও তেমনি ভাবে চোখ্ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে শান্ত হাস্যরঞ্জিত বদনে বলিল, "নিতান্ত ছেলেমানুষের কথা! লোকের অভাবে সেখানকার কাজ অচল হবে না, তবে কিছু অসুবিধে......। তা আর কি করা যাবে? ওরা যা হোক্ করে চালিয়ে নেবে। কম্পাউণ্ডাররা তেমন লোক নয়। বিশেষ আমার জন্যে......।"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "কিন্তু উপর ওয়ালারা?—না না, কেন আর আমার জন্যে অনর্থক মিছে অপমানিত হবেন? আপ্‌নি জান্‌ছেন না, সে আমার বড় মনস্তাপ হবে! —আপনাকে অনুনয় করি—।"

ধীর গম্ভীর ভাবে সুরসুন্দর বলিল, "আপনাকে স্মিথের কুঠিতে না পৌঁছে দিয়ে আমি কোথাও যেতে পার্ব্বো না। ক্ষমা কর্‌বেন্।"

সে স্বর তর্কের নয়, প্রতিবাদের নয়, শুধু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার! নমিতা ফাঁফরে পড়িল! অন্য দিন হইলে, সে এইখানেই থামিয়া যাইত, কিন্তু আজ তাহার সেই স্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য্যটুকু আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। উৎক্ষিপ্ত মনের তিক্তবিস্বাদ জ্বালা সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সহসা অস্বাভাবিক ঝাঁঝের সহিত সে কলহের সুরে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নার সাহায্য কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে সাহায্য গ্রহণের অধিকার আমার আছে কি না...।" কথাটা নমিতা শেষ করিতে পারিল না; নিজের কণ্ঠের স্বর নিজের কানেই অত্যন্ত বিকট উগ্র ঠেকিল; থতমত খাইয়া হঠাৎ থামিয়া মূঢ়ের মত নিরর্থক দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষণেক নীরব রহিল, এবং তারপর নম্রভাবে বলিল, "সাহায্যের যা দরকার ছিল, তা পেয়েছি; আর কেন কষ্ট কর্‌বেন?"

সুরসুন্দর কিছু বলিল না; নিঃশব্দে আহত করুণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে ক্ষুব্ধ মনস্তাপব্যঞ্জক ক্ষীণ

হাসি হাসিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আপ্‌নিও তাই মনে করেন?—শুধু ছিব্‌লেমী করে বাহাদুরী দেখাতেই আমি সুযোগ খুঁজে বেড়াই? ভাল, আমি অকাতরে সব সয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, আপনারা যে যা পারেন, মনে করুন্। এখন, কেন আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট কর্‌ছেন? চলুন্ স্মিথের কুঠিতে—।”

নমিতার মতামত জানিবার জন্য এতটুকুও অপেক্ষা না করিয়া সুরসুন্দর এবার নিজেই অগ্রসর হইল। হতবুদ্ধি নমিতা তীব্রলজ্জার সহিত একটা নিষ্ঠুর বেদনা অনুভব করিল; নিজের উপর রাগের চেয়ে ঘৃণাটাই বেশী জাগিয়া উঠিল। ছিঃ! যেখানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় সসম্মানে মাথা নোয়াইয়া চলা উচিত, সেখানে সে কি না নির্দ্দয় ঔদ্ধত্যে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়াছে? কি বুদ্ধির ভুল!..

অনুতপ্তা নমিতা অস্ফুট স্বরে হেঁট-মুখে বলিল, “দেখুন্, আমি বড় অন্যায় করেছি; কিছু মনে কর্‌বেন না। সংসারে নানা-রকম লোকের নানা অসদ্ব্যবহারে অনেক সময় শান্তসহিষ্ণু মানুষের মনের মধ্যে বিক্ষিপ্তির গোলমাল বেধে যায়। আমারও তাই সেই দুরবস্থা হয়েছে......। আপ্‌নার কাছে ক্ষমা চাইছি; কি বল্‌তে কি বলেছি!”

সুরসুন্দর চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া চাহিল; বিস্মিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, “কই? আপনি ত এমন কিছু বলেন নি। না না, ওতে মনে কর্‌বার কিছু নাই। তবে আমার একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল। বোধ হোল, আপনি একটু বিরক্ত হয়েছেন। তাই জন্যে?...না, ম্যাডাম না, সে আমারই বোঝ্‌বার ভুল। আপ্‌নি কিছু মনে কর্‌বেন না—দেখুন—।”

দৃঢ়স্বরে পুনরায় সুরসুন্দর বলিল, “দেখুন আপ্‌নাকে আর কেউ চিনুক্ আর না চিনুক্, আমি চিনেছি। আপনার সম্বন্ধে কোন দ্বিধা আমি মনে স্থান দিতে পার্‌ব না, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন।” এই বলিয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল।

একমুহূর্ত্তে নমিতার মনের সমস্ত জটিলতা পরিষ্কার হইয়া গেল। পিছন পানে চাহিয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিয়া প্রসন্নমুখে সে বলিল, “ওরে সুশীল, পাশে আয়।”

সুশীল তখন বিস্ময়ে উৎসুক দৃষ্টিতে বাঁ-দিকের গলির দিকে চাহিতে চাহিতে অত্যন্ত মন্থর গমনে আসিতেছিল। নমিতার আহ্বান শুনিয়া সে ভীতভাবে গলির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল, “ঐ যে উনি ওখানে—।”

চকিত নয়নে গলির দিকে চাহিয়া বিস্ময়-মিশ্রিত বিরক্তি-ঘৃণার সহিত নমিতা বলিল, “ডাক্তার মিত্র?”

সুরসুন্দর কথা কহিতে কহিতে সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে গলির সীমা এড়াইয়া গিয়াছিল; এইবার নমিতার কথায় চমকিয়া পিছু হটিয়া ঝুঁকিয়া গলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, একটা বাড়ীর রুদ্ধ-দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঁচু চৌকাটের উপর পা তুলিয়া, জানুর উপর হাতের ভর রাখিয়া, সাম্‌নে ঝুঁকিয়া ডাক্তার মিত্র গভীর মনোযোগের সহিত ‘নোট বুকে’র পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে আড়্‌চোখে

তাঁহাদের দিকে চাহিতেছেন। গলির মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী কেহ নাই।

তিনি কি উদ্দেশ্যে এমন সময় ওখানে ওরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া 'নোটবুক' লইয়া খেলা করিতে করিতে কোন্ বস্তুর উপর যে গুপ্ত লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎবেগে নমিতা ও সুরসুন্দরের মনের উপর ঝলসিয়া গেল। সুরসুন্দর সরিয়া দাঁড়াইল; অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সযত্নে একটা উচ্ছ্বসিত বেদনা-ভরা নিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া, শুষ্ক ম্লান মুখে বলিল, "আসুন! আর কেন?—"

নমিতা কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না। কে যেন সুদৃঢ় নিষ্পেষণে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছিল। আরক্ত মুখে আত্মদমন করিয়া নিঃশব্দে পা বাড়াইয়া সে অগ্রসর হইল। খানিক পরে তীব্র আক্ষেপ-সূচক কণ্ঠে সে বলিল, "মানুষের মাথার গড়ন যতই প্রশস্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক, সুশ্রী ও সুন্দর হোক্, কিন্তু তার হৃদয়ের গঠন যদি সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার পরিচায়ক কুৎসিত হয়, তবে সে হাত-পায়ের খাটুনীর জোরে যত বড়ই 'বীর' হোক্, আসলে কিন্তু মনুষ্য-নামের যোগ্য কখনই নয়;-তা হ'তেই পারে না!"

দুঃশীল পুত্রের আচরণে মর্ম্মাহত পিতার ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে যেরূপ বিষণ্ণ করুণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে, সুরসুন্দরের নয়নেও ঠিক্ সেই ভাব ফুটিয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "একটা পাগলের পাগ্‌লামীর দিকে হরদম চোখ রেখে বসে থাক্‌লে, অতি-বড় সুস্থ মানুষেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। কেন ও-সব তুচ্ছ ব্যাপারে চোখ্ দিয়ে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি কর্‌ছেন?......যার যা খুসী বলুন বা করুন্; আমি আমার লক্ষ্য ভুল্‌ব না; এইটেই মানুষের উচিত দৃঢ়তা, এইটের উপর নির্ভর রেখে আমরা নীরব সংযমে কর্ত্তব্য পালন করে যাব। ফলাফলের মালিক তিনি! হোঁচোট ধাক্কা সে চলবার পথে অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলে ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে নিরাপদ্ হতে পারি নে, কিংবা স্পর্শ-ভীরু 'কেন্নো'র মত আপনাকে গুটিয়ে, আড়ষ্ট নির্জ্জীবভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে একপাশে শুয়ে থাক্‌তে পারি নে!—আমরা মানুষ, আমাদের সংসারে ঢের কাজ আছে; আপদ্-বিপদের সঙ্গে আক্‌সার যুঝে চলা'র নামই আমাদের জীবন-গতি। এর মধ্যে আলস্যের স্থান নেই, অবসন্নতার স্থান নেই। তা হ'লেই দুনিয়ার মধ্যে টেকে থাকা দায়।......চলুন।" সুরসুন্দর পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে নমিতাকে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে ইঙ্গিত করিল।

সঙ্কেত-চালিত কলের পুতুলের মত নমিতা নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। সুশীল তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। সমস্ত পথ কেহ কোনও কথা কহিল না। সুশীল ব্যাপার কিছু ভাল না বুঝিতে পারিলেও, কোন একটা অপ্রীতিকর-রহস্য-সংসৃষ্ট গূঢ় অপমানের আঘাত স্পষ্টই বুঝিল; ভ্যাবাচাকা খাইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। দিদিকে সহজে ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় না; সুতরাং, আজিকার এই উত্তেজনাটা তাহার কাছে অত্যন্তই ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতেছিল।

শীঘ্রই তাহারা স্মিথের কুঠিতে আসিয়া পৌছিল। স্মিথ্ সেইমাত্র একটা 'কল' হইতে আসিয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাহাদের সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে আসিয়া তিনি তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নমিতার হাতের অবস্থা দেখিয়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ক্রুশ-বিভ্রাটের সব বিবরণ জানিয়া লইয়া, অসাবধানতার জন্য একটু স্নেহ-কোমল ভৎ'সনা করিয়া, তখনই মিসেস্ স্মিথ্ বেহারাকে ডাকিয়া, তাহাকে গরম জল আনিতে বলিলেন। তিনি সুরসুন্দরকে বলিলেন, "তেওয়ারী, ভাগ্যিশ, রাস্তায় তোমায় পাওয়া গিয়েছিল! বুদ্ধি করে এখান পর্য্যন্ত এসে তুমি ভালই করেছ; বুঝ্‌-তেই পারছ, একটু সাহায্যের দরকার হবে। তোমরা বস, আমি 'পকেট কেস'টা নিয়ে আসি।.....হাঁ, ছোট মিত্রও এসে পড়েছ, বটে! এস এস, আমার কুকুরছানাগুলোর খবরটা একবার জেনে আস্‌বে চল।"

সুশীল দুশ্চিন্তা-গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আগে দিদির হাতটা—!"

স্মিথ্ নমিতার মুখপানে অর্থসূচক কটাক্ষ-পাত করিয়া হাসিলেন। নমিতা বুঝিল, তাহার 'হাতটার' জন্যই স্নেহময়ী স্মিথ্ বালক সুশীলকে এখান হইতে সরাইতে ইচ্ছুক। তৎক্ষণাৎ নমিতা আদর করিয়া সুশীলের পিঠে হাত দিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "যা না, ভাই! কুকুরগুলো দেখে আয়। উনি বল্‌ছেন......।"

স্মিথ্ ব্যগ্রতার সহিত সুশীলের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, এবং খুব আগ্রহের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে, সুশীলের হাতে কয়দিন বিস্কুট খাইতে না পাইয়া, তাঁহার কুকুরগুলা অত্যন্ত মনমরা হইয়া রহিয়াছে। সকলের চেয়ে ছোট বাচ্ছাটি প্রতিদিন বৈকালে সুশীলের জন্য কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিয়া হাট বসায়। অন্যান্য সকলেও তাহার বিরহে অত্যন্ত কাতর।......সুতরাং, আজ সুশীলকে দেখিতে পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই খুব স্ফূর্ত্তি-প্রফুল্ল হইবে। ইত্যাদি।

ছেলে ভুলাইবার জন্য ছেলেমানুষের মত স্মিথ্-মহোদয়াকে এমন সরস-বাক্য-বিন্যাস-কৌশল প্রায়ই ব্যবহার করিতে হয়। এত দুঃখেও নমিতার বেশ একটু স্নিগ্ধ কৌতুক বোধ হইল। সে মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুরসুন্দর চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে গম্ভীরমুখে তাঁহাদের গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে, গরম জল লইয়া বেহারার সহিত স্মিথ্ ঘরে ঢুকিলেন। এবার তাহার মুখভাব অত্যন্ত বিরক্তি-গম্ভীর। নমিতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইল; কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

ছুরির ফলা খুলিয়া আলোর কাছে পরীক্ষা করিতে করিতে স্মিথ্ যেন জোর করিয়া মুখে একটু প্রসন্ন হাসি ফুটাইয়া পরিহাস-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আঃ, আমার এই স্নেহাস্পদ চঞ্চল শিশুগুলির হাত-পা কি দুরন্ত দেখ ত! সুন্দর, আমার মাথা খুঁড়্‌তে ইচ্ছা হয়! সে-দিন সমুদ্র প্রসাদ কম্পাউণ্ডার হাঁস্‌পাতালে কোনও সহযোগীর সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে স্ফূর্ত্তির ঝোঁকে একটা বার আউন্স শিশি ভেঙ্গে, প্রকাণ্ড কাঁচ হাতের তালুতে বিঁধে[illegible] হাজির! রক্তারক্তি

কাণ্ড! আবার আজ এঁর দেখ! সূঁচালো লোহার ক্রুশটার ওপর এমন উৎকট মমতা যে, ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে সেটাকে হাতের মধ্যে ফুঁড়ে, তবে নিশ্চিন্দি। ......নমি, মনটা একটু শক্ত কর। সুন্দর, হাতটা চেপে ধর, যেন নড়ে না, দেখো—।"

স্মিথ্ ছুরি হাতে লইয়া অগ্রসর হইলেন। নমিতা ডান কাঁধের উপর মুখ ফিরাইয়া চক্ষু বুজিল। সুরসুন্দর পাশে দাঁড়াইয়া স্মিথের নির্দ্দেশ অনুসারে হাতটা শক্ত করিয়া জোরে চাপিয়া ধরিল। স্মিথ কর্ কর্-শব্দে কাঁচা মাংস কাটিয়া ক্রুশটা তুলিয়া ফেলিয়া, ক্ষিপ্র ও লঘু হস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। নমিতার সর্ব্বাঙ্গে যেন কালঘাম ছুটিতেছিল। যন্ত্রণায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; অতিকষ্টে সে সংযত হইয়া রহিল।

স্মিথ্ ক্রুশটা পরিষ্কার করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার অসাবধানতার দণ্ডস্বরূপ এই ক্রুশটি তোমার হাত থেকে চিরদিনের জন্য কেড়ে নেওয়া আমার উচিত। কি বল নমি?"

নমিতা একটু হাসিল। সুরসুন্দর হাত ধুইয়া আসিয়া স্মিথ্‌কে বলিল, "আমি তা হ'লে এবার যেতে পারি? হাঁসপাতালে অনেক কাজ রয়েছে।"

নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকেও যেতে হবে—।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি—? তুমি যাবে কি? তোমার হাতে ক্ষত।"

নমিতা সবিনয়ে বলিল, "আমার ডিউটীর ভার—।"

স্মিথ্ বলিলেন, "সে অপরে বুঝ্‌বে; আমি বুঝ্‌বো!—তুমি স্মরণ রেখো, তুমি এখন আমার চিকিৎসাধীন রোগী! আমার অনুমতি অনুসারে তোমায় চল্‌তে হবে। তোমার হাতের এমন ক্ষত নিয়ে, আমি এখন সাত দিন তোমায় রোগিনিবাসের কাজে যেতে দিতে পার্ব্বো না!—"

নমিতা বিপন্নভাবে বলিল, "তবু একবার নিজে গিয়ে জানিয়ে আসা উচিত নয় কি?"

স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি এই সোফায় চুপ করে শুয়ে থাক। আমি হাঁসপাতাল যাচ্ছি; সব ব্যবস্থা ঠিক্ করে আস্‌বো। আর সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা বল্‌ছ? আমি আছি, সুন্দর কম্পাউণ্ডার আছে;........আর তা ছাড়া ডাক্তার মিত্রও ত রাস্তা থেকে বিশেষ রকমে দেখে গেছেন; সেটুকু ত অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না!"

নমিতা চমকিয়া উঠিল; বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে একবার সুরসুন্দরের পানে ও একবার স্মিথের পানে তাকাইল। ইহার মধ্যে স্মিথের নিকট এ সংবাদটি যে কে পৌঁছাইয়া দিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে নমিতার বড় গোলমাল ঠেকিল! সুরসুন্দর ত আসিয়া অবধি চুপ্-চাপ্ কাজ করিতেছে! সে ত বলিবার সময় পায় নাই। তবে? তবে বুঝি বাঁদর সুশীলই চক্ষুর অন্তরালে গিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে? নিশ্চয়ই তাই!......কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে নমিতা বলিল, "আপনাকে সুশীল বল্‌লে, বুঝি?"

চক্ষু হইতে চশ্‌মা খুলিয়া কাঁচ পরিষ্কার করিতে করিতে স্মিথ্ বলিলেন, "হাঁ, তুমি আমার কাছ থেকে অনেক কথা এড়িয়ে যেতে চাও, নমি, কিন্তু আমি প্রায়ই সব খবর

পাই। সুশীল ছেলেমানুষ, অত শত বোঝে না; দুঃখের উচ্ছ্বাসে এমনই সকরুণভাবে কথাগুলি আমায় বল্লে, যে বাস্তবিকই আমার মনে বড় আঘাত লাগ্‌ল! ছিঃ, রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষ হয়ে, মানুষের উপর কি এমনই নির্দ্দয় আচরণ কর্‌তে হয়? ....আজ এই স্থলে এমন জঘন্য বিদ্বেষপরায়ণ যারা, তারা লোকালয়ে বাস কর্‌বার উপযুক্ত নয়! হিংস্র বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডায় বন-জঙ্গলে বিচরণ করাই তাঁদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা!"

স্মিথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের শ্লেষতীব্র ভৎসনা কক্ষ-গাত্রে সজোরে আহত হইয়া দৃপ্ত-প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। নমিতা নির্ব্বাক্! সুরসুন্দর অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া মৌন ম্লান মুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেও নমিতার ভয় হইল! এই তুচ্ছ ঘটনার সহিত তাহার সংস্রবটা কিরূপ অশোভন-ভাবে জড়াইয়া, একটা লজ্জাদায়ক ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মনে করিতেও নমিতার আক্ষেপ বোধ হইল! কুক্ষণে সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার মুহূর্ত্তে সুরসুন্দর আসিয়াই তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল। সেই অপরাধে ডাক্তার মিত্রের নিকট হইতে অবশ্যপ্রাপ্য সাহায্য-লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব ত হইলই; তাহা উপর, তাঁহার সেই ভদ্রজনবিগর্হিত অশিষ্ট ব্যবহার, সেই গুপ্ত বিদ্রূপপূর্ণ ক্রূর কটাক্ষ, সেই ছলনাময় অপমান, তাহাও নমিতাকে অকারণে সহিতে হইল! আর নিজের দিক্ হইতে ছাড়িয়া দিয়া, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেও, ইহা সে অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, ভদ্রসন্তানের ঐ অভদ্রতাটুকু—ভদ্রপদবাচ্য প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটই মর্ম্মদাহী ও অপমানজনক। অন্ততঃ যাঁহাদের হৃদয়-মনে এতটুকুও চেতনার সাড়া আছে, তাঁহারা নিশ্চিতই ইহা মানিতে বাধ্য!

স্মিথ্ চোখে চশ্‌মা পরিয়া নিকটস্থ চেয়ারটার উপর বসিলেন। দুইহাতের মধ্যে চিবুক রাখিয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণেক কি ভাবিলেন; তারপর উত্তেজিতভাবে মুখ তুলিয়া সুরসুন্দরের পানে চাহিয়া দৃপ্ততেজস্বী-স্বরে বলিলেন, "দ্যাখো সুন্দর, তোমায় একটি কথা বলে রাখ্‌ছি বাবা! জীবনে আর যাই হও, তাই হও,—মনুষ্যত্বটুকু হারিও না! সংসারে ধনবান্ সবাই হয় না, বিদ্বান্ সবাই হয় না, বুদ্ধিও সকলের সমান প্রখর হয় না,—কিন্তু প্রাণ যার আছে, সে যেন প্রাণবত্তা না ভুলে যায়, এইটুকু আমার অনুরোধ! এখানে যার যেমন খুসী, সে সেই রাস্তায় মনোবৃত্তি চালিয়ে নিজের ইচ্ছায় বাঁদর সাজুক, কুকুর সাজুক, উল্লুক সাজুক, ভাল্লুক সাজুক, কিন্তু তোমরা—অন্ততঃ তুমি একজনও, বাইরে যে অবস্থায়ই থাক, এ পশু-রাজত্বের মধ্যে নিজের অন্তরে সিংহ হয়ে দাঁড়াবার শক্তিটুকু হারিও না!"

এইবার স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরের দুই চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া বড় বড় অশ্রু-বিন্দু খসিয়া পড়িল! সে কোনও কথা কহিতে পারিল না; হেঁট হইয়া স্মিথের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল। স্মিথ্ হাঁটুর উপর হইতে তাঁহার দুই হস্ত তুলিয়া সুন্দরের মস্তকের উপর রাখিলেন। সুরসুন্দর উদ্বেলিত চিত্তোচ্ছ্বাসে সবেগে উদ্গত অশ্রুস্রোত নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টায় দুই হাতে সজোরে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই সুমহান্ আশীর্ব্বাদ আজ জীবনে প্রথম আপ্‌নার কাছে পেলুম্; এর আগে আর কখনো একথা কারো মুখে শুনি নি!"

স্মিথ্ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; অশ্রুসিক্ত নয়নে মুগ্ধ অভিভূত ভাবে কয় মুহূর্ত্ত স্তব্ধ নিস্পন্দ থাকিয়া, তারপর ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লইলেন। গভীর স্নেহের সহিত সুরসুন্দরের চিবুক স্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে অঙ্গুলে চুমা খাইলেন; কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

সুরসুন্দর মাথা তুলিল; তাহার চোখে তখনও অশ্রু টলটল্ করিতেছিল। সে আর দাঁড়াইল না; শ্রদ্ধানম্র নমস্কারের সহিত নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্মিথ্ রুমালের খুঁটে, চক্ষুর কোণ মার্জ্জনা করিতে করিতে সস্মিতবদনে স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "সংসারে শোক আর দুঃখ, এই দু'টো জিনিষ মানুষের প্রাণকে যত বড় তেজঃপূর্ণ সত্য শিক্ষা দিতে পারে, এমন আর কেউ দিতে পারে না; ধৈর্য্য ধরে খুঁজে দেখ, প্রত্যেক অমঙ্গলে, প্রত্যেক অন্যায়ে, প্রত্যেক অত্যাচারে তোমার জন্যে কিছু না কিছু শিক্ষা আছেই আছে! তবে যেখানেই ধাক্কা খেয়ে অধীর অভিভূত হয়ে পড়্‌বে, সেইখানেই তোমার সব মাটি।......হাঁ, এখন তবে আমি উঠি, একবার হাঁস্‌পাতাল থেকে ঘুরে আসি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফির্‌বো। তুমি ততক্ষণ এইখানে একটু বিশ্রাম করে নাও; বই টই আছে; খুসী হয়, পড়ে দেখ্‌তে পার। আর হাঁ,—ফের যেন বল্‌তে না হয়; মনে রেঁখো সাতদিনের মধ্যে যদি হাঁস্‌পাতাল-গ্রাউণ্ডের মধ্যে তোমায় দেখি,—(হাসিমুখে বামহস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া সস্নেহে ও রহস্য-স্নিগ্ধকণ্ঠে) তা হ'লে আমার কাছে 'ঠ্যাঙানি' খাবে!"

নমিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না। চারিদিক্ হইতে অপ্রত্যাশিত ঘটনারাশি যেন পার্ব্বত্য জল-প্রপাতের মত হুড়াহুড়ি করিয়া একযোগে তাহার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল; কোন বিষয় সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছিল না। তবুও স্মিথের শেষ কথায় হাঁস্‌পাতালের সীমায় একেবারে প্রবেশ-নিষেধের কড়া আদেশে তাহাকে বিচলিত হইতে হইল। ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন ভাবে সে বলিল, "কিন্তু কিন্তু ম্যাডাম্, কাল সকালেই হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে একবার না গেলেই নয় যে!"

চিন্তিতভাবে স্মিথ্ বলিলেন, "তাই ত! আবার হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে তোমায় ওখানে যেতে হবে? আচ্ছা, থাক্, তেওয়ারীকে পাঠিয়ে দেব; তোমার বাড়ীতে গিয়ে সে ড্রেস্ করে দিয়ে আস্‌বে।"

আবার তেওয়ারী! নমিতার কপালে ঘাম ছুটিল! বিব্রতভাবে সে বলিল, "না না, তাঁকে আর কষ্ট দেবেন না; তাঁর ঢের কাজ—!"

স্মিথ্ ক্ষণেক নীরবে ভাবিলেন; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, যদি ওর সুবিধে না হয়, আমি নিজেই সকালে হাঁসপাতালের কাজ সেরে গিয়ে ড্রেস করে দিয়ে আস্‌বো।"

অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু স্মিথ তাহাকে সে

সুযোগ দিলেন না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "সুশীলকে বেহারার সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি; তার জন্যে ভেবো না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে জিরোও, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরবো।"

স্মিথ্ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রার্থনা।

আমার সকল গর্ব্ব দূর করি দিয়া
　　তোমার গর্ব্ব মুখেতে ল'ব,
আমার সকল বিভব ছাড়িয়া, আমি
　　তোমার চরণ-তলেতে র'ব।
ঐ চরণ-যুগল পাব বলে তাই
সকল আশারে ত্যজিবারে চাই;
যেন কামনা বাসনা ঘুচাইয়ে দিয়ে
　　তোমারে স্মরিতে পাই।
তোমারই নামে আসিয়াছি হেথা,
　　সাথে সেই সুখ-দুখ-তরী।
তোমারই নাম গাহিয়া গাহিয়া
　　পরলোকে যাব ইহরে ছাড়ি!
জানি আমি ওগো করুণাসিন্ধু,
পাইব তোমার করুণাবিন্দু;
জানি তুমি মোরে ভুলিবে না কভু;
　　জীবনে না হয় মরণে,
কোন একদিন তুমি হে আমারে
　　স্থান দিবে তব চরণে।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন।

তোমারি মন্ত্রে উঠিছে হৃদয়ে নব নব
　　ভাবে নূতন সুর।
আশিস্ তোমারি বরষিছে শিরে,
　　হৃদি-দাবানল করিতে দূর।
মনোমলিনতা ঘুচাতে আমার
সুধা-ধারা হৃদে ঢাল অনিবার;
তোমার মহিমা বুঝে সাধ্য কা'র!
　　ওগো প্রভু তুমি ত্রিজগত-শূর!
কি-ভাবে হৃদয়ে রাখিব তোমায়,
কানে কানে যেন বলিছ আমায়!
ডাকিতে জানি না, তবু প্রেমরায়!
　　কাছে এসে হাস সুমধুর!
রাজে সদা হৃদে অমিয় মূরতি
সুখময় শান্ত সুশীতল অতি;
তবুও তৃষিত এ হিয়া সম্প্রতি
　　ভেঙ্গে-চুরে যেন হয় চুর!
কেন যেন তা' কিছু জানি না দয়াল,
কর্ম্মফল কিংবা মম মন্দ ভাল!
আসিবে কি সেই শুভ সুক্ষ্ম কাল
　　হেরিব নিকটে, রবে না দূর!
　　(নাচিয়া উঠিবে হৃদয়-পুর ॥)

শ্রীবিমলাবালা বসু।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়।—পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পারাবত—ইহাদিগকে পালন করিতে কোনরূপ কষ্ট নাই। এক এক জোড়া হইতে ৩ বা ৪ জোড়া শাবক প্রতিবৎসর পাওয়া যাইতে পারে। পারাবত রাখিতে হইলে টোং তৈয়ার করা উচিত। যদি পোকার আধিক্য হয় তবে টোংএ ছাই ছড়াইয়া দেওয়াই বিধি। ডিম্ব প্রসব করার আঠার দিন পরে শাবক নিষ্ক্রান্ত হয়। শাবক যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে পুং-পারাবতের সন্তানস্নেহও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পারাবতের মধ্যে গোলা ও সিরাজি রাখিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইহাদিগের শাবক যেমন অধিক হয়, তেমনই ইহারা সন্তান-পালনে সুনিপুণ। ইহারা অতিশীঘ্র পুষ্টও হয়।

আহারের মধ্যে গম যত অল্প দেওয়া যায়, ততই ভাল। অন্যান্য শস্য ইচ্ছানুসারে দেওয়া যাইতে পারে। পারাবতেরা বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত জীব এবং তাহারা অত্যন্ত স্নানপ্রিয়। সুতরাং ইহাদিগের জন্য অগভীর পাত্রে জল রাখিয়া দিবে। কখনও কখনও চূণের জলও ব্যবহার করা উচিত। পারাবতেরা যদি সেই জল পানও করে তবে কোনও ক্ষতি নাই। চূণের জলের দ্বারা তাহাদিগের অঙ্গের পোকা মরিয়া যায়।

পারাবত একবার পীড়িত হইলে তাহাকে আরোগ্য করা দুঃসাধ্য। এরূপ স্থলে তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই উচিত।

পারাবতের টোংএ ইন্দুরের বড়ই দৌরাত্ম্য হয়; সুতরাং, ইন্দুর-কল পাতিয়া তাহাদিগকে ধৃত করা অথবা বিষ-প্রয়োগে নষ্ট করা উচিত। বিষ-প্রয়োগ করিতে হইলে অতিসাবধানে তাহা করা উচিত; যেন অন্য কোন প্রাণী তাহা না ভক্ষণ করে। শেঁকো বিষ খাদ্যের সহিত অথবা চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিলে ইন্দুরেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীব-হিংসা মহাপাপ।

হংসী—ইহাদিগের জন্য জলাশয়ের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে জল ইহাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। একটী হংস ছয়টী হংসীর জন্য যথেষ্ট। পুরাতন হংসী শাবকের জন্য রাখিতে পারা যায়; কিন্তু হংস দুই বা তিন বৎসরের অধিক রাখা উচিত নহে। হংসীগণ প্রাতঃকালে ডিম্ব প্রসব করে। সুতরাং বেলা ৮টা বা ৯টা না হইলে তাঁহাদিগকে বাহিরে যাইতে দিবে না। উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাদিগের ডিম্ব প্রসব করা শেষ হয়। যদি হংস-শিশু চাহ, তবে ডিম্বের উপর মুর্গীকে তা দিবার জন্য বসাইতে হইবে। চার সপ্তাহে ডিম্ব ফুটিয়া যায়। হংস-শাবক অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। যখন তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে শুষ্ক ও উষ্ণ রাখিতে হইবে। তাহারা দুই মাসের না হইলে তাহাদিগকে জলে চরিতে দেওয়া উচিত

নহে; কারণ, তাহাতে তাহারা পীড়িত হইবে। জল-পান করিতে দিলে পাত্রে আন্দাজ করিয়া এতটা জল দিবে, যেন তাহাদিগের চঞ্চুমাত্র নিমজ্জিত হইতে পারে। হংস-শাবকের পক্ষে আর্দ্রতা বা শৈত্য প্রাণনাশক জানিবে। ডিম্ব হইতে নিঃসৃত হইয়া ২৪ ঘণ্টা অতীত হইলে হংস-শিশুকে দিনে চারিবার খাইতে দিবে। এই সময়ে ডাল রন্ধন করিয়া শাবকদিগকে খাওয়ানই বিধি; কিন্তু প্রথম দুই বা তিন সপ্তাহ উষ্ণ হওয়া উচিত। চোকরের (ভূষি) সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে হংস-শাবকেরা যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন সপ্তাহ অতীত হইলে হংস-শিশুকে তিন বার এবং ছয় সপ্তাহ গত হইলে, দুইবার খাইতে দিবে। কাঁচা শস্য, ঘাস এবং শাক ইহাদিগের উত্তম খাদ্য। কেবল মাত্র শস্য খাইতে দিলে তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই উচিত। জলের পরিমাণ এক ইঞ্চ হওয়া চাই। হংস-শাবকেরা সময়ে সময়ে চলচ্ছক্তিহীন হয়। এরূপ সময়ে তাহাদিগের ল্যাজ কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিলে তাহারা আশু রোগমুক্ত হয়। বড় বড় হংসীদিগেরও উক্ত রোগ হইয়া থাকে। শাকাদি খাইতে না দিয়া অধিক শস্য খাওয়াইলে এইরূপ দশা সংঘটিত হয়। সুতরাং, আহারের জন্য শস্যের সঙ্গে শাকাদি দেওয়াই প্রশস্ত।

রাজহংসী—ইহাদিগের রোগ কম হয় বটে; কিন্তু জলাশয় না থাকিলে ইহাদিগের প্রতিপালনে কোনও লাভ নাই। ইহারা উদ্যানের অত্যন্ত ক্ষতিকারক। চারিটা রাজ-হংসীর জন্য একটা রাজহংস যথেষ্ট। রাজ-হংসীরা কেবলমাত্র একবার ডিম্ব প্রসব করে। ত্রিশ দিনে অণ্ড ফুটিয়া যায়। মুরগী-দ্বারা ডিম্ব ফুটানই প্রশস্ত। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ-মাস পর্য্যন্ত ডিম্ব ফুটানর সময়। শাবকগুলিকে প্রথম দুই সপ্তাহ জলে যাইতে দিবে না এবং পুর্ব্বোক্ত প্রথায় হংস-শাবকের ন্যায় খাওয়াইবে। অতঃপর তাহাদিগকে রাজ-হংসীর নিকট দিবে। তখন তাহারা স্বয়ং আগাছা, ঘাস প্রভৃতি খাইয়া জীবন-ধারণ করিবে।

শালগম টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কর্ত্তন করিয়া জলে ভিজাইয়া খাইতে দিলে, রাজ-হংসগণ অত্যন্ত পুষ্ট হয়।

বটের পক্ষী—মাটীতে গর্ত্ত করিয়া বটের পক্ষীদিগকে থাকিতে দিবে। কিন্তু সাবধান; যেন বর্ষাকালে তাহাদিগের গর্ত্তে জল প্রবেশ না করে। শৈত্যই ইহাদিগের প্রাণহা জানিবে; কিন্তু জমিতে সামান্য জলের ছিটা দিলে কোনও দোষ নাই। বাজরা-নামক শস্যই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য; কিন্তু তাহার সহিত আটাও (যেমন মোটা ময়দা) মিলাইয়া দেওয়া চলে। ইহারা ক্রেস অতি-আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে। ইহাদিগের পান করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল দেওয়া চাই। বটের পক্ষী ধৃত হওয়ার পর অনেকেই গর্ত্তে মরিয়া যায়। তাহাদিগকে অধীনতায় আনিতে হইলে ক্রমে ক্রমে আনিতে হয়। ইহারা বৈশাখ এবং আশ্বিন মাসে ডিম্ব প্রসব করে।

ঔষধি।

পোকা—পক্ষীদিগের গাত্রে পোকা হইলে

দুই তিন দিন কেরোসিন তৈল তাহাদের গাত্রে মালিস করিলে পোকাগুলি মরিয়া যায়।

অজীর্ণ—অজীর্ণ হইলে মটর-ভর কর্পূর দিনে তিনবার সেবন করাইতে হইবে। আহার, কাঁচা শস্য দেওয়াই বিধি।

কাশী—কাশী হইলে কর্পূর খাওয়ানই উচিত।

জ্বর—জ্বরে অর্দ্ধগ্রেণ কুইনাইন এবং তিন গ্রেণ কর্পূরই ব্যবস্থা।

ডিম্ব রক্ষা।

ডিম্ব রক্ষা করিতে হইলে, পাত্‌লা গঁদে ডিম্বগুলি নিমজ্জিত করিয়া প্যাক (pack) করিয়া রাখা উচিত। ডিম্বের ক্ষুদ্র দিক্‌টা নিম্ন দিকে কয়লার গুঁড়ায় থাকিবে। খুব তাজা ডিম্বই রক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তিনিই তোমার সকল অভাব পূর্ণ করিবেন।

২। Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee :

৩। Examine all things, and hold fast to that which is good.

সকল জিনিষই পরীক্ষা কর এবং যাহা ভাল তাহাকে ধরিয়া থাক।

৪। মুক্তি যদি চাও ভক্তি-ভরে গাও,
নামে প্রাণ মাতাও দিবা-বিভাবরী।
কর্ম্মসূত্রে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে,
কর্ম্ম কর সদা স্মরি হৃষিকেশে।
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
আনন্দ-বদনে বল হরি হরি।
শুদ্ধ মনে সদা শ্রীহরি-প্রসঙ্গে,
কর আলাপন সাধুজন সঙ্গে।
এ জীবন-তরী ভাসাও তরঙ্গে,
ভাসাও দেখি মন ধর্ম্মহাল ধরি॥

৫। যে গ্রন্থ মানব-জীবনের গৌরবময় পরিণাম ও নিয়তি শিক্ষা দেয় না, তাহা তৃণবৎ ত্যজ্য।

৬। ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায় জীবন-গঠনের একমাত্র সম্বল।

৭। মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্
সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী॥

যাহার মন অবলম্বন ব্যতিরেকে স্থির থাকে, যাহার বায়ু নিরোধ ব্যতিরেকে স্থির আছে এবং যাহার দৃষ্টি অবলোকন ব্যতীত স্থির, সেই ব্যক্তিই সিদ্ধ।

৮। সেই ব্যক্তিই ধন্য যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে।

৯। যাত্রার জন্য চারিটী বাহন রাখিয়াছি। যখন সম্পদ্ আসে তখন কৃতজ্ঞতার বাহনে আরোহণ করি, পূজার্চ্চনা-কালে প্রেমের বাহনে আরোহণ করি, বিপদ্ উপস্থিত হইলে সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করি, আর পাপ করিলে অনুতাপের বাহনে আরোহণ করি। (তাপস এব্রাহিম)।

১০। নির্জ্জীবতাকে ভয়ানক পাপ এবং নিরাশাকে সাংঘাতিক গরল জানিয়া দূর করিয়া দাও।

১১। কর্ত্তব্য-সম্পাদনই ভগবানের আরাধনা, কর্ত্তব্য-সাধনই মুক্তির উপায় এবং ইহাই পরলোকের একমাত্র বিশ্রামস্থল।

১২। ইস্ দুনিয়ামে আইক্যেয়, ছোরি দেও তোম আয়েট্। লেনা হোয় সো লেইলে, উঠি যাতু হায় পায়েট্।

এই দুনিয়াতে এক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছ, অহঙ্কার করিও না। যাহা লইবার আছে এই বেলা লইয়া লও; কারণ, তোমার জীবনায়ু ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে।

১৩। কুরু বন্দে তু বন্দেগি, যো পাওয়ে পাক দিদার। আঁওসব মানুখ জন্মকা, হোয় না বারম্বার।

কবির বলিতেছেন, যদি তুমি ভগবান্‌কে পাইয়া থাক, তাহা হইলে বন্দনা করিয়া লও; কারণ, এরূপ মনুষ্য-জন্ম, বারংবার হইবে না।

১৪। যোহি মারগ্ সাঁই মিলে তাঁহি চলো করি হোস্। ফেরি পাছে পছতাওগে।

যে রাস্তায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তাহাতে খুব সাবধান হইয়া চলিবে; কারণ, তাহা না হইলে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে হইবে।

রেবা।

(গল্প)

১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। অশনি বি-এ পরীক্ষা দিয়া কাশীধামে মাতৃ-দর্শনে আসিল।

অশনিকান্ত ঘোষালের আদিবাস হালি-সহরে; কলিকাতায় জ্যেঠা-মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া সে রিপণ কলেজে পড়িত। তাহার পিতা জগদীশচন্দ্র ঘোষাল বহুকাল কাশী-রাজার 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'র কাজ করিয়া তিন বৎসর হইল কাশী-প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদীশবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা ভার্য্যা তাঁহারই অনুসৃত পন্থার আকাঙ্ক্ষায় কাশীতেই রহিয়া গেলেন। ছুটির পর অশনি যখন কলিকাতায় ফিরিয়া যায়, কখনও মা তাহার সঙ্গে যান, দুই-একমাস ভাসুরের বাড়ীতে থাকিয়া পুনরায় কাশীতে চলিয়া আসেন। অশনি ছুটির সময় কাশী আসে এবং ছুটীর শেষ দিনটি পর্য্যন্ত পরম নিরুদ্‌বেগে কাটাইয়া, পুনরায় কলিকাতায় ফেরে।

কাশীতে শুধু যে অশনির মা-ই ছিলেন এমন নয়;—আরও একটি প্রবল আকর্ষণ অশনিকে তীর্থবাসী করিয়া তুলিয়াছিল। সে আকর্ষণটী 'রেভারেণ্ড' বঙ্কুবিহারী গুহের কন্যা রেবা।

রেবা মাতাপিতৃহীনা। অভিভাবিকা এক খুড়ীর তত্ত্বাবধানে সে বাস করিত এবং 'শিগ্‌রা মিশন স্কুলে' বিদ্যা-শিক্ষা করিত। রেবাদের বাড়ী অশনিদের বাড়ীর কাছেই। সর্ব্বদা দেখা-শোনা এবং যাতায়াতে বন্ধুত্ব ক্রমে আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল। মাতৃহীনা রেবা অশনির মাকে মাতৃ-সম্বোধনে তাঁহার মনের মধ্যেও অনেকখানি স্থান করিয়া

লইয়াছিল। অশনি তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, শিক্ষক, খেলার সাথি। বয়সের সহিত শৈশবের অনাবিল স্নেহ যে ভিন্নভাব ধারণ করিতেছিল, তাহা সমবয়ষী এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর নিজেদের মনের গোচর না হইলেও বাহিরের লোকে কাণাঘুষা করিতেছিল। অশনির মা-ও ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন।

অশনি আশৈশব রেবার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আসিলেও নিষ্ঠাচারপরায়ণ মাতাপিতার শিক্ষা, সাহচর্য্য ও দৃষ্টান্তে মনের মধ্যে যথেষ্ট জাত্যাভিমান পোষণ করিত। কিন্তু কিছু দিন হইতে তাহার ভাব-ভঙ্গী চাল-চলনে অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছিল। সে এখন জোর করিয়া রেবার স্বহস্তে প্রস্তুত লুচি-মোহনভোগে উদর তৃপ্ত করে, রেবার জলের কুঁজা হইতে জল লইয়া খায়, এবং আরো ছোট-বড় অনেকগুলি আপত্তিজনক কার্য্যে মাতার মনে যথেষ্ট বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে।

এবার বাড়ী আসিয়াই অশনি শুনিল তাহার বিবাহ। বৈশাখের প্রথমেই যে-দিনটা শুভলগ্ন লইয়া উপস্থিত হইবে, সেই দিনেই কার্য্য সুসম্পন্ন করা হইবে। ইহা শুনিয়া অশনি প্রথমে রাগ করিয়া মুখভার করিল, ভাল করিয়া খাইল না; মাতার সহিত কথা কহিল না। কিন্তু যখন এ মুষ্টিযোগে মায়ের উৎসাহের হ্রাস হইতে দেখা গেল না, তখন সে মায়ের কাছে গিয়া স্পষ্ট করিয়া কহিল, "এ-সব কি শুন্‌চি?—এ রকম ত কোন কথা ছিল না।"

মা তখন স্নানের পর উঠানে রোদে বসিয়া পিঠের উপর ভিজা চুলগুলি মেলিয়া দিয়া, চটের উপর ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া কলাইয়ের দালের বড়ি দিতেছিলেন। ছেলের কথায় মুখ তুলিয়া চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া তিনি কহিলেন, "কি রকম কথা ছিল তবে, শুনি?"

অশনি মুখ ভার করিয়া কহিল, "আমি ত তোমায় বরাবর বলে আস্‌চি, পড়া শেষ না হলে, বিয়ে টিয়ে কোর্ব্বো না।"

পুঁটির মা এতক্ষণ কাঁশী-ভরা পিষ্ট দালে সঘন কর-তাড়নায় রীতিমত ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে দাদাবাবুর বিবাহে সোনার তাগা ও তসরের সাটী ফরমাইস দিয়া হস্ত-বেদনার উপশম করিতেছিল। দাদাবাবুর গম্ভীর মুখ ও কণ্ঠস্বরে তাহার আশার প্রদীপ অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িল। ছেলের কথায় মা ততোধিক গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কিন্তু আমি ত তোমায় বরাবরই বলে আস্‌চি যে, ও-সব বিদকুটে আব্‌দার চল্‌বে না। বি-এ-পরীক্ষা দিয়েই তোমায় বিয়ে কর্‌তে হবে।"

অশনি শ্লেষের স্বরে কহিল, "তার চেয়ে সোজা কথায় বল না, অতীন্দ্র চৌধুরীর ট্যাক-শালকে ঘরে আন্‌বে: বৌ আন্‌বে না!"

মা হাতের কাজ বন্ধ না করিয়া, মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "সে তোর যা খুসী মনে করিস্। বিয়ে কর্‌তেই হবে। সে কি কথা? ভদ্রলোককে কথা দিয়েচি! আর মেয়ে, খাসা মেয়ে! ইচ্ছে হয়, নিজের চোখে দেখে আসিস্। তোর যাতে মন্দ হবে, তেমন কাজ আমি কোর্‌বো না, এ বিশ্বাস তুই আমার ও পরে রাখ্‌তে পারিস্।"

এ কথার পর আর তর্ক করা চলে না। অশনিও তাহা করিল না। সে চলিয়া

যাইবার সময় কেবল নিজের অসম্মতিসূচক অস্ফুট-বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে গেল। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, এ ঝড় যে উঠ্‌বে তা আমি আগে থেকেই জানি! ভালয় ভালয় এখন দু'হাত এক কর্ত্তে পাল্যে, বাবা শিবনাথ, তোমায় সোনার বেলপাতা দিয়ে যোড়শোপচারে পূজো দেব; ছেলের আমার সুবুদ্ধি দাও।"

তাহার পর অশনি বাহিরে বৈঠকখানা-ঘরে জাজিম-মোড়া তক্তাপোষের উপর পড়িয়া, খানিক গড়াইয়া, খানিক খবরের কাগজের অনাবশ্যক বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে চোখ্ বুলাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল রেবা, হয়ত, এতক্ষণ তাহারই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। চিঠিতে সে রেবাকে আশা দিয়া রাখিয়াছে, এবার তাহার কবিতার খাতা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে সে-গুলি দুই জনে মিলিয়া বাছাই করিয়া লইবে। উৎসর্গ করিবে কাহাকে তাহাও স্থির হইয়া আছে। কেবল বইখানির নাম লইয়াই মতদ্বৈধ চলিতেছিল।

এবার কাশী আসিয়া অশনি রেবার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে যায় নাই, সেই আসিয়াছিল। অশনির মনে হইল, এই কয় মাসের অদর্শনে রেবা যেন অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহার সে অকারণ হাসি-আব্দার নাই! তাহার চালচলন এত গম্ভীর যে, অশনির মনে হইতেছিল, সে যেন হাত বাড়াইয়া আর তাহার নাগাল পাইতেছে না। হয়ত, মায়ের এই সব পাগ্‌লামীর খেয়ালও সে শুনিয়াছে,—এই কথাটা মনে হইতেই অশনি মনে মনে লজ্জানুভব করিল।

২

রেবা তাহার পড়িবার ছোট ঘরখানিতে একখানা ইংরাজী নভেল হাতে লইয়া পড়িবার ভানে বসিয়াছিল। পাঠের ইচ্ছা তাহার এতটুকুও ছিল না। সে বসিয়াছিল ভাবিবার জন্য। কিছুদিন হইতেই সে অশনির বিবাহের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিতেছে; উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে, তাহাও দেখিতেছে। যতক্ষণ সেখানে থাকে সেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু এখন বাড়ী আসিয়া তাহার আর এতটুকুও আনন্দোৎসাহ অবশিষ্ট ছিল না। সে কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল! দেশালাইয়ের কাঠিটা যেমন প্রথম-ঘর্ষণেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষে ভস্ম হইয়া যায়, রেবার সচেষ্টিত আনন্দের আলোটুকুও তেমনি জ্বলিয়া একেবারেই নিভিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, অশনির এইবার বিবাহ হইবে। একটি নোলক্-পরা কিশোরী বধূ তাহার বিচিত্র ছাঁদের কবরী ঢাকিয়া, ঘোম্‌টা টানিয়া, আল্‌তা-পরা দু-খানি কোমল চরণে জলতরঙ্গ মলের রুণুঝুণু বাজাইয়া অশনির অন্তরেও তাহার অনুরণন তুলিবে। সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিশোরী মেয়েটির ঝাপ্‌টা-কাটা মুখের পানে চাহিয়া অশনির কবিতার উৎস এইবার ভিন্ন-পথাশ্রয়ে বহিবে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য সেইখানেই সে দেখিতে পাইবে;—ক্ষুদ্র বাল্য বন্ধুত্বের কথা তাহার আর মনেও পড়িবে না। রেবা কল্পনা-নেত্রে দেখিল, অশনির মুখে আনন্দের দীপ্তি! পত্নী-প্রেমে সে পরিতৃপ্ত!

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাংশু

আকাশে রেবা তাহার উদাস-নেত্র ফিরাইল। জ্বালাময় তেজ ম্লান করিয়া অপরাহ্নের সূর্য্য ডুবিয়া আসিয়াছে। রৌদ্রের তেজ কমিলেও ধরণীর তপ্তবক্ষের সমস্ত সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসগুলা এইবার ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হইয়া বাতাসটাকে অসহনীয়রূপে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

পিছন হইতে মৃদুহাসির শব্দ শুনা গেল। রেবা চমকিয়া মুখ ফিরাইল; সঙ্গে সঙ্গে মধুর হাসিতে তাহারও মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কখন এলে, অশনি?"

অশনি কহিল, "অনেকক্ষণ,—যতক্ষণ থেকে তুমি খুব মন দিয়ে পড়া কচ্ছিলে। এবার পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট হবে।"

রেবা সলজ্জ হাস্যে কহিল, "ঠাট্টা হচ্ছে! কেন? কি অমনোযোগটা দেখ্‌লে শুনি?"

অশনি রেবার হাতের পাতা-খোলা বই-খানা কাড়িয়া প্রসারিত ভাবে ধরিল; হাসিয়া কহিল, "কিছু না। কেবল বইখানা কি রকম করে ধল্লে পড়া এগোয়, তাই শিখে নিচ্ছিলুম্?"

রেবা চাহিয়া দেখিল, সে পুস্তকখানা সম্পূর্ণ উল্টাভাবে ধরিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! এমন আত্মবিস্মৃত সে! হারিয়া হার স্বীকার করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয়। রেবাও তাহার জাতীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হইল না। অকারণ কোলাহলে এক রকম করিয়া প্রতি-পক্ষকে স্বীকার করাইয়া লইল যে, পাঠে তাহার মনোযোগের অন্ত নাই এবং বই-খানা উল্টাভাবে ধরিলেও পাঠকের পাঠে ব্যাঘাত হয় না।

অশনি আসন গ্রহণ করিলে রেবা কহিল, "তারপর মহাশয়ের দেশে গমন হচ্চে কবে?"

অশনির মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল; কহিল, "মার ইচ্ছে এবার শীঘ্রই দেশে যাওয়া হয়—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল, "আপ্‌নার তাতে অনিচ্ছে না কি?"

অ। আমার তুমি ত জান, রেবা, ছুটির একটা দিনও আমি বাইরে নষ্ট করি কি না? কেন তাও জানো। আর এবারকার এই লম্বা ছুটিটা—।

"তোমার অনেক দয়া অশনি, কিন্তু সংসারে ঢুকে হয়ত এ গরীব বন্ধুটির কথা আর মনেও থাকবে না।" রেবা এই কথাটা হাসি দিয়া আরম্ভ করিলেও হাসি দিয়া শেষ করিতে পারিল না। অকারণে চোখে জল আসিয়া তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত করিতে-ছিল। অশনি বিস্মিত চোখে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া লইল। তারপর সহাস্যে কহিল, "বাঃ! বিনয়-প্রকাশও যে ঢের শেখা হয়ে গেছে! মহাশয়া, বুঝি, সম্প্রতি সংসারে ঢোক্‌বার মৎলবে আছেন; তাই ভূমিকায় জানান্ দেওয়া হচ্ছে?"

রেবা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আর লুকো-চুরীতে কাজ কি? আমি ত কিছু জানি না?"

অশনি মনোযোগীর ভাবে কহিল, "কি জান শুনি?"

রে। যা জান্‌বার। আগামী ১৭ই বৈশাখ অতীন্দ্রবাবুর কন্যা শ্রীমতী কনকলতার সহিত শ্রীযুক্ত অশনিকান্ত ঘোষালের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে—"

অশনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "থামুন মহাশয়া! আর জেঠামিয় দরকার নেই।"

রেবা মৃদুমৃদু হাসিতেছিল। সে কহিল "জেঠাম কিসের? সত্যি কথা বল্‌ব তাতে বন্ধু বেগড়ান্ বিগ্‌ড়বেন; যদিও জানি, বন্ধু ঐ সত্যি কথাটা শোন্‌বার জন্যে সহস্রকর্ণ হ'তেও প্রস্তুত; মুখে যতই তর্জ্জন করুন্!"

অশনি শান্তভাবে কহিল, "বন্ধুর আর যা অপরাধ ইচ্ছে দাও; ঐটে দিও না। বিয়ে আমি কোর্‌বো না।"

রে। কেন? মা ত বল্লেন কর্‌বে?

অ। মা জানেন না। অনর্থক ভদ্র-লোককে আশা দিয়ে ভোগাবেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট কথাই বলেচি, এখানে বিয়ে আমি কোন মতেই কোর্‌বো না—।

রেবা মুখ তুলিয়া কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা কাশী আশায় কথাটা আর বলা হইল না। অসহ্য গ্রীষ্মে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এখনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল। এক সময় মৌন ভঙ্গ করিয়া অশনিই প্রথমে কহিল, "জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে—কেন কর্‌ব না।—শুন্‌বে কি?" অশনির কণ্ঠস্বরে ও দৃষ্টিতে এমন কোন ভাব ব্যক্ত হইতেছিল যাহাতে তাহার অব্যক্ত উত্তর শুনিতে রেবার সাহস হইল না। ঘরের বাতাসটাও যেন ভাবাবেগে স্পন্দিত হইতে-ছিল; না জানি, এখনি সে কি অপ্রকাশ্য গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া দিবে! হয়ত, চিরপ্রার্থিত চিরদুর্লভ উত্তর এখনি সুলভ হইয়া প্রকাশ পাইবে। ওগো সে কথা, সে গোপনীয় কথা গোপনীয় থাক্। সে ত প্রকাশের যোগ্য নয়। তবে আর কেন? রেবা মাথা নাড়িয়া অশনির উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, না, সে শুনিতে চাহে না।

"কেন না?" অশনি দমিল না। উৎসাহে সোজা হইয়া কহিল, "না" বোল না। তোমায় শুন্‌তেই হবে। তুমি কি আমার মনের কথা জান না? নিজেকে এত বোকা সাজিও না, রেবা! তুমি সবই বোঝ। আমার ভালবাসা আমায় ভুল বোঝায় নি। বল, আমার মনের কথা তুমি জান?"

রেবা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বিপন্নভাবে কহিল, "এ সব কথা তুমি কাকে বল্‌চ? অশনি, বুঝ্‌তে পাচ্চ কি?"

"ঠিক্ পাচ্চি। যাকে ছাড়া জীবনে আর কাকেও এমন করে ভালবাস্‌তে পার্‌ব না; যে নইলে সংসার আমার শ্মশান হয়ে যাবে, যে আমার শৈশবের খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের প্রিয় সখী—সেই রেবাকেই আমি আমার মনের কথা খুলে বল্‌চি।"

রেবা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া আরক্তমুখে স্খলিতবাক্যে বাধা দিল, "থাম অশনি! এমন করে তুমি আমায় অপমান কোর না।—আমি জান্‌তুম্ না, তুমি নেশা কর্‌তে শিখেচ! জান্‌লে—।" জানিলে সে যে কি করিত, সে-সম্বন্ধে কোনও উপস্থিত যুক্তি খুঁজিয়া না পাওয়ায় সে চুপ করিল। অশনি কিন্তু বাধা মানিল না। সে রেবার গমন-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে কহিল, "মিছে কথা বলে আমায় হাসিও না রেবা! তুমি জান, তোমার অপমান কর্‌বার সাধ্য আমার নেই। আমার কথার জবাব দাও। বল, আমার স্ত্রী হ'তে তুমি অসম্মত নও।"

রেবা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া

দাঁড়াইল; নতমুখে কহিল "ও-সব পাগ্‌লামীর কথা ছেড়ে দাও। তুমি হিন্দু, আমি খৃষ্টান। কেবল এই প্রভেদটা ভুলে যেও না।"

অশনিও এ-কথা ভুলিয়া যায় নাই। ভুলে নাই বলিয়াই এতদিন ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া চুপ করিয়াছিল। তাহা না হইলে মনের কথা প্রকাশের সুযোগ আরও অনেক আগেই সে লইত। ভাবিতে গেলে ভাবনার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রেবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাকে লাঞ্ছনা এবং ততোধিক ক্ষতিও যে সহিতে হইবে, এ কথা সে ভালই জানে। বিষয়ে বঞ্চিত হইতে না হউক্, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ, এমনকি জগতে একমাত্র স্নেহের স্থান মাতৃকোলের অধিকারেও সে বঞ্চিত হইবে। তা হউক্; রেবাকে ছাড়িয়া সংসারে তাহার সুখ নাই; তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া যাইবে। প্রেমের খাতিরে সংসারের সকল সুবিধাই সে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত। রেবাকে ত্যাগ করিলে সে বাঁচিবে না। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে। মাতার কাছেও সে মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। তাহার ফলে মাতা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতেছেন। বাকী ছিল রেবার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলা। এই বলার জন্য মন তাহার আকুলী বিকুলি করিতেছিল; তবু সঙ্কোচের হাত সে এড়াইতে পারিতেছিল না। ভালই হইল, রেবা নিজেই সুগম পন্থা দেখাইয়া দিয়াছে। কর্ত্তব্য যখন স্থির করাই আছে, তখন আর অনর্থক কালক্ষেপের প্রয়োজন কি? মাতাও আশা ছাড়িতে পারিতেছেন না; বাহিরেও কন্যাভারাতুর কোনও ভদ্রলোককে আশা-ন্বিতও করিতেছেন। এ খেলার উপসংহার হইয়া গেলেই যে এখন বাঁচা যায়! রেবা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিনী। তাহাতে কি? ভালবাসার কাছে কি তুচ্ছ, হাস্যকর সে বাধা! পর্ব্বতগৃহ-নিঃসৃতা সিন্ধু উদ্দেশ্যে গমনশীলা নদীর বেগ কি সামান্য প্রস্তরের বাধায় রুদ্ধ হইতে পারে! প্রচণ্ড ঐরাবতও যে এ স্রোতের টানে ভাসিয়া যায়। অশনি মুখ তুলিয়া দীপ্তচক্ষে চাহিল ও কহিল, "রেবা! আমাদের ভালবাসার কাছে ওর কি এত বেশী দাম! এ সব তুচ্ছ বাধায় আমাদের মিলনকে বাধা দিতে পার্‌বে না। আমি খৃষ্টধর্ম্ম নিয়ে তোমায় পেতে চাই।"

রেবার দুই চোখে বিস্ময় ভরিয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত স্বরে সে কহিল, "ধর্ম্মত্যাগ কোর্‌বে? বল কি অশনি!"

অশনি মৃদু হাসিয়া কহিল, "না ত্যাগ কোর্‌বো কেন? শুধু ঠাকুরের নামটা বদ্‌লে নেব। তাতে তাঁর কিছুই ক্ষতি হবে না; কিন্তু না নিলে, আমার ক্ষতির শেষ থাক্‌বে না।"

রেবা মৃদুস্বরে কহিল, "কিন্তু এ ধর্ম্মমত ত তুমি তাঁর জন্যে বদল কোর্‌চ না। নিজের সুবিধের জন্যে, শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব খুটিনাটি, দোষগুণ সহ্য কোর্‌তে পার্‌বে কি না—?" রেবা তাহার কথার শেষ করিতে পারিল না। চোখের জলে তাহারও যে দৃষ্টি ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল! হয়ত, এ দুর্ব্বলতা এখনি অশনির চোখে পড়িবে, এই ভাবিয়া সে সংযত হইল।

অশনি উঠিয়া ঘরখানা বার-দুই পরিভ্রমণ

করিয়া রেবার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "এত ভেবে কাজ কর্‌বার আমার সাধ্য নেই। রেবা! আমার মনের কথা তোমায় সব জানিয়িচি। স্পষ্ট উত্তর দাও, তুমি আমার স্ত্রী হ'তে রাজী আছ কি না?"

রেবা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কি যে বল! সবাই ত আর তোমার মত পাগল নয়!"

তবুও অশনি জোর করিয়া তাহাকে ভাবিতে সময় দিল ও সেই সঙ্গে বলিয়া দিল, "এটাও ভেবো,—আত্মীয়, বন্ধু, সমাজ, সব ছেড়েও আমি অনায়াসে থাক্‌তে পার্ব্বো; কিন্তু তোমায় ছাড়্‌তে হলে আমি বাঁচ্‌ব না।"

রেবাকে কথা কহিবার সময় না দিয়া, এবং নিজের কথা শেষ না করিয়া, ছাতিটা পর্য্যন্ত না লইয়াই সে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। জানালা দিয়া রেবা চাহিয়া দেখিল, রাস্তাতেও সে আর ফিরিয়া চাহিল না।

(৩)

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। অশনি রেবার সঙ্গে দেখা করিল না। রেবা তাহার খুড়ী-মার মুখে শুনিল, ছেলের সহিত ঝগড়া করিয়া অশনির মা দেশে চলিয়া গিয়াছেন; অশনি তাঁহার সঙ্গে যায় নাই। এমন ঘটনা রেবার অভিজ্ঞতায় আর কখনও ঘটে নাই। মা যখনই দেশে গিয়াছেন, অশনি তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। রেবা নিজে গিয়া তাঁহাদের ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। এবার অশনির মা দেশে গেলেন, কিন্তু রেবাকে একটা মুখের কথা বলিয়াও গেলেন না! রেবা দুই দিন তাঁর কাছে না গেলে, তিনি ডাকিতে আসিতেন, কত স্নেহের অনুযোগ করিতেন! আজ রেবা তাঁহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে যে, মুখের কথা একটা বলিয়াও গেলেন না! সে কেবলই চোখের জল মুছিয়া মুছিয়া ভাবিতেছিল, কেন এমন হইল! তবে কি অশনি সেই সব তার পাগ্‌লামির কথা তাঁহার কাছে প্রকাশিত করিয়াছে?—তাহাই সম্ভব। ছিঃ ছিঃ! তিনি কি মনে করিলেন! তিনি লজ্জাহীনা রেবার স্পর্দ্ধায় কতই না তাহাকে অভিশাপ দিয়াছেন। অশনি পাগল, তাই সে এমন ছেলেমানুষি কথা আবার লোকের কাছে প্রকাশ করে। রেবাই কি তাহাকে ভালবাসে না? বাসে বই কি! সে ছাড়া রেবার ভাল বাসিবার আর কে আছে? রেবার মনে হইল, হয় ত সে অশনিকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে না; যে ভালবাসায় জাতি-ধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায় যুক্তি-তর্ক মানিয়া চলা যায় না। অশনির সেই বিশ্বগ্রাসী উদ্দাম ভালবাসার সহিত সে তাহার বিচার-বিবেচনাপূর্ণ সাধ্‌ঘাট বাঁধা ভালবাসার আবার তৌল করিতে চায় না কি? ছিঃ! সে কি তাঁহার যোগ্য! রেবা কল্পনা-নেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের একখানা রঙ্গিন চিত্র আঁকিয়া দেখিতে চাহিল।—চিত্রখানা বড় মলিন দেখাইল। অশনির মনের এ তীব্র অনুরাগ কে জানে কতদিন স্থায়ী হইবে! উদ্দীপনার অবসানে শুধু রেবার প্রেমই কি তাহার পরিত্যক্ত অতীত জীবনের সকল পূরাইতে পারিবে? যে-সমাজ রেবার সহিত তাহার আবাল্যের বন্ধুত্বেও তাহাকে আকৃষ্ট

করিতে পারে নাই, শুধু একটা বন্ধনের স্বীকার-উক্তিতেই সে কি নিজে হইতে মনে-প্রাণে তাহার আপন হইবে? তুচ্ছ রেবার জন্য এতখানি ক্ষতি সহিতে মন তাঁহার দুই দিনেই হয়ত অস্থির হইয়া উঠিবে। পুরাতনের জন্য মন যখন তাঁহার হাহাকার করিবে, রেবা তাঁহাকে তখন কোন্ সান্ত্বনা দিবে!

রেবা ভাবিয়া দেখিল, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করা ছাড়া, তাহার আর দ্বিতীয় পথ নাই। যে ভালবাসা প্রিয়ের ক্ষতি করে, সে ভালবাসা ত ভালবাসা নয়! সে উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসা কখনও স্থায়ী হয় না; তাতে সুখ ত নাই-ই, তৃপ্তিও নাই। রেবা মনে মনে বলিল, 'তুমি আমায় হৃদয়হীনা বল্‌বে, কিন্তু আর উপায় নেই। তোমার কাছ থেকে আমি সরে যাব;—আমায় ভুলে যেতে সুযোগ দেব; তা হলেই তুমি সুখী হ'বে। চোখের নেশা ফুরিয়ে গেলে, হয়ত, তুমি আমাকে ভুলেও যাবে।' অশনি তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, মনে করিতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি তেমন ভালবাসেন নি ত! যে ভালবাসায় সংসারের স্বার্থ ভুলিয়ে দেয়, এ ত সে ভালবাসা নয়! তাঁর চোখের বাইরে গেলে, হয় ত, মনের বাইরেও চলে যাবে। রেবা ভাবিল, এই না সে বলিতেছিল প্রাণ ঢালিয়া সে অশনির মত ভালবাসিতে পারে নাই! এ দুর্ব্বোধ্য মন লইয়া সে এখন কি করিবে? সে তাঁহাকে বন্ধনে ফেলিয়া দুঃখে ডুবাইবে না। মায়ের কোল, সমাজের বক্ষ হইতে সে তাহাকে ছিঁড়িয়া আনিবে না। সে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে দৃঢ়সংকল্প। তবু অশনি যে তাহাকে ভুলিয়া যাইবে এ চিন্তাও তাহার অসহ্য মনে হইতেছিল।

রেবার জীবনের সমস্ত সাধ, সব কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল, বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনও তাহার সেই সঙ্গে ফুরাইয়াছে। অশনির প্রশ্নের সে উত্তর দিয়াছে। চিঠিতে লিখিয়া নয়; নিজের মুখেই সে জবাব দিয়াছে। সেই সঙ্গে অশনির সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে। চিরজীবনের পাথেয়রূপে সে যখন অশনির বন্ধুত্ব চাহিয়াছিল, অশনি রাগ করিয়া বলিয়াছিল, 'মাপ কোরো। যদি নিতান্তই তোমায় ভুল্‌তে না পারি, শত্রু বলেই মনে কোর্ব্বো;—বন্ধু নয়।' উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসগুলা রুদ্ধ বক্ষের বাহিরে আসিবার জন্য যখন বিদ্রোহে ঠেলাঠেলি লাগাইয়া শ্বাসরোধ করিয়া দিতে চাহিতেছিল, তখনও সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত হাসি-মুখেই সে বলিয়াছে, "সেই ভাল; তোমার বন্ধুতার চেয়ে শত্রুতাও আমার কাম্য। তুমি এমন হতে পার, তা আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি নি, অশনি!" একথার পরেও অশনি যখন একান্ত ব্যাকুলতার সহিত সকাতরে কহিয়াছিল, "বল, কখনও কোন দিন—যত দীর্ঘ দিন পরেই তা আসুক্, কোন আশা আমি রাখ্‌ব কি না?" তখনও অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে রেবা বলিয়াছিল, "কালের জরিমানায় ধর্ম্ম কখনও ছোট হয় না; তোমায় আমি শ্রদ্ধা কর্ত্তুম, অশনি! সেটুকু আমার থাক্‌তে দাও। যা অসম্ভব তা কখনও সম্ভব হয় না। ও-সব পাগ্‌লামী বুদ্ধি ছেড়ে

দাও। জান ত তোমাদের শাস্ত্রই বলেচেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" এ কথার পর "বেশ তাই হবে" বলিয়া সেই যে অশনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে, তারপর আর সে রেবার কোন সংবাদ লয় নাই।

রেবার ইচ্ছা করিতেছিল সে অশনির কাছে মাপ চাহিয়া বলে, সে মিথ্যাবাদিনী, তাই অবলীলায় অতবড় মিথ্যা বলিতে পারিয়াছে। সে তাঁহাকে শুধু শ্রদ্ধা করে না, ভালবাসে; সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসে। কিন্তু সে কথা সে কেমন করিয়া বলিবে? সে যে দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই অশনির মন দেখিতে পায়। একবার এতটুকু দুর্ব্বলতা জানাইলে অশনি কি আর তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে! যত কঠিনই হউক, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে যাওয়া ছাড়া রেবার আর গতি নাই। সে তাই যাইবে। খুড়ীমাকে সে বুঝাইয়াছিল, কলিকাতা গিয়া কোথাও কোন কাজ সে খুঁজিয়া লইবে; নচেৎ বসিয়া খাইলে কয়দিন চলিবে? কুবেরের ভাণ্ডার ত তাহার নাই।

খুড়ীমা চোখে কানে কম দেখেন ও শোনেন্। তবু যতটুকু বুঝিলেন, তাহাতে মনে করিলেন, বিদেশে কোথাও সরিয়া যাওয়াই ভাল। মেয়ের যেন দশ দিনে দশ বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার সে সদানন্দময় বালিকা-ভাব আর নাই। চিন্তাশীলা যুবতী রাতারাতির মধ্যেই যেন প্রৌঢ়ত্বে উপনীতা হইয়াছে। কেন যে এমন হইল তাহার খবরও তিনি জানিতেন। সস্নেহে তিনি রেবাকে বুঝাইলেন, "কেন নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছিস্ মা! অশনিকে তুই কোন্ অপরাধে বিয়ে কর্ত্তে চাইচিস্ নে?"

রেবা আজ তাহার একমাত্র আত্মীয়ার কাছে চোখের জল লুকাইতে পারিল না; কাঁদিয়া কহিল, "ও কথা বোল না খুড়ী-মা! আমার জন্যে তিনি এত ছোট হয়ে যাবেন, —এ আমি সইতে পার্‌বো না!"

খুড়ীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তবে কল্‌কাতাতেই চল। এখানে আর টেক্‌বে কেমন করে! আহা, বাছা অশনির মনেও এত ছিল!"

(৪)

রেবার উপর রাগ করিয়া অশনি কিছুদিন শূন্য বাড়ীখানাই আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল; রেবার আর সংবাদ লইল না। রাগটা কমিয়া আসিলে সে মনে করিল, রেবা, বোধ হয়, এইবার নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারিবে; পারিয়া ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইবে। সে ত রেবাকে বরাবর দেখিয়া আসিতেছে। অবহেলা সহিয়া সে আর কতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে? এমন রাগারাগি তাহাদের কতবার হইয়াছে, কিন্তু রেবাই আগে সাধিয়া ভাব করিয়াছে। কোন দিনই অশনিকে সাধিতে হয় নাই। রেবাই সাধিয়াছে। অসহ্য উৎকণ্ঠা বহন করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল। রেবার নিকট হইতে ক্ষমা-প্রার্থনা বহন করিয়া কোনও মূকবার্ত্তাবহই আসিল না।

একদিন সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিয়াই অশনির মনে হইল, তাই ত এবারকার কলহের বিষয়টা ত ঠিক্ অন্যবারের মত নয়। যতই হোক্ বিবা-

হের বিষয় লইয়া যখন গোল, তখন সে স্ত্রীলোক আগে ক্ষমা চাহিতে পারে না। নিজেকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া অশনি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া নিজেই রেবার উদ্দেশ্যে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ীর বাহির না হইতেই দরোয়ান একখানা পত্র অশনির হাতে দিল। হাতের লেখা দেখিয়াই অশনি বুঝিল, চিঠি রেবার। মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের ক্ষুব্ধ অভিমান ঝড়ের মুখে তৃণগাছির মত কোথায় উড়িয়া গেল। তাহার অনুমান তবে ভ্রান্ত নয়। রেবা চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আগেই চিঠি লিখিয়াছে। নির্ব্বোধ কেন সে মিথ্যা ঝোঁকে নিজেও কষ্ট পাইতেছে, অশনিকেও পীড়িত করিতেছে? ভগবানের ইচ্ছাই যদি ইহাতে না থাকিবে, তবে কেন সে এমন করিয়া তাহার সমাজ-সংসারের বাহিরে একমাত্র অশনিকেই অবলম্বন করিয়া এত বড়টি হইয়া উঠিয়াছিল? ভগবানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ইহার তলে আছে বই কি!

অশনি ঘরে ফিরিয়া প্রথমে খামে মোড়া চিঠিখানা মুঠি করিয়া করতলে ধরিয়া কিছু-ক্ষণ চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। একেবারে খামখানা খুলিয়া ভিতরের অপূর্ব্ব রহস্যটুকুকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলিতে তাহার সাহস হইল না। সে ভাবিল, ভাল খবর নিশ্চয়ই আছে—তবু—!

কাঁচি দিয়া খামের একাংশ সন্তর্পণে কাটিয়া ভিতরের ভাঁজ করা কাগজখানি বাহির করিয়া অশনি টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। তাহার হাত কাঁপিতেছিল। কিন্তু একি—! লেখা অল্পই; পড়িতে এক মিনিটও সময় লাগিল না। চিঠিখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া অশনি বিছানায় শুইয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা—

"অশনি! বিশেষ প্রয়োজনে আমার আজন্মের শত সুখ-দুঃখের স্মৃতিমণ্ডিত প্রিয়তম কাশী ছাড়িয়া আজ দূরান্তরে চলিলাম। জানি না, ভাগ্য আর কখনও দিন আমায় আমার জন্মভূমির কোলে ফিরাইয়া আনিবে কি না! ভাবিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব; উচিতও ছিল তাই, কিন্তু সুবিধা হইল না। খুড়ীমা ভাইয়ের কাছে লাহোরে থাকিবেন, অগত্যা আমারও তাই গতি। জীবনে অনেক অপরাধ তোমার কাছে করিয়া গেলাম। পার ত মাপ করিও। মনে করিও রেবা বলিয়া এ সংসারে কেহ ছিল না। বিদায়—

রেবা।"

রেবা চলিয়া গেল? যাইবার সময় একটা মুখের কথা বলিয়াও গেল না! হৃদয়হীনা নারী! যাহার অশনির সহিত কথা কহিয়া কথা ফুরাইত না, চিঠি লিখিয়া কাগজে কুলাইত না, সেই রেবা এত শীঘ্র এমন পর হইয়া গেল! কি অপরাধ অশনি করিয়াছিল? রেবাকে ভালবাসিয়া সংসারের সকল ক্ষতি অম্লান মুখে সহিতে চাহিয়াছিল, এই না তাহার অপরাধ? কিন্তু এ পলায়নের ত কোন প্রয়োজনই ছিল না! তাহার আদেশই যে অশনির নিকট যথেষ্ট। এতটুকু বিশ্বাসও সে আর রাখিতে পারিল না। অশনির দুই হাতের বদ্ধাঙ্গুলি, মুখের কঠোর ভাব, ললাটের কুঞ্চন-রেখা, তাহার অন্তর-যুদ্ধের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছিল। সে মনে মনে বলিল,

এ ঠিক্ হয়েচে ! সে পাষাণে প্রাণ সঁপিতে চাহিয়াছিল, এ তাহার যোগ্য প্রতিফল। রেবা তাহার কেহ নয়। রেবা বলিয়া এ সংসারে কেহ তাহার ছিলও না। তবু যুক্তির দুর্ব্বল বাধা ঠেলিয়া অন্তরের দীন ক্রন্দন কেবলি কাঁদিয়া বলিতে থাকে, সেই যে তাহার সব। তাহার জন্য সে যে সকলি ছাড়িতে চাহিয়াছিল ! চিরপ্রার্থিত মাতৃক্রোড় হইতে চ্যুত হইতেও সে যে ভয় করে নাই ! তবে কেমন করিয়া সে মনে করিবে, সে তাহার কেহ নয়, কেহ ছিলও না ? সে তাহার বন্ধু নয়, প্রিয় নয়, সর্ব্বস্ব নয় ? অশনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন অশনি তাহার জেঠা-মহাশয়ের পত্রের উত্তরে লিখিয়া দিল, সে দেশে যাইতেছে। আনন্দবাবুর কন্যা কনকলতাকে বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি নাই।

(৫)

সুদীর্ঘ দশটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অশনিকান্ত ঘোষাল এখন আর কলেজের ছাত্র নয়। সে এখন একটা মহকুমার ছোট খাটো হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সে ডেপুটি হইয়া দুই তিনটা মহকুমার জলবায়ু-পরীক্ষান্তে সম্প্রতি বদলী হইয়া আরামবাগে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা। অশনি স্ত্রী-পুত্রদের একদিনও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না ; তাই জাহাজের বোটের মত তাহারা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া থাকে। অশনির স্ত্রী কনকলতা রূপসী না হইলেও প্রকারান্তরে নামের সার্থকতা দেখাইয়াছিল। ধনি-কন্যা স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যধিক আদরে বর্দ্ধিত হওয়ায় নিজেকে সংসারের কোন উপকারে লাগিবার উপযোগী করিয়া গড়িতে ত পারেই নাই ; বরং সে-ই সম্পূর্ণরূপে সংসারের কাছে উপকার লইতেই শিখিয়াছিল। তাহার উপর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর গুণে তাহার স্বাস্থ্যও ক্রমে খারাপ হইতেছিল। সম্প্রতি সে সন্তান-সম্ভাবিতা। অশনি স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শে বলকারক পথ্য এবং বিজ্ঞাপন দেখিয়া "প্রসূতি-রক্ষক" নানাবিধ 'টনিক' 'পিল' গিলাইয়াও তাহার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বল-সঞ্চার করিতে পারিল না। কাশীতে মাতা এবং কলিকাতায় শ্বশুর কনককে লইয়া যাইতে চাহিলে, কেন যে তাহাকে পাঠায় নাই, তাহা ভাবিয়া অশনি এখন মনে মনে নিজের বিবেচনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতেছিল। এখন আর সময়ও নাই।

ব্যাঘ্র-ভীতি-সঙ্কুল স্থলেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। দুইদিন প্রসব-বেদনা-ভোগে কনক-লতার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছিল। এখানকার একমাত্র শিক্ষিতা ধাত্রীটিও এই সময় পীড়িতা। ডাক্তার কহিলেন, "আর এক উপায় আছে। মিস্ গুহার ধাত্রী বিদ্যা চমৎকার। তিনি ব্যবসাদার ধাত্রী ন'ন বটে, কিন্তু ভারী হাত-যশ। একবার যদি তাঁকে আন্‌তে পারা যেত ! তাঁরও শরীর ভাল নয় ; কিন্তু দরকারের সময় নিজের অসুখ বিসুখ কিছুই তাঁর মনে থাকে না। তবে ঐ ভারী দোষ !—বা'র করে আনাই কঠিন।"

বিপদের সময় মানাপমান দেখিতে গেলে চলে না। অশনি চটি জুতায় পা গলাইয়া সার্টের বোতাম না আঁটিয়াই ধাত্রীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিল। সে গিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া

যেমন করিয়াই হউক্ তাঁহাকে লইয়া আসিবে। নহিলে কনককে বাঁচান যাইবে না।

মাননীয় অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় অগত্যাই মিস্ গুহকে বাহিরে আসিতে হইল। দশ-বৎসরের পর দেখা। কালের হস্তক্ষেপে আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তবু পরস্পরকে চিনিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। এ অতর্কিত সাক্ষাতের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না; তাই কিছুক্ষণ দুইজনকেই চুপ করিয়া মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অশনির প্রয়োজন অধিক; শীঘ্রই সে আত্মস্থ হইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাইল,—"সদাশয়া মিস্ গুহের অনুগ্রহের উপরেই তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে। তাহার স্ত্রীর জীবন-রক্ষা না করিলে, শুধু দুইটা নয়, তিনটা প্রাণীরই মৃত্যুর সম্ভাবনা। রেবার মনে পড়িল, আর একদিন অশনি তাহার কাছে এমনি করিয়াই কাতর প্রার্থনায় জীবন-ভিক্ষা চাহিয়াছিল;— বলিয়াছিল, "তুমি ত্যাগ কর্‌লে আমি বাঁচ্‌ব না।" সে অগ্রসর হইয়া সান্ত্বনার সুরে কহিল, "ঈশ্বরকে জানান্;—আমার দ্বারা চেষ্টার কোনও ত্রুটী হ'বে না।—চলুন্।"

(৬)

সারা-রাত্রি অত্যন্ত গোলমালের পর সকালের দিকে বাড়ীখানা ঘুমন্ত পুরীর মত একেবারেই নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রসূতির খবর পাইয়া অশনির মা এবং কনকলতার বাপ্ আগের রাত্রেই আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। ছেলেমেয়েগুলির ঝঞ্ঝাট পোহানয় মুক্তি পাইয়া অশনি হাঁপ্ ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

দারুণ কষ্ট ভোগের পর মৃত পুত্র প্রসব করিয়া রক্তহীন কনকের জীবনী-শক্তি আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, "কৃত্রিম উপায়ে অন্যের দেহ হইতে রোগীর দেহে রক্ত-প্রদান ভিন্ন রক্ষার উপায় নাই।" শাশুড়ী, স্বামী এবং বুড়া বাপ্ প্রমাদ গণিলেন। যথেষ্ট পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়াও অশনি রক্ত দিবার লোক সংগ্রহ করিতে পারিল না। বাপ্‌রে! পয়সার জন্যে গায়ের রক্ত দেওয়া যায়! অশনি যুবপুরুষ দেহও সুস্থ, কিন্তু কাটা-ফোঁড়ায় তাহার বড় ভয়। ডাক্তারকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোন উপায় নাই?" ডাক্তার কহিলেন, "না।" সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রেবা কহিল, "ডাক্তারবাবু, আপ্‌নি প্রস্তুত হোন্। আর দেরী হলে ওঁকে রাখ্‌তে পার্‌বেন না। রক্ত আমি দেব।"

অশনি ক্ষোদিত-মূর্ত্তির মত চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, "মিস্ গুহ, আমায় মাপ্ কর। তোমায় আমি নিজের মেয়ের মত মনে করি। তোমার প্রাণ যে কত দরকারী তা আমি জানি। তোমার যা শরীর, তাতে যে পরিশ্রম তুমি পরের জন্যে কর, তাই ঢের—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল, "ওঁকে বাঁচাতেই হ'বে, আমি কথা দিয়েচি। ডাক্তারবাবু, আপ্‌নার পায়ে পড়ি—আমার চেষ্টার ত্রুটিতে যেন দুর্ঘটনা না হয়। আমার সত্য রক্ষা কর্‌তে দিন।"

অনেক বাত-বিতণ্ডার পর রেবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অগত্যাই ডাক্তারকে সম্মত হইতে হইল। সহৃশীলা রেবা শান্তভাবে

ডাক্তারের অস্ত্রোপচারে আত্মসমর্পণ করিলে, অশনি কক্ষ হইতে পলাইয়া গেল। মা বাহিরে "হরির তলায়" মাথা কুটিয়া সেই অনাচারদুষ্টা অসমসাহসীক-নারীর সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যথেষ্ট জরিমানা "মানস" করিয়া দেবতার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের অনুমান ভুল হয় নাই। নূতন শোণিত-সংগ্রহে কনকের জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিল।

ডাক্তারের আদেশে রেবা এখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠা-বসা করিতে পায় না। ডান হাতের যে শিরা ছেদন করিয়া রক্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ক্ষত পূরিয়া আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা এখনও সারে নাই। মা ছেলেপুলে, রোগী এবং সংসারের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া অবসর পাইলেই রেবার কাছে আসিয়া বসেন। কখনও তাহার গায়ে মাথায় স্নেহের হাত বুলাইয়া দিয়া বলেন, "আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্, আর কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ করবি না। বাবা! ধন্যি মেয়ে তুই! বাছা, মনে কল্লেও গা শিউরে ওটে। রেবা তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসে। রেবা বাড়ী যাইতে চাহিলে অশনির মা কহিলেন, "তাকি হয়? আগে ভাল করে সেরে ওঠ্। যে তোর শরীরে যত্ন বাছা! বাড়ীতে কেবা দেখ্বে, কেবা যত্ন করবে? খুড়ীটিও ত নেই! তাই ত বলি বিয়ে কল্লে এদ্দিনে এক ঘর ছেলে পুলে হোত! কি যে ধিঙ্গি হয়ে রইলি! এখানে ত আর জলে পড়িস্ নি! এও তো তোর নিজের ঘর।"

অশনির মার মুখের পানে চাহিয়া রেবার আবার অতীত জীবন মনে পড়িতেছিল। সেই অনাবিল আনন্দের নির্ঝর সুদূর অতীতে! কি মধুর তাহার স্মৃতি! রেবার জীবনে তেমন দিন আর আসিবে না। মনে পড়ে, অশনির সহিত একত্র খেলাধুলা—একত্র বিদ্যাশিক্ষা—মায়ের কোল-মায়ের স্নেহ! একবৃন্তে, ভিন্নজাতি দুইটি ফুল কি শোভনীয় মাধুর্য্যেই তাহারা ফুটিয়াছিল! সে সব সুখের কথা এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়।

দুপুরবেলা একা বিছনায় পড়িয়া রেবার কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিন কিছুতেই আজ যেন আর কাটিতেছিল না। হয়ত, কনক এখন একা বিছানায় পড়িয়া তাহারই মত এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দিন কাটাইতেছে! অশনি এ সময় কাছারীতে বদ্ধ থাকে, তাই কনকের ঘরে যাইবার অদম্য লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। চলিতে এখনও পা টলিতেছিল, তবুও সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। মা অশনির ছেলে-মেয়েদের লইয়া বারাণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া ঘুমাইয়াছেন। উঠানে শ্যামার মা বাসন মাজিতেছিল, অন্য ঝি-চাকরেরা দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের আশায় কে কোথায় গিয়াছে!

কনকের ঘরে যাইতে গিয়া সহসা অশনির কণ্ঠ-স্বরে বাধা পাইয়া রেবা বাহিরেই দাঁড়াইয়া পড়িল। কাজ বেশী না থাকায় অশনি সে-দিন হাঁটিয়াই সকাল সকাল বাড়ী আসিয়াছে। তাই রেবা তাহার ফিরিয়া আসার খবর জানিতে পারে নাই। রেবা শুনিল,

অশনি বলিতেছিল, "মা বুঝি, গল্প কর্‌বার আর লোক পান্‌ নি!—ও একটা ছোটবেলার পাগ্‌লামী! এখন মনে হলেই ভয় হয়। কি রক্ষেই পাওয়া গেছে!" স্বামীর আদরে গলিয়া কনক আদরের সুরে কহিল, "রক্ষেটা কিসের? অমন সুন্দরী, বিদ্বান্‌, কত সেবা-যত্ন জানে!" পত্নীর রুক্ষচুলের গোছা ধরিয়া, আদর করিয়া অশনি কহিল, "থামুন পাদ্‌রী-মশাই। আর বক্তৃতা দিতে হবে না। জান ত হিঁদুর বিয়ে এক জন্মের নয়! তুমিই যখন আমার জন্ম-জন্মান্তরের স্ত্রী, তখন মুখ্যই হও, আর কুচ্ছিৎই হও, তোমায় যে আমায় পেতেই হোত! ও আমার কে? কেউ না—।"

রেবা নিঃশব্দে আপনার নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। বুঝি, এত দিন এই কথা শুনিবার জন্যই মন তাহার মনের ভিতর তৃষিত হইয়াছিল। অশনির মঙ্গল কামনায় সে তাহার আত্মবিসর্জ্জনের মূল্যে যথার্থই অশনির মঙ্গল ক্রয় করিতে পারিয়াছে কি না—এ সন্দেহের অনুতাপ দশবৎসর ধরিয়া তাহার বুকে তুষানলের মতই ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিয়াছে। কতদিন মনে হইয়াছে, হয় ত হৃদয়ের সে গভীর ক্ষত কালেও মিলাইতে পারে নাই। না; সে ক্ষত ত নাই-ই; শুধু সামান্য আঁচড়ের দাগমাত্র। সে তাহার প্রিয়তমের দুঃখের হেতু নয়;—তাঁহাকে মাতৃক্রোড়, আজন্মের বিশ্বাস, সমাজ, পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম হইতে নিজের স্বার্থের সুখের মধ্যে না টানিয়া আনিয়া ভালই করিয়াছে।

রেবা মাটিতে বসিয়া দুই হাত যোড় করিয়া ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধায় ভূমে লুটাইয়া প্রণাম করিল।—"প্রভু! স্বামী! পিতা! শুধু তাঁকে নয়, আমাকেও তুমি রক্ষা করেছ!—তোমার করুণাময় নাম সত্য!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

দুর্দ্দিনে।

[১]

আঘাত কর আঘাত কর
অমোঘ রাজ-দণ্ডে;
প্রখর তব শাসনে যেন
সকল দোষ খণ্ডে।
নিরাশা যাক্‌ বাতাসে ঘুচি,
ধুইয়া হিয়া লহ গো মুছি,
পোড়ায়ে মোরে করহ শুচি
পাবক-হোম-কুণ্ডে।

বেদনা-মাখা সাধনা তব
জেনেছি আমি মর্ম্মে;
বেদনা-পথে সাজিব নব
বেদনা-সহা বর্ম্মে।
কখনো যদি বেদনা পাকে
পরাণ মম কাঁদিতে থাকে,
নয়ন-বারি লইব ভরি
মরম-হেম-ভাণ্ডে।

[২]

যেমন ধারা বহিছে ঝড়্
গগনে,
তেমনি তর নৃত্য কর
এ মনে।
জমাট যত আঁধার-আলো,
হাওয়ার তালে উড়িয়ে চলো,
বিজলী-বোনা আলোক ঢালো
নয়নে।
গরজি মেঘ জাগায়ে দি'ক্
বেদনা;
বাদল-ধারে ধৌত কর
সাধনা।
যা'কিছু আমি গড়েছি বসে,
সকল যাক্ নিমেষে ধসে,
তোমার বাজ পড়ুক্ খসে'
চেতনে।

[৩]

আজ্ যে তোরে শুধ্‌তে হবে
আনন্দেরি দেনা;
তরল হাসির গরল দিয়ে
হয়েছে যা কেনা!
জীবন-বীণা লয়ে করে
কি গাহিলি জীবন ভরে?
চপল গানের উতাল স্বরে
জীবন কি যায় চেনা?
হাস্‌লি যত ক্ষিপ্ত হাসি
অকারণের গানে,
সে-সকল আজ যাবে ভাসি
ব্যথার বিপুল টানে।
আমোদ-প্রমোদ হয়ে তরল
রচে তোরই নয়নের জল,
সেই জলে সব যৌবন-মল
এবার ধুয়ে নে না!

দরবেশ।

সংবাদ।

১। **ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।**—এই বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

প্রথম বিভাগ।

লীলা বসু—ডাওসেসন, মবেল ক্যাথারিন—ঐ, গীতা চট্টো—ঐ, চন্দ্রমুখী সিংহ—গার্ডেন মেমোরিয়াল, মালতীমালা সরকার—ঐ, শেফালিকা রায়—ব্রাহ্মবালিকা স্কুল, ফুলবালা গুপ্ত—ঐ, সুধীরবালা গুহ—ঐ, কনকলতা খাস্তগিরি—ঐ, সুবোধবালা রায়—বেথুন, সুধা চট্টো—ঐ, মণিকা চট্টো ঐ, প্রীতি দাস—ঐ, চপলা দেবী—ডাক্তার খাস্তগিরি বালিকা বিদ্যালয়, প্রমীলা ঘোষ—ছোটনাগপুর গার্লস স্কুল, সুমতি দত্ত—ঐ, সুপ্রভা কর—কটক রাভেন্সা, প্রীতিকণা দাস—ঐ, অমিয়া পাল—বাঁকিপুর বালিকা, সুমতিবালা দাস—ঢাকা বালিকা, নিখিলবালা গুপ্তা—ঐ, গৌরীপ্রভা ভুয়ারা—ছোটনাগপুর বালিকা, স্নেহপ্রভা সরকার—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা, প্রেমমালা সিংহ—ঐ, অমিয়া বিশ্বাস—ঐ, সুনীতিবালা রায়—ঐ, কুলবালা সরকার—ঐ, শুদ্ধকণা চক্রবর্ত্তী—ছোটনাগপুর বালিকা, সুধা দত্ত—দার্জ্জিলিং মহারাণী হাই স্কুল, লাবণ্যপ্রভা বসু—ঐ, সুষমা সিংহ—বহরমপুর প্রাইভেট, শান্তিময়ী দাসী—ছোটনাগপুর বালিকা, লাবণ্য বন্দ্যো—ঐ, চিরপ্রভা বসু—ঐ, সীতা সরকার—বেথুন, সুষমা চক্রবর্ত্তী—বাঁকিপুর বালিকা, প্রীতিলতা গুহ মল্লিক—ঐ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুশীলাবালা মুখো—ডাওসেসন, ভিক্টোরিয়া মবেলসেন—ঐ, রামা জুদা—ঐ, মেরা এইনি—ঐ, সরোজ চক্রবর্ত্তী—গার্ডেন মেমোরিয়াল,

হৈবু মমিন—ইউনাইটেড মিশনরী, প্রেমবালা সাহা—ঐ, সরোজিনী বসু—ঐ, সুষমা দত্ত—ব্রাহ্মবালিকা, মনোরমা রায়—ঐ, সরলা সাধুখাঁ—ঐ, নীহারিকা মল্লিক—ঐ, মীরা চট্টো—ঐ, সুশীলা সাধুখাঁ—ঐ, শোভনা নন্দী—ঐ; জ্যোৎস্না সেন—প্রাইভেট; লাবণ্যপ্রভা দে—সি, এম, এস; শান্তিলতা চৌধুরী—মহারাণী হাইস্কুল দার্জিলিং; প্রিয়বালা সলোমন—ইউ এফ্ সি হাই, শশিকলা সিংহ—ঐ; মৃন্ময়ী রায়—প্রাইভেট; কমলকামিনী রায়—রাভেন্সা কটক; সৌভাগিনী দাস—ঐ, লিলি দাস—ঐ; শৈলবালা রাউথ—ঐ; মা টোনমে—শিক্ষয়িত্রী; শিশিরকুমারী সেন—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা, সুমতিবালা রায়—ঐ, লীলাবতী ঘোষ—ঐ; লীলাময়ী চক্রবর্ত্তী—প্রাইভেট; মাধুরীলতা চৌধুরী—মহারাণী হাই দার্জিলিং, স্নেহলতিকা হালদার—ঐ; উৎস ঘোষ—ছোটনাগপুর বালিকা; বিধান মজুমদার—ভিক্টোরিয়া ইন্, কলিকাতা।

তৃতীয় বিভাগ।

প্রতিভাবালা দাস—সি, এম্, এস্।
নলিনীবালা জোন্স—গার্ডেন মেমোরিয়াল্।
স্নেহলতা সামন্ত— ঐ
স্মিতমুখী চক্রবর্ত্তী— ঐ

২। ইংরাজ মহিলাগণ পুরুষদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষদিগকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের গবর্ণর জেনারেলের ও বাণিজ্য-মন্ত্রীর কন্যাদ্বয় শিমলা-পর্ব্বতে কেরাণীর কর্ম্ম শিখিতেছেন।

৩। ল্যাণ্ডন রোণাল্ড্-নামক ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রবিবাবুর কতকগুলি কবিতায় স্বর-সংযুক্ত করিয়া সঙ্গীতের আকারে প্রকাশ করিতেছেন।

৪। ১৯১৮ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ঐ সালের ৪ঠা মার্চ্চ, ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা ১০ই মার্চ্চ এবং বি-এ ও বি-এস্-সি পরীক্ষা ৪ঠা এপ্রিল আরম্ভ হইবে।

৫। ইংলিশম্যানে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চাশ জন আবদ্ধ বাঙ্গালী যুবক স্ব স্ব বাটীতে থাকিবার আদেশ পাইয়াছে।

৬। টিকারির মহারাজকুমার বাঁকিপুরে ভারতীয় বালিকাদের বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত কলেজ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৩ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ৫ হইতে ১৮ বৎসরের বালিকাদের পর্দ্দার মধ্যে থাকিয়া পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে।

তপস্যা।

(২)

মধুমতী-তীরে কমলাপুর একখানি গণ্ডগ্রাম; গ্রামে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস আছে। তন্মধ্যে হরনাথ রায় একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। হরনাথবাবু অতিশয় ধার্ম্মিক এবং নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ। তিনি কোনও আফিসের চাকুরে নহেন। তাঁহার কিছু জায়গা-জমী ছিল; তদ্দ্বারাই তাঁহার বেশ সচ্ছলে চলিয়া যাইত। পরের দাসত্ব তাঁহাকে করিতে হইত না। বিলাসিতাই মানবের অভাবের সৃষ্টি করিয়া দেয়। হরনাথবাবুর সে-সকল কিছুই ছিল না। কাজেই, তিনি নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। পত্নী রাজলক্ষ্মী ভিন্ন তাঁহার পরিবার-মধ্যে আর কেহ ছিল না। এই দম্পতী পরোপকার জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পরের কার্য্য ভিন্ন কখনও তাঁহারা অলসভাবে গৃহে অবস্থান করিতেন না। গ্রামের লোকের যাহার যখন যে কার্য্যের আবশ্যকতা হইত হরনাথবাবু তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতেন। কোথায় কাহার ছেলে পীড়িত, ডাক্তার ডাকিবার লোকাভাব, হরনাথবাবু অবিলম্বে ডাক্তার ডাকিয়া আনিতেন। কাহারও বাড়ীতে মৃত দেহ পড়িয়া আছে, সৎকার করিবার লোক

নাই, হরনাথবাবু তাহাকে বহিয়া লইয়া সৎকার করিয়া আসিতেন। কেহ বা রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই ; হরনাথবাবু রোগীর নিকটে বসিয়া দিবানিশি অক্লান্তভাবে তাহার শুশ্রূষা করিতেন। আবার কোনও প্রতিবেশীর হাট-বাজার করিয়া দিবার আবশ্যক হইলে, তাহাও করিয়া দিতেন। কোনও প্রতিবেশীর লাউ-মাচা, পুঁইমাচা বাঁধিতে হইবে ; সেখানেও হরনাথবাবু কোমরে গামছা বাঁধিয়া কাটারি লইয়া উৎসাহের সহিত বাঁশ-বাঁখারি কাটিতে লাগিয়া যান। পাঠিকা-ভগ্নীগণ, হয় ত, একথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-সংবরণ করিতে পারিবেন না ; বলিবেন, "বাবুতে আবার কে কবে বাঁশ কাটে ? মাচা বাঁধে ? বাবু লোক ত 'পাম্পস্থ' পায়ে দিয়া, চুড়িদার গায়ে দিয়া, চুরুট-বার্ডশাইয়ের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে গার্ডেনপার্টি জম-জমা করিবেন অথবা মুক্ত আকাশ-তলে বায়ু-সেবন করিবেন, কিম্বা ক্লাবে বসিয়া খোষ গল্প অথবা থিয়েটারের 'রিহার্সেল' দিবেন। ইহাই এখনকার বাজারে "বাবু"-দিগের কার্য্য—। তাহা না হইয়া মাথায় উড়ানী বাঁধিয়া, চটী জুতা পায়ে দিয়া, তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, পায়ে এক পা ধূলা মাখিয়া ডাক্তার ডাকিতে যায়, কোমরে গামছা জড়াইয়া বাঁশ কাটে, মাচা বাঁধে ! সে বুঝি তোমার বাবু ? আরে ছ্যাঃ—।" কিন্তু যাহা সত্য, তাহার অপলাপ করা নীতিবিরুদ্ধ। সদ্বংশজাত, ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ-সন্তান যদি আপনাদের নিকটে বাবু-নামধারীর অযোগ্য হয়েন, তাহা হইলে আপনাদের যাহা অভিরুচি তাহাই বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিবেন। আমরা কিন্তু তাঁহাকে বাবুই বলিব। এই সকল গুণ ছাড়া হরনাথবাবুর আর একটি মহাগুণ ছিল। তিনি সকল লোকেরই হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারিতেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইত। ভ্রাতায় ভ্রাতায় দ্বন্দ্ব, সরিকে সরিকে বিবাদের তিনি মীমাংসা করিয়া দিলেই মিটিয়া যাইত। এইজন্য কমলা-পুর-গ্রামবাসিগণের অর্থ উকিল, ব্যারিষ্টার-দিগের উদর-পূর্ত্তি না করিয়া, দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইত। হরনাথবাবু ব্যতীত গ্রামবাসিগণের এক মুহূর্ত্তও চলিত না। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, তিনি সকলেরই বন্ধু। বৃদ্ধেরা পরামর্শ-গ্রহণের জন্য, যুবকেরা উপদেশ-গ্রহণের জন্য এবং বালক-বালিকারা আদর-প্রাপ্তি ও গল্প-শ্রবণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিত। গৃহিণী রাজলক্ষ্মীও পতির উপযুক্তা পত্নী ; পরোপকারে তিনিও সিদ্ধহস্তা ! কোনও বুভুক্ষু অতিথি কোনও দিন তাঁহার গৃহ হইতে অমনি ফিরিত না। তিনি নিজের আহার্য্য দান করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। কেহ কোনও দ্রব্যের জন্য তাঁহার নিকটে আসিলে, কদাচ সে রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া যাইত না। গরিব-দুঃখীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া।

পাড়ায় স্বজাতীয়ের বাটী নিমন্ত্রণ হইলে আগে রাজলক্ষ্মীর ডাক্ পড়িত। তিনি রন্ধনশালায় গিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে অতিপরিপাটিরূপে পঞ্চাশ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ফেলিতেন। কোমরে অঞ্চলটি জড়াইয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া সেই অন্ন-ব্যঞ্জন যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির পাতে তিনি পরিবেশন করিতেন, তখন তাঁহাকে যথার্থই অন্নপূর্ণার ন্যায় মনে হইত। তাঁহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া সকলেই প্রশংসা করিত। গ্রামের মধ্যে তাঁহার এইটী সুখ্যাতি ছিল। সহর অঞ্চলে এখন এ নিয়ম নাই। কিন্তু পল্লী-গ্রামে এখনও প্রচলিত আছে যে, দশজনকে নিমন্ত্রণ করিলে বাড়ীর মেয়েরাই রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। আমাদের এখনকার ভগ্নীগণের মধ্যে, হয় ত, রন্ধনশালায় গেলে অনেকেরই মাথা ধরিয়া উঠে, এবং রন্ধন-কার্য্যকে তাহারা অতিহেয় কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহা মনে করিতেন না। বরং তিনি ইহাতে আনন্দিতা হইতেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথি-অভ্যাগতকে

ভোজন করান, তিনি গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। এই প্রকার তাঁহাদের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইত ; অভাব অশান্তি কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা আদৌ জানিতেন না। কিন্তু একটি বিষয়ে যথার্থই তাঁহারা বড় দুঃখিত ছিলেন। এই প্রৌঢ় দম্পতী নিঃসন্তান ছিলেন। অপত্য-মুখ-দর্শনে তাঁহারা বঞ্চিত। এজন্য যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-অনুষ্ঠানের এবং ঠাকুর-দেবতার ধরণা দেওয়া, কোন বিষয়েরই ত্রুটি হয় নাই। তথাপি কি জানি, কোন দেবতা এই দম্পতীর প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়া সন্তান প্রদান করেন নাই। কিন্তু বহুদিবস পরে বহু তপস্যার ফলে তাঁহাদের এ আক্ষেপ দূর হইল। "আতুড় ঘর আলো" করিয়া একটি "চাঁদ-পানা" ছেলে রাজলক্ষ্মীর অঙ্ক শোভিত করিল। পতি-পত্নীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

(৩)

বিধাতার খেলা ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির অগোচর। নিয়তি চক্রের নিষ্পেষণে মানব নিয়ত নিষ্পেষিত হইতেছে। মানবের ইচ্ছা-শক্তি সকল সময়ে কার্য্যকরী হইতে পারে না। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। হায় মানব! 'আমি করিয়াছি', 'আমি করিব', বলিয়া তুমি কিসের দম্ভ করিয়া থাক! জান না, কাল তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তোমাকে নিয়ত চালিত করিতেছে? অপুত্রক দম্পতী পুত্র লাভ করিয়া অন্ধের চক্ষু-লাভের ন্যায় বড়ই আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন! হরনাথবাবু বড় ঘটা করিয়া ছয় মাসে পুত্রের অন্নপ্রাসন দিলেন। শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় শিশুটী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আধ আধ ভাষায় যখন "মা মা," "বা বা" বলিয়া সে ডাকিত, তখন তাঁহারা মনে করিতেন, "সংসারে এই ত চরম সুখ! আর সুখ কোথায়? হায়! তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এই সুখের মধ্যে অচিরে একখানা যবনিকা পতিত হইবে! যখন এইরূপ আনন্দে তাঁহাদের দিন কটিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন রাজ-লক্ষ্মী জ্বরাক্রান্তা হইলেন। সেই জ্বরই তাঁহার কাল হইল। সে জ্বরের হাত হইতে আর তিনি মুক্তি-লাভ করিতে পারিলেন না। অনেক ঔষধ-পত্র খাইয়া জ্বর কয়েকটী দিনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু পথ্য পাইবার পূর্ব্বেই আবার জ্বর দেখা দিল। পুনঃ পুনঃ তিনি এইরূপে জ্বর-ভোগ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইল না। দেশের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক তিনিই রাজ-লক্ষ্মীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। রাজ-লক্ষ্মীর পীড়ার কোনও উপশম হইল না।

হরনাথবাবু পরের চাকুরি কখনও করেন নাই ; জমা-জমীর আয়েই তাহার ক্ষুদ্র সংসার চলিয়া যাইত। আর্থিক সংস্থান তাঁহার অধিক ছিল না। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। দুই-একখানি জমীও বন্ধক পড়িল। কিন্তু রাজলক্ষ্মী এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিলেন না। একদিন তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যে আমার জন্যে এত ওষুধ-পত্তর কিনৃছ, মুটো মুটো টাকা দিয়ে ডাক্তার আনৃছ, এত টাকা কোথায় পাচ্ছ? আমার জন্যে শেষে ঋণগ্রস্ত হবে নাকি?" এ কথার উত্তরে হরনাথবাবু বলিয়াছিলেন, "কেন? তুমি কি আমাকে এতই গরিব ঠাওরালে না-কি? আমার কি এমন সংস্থান নেই যে তোমাকে ডাক্তার দেখাই?" রাজ-লক্ষ্মী অপ্রতিভ হইলেন, সেই হইতে তিনি আর কোন কথা বলিতেন না।

ক্রমান্বয়ে ভুগিয়া ভুগিয়া রাজলক্ষ্মীর দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এ সংসারের তাঁহাকে আর অধিকদিন থাকিতে হইবে না! বুঝিলেন, ভগবানের ডাক পড়িয়াছে, যাইতেই হইবে। প্রায় বৎসরাধিক তিনি এইরূপ পীড়ায় ভুগিতে লাগিলেন ;—বহু চিকিৎসায়ও কোন ফলোদয় হইল না।

দিন দিন অবস্থা খারাপ দাঁড়াইতে লাগিল। একদিন ডাক্তার আসিয়া নাড়ী টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমি ত এঁর কিছু করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, যদি আর কা'কেও দেখাতে ইচ্ছা করেন, দেখান!"

দেশের মধ্যে তিনিই প্রধান চিকিৎসক। তাঁহার মুখের এ কথা শুনিয়া হরনাথবাবুর বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। তিনি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আর জীবনের আশা নেই? আরাম কর্‌তে পার্ব্বেন না?"

চিকিৎসক দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কি কোর্ব্বো, বলুন? আমার সাধ্য মত আমি ক্রটী করি নি। আমরা রোগ আরাম কর্‌তে পারি, কিন্তু পরমায়ু ত দিতে পারি না!"

হর। তবে আর অন্য ডাক্তার দেখাবার কথা বল্‌ছেন কেন?

ডাক্তার। এর পরে আপনার মনে না আক্ষেপ থাকে, তাই এ কথা বল্‌ছি। আমি ত অবস্থা ভাল ব'লে বুঝ্‌ছি না।

"আপনি না ভাল কর্‌তে পার্লে আর কে পার্ব্বে?" এই বলিয়া হরনাথবাবু হতাশ ভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "দেখুন, এক কাজ করুন। কিছু দিনের জন্য 'চেঞ্জে' নিয়ে যান। তাতে উপকার হলেও হতে পারে। দুটো একটা এ-রকম রোগীকে 'চেঞ্জে' গিয়ে সেরে উঠ্‌তে আমি দেখেছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে হরনাথবাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইবারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজলক্ষ্মী তাহা শুনিয়া নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "আর কেন? এখন যে কটা দিন বেঁচে থাকি, এখানেই থাক্‌ব। ঘর ছেড়ে কখনও কোথাও যাই নি, এ সময় আর যাব না। আমার মধুমতী ছেড়ে আমি গঙ্গা-যমুনা কিছুই চাই না! আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার ডাক পড়েছে; আমায় যেতে হবে। মৃত্যুতে আর আমার কোন আক্ষেপ নেই। আমি জীবনে যত সুখ ভোগ করিছি, খুব কম স্ত্রীলোকেই এ রকম সুখ ভোগ কর্‌তে পায়! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, লোকে যেন আমার মতন স্বামী-সোহাগিনী হতে পারে। এক দুঃখ ছিল—ছেলে হয় নি। তা' ভগবান্ সে আক্ষেপও দূর করেছেন। এখন তোমার পায়ে মাথা রেখে মর্‌তে পার্লেই হয়। আমাকে পায়ের ধূল দাও—আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম তোমার স্ত্রী হতে পাই। সুধীরকে দেখ। এখন হ'তে তুমিই তার মা-বাপ দুই-ই।" পত্নীর কথা শুনিয়া হরনাথবাবু চক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

উক্ত-ঘটনার এক দিবস পরে একদিন সায়ংকালে প্রেমময় পতি, শিশুপুত্র, গৃহ-পরিজন—সকলের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, পতি-পুত্রকে কাঁদাইয়া সতীলক্ষ্মী অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। হরনাথবাবু পত্নীর মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়া বালকের ন্যায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিবর্গ বহুযত্নেও তাঁহাকে সান্ত্বনা-প্রদানে সমর্থ হইল না।

প্রতিবেশীরা শবদেহ-সংকারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিল। হরনাথবাবু প্রিয়তমা পত্নী গৃহলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মীর দেহ মধুমতী-তীরে ভস্মসাৎ করিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি শূন্যহস্তে শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সব ফুরাইল! হায়! আজি গৃহ তাঁহার পক্ষে শ্মশান-তুল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একমাত্র স্নেহময়ী প্রেমময়ী পত্নীর অভাবে আজি সমস্ত অন্ধকার! সব যেন হাহাকার করিতেছে! তিনি গৃহে আসিয়া যাহা দেখেন, তাহাতেই রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি জড়িত দেখিতে পান। আজি যেন তাঁহার জগৎ-সংসার রাজলক্ষ্মীময় হইয়াছে! কই যখন রাজলক্ষ্মী জীবিতা ছিলেন, তখন ত এ প্রকার হইত না! বন্ধুগণ তাঁহার নিকটে বসিয়া প্রবোধবাক্য দান করিতে লাগিলেন। চিরদিন তিনি লোকের রোগে শুশ্রূষা,

শোকে সান্ত্বনা-প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, আজি তাঁহার সেই দুর্দ্দিন উপস্থিত; উপকৃত ব্যক্তিগণ কিরূপে আজি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?

রজনী প্রভাত হইল, আবার দিবাসুন্দরী দেখা দিল। দিন যায় অবার দিন আসে; মানুষ যায় আর ফিরিয়া আসে না। রাজলক্ষ্মীহীন গৃহে হরনাথবাবুর একটী দিবস অতিবাহিত হইল। প্রভাতে রোরুদ্যমান পুত্র সুধীর আসিয়া পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। হরনাথবাবু সুধীরকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিনি শোকে এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, সুধীরের কথা তাঁহার স্মরণই ছিল না। সুধীরকে একজন প্রতিবেশী লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সুধীর গৃহে যাইবার জন্য অত্যন্ত বায়না করায়, প্রভাত হইতেই তিনি সুধীরকে তাহার পিতার নিকট দিয়া গেলেন। সুধীরকে দেখিয়া হরনাথবাবুর রাজলক্ষ্মীর সেই কথাটী মনে পড়িয়া গেল।—"সুধীরকে দেখ, এখন থেকে তুমিই তার মা-বাপ, দুইই।" আর তিনি কেমন করিয়া সেই সুধীরকে ছাড়িয়া এক রাত্রি যাপন করিলেন? মাতা হইলে কি পারিতেন? হরনাথবাবু নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া রোরুদ্যমান সুধীরকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। বুঝি, ইহাতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। সুধীরও পিতাকে দেখিয়া, পিতার কোল পাইয়া, কান্না-কাটা ভুলিয়া গেল।

(৪)

যখন রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়, তখন সুধীরের বয়ঃক্রম চারিবৎসর মাত্র। চারিবৎসরের শিশুসন্তানটি লইয়া হরনাথবাবু একাকী সংসার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। যখন রাজলক্ষ্মী জীবিতা ছিলেন, তখন হরনাথবাবুকে কিছুই দেখিতে হইত না। তিনি পরের কার্য্য লইয়া বাহিরে বাহিরেই অবস্থান করিতেন। কিন্তু এখন হইতে তাঁহাকে প্রত্যেক কাজটী স্বহস্তে করিতে হইত। তাঁহার এমন অবস্থা নহে যে, দাস-দাসী রাখিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করাইবেন! তদুপরি রাজলক্ষ্মীর পীড়া-হেতু কিছু ঋণও হইয়াছিল, দুই-একখানি জমীও বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। বাকি কিঞ্চিৎ সম্পত্তি যাহা ছিল তদ্দ্বারা পিতাপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইতে লাগিল। পরের চাকুরি তিনি কখনও করেন নাই,—আর এ বয়সে পরের দাসত্ব করায় তাঁহার ইচ্ছাও ছিল না। বিশেষতঃ সুধীরকে লইয়া এখন তাঁহার একপদ অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। তিনি এখন বাস্তবিকই একাধারে সুধীরের মাতাপিতা দুই-ই। সুধীরকে তেল মাখান, ভাত খাওয়ান হইতে "ঘুমপাড়ানি-মাসী"র গান গাহিয়া ঘুম পাড়ান পর্য্যন্ত তাঁহাকেই করিতে হয়। এখন একমাত্র সুধীরই তাঁহার সংসারের অবলম্বন। শোকে শান্তি, দুঃখে সহানুভূতি, কার্য্যে সহায়—সবই এখন তাঁহার সুধীর! যখন তিনি সংসারের কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেন, সুধীর তখন তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিত, বাতাস করিত, ঘামাচি খুঁটিত, আবার কখনও বা তাহার কচি কচি কোমল হাত-দু'টি দিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিত। যখন তাঁহার রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি হৃদয়ের মধ্যে উদিত

হইয়া হৃদয়কে কূলে কূলে ছাপাইয়া, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহির্গত করিত, সুধীর তখন তাহা দেখিলে ছুটিয়া আসিয়া তাহার নবনীত-তুল্য হাত-দুইখানি দিয়া পিতার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা, তোমাল চ'খে কি পলেচে বাবা?" হরনাথ বাবু তখন সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সুধীরকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মুখ-চুম্বন করিতেন। আবার যখন তিনি রন্ধন-শালায় বসিয়া রন্ধন করিতেন, সুধীর তখন তাঁহার ইন্ধন যোগাইয়া দিত; জলের ঘটিটী, পীড়িখানি আনিয়া পিতাকে প্রদান করিত। এইরূপে পিতা-পুত্রের দিন কাটিতে লাগিল।

একবার সুধীরের বড় কঠিন পীড়া হইল। জীবনের আশা ছিল না। প্রতিবেশীরা ভাবিল, বুঝি, মায়ের কোলের ছেলে মা কোলে তুলিয়া লইবেন। হরনাথবাবু আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সুধীরের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তত যত্ন, তেমন শুশ্রূষা বুঝি মাতাও করিতে পারেন না! সন্তানবৎসল পিতার স্নেহ-যত্নের বিরাম ছিল না। তিনি সুধীরের আরোগ্য-কামনায় স্ত্রীলোকের ন্যায় কত দেবতার পদে মাথা কুটিতেন, কত হরির লুট মানিতেন। দেবতারা তাঁর সে কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। সুধীর আরোগ্য-লাভ করিল। হরনাথবাবু কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুছিতে মুছিতে গ্রাম্য দেব-মন্দিরে পূজা দিয়া আসিলেন।

হরনাথবাবু অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে জানিতেন না। পুত্রকেও সেই নীতির অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিতেন। বৃথা প্রবোধ দিয়া তিনি কখনও পুত্রকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন না। ভ্রমেও কখন পুত্রের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতেন না। মাতৃহারা শিশু যখন মাতার জন্য কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা! মা কোথায়?" হরনাথবাবু তখন উর্দ্ধে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেন "ঐ খানে!" বালক মাতাকে দেখিবার আশায় আকাশ-পানে চাহিয়া চাহিয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইত না, তখন পিতাকে বলিত, "বাবা, আমি মায়ের কাছে যাব।" হরনাথবাবু তখন পুত্রকে বুঝাইয়া বলিতেন, "এখন সেখানে যাওয়া যায় না, বাবা! সময় হলে একদিন সকলকেই সেখানে যেতে হবে।" এইরূপে দরিদ্র হরনাথ রায়ের দিনগুলি অতি-বাহিত হইতে লাগিল।

সন্তান-সন্ততির শিক্ষার পক্ষে তাহাদের মাতাপিতার পূত চরিত্র ও তাহাদের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ কার্য্যকরী এরূপ আর কিছুই নহে। পিতার সুশিক্ষার গুণে তাঁহার সদৃষ্টান্তে বালক সুধীর শৈশব হইতে উচ্চ-প্রকৃতির লোক হইতে আরম্ভ করিল।

বঙ্গদেশে কন্যা-দায়গ্রস্ত ব্যক্তির অভাব নাই। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হরনাথ-বাবুকে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিতে অনেকেই অনুরোধ করিল। কত কন্যাদায়-গ্রস্ত উমেদার আসিয়া দুই বেলা তাঁহার খোষামোদ করিতে লাগিল।

কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন; "ভাগাড়ে মরা গরু পড়িলে শকুনির পাল তাহাকে যেরূপ ঘেরিয়া ধরে, এক ব্যক্তির স্ত্রী-বিয়োগ হইলে সেই ব্যক্তিকে কন্যা-ভারগ্রস্ত ব্যক্তিরা সেইরূপ ঘিরিয়া ধরে!" কথাটা যথার্থ বটে! বাঙ্গালায়

বর-পণের সৃষ্টি হইয়া যে কি ঘোর সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে, বঙ্গবাসিগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। প্রত্যেক গৃহেই কন্যাদায়; প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহেই হাহাকার; তথাপি এ পণ-গ্রহণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত নহেন। কত স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় একাদশ বা দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যা পঞ্চাশবৎসরের বৃদ্ধ-পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া মাতাপিতা কন্যা-দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। হায়! এরূপ বিবাহের নাম কি কন্যা-দান? ইহা যে প্রকৃত পক্ষেই "বলিদান!" এরূপ বিবাহ না দিয়া কন্যাকে চিরকুমারী রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! কন্যা একটু বয়স্থা হইলেই, জানি না, সমাজের কি এমন সর্ব্বনাশ ঘটে! বাঙ্গালীর ঘরে বিবাহ যেন যা তা একটা ছেলে-খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে সমাজের যে কি ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে,—বড় দুঃখের বিষয়, সমাজপতিগণ ভ্রমেও সে চিন্তা করেন না। এইরূপ বিবাহের ফলেই দেশে বালবিধবার সংখ্যা এত অধিক। এই প্রকার বিবাহের ফলেই পতিতা রমণীর সৃষ্টি এবং রাশি রাশি পাপের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এরূপ বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়গণ যদি ছোট ছোট বালিকার পাণিগ্রহণ না করিয়া বিপত্নীক অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে অনেক অবলা বালিকা দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু পুরুষ এতটা সংযম, এতটা স্বার্থ-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। পুরুষে অনায়াসে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত, তিন-চারি-বার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু একটী দশ বৎসরের বালিকা যদি বিধবা হয়, তাহারও পুনর্বিবাহ দেওয়া আধুনিক হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে! নিজেরা বিলাস-সাগরে ভাসমান থাকিয়া তাঁহারা সেই কিশোরীর কর্ণে ব্রহ্ম-চর্য্যের মন্ত্র বর্ষিত করিতে থাকেন। সে মন্ত্র যে কতদূর কার্য্যকর হইতেছে, তাহা ত সচরাচর দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। হায়! বঙ্গদেশে রমণীগণ চির-পরাধীন! জানি না, কত মহাপাতক-ফলে বঙ্গদেশে রমণী জন্ম-গ্রহন করিয়া থাকে। যে দেশে সমাজ এত স্বার্থপর, সে দেশের সমাজের উন্নতির আশাও সুদূর-পরাহত।

হরনাথবাবু বঙ্গদেশবাসী; সুতরাং এ প্রৌঢ়া-বস্থায় তাঁহারও অনেক পাত্রী জুটিয়াছিল। কিন্তু তিনি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ! কাহারও কথায়, কাহারও অনুরোধে তিনি পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহে সম্মত হইলেন না। যে অত্যন্ত পীড়া-পীড়ি করিয়া ধরিত, তাহাকে বলিতেন, "আমার পুত্র আছে, আমার পুনর্ব্বার বিবাহের প্রয়োজন নাই আমি আর বিবাহ করিব না! আমার সুধীর বড় হইলে সুধীরের বিবাহ দিয়া বধূমাতা গৃহে আনিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 651. November, 1917.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৪। নবেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী!
এ পারে ফুরাল খেলা, আর তবে কেন বেলা?
বেলা হ'লে হবে যে রে তুফান ভারি;
যাবি যদি চলে আয় এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী;
এ পারে কেবলি শোকে পাগল করিবে তোকে;
কেঁদে কেঁদে চোখে আর রবে না বারি;
এই বেলা চলে আয়, কেন রে দেরি!

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী;
আশার কুহকে মাতি ছুটাছুটি দিবারাতি,
তবু আশা পূরিবে না জীবন ধরি!
কাজ নাই, চলে আয় তাহারে ছাড়ি।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী!
মায়ার বাঁধন কাটি তরীতে চলরে ছুটি,
ও-পারে পাবি রে সুখ পরাণ ভরি;—
পারে নিয়ে যাবে বলে এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী!
পাপী তাপী যে যথায় সকলে ছুটিয়া আয়,
এ তরীতে নাহি ভয় তুফানে পড়ি,—
এ যে সেই পরমেশ-চরণ-তরী!

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শেঠ।

গানের স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

তুমি এস হে।
মম বিজন চির-গোপন
দুঃখ-বিতান হৃদি-আসনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
জাগে চেতনা শত বেদনা,
মৃত জীবনে তব পরশে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
লভি শকতি, প্রেম-ভকতি,
তব আরতি করি জীবনে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
আমি তৃষিত, আছি ক্ষুধিত,
যাচি অমৃত তব সকাশে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
যত সাধনা, ব্রত-কামনা,
সব সফল তব সাধনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
II র্স র্রা ণা। ধা ধা -া। পা ধা ণা। ণধা পা -া I
(১) তু ০ মি এ স ০ হে ০ ০ ০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ধা পা -া। মা গা -া। রগা মা -া। -া গা রা I
(২) তু মি ০ এ স ০ হে০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্া -া। ধ্া ন্া স্া। -া -া -া II
(৩) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II সা রা -া । সরগা পমগা -া । গধা পা -া । গপা মা পা I
ম ম ০ বি ০ ০ জ ০ ন ০ চি ০ র ০ গো ০ প ন
জা গে ০ চে ০ ০ ত ০ না ০ শ ০ ত ০ বে ০ দ না
ল ভি ০ শ ০ ০ ক ০ তি ০ প্রে ০ ম- ০ ভ ০ ক তি
আ মি ০ তৃ ০ ০ ষি ০ ত ০ আ ০ ছি ০ ক্ষু ০ ধি ত
য ত ০ সা ধ ০ না ০ ০ ০ ব্র ০ ত ০ কা ০ ম না

২´ ৩ ০ ১
I গা মা -া । রগা সা -া । সা -া -া । সা রা -া I
দুঃ খ- ০ বি ০ তা ০ ন ০ ০ হৃ দি ০
মৃ ত ০ জী ০ ব ০ নে ০ ০ ত ব ০
ত ব ০ আ ০ র ০ তি ০ ০ ক রি ০
যা চি ০ অ ০ মৃ ০ ত ০ ০ ত ব ০
স ব ০ স ০ ফ ০ ল ০ ০ ত ব ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া । সরা গমা পা । মগা রা -া । -া -া -া I
আ স ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া । সা ন্‌া -া । সা -া -া । -া -া -া I
(৪) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া । সরা গমা পা । মগা রা -া । -া -া -া I
প র ০ শে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া । সা ন্‌া -া । সা -া -া । -া -া -া I
(৫) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া । সরা গমা পা । মগা রা -া । -া -া -া I
জী ব ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া । সা ন্‌া -া । সা -া -া । -া -া -া I
(৬) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
স কা ০ শে ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৭) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
সা ধ ০ নে ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৮) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—৪ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়াই ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" যথাক্রমে গেয়। তাহার পর, পরবর্ত্তী কলি গেয়। ঠিক এই নিয়মেই ৫, ৬, ৭ এবং ৮ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিবার পরে পরেই, প্রত্যেক বারে ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়া, তখন অন্যান্য কলি ধরিতে হইবে। এই নিয়মে, গাহিতে পারিলে এই গানটি ভারি শ্রুতিমধুর হইবে।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

নির্জ্জন কক্ষে 'সোফা'র উপর আড় হইয়া পড়িয়া নমিতা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। যদিও যন্ত্রণাধিক্যে তাহার শরীর-মন অস্বচ্ছন্দতায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন-ঘটনা-সংঘাতে উত্তেজিত চিন্তাশক্তি, তাহার মনোবৃত্তিগুলাকে ফাঁকে পাইয়া, প্রথমেই তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ছুটাইল, তাহার সেই প্রত্যহের অভ্যস্ত কর্ম্ম-সংস্কারের দিকে! এই সুন্দর উদ্যম-আনন্দে সচেতন, স্নিগ্ধ-মধুর সন্ধ্যাকাল,—ইহা যে প্রতিদিন রোগি-নিবাসের সেবাব্রতের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, অক্লান্ত উদ্যমে তাহার শ্রম-চর্চ্চা করিবার সময়!—ইহা কি এই সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে সুকোমল 'সোফা'য় পড়িয়া অলস- ও নিশ্চেষ্ট-ভাবে যাপিত করা সহ্য হয়! এ যে বড় কষ্ট-কর আরাম-উপভোগ!

কিন্তু গত্যন্তর নাই! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া, নিষ্পন্দ হইয়া 'সোফা'র উপর পড়িয়া রহিল। মনে সে ভাবিতে লাগিল, হাঁসপাতালের কথা! তাহার অনুপস্থিতির জন্য হাঁস্‌পাতালে, হয়ত, এতক্ষণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে! বেচারী চার্ম্মিয়ান্, হয়ত, খুব ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার জন্য পথ চাহিয়া রহিয়াছে!...... আবার আহা, নমিতার কর্ত্তব্যের অংশভার যাহাদের আজ হইতে বহিতে হইবে, তাহারা ঐ অধিকন্তু খাটুনীর জন্য কত কষ্ট পাইবে! হয়ত, কেহ মনে মনে বিরক্ত হইবে, কেহ প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাইবে! আবার কেহ বা কটু-কাটব্য-বর্ষণেও হয়ত বা, ত্রুটি করিবে না।

নমিতার আর শুইয়া থাকা পোষাইল না। সে উঠিয়া সোফার উপর সোজা হইয়া বসিল; একবার মনে করিল ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া হাঁস্‌পাতালে হাজির হয়!......কি তুচ্ছ এই সামান্য দৈহিক যন্ত্রণা! স্মিথের মাতৃস্নেহ-করুণা-মণ্ডিত নয়নে ইহা যতই কষ্টকর-যন্ত্রণা হউক, কিন্তু নমিতার পক্ষে ইহা এখন সত্যই আর বিশেষ-কষ্টবহ বেদনা নহে! কিন্তু সামান্য এইটুকুর জন্য, সৌখীন-ক্লান্তি-অবলম্বনে সে এখানে অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিল, আর সেখানে যে এই অজুহাতে 'দশ-বিশ-লক্ষ' মন্তব্য সংগঠিত হইবে, তাহার কঠিন গুরুত্ব তাহার বড়ই অসহ্য! ছুরির ফলার তীক্ষ্ণ কঠিনতার মধ্যে একটা মহদ্‌ গুণ আছে,—সারল্য। কিন্তু, মানুষের শাণিত রসনার শ্লেষ-ব্যঙ্গ,—না না, সে বক্র প্যাঁচের নির্দ্দয় তীক্ষ্ণতার ত্রিসীমানায়, কোন-জাতীয় সমবেদনা তিষ্টাইতে পারে না!...তবে? তবে উপায়?...

ব্যগ্র ব্যাকুল মনের উপর বজ্র-চমকে স্মৃতি ঝলসিয়া গেল,—ইহা স্মিথের আদেশ! —নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নমিতা 'সোফা'র উপর আবার শুইয়া পড়িল। থাক্, স্মিথ্‌ যখন দয়া করিয়া স্নেহের দাবীতে, স্বেচ্ছায় কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কোনও কথা কহিবার অধিকার নমিতার আর নাই! নিষ্ফল অসন্তোষ দূর হউক্! যা হইবার হইবে। স্মিথ্‌ বুঝিবেন্! তিনি নমিতাকে নিশ্চিন্ত থাকিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন,—নমিতা দুশ্চিন্তা বিড়ম্বনার বোঝা ঘাড়ে লইয়া এখানে নিরুপায় নিশ্চিন্ততার আরাম ভোগ করুক্। বিপ্লবের ঝড় বাহিরে বহিয়া যাক্!

কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার আরামটুকু তাহার গায়ে যে তীব্র ঘৃণা-অস্বস্তির অঙ্কুশ হানিতেছে! নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিবার সাধ্য কি? নমিতার মনে হইতে লাগিল, এই যে আরাম-উপভোগ,—ইহা এখন নিতান্তই দস্যুতালব্ধ সম্পত্তির মত অন্যায় অধর্ম্মার্জ্জিত। অন্যের কষ্টভোগ বাড়াইয়া —এই যে নিজের শ্রান্তি-অপনোদন,—ইহা তাহার কাছে বড়ই ঘৃণাকর! কিন্তু স্মিথের স্নেহ-অনুকম্পাটা মাঝখানে জুটিয়া বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছে!

চোখের সম্মুখে মানুষের মুখের ভিড় বেশী জমিলে দৃষ্টিশক্তিটা বাহিরের দিকেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়, ভিতর দিকে ফিরিবার অবকাশ তাহার ঘটিয়া উঠা দায় হইয়া থাকে।—তা ছাড়া, বাক্‌শক্তির ঝঙ্কার-সংঘাতে চিন্তাশক্তিটা, অনেক সময়, থতমত খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। এতক্ষণ নমিতার অবস্থাও কতকটা তাহাই হইয়াছিল। এইবার

স্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষের মাঝে কর্ম্মহীন উদাস চিত্তটা আচ্ছন্ন করিয়া খুচ্‌রা দ্বন্দ্বের আলোড়ন চলিতে চলিতে, সহসা মস্তিষ্ক-যন্ত্রটিকে তীব্র উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত-চকিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে গভীরতর দ্বন্দ্ব-বিপ্লব জাগিয়া উঠিল। নমিতার মনে পড়িয়া গেল, ডাক্তার মিত্রের আজিকার ব্যবহার, এবং নমিতার আত্মকৃত আচরণ!

মাথা ঠিক্ করিয়া খুব ভালরূপে সমস্ত ঘটনাটা তলাইয়া ভাবিয়া যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া নমিতা বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কোন্‌খানে কাহার কতখানি দোষ আছে, তাহার মাপ জোঁক পরে হইবে, আগে নিজের ব্যবস্থাটা পরীক্ষা করা হউক্!...... নমিতা হাতের উপর মাথা রাখিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।—না, তাহার আজি-কার ব্যবহারটা ভাল হয় নাই; মোটেই ভাল হয় নাই! ন্যায় এবং সত্য যত বড়ই ও মহৎ পবিত্র বস্তু হউক্, কিন্তু পঞ্চভূত-গঠিত এই মাথাটার উপর যাঁহারা উর্দ্ধতন হইয়া আছেন, তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অসন্তোষ বিরক্তি প্রকাশ করা, যেমনি দুঃসাহসিকতা, তেমনি নির্লজ্জ-ধৃষ্টতা!

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড়ই গরম বোধ হইতেছিল। জামাটা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে সে ভাবিল,—না, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; হাঁসপাতালের চাকুরী আর নয়। মানুষের নীচতা-সংঘাতে এক ত তাহার মনও অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আর একটা নিদারুণ কষ্ট!—যাঁহারা উর্দ্ধতন সম্মান-পাত্র,—তাঁহাদিগের ব্যবহারকে ঘৃণা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনায় ক্ষুব্ধ-বিদ্বিষ্ট হইয়া, চিত্তবিক্ষেপ ঘটাইয়া, তাহার বড় লোক্‌সান হইতেছে। সময়ে সাবধান হওয়া ভাল। ডাক্তার মিত্রের সহিত এই যে মনো-মালিন্য আরম্ভ হইল, ইহার চরম পরিণতি কোথায় গিয়া সমাপ্ত হইবে, কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, সে ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণশক্তি মানুষ। প্রতিপক্ষ যখন প্রবল, তখন সন্তর্পণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংশ্রব এড়াইয়া চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

জামা খুলিতে খুলিতে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই পত্রখানা নমিতার হাতে ঠেকিল। তাহার মনে পড়িল; তিনি উহা অবসর-সময়ে পাঠ করিতে বলিয়াছেন! এই ত অবসর! নমিতা একবার দ্বারের দিকে চাহিল;—কাহারই আসিবার সম্ভাবনা নাই, বুঝিল। আলো উস্কাইয়া দিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। মুহূর্ত্তে সে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িল! দেখিল, পত্রের সহিত দুইখানি নোট! একখানি পঞ্চাশ টাকার ও অন্যখানি পাঁচ টাকার!

নোট-দুইখানার এ-পিঠ ও-পিঠ একবার উল্টাইয়া দেখিয়া নমিতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্র পড়িতে লাগিল:—

"বিনীত নিবেদন,

পীড়িত পাচকের আশ্রয়দাত্রী করুণাময়ীর সন্ধান পাইয়াছি। দেবর নির্ম্মলবাবু ছাড়া আর কেহ এ সংবাদ জানে না, জানিবেন। যদি ঘৃণা না করেন, তবে অনুতপ্ত-বেদনার অশ্রুজলের সহিত আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। বেশী লিখিতে পারিতেছি না।

"মুখোমুখী এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আমার মাতার দেওয়া তত্ত্ব প্রভৃতির দরুণ প্রাপ্ত টাকা হইতে পঞ্চান্নটি টাকা দিলাম। অতঃপর বালকটির চিকিৎসা-খরচে যাহা লাগিবে, তাহা দিয়া, বাকী টাকা তাহার হাতে দিবেন, এবং যাহাতে সে নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্য স্থবিধা না থাকায়, আপনাকেই এ-সব দুঃখভোগের দায়ী করিলাম। নিরুপায়জ্ঞানে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

'আর একটি অনুরোধ। ঠাকুরকে এ বাড়ীতে আর আসিতে দিবেন না; এবং তাহাকে বা অপর কাহাকেও আমার নাম-সংক্রান্ত কোনও কথা জানাইয়া, মর্ম্মপীড়া বাড়াইবেন না। আপনার উন্নত-স্নেহ-ক্ষমা-শীল হৃদয়ের উপর অকপট বিশ্বাস-নির্ভর স্থাপন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, ভুলিবেন না। ইতি

ক্ষমাপ্রার্থিনী

শ্রীসরমা মিত্র।"

বিশ্বস্ত-সুপ্ত মানুষের 'রগে' অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত বাজিলে, সে যেমন বিকল ও মুহ্যমান হইয়া অর্থশূন্য-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, নমিতাও ঠিক তেমনি ভাবে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল!......মুক্ত স্বাধীনতার হাত ফস্কাইয়া, হঠাৎ তাহার সতেজ ক্রিয়াশীল হৃদযন্ত্রটা যেন একটা কঠোর পরাধীনতার দৃঢ় নিষ্পীড়নে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইচ্ছাধীনভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণের ক্ষমতাও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গেল! নমিতা পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নিস্পন্দ-নির্জ্জীবভাবে নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মাথার ভিতর একটা জটিল গোলমালের প্রলয়-আলোড়ন চলিতেছিল। ক্ষিপ্ত বিদ্রোহ-সংঘর্ষে হৃদয়াভ্যন্তরে অনুভূতি-প্রবাহে বিরাট বিশৃঙ্খলা বাধিয়া গিয়াছিল; নমিতার মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে সে যেন কি একটা অদ্ভুত কিছু বানিয়া গিয়াছে!

অনেকক্ষণ পরে, অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। স্মিথের টেবিলের উপর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল, "বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ ভুল করিয়া আসিয়াছি, শীঘ্র ফিরিতে বাধ্য হইলাম, ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। আমার হাতে এখন কোন যন্ত্রণাই অনুভূত হইতেছে না, নিশ্চিন্ত থাকিবেন। নমিতা।"

ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর পত্রখানা সন্তর্পণে জামার ভিতর লুকাইয়া, ক্রুশ ও সূতার গুলি হাতে লইয়া, নমিতা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। বারেণ্ডায় স্মিথের বেহারার সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, "সুশীলকে সে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। বিমল-বাবু কার্য্যগতিকে ব্যস্ত আছেন, শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন।"

নমিতা রুদ্ধস্বরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা! জরুরী কাম্‌কো বাস্তে হাম্ আবি মোকাম্ পর যাতা।—মেম-সাব আনেসে বোলো, টেবিল পর লিখ্‌কে আয়া......ওর মেরা হাঁথ্ আবি আচ্ছা হ্যায়।"

মিস্ স্মিথ্ নমিতাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া ভৃত্যেরা নমিতার সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিত। নমিতা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা

সাবধানে ডানহাতে ধরিয়া, বারেণ্ডার সিঁড়ি হইতে খুব ধীরে ধীরে নামিতেছে দেখিয়া, বেহারা পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া সসৌজন্যে বলিল, "জী, বড়ি আঁন্ধার হুয়া, একঠো বাত্তি লেকে, আপ্‌কো সাথ্‌—।"

পরের কষ্ট-অসুবিধা ঘটাইয়া, নিজের সুবিধা গুছাইয়া লইতে নমিতার দ্বিগুণ অসুবিধা বোধ হয়! ভৃত্যের প্রস্তাবে সে ব্যস্ত হইয়া, বাধা দিয়া বলিল, "কুচ্‌ কাম নেহি, সাম্‌কো বখৎ বহুৎ আদ্‌মী যাঁতে আঁতে হেঁ।—কেয়া ডর!"

বেহারা মাথ' নাড়িয়া সমর্থনসূচক স্বরে বলিল,—"বহুৎ—খুব্‌—!"

নমিতা রাস্তায় নামিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার হইলেও আকাশে তারা থাকায়, তাহা তেমন গাঢ় হয় নাই। মোড়ের মাথায় 'লাইট-পোষ্টে'র আলোয় পথগুলি আলোকিত। সংখ্যায় অল্প হইলেও পথে লোক-চলাচল হইতেছিল। নমিতা কাহারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিরাট বিষণ্ণতার ভারে অভিভূতচিত্তে, ক্লান্ত নির্জ্জীবের মত পথাতিবাহন করিয়া চলিল।

দুই তিনটা মোড় ঘুরিয়া, বাড়ীর কাছে শেষ তে-মাথার মোড়ে 'লাইট-পোষ্টে'র নিকট আসিয়া পৌঁছিতেই, সহসা সাম্‌নে হইতে একদল সঙ্গীতমত্ত লোক আসিয়া পড়ায়, নমিতার গতিরোধ হইল। লোকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুস্থানী; উৎকট সুরা-দুর্গন্ধের তীব্রঘ্রাণে চমকিত হইয়া নমিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিল।—সর্ব্বনাশ! ইহারা সকলেই যে অপ্রকৃতিস্থ!

অসহায় নমিতার আপাদমস্তকে, ভয়-ব্যাকুলতার তীব্র কম্পনপ্রবাহ বহিয়া গেল! সন্ধ্যারাত্রে প্রকাশ্য রাজপথের উপর কোনও ভয় নাই সত্য; কিন্তু এমন সঙ্গিহীন অবস্থায় হঠাৎ সম্মুখে ভয়ঙ্কর কিছু দেখিলে, তাহার মত ক্ষীণশক্তি মানুষের প্রাণ কোন্‌ সাহসে স্থির থাকিবে! সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রতম উপলক্ষ্য থাকিলেও কথা ছিল; কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা!

দু-পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী, পিছনে অন্ধকার গলি! নড়িবার সরিবার পথ নাই, উপায় নাই, সময় নাই! উহারা আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে শক্তি সংযত করিয়া, আলোকস্তম্ভের গা ঘেঁসিয়া, আহত হাতখানা আড়াল করিয়া, আড় হইয়া দাঁড়াইল! ঘাড় বাঁকাইয়া নতদৃষ্টিতে রুদ্ধশ্বাসে মাতালদের স্খলিত চরণগতি লক্ষ্য করিতে লাগিল! যদি মত্ততার ঝোঁকে কেহ এই দিকে টলিয়া পড়ে,—তবে হে ভগবন্‌,—আত্মরক্ষার শক্তি দিও!

ভগবান্‌, বুঝি, তাহা শুনিলেন। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী বলিয়াই হউক্‌, অথবা যে কারণেই হউক্‌, এই অপ্রকৃতিস্থ মাতালদের দৃষ্টিতে মানুষের মত শিষ্টপ্রকৃতিস্থতা কিছু ছিল। অগ্রবর্ত্তী দুইজন সাম্‌নে নমিতাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত থামাইল এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনের 'চূড় মাতাল' সঙ্গীগুলির উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পাশের লোকটা মাদিরালস নয়নে চলিতে চলিতে খুবই টলিতেছিল। একটা ছোট হোঁছ্‌ট খাইয়া, নেশার ঝোঁকে অভিভূত

শরীরটার ভার সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সে সবেগে ঘুরিয়া আসিয়া 'লাইট-পোষ্টে'র তলায় আছাড় খাইবার যো করিল।

হঠাৎ পিছনের অন্ধকার গলির ভিতর হইতে আর একজন লোক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নমিতার পার্শ্বে পৌছিল। নমিতার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষিপ্র সতর্কতায় দুইহাতে পতনোন্মুখ লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল। সবেগে এক ঝাঁকুনী দিয়া তাহাকে সোজা করিয়া, রুদ্ধস্বরে বলিল "আপ্‌নে ডেরা পর্ চলা যাও্ ভাই!—"

দলের প্রকৃতিস্থ দুইজন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রতিভ-ভাবে সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া উপর্য্যুপরি সেলাম ঠুকিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় হড়্ বড়্ করিয়া নানা কথা সে বকিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটি কথা নমিতা শুধু বুঝিল,—"আপ্‌কো মঙ্গল হৌক্, হামি লোক্ তো আপ্‌কো......... ।"

পরস্পরকে ধাক্কা মারিয়া, ঠেলিয়া, টানিয়া লইয়া, খুব ব্যস্তভাবে তাহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সাহায্য-কর্ত্তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবার জন্য ফিরিয়া, তাহার পানে চাহিয়া নমিতা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল! এ যে—সেই, সুরসুন্দর!

সুরসুন্দরও বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে নমিতার পানে চাহিয়া রহিল। প্রথমতঃ সে কথা কহিতে পারিল না; তারপর মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "আপ্‌নি! ছি ছি, বড় ছেলেমানুষী করেছেন ত! এমন সময় একলাটি রাস্তায়...! কাজটা ভাল হয় নি।... আমি ভেবেছিলাম, আর কেউ!"

নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। অতি-কষ্টে, আরক্ত মুখে সে বলিল, "বুঝ্‌তে পারি নি। ভাগ্যিশ, আপনি..., কি উপকার যে কর্‌লেন! আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার ভাষা..."

বাধা দিয়া শুষ্ক ম্লান-মুখে সুরসুন্দর বলিল, "দয়া করে ও-সব বিড়ম্বনা-ভোগের দায় থেকে নিষ্কৃতি দেন! একটু দাঁড়ান, আস্‌ছি।"

সুরসুন্দর দ্রুতপদে পার্শ্বের অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকিল; ক্ষণপরে একজন জীর্ণ-শীর্ণ কুব্জনতদেহ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া, সাবধানে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল। নমিতা অবাক্ হইয়া দেখিল, বৃদ্ধটি তাহাদের হাঁস্‌পাতালের মেথর 'রম্‌ণার' বৃদ্ধ পিতা —'জীবলাল মেথর'।

নিকটে আসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপ্‌নি আগে চলুন—।" নমিতা বিনা-বাক্যে চলিতে লাগিল। সুরসুন্দর মৃদু-স্বরে বলিল, "স্মিথের কুঠিতে খোঁজ নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি; স্মিথ্ বলে দিলেন, কাল সকালেই একখানা দরখাস্তে সই করে ক্লার্কের কাছে পাঠাবেন, সায়েব সাতদিন ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন।...আর সমুদ্রপ্রসাদ কাল সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে আপনার হাতটা ধুয়ে দিয়ে আস্‌বে, বলে দিয়েছি।"

নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ! আমার 'ডিউটী'টা কার হাতে পড়্‌ল, জানেন?"

সুন্দসুন্দর বৃদ্ধের হাত ধরিয়া একটা উঁচু নালী পার করাইতে করাইতে বলিল, "আমার; সঙ্গে ছোট কম্পাউণ্ডার দেবীশঙ্কর থাক্‌বে।"

ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার

মিত্র কিছু বলেন নি ত? আপ্‌নি দেরী করে যাওয়ার জন্যে?"

ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "ডাক্তার-সাহেবকে কে কি বলেছেন বুঝি! সাহেব কি বলেছেন, জানি না। ওরা ত বলাবলি কর্‌ছিল। স্মিথ্‌ শুনে চটে গেছেন,... তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি 'এ্যাপ্লিকেশনের' কথা বল্‌তে পাঠালেন।... যাক্‌, ও-সব বাজে কথা শোন্‌বার জন্যে কান পেতে বসে থাক্‌লে ত কোনই কাজ কর্‌বার সময় পাওয়া যাবে না। শীঘ্র চলুন।"

নমিতা শীঘ্র চলিতে লাগিল। বলিবার মত কোন কথা সে হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইল না; অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ডাক্তারবাবুর কি চমৎকার স্বভাব!

কিন্তু থাক্‌, সে-সকল আলোচনা লইয়া আর চিত্তগ্লানির উদ্বর্ত্তনে কাজ নাই। পরের দোষ-ত্রুটির চর্চ্চায় ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তিকে খাটাইলে, শেষে হয়ত সাঙ্ঘাতিক চক্ষুঃ-পীড়া আবির্ভূত হইবে।...অতএব এ-সকল বিষয়ে খানিকটা পাশ কাটাইয়া চোখ্‌-কাণ বুজিয়া থাকাই ভাল। নমিতা মনটাকে ধমক দিয়া শান্ত-নিরীহ বানাইয়া লইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

উঁচু নীচু অসমতল পথে চলিতে ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ জীবলাল ক্রমাগতই ঠোক্কর খাইতেছিল। সুরসুন্দর সতর্ক হইয়া তাহাকে সাম্‌লাইয়া লইতেছিল। এইবার তাড়াতাড়ি চলার জন্য বৃদ্ধ অসাবধানে একটা বড় রকম হোঁচট্‌ খাইয়া টলিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুক পাতিয়া নিঃশব্দে তাহার বার্দ্ধক্য-জীর্ণ অসমর্থ দেহের ভারটা সাম্‌লাইয়া লইল। তাহার কাঁধের উপর বৃদ্ধের মুখ থুব্‌ড়াইয়া গেল। সুরসুন্দর তাহাকে সোজা করিয়া, তাড়াতাড়ি দাড়িতে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "বড়া লাগল ভৈ?"

"নেই বাপ্‌, কুছু নেই!—"এই বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ আঘাত-বেদনাটা অস্বীকার করিয়া প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল বদনে বলিল, "জীতা রও বাপ্‌, আজ তোম্‌কো নেহি মিল্‌নেসে হাম্‌ তো রাস্তে পর মর্‌ যাতা—।"

সুরসুন্দর সে কথায় কান দিল না; মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় বাড়াইয়া দিয়া বলিল, পাকড়ো হাম্‌রা কান্ধা।—হাঁ চলো।...মিস্‌ মিত্র, একটু আস্তে—।"

নমিতা নীরবে মুখ ফিরাইয়া একবার মুগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে উভয়ের অবস্থাটা দেখিয়া লইল; তারপর আবার পূর্ব্বের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সম্মুখ হইতে আর একদল লোক আসিল। নির্ভয়ে ক্রীড়ারত কপোত-শিশু অকস্মাৎ সম্মুখে উদ্যত-নখর বাজপাখী দেখিলে যেমন সভয়ে চমকিয়া উঠে,—কে জানে কেন, অন্যমনস্ক নমিতাও আজ হঠাৎ দত্তজায়ার মুখপানে চাহিয়া, অন্তর-মধ্যে তেমনিতর একটা তীব্র-চমক খাইল! কি কহিবে ভাবিয়া পাইল না; তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতখানার উপর ঢাকা দিল।

সাচ্চা জরির 'বাদ্‌লা' বসান, লেশের বিপুল আড়ম্বরশ্রী-যুক্ত, মূল্যবান্‌ জ্যাকেট ও সাড়ির খস্‌খসে শব্দের সহিত জুতার খট্‌খট্‌

শব্দ মিশাইয়া, স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষগম্ভীর কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মিহি-কোমল করিয়া, হাসি-হাসি-মুখে গল্প করিতে করিতে দত্তজায়া আসিতেছিলেন। সঙ্গে ডাক্তার মিত্রের 'মনের মত' পরিহাস-রসিক বন্ধু, স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীলের কীর্ত্তিমান্ বংশধর 'নিরেট বখা'-নামে বিখ্যাত 'হিতলালবাবু', সৌখীন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিতেছিলেন। দত্তজায়ার ভৃত্য আলো হাতে লইয়া আগে আগে আসিতেছিল।

পিছনে আর তিনজন পথিক তাঁহাদের আলোয় পথ দেখিয়া আসিতেছিল। তাহাদের একজন বৃদ্ধ, একজন যুবা ও অপরটি কিশোর বালক। বৃদ্ধটি বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবাটি সহুরে ফাজিল ;—সে বিদ্রূপবর্ষী হাসি-মাখা মুখে ও বক্র কটাক্ষে একবার হিতলাল-বাবুকে ও একবার দত্তজায়াকে দেখিতেছিল, আর ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গীর সহিত নানা ছাঁদে কাশিতে কাশিতে হাসিতেছিল। বালকটি নির্ব্বোধ; সে কৌতূহল-বিস্ফারিত নয়নে তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চলিতে চলিতে বারংবার হোঁচট খাইতেছিল।

চকিতদৃষ্টিতে পিছনের লোক-তিনটির পানে চাহিয়া নমিতার আভ্যন্তরিক সঙ্কোচ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল! ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে একবার দত্তজায়ার পানে চাহিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া, কুণ্ঠিতভাবে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুরসুন্দর চোখ তুলিয়া একবার তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া লইল। বন্ধুপ্রীতির অনুরোধে হিতলালবাবু প্রায়শঃ হাঁস্পাতালে ডাক্তারদের বসিবার ঘরে আসিয়া আড্ডা দেন। সুতরাং, হাঁস্পাতালের সকলেই তাঁহাকে চেনে। সুরসুন্দর তাঁহাকে একটা ছোট নমস্কার করিয়া চোখ নামাইল। তারপর বৃদ্ধ মেথরের পায়ের নীচেকার পথটা সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ করিতে সে সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র গোল গোল চোখের তীব্র প্রখর দৃষ্টি হানিয়া দত্তজায়া একবার সুরসুন্দরকে ও একবার নমিতাকে দেখিয়া লইয়া কর্ত্তৃত্ব-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব ?"

নমিতা কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, দত্তজায়ার ভৃত্যটি হাতের লণ্ঠনটা বৃদ্ধ মেথরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধায় উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "বা বা, কম্পাউণ্ডার-সাহেব, 'ভঙ্গিকো' হাঁথ পাকড়'কে আপ্ কৌন 'স্বরগো'মে লে যাতা ?"

কোন্ স্বর্গে লইয়া যাইতেছে, তাহার নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় সুরসুন্দর চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ মেথর লজ্জায় 'এত-টুকু' হইয়া কুণ্ঠিতহাস্যে বলিল, তাহার পুত্র রম্ণার আজ 'জান্ খারাব' হইয়াছে, তাই সে তাহার 'উর্দ্দিপর কাম বাজাইতে' 'সার্জ্জি-ক্যাল ওয়ার্ডে' গিয়াছিল ; রাত্রি হইয়া যাওয়ায় 'অন্ধা বুড়াকে' দয়া করিয়া কম্পাউণ্ডার-সাহেব দিয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু বাক্স খালি হওয়ায়, অবশেষে হাত ধরিয়া পথটুকু পার করিয়া দিতেছেন।

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলা শুনিয়া লইল; দত্তজায়ার কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল।

দত্তজায়া পুনশ্চ বলিলেন, "তুমি কি হাঁস্‌পাতাল থেকে আস্‌ছ ?"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "না ; স্মিথের কুঠি থেকে আস্‌ছি ; হাঁস্‌পাতালে যেতে পারি নি।"

দত্তজায়া ব্যগ্রভাবে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন। খুব সম্ভব, তাহা কৈফিয়তের "কেন ?"—কিন্তু হিতলালবাবু মাঝে পড়িয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আজ তা হ'লে আপনাকে আর হাঁস্‌পাতালে যেতে হবে না ? বেশ ত, চলুন না তা হ'লে আমাদের ওখানে তাসটাস খেলা যাক্। ব্যারিষ্টার পিয়ার্সনের মেয়ে মিস্ এলিন্ আস্‌বেন, আরও অনেক ভাল ভাল লোক থাক্‌বেন। চলুন সকলের সঙ্গে 'ইণ্ট্রোডিয়ুস করে দেব আপনার ; চলুন চলুন... ।"

স্বল্প-পরিচিত ভদ্রসন্তানটির নিকট অতর্কিতে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের তাড়া খাইয়া নমিতা হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল। হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া, কোনওরূপে আত্মদমন করিয়া শিষ্টভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, "তাসখেলা...ক্ষমা করুন্।"

হিতলালবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, আপত্তি কি ?"

নমিতা গোলে পড়িল ; ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাড়ীতে বড় কাজ আছে। না হ'লে, এ সৌভাগ্য···!"

হিতলালবাবু পরম আগ্রহে বলিলেন, "বাজে গুজব রাখুন। বাড়ীতে কাজ মানুষের চিরদিনই থাকে. তা বলে কে আর···। এই ত মিসেস্ দত্ত যাচ্ছেন, ডাক্তার প্রমথবাবুও এখুনি আস্‌বেন। আপনাকে নিয়ে যেতে পারলে 'পার্টি' জম্‌মে ভাল। আপ্‌নার কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। কি বলেন মিসেস্ দত্ত ! হা—হা—হা—!" এইরূপে তিনি খাম-খেয়ালি কৌতুকে জোর গলায় হাসিয়া উঠিলেন। দত্তজায়ার দৃষ্টিতটে অপ্রসন্নতার মেঘ ঘনাইয়া উঠিল ; কোনওমতে অনিচ্ছার দমন করিয়া তিনি মোসাহেবের তোষামোদের সুরে একটু খাপ্‌ছাড়া হাসি হাসিয়া মাথামুণ্ড উত্তর যোগাইলেন,"—বিলক্ষণ।"

সে কথার অর্থটা এ-ক্ষেত্রে কিরূপ ভাব-ব্যঞ্জক হইবে, তাহা দত্তজায়া স্বয়ং বুঝিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু একটা কিছু বলা ত চাই, তাই তিনি যাহা মুখে আসিল তাই বলিলেন।

হিতলালবাবুর সে হাসি নমিতার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নমিতার মনে পড়িল যে ছেলেবেলায় সে তাস খেলিতে খুব ভাল বাসিত বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে আর তাস হাতে করে নাই। নমিতা মনটা চাঙ্গা করিয়া লইল। সবিনয়ে সেই কথাটা ব্যক্ত করিয়া এ প্রসঙ্গের মুড়া মারিয়া দিয়া নমিতা বিদায় লইবার সঙ্কল্প করিল ; কিন্তু তখনই পরিহাস-রসিক হিতলালবাবুর ঘৃণিত-কঠোর হৃদয়হীনতার হাস্য-লাঞ্ছিত প্রকাণ্ড মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই মন দমিয়া গেল। অসম্ভব ! না, কিছুতেই না ! এখানে সে-কথা ব্যক্ত করিয়া উহাদের উপহাস-হাস্য-বিচ্ছুরিত রঙ্গদার যুক্তি তর্ক উপদেশ শুনিয়া সে হৃৎপিণ্ডের কাঁচা ঘা-টা বেত্রাহত হইতে দিবে না ! তাহাতে মিথ্যা কহিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়, সেও

ভাল! নমিতা ধীরভাবে বলিল, "আমি তাস খেল্‌তে জানি না।"

হিতলালবাবুর উৎসাহ অসীম! তিনি ত্রস্তভাবে বলিলেন, "না জানেন, নেই নেই; আমি শিখিয়ে দেব। চলুন। রাতদিন মেথর-মুদ্দফরাসের সঙ্গে মড়া ঘেঁটে মনটা জেরবার্ হয়ে পড়ে না! একটু আধটু বেড়ান চ্যাড়ান চাই বই কি? আপনার মত বয়েসের লোকের এমন কোটর-প্রিয়তা আমি কারুর দেখি নি! সব অনাসৃষ্টি! চলুন্, আজ আর ছাড়্‌ছি নে, বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব। এও ত একটা কম লাভ নয়!"

এমন প্রবল প্রলোভন, প্রচণ্ড সহৃদয়তা, ক্ষীণপ্রাণা নমিতার পক্ষে বড়ই বিষম অসহ্য ঠেকিল! তা ছাড়া, ভদ্রলোকের অনুরোধ ক্রমশঃ ধৃষ্টতার অঙ্কে গড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া নমিতা মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিতাও হইল। দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "এখন আমি যেতে অক্ষম। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ। তাছাড়া, নিজের হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ায় অল্পক্ষণ হোল স্মিথের কাছে 'অপারেশন' করিয়ে আস্‌চি। কিছু মনে কর্ব্বেন না। নমস্কার।"

কাপড়ের আড়াল হইতে 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটা বাহির করিয়া সসৌজন্যে নমস্কার করিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।" নমিতা অগ্রসর হইল। সুরসুন্দরও বৃদ্ধকে লইয়া চলিল।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে উভয়ের পানে চাহিয়া দত্তজায়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন। সুরসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, হিতলালবাবু তীব্র ঈর্ষাকুল কটাক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতে বকিতে যাইতেছেন। সুরসুন্দরের দৃষ্টিতে ক্ষিপ্ত-ঘৃণার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। সে সবেগে মুখ ফিরাইল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়—পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুকুর।—

অনেকে কুকুরের গাত্রে একটা জামা পরাইয়া তাহাকে বাটীর বাহির করেন। শৈত্য-নিবারণই এরূপ প্রথার যুক্তি। আব্-হাওয়ার তারতম্যানুসারে কুকুরের সর্দ্দি হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমার মতে আব্‌হাওয়ায় সর্দ্দি ততটা সম্ভবপর নহে, যতটা আর্দ্র গৃহে। সত্য বটে, কুকুরে শৈত্য পছন্দ করে না। ইহার প্রমাণ এই যে, দ্বারের সম্মুখে যথায় বায়ু-স্রোত প্রবাহিত, তথায় কুকুর কখনও থাকিবে না; বরং শয্যার উত্তাপে শুইয়া থাকিতেই পছন্দ করিবে। ইহাতেই বোধ

হয় যে, শৈত্য কুকুরের মনোমত নহে। কিন্তু তা বলিয়া যে, তাহার একটা কাপড়ের জামা আবশ্যক, তাহা আমি বিবেচনা করি না। কুকুরের গৃহ আর্দ্র না হইলেই হইল।

কুকুরেরা যেমন শৈত্য পছন্দ করে না, তদ্রূপ তাহারা গরমও পছন্দ করে না; সুতরাং, প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় কুকুরকে বাঁধিয়া রাখাই বিধি। কুকুরকে স্নান করান উত্তম প্রথা নহে। তাহাকে মাসে একবার স্নান করাইলে যথেষ্ট হইবে; কিন্তু প্রত্যহ তাহার চুল আঁচড়ান আবশ্যক। স্নান করাইতে হইলে, শীতকালে বেলা ১২টার সময় এবং গ্রীষ্মকালে ৯টার সময় স্নান করান উচিত। অনন্তর তাহার গাত্র মুছাইয়া দেয়া যুক্তিযুক্ত। সাবান্ দ্বারা কুকুরের গাত্র পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তদ্দ্বারা কুকুরের কেশের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। সাবান যেমন মানবের কেশের ক্ষতি-কারক তেমনি তাহা কুকুরের চুলের। ডিম্ব লাগাইলে কুকুরের চুলের পরিচ্ছন্নতার বৃদ্ধি করে। চুলে পোকা হইলে প্রত্যেক ডিম্বের কুসুমে এক চামচ তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়।

কুকুরকে কখনও কেবলমাত্র ভাত বা রুটি খাওয়াইয়া রাখিবে না. কুকুরেরা মাংসাশী জন্তু। তাহাদিগের দাঁতই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সুতরাং, তাহাদিগকে মাংস হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মাংসে হরিদ্রা বা গরম-মশ্‌লা দিবে না। পরন্তু সপ্তাহে খাদ্যের উপর এক চামক গন্ধক-চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। কুকুরেরা অস্থি বড় ভালবাসে। সুতরাং, মাংসের সহিত একটু অস্থি দেওয়া বিধেয়। কুকুরের জন্য জল এরূপ স্থানে রাখিবে যেন সে তাহা জানিতে পারে। কুকুর যদি খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে তাহাকে খাওয়াইবার কখনও চেষ্টা করিবে না। অজীর্ণ হইলে কুকুরেরা খাইতে চাহে না। অনাহার-দ্বারা উক্ত রোগের প্রতিকার করিতে চাহে। সুতরাং, সেরূপ স্থলে খাইতে দেওয়া অনুচিত।

কুকুরের রোগের ঔষধি।

দাস্ত—দাস্ত করাইতে হইলে এক চামচ শুষ্ক লবণ কুকুরের মুখে দিলে তাহার দাস্ত হইবে।

দুর্গন্ধ :—দুর্গন্ধ হইলে কৃষ্ণ লবণ ½ ছটাক ও হীরেকশ ½ ছটাক একত্র করিয়া আট আনা পরিমাণ খাদ্যের সহিত খাইতে দিবে।

অজীর্ণ :—খয়ের এক ড্রাম, খড়ি ২ ড্রাম, মিশ্রিত দালচিনি ও লবঙ্গ ½ ড্রাম, অহিফেন ৬ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং একটি করিয়া বটিকা দিনে তিন বার তাহাকে দিবে।

জ্বর :—কুইনেন ২০ গ্রেণ সেবন করানই বিধি।

কৃমি :—কৃমি হইলে ১২ ঘণ্টা কুকুরকে কিছুই খাইতে দিবে না। অতঃপর ওজন করিয়া প্রতিপাউণ্ড ওজনের গুরুত্বে এক গ্রেণ করিয়া সুপারি-চূর্ণ খাওয়াইয়া এক ঘণ্টা পরে রেড়ির তৈল পূর্ণ মাত্রায় খাওয়াইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শিক্ষিতা স্ত্রী।

(ইংরাজী অবলম্বনে)

"আমি আপনার সহিত একমত হ'তে পাচ্ছি না। শিক্ষিতা স্ত্রী একটী অভিশাপ"—রামদাসবাবু মাথা নাড়িয়া এই কথা কহিলেন।

"তাই কি? কেন?—কিসে?"—এই বলিয়া মিষ্টার বসু হাসিলেন।

রা। তবে ধরুন্; প্রথমতঃ, তা'রা বড় ব্যয়বহুল।

বসু। কোন্ বিষয়ে?

রা। অনেক বিষয়েই অনেক ব্যয় করতে হয়, তাদের জন্যে।—শিক্ষিতা স্ত্রীর হাল্ 'ফ্যাশানে'র সৌখীন পোষাক অন্ততঃ মাসে একবার নূতন হওয়া চাই; তা'র 'পাউডার' চাই, 'পমেটম' চাই, সাবান চাই, ক্রিম চাই, ল্যাভেণ্ডার চাই, নানাপ্রকার সুগন্ধি এসেন্স চাই। তারপর হাওয়া খেতে 'মোটর কার' চাই, 'এয়ারোপ্লেন'—'সবমেরিন' সবই চাই।

বসু। আরও কিছু?

রা। আচ্ছা, আপনি যদি এইভাবে আমাকে বাধা দেন, তবে কিছু বল্‌বো না।

বসু। ক্ষমা কোর্‌বেন ম'শায়! আমি আপনাকে বাধা দিচ্ছি না; কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করতেছি—তারপর?"

রা। শুনুন্, তা'র হারমোনিয়ম চাই, পিয়ানো চাই; সেতার, এসরাজ, বেঞ্জো, বেহালা কত কি চাই! কাজের মধ্যে তিনি প্রেমসঙ্গীত গাইবেন, আর কেবল বাজে গল্প করে, সভাসমিতিতে গিয়ে সময় কাটাবেন। এই জন্যে আমি, ম'শায়, শিক্ষিতা স্ত্রী মর্ম্মে মর্ম্মে অপছন্দ করি।

বসু। তবে আপ্‌নি বলতে চান্ যে, পরিণীতা স্ত্রীটীর বিনা মাইনের নির্ব্বাক্ চাকরাণী হওয়া উচিত?

রা। না হে, ম'শায়, তা নয়, সে কথা কে বলে?"

বসু। কিন্তু আপ্‌নি এখুনি বল্লেন যে, আপনি শিক্ষিতা স্ত্রী পছন্দই করেন না।

রা। না, না! আমার বল্‌বার সে অর্থ নয়! আমি বল্‌ছি, স্কুল-কলেজে পড়া স্ত্রী ভাল নয়। আমি মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে নই।

বসু। আহা! তাই বলুন না কেন? আপনি যে নিজের সীমা সংকীর্ণ করে ফেল্‌চেন!—বলুন ত, কলেজে পড়া সকল মেয়েরাই অপরিমিতব্যয়ী?"

রা। হাঁ, প্রায় সকলেই বটে!

বসু। তবে বলুন, আপনি তাদের মধ্যে কতজনকে জানেন?

রা। জানি, এই দু' একজন।

বসু। ওঃ! তবে আপনার এ বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তিই স্থাপিত হয় নি। ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতার উপর—?

রা। না না, ঠিক্ তাই নয়। আপ্‌নি যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন্, সে আমার মতের সমর্থন কর্‌বে।

বসু। হাঁ, সে খুব কম; অৰ্দ্ধেকের অর্দ্ধেক! আপনি বল্‌ছেন, "যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে।" আচ্ছা, আমি একজন শিক্ষিত ভারতবাসী। কৈ, আমি ত সমর্থন কর্‌ছি না! আর আমার স্ত্রীকে ত আপ্‌নি জানেনই! তিনিত একজন গ্রাজুয়েট? কিন্তু কৈ তিনি কখনও ত প্রতিমাসে—এমন কি প্রতিবৎসরেও বহুমূল্য পরিচ্ছদ বা অলঙ্কারের প্রার্থনা করেন না! অথবা 'মোটর কারে'র জন্য আব্‌দারও করেন না। বরং আমার সংসারের তিনি এমন সুব্যবস্থা করে চালান, যাতে আমি—।" পত্নী-গুণমুগ্ধ বসু-মহাশয়ের পত্নীর গুণব্যাখ্যা রামদাসবাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনার কথা ছেড়ে দিন! ও রকম সকলের হয় না। কিন্তু তথাপি শিক্ষিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ।

বসু। কোন্ কোন্ বিষয়ে বলুন?

রা। সকল বিষয়েই।

বসু। অনুগ্রহ ক'রে স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করুন্, দেখি।

রা। শিক্ষিতা স্ত্রীরা আয় অপেক্ষা অনর্থক ব্যয় অধিক করেন।

বসু। কেন? শিক্ষার গুণে কি তাদের আয়-ব্যয়ের জ্ঞানের অভাব ঘটে? তারা কি আপন স্বামীর ধন-সকল ছড়িয়ে উড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে দেয়? শ্রমশ্রান্ত শরীর-মনকে মধ্যে মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদ-আহ্লাদে প্রফুল্ল করার জন্য সঞ্চিত দু'এক পয়সা খরচ কর্‌লে বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং লাভ আছে;—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে মন বসে ভাল। তোমরা 'থিয়েটার' যাবে, 'বায়স্কোপে' যাবে, স্বাধীনভাবে, সংসারের যেখানে যে আনন্দটুকু আছে, সে সকল অবাধে ভোগ কর্‌বে, আর নিজ-পক্ষ-রক্ষার জন্যে বল্‌বে পুরুষ-মানুষের এত কর্ম্ম-ময় জীবনে ক্লান্তিদূর আর আরামের জন্য এ সকল চাইই! কিন্তু তোমার সঙ্গে সমান সুখ-দুঃখের ভাগী, সাংসারিক কাজে অশ্রান্ত পরিশ্রমী, একই ভাবে যার সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাটে, তোমার সেই সৌখশায়নিকী স্ত্রীর আনন্দ উপভোগের জন্য কি রাখ? একটু আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করলে, একটু সুশিক্ষা পেলে অনেক সময় তার চিত্তভার লঘু হয়। তুমি তাতেও খড়্গহস্ত! তুমি কি তাকে একটি কলকারখানার জড় পদার্থের, বা ক্রীত-দাসীর মত রাখ্‌তে চাও? তুমি দেখছই, আমি আমার নিজের স্ত্রীকে 'বায়স্কোপ' প্রভৃতি সব দেখিয়ে আনি, মধ্যে মধ্যে।

রা। না, না। আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌ছি না। আমি সাধারণের কথা বল্‌ছি। আমাদের সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখে।

বসু। সব সময় স্ত্রীকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে আমোদ দিবারই বা কি আবশ্যকতা? তিনি নিজের ঘরেই যথেষ্ট আমোদ পেতে পারেন। আর বাহিরে মেয়েদের যাওয়াও সকল সময়ে হিতকর নয়! তাকে বাড়ীতে বসে নিজের ঘরে গান-বাজ্‌না প্রভৃতি কর্‌তে দাও, উপদেশপূর্ণ পুস্তকের সাহায্য দাও, লেখা-পড়া কর্‌তে দাও, নিজে তার শিক্ষার সাহায্য করে দাও, তার সঙ্গে উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা কর, তা'হলেই দেখ্‌বে তার শরীর ও মনের

উন্নতি হবে, সে অনেক আনন্দ পাবে; সর্ব্বদাই প্রফুল্লমুখী থাক্‌বে।

স্ত্রী। হাঁ, হাঁ, আমি স্বীকার করি, আপনি যা বল্‌ছেন। কিন্তু কিন্তু —।

বন্ধু। না, আর কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। আপনি যে ঠিক্ Goldsmithএর সেই গ্রাম্য পাঠশালার স্কুলমাষ্টারের মত, পরাস্ত হয়েও হচ্চেন না; তর্ক বজায় রাখ্‌তে চাচ্ছেন। হাঃ হাঃ!

রামদাসবাবু নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিবার মানসে বলিলেন, "আচ্ছা, মিষ্টার বসু, আপনাকে নমস্কার। আমার এখন একটা বিশেষ দরকার আছে; আমি চল্লুম্।

বন্ধুকে চলে যেতে দেখে, মিষ্টার বসু তখন অপ্রতিভের হাসি হেসে অগত্যা উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া হৃদয়,
প্রকাশিল ঐ দ্বিতীয়া-রবি;
উদিলা বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে
ভাই-ভগিনীর মিলন-ছবি!
জাগো এবে ত্রিশ কোটী নরনারী!—
সাদর আগ্রহ ভগিনী-পরাণে।
সারা বরষের আনন্দ হরষ
ফুটিয়া উঠুক্ ভ্রাতার কল্যাণে!
হে শুভ দ্বিতীয়া-লগন আজিকে,
অভিষেক তব আমাদের ঘরে।

সুগন্ধ চন্দনে শিশির-কুঙ্কুমে
পবিত্র প্রসূন কোমল হারে।
তোমার স্নেহের চরণ-পরশে
আসুক্ সম্পদ্ আসুক্ শান্তি।
দূর করে দাও হিংসা-দ্বেষ যত,
মলিনতা-ভরা বিষাদ-ভ্রান্তি।
আন হে আনন্দ তোমারি নামেতে,
তোমারি পূজায় হউক্ সিদ্ধি।
ভাই-ভগিনীর একতা-বলেতে
ভারতে আসুক উন্নতি-বৃদ্ধি॥

শ্রীসুনীতি দেবী।

পুণ্য-তীর্থ।

জগতে তীর্থের মাহাত্ম্য সকলেই অবগত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল জাতিই তীর্থ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রোল্লিখিত ও বহুকাল হইতে শ্রদ্ধার সহিত লোক-মুখে বিবৃত সেই সকল তীর্থের নাম উচ্চারণ করিলে মানবের

মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়! সেই সকল তীর্থে যাইবার জন্য লোক ব্যাকুল হইয়া উঠে। অর্থব্যয়, শক্তিব্যয় স্বাস্থ্যক্ষয়, প্রভৃতি নানাবিধ বিপৎ-পাতের সম্ভাবনা থাকিলেও নরনারী তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইতে ক্ষান্ত হয়েন না। তীর্থ-স্থান ধর্ম্মে বিজড়িত, শ্রদ্ধায় আবৃত ও আগ্রহে মণ্ডিত। ইহা লোকের ধর্ম্মাকাশের ধ্রুবতারা। ইহা জীবনাকাশের স্বাতিনক্ষত্র; ইহার একবিন্দু জলে যাত্রীর মনে মুক্তা ফলে —মোক্ষ-ফল উৎপন্ন হয়।

তীর্থ-পর্য্যটন-বাঞ্ছা পাপীর মনে তাহার পাপ-মোচনের আশার সঞ্চার করে এবং ধার্ম্মিকের মনকে ধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল ও বিভাসিত করে। ইস্‌লাম জাতির তীর্থ মক্কা-মদিনা, ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপবাসী-দিগের তীর্থ জেরুসেলাম এবং হিন্দুদিগের-তীর্থ কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, চন্দ্রনাথ, অবন্তিকা প্রভৃতি। এই সকল স্থানে যাইবার জন্য যাত্রিগণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আমাদিগের হিন্দুর গৃহে পূর্ব্বে কত নরনারী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সুখময় সোনার সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, সুকুমার শিশুদিগের স্বর্গ-জ্যোতি-র্বিভাসিত পবিত্র কোমল মুখ-কমলের সুন্দর হাস্যের ছটা ভুলিয়া, তীর্থে ধাবমান হইতেন! পথিমধ্যে শ্রমে ও অনাহারে শরীর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, জীবন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলেও তীর্থ-ফল-লাভের আশায় তীর্থগামী ব্যক্তি তীর্থ-যাত্রা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। অস্মদ্দেশে যখন বাষ্প-শকটের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কত ব্যক্তি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিবার পূর্ব্বে 'উইল'-পত্র সম্পাদন করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। কিন্তু তথাপি এরূপ বিপৎ-সঙ্কুল তীর্থ-যাত্রা লোকে ভুলিতে পারিত না। কত তীর্থযাত্রীকে দস্যুদল পথিমধ্যে আক্রমণ করিত, যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত, এবং অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া চলিয়া যাইত। তবুও তীর্থ-বিশ্বাসী তীর্থ-ফলাকাঙ্ক্ষী যাত্রী তীর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

আমরা হিন্দু; আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন। আমরা পরমার্থ তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যস্ত; সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। ধর্ম্মই আমাদিগের চরম বস্তু, পরম পবিত্র মহারত্ন। আমাদিগের দেশে যত ধর্ম্মালোচনা হয়, এমনটী জগতের আর কোথায়! আমরা খাইতে, শুইতে, উঠিতে বসিতে ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মই আমাদিগের ধন, মান, জ্ঞান ও প্রাণ—আমাদিগের জীবন-সর্ব্বস্ব। আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু-জাতি। ধর্ম্ম আমাদিগের জাতীয় মেরুদণ্ড, আমাদিগের গৌরব-নিশান। পুণ্যসঞ্চয় আমাদিগের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য আমরা বিলক্ষণ বুঝি। একটী কার্য্য করিবার পূর্ব্বে স্বর্গের পবিত্র সুখ ও নরকের দারুণ যন্ত্রণা আমরা কল্পনার চক্ষে যত দেখিয়া থাকি, হৃদয়ে যত ভাবি, এত আর কোন্ জাতি করে? আমরা যমদূত ও বিষ্ণুদূতের কথার আলোচনা করি।

আমাদিগের দেশবাসী অতিশয় তীর্থ-প্রিয় এবং সর্ব্বদাই তীর্থ-গমনে লালায়িত হইলেও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব গৃহ যে এক একটি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ-ভূমি, তাহা বোধ হয়, অনেকেই মনে ভাবেন না। এই তীর্থের জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, আকাশ, রবি, চন্দ্র, তারা সকলই পবিত্র, মনোহর, সুন্দর! এই তীর্থে কি না আছে? সকলই আছে। দয়া, মায়া, স্বার্থশূন্যতা, সহানুভূতি, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সকলই আছে। ধর্ম্ম শিখিবার ও শিখাইবার এমন সুন্দর স্থান আর পৃথিবীতে, বুঝি, কুত্রাপি নাই। আমাদিগের এই গৃহ এক একটী আশ্রম ও তীর্থ। ইহাতে কত ধর্ম্মপ্রাণ মুনি ঋষি বাস করিয়া গিয়াছেন। ইহা কত রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পদার্পণে পবিত্রীকৃত হইয়াছে! এমন সুন্দর পবিত্র তীর্থ-ছবি আর কোথায় আছে!

এই গৃহ-তীর্থে আকাশ হইতে উচ্চতর পিতা, এবং বসুন্ধরা হইতে গুরুতরা মাতার যিনি সেবার মত সেবা করিতে পারেন, তাঁহার কিসের ভাবনা? তাঁহার তীর্থফল হাতে হাতে। তাঁহাকে অধিক দূরে বাহিরে যাইতে হইবে না—গৃহে বসিয়াই পাইবেন। এ স্থানে "ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা" রূপ আজ্ঞা যিনি শিরে বহন করিতে পারেন, তিনি ধন্য;—তাঁহার মনের সুখ ও পুণ্য যথেষ্ট! যে জনক-জননী সুকুমার শিশুদিগকে স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অন্নজ্ঞানাদি প্রদান করিয়া সুখ-সম্ভোগ করেন—তাহাদিগের বিমল আনন্দ—স্বর্গসুখ—পুণ্য-তীর্থের চরম ফল।

এই গৃহ-তীর্থের এক দেবতা স্বামী। স্বামি-সেবাই হিন্দু রমণীর প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কায়মনোবাক্যে স্বামীর আরাধনা করেন, তিনি ইহ-পরকালে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অস্মদ্দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় রমণীগণ এই তীর্থের এক একটী আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের জীবনের দেব-জ্যোতি-বিকশিত আলেখ্যে প্রত্যেক হিন্দু-গৃহ সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক।

যে হিন্দুর পুণ্য-গৃহ সুন্দর শিশুদিগের প্রভাতকমলসদৃশ মুখকান্তিতে সুশোভিত, বালক-বালিকাগণের নির্ম্মল হাস্যে পরিপূর্ণ, আত্মীয় স্বজনের স্নেহময় মঙ্গল-বাক্যে আনন্দযুক্ত, দাস-দাসীগণের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়নে আনন্দিত, জনক-জননীর স্নেহ সম্ভাষণে মুখরিত, স্বামি-স্ত্রীর সোহাগবচনে প্রফুল্লিত, তাঁহার তীর্থস্থান আর কোথায়?

মানবের গৃহই তাঁহার তীর্থস্থান। তথায় তিনি সুন্দররূপে ধর্ম্মালোচনা করিতে পারিলে তাঁহার সমস্ত তীর্থ-কামনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার গৃহই তাঁহার পুণ্য-তীর্থ। অন্যত্র গমন করিতে হইবে না। তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হইবে। যিনি এই গৃহ-তীর্থের পুণ্যসলিলে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ও পবিত্রভাবে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! তাঁহার জীবন সার্থক।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পরিতৃপ্তি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

কেন বৃথা কর অনুরোধ,
　　শিশুটী কি পেয়েছ আমায় ?
কা'র মিটে প্রবল তিয়াসা
　　'আতুর' 'আনার' 'বেদনায়' ?

সারা প্রাণে জ্বলিলে অনল
　　ধূ ধূ ধূ ধূ রাবণের চিতা,
নাহি বল, নাহি যে অভয়,
　　চিন্তা-ভারে রহি ক্লান্ত ভীতা !

শূন্য মোর হৃদয়-মন্দিরে
　　যবে হবে পূজা-আয়োজন,
দেবতারে অরঘ সঁপিয়া
　　দূরে যাবে তিয়াসা ভীষণ।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে অনেক দিনের কথা। কলিকাতায় —নং কলেজ ষ্ট্রীটে, রমাকান্ত ঘোষ, এল্, এম্, এস্-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীটি বেশ সুন্দর। উপরতলায় ডাক্তারবাবু সপরিবারে বাস করিতেন; নীচের তলায় ডিস্‌পেন্‌সারি ছিল। ডাক্তারের চেহারা পরম সুন্দর। লোকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, মিষ্টভাষী বলিয়া জানিত। সকলে মনে বুঝিত ডাক্তারের চিকিৎসা-বিদ্যায় যেমন অভিজ্ঞতা, হাতযশঃও সেই রকম। এ-রকম লোকের প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে বেশী দিন লাগে না। অল্প দিনের মধ্যেই রমাকান্তের অর্থ ও যশঃ অর্জ্জিত হইতে লাগিল।

কিশোর বয়সেই রমাকান্ত মাতাপিতৃহীন হইয়া, পৈত্রিকভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করেন। এখন পরিজন বলিতে, একমাত্র ভার্য্যা ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীও মাতাপিতৃহীনা। তাহার পিতৃকুলে কেবল অগ্রজ গোপীনাথ এবং ভ্রাতৃজায়া মোহিনী ছিলেন। শ্বশুরকুলে স্বামী ভিন্ন অন্য কোনও আত্মীয় ছিল না। অতএব বালিকা-বয়স হইতেই ভুবনেশ্বরী তাহার হৃদয়পূর্ণ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও মমতারাশি তাহার স্বামীর চরণে অঞ্জলি দিল। সে-দান রমাকান্ত যেমন সাদরে গ্রহণ করিলেন, তেমনি সাগ্রহে প্রতি-দানও করিলেন। এমনি সুখের দিনে তাঁহাদের একটী পুত্র-সন্তান জন্মিল।

সেবারে আষাঢ় মাসের প্রথমে পুরীধামে রথযাত্রা দেখিতে রমাকান্তের বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে ইচ্ছুক হইলেন। কয়জনে রমাকান্তকে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য চাপিয়া ধরিলেন। রমাকান্তের দেশভ্রমণের সাধ চিরদিনই প্রবল। বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহা আবার প্রবলতর হইয়া উঠিল। তাই একদিন পত্নীর হাতে ধরিয়া, দুই-বৎসরের পুত্র সুধীরকে চুমা খাইয়া, ধীরে ধীরে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

শুনিয়াই ভুবনেশ্বরীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। দূরদেশে যাওয়া; অসুখ-সম্ভাবনা, শুশ্রূষার ত্রুটি—পলকের মধ্যে এমনি কত কথা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল। আসল কথা, সে তাহার স্বামীকে—সে তাহার একমাত্র সুহৃদ্, একমাত্র আত্মীয় স্বামীকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারে না। কিন্তু ওঁর যখন পুরীতে যাইবার এত আগ্রহ, তখন তাহাতে বাধা দেওয়াও বড় স্বার্থপরের কাজ। স্বামীকে একবিন্দু দুঃখ দিতে ত সে পারে না। তখন শ্রীক্ষেত্রযাত্রী বন্ধুবান্ধবদিগকে মনে মনে গালি দিতে দিতে, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, সাধ্বী সলজ্জভাবে বলিল, "তা তুমি যদি যাও, তবে আমাদেরও নিয়ে চল। তোমায় ছেড়ে থাকা যায় না"। কথা শুনিয়া রমাকান্ত যেমন প্রীত তেমনি ব্যথিত হইলেন। পত্নীকে খুব আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কি ছেড়ে থাকা যায়, লক্ষ্মি? তোমার তবু দাদা আছেন, বৌদি আছেন। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল দেখি? এ জগতে আমার ভালবাসিবার যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমি; আমার যদি 'আমার' বলিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি। তোমায় ছেড়ে আমি কয়দিন থাক্‌তে পারি বল ত? তুমি আমার উপরে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটী আমার! আমরা বজ্‌রায় চ'ড়ে যাব। তাতে তোমার আর খোকার যাওয়ার সুবিধে হবে না। শুনচি ওদিকে শীঘ্র রেল খুল্‌বে। তখন তোমাদের নিয়ে আবার বেড়া'তে যাব।"

তথাপি পত্নীর ম্লান মুখ এবং ছল-ছল চক্ষু দেখিয়া রমাকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার জন্যে কিছু ভেব না। তুমি ত ভগবানের চরণে নির্ভর কোরে থাক্‌তে জা'ন। তাঁরই কৃপায় তোমরা ভাল থাক্‌বে, আমি ভাল থাক্‌ব। প্রত্যহ আমি তোমায় চিঠি লিখ্‌ব। এই কয়টা দিনের জন্য তুমি কেন কাতর হোচ্চ? তোমার হাসিমুখ না দেখ্‌লে স্বর্গে গিয়েও আমি আনন্দ পাব না। তুমি ত আমার মনের কথা জা'ন। আর দাদাকে তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমার বৌদিকেও নিয়ে এস।"

এই সব কথার পরে ভুবনেশ্বরী আর কিছু কাতরতা প্রকাশ করিল না। যথাসময়ে গোপীনাথ ভগিনীর অভিভাবক হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তপ্ত অশ্রু মুছিতে মুছিতে রমাকান্ত ও ভুবনেশ্বরী, পরস্পরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীমা—।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

বঙ্গদেশ।—কালীঘাট।

কালীঘাট কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার নিম্ন দিয়া পূতসলীলা গঙ্গাদেবী কলনিনাদে প্রবাহিতা। প্রবাদ এইরূপ যে, সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহার মৃত শরীর লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাদেবকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহার সুদর্শন-চক্র-দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হইল, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইল। কালীঘাটে সতীর একটি অঙ্গুলি পতিত হয়। সুতরাং এখানকার কালী অত্যন্ত বিখ্যাত। হিন্দুরা কালীকে পরব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। কালীনামে ভগবানের কালস্বরূপা শক্তিকে বুঝায়। অথবা কাল-শব্দে সংহার, ও ঈকারে তৎকর্ত্রী; অর্থাৎ সংহার-কর্ত্রী। ইহাই কালী-নামের ব্যাখ্যা। যাঁহাতে সকলই লয় পায়, তাঁহাকেই কালী বলা যায়। ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা; তাই কালরূপে সকলের আদিতে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে অন্য কোনও বস্তু ছিল না। সেইজন্য মনু "আসীত্তমোময়ং লোকমনর্কগ্রহতারকং" বলিয়াছেন। ইহাতে আমরা ইহাই বুঝি যে, পূর্ব্বে কেবল অন্ধকারময় লোক ছিল, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপতি গ্রহ-তারকা কিছুই ছিল না। সুতরাং, সেই সময়কেই কালবাদীরা ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং, সেই কালস্বরূপ পরমাত্মা শক্তিযোগে কাল ও কালীরূপ প্রকাশে দুইরূপ হইলেন। শ্রুতিতেও আছে যে "স একাকী নরমেত, অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। অনন্তর সেই কাল ত্রিবিৎকরণ-দ্বারা তিনগুণে ব্যাখ্যাত হইলেন; যথা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; অথবা তমঃ, রজঃ ও সত্ব। মোট কথায়, সৃষ্টিকাল, স্থিতিকাল ও নিধনকাল। সর্জ্জনকালের নাম রজঃ; সুতরাং ইহা ব্রহ্মরূপ। স্থিতিকালের নাম সত্ব; সুতরাং ইহা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুরূপ। সংহারকালের নাম তমঃ; সুতরাং রুদ্ররূপ। এই রুদ্রের নাম কালাগ্নি। অতএব কালী বলিলে হিন্দু ব্রহ্মকেই বুঝেন।

কালীর তিনটী গুণকে তিনটী চক্ষু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোথাও বা "চন্দ্রার্কানললোচন" ও বলিয়াছেন। এই সত্ত্ব-গুণ সোম, রজোগুণ রবি এবং তমোগুণ অগ্নি। তাই কালীর অন্য একটী নাম ত্রিগুণা; অর্থাৎ তিনিই আদ্যা সমস্ত-জগৎ-প্রকাশিকা, সমস্ত জগৎ-পালিকা এবং সমস্ত জগৎ-বিনাশিকা। সূর্য্যে উৎপত্তি, চন্দ্রে স্থিতি ও অগ্নিতে বিনাশ দেখা যায়। জীব-শরীরেও আমরা দেখিতে পাই, শোণিতে উৎপত্তি, শুক্রে স্থিতি এবং অগ্নিতেই লয়। এই শোণিত রজোরূপী সূর্য্য, শুক্র সত্বরূপী চন্দ্র এবং রুদ্রস্বরূপ তমোরূপী কালাগ্নি। যে কালাগ্নি-দ্বারা জীব লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই কালী-নামে অভিহিতা।

পরব্রহ্মের নিকটে যাবতীয় বস্তু, কিছুই

অগোচর নহে। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালকেই দেখিতেছেন। এইজন্য কালী ত্রিনয়না। জীবমাত্রেই কাল-দ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া জীব কালের হারস্বরূপ। তাই নানাবর্ণের নরমুণ্ড কালীর কণ্ঠভূষণ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় শ্রুতিই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সুতরাং, কালীর কর্ণদ্বয়ে দুই শিশু সংলগ্ন আছে। শাস্ত্রে অর্দ্ধচন্দ্রচ্ছলে অর্দ্ধমাত্রাকে নাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাই কালরূপ কালী নাদরূপে পরিণতা। সেই নাদই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেদের শিরোভাগে অবস্থিতি করেন। এ-কারণ, কালী প্রণব-স্বরূপা। কালীকে কেহ কেহ দন্তুরা ও বলেন; অর্থাৎ কালের দংষ্ট্রে সকলেই অবস্থিত। ইনি আলোল-রসনা শব্দেও অভিহিত হয়েন। এই শব্দ দ্বারা আমরা ইহাই বুঝি যে, জিহ্বার নাম রসজ্ঞা। আত্মার সত্তাতেই জগতের যাবতীয় রসাস্বাদন হইয়া থাকে। বাহেন্দ্রিয়ের রসাস্বাদনে কোনও ক্ষমতাই নাই। তাই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এ-কারণ, কালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছেন; অর্থাৎ তিনি 'আমিই সমস্ত রসের আস্বাদনকর্ত্রী, আমার সত্তাতেই জীবের রসবোধ হইয়া থাকে' ইহাই জানাইতেছেন।

কালী মুক্তকেশী। কেশ-শব্দে মায়াজাল। পরব্রহ্ম হইতে মায়া অবতীর্ণা হইয়া জগৎকে আচ্ছাদন করে বলিয়া, মুক্তকেশী-শব্দে ইহাই বুঝায় যে, কালীর স্বরূপ-বেত্তা জীবের মায়া-পাশ হইতে পরিমুক্ত হয়। এই কারণেই কালীকে মুক্তকেশী বলা হয়।

কালী চতুর্ভুজা। শাস্ত্রে পুরুষার্থ চতুষ্টয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকে বলে। তাই এই চারিটী কালীর হস্ত। যে হস্তে বর সেই হস্তই ধর্ম্মস্বরূপ। যে হস্তে অসি তাহাই অর্থ। রাজ্যলাভেই সম্যক্ অর্থের লাভ হয়। বিনা অসি রাজ্যজয় হয় না। সুতরাং যুদ্ধার্থে জীবকে শস্ত্রপাণি হইতে হইবে। যে হস্তে মুণ্ড সেই হস্তই কাম অর্থাৎ অভিলাষ। বিনা শত্রু-নিপাতে অভিলাষ পূর্ণ হয় না। যে হস্তে অভয় সেই হস্তই বিশুদ্ধ মোক্ষ। যে পর্য্যন্ত জীব মোক্ষলাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভয় দূর হয় না। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা ভয়হীন। এই জন্য কালীর অভয়প্রদ হস্তকে চতুর্ব্বর্গের শেষবর্গ মোক্ষস্বরূপ কহা হইয়াছে।

কালী দিগম্বরী। সর্ব্বব্যাপক কালের পরিধি নাই; সুতরাং চারিদিক্‌কেই আম্বর করিয়া আছেন।

কালীর চরণতলে শবরূপে কালের অবস্থিতি। কাল শব্দে মৃত্যু। সেই মৃত্যু যে শক্তিতে পরাভূত হইয়া শববৎ পতিত আছে, তাহাই ব্রহ্মস্বরূপা কালী।

কুল্লা কুরুল্লাদি অষ্ট নায়িকা অষ্ট-সিদ্ধিরূপে ব্রহ্মরূপা কালীর পরিচর্য্যা করেন। ইহা-দ্বারা বুঝা যায় যে, পরব্রহ্মের পরিচারিকা অষ্টসিদ্ধি। শমদমাদি অষ্টাঙ্গযোগই অষ্ট নায়িকা। এইগুলিই লোকদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করে।

কালীঘাটে কালীর যে মন্দির দেখা যায়, তাহা ৩৩০ বৎসরের পুরাতন। বরিসার সাবর্ণ চৌধুরীর দ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মন্দির-পরিচালনার জন্য ৩৮৮ বিঘা জমী দান করেন। চণ্ডীচরণ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মন্দিরের প্রথম ব্রাহ্মণ নিযুক্ত

হ'ন। তাঁহার বংশধরগণ হালদার-নামে খ্যাত। ইহাঁরাই মন্দিরের মালিক। দুর্গা-পূজার অষ্টমীর দিন কালীঘাটে আড়ম্বরপূর্ণ পূজাদি হইয়া থাকে।

তীর্থসেবিগণ কালীঘাট-দর্শন করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী নকুলেশ্বরের দর্শন করেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জল Hydrogen বা উদজান এবং Oxygen বা অম্লজানের মিশ্রণে উৎপন্ন বস্তু। এই দুইটি জিনিষ মিশে একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়ে গেছে। জল কখনও স্থির থাকে না, জল সর্ব্বদা নিম্নগামী, নীচের দিকে যায়; এবং নানাস্থানে ফিরে ঘুরে শেষে সমুদ্রে পড়ে। জলের স্রোত জমির উপর এবং ভিতর দিয়া চলে। ভিতরের জলকে চোয়ান জল বলে। জল এইরূপ গতিশীল না হইলে আমাদের বড়ই কষ্ট হইত।

জলের মূল ভাণ্ডার সমুদ্র। সমুদ্রের জল নিতান্ত লোণা। মানুষ ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের জল এরূপ লোণা না হইলে, নষ্ট হইয়া যাইত। বিধাতা জল পরিষ্কার করিবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। তাঁহার বকযন্ত্র চোয়ানের কল অহর্নিশ চলিতেছে। সমুদ্র হইতে সূর্য্যের তাপে যে বাষ্প উঠে, তাহাতে লবণ কিম্বা অন্য কিছু জিনিষ থাকে না। সেই বাষ্প আকাশের উপর শীতল স্থানে গিয়া মেঘের আকার ধরে এবং এই মেঘ একত্র ও ঘন হয় এবং তাতে ঠাণ্ডা লাগিলে বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর উপরে যেখানে যত প্রকার জল আছে এবং জড় উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে যে জল আছে, সে সমস্ত হইতেই বাষ্প উঠে। হিমালয় বা অন্যান্য শীতল পর্ব্বতে জলীয় বাষ্প বরফের আকার ধারণ করে এবং সূর্য্যতাপে সেই বরফ গলিয়া নানা আকার ধরে। প্রস্রবণ, নদ,নদী প্রভৃতি নানা-প্রকারের জলস্রোত হয়। নদী, প্রস্রবণ, হ্রদ আমাদের প্রধান জল-ভাণ্ডার। তা'ছাড়া পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়া জমির ভিতরের স্রোত হইতে জল উঠাইয়া লইয়াও আমরা ব্যবহার করি। পুষ্করিণী ও কূপ যথেষ্ট পরিমাণে গভীর না হইলে তা'র জল স্বাস্থ্যকর হয় না। জমির উপরিভাগের মাটির তলায় এঁটেল মাটি আছে। সেই মাটিকে ভেদ করিয়া percolation (চোয়ান) এর জল যাইতে পারে না।

এই এঁটেল মাটি ভেদ করে জল আনিলে

জল স্বাস্থ্যকর হয়, সেইজন্ত কূপ এবং পুষ্করিণী ততটা গভীর করিতে হয়।

পুষ্করিণী এবং কূপের জল পরিষ্কার রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। কারণ, জলের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের স্থানীয় পানীয় জল বিশেষভাবে পরিষ্কার হওয়া চাই। পানীয় জল প্রথমে ফটকিরি বা নির্ম্মলী ফল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দশ মিনিট ফুটাইয়া লইলে অনেকটা দোষ কেটে যায়। ফটকিরি অনেক প্রকার বীজ নষ্ট করে; কিন্তু ইহার পরিমাণ বেশী হইলে জল বিস্বাদ হয়।

জল আমাদের কি উপকার করে? জল ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না। আমাদের শরীরের ওজনের প্রায় বার আনা অংশ জল। তা'র অল্প অংশই আমরা খাদ্য হইতে পাই। তাহার অধিকাংশই জল ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য হইতে পাই। জল ব্যতীত আমাদের kidney বা মূত্রাধার এবং অন্যান্য যন্ত্র কাজ করিতে পারে না, ঘাম ভালরূপে নির্গত হইতে পারে না, ত্বক (চাম্ড়া) শুষ্ক ও অপরিষ্কার হয়। জল অভাবে আরও অনেক প্রকার অনিষ্ট হয়। উদ্ভিদ্ ফল মূল নানাপ্রকার আনাজ জন্মায় না। সেজন্য অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে অনেকেরই কষ্ট এবং কাহারও বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

স্বাভাবিক বৃষ্টির জলেই প্রায় সকল প্রকার ফসল রক্ষা করে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে খাল (canal)-দ্বারা নদী ও পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ছোট ছোট নালা-দ্বারা ক্ষেতে জল দেওয়া যায়। এইরূপ জল দেওয়াকে Irrigation 'ইরিগেসন' বলে।

আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট (সরকার-বাহাদুর) লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া জল-প্রণালী, করেছেন। তদ্দ্বারা নানা স্থানের কৃষিকার্য্য চলে। এইরূপ না করিলে কত লোকের কত কষ্ট হইত। ইংরাজ-রাজ্যে প্রজার সুখ-সুবিধার জন্য কতই ব্যবস্থা আছে। সে সমস্ত জানিলে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকা যায় না।

জলের আমাদের কতই প্রয়োজন! দেহ গৃহ, কাপড়, বাসন, প্রভৃতি জল ব্যতীত কি পরিষ্কার হয়? তৃষ্ণায় জলপান এবং ক্লান্ত উত্তপ্ত শরীরে স্নান করিলে যে কত সুখ ও আরাম হয়, তা কি একমুখে বলা যায়!

কে ভাঙ্গিতে পারে তৃষ্ণা শুখাইলে মুখ,
স্নানের সময় এত কেবা দিত সুখ!
জল বিনা একদণ্ড বাঁচিতে না পারি,
দয়াময় হরি তাই সৃজিলেন বারি।

শ্রীরাজমোহন বসু।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে যিনি সহায় করিয়াছেন, ও তাঁহার উপরেই যাঁহার সকল আশা ভরসা, তিনিই সুখী।

২। বিজ্ঞেয়োঽক্ষরসন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্। বিহায় শব্দশাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্যতাম্॥ সন্মাত্র অক্ষর বস্তুই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য, জীবনও চঞ্চল। সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া, যাহা সত্য, তাহাই অবলম্বন কর।

৩। কবির শ্বাস সুফল সোই জানিয়ে,
হরিকা সুমিরণ লায়ে।

কবির বলিতেছেন, সেই শ্বাসই সফল জানিও, যে শ্বাস হরি-স্মরণেতে লাগিয়া যায়।

৪। কবির গোবিন্দ্ কে গুণ গাওতে,
কভু না কিযিয়ে লাজ্।

কবির বলিতেছেন ঈশ্বরের গুণগান করিতে কখনও লজ্জা করিও না।

৫। Sing unto the Lord with thanks-giving : sing praise upon the harp unto our God :

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রভুর গুণগান কর, বীণাবাদনপূর্ব্বক আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান কর।

৬। অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে-ব্যক্তি শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেইজন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাহারাই হোম করেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করেন, তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী), এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করে।

৭। কবির সোণা রূপা কাল হায়, কঙ্কর্ পাথর হীর্। এক্ নাম মুক্তামণি, তাকো জপহি কবির।

কবির বলিতেছেন, সোনা-রূপাই কাল; হীরা কাঁকর পাথর। এক নামই আমার মুক্তামণি; তাহাকেই কবির জপ করেন।

৮। সংসার আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি ভব তরিবারে॥
(চৈতন্যদেব)।

৯। সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইবে ও অভাবের অতিরিক্ত দান পাইবে।

১০। কবির হরি-রস্ এয়ো পিয়া, বাকি রহিম ছাক।
পাকা কলস্ কোঁ ভারকা, বহুরি চড়ে নহি চাক।

কবির বলিতেছেন, হরিরস যে একবার পান করিয়াছে, তাহার আর কোনও রসের সথ্ থাকে না; যেমন পোড়া কলসী পুনর্ব্বার আর কুমারের চাকে চড়ে না।

১১। কবির কহৎ শুনৎ জগ্ যাৎ হায়,
বিষয়ন্ সুঝে কাল।
কহেঁ কবির রে প্রাণিয়ঁ!
বাণি ব্রহ্ম সঁভাল।

কবির বলিতেছেন, কহিতে কহিতে শুনিতে শুনিতে জগৎ চলিয়া যাইতেছে, বিষয়রূপ বিষে কালকে দেখিতে দিতেছে না। কবির তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, "রে প্রাণিগণ! ব্রহ্মের বাক্য সাম্লাও, অর্থাৎ ধরিয়া রাখ।"

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

নিদাঘের অপরাহ্ন। প্রখর রবি সারাটি দিন ধরণীকে দগ্ধ করিয়া, বৃক্ষলতা-সকল ঝলসাইয়া দিয়া, পথিকের শিরে অগ্নিবর্ষণ করিয়া এইবার ক্লান্তভাবে পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী-তীরে ঝাউ ও বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া বায়স উচ্চ চিৎকারে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে; অন্যান্য পক্ষিকুলও স্বস্ব রবে সন্ধ্যার আগমনী গাহিতেছে। নদীবক্ষে তরণী-সকল আরোহী লইয়া ধীর-মন্থর গতিতে গমনাগমন করিতেছে। দূরে বাষ্পীয় লৌহ-শকটের বংশীধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তন্মধ্যস্থিত আরোহিগণের অস্পষ্ট আয়তন গবাক্ষ-পথ দিয়া দেখা যাইতেছে। এরূপ সময়ে নদী-তীরে বসিয়া হরনাথবাবু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বায়ুকোণে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। পথের ধূলা উড়াইয়া বাতাস মেঘের সঙ্গে ছুটিল। পল্লী-বালক-বালিকাগণ ডালা-চুপ্‌ড়ি হস্তে লইয়া আম কুড়াইবার জন্য বাতাস ঠেলিয়া ছুটিল। তখনও বৃষ্টি পড়ে নাই; শুধু বাতাস বহিতেছিল। হরনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহে ফিরিবেন কি-না, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় বাতাস ঠেলিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সহাস্য আস্যে একটী ষোড়শ বৎসরের বালক আসিয়া একখণ্ড কাগজ হরনাথবাবুর হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা, আমি 'পাস' হয়েছি; 'ফার্ষ্ট' হয়েছি। এই দেখুন, কাকা 'টেলিগ্রাম' করেছেন।" এই বালকটি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুধীর; আর তাহার কাকা, হরনাথ-বাবুর জনৈক প্রতিবেশী; গ্রাম-সম্বন্ধে হরনাথ-বাবুর ভাই হ'ন্।

সুধীর 'টেলিগ্রাম'-খানি হরনাথবাবুর হাতে দিলে হরনাথবাবু তাহা দেখিবেন কি! আনন্দাশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। আর অলক্ষ্যে বক্ষ ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাসও যে না বহিয়াছিল, তাহা নহে! হায়, রাজলক্ষ্মি, আজ তুমি কোথায়? তোমার কত তপস্যার ধন সুধীর আজি প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে! —কত ধনাঢ্যের সন্তানকে অতিক্রম করিয়া দরিদ্র বালক আজি তাহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে! এ সুখের অংশ গ্রহণ করা রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যে নাই! তাই আজি হরনাথবাবুর এ আনন্দ-সংবাদেও দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়াছিল; আনন্দাশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে একবিন্দু শোকাশ্রুও ঝরিয়াছিল!

সুধীর বলিল, "'টেলিগ্রাম'-খানা পড়ে দেখুন না বাবা!" তখন হরনাথবাবুর চিন্তা-স্রোত রুদ্ধ হইল। তিনি 'টেলিগ্রাম'-খানায় চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ—বাবা, পড়েছি। এখন চল, মা কালীর বাড়ী পূজা দিয়া আসি।" তখন হরনাথবাবু গ্রাম্য কালী-মন্দিরে গিয়া পুত্রের মঙ্গল-কামনায় কালীর পূজা দিয়া আসিলেন।

যথাকালে গেজেট বাহির হইল ; সুধীরের উচ্চবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রামের লোক ভাবিল, এছেলে কালে একজন 'কেষ্ট' "বিষ্ণু"-গোছ না হয়ে যায় না। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সে এত বড় একটা হইয়া উঠিয়াছে; বিদ্যালয়ও ইহাতে গৌরবান্বিত হইল!

সুধীরের বাসনা, সে বি-এ, এম্-এ পড়িয়া কালে একজন কৃতবিদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হরনাথবাবুরও যে ইহা ইচ্ছা নহে, তাহা নহে ; তবে তিনি এক বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এবার সুধীরকে এফ্-এ পড়িতে হইলে কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাতা যাইলেই পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিবে। একমাত্র নয়ন-মণি, অন্ধের যষ্টি, হৃদয়-নিধিকে প্রবাসে পাঠাইয়া তিনি কি প্রকারে গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন? সুধীরকে ছাড়িয়া তিনি কিরূপে জীবনধারণ করিবেন! কখনও বা তিনি মনে করিলেন, গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া তিনিও সুধীরের সঙ্গে কলিকাতায় বাস করিবেন। সুধীর ছাড়া তাঁহার কিসের সংসার! কিন্তু আবার সে কথাটা যুক্তি-সংগত বলিয়া মনে হইল না। কারণ, গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাইলে ঘর-দোর ত সব মাটী হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন বাগান-বেড় জায়গা-জমী যাহা আছে, তাহাও যে নষ্ট হইয়া যাইবে! ফসল যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহাও আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের তাহাই যে একমাত্র উপায়! সুধীরও মনে মনে এইরূপ কত চিন্তা করিতে লাগিল। কখনও বা সে কল্পনায় পিতাকে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া তুলিত। আবার কখনও বা পিতৃ-বিরহজনিত আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িত। বিদেশ বিভুমে একা সে কিরূপে থাকিবে! সেখানে কে তাঁহাকে এমন স্নেহ যত্ন করিবে? বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন-কালে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কে তাহার প্রতীক্ষা করিবে? আর সেই-বা গৃহে ফিরিয়া কাহার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে? সেখানে ত বাবা নাই! সে যে মাতৃহারা বালক! পিতার অপরিসীম স্নেহই যে তাহার সমস্ত জীবনটা ভরিয়া রাখিয়াছে। পিতার ভালবাসাই যে তাহার জীবনের সম্বল! পিতাকে ছাড়িয়া একা সে কিরূপে থাকিবে!

পিতা-পুত্র উভয়েরই যখন মনের ভাব এইরূপ, তখন কাজেই সুধীরের পড়িবার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিক দিন তাহার এ অবস্থায় গেল না। পিতা-পুত্র উভয়েরই যুক্তি-তর্ক খণ্ডিত হইয়া গেল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সুধীরকে একাকীই কলিকাতায় যাইতে হইল। হরনাথবাবুর জনৈক প্রতিবেশীর পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। সে আসিয়া একদিন হরনাথবাবুকে বলিল, "আপনি স্নেহের আধিক্যে সুধীরের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্ব্বেন না। সুধীরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন্; আমাদের সঙ্গে আমাদের 'মেসে' থাক্‌বে; আমি তাকে দেখ্‌ব। আপ্‌নার কোনো ভাবনা নেই। আপনিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আস্‌বেন। তা ছাড়া বছরে দু'বার 'কলেজ' বন্ধ হবে। পূজার বন্ধে, গ্রীষ্মের বন্ধে সুধীর দেশে আস্‌বে। আপনার ভাবনা কিসের? এমন ছেলে যদি এই পল্লী-গ্রামে বসে থাকে, ওর ভবিষ্যতে উন্নতির আশা একবারে মাটী হয়ে যাবে।" অগত্যা হরনাথবাবু সম্মত হইলেন।

যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে সুধীর উক্ত প্রতিবেশীর সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিল। পুত্রগতপ্রাণ হরনাথবাবু সুধীরের মুখ-চুম্বন করিয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলেন। হায়, এ হৃদয়নিধিকে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে যে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, বুক চিরিয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখেন। এই দুঃখময় জগতে অপত্যস্নেহ কি একটা স্বর্গীয় পদার্থ! ইহা নন্দনের পারিজাত, চন্দ্রের সুধা, সংসার-পীড়া উপশমের ধন্বন্তরি-হস্ত-নিঃসৃত অমোঘ ঔষধ। সন্তানের ন্যায় প্রিয় বস্তু এ সংসারে আর কিছুই নাই। বারংবার প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিবার আদেশ দিয়া, হরনাথবাবু সুধীরকে বিদায় দিলেন! সুধীর সম্মতি-সূচক মস্তক সঞ্চালিত করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে গমন করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রকে দৃষ্ট হইল, হরনাথবাবু ততক্ষণ একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন সুধীর অদৃশ্য হইয়া গেল, তখনও তিনি তেমনই ভাবে চাহিয়া রহিলেন! ভাবিলেন, ঐ বুঝি, গাছের ফাঁক দিয়া ঝোপের আড়াল হইতে পুত্রকে অস্পষ্ট একটু দেখা যাইতেছে! ঐ বুঝি, তাহার পরিধেয় বসনের কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে! ঐ-ঐ বুঝি ওটা তাহার ছায়া!—না না, ও যে একটা গাছের ছায়া! সন্তানবৎসল উদ্‌ভ্রান্ত পিতা সজ্ঞাশূন্য, নির্ব্বাক্‌, নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধরণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; প্রকৃতিরাণী ধূসর-বসনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করিলেন;—আর কিছুই দৃষ্ট হইল না! তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে হরনাথবাবু গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

তৃতীয় দিনে অতিপ্রত্যূষে উঠিয়া হরনাথ-বাবু ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন। তখনও ডাকঘর খোলা হয় নাই। ৮টার সময় ডাক বিলি হয়। যথাসময়ে 'পোষ্ট মাষ্টার'-বাবু আফিস গৃহে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হরনাথবাবু ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আমার কোনো চিটী আছে কি?" 'পোষ্ট-মাষ্টার' বাবু হরনাথেরই গ্রামবাসী এবং বিশেষ পরিচিত। তিনি হরনাথবাবুর সকল কথাই জ্ঞাত ছিলেন। কস্মিন্ কালেও হরনাথবাবু ডাকঘরে আসিয়া চিটীর জন্য তাগাদা করেন না। সুধীর কলিকাতায় গিয়াছে, সেইজন্যই যে হরনাথবাবু চিঠির সন্ধানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনার ত কোন চিঠি নেই! বোধ হয়, আপনি সুধীরের খবরের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু সে ত মোটে পরশু কল্‌কাতায় গেছে, এখনও তার চিটী আস্‌বার সময় হয় নি। হয়ত, কাল আপনার চিঠি আস্‌তে পারে।" হরনাথবাবু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি যে নেহাৎই নির্ব্বোধের মত কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বুঝিলেন ও লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে একবার ডাক-ঘরে আসা তাঁহার একটা দৈনিক কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইল।

সুধীর কলিকাতায় পৌঁছিয়া পিতার আদেশে

প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিত। ইংরাজ-রাজের কৃপায় প্রবাসগত আত্মীয়ের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের ইহা একটি মহা সুযোগ। ডাকঘর তাহাদের পক্ষে মহাতীর্থ-ক্ষেত্র। সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি-প্রস্রবণ!

(৬)

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সুধীরের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে আজন্ম পিতৃস্নেহে লালিত, পক্ষি-শাবকের ন্যায় পিতার স্নেহময় বক্ষে বর্দ্ধিত! পিতার সে স্নেহনীড় ছাড়িয়া অন্যত্র বাস তাহার পক্ষে যে কষ্টকর হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে জীবনে এক দিনও পিতার অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করে নাই, প্রবাসে একাকী সে কি প্রকারে স্থির থাকিবে? এখানে ত সে 'কলেজ' হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্নেহময় জনকের দর্শন পায় না! কেহ ত তাহার জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথ-পানে চাহিয়া থাকে না! পাঠ্য পুস্তকগুলি অযত্নে অবিন্যস্ত ভাবে শয্যার চতুঃপার্শে পতিত থাকে, কেহ সেগুলি যত্ন করিয়া গুছাইয়া রাখে না! পাঠের সময় একখানি পবিত্র আনন আনন্দ-গদ্‌গদ চিত্তে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে না! এ যে আত্মীয়-বন্ধু-বিহীন প্রবাস!—এ যেন পথিকের পান্থ-শালায় অবস্থানের ন্যায় তাঁহার অনুভব হইত। ঘটিকা-যন্ত্রচালিত হইয়া স্নান কর—খাও; কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে আর আহার মিলিবে না। আহার্য্য দ্রব্যই বা কি পরিপাটী! ফেন-মিশ্রিত দাল, খোষা সংযুক্ত কুমড়া-আলুর তরকারি, "জলবৎতরলং" মৎস্যের ঝোল! কোথায় পিতার স্বহস্ত-প্রস্তুত সেই সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন, আর কোথায় এই উড়িষ্যা-দেশবাসী পাচকের কদর্য্য রন্ধন! পল্লী-বালক সুধীরের হঠাৎ এতটা পরিবর্ত্তন নিরুদ্বেগে সহ্য করা কিছু কষ্টকর হইল। কলিকাতা সহরের এ বদ্ধ জলবায়ুও তাহার বড় ভাল লাগিত না। কলিকাতা-বাসিগণ "পাড়া গেঁয়ে" বলিয়া পল্লীবাসীদিগের উদ্দেশ্যে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পল্লীবাসিগণ প্রকৃতি-রাজ্যের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পান, সহরবাসিগণের অদৃষ্টে সে সুখভোগ ঘটিয়া উঠে না। নির্ম্মল বাতাস, তটিনীর মধুর কল্লোলধ্বনি, পক্ষীর গান, চন্দ্রের কিরণ, এমন আর কোথায়! কলিকাতা-সহরে এমন কি অনেক গৃহস্থের অদৃষ্টে সূর্য্য-দেবের দর্শনলাভও ঘটিয়া উঠে না। সুধীর প্রকৃতি-রাজ্যের প্রজা। তাই তাহার এ 'ইলেক্ট্রিকে'র আলো, ইলেক্ট্রিকের বাতাস, কলের জল, কিছুই ভাল লাগিত না। তাহার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদা সেই মধুমতী-তীরের গৃহকুঞ্জে পড়িয়া থাকিত।

কলিকাতায় আসিয়া সুধীরের একটী সঙ্গী জুটিয়াছিল। অতুল-নামক একটী বালকের সহিত তাহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। অতুল সুধীরেরই সমবয়স্ক, এবং এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। অতুলের বাটী সুধীরদের মেসের ঠিক্ সম্মুখেই। সুধীর সর্ব্বাই অতুলের বাটী যাইত। অতুলের মাতাও সুধীরকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অতুলের ছোট বোন্ বিভা সুধীরকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিত। বালিকার সেই অকপট অনাবিল ভালবাসা সুধীরকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুধীরের ভ্রাতা-ভগ্নী ছিল

না। ভ্রাতৃপ্রেম ভগ্নীর স্নেহে সে চির-বঞ্চিত ছিল। বালিকা বিভাকে তাই তাহার বড়ই ভাল লাগিত। সরলা বালিকার প্রাণে কুটিলতার স্থান ছিল না। সংসারের ভেদাভেদ-জ্ঞান তাহার জন্মে নাই;—আপন-পর সে জানিত না; শুধু জানিত প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে। সুধীরকে দেখিলেই সে "সুধীর-দা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিত, কখনও হাত ধরিয়া টানিয়া মাতার নিকটে লইয়া যাইত। আবার কখনও বা ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া বলিত 'সুধীর-দা, খোকাকে আমার পিঠে চড়িয়ে দিন্ না; আমি ঘোড়া হব! বালিকার বাসনা শুনিয়া সুধীর "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিত। বাস্তবিক এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইয়া সুধীরের মন অনেকটা ভাল ছিল। সুধীরের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে বিভা বড় ভাল বাসিত। সুধীর ও বিভাকে বড় ভাল বাসিত। মধ্যে মধ্যে পুতুলটী, ছবির বইখানি, জরির ফিতা প্রভৃতি কিনিয়া সুধীর বিভাকে প্রীতি উপহার দিত। বিভা তাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রত্যেককে দেখাইয়া বেড়াইত। এই-রূপে সুখে দুঃখে সুধীরের প্রবাসের দিন-গুলি এক রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একবার গ্রীষ্মাবকাশ কালে অতুল সুধী-রের সঙ্গে সুধীরের বাটী গিয়াছিল। অতুল কলিকাতা-বাসী; জীবনে সে কলিকাতা ভিন্ন অন্য দেশ দর্শন করে নাই। কমলাপুর তাহার নিকটে বড় সুন্দর মনে হইল। উষার অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া নব দিবাকর যখন পূর্ব্বাকাশে দেখা দিতেন, তখন নদী-তীরে দাঁড়াইয়া অতুল বিমুগ্ধ নেত্রে তাহা দর্শন করিত। আবার দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া সূর্য্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করিতেন, সুধাকর গাছের আড়াল হইতে সহাস্য আস্যে উঁকি দিতেন, এক দিকে কমলিনী বিষণ্ণ চিত্তে আপনাকে সঙ্কুচিত করিত, ও অপর দিকে কুমুদিনী পতি-দর্শন লালসায় সহর্ষ চিত্তে প্রস্ফুটিত হইত, তখন অতুল তাহা দেখিয়া পুলকিত হইত। তটিনীর মৃদু কল্লোল, কোকিলের কূজন, বিহঙ্গের কাকলী, অতুলের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। অতুল মনে মনে বলিত, "কে বলে পল্লীগ্রাম খারাপ? আমি যদি এমন গ্রামে বাস করতে পেতুম, তাহলে জীবন স্বার্থক মনে করতুম! কি পবিত্র শান্তিপূর্ণ এই দেশ! কি সুন্দর! এ যে বঙ্গমাতার বিশ্রাম-কুঞ্জ! জনপূর্ণ নর-কোলাহল-মুখরিত সহর অপেক্ষা এ ক্ষুদ্র পল্লী নির্জ্জন নীরব সাধকের মনোমুগ্ধকর কবিত্বে পরিপূর্ণ! (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

অনুতাপ।

যখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,
সারা নিশি জেগে তোমার আশে,
তখন তুমি এসেছিলে, নাথ,
মালাটীকে ফেলে গেছ পাশে।

ডেকে ডেকে পাও নি তুমি সাড়া,
ফিরে গেছ অভিমান ভরে;
ভেবেছিলে কোনো আয়োজন!
করি নাইআমি তোমা তরে!

ডাক্‌ছি আমি কতদিন ধ'রে,
বঞ্চিত না হব দরশনে!
এমন ক'রে যাবে তুমি চ'লে
ভাবি নাই কোনো দিন মনে!
সযতনে রচি' আসনখানি,
বসেছিলাম, কত আশা ক'রে,
তার উপরে বস্‌বে যবে তুমি,
দেখবো আমি দু'টী নয়ন ভ'রে!

বনে বনে কুড়িয়েছিলাম ফুল,
পূজ্‌বো ব'লে তোমায় কত সাধে।
এসে'ছিলে যদি, নাথ, তুমি,
জাগালে না কোন্ অপরাধে?
আর আমি ঘুমাবো না কভু,
ফিরে এস ওগো মোর সখা,
একা আমি ভাব্‌ছি বসে ব'সে,
আবার কবে পাব তব দেখা!

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ।

কংগ্রেসের প্রার্থনা— আগামী জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ভারত-সচিব মহাশয়কে বড়দিনের সময় কলিকাতার কংগ্রেস দর্শণ করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব মহাশয় তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে, বড়দিনের সময় তাঁহার কলিকাতায় থাকা অসম্ভব।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান মন্দির—সার জগদীশচন্দ্র বসু প্রকৃতির যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, জগতে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ঐ তত্ত্বের আরও অনুশীলন করিবার জন্য তিনি এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্যে যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুশীলন হইবে, মন্দিরের পশ্চাতে নির্জ্জন সুরম্যস্থানে সাধক আরও বৈজ্ঞানিক আলোক লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন। সার জগদীশচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এই মন্দিরের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ১৫ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই সংবাদ অবগত হইয়া, ভারতের জ্ঞান জগতে বিলাইবার অভিলাষে বোম্বায়ের বোনানজী একলক্ষ ও মিঃ মুলজি খাটাও সওয়া দুইলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও ডাক্তার বসুর শিষ্যদিগের জন্য ৬টী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় মহিলা-বৃত্তি।

এ বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

২০৲ টাকার বৃত্তি।

সুধা দত্ত—মহারাণী হাইস্কুল দার্জ্জিলিং।

১৫৲ টাকার বৃত্তি।

১। সুবোধবালা রায়—বেথুন।
২। নিখিলবালা গুপ্ত—ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা
৩। প্রীতিলতা গুহমল্লিক—ব্রাহ্ম গার্লস।
৪। ইন্দুবালা দাসগুপ্ত—ইডেন, ঢাকা।
৫। লীলাবতী নাগ— „ „ ।
৬। সুধা চট্টোপাধ্যায়—বেথুন।

১০৲ টাকার বৃত্তি।

১। অমিয়প্রভা বিশ্বাস—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।
২। লীলা বসু—ডাওসেসন।
৩। মালতীমালা সরকার, ইউনাইটেড মিশন।
৪। স্নেহপ্রভা সরকার—বিদ্যাময়ী ময়মনসিংহ
৫। ফুলবালা গুপ্ত—ব্রাহ্ম গার্লস।
৬। সুধীরবালা গুপ্ত— „ „ ।
৭। সুমতিবালা দাস—ইডেন, ঢাকা।
৮। মণিকা চাট্যার্জ্জি—বেথুন।
৯। সুনীতিবালা রায়—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।

মিঃ টমাসক্লার্ক পিলিং গিবন্স কে, সি, ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গালার 'এড্‌ভোকেট জেনারেল'-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 652. December, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫২ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ডিসেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্রদেশ—একতালা।

ঐ মহাসিন্ধুর ও-পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে, "আয় চলে আয়,
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"
বলে, "আয় রে ছুটে, আয় রে ত্বরা,
হেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জ্বরা,
হেথায় বাতাস গীতি-গন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধু-মাসে;
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে?
দেখ্ ঐ সুধা-সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ-ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস্ বদ্ধ,
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ?
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস্ পরবাসে!"

কথা ও সুর—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ॥ ১
ণা -া II { ধা ধা -া। পা -া পমা। মা মা -া। মা মা -া I
ও ই ম হা ০ সি ০ ন্ধুর্ ও পা র থে কে ০

১
[পা -া -া]
সে ০ ০

২ ৩ ০
I মা -পধা পা। -া মগা রসা। রা পা পা। পা পধা -ণা } I
কি ০ ০ স ০ ঙ্গী ০ ত ০ ভে সে আ সে "ও ০ ই"

২´ ৩ ০ ১
I { -া -া পা। পা পা -ধণা। ণা ণা -া। র্সা ণা -া I
০ ০ কে ডা কে ০ ০ ম ধু র তা নে ০

১
[পা মা মমা]
লে আয় ওবে

২´ ৩ ০
I ধা ধা -পধা। পা মা -া। মা -া পা। মা মা -া } I
কা ত ব ০ প্রা ণে ০ আ য় চ লে আ য়

১
[-া না না]
০ ব লে

২´ ৩
I মা -ধা ধা। ধা ধা -া। ধা ধা -পা। পধা—ণা ণা II
আ য় চ লে আ য় আ মা র্ পা ০ ০ শে

২´ ৩ ০ ১
I { না -া না। না না -র্সা। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা র্সর্সা I
আ য় রে ছু টে ০ আ য় রে ত্ব রা হেথা

১
[র্রা র্রা র্সনা]
জ রা হেথা

২´ ৩
I র্সা -র্রা র্সা। ণা -ধা পা। মা -পা র্রা। র্রা র্রা -র্গর্মা } I
না ই কো মৃ ০ ত্যু না ই কো জ রা ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I { না না -া। র্সা -া র্সা। র্সা -র্রা র্সা। ণা ধা -পা I
বা তা স্ গী ০ তি গ -ন্ ধ ভ রা ০

২´ ৩ ১
I পা পা -ধপা। মা -গা রা। রা মা গা। রা রা রা } I
চি র ০ ০ স্নি ০ গ্ধ ম ধু মা সে হে থা

২´ ৩ ১
I মা মা -পা। পা পা -া। মা পা -র্সা। র্সা র্সা -া I
চি র ০ শ্যা ম ল ব সু ০ ন্ধ রা ০

১
[-া সা সা]
০ কে ন

২´	৩	০	১
| র্সরা -র্সা -ণা |	ধা -পা পা |	পা ধা -া |	পা -ধণা ণা II
চি র ০	জ্যো ৎ স্না	নী লা ০	কা ০ ০ শে

২´	৩	০	১
| রা রা -া |	রা রা -গমগা |	রা রা -া |	রা রা রসসা I
ভূ তে র	বো ঝা ০ ০ ০	ব হি স্	পি ছে ভূতের

২´	৩	০	১
| মা মা -া |	মা মা -া |	মা মা -পধা |	পা মা মমমা I
বে গা র	খে টে ০	ম রি স্ ০	মি ছে দেখ্ ঐ

২´	৩	০	১
I { ধা ধা -া |	ধা -া ধা |	ধা ণা ধা |	পা -া -া I
সু ধা ০	সি ০ ন্ধু	উ ছ লি	ছে ০ ০

১
[ধা র্সা র্সর্সা]
শে ভূ তের

২´	৩	০	১
I পা -ধা পা |	মা -া গা |	মা ধা পা |	ধা ধধা র্সা } I
পূ ০ র্ণ	ই ০ ন্দু	প র কা	শে দেখ্ ঐ

২´	৩	০	১
I র্সা সা -া |	নর্সা র্সা -া |	ণা ণণা -া |	ধা ধা -া I
বো ঝা ০	ফে লে ০	ঘ রের্ ০	ছে লে ০

১
[-া না না]
০ কে ন

২´	৩	০	১
I পা ধা পা |	মা গা -া |	মা ধা -া |	পধা -ণা ণা II
আ য় চ	লে আ য়	আ মা র	পা০ ০ শে

২´	৩	০	১
I { না না -া |	না না -র্সা |	র্সা র্সা -া |	র্সা র্সা র্সর্সা I
কা রা ০	গৃ হে ০	আ ছি স্	ব ন্ধ ও রে

১
[র্রা র্রা র্সনা]
অ ন্ধ ও রে

২´	৩	০	১
I র্সরা র্সা -ণা |	ধা পা -ধপা |	মা পা -র্রা |	র্রা র্রা -র্গর্মা } I
ও রে ০	মূ ঢ় ০ ০	ও রে ০	অ ন্ধ ০ ০

২´	৩	০	১
I { না না -া |	র্সা -া র্সা |	র্সরা র্সা -ণা |	ধা -পা পা I
সে ই ০	সে ০ প	র মা ০	ন ০ ন্দ

১
[রা রা রা]
সে কে ন

২´ ৩ ০
I পা পা -ধণা। ধা পা -মগা। রা গমা গা। রা -া -া} I
যে আ ০ ০ মা রে ০ ০ ভা ল ০ বা সে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -পা। পা পা -া। মা পা -র্সা। র্সা র্সা -া I
ঘ রে র্ ছে লে ০ প রে র্ কা ছে ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সর্রা র্সা -ণা। ধা পা -া। পা ধা -া। পা -ধা ণা II II
প ড়ে ০ আ ছি স্ প র ০ বা ০ সে

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৯)

বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া নমিতা শঙ্কর-চাকরকে ডাকাডাকি করিয়া সাড়া পাইল না। সুরসুন্দর বৃদ্ধকে পথে দাঁড় করাইয়া, বারাণ্ডায় উঠিয়া, সজোরে কড়া নাড়িয়া প্রাণপণে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বিমল-বাবু, বিমলবাবু!—সুশীলবাবু,— !" এবার সুশীলের সাড়া পাওয়া গেল। তাহারা দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিতেছে.....।

সুরসুন্দর বারাণ্ডা হইতে নামিবার উদ্যোগ করিল। সে জুতার ফিতা-টা টানিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হেট-মুখে বলিল, "তা হ'লে আমি এখন চল্লুম্। কাল সকালে সাড়ে ছ'টায় সমুদ্রপ্রসাদ আসবে। আপ্নি নিজে দেখে শুনে, একটু সাবধানে 'ড্রেস্' করিয়ে নেবেন্; ঘা-টায় পুঁজ যেন না হ'তে পায়, লক্ষ্য রাখ্বেন্।"

হিতলালবাবুর সৌহার্দ্দ্য ও আপ্যায়নের দৌরাত্ম্যে নমিতার মগজের মধ্যে বেশ একটু উৎকট গোল্মাল্ বাঁধিয়া গিয়াছিল। এত-ক্ষণের পর বাড়ীর দুয়ারে পৌছিয়া, সে যেন প্রকৃতিস্থ হইবার অবসর পাইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, প্রসন্ন-সৌজন্যপূর্ণ মুখে ছোট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, "আসুন্, আজ আমার জন্যে আপ্নারা বড়ই কষ্ট পেয়েছেন; —বিশেষ আপনি......! বাস্তবিক, আমার বড় ভাই এখানে থাক্লে, আজকের বিপদে যা' না কর্তে পার্তেন্, আপ্নি তা'র চেয়ে বেশী করেছেন।—শুধু দূর থেকে পরের মত নমস্কার করা-টা আজ উচিত হয় না। আপ্নাকে প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেওয়া-ই—!"

সহসা পিছু হটিয়া অস্বাভাবিক তীব্র গম্ভীর স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "না না, পরকে 'পর'

বলেই মনে রাখ্‌বেন! ও-সব লৌকিকতার আড়ম্বর—সমস্তই—সব একেবারে ভুলে যান্‌—ভুলে যান্‌! সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, শিষ্টসৌজন্য-কোমলতার অনুরোধে, ও-সব হাস্যাস্পদ পাগ্‌লামীকে মনে ঠাঁই দেবেন না; আমি বারণ করে দিচ্ছি। কে বল্‌তে পারে, শেষে হয় ত একদিন স্রেফ্‌ ঐ জন্যেই ......?" স্থরস্থন্দর আর বলিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

অন্ধকারে বিস্ময়াহত নমিতার পাণ্ডু বিবর্ণ মুখ-ভাব কেহ দেখিতে পাইল না; কিন্তু তাহার স্বচ্ছন্দ-নিঃশ্বাস-গতিটা যে, অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল! নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া স্থরস্থন্দর বেদনা-মথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড় অশোভন স্পর্দ্ধা-বর্ব্বরতা প্রকাশ করলুম কি? কি কোর্ব্বো! ক্ষমা করুন্‌; উপায় নাই! আমাদের চক্ষে যে, সৌজন্য, শীলতা, শিষ্টতা, কিছুই নাই; আছে শুধু, কুৎসা, গ্লানি, আর বীভৎস নীচাশয়তা! আমাদের আত্মপর কোনো সম্মান-জ্ঞানই নাই; তাই যথেচ্ছ-কৌতুক-প্রিয়তার পরিচয় দেবার জন্য আমরা অতিব্যগ্র। কিন্তু শ্লীলতার সীমা কোথায়, সেটুকুর হিসাবে আমরা অতিকুণ্ঠিত! আমাদের মত জানোয়ারের কাছে মানুষের শিষ্টতা জানাতে আসেন্‌? ভুল, বিষম ভুল! ম্যাডাম্‌, যে রাস্তার, যে ধূলোর উপর ভগবান্‌ আপ্‌নাকে দাঁড় করিয়েছেন, সে রাস্তার, সে ধুলোর উপর নারীজনসুলভ হৃদয়ের নমনীয়-কোমলতা নিয়ে দাঁড়াবার স্থান নাই! প্রাণকে পাথরের মত শক্ত করুন্‌; তবে এখানে দাঁড়াবার শক্তি পাবেন। না হ'লে, ঠক্‌বেন,—বড় মর্ম্মান্তিক ঠকা ঠক্‌বেন্‌! এটা নিশ্চয়!—"

ভিতরের উগ্র-উত্তেজনার তাড়নে স্থরস্থন্দরের আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; ধূলি-ধূসরিত বারাণ্ডার সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িল ও ঘাড় হেঁট করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া নিঃশব্দে চক্ষের জল সাম্‌লাইয়া লইল। গভীর অভিমান-বেদনাহত স্বরে সে বলিল, "কোন্‌ সাহসে মুখ উচু করে বিশ্বাস-যোগ্যতার দাবী কোর্‌বো বলুন! সে স্থান নাই! চারিদিকে যে বীভৎস পঙ্কিলতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে! এতে কি জঘন্য গ্লানিতে মন ভরে যায় না, লজ্জায় ঘৃণায় মুখ পুড়ে যায় না? আপ্‌নি ছেলেমানুষ; এ-সবের কি বল্‌বো আপনাকে? তবে একটি কথা বলে রাখ্‌ছি—।" এই বলিয়া স্থরস্থন্দর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কঠিন স্বরে বলিল, "আমাদের হৃদয়হীন লঘু চপলতা, নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার সংস্রব থেকে, যতটা পারেন, দূরে—খুব দূরে সরে দাঁড়ান! পৃথিবীর বাজারে উচ্চ-প্রাণতা বলে কোন জিনিস নাই; তাই মানুষের হৃদয়ের নির্ম্মল বিশ্বাস-প্রীতি, শ্রদ্ধা-সম্মান,—এ সকল আমাদের কাছে মূল্যহীন,—নাটক-নবেলের কথা মাত্র! তাই শ্রদ্ধামর্য্যাদাহীন নীচান্তঃকরণ আমরা। আমাদের অসাধ্য হেয় কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই! এটা খুব ভাল করে স্মরণ রাখ্‌বেন।

দ্বার খুলিয়া সুশীলের সহিত লছ্‌মীর মা আলো হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। মুখের

ঘাম হেঁট হইয়া হাঁটুর কাপড়ে মুছিয়া, শুষ্ক স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "যান্, বাড়ীর ভেতর যান্।" তাহার পর পথে নামিয়া, কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে আবার বলিল, "কাল সকালেই সমুদ্র আস্‌বে, মনে রাখ্‌বেন।...... তা হ'লে আসি।—যান্, দাঁড়াবেন না; বাড়ী যান্। সুশীল, বাড়ী যাও ভাই!"

সুশীলের সৌজন্য-জ্ঞানটা খুব তীক্ষ্ণ; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এই যে যাই; আগে আপ্‌নারা চলে যান্; তা'পর।"

সুরসুন্দর শান্ত কোমল দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া ম্লানভাবে একটু হাসিল। তার-পর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দ পাদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর দৃষ্টি-পথাতীত হইলে, দুয়ার বন্ধ করিয়া লছ্‌মীর মা'র সহিত সুশীল বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে লছ্‌মা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পর ধীরে সুস্থে নমিতার হাতের সংবাদটা সময় মত জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে বলিয়া, আপাততঃ কাজ কামাই করিতে তাহার স্বরা সহিল না। কর্ম্মঠ-প্রকৃতি লছ্‌মীর মা চির-দিনই হাতের কাজ সারিয়া, তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সংবাদ লইত।

সুশীল মা'র ঘরে এক দৌড়ে আসিয়া দিদির সন্ধান লইয়া জানিল, সেখানে দিদি এখনও পৌঁছায় নাই। তৎক্ষণাৎ সে দিদির শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

বিমলের পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়া শয়নকক্ষে যাইতে হয়। ছুটিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সুশীল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, টেবিলের কাছে চেয়ারের পিছনে পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে দাঁড়াইয়া, নমিতা অস্বাভাবিক ব্যাকুল-দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান স্বর্গীয় পিতৃদেবের 'ফটো'-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডলে নিরুপায়-নির্য্যাতনবাহী স্তব্ধ-গাম্ভীর্য্যের দীপ্ত জ্বালা উদ্ভাসিত!

এক রাশ প্রশ্নের বোঝা সুশীলের জিহ্বার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গেল! নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। হাঁ করিয়া খানিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিল ও ঝুঁকিয়া পড়িয়া নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সন্তর্পণে 'ব্যাণ্ডেজের' এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া, আপন মনেই সহানুভূতি-করুণকণ্ঠে বলিল,—"আহা!"

সশব্দে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। অব্যক্ত গ্লানি-মনস্তাপের উগ্রদ্বন্দ্ব বক্ষের মধ্যে তীব্র আলো-ড়নে চলিতেছিল; তাহারই ঘূর্ণিচক্রে সমস্ত অনুভূতিটা এতক্ষণ যেন হতজ্ঞান হইয়াছিল। সুশীলের আগমন-ব্যাপারটা মোটেই সে টের পায় নাই। একাগ্র-পর্য্যবেক্ষণে রত সুশীলকে নতশিরে পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সহসা সে চমকাইয়া গেল! আত্মসংবরণ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"কে? সুশীল!"

"হুঁ" বলিয়া, বড় বড় চোখের আগ্রহো-জ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া সুশীল বলিল, "আমি ভেবেছিলাম বুঝি, তুমি আগেই মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেছ!

কাপড় ছাড়তে এসেছ, তা ত জানি নে! মা যে তোমার জন্যে বড্ডই ভাবছেন, দিদি!”

তাহার জন্য ভাবনা!—ধ্বক্ করিয়া রূঢ় বেদনার আঘাতে হৃৎপিণ্ডটা সজোরে নমিতার বুকের মধ্যে লাফাইয়া উঠিল। ‘মা তাহার জন্য অত্যন্তই ভাবিয়া থাকেন—!’ ইহা ত অত্যন্ত পুরাতন কথা! শুনিয়া শুনিয়া তাহার ত ইহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আজ?......না, না, এই পুরাতন অভ্যস্ত সত্যের আস্বাদ আজ অত্যন্ত নূতন! সমস্ত অন্তঃকরণটা আজ নিদারুণ অভিমান-ক্ষোভে অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে! তাহার জন্য ভাবনা!’ সত্যই তাহার অবস্থা আজকাল অসহনীয় সমস্যা-সঙ্কটে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার জন্য সকলেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তান্বিত! যাহার ভাবিবার কথা নয়, তিনিও!

মুখ ফিরাইয়া নমিতা তীব্রদৃষ্টিতে নিজের দেহের পানে চাহিল! একটা হিংস্র উন্মাদনায় মনটা মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর উগ্র হইয়া উঠিল! এই দেহটার জন্যই না? হাঁ, সকল দিকেই অন্নদাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া, দেহযাত্রাটা বেশ স্বচ্ছলভাবে সে নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দতাও যে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! সংসারের যত কিছু জঘন্য-লালসার ক্রূরদৃষ্টির সাম্‌নে শুধু এইটার অপরাধেই ভয়-কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে হয় না? হাঁ, শুধু এই জন্যই! কঠিন হস্তে কণ্ঠনালী টিপিয়া ধরিয়া বিকৃতকণ্ঠে নমিতা বলিল, “বেরিয়ে যা, সুশীল—!”

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, “তুমি কাপড় ছাড়বে?”

অকস্মাৎ উগ্র ঝাঁজের সহিত নমিতা বলিল, “হাঁ, হাঁ; তুই যা না— !”

বিস্মিত সুশীল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। চেয়ারের পিছনে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, আজ অনেক দিনের পর, নমিতা অসহ্য কষ্টে, আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল! তীব্র অভিমানাহত নিঃশব্দ ক্রন্দন!

নমিতা সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, নির্ব্বোধ, ছেলেমানুষ! হায়, সংসারের মানুষ, বাহিরে দাঁড়াইয়া দেহের বয়স হিসাব করিয়া কাহাকে বিচার করিতে চাহ! দুঃখ-দ্বন্দ্ব-শোকের তাড়া খাইয়া সচেতন অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষের মনের বয়স যে অত্যন্ত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে! দেহের বয়সের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সব মাটী মাড়াইয়া চলিবার সাধ্য ত তাহার থাকে না!......কিন্তু হায়, কে ইহা বিশ্বাস করিবে? বিষয়ী বুদ্ধিমানেরা জানেন, ইহা নাট্যাচার্য্যের নাটকীয় বিজ্ঞতা, ঔপন্যাসিকের অলস-মস্তিষ্ক-প্রসূত ভৌতিক উপদ্রব!...... থাক্, যাহা ইচ্ছা তাঁহারা মনে করুন, ইহা লইয়া তর্ক চলিবে না!

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার আলোক-চিত্রের দিকে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি আবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গেল! ঐ পুণ্যোজ্জ্বল শোক-স্মৃতি! উহার প্রতিষ্ঠা-অর্চ্চনার স্থান সত্যই কি জগতে কোথাও নাই? জীবন্ত মানুষের সজাগ প্রাণের অভ্যন্তরেও নাই? ঐ সুমহান্ স্মৃতির তেজস্বী শক্তি-প্রেরণাবলে হৃদয়ের মধ্যে দৃপ্ত নির্ভীক হইয়া, শান্ত-নির্ম্মল দৃষ্টি

তুলিয়া, সে সমস্ত জগতের সকল নয়নে যে, ঐ পিতৃনয়নের উজ্জ্বল স্নেহ-করুণা দেখিতে চায়, ঐ পিতৃমুখের প্রতিবিম্ব-মহিমা দেখিতে চায়! সে সবই অলীক ভাবুকতা মাত্র! সত্যের লেশ তাহাতে কিছুই নাই! অসহ্য! এমন জঘন্য কৃতঘ্নতার—এমন নিষ্ঠুর বিশ্বাসহীনতার বেদনা বহিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; অন্ততঃ নমিতা পারিবে না।

সহসা একটা নূতন আশ্বাসের সুর আসিয়া তাহার অবসন্ন মনকে স্পর্শ করিল। শান্ত হইয়া নমিতা চক্ষের জল মুছিল। এই সময় বাহির হইতে সুশীল ডাকিল, "দিদি, এখনো তোমার হয় নি?" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নমিতা বলিল, "তুই, বুঝি আমার জন্যে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্? আচ্ছা, ঘরে আয়।"

ইতস্ততঃ করিয়া সুশীল বলিল, "না, তুমি কাপড় ছাড়; আমি মা'র কাছেই যাই—।"

নমিতা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "না না, এই খানেই আয় ভাই, একটা কথা বল্‌বো—।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি —?"

নমিতা আঁচলের কাপড়টা মুখের উপর উত্তমরূপে ঘসিয়া মাজিয়া, নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সুশীলকে পাশে টানিয়া লইয়া, ডানহাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্মিতমুখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "স্মিথের কাছে ডাক্তার মিত্রের কথাটা বলা হয়েছে? প্রকাণ্ড বোকা তুই!......আচ্ছা; বল ত, বাড়ীতে মা'র কাছে এসেও সব গল্প করেছিস্?"

ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে সুশীল বলিল, "না দিদি, শুনে শুধু মার মনে দুঃখু হবে, তাই বলি নি,......।"

উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নমিতা বলিল, "লক্ষ্মী ভাইটী আমার! মগজের বুদ্ধির সঙ্গে বিবেচনা একটু খাটিয়ে সাবধান হয়ে মা'র কাছে কথাবার্ত্তা বলো! শোকে-দুঃখে একেই তাঁর মন ভেঙ্গে রয়েছে, তার ওপর বাইরের ব্যাপার,—আমাদের দুঃখ, ক্ষতি অপমান, এ গুলোর ভার আর চাপান চলে না!... বাইরের বোঝা চৌকাটের বাইরে নামিয়ে রেখে, ঘরে তাঁর কাছে হাল্কা হয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছ মাণিক, তাঁর কাছে কিছু বলো না...।"

নমিতার বেদনা-করুণ কণ্ঠস্বরে সুশীলের চোখ্-দুইটা ছল্ ছল্ হইয়া আসিল। ম্লান মুখে সে বলিল, "কিন্তু তোমার হাতে ক্রুশ বিধে যাওয়ার কথাটা ত বলে ফেলেছি—।"

মৃদু হাসিয়া নমিতা বলিল, "উত্তম, ওটা এড়িয়ে যাওয়া চল্‌ত না।"

সুশীল পুনশ্চ বলিল, "আমারই মাথায় ঠুকে যে তোমার হাতে ক্রুশ বিধে গেছে, তাও বলেছি।—তা'র জন্যে ছোড়্‌দি—।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে নমিতা বলিল, "থাক্ থাক্, বুঝেছি। ছোড়্‌দির কথা বাদ দিয়ে যা। চল মা'কে আগে দেখা আসি।"

সুশীল বলিল, "কাপড় ছাড়্‌বে না?"

"তিনি ভাবছেন্ রে, আগে তাঁকে খবরটা দিয়ে আসি—।" এই বলিয়া নমিতা বাহির হইল। সুশীলও তাহার পিছু পিছু চলিল।

বাহির হইতে বিমল আসিয়া সদর দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছে

শুনিয়া, সুশীল দুয়ার খুলিয়া দিতে ছুটিল। নমিতা একাকিনীই মা'র ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মা পিঠের কাছে উঁচু বালিশ রাখিয়া, অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতেছিলেন। নমিতা ঘরে ঢুকিতেই, উদ্বেগপূর্ণ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "হাতটায় কি বড়ই লেগেছে?"

প্রফুল্ল-স্মিত মুখে বেশ জোরের সহিত নমিতা বলিল, "কিছু না!—সামান্যই আঘাত!—"

সমিতা মাতার বুকে তৈল-মালিশ করিতেছিল। নমিতা তাহারই পাশে বসিয়া পড়িয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, 'কাণার লগ্নে কুঁজের বিয়ে';—মাঝখান থেকে আমি সাতদিনের ছুটি পেয়ে গেলুম।—এ একরকম মন্দ হোল না। যথালাভ.........।" এই বলিয়া নমিতা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল; যেন তাহার এই পরমলাভের সুসংবাদটুকু মাতার কাছে বহন করিয়া আনিতে পারায় আনন্দে সে পরম কৃতার্থতায় উল্লসিত!—কিন্তু অন্তর্য্যামী দেখিতেছিলেন, তাহার এই ছুটির লাভ-টা কিন্তু কঠোর-গ্লানি-বিষ-দগ্ধ! কি দুঃসহ-বেদনাময়! কি নিদারুণ অস্বস্তি-অভিশাপপূর্ণ!

স্মিথের স্নেহ-করুণার উল্লেখে খুব একটা বড় রকম ভূমিকা ফাঁদিয়া, নমিতা জাঁকাইয়া প্রশংসা সুরু করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সুশীলের সহিত বিমলকুমার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে ঢুকিল। নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতের প্রতি ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল ক্ষুণ্ণভাবে বলিল—"ওঃ, কি গ্রহের ফের! দুঃখ-বিপদ্ যখন আসে, তখন এমনি করেই এসে থাকে! তোমার দরকারী কাজের হাতটা আজ্ কা জখম্ হোল!"

বিমল বাম পায়ের গ্রন্থিটা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অন্ধকারে ছুটোছুটি করে যেতে খানায় পড়ে পা মচ্‌কে গেছে! তবু এই পা নিয়েই চারিদিক্ ঘুরলুম্; কেউ সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না, মা!···বাস্তবিক, লোকটা আশ্চর্য্য পালানই পালিয়েছে!..."

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "কে?"

সুশীলের দিকে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল বলিল, "গেজেট, কি নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি ভুলে গেছিস্, না কি? ডাক্তারবাবুর ঠাকুর যে ফেরার···! শোন নি, দিদি?"

হতবুদ্ধি নমিতা বলিল, "কখন্?—"

বিমল বলিল, "সমি ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে তাকে খবর দিয়েছিল যে, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তুমি দেখা কর্‌তে গেছ। সেই শুনেই সে বেচারী উদ্বেগ-চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তারপর তুমি গেছ, সুশীল গেছে, আমি 'বল্' খেল্‌তে বেরিয়ে গেছি; ইতিমধ্যে কখন্ সে গায়ের কাপড়খানি নিয়ে সুট্ করে নিঃশব্দে পিট্টান দিয়েছে; কেউ জানে না! আমি 'বল্' খেলে এসে ব্যাপার শুনে, তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলুম্; এই বাড়ী ঢুক্‌ছি!"

নমিতা গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ ভাবিল। বিমল আহত পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বিরক্তভাবে বলিল, "যাই বল বাপু, পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, সুখস্বস্তি ত্ বোল আনা! আবার বদনামের ভাগী হওয়া

দ্যাখো! রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কোথায় হয় ত ভোঁচ্‌কানি লেগে মরে পড়ে থাক্‌বে, তারপর সে পাপের দায়ী কে হ'বে বল ত? আর লোকটার নিমক-হারামি দ্যাখো! আমরা এত যে কর্‌লুম্‌, তা একটা কৃতজ্ঞতা জানান নেই, কিছু নেই ;—খাতির নদারত; বেমালুম গা-ঢাকা দিলে! কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় বল দেখি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা বলিল, "কৃতজ্ঞতার কাঙ্গালী হয়ে এখানে বসে মাথা খুঁড়্‌লে কোনই লাভ নেই। উঠে পড়, ভাই! চল দু'জনে মিলে রাস্তায় আর একটু খোঁজ্‌ তল্লাশ করে আসি। আমাদের কর্ত্তব্যটা আমরা পালন করে যাই; তারপর ভগবানের ইচ্ছা—!"

আহত চরণটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমল বলিল, "তুমি বল্‌ছ, চল যাই; কিন্তু কিছুই যে ফল হবে না, তা আগেই বলে রাখ্‌ছি। আর একটা কথা। সুরসুন্দর তেওয়ারীকে বলে এসেছি। তিনি এখনি চারিদিকে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নেবেন। ওঁর কাছে উপকার পায় বলে, অনেক হিন্দুস্থানী ওঁর বাধ্য আছে। সুরসুন্দর আরো বল্লেন, ঐ ঠাকুরের চাচা না কি হয় বটে, কে এক ভাই বেরাদার কাছারিতে পেয়াদার কাজ করে। তা'র কাছে খোঁজ্‌ নিলে, খুব সম্ভব, সন্ধান পাওয়া যাবে।"

রুষ্টভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নমিতা বলিল, "তোর সবই ব্যাগার-ঠেলা কাজ! এখন থেকে এই রকম ফাঁকিবাজ্‌ হ'তে অভ্যাস কর্‌ছিস্‌, এর পর বয়স বাড়্‌লে সংসারের কাজে একটা অদ্ভুত স্বার্থপর জন্তু হয়ে উঠ্‌বি, দেখ্‌ছি!"

নমিতা যে হঠাৎ এমন রাগিয়া উঠিবে, বিমল তাহা প্রত্যাশা করে নাই। একটু থতমত খাইয়া সে বলিল, "তেওয়ারী নিজেই খোঁজ্‌ নেওয়ার কথা তুল্লেন। হাঁস্‌পাতালের বুড়ো মেথরকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মোড়ের কাছে দেখা হল; আমায় খোঁড়াতে দেখে তিনি বল্লেন, "আপ্‌নি আর কষ্ট কর্‌বেন না; বাড়ী যান্‌। আমি খবর নিয়ে পরে আপ্‌নাকে জানাব।" তাঁ'রই কাছে ত তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার খবর পেলুম।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না। মনের মধ্যে যে অত্যুগ্র দ্বন্দ্ব-তিরস্কারের বিশৃঙ্খল তুফান-স্রোত বহিতেছিল, তাহার উদ্দাম ঢেউ সশব্দে তাহার উপরে আছ্‌ড়াইয়া পড়িতে চায় দেখিয়া, নমিতা নিজের উপর বিরক্ত হইল। পাচকের পলায়ন-সংবাদের নীচে সব দুশ্চিন্তা ঢাকা পড়িয়াছিল। একটা উদ্বেগ-পীড়ন উপর্য্যুপরি ঝাপ্টা হানিয়া তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। পাচকের সাহায্যের জন্য ডাক্তার-পত্নী তাহাকে টাকা গতাইয়া দিয়াছেন;—সে-কথা মা'র কাছে বলা উচিত কি না?—সে-সমস্যা লইয়া নমিতা নিজের মধ্যেই অত্যন্ত বিপন্নতা অনুভব করিতেছিল। মা হয় ত ভিতরের দিক্‌টা তলাইয়া বুঝিবেন না; বিরুদ্ধ ধারণায় অসম্মান-বোধে, বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বেদনা-করুণ মুখচ্ছবি মনে পড়িলে, নমিতার মনের আত্মসম্মান-বোধটা যে নম্র অভিভূত হইয়া আসিতে চাহিতেছে, স্নেহ-সমবেদনায় প্রাণটা আর্দ্র হইতে চাহিতেছে! আহা, সেই নিরুপায় মর্ম্মপীড়িতা বেচারীর অনুতপ্ত হৃদয়-

ভার-লাঘবে সাহায্য করিতে পারিলে, নিজের সম্মান-ক্ষুণ্ণতার দুঃখ ভুলিয়াও নমিতা সত্যই সুখী হইতে পারিত। কিন্তু এ যে সকল দিকে গোল বাঁধিল! হায়! নমিতা গৃহে ফিরিবার আধ্ ঘণ্টা পরে যদি পাচকের মাথায় পলায়নের সুবুদ্ধিটার উদয় হইত!

বিমলের কাছে আসিয়া আহত পায়ের এ-দিক্ ও-দিক্ টিপিয়া দেখিতে দেখিতে নমিতা বলিল, "মচ্‌কে ফুলে গেছে! একটু চূণে-হলুদ্ গরম করতে হবে—।"

আশ্বস্ত হইয়া বিমল্ তাড়াতাড়ি সমিতার দিকে চাহিল। বিমলের অভিপ্রায় বুঝিয়া মাতা বলিলেন, "সমি, যা মা, চূণে-হলুদের ব্যবস্থা দ্যাখ্। মালিশ থাক্—।"

সজোরে মালিশ করিতে করিতে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তির সুরে সমিতা বলিল, "এই এখুনি! দেখ্‌ছ এখন তেল মালিশ কর্‌ছি—।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তাই ত। না না, মালিশ চলুক্। আমি ওর পায়ের সদ্গতি কর্‌ছি; তুই মালিশ্‌টাই ততক্ষণ কর্। আমি এসে তোকে ছুটি দেব—।"

পরম সন্তোষে কৃতজ্ঞ ও উৎফুল্ল হইয়া সমিতা বলিল, "হ্যাঁ দিদি, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তোমায় কেন ডেকেছিলেন?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা বলিল, "'টাই'য়ের নমুনার জন্যে। কাল বোনার বাক্সটা একবার পাড়্‌তে হবে। হাঁ, ভাল কথা! মা, আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অক্ষয় সেনের পিস্‌তুতো বোন্। সেই অক্ষয়-দা—দাদার বন্ধু—।"

প্রবাসী 'দাদা'র সম্পর্কীয় প্রত্যেক সংবাদের প্রত্যেক বর্ণটির জন্য ভাই-বোনের চক্ষুকর্ণ সজাগ হইয়া থাকিত। সুতরাং তৎক্ষণাৎ অনেকগুলা আগ্রহ-ব্যস্ত প্রশ্ন উপর্য্যুপরি বর্ষিত হইয়া গেল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে-গুলার সন্তোষজনক উত্তর দিয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অতীত-সৌভাগ্য-দিনের অনেকগুলা বিস্মৃতপ্রায় স্নেহ-মধুর স্মৃতি সকলের মনের মধ্যে জাগিয়া একটা করুণ বেদনালোকের সৃষ্টি করিল:

আবশ্যক খুচ্‌রা কাজকর্ম্ম সব সারিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে নমিতা হাঁস্‌পাতালের দরখাস্ত লিখিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাকথা ভাবিয়া অনিলকে একখানি পত্র লিখিল।

পাছে অনিল দূরদেশে থাকিয়া বেশী দুশ্চিন্তায় পড়ে বা দুঃখিত হয় বলিয়া, নমিতা পারিবারিক ঘটনার বহির্ভূত সমস্ত সংবাদ যথাসম্ভব কাট্‌ছাঁট্ করিয়া তাহাকে জানাইত। অনিলও দূরে থাকিয়া একমাত্র স্মিথের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও সংবাদ পাইত না। আজ নমিতা তাহাকে হাঁস্‌পাতাল-সংক্রান্ত সকল কথাই খুলিয়া লিখিল; আর ইহাও লিখিল যে, এরূপ সব উদ্ধতচেতা খাম-খেয়ালী প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইলে, ক্রমে নিজের ন্যায়ান্যায়-বোধ ও মনুষ্যত্ব-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া চলা ভিন্ন গতি নাই। কাজেই এখানে বেশি দিন টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলের উপর। কিন্তু মানুষকেও ঈশ্বর চেষ্টা ও চিন্তা করিবার শক্তি দিয়াছেন; সুতরাং, কুম্ভকর্ণের নিশ্চিন্ত-নিদ্রা-অবলম্বনে উদাসীন থাকা অনুচিত বিবেচনায় নমিতা অন্যত্র চেষ্টা দেখিতেছে। এখন অনিলের অনুমতি প্রার্থনীয়। •

নমিতা হিসাব করিয়া দেখিল এই পত্র অনিলের হাতে গিয়া পৌঁছিবার ঠিক্ সাতদিন পূর্ব্বে তাহার চরম পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। উদ্বেগে দুর্ভাবনায় সারা রাত্রি আর সে ঘুমাইতে পারিল না; থাকিয়া থাকিয়া একটা রুক্ষ ঔদ্ধত্য তাহার মনের মধ্যে অপমানের ঝঞ্জনা হানিতে লাগিল! নির্ম্মম দাসত্ব-সম্মান। অতিনির্ম্মম! এক-একবার পাচকের কথা মনে হইতে লাগিল। যদি কেহ তাহার কোনও সংবাদ আনে, তাই উৎকর্ণ হইয়া সে পথের দিকে কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

সারা রাত্রি কাটিল। পরদিন বেলা বারটার সময় সুরসুন্দর হাঁসপাতাল হইতে জনৈক কুলির হাতে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল, "বিমলবাবু, বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম, পাচক তাহার ঔষধের শিশি ও গায়ের কাপড় লইয়া একজন পরিচিত লোকের সহিত, কাল সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে তাহার দেশের দিকে গিয়াছে। খুব সম্ভব সে নিরাপদেই দেশে গিয়া পৌঁছাইবে। এখন হৈ চৈ করিয়া লাভ নাই। ব্যাপারটা চাপিয়া যাওয়াই সকলের পক্ষে মঙ্গল।"

নমিতা নূতন ভাবনায় পড়িল। টাকাগুলি কেমন করিয়া সকলের অগোচরে ডাক্তার-বাবুর স্ত্রীর কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(মূলতান)

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
হৃদয় উদাসে!
কোথা তুমি প্রিয়তম,
পরাণ উছাসে!

তোমায় আজি পেলে প্রাণে,
ভরাই হৃদয় গানে গানে,
জীবন-ভরা অশ্রু আমার
মুছাই নিমেষে!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-চিত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারকেশ্বর।

তারকেশ্বর হুগ্‌লি-জেলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুর 'সব-ডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা শিবের জন্যই বিখ্যাত। ষ্টেশন হইতে মন্দিরটি প্রায় ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত। সকল দিনেই দেবদর্শনার্থ লোকে এখানে সমাগত হয়; তবে সোমবারই অতিপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানে

আসিবার জন্য বৎসরের কোনও কাল নির্দ্দিষ্ট নাই। সকল ঋতুতে এবং সকল দিনেই এখানে আসিবার নিয়ম আছে। মহাদেবের পূজার জন্য জমীদারি আছে। তাহার উপস্বত্ব হইতে দেবপূজা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেবদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পূজা হইতেও মন্দিরের বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। মহান্ত শিবের পূজার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যাহা কিছু আয় হয়, সারাজীবন তিনিই তাহার ভোগ করেন। তারকেশ্বরে দুইটি মেলা হইয়া থাকে:—প্রথমটি শিবরাত্রের সময়; এবং দ্বিতীয়টি চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময়। শিব-রাত্রে অন্যূন বিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সময় লোকেরা নির্জ্জল উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া শিবপূজা করে। শিবরাত্রের মেলাটি তিন দিন থাকে। দ্বিতীয় মেলাটি চড়ক-পূজায় হয়। চৈত্রমাস ব্যাপিয়া শূদ্রসন্ন্যাসিগণ দিবাভাগে উপবাস করেন ও সূর্য্যাস্তে ভোজন করেন। চড়ক-সঙ্‌ক্রান্তির দিন তাঁহারা তারকেশ্বরে সমাগত হইয়া গৈরিক উত্তরীয় মোচনপূর্ব্বক শিবপূজা করেন। অধুনা চড়কোৎসব পূর্ব্বকালের ন্যায় ভয়াবহ নহে। পূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণ স্বীয় চর্ম্মভেদ করিয়া ঘূর্ণি খাইতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কষ্ট যৎপরোনাস্তি হইত। এখন তাঁহারা কোমরে পেটি পরিয়া সেই পেটির সহিত চড়কগাছের আংটা লাগাইয়া ল'ন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কষ্টও হয় না এবং ঘূর্ণি খাইতে অনেক সুবিধা হয়।

তারকেশ্বরের মহাদেব-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, অযোধ্যার অন্তঃপাতী মহো-বাগোরকালিক-নামক স্থানের বিষ্ণুদাস-নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা মুসলমানদিগের অধীনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহচর-সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমনপূর্ব্বক হরিপাল-নগরের সন্নিকটস্থ বলাগোড়ের রামনগর-নামক গ্রামে উপস্থিত হ'ন্। তাঁহার সহিত পাঁচশত অনুচর ছিল। এতদ্ব্যতীত একশতজন কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণও তাঁহার সহিত ছিলেন। নবাগত-ব্যক্তিদিগের বিচিত্র বেশ, বিচিত্র কেশ, বিচিত্র শ্মশ্রু প্রভৃতি ও তাহাদিগকে শস্ত্রপাণি দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাহা-দিগকে দস্যু বিবেচনা করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করে। ফলে নবাব-কর্ত্তৃক রাজা আহূত হ'ন্। তখন রাজা স্বয়ং নবাবের সহিত সাক্ষাৎকারে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া থাকিবার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। নবাব রাজার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ চাহিলে রাজা উত্তপ্ত লৌহশলাকা হস্তে ধারণ করেন এবং তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি না থাকাতে তিনি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেন না। তদ্দর্শনে নবাব তাঁহাকে ৫০০ বিঘা জমি থাকিবার জন্য দান করেন। এই জমীগুলি তারকেশ্বরের চারি মাইল দূরে অবস্থিত।

রাজা বিষ্ণুদাসের বরমলসিংহ-নামক জনৈক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম-পরিগ্রহ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তারকেশ্বরের জঙ্গলে তাঁহার অবস্থিতি-কালে একদা তিনি দেখিলেন যে, অনেকগুলি পয়স্বিনী গাভী দুগ্ধভারে মন্দ-গতি হইয়া বনে প্রবেশ করিল কিন্তু বন হইতে প্রত্যাগমনকালে তাহারা দুগ্ধভার-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার মনে

কৌতূহল জন্মিল যে, কে এই গাভীগুলিকে দোহন করিয়াছে ? অনুসন্ধানেচ্ছু হইয়া তিনি একদিন গাভীদিগের সহিত বনে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু যাহা তিনি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন, গাভীগুলি একখণ্ড প্রস্তরের উপরে পর্য্যায়ক্রমে যাইয়া দণ্ডায়মান হইতেছে ও তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধধারা স্বতঃই নিঃসৃত হইয়া প্রস্তরোপরি পতিত হইতেছে। নিকটে সমাগত হইয়া আরও দেখিলেন যে, প্রস্তরটিতে রাখালগণ ধান কুটিয়া খাওয়াতে তথায় একটি গহ্বর হইয়া গিয়াছে ; সেই গহ্বরেই দুগ্ধধারা পতিত হইতেছে। রাত্রে তারকেশ্বর মহাদেবের আকৃতিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "প্রস্তরটি স্থানান্তরিত না করিয়া তদুপরি তুমি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। তুমিই সেই মন্দিরের প্রথম মোহান্ত হইবে।" বরমলসিংহ স্বীয় ভ্রাতাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবগত করাইলে উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মিত করেন। দেবাদেশানুসারে বরমলসিংহ তাহার প্রথম মোহান্ত হ'ন। কালে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ত্তমান মন্দিরটি বর্দ্ধমানের মহারাজ নির্ম্মাণ করান। হাবড়া-নিবাসী চিন্তামণি দে মন্দিরের সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের একটি দালান প্রস্তুত করাইয়া দেন। চিন্তামণিবাবু অসাধ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি এই মানস করেন যে, যদি তিনি রোগমুক্ত হ'ন তবে একটি দালান তৈয়ার করিয়া দিবেন। রোগমুক্ত হইলে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। অসাধ্য-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে লোকে তারকেশ্বরে আসিয়া হত্যা দেয়। স্বপ্নে যেরূপ আদেশ হয় তদ্রূপ করিলে লোকে রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

মোহান্তকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। ইনি দশনামি-সন্ন্যাসিদলভুক্ত।

খড়দহ—(খড়্‌দা)।

খড়দহ বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাকপুর 'সবডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা হুগ্‌লি-নদীর উপর অবস্থিত। এখান-কার লোকসংখ্যা ১৭৭৭ জন। স্থানটী বৈষ্ণব-দিগের তীর্থস্থান। চৈতন্য-মহাপ্রভুর চেলা নিত্যানন্দ এইস্থানে বাস করিতেন। এতদ্ধেতু ইহা বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত প্রিয়। প্রবাদ এইরূপ যে, নিত্যানন্দ এস্থানে সন্ন্যাসিবেশে সমাগত হইয়া হুগ্‌লি-নদীতটে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তিনি একটী রমণীর অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কৌতূ-হলপরতন্ত্র হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক রমণীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রমণী বলিল যে, তাহার একমাত্র প্রাণসমা কন্যা বিগতজীবন হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কন্যাটী মরে নাই ; নিদ্রা যাইতেছে। এ কথায় রমণীর কিন্তু প্রতীতি জন্মিল না। রমণী বলিলেন, যদি তিনি কন্যাকে সঞ্জীবিতা করিতে পারেন, তবে রমণী তাঁহার দাসী হইবেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুরের অমত ছিল না। তিনি একে সন্ন্যাসী ; তাহার উপর "অকৃতদার। সুতরাং, এরূপ মাহেন্দ্রযোগ পরিত্যাগ করা অনুচিত বোধে তিনি কন্যাটীকে সঞ্জীবিতা করিয়া রমণীটীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। এখন সংসারে সন্ন্যাসী-ঠাকুর একা নহেন যে, যথাতথা

থাকিবেন। এখন তাঁহার একটী বাটীর আবশ্যকতা। জমীদারকে না ধরিলে স্থান পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া, তিনি জমিদারের নিকট গমন করিয়া স্থান প্রার্থনা করিলে, জমিদার দহে (নদীতে) একগাছা খড় নিক্ষেপ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমার থাকিবার স্থান ঐখানে। নিত্যানন্দ প্রভাবশালী ব্যক্তি; তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই দহের জল তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল এবং তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত একটু স্থান বাহির হইল। এইজন্যই গ্রামটি খড়দহ-নামে খ্যাত।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতে খড়দহের গোঁসাই-বংশের উৎপত্তি। বৈষ্ণবগণ তাঁহা-দিগকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। দোলযাত্রা ও রাসের সময় খড়দহে মেলা হইয়া থাকে। এখানে শ্যামসুন্দরের মন্দির আছে।

তিনশত বৎসরের অধিক হইল রুদ্র-নামে জনৈক হিন্দুযোগী শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বল্লভ-পুরে আসিয়া বসতি করেন। স্বপ্নে রাধাবল্লভ তাঁহাকে দেখা দেন ও গৌড়ে যাইয়া রাজ-ধানীর দরজার উপরিস্থ প্রস্তর আনয়ন করিয়া দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। রুদ্র গৌড়ে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রীর নিকট যাইয়া দেবাদেশ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রি-মহাশয় হিন্দু ছিলেন। দেবাদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি প্রস্তটীকে দেখিতে আসেন। এমন সময় দেখা গেল যে, প্রস্তর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। তখন উপায় উদ্ভাবন করিতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি অবিলম্বে স্বীয় মনিবকে তথায় আনাইয়া দেখাইলেন যে, প্রস্তরটী ক্রন্দন করিতেছে। এরূপ অপয়া প্রস্তর রাজবাটীতে রাখিতে নাই; সুতরাং, প্রস্তরটী দূর করা আবশ্যক। মুসলমান মনিব তৎক্ষণাৎ প্রস্তটী অপসৃত করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্র তখন প্রস্তরটীকে নৌকার উপর আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাহা এত বৃহৎ যে নৌকায় তাহার স্থান হইল না। মাঝিরা নৌকা হইতে প্রস্তরটীকে জলে ফেলিয়া দিল। দৈবকৃপায় সেই প্রস্তর ভাসিতে ভাসিতে বল্লভপুরে পহুছিল। তখন সেই প্রস্তর হইতে তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করা হয়। যথা, বল্লভ, শ্যামসুন্দর ও নন্দদুলাল।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি লইতে বাসনা প্রকটিত করেন কিন্তু রুদ্র তাহাতে সম্মত নহেন। একদিন রুদ্র পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন এরূপ সময় বীরভদ্র নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ সময়ে বৃষ্টি আসিয়া পিতৃকৃত্যে বাধা দিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বীরভদ্র তখন করযোড়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। দৈব-শক্তিতে তথায় বৃষ্টি পতিত হইল না; কিন্তু তাহার চতুঃপার্শ্বে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। রুদ্র ব্যাপার-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং বীরভদ্রকে একজন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। সময় বুঝিয়া বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দান করেন। এই মূর্ত্তিটী এখন খড়দহে আছে। রাধা-বল্লভের মূর্ত্তিটী বল্লভপুরে এবং নন্দদুলালের মূর্ত্তি সাহিবানা-নামক গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামটী ব্যারাকপুর হইতে তিন মাইল দূরে

দৃষ্ট হইয়া থাকে। একদিনে উক্ত মূর্ত্তিত্রয় দর্শন করিলে অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়। খড়দহের বৈষ্ণব মন্দিরের অদূরে ২৪টী শিব-মন্দির আছে।

খড়দহে জুতার ব্রস্‌ ও ইঁট বহুল পরিমাণে তৈয়ার হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নব স্মৃতি।

মৃত-সঞ্জীবনী তোমার রাগিণী
মানস-তটিনী-তট উছলিয়া,
নব অনুরাগে বিনোদ সোহাগে
কোন্ শুভযোগে উঠিল বাজিয়া!
উঘারিয়া দ্বার হৃদয়ে আমার
প্রেমের ভাণ্ডার আছিল কি খোলা!
অলিকুল গুঞ্জে কুসুমের পুঞ্জে
পরাণের কুঞ্জে দি'ছিল কি দোলা?

বুঝি শুভ খনে অন্তর-গগনে
কবে কোন্ দিনে জ্যোছনা ফুটিল;
তরল সুধার শশীটি আমার
পরি তারা-হার হাসিয়া উঠিল!
নাচিয়া কাঁদিয়া তাপিত এ হিয়া
দিনু কি সঁপিয়া চরণে তোমার?
মধুর বচনে তোষিয়া যতনে
নি'ছিলে কি টেনে দীন-উপহার?

এ ক্ষীণ যৌবনে কবে কোন্ খনে
তোমার স্পন্দনে ডেকেছিল বান?
তুমি কি হে বঁধু, লুঠেছিলে মধু,
এসেছিলে শুধু শুনিয়া আহ্বান?
বসন্তের গানে তোমার মিলনে
ভাঙা এই বীণে বেজেছিল সুর?
আজি কোথা তুমি, হে হৃদয়-স্বামী,
ভাবি দিন-যামী কোথা—কতদূর!

আজি যে লাঞ্ছিত, ওগো ও বাঞ্ছিত,
হইয়া বঞ্চিত তব অনুরাগে;
আজি মম বীণা বাজে না বাজে না
প্রেমের মূর্চ্ছনা ললিত সোহাগে
সুপ্ত এ জীবন, লুপ্ত ত্রিভুবন,
অলির গুঞ্জন থামিয়া গিয়াছে;
কোকিল-কাকলি পাপিয়ার বুলি
থেমেছে সকলি,—কলরব আছে!

দূরে—বহুদূরে লহরে লহরে
শুভ নব সুরে বাজিতেছে বাঁশী;
সুধা-তান তা'র শ্রবণে আমার
মথিয়া আঁধার আসিতেছে ভাসি!
আজি মনে পড়ে, নিকুঞ্জ-কুটীরে
বিনোদ বাহারে গেয়েছিনু গান;
আজি মনে পড়ে, বঁধুয়ার তরে
উঠেছিল সুরে আকুল আহ্বান!

পুনঃ বিনোদন! কর আগমন,
না-হয় যৌবন গেছে ফুরাইয়া;
যা' আছে এ ঘরে দিব তা' তোমারে,
এস হে অন্দরে আলো বিথারিয়া।
তোমার—তোমার, আমি যে তোমার!
কবে একবার দিছি ফিরাইয়া;
ওহে ভুলে যাও, আসিয়া দাঁড়াও,
সযতনে দাও ব্যথা মুছাইয়া।

দরবেশ।

মহাত্মা যিশু ও তাপস হোসেন মনসুরের জীবনে সাদৃশ্য।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখা যায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত সাধু মহাত্মগণ ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল নূতন সত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের প্রচার-কালে তাঁহারা কি কঠোর উৎপীড়নই না সহ্য করিয়াছিলেন!

মহাত্মা যিশুর জীবন-চরিতে দেখিতে পাই, তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি বিতাড়িত হইয়াছেন, প্রলোভনের সঙ্গে কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন এবং অবশেষে "মানব ঈশ্বরের সন্তান" এই নবসত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ হইয়া কণ্টক-মকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন!

মহাত্মা যিশুর ন্যায় মুসলমান তাপস হোসেন মনসুরও "অনল্ হক্" (আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত) এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া, নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অবশেষে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-পদ, কর্ত্তিতজিহ্ব ও উৎপাঠিত-চক্ষু হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মজীবনে এই একই আশ্চর্য্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাত্মা যিশু নরনারীর পাপ, মোহ ও অজ্ঞানতার কণ্টক সর্ব্ব অঙ্গে ও মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। তাহাতেই মানব পরিত্রাণের সমাচার পাইল; অজ্ঞানতা দূর হইল; মানব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইল। তখন মানব যিশুর নব সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিল।

মহাত্মা হোসেন মনসুরও যিশুর ন্যায় অনল হক্ "আত্মাই ব্রহ্ম" এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-প্রত্যঙ্গ হইয়া ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিলেন,—"হে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, তুমি ইহাদিগকে কৃপা কর। এ দেহ কিছুই নয়, আত্মাই সর্ব্বস্ব, সেই স্থলেই তোমার প্রকাশ:—আত্মাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমার হস্ত, পদ, চক্ষু সকলই যাইল; জিহ্বাও এখনি যাইবে, কিন্তু প্রাণ আমার তথাপি বলিবে 'অনল হক্ (অহং ব্রহ্ম)।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার জীবন শেষ হইল।

দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "আমাদের কি ভ্রম! আমরা ইহাকে অবিশ্বাসী কাফের বলিয়াছিলাম। ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-বিশ্বাসী। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহাঁর মুখ হইতে "অহং ব্রহ্ম" (অনল হক্) এই মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া ইহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই নাই। আজ ইনি জীবন দান করিয়া এই নব মহাসত্য মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন যে, শরীর কিছুই নয়; আত্মাকে জান; আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত; আত্মাই আমি; 'অনল হক্'।"

শ্রীমতী—

আত্মার অমরত্ব।

কত অণু-পরমাণু-গঠিত শরীর,
রক্ত-মাংস-মেদ-পূর্ণ হয়েছে দেহীর!
চক্ষু কর্ণ নাসিকা সে সুন্দর বদন,
উজ্জল লাবণ্য-রাশি মুগ্ধ করে মন!
অমিয় বচন-রাশি শ্রবণ জুড়ায়,
মানুষ সুন্দর রূপে জগৎ মাতায়!
হেন দেহে মানবের কতই যতন,
তিলেক হইলে ত্রুটি ভাবে অনুক্ষণ!
হেন দেহে সুখ-তৃষ্ণা অসীম ধরায়;
বল দেখি ক'দিনের সেই সমুদায়?
ধন-মান-পুত্রে লোক বিপুল আশায়—
বাহ্ সে অনিত্য সুখে, উন্মত্ত ধরায়;
কিন্তু হায়, অন্তরের আত্মা যায় ভুলে!
সকলি অসার কার্য্য;—ভ্রম দেখি মূলে!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

অদৃষ্টলিপি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমাকান্ত চলিয়া যাইলে ভুবনেশ্বরী সমস্ত বাড়ী অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সব চেয়ে তাহাদের শয়নগৃহে বড়ই শূন্যতা বোধ হইল। যেখানে 'চেয়ারে'র উপরে রমাকান্ত বসিতেন, যেখানে বসিয়া পত্নীর সহিত ধর্ম্মা-ধর্ম্মের কথা, কর্ম্মাকর্ম্মের কথা, দেশের কথা, সংবাদপত্রের মর্ম্মকথা, নিজোদয় আশা-ভরসার কথা বলা-বলি করিতেন, সেই সব স্থান প্রতিক্ষণে বৃশ্চিকরূপে ভুবনেশ্বরীকে দংশন করিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরীর বড় কান্না আসে; কিন্তু তাহার চক্ষে জল দেখিলে তাহার শিশু পুত্র সুধীর খেলা-ধূলা ছাড়িয়া মায়ের মুখের পানে আকুলনেত্রে চাহিয়া থাকে; সেটা তো সহ্য করা যায় না। তখন ছেলেকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইয়া তাহাকে, হয় খেলানা, না হয়, খাবার দিতে হয়। তাহার স্নেহময় দাদা গোপীনাথও কত রকম সান্ত্বনা ও সহানুভূতি করেন।' কখনও তিনি বলেন, "আজ তুই চুল বাঁধিস্ নি কেন, ভানু?" কখনও বা তিনি বলেন, "তোর মুখখানি দিনে দিনে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে; নিজের খাওয়া-দাওয়ার দিকে তুই মোটেই যত্ন করিস্ না, এ তোর বড় দোষ। বউকে নিয়ে আস্‌তে বলিস্ তো এনে দিই। তা সে আবার বাড়ীঘর ছেড়েই বা কি করে আস্‌বে? তা লক্ষ্মী দিদিটী আমার! তুমি নিজের প্রতি একটু বিশেষ যত্ন কোরো।" গোপীনাথ মনে মনে জানিতেন, তাঁহার স্ত্রী মোহিনী বড় স্বার্থপরায়ণা, বড় মুখরা এবং বড়ই গর্ব্বিতা। তাহার জন্য গোপীনাথ এক-দিনের জন্যও একটু শান্তি পা'ন নাই। তাহাকে ভুবনেশ্বরীর নিকটে আনা কোনও মতে সঙ্গত নহে। যাহা হউক, সহোদরের সান্ত্বনা ও স্নেহে ভুবনেশ্বরী অনেক তৃপ্তি লাভ করিত। তবে রাত্রে যখন দাদা ঘুমাইতেন, খোকা ঘুমাইত, তখন প্রাণাধিক স্বামীর মধুমাখা স্মৃতি অগ্নিমাখা হইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রাণ পর্য্যন্ত

দগ্ধ করিত। তখন ভুবনেশ্বরী যুক্তকরে ডাকিত,"হে ভগবন্, তাঁকে ভাল রাখ ; তিনি ভাল আছেন্, সেই সংবাদ আমায় দাও।"

ভুবনেশ্বরীর এই রকম কাতরতার আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। তাহা বলিতেছি।

রমাকান্ত প্রাবাসে যাইবার পূর্ব্বদিনে দ্বিপ্রহরে নীচের তলায় বৈঠকখানায় বসিয়া "বেঙ্গলি"-কাগজ পড়িতেছিলেন ও সদর দরজা খুলিয়া রাখিয়া দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বেঞ্চির উপরে ঘুমাইতেছিল। রমাকান্ত সহসা মনুষ্যাগমন অনুভব করিয়া মুখ ফিরা-ইয়া দেখিলেন, পার্শ্বে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে।

রমাকান্ত দেখিলেন, আগন্তুকের বয়স নবীন, আকৃতি সুন্দর, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, হস্তে ত্রিশূল ও পরিধানে গৈরিক বস্ত্র। বিস্মিত ভাবে রমাকান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি ?" আগন্তুক বলিল, "নবীনানন্দ স্বামী।"

ভিক্ষুক বা অতিথি পাইলে রমাকান্ত তাড়াইয়া দিতেন না ; যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি নবীনানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চান্ আপ্নি ?"

নবীনানন্দ উত্তর করিলেন, "আপাততঃ কিছুই নয়।"

রমাকান্ত বলিলেন, "বসুন।"

নবীনানন্দ বসিলেন না ; রমাকান্তের মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাবুজী প্রবাসে যাইতেছেন ?"

রমাকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় শুনিলেন ?"

ধীরে ধীরে নবীনানন্দ বলিলেন, "কোথাও শুনি নাই। আপনার অদৃষ্টলিপি দেখিতেছি।"

এ রকম ভাগ্যগণনায় যদিও রমাকান্তের বড় বিশ্বাস ছিল না ; তথাপি তিনি বলিলেন, "আবার ফিরে আস্‌ব কবে, বলুন দেখি ?"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া নবীনানন্দ বলিলেন, "আপনার পত্নী পতিব্রতা সতী। তাঁহার একটী শিশুপুত্র আছে।"

রমাকান্ত চমৎকৃত হইলেন।

নবীনানন্দ পুনরপি বলিলেন, "ডাক্তার-বাবু! এ সুখের গৃহ ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া কি হইবে ?—আপনি যাইবেন না।"

রমাকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তা কি হয় ? এতটা প্রস্তুত হইয়া একটা পথের লোকের কথায় নিরস্ত হওয়া—ছি! ছি! তা কি হয় ?

কিছু ক্ষণ দুইজনেই নীরব। তারপরে নবীনানন্দ কহিলেন, "বাবুজী! না গিয়া পারিবেন না। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমাকান্ত বলিলেন, "কেন ?"

ত্রিশূলধারী একটু বিলম্বে বলিলেন, "হয় তো শীঘ্র আসিতে পারিবেন না! অদৃষ্টলিপি পাঠ করা কাহার সাধ্য ?"

এবার বিদ্রূপের ভাবে রমাকান্ত বলিলেন, "আপনার সাধ্য আছে বৈ কি ?"

নবীনানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অতি-ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আমি গুরুদেবের দাসানুদাস।"

ত্রিশূলধারীর কথা যে রমাকান্ত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পত্নী উদ্বিগ্ন

হইবে ভাবিয়া, তাহার কাছে তিনি সে-প্রসঙ্গ-মাত্র করিলেন না। তবে সেই দিন সন্ধ্যাকালে দুইজনে যখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন, তখন রমাকান্ত কথায় কথায় বলিলেন, "দেখ! মনুষ্য-জীবন তো নশ্বর। যদি আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন সহসা চলে যাই, তবে যে জীবিত থাক্‌বে, সুধীরকে প্রকৃত মানুষ করা তা'রই প্রধান কর্ত্তব্য হবে; এ আমাদের মনে রাখা আবশ্যক।"

শরীরের যেখানে বেদনা, সেই স্থানে আঘাত লাগিলে ব্যথী যেমন কাতর হইয়া পড়ে, স্বামীর কথা শুনিয়া ভুবনেশ্বরী তেমনি কাতর হইয়া পড়িল। সে বলিল, "তুমি অমন কথা বোলো না; শুন্‌তে আমার ভয় করে। আমি যেন জন্ম-এয়োতী হয়ে, সুধীরের সকল ভার তোমার ওপরে দিয়ে চলে যাই।" অবশ্য রমাকান্ত সহধর্ম্মিণীকে, হাসিয়া, আশ্বাস দিয়া আদর করিয়া সে ব্যথা ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি চলিয়া গেলে ভুবনেশ্বরীর মনে সেই কথা, সেই "পোড়া কথা" বারংবার জাগিত। তাহার স্বামীর জন্য এত অধিক কাতরতার প্রধান কারণ তাহাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা—

প্রতীক্ষা।

জীবনে আমার সে-দিন কবে
আসিবে বিশ্বভূপ,
সবার মাঝারে যে-দিন আমি
দেখিব তোমার রূপ?
সংসার-মাঝে নির্ব্বোধ, তাই
বল গো অন্তরযামী,
কোন্ শুভদিনে তোমারে প্রভু
বুঝিতে পারিব আমি?

আছে মোর কান তবুও বধির;
কিছু না কখনো শুনি!
কবে গো শুনিব মঙ্গলময়,
তোমার অমৃতবাণী?
আমাদের মাঝে শুভাশীষ তব
কবে গো আসিবে নেমে,
শুষ্ক হৃদয় কবে গো আমার
ভরিয়া উঠিবে প্রেমে।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অশ্ব।

অশ্বের যত্নের ভার সহিসের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। কিন্তু তা বলিয়া যে গৃহকর্ত্রী এ-বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকিবেন, তাহা নহে। গৃহকর্ত্রী যেটী স্বয়ং না দেখিবেন, সেটী অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে। প্রত্যেক অশ্বের জন্য একজন ঘাসওয়ালা এবং প্রত্যেক তিনটী অশ্বের জন্য একজন সহিস নিযুক্ত থাকা চাই। অশ্বের জন্য কৈফিয়ৎ সহিসকে দিতে হইবে। সহিস ঘাসওয়ালার বিরুদ্ধে যদি কিছু

বলে, তবে তাহার প্রতি ব না। সহিসকে সকল বিষয়ে দায়ী করিলে তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে হইবে বলিয়া, তাহার অনেকটা সময় যাইতে পারে; কিন্তু কখনও কখনও তাহাকে পুরস্কার দিলে সে আর ক্ষুণ্ণ হইবে না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর একবার এবং সন্ধ্যার পর একবার সহিস আসিয়া গৃহকর্ত্রীর নিকট হইতে হুকুম লইয়া যাইবে। এরূপ করিলে সে ঘোড়াকে জুতিবার পূর্ব্বে তাহাকে উত্তমরূপে খাওয়াইবার অবসর পাইবে।

প্রত্যুষে ঘোড়ার দানার সিকি অংশ ঘোড়াকে খাওয়ান চাই। গ্রীষ্মকালে দানা খাওয়াইবার পূর্ব্বে ঘোড়াকে সামান্য জল খাওয়ান উচিত। শীতকালে এরূপ প্রথা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নাই। দানা খাওয়ানর পর হাল্‌কা মালিশের আবশ্যক। ঘোড়ার গাত্রবস্ত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া একটী কোণে রক্ষা করিবে। অতঃপর অশ্বশালাকে পরিষ্কার করিবে। ইহার পর ঘাসওয়ালাকে ঘাস আহরণের জন্য পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু তাহাকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিবে।

অশ্বারোহণের পর অশ্বকে ধরিবার জন্য সহিস অশ্বশালার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং ঘোড়ার উপর একখানা বস্ত্র রাখিয়া তাহাকে পাদচারণা করাইবে। এতদ্দ্বারা অশ্বের শৈত্য লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ঘোড়া দলা হইলে তাহাকে জল খাওয়াইয়া অল্প পরিমাণে ঘাস খাইতে দিবে। ইতোমধ্যে যে সকল ঘোটক চড়া হয় নাই, তাহাদিগকে ঘুরাইয়া লইয়া আসিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের পর তাহাদিগকে জলপান করাইবে। অতঃপর সকল ঘোড়াগুলিকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য শস্য খাইতে দিবে। বেলা তিনটার সময় তাহাদিগকে পুনরায় জল খাওয়াইয়া ৪টার সময় তাহাদিগকে পুনরায় শস্য খাইতে দিবে। অনন্তর উত্তমরূপে দলার পর তাহাদিগকে সান্ধ্য ব্যায়ামের জন্য বাহির করিবে। তাহারা প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে রাত্রিকালের জন্য ভোজন করাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ঘোড়াকে আহার তিনবার দেওয়া উচিত। ইহার কম আহার দেওয়া উচিত নহে। ছোলা শুষ্ক দেওয়াই বিধি; অথবা তাহাতে সামান্য জলের ছিটা দিতে পার। ঘোড়াকে ছোলা খাওয়াইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে জল পান করাইবে; কিন্তু ছোলা খাওনর অব্যবহিত কাল পরে জল দিবে না।

একই আহার প্রতিদিন খাওয়ান উচিত নহে। তাহাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকিতে পারে না। আহারের পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্য-রক্ষার একটি প্রধান উপায়। শস্য খাওয়াইতে হইলে তাহার সহিত যব, ছোলা বা জৈ-চূর্ণ দিতে পারা যায়।

ঘোড়াকে সপ্তাহে একবার চোকর-মণ্ড খাওয়ান উচিত। এক বা দুই সের গাজর, কাঁচা গম, লুসার্ণ, ঘাস অথবা ইক্ষু যদি প্রত্যেক দিন খাওয়ান হয়, তবে ঘোড়ার স্বাস্থ্য অতিশয় উত্তম থাকে। ঘোড়ার কোনরূপ অসুখ হইলে সহিস যেন গৃহকর্ত্রীর নিকট গোপন না করে। যদি সময়ে সময়ে সহিসকে বক্সিস দেওয়া হয়, তবে সে কিছুমাত্র গোপন করিবে না।

শীত-সমাগমে অশ্বশালায় নিযুক্ত ভৃত্য-গণকে একখানা করিয়া কম্বল দিবে; নতুবা তাহারা ঘোড়ার কম্বল চুরি করিবে। অর্থের অস্বচ্ছলতা থাকিলে কম্বল তাহাদিগকে একেবারে দান করিবে না; বরং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, চাকুরি পরিত্যাগ করিলেই কম্বল ফেরৎ দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে কম্বলকে ধৌত করাইয়া গৃহে রাখিয়া দিবে।

ঘোড়া যদি উত্তমরূপে দলা হয় তবে তাহারা অত্যন্ত আব্‌হাওয়ার অনুভাবক হয়। সুতরাং, ঘোড়ার কাপড় দিতে কখনও ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি ঘোড়াকে সুস্থ রাখিতে হয়, তবে এরূপ করিতেই হইবে।

অশ্বশালার মেজে কাঁচা মৃত্তিকার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সমতল হওয়া চাই। বন্ধুর মেজে ঘোড়ার কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। মেজেকে সপ্তাহে একবার গোবর, জল ও বালুকা দ্বারা লিপ্ত করা বিধেয়। খড় ঘোড়ার পক্ষে উত্তম বিছানা। যেখানে ঘাস অধিক সেখানে লোকেরা দূর্ব্বা ব্যবহার করিয়া থাকে। অশ্বশালায় ঘোড়াকে জলপান করাইবার জন্য একটা নাদ থাকা উচিত। জল টাট্‌কা হওয়া চাই। বেশী জল পরিত্যজ্য।

এক্ষণে অশ্বরথীদিগকে কি কি করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

(১) ঘোড়াকে আহার করাইবার পূর্ব্বে জলপান করিতে দিবে; পরে নহে।

(২) শস্য কখনও আর্দ্র দিবে না।

(৩) সামান্য রোগ হইলে বা আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ত্রীকে জানাইবে।

(৪) ঘাসকে উত্তমরূপে পিটিয়া খাওয়াইবার একদিন পূর্ব্বে শুষ্ক করিতে দিবে।

(৫) ঘোড়া দলিতে হইলে দুইজনে দলাই বিধি।

(৬) ঘোড়ার পা কখনও ধৌত করিবে না। যদি ক্বচিৎ ধৌত করা হয় তবে উত্তম-রূপে শুষ্ক করিতে হইবে।

সহিস যে কেবলমাত্র ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিয়াই পরিত্রাণ পাইবে, তাহা নহে; তাহাকে ঘোড়ার সাজের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জিন্‌কে সাবান-দ্বারা সপ্তাহে এক-বার ধৌত করিলেই যথেষ্ট। ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিবার জন্য রেকাব প্রভৃতি লৌহ-পদার্থ শুষ্ক বালুকা দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইবে। যদি জলে ধৌত করা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে জীনের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে নষ্ট করে; সুতরাং, জীন্ রাখিবার স্থানের উপর কর্পূরের পুটুলি বা নিমপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

বড় ও ছোট।

মোটর সম্ভাষি' কহে গরুর গাড়ীরে
"ধিক্ তোরে, মন্দবেগ ধরিস্ রে অতি।"

বিনয়ে গরুর গাড়ী উত্তরিল তারে
"বিকল হইলে তুমি আমি তব গতি।"

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৭)

বাংলা-দেশে মেয়ে দশ বৎসরে পড়িলেই তাহার বিবাহ দিতে হয়। নচেৎ সমাজ বড় চটেন! আত্মীয়-বন্ধুগণ কন্যার মাতাপিতাকে ঘৃণা করেন। প্রতিবেশিবর্গের হাসি-টিট্‌কারির জ্বালায় কন্যার মাতাপিতাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। যদি কাহারও কন্যা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে এমন বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইতে থাকে যে, তাঁহার নিরুদ্বেগে দিনযাপন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এ-দিকে প্রচুর অর্থের সংস্থান করিতে না পারিলেও কন্যার সৎপাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। কন্যাটী যতই সুন্দরী বা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া হউক্ না কেন,—মনোমত দক্ষিণা না পাইলে কোনও ভদ্রনামধারী ব্যক্তি সে-কন্যা গ্রহণ করেন না। কাজেই বাংলাদেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া একটা বিষম সর্ব্বনাশের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই কন্যার বিবাহে বাঙ্গালীর গৃহে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই অধিক দৃষ্ট হয়। তাই বাঙ্গালীর কন্যার জন্মমাত্র কি এক অশুভ আশঙ্কায় মাতাপিতার প্রাণ কাতর হয়। যেন একটা দারুণ অভিশাপ লইয়া বাঙ্গালায় রমণী জন্মগ্রহণ করে। আমাদের বালিকা বিভাও হতভাগিনী বঙ্গবালা। তাই দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে তাহার পিতা এবং মাতা বিভার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

বিভার পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি নহেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কোনও 'মার্চ্চেণ্ট'-আফিসে তিনি কেরাণীগিরি করেন; অনেকগুলি পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ তাঁহাকে করিতে হয়। আয় সামান্য বলিয়া বাসের বাড়ীখানির অর্দ্ধাংশ ভাড়া দিতে হইয়াছে; অপরার্দ্ধাংশে কায়ক্লেশে তাঁহারা বাস করেন। তাহাকে আরও দুইটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রীত্যানুযায়ী দক্ষিণাদানে অশক্ত হওয়ায় কন্যাগুলি মনোমত পাত্রে অর্পিত হয় নাই। দুইটীকেই যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষের পাত্রের দর বড় চড়া; দরিদ্রের সে বাজারে প্রবেশ করিবার সাধ্য বা অধিকার নাই। বিভার জন্যও তিনি তাঁহার অবস্থার অনুযায়ী পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের আদৌ ইচ্ছা নহে যে, এমন প্রস্ফুটিত-গোলাপতুল্য সরলা বালিকা-ভগ্নীটিকে একটী বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করা হয়। কিন্তু মনের বাসনা থাকিলে কি হইবে? তাহার ত অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই! অর্থ ব্যতীত মনের মত পাত্র সে কোথায় পাইবে? সে চায় সর্ব্বগুণান্বিত একটী যুবকের হস্তে তাহার এই আদরিণী কনিষ্ঠা ভগ্নীটিকে প্রদান করে। অমৃতে অরুচি কাহার? কিন্তু অমৃত কিনিতে হইলে অর্থের আবশ্যকতা। অতুলের সে অর্থ কোথায়? অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া একদিন সে সুধীরের কাছে বিভার বিবাহের কথা উত্থাপন করিল এবং সুধীর যাহাতে বিভাকে বিবাহ করে, সে অনুরোধও করিল।

সুধীর তাহাকে বলিল, "ভাই, তা'তে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু বাবার অমতে ত বিয়ে কর্‌তে পার্ব্বো না।"

অতুল সাগ্রহে বলিল, "এই ত কথা!—যদি তাঁর মত হয়, তা'হ'লে তুমি ত বিনা দক্ষিণায় আমার বোন্‌টীকে বিয়ে কর্ব্বে?"

সুধীর বলিল, "নিশ্চয়।—আমরা দরিদ্র হ'লেও অর্থলোলুপ নই!"

সুধীরের কথায় তাহার বিশ্বাস হইল। কারণ, সুধীরের সহিত সে কমলাপুর গিয়া হরনাথবাবুকে দেখিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি যে অর্থ-পিশাচ হইতে পারে না, ইহা অতুল বুঝিল। তাই সে তাহার পিতাকে লুকাইয়া হরনাথবাবুকে এক পত্র লিখিল।

যথাসময়ে সে-পত্রের উত্তর আসিল। হরনাথবাবু আহ্লাদের সহিত জানাইয়াছেন যে, তিনিও সুধীরের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। মেয়েটি যদি ভাল হয়, তা'হ'লে তাঁর এ-বিবাহে কোনও আপত্তি নাই। পত্র পাঠ করিয়া অতুলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহার আদরের ছোট বোন্‌টিকে যে একটা অপদার্থের হাতে পড়িয়া সারা জীবন অশান্তি ভোগ করিতে হইবে না; এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রিয়সুহৃদ্ সুধীর যে তা'র স্বামী হইবে; ইহা অপেক্ষা অতুলের আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? হায়! সংসারানভিজ্ঞ যুবক! এ-সংসারের কূট অভিসন্ধি তুমি এখনও কিছুই জান না!

পত্র-হস্তে অতুল একমুখ হাসি লইয়া মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "মা, বিভার বিয়ের জন্যে আর তোমাদের ভাব্‌তে হবে না। আমি তা'র খুব ভাল পাত্র ঠিক্ করিছি।"

মাতা সাগ্রহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাথায় রে,—কোথায়?"

অ। এইখানেই।

মা। কি দিতে থুতে হবে?

অ। দিতে থুতে কিছু হ'বে না।—তবে আমরা মেয়ের গা সাজিয়ে এক এক খানা গহনা দেবো। তা'রা যেন ভদ্রলোক কিছু নেবেন না; তা'বলে আমাদের একেবারে কিছু না দেওয়া কি ভাল হয়? কি বল মা? কিন্তু এমন পাত্র লোকে টাকা দিয়েও পায় না।

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমাদের পোড়া বরাতে কি আর এমন সুবিধে জুট্‌বে বাবা!"

অতুল হাসিয়া বলিল, "জুট্‌বে কি? জুটেচে! এখন বাবাকে ব'লে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা দিয়ে ফেল! কি জানি নইলে হয় ত ফস্কে যেতে পারে।"

মা। পাত্রটী কে শুনি?

অ। আমাদের সুধীর গো—সুধীর।

মাতা, "ও—মা তাই বল!" বলিয়া নীরব হইলে, অতুল বলিল, "কি মা, চুপ ক'রে রইলে যে?"

মাতা মুখে একটি দুঃখ-সূচক শব্দ করিয়া বলিলেন,—"আ আমার কপাল, সে কি হ'বার যো' আছে বাবা!"

অতুল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা, হ'বার যো নেই কেন ? আমি সুধীরের বাপ্‌কে চিঠী দিয়েছিলুম। এই দেখ, তিনি আমাকে লিখেছেন, মেয়ে পছন্দ হ'লেই তিনি বিয়ে দেবেন। টাকা তিনি চান্ না। বিভাকে দেখে কা'র পছন্দ না হবে ? তবে আর হবে না কেন, মা ?"

মাতা বলিলেন, "তার জন্যে নয় ! ওরা যে বঙ্গজ কায়েৎ। ওদের সঙ্গে কি আমাদের চলিত আছে ? তা' থাক্‌লে আর ভাবনা ছিল কি ?"

অতুল শুনিয়া মনে করিল ও-কথাটা কাজের কথাই নয় ! তাই সে বলিল, "হ'লেই বা বঙ্গজ ; তাতে দোষ কি ? আমি জানি ওদের বংশ ভাল। আর অমন ছেলে তুমি পাঁচ হাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবে না। ও-সব বঙ্গজ ফঙ্গজ রেখে দাও। সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দাও যে, মেয়েটা সুখে থাক্‌বে ! তা না হয় ত, তোমার আর দু'মেয়ের মতন বুড়ো মাতালের হাতে প'ড়ে মর্‌বে দুঃখে।"

মাতা-পুত্রে যখন এই সকল কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন অতুলের পিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা-পুত্রের কথার কিয়দংশ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই অতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে অতুল ?"

অতুল পিতার কাছে সমস্ত বিষয় বলিল এবং সুধীরের সহিত বিভার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বলিল, "বাবা, সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দিন্ ; বিভা সুখে থাক্‌বে !"

অতুলের পিতা সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিলেন ; শুনিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তিনি বলিলেন, "তা কেমন করে হ'তে পারে ?—আমরা হলুম্ দক্ষিণ-রাঢ়ী, ওরা হ'ল বঙ্গজ ; ওরা ত আমাদের চল্‌তি ঘর নয়।"

অতু। চল্‌তি আর অ চল্‌তি কি ! বাবা ! চলালেই চলে যায়। ওরাও কায়স্থ ত বটে ! আর বংশও সৎ। তবে আর এতে দোষ কি ?

দোষটা যে কি তাহা অতুলের পিতা জানেন না। শুধু অতুলের পিতা কেন ? কেহই তাহা জানেন না। তথাপি একটা ব্যর্থ দলাদলি লইয়া সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়, ইহা দেখিয়াও কেহ দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না।

অতুলের পিতা বলিলেন, "তা কি হয় ? যা কখন হয় নি, তা কেমন করে কর্ব্বো ?"

অতুল বলিল, "বাবা, এইটেই আমাদের মহা ভুল। আর এই দলাদলিতেই আমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে এত বেগ পেতে হয়। ভারতে আমাদের স্বজাতির সকলশ্রেণীর মধ্যে যদি বিয়ের চল্‌তি থাকৃত, তা'হলে আর বরপণের এত পীড়াপীড়ি হ'ত না। এতে ত কোন দোষ নেই বাবা ! সুধীরের সদ্বংশে জন্ম। সুধীরের বাপ্ অতিসজ্জন। এমন ছেলে আপনি পাঁচহাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবেন না।—আর অমত কর্‌বেন না ; দিয়ে দিন্। মেয়েটা সুখে থাক্‌বে। লোকের নিন্দার ভয়ে, মেয়েটার এমন ভাল বিয়ের সুযোগ ছাড়্‌বেন না।"

অতুলের পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অতুল এতক্ষণ মনে মনে ভগ্নীর কষ্ট

সুখের কল্পনা করিতেছিল! এমন কি তাহাকে কি কি গহনা দিতে হইবে, মনে মনে তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন পিতার কথা শুনিয়া তাহার সকল আশা নিষ্ফল হইল। অতুল দুঃখিত হইয়া বলিল, "বাবা, আমি যে সুধীরের বাপকে চিঠী লিখেছিলুম! এই দেখুন, তিনি উত্তর দিয়েছেন। হয়ত, তিনি মেয়ে দেখ্‌তেও আস্‌বেন। কি বল্‌বো ভদ্রলোককে? আপ্‌নারা বাবা, অমত কোর্ব্বেন না; দিয়ে দিন্! লোকে নিন্দা কল্লেই বা। যে নিন্দা কর্ব্বে, সে ত আমাদের টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়েতে সাহায্য কর্ব্বে না! তবে কেন আমরা আমাদের নিজের ভাল পরিত্যাগ কোর্ব্বো?"

অতুলের কথা শুনিয়া অতুলের পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, "এখনকার ছেলেদের সব বাড়াবাড়ি! কা'কেও গ্রাহ্য নেই! আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে চিঠী লিখ্‌তে গেছ্‌লে কেন? বঙ্গজের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি সমাজ-ঠেকো হয়ে থাক্‌বো না-কি?"

হায় রে, জাত্যাভিমানী অধম বাঙ্গালি! আমাদের মনের এই সঙ্কীর্ণতাই আমাদের এই অধঃপতনের কারণ! স্বদেশীয় স্বজাতিগণের প্রতি পরস্পর আমাদের এত বিদ্বেষ! আমরা আবার দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি বলিয়া চিৎকার করিতে থাকি! আমাদের এই আত্মীয়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একতা স্থাপন করিতে না পারিলে, সহস্র বৎসর ধরিয়া "সমাজ" "সমাজ" বলিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিলেও আমাদের কিছুই হইবে না। দরিদ্রদাহী বরপণের এই তীব্র বিষ সকল সম্প্রদায় মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু কায়স্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দিন দিন এ কুপ্রথা ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে! কত গৃহস্থের ইহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! বঙ্গজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই যদি বিবাহের আদান-প্রদান প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের গৃহে গৃহে এত হাহাকার উঠিত না; সরলা বালিকা অজ্ঞানতা-বশতঃ অকালে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ করিয়া মাতাপিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইত না। গৃহে গৃহে কন্যাদায়, গৃহে গৃহে হাহাকার! হতভাগ্য জাতির তথাপি চক্ষুরুন্মীলন হইল না!

অতুলের সহস্র অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও অতুলের পিতা সুধীরের সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইল হইলেন না। অতুল আর কি করিতে পারে? পিতার বর্ত্তমানতায় কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার তাহার অধিকার নাই। পিতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। সুতরাং, তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। বিভার বিবাহ হইয়া যাইল। নগদ পাঁচশত টাকা দিয়া বিভার পিতা, বিভার জন্য একটী পাত্র ক্রয় করিলেন। পাত্রটীর বয়ঃক্রম ৪৫বৎসর মাত্র; তৃতীয় পক্ষের পাত্র।

সমাজের এই যথেচ্ছ অত্যাচার অতুল নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল। সুধীরও সে বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু বিভার এ বিবাহ দেখিয়া সে সুখী হইতে পারিল না। বালিকার সুন্দরী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া

গিয়াছিল। কিন্তু শুধু যে এইজন্যই সে সুখী হইতে পারিল না, তাহা নহে। দশ বৎসরের পাত্রী আর ৪৫ বৎসরের পাত্র! এরূপ মিলন তাহার চক্ষে কেমন বিষময় দৃশ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যদিও বিভার সহিত তাহার অল্পদিনের পরিচয়, তথাপি সে বিভাকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। নিজের হৃদয়-পানে চাহিয়া সে দেখিল, সেখানে একখানা গাঢ় কাল অন্ধকারময় মেঘ হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। হায় রে, নিষ্ঠুর সমাজ! তোমার এ কি অত্যাচার!

(৮)

সুধীর যখন বি, এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ, ও ল' পড়িতেছিল ও মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি পাইতেছিল, তখন সুধীরের উপর এক ব্যক্তির লোলুপদৃষ্টি পতিত হইল। ইনি আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। অবিনাশবাবু একজন মহামান্য ব্যবসায়ী লোক। জাপান হইতে শিল্প ও বাণিজ্যের বিষয় শিক্ষা করিয়া তিনি ভারতে কার্‌বার খুলিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। কিন্তু এ-সব গুণ থাকিলে কি হয়!—তাঁহার একটী বড় দোষ ছিল; তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিলেন। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন; পরের মতানুযায়ী চলা বা কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। তিনি সুধীরের সহিত তাঁহার কন্যা লীলার বিবাহ দিবেন, মনস্থ করিলেন। "বাঙ্গাল" বলিয়া গৃহিণী একবার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও, সে আপত্তি টিকিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবিনাশবাবু একজন তেজস্বী ব্যক্তি; কাহারও কথা তিনি গ্রাহ্য করেন না; গৃহিণীরও না! তাই তিনি গৃহিণীর এ আপত্তি শুনিলেন না। তিনি অবজ্ঞা ভরে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, রেখে দাও তোমার বাঙ্গাল্! এমন ছেলে কটা আছে, বল দেখি? দশহাজার টাকা দিলেও এমন ছেলে এখানে মিল্‌বে না! বিদ্বান্ যে রকম; আবার চেহারাখানিও তেমনি সুন্দর! কোথায় এমন পাত্র পাও? লীলার বিয়ের জন্যে আজ এক বৎসর ধরে ছেলে খুঁজ্‌চি,—কোথাও মনের মত বর দেখ্‌তে পেলুম না। এ ছেলে হাতছাড়া কর্‌তে পার্‌বো না। আমি না মেয়ে দিই,—কত লোকে এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়্‌বে।" গৃহিণীর আর সাধ্য হইল না কর্ত্তার কথার উপর কথা কহেন।

অবিনাশবাবু ঘটকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া হরনাথবাবুর ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে আনাইয়া কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা পাকাপাকি করিয়া ফেলিলেন। হরনাথবাবু আনন্দের সহিত পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে ভগবান্, বুঝি, সুধীরের একটা ভাল মুরুব্বি জুটাইয়া দিলেন। হায়! অন্ধ মানব এমনই আশার দাস!

লীলার সুগোল, সুডোল গঠনখানি, কুঞ্চিত-কৃষ্ণ কেশরাশি, আয়ত চক্ষুদ্বয়, স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সকলই হরনাথবাবুর চক্ষে অতুলনীয় সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

সুখের কল্পনা করিতেছিল! এমন কি তাহাকে কি কি গহনা দিতে হইবে, মনে মনে তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন পিতার কথা শুনিয়া তাহার সকল আশা নিষ্ফল হইল। অতুল দুঃখিত হইয়া বলিল, "বাবা, আমি যে সুধীরের বাপকে চিটী লিখেছিলুম! এই দেখুন, তিনি উত্তর দিয়েছেন। হয়ত, তিনি মেয়ে দেখ্‌তেও আস্‌বেন। কি বল্‌বো ভদ্রলোককে? আপ্‌নারা বাবা, অমত কোর্ব্বেন না; দিয়ে দিন্! লোকে নিন্দা কল্লেই বা। যে নিন্দা কর্ব্বে, সে ত আমাদের টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়েতে সাহায্য কর্ব্বে না! তবে কেন আমরা আমাদের নিজের ভাল পরিত্যাগ কোর্ব্বো?"

অতুলের কথা শুনিয়া অতুলের পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, "এখনকার ছেলেদের সব বাড়াবাড়ি! কা'কেও গাহ্য নেই! আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে চিঠী লিখ্‌তে গেছ্‌লে কেন? বঙ্গজের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি সমাজ-ঠেকো হয়ে থাকবো না-কি?"

হায় রে, জাত্যাভিমানী অধম বাঙ্গালি! আমাদের মনের এই সঙ্কীর্ণতাই আমাদের এই অধঃপতনের কারণ! স্বদেশীয় স্বজাতিগণের প্রতি পরস্পর আমাদের এত বিদ্বেষ! আমরা আবার দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি বলিয়া চিৎকার করিতে থাকি! আমাদের এই আত্মীয়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একতা স্থাপন করিতে না পারিলে, সহস্র বৎসর ধরিয়া "সমাজ" "সমাজ" বলিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিলেও আমাদের কিছুই হইবে না। দরিদ্রদাহী বরপণের এই তীব্র বিষ সকল সম্প্রদায় মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু কায়স্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দিন দিন এ কুপ্রথা ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে! কত গৃহস্থের ইহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! বঙ্গজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই যদি বিবাহের আদান-প্রদান প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের গৃহে গৃহে এত হাহাকার উঠিত না; সরলা বালিকা অজ্ঞানতা-বশতঃ অকালে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ করিয়া মাতাপিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইত না। গৃহে গৃহে কন্যাদায়, গৃহে গৃহে হাহাকার! হতভাগ্য জাতির তথাপি চক্ষুরুন্মীলন হইল না!

অতুলের সহস্র অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও অতুলের পিতা সুধীরের সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইল হইলেন না। অতুল আর কি করিতে পারে? পিতার বর্ত্তমানতায় কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার তাহার অধিকার নাই। পিতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। সুতরাং, তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। বিভার বিবাহ হইয়া যাইল। নগদ পাঁচশত টাকা দিয়া বিভার পিতা, বিভার জন্য একটী পাত্র ক্রয় করিলেন। পাত্রটীর বয়ঃক্রম ৪৫বৎসর মাত্র; তৃতীয় পক্ষের পাত্র।

সমাজের এই যথেচ্ছ অত্যাচার অতুল নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল। সুধীরও সে বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু বিভার এ বিবাহ দেখিয়া সে সুখী হইতে পারিল না। বালিকার সুন্দরী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া

গিয়াছিল। কিন্তু শুধু যে এইজন্যই সে সুখী হইতে পারিল না, তাহা নহে। দশ বৎসরের পাত্রী আর ৪৫ বৎসরের পাত্র! এরূপ মিলন তাহার চক্ষে কেমন বিষময় দৃশ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যদিও বিভার সহিত তাহার অল্পদিনের পরিচয়, তথাপি সে বিভাকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। নিজের হৃদয়-পানে চাহিয়া সে দেখিল, সেখানে একখানা গাঢ় কাল অন্ধকারময় মেঘ হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। হায় রে, নিষ্ঠুর সমাজ! তোমার এ কি অত্যাচার!

(৮)

সুধীর যখন বি, এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ, ও ল' পড়িতেছিল ও মাসিক ৫০্ টাকা বৃত্তি পাইতেছিল, তখন সুধীরের উপর এক ব্যক্তির লোলুপদৃষ্টি পতিত হইল। ইনি আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। অবিনাশবাবু একজন মহামান্য ব্যবসায়ী লোক। জাপান হইতে শিল্প ও বাণিজ্যের বিষয় শিক্ষা করিয়া তিনি ভারতে কারবার খুলিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। কিন্তু এ-সব গুণ থাকিলে কি হয়!—তাঁহার একটী বড় দোষ ছিল; তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিলেন। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন; পরের মতানুযায়ী চলা বা কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। তিনি সুধীরের সহিত তাঁহার কন্যা লীলার বিবাহ দিবেন, মনস্থ করিলেন। "বাঙ্গাল" বলিয়া গৃহিণী একবার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও, সে আপত্তি টিকিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবিনাশবাবু একজন তেজস্বী ব্যক্তি; কাহারও কথা তিনি গ্রাহ্য করেন না; গৃহিণীরও না! তাই তিনি গৃহিণীর এ আপত্তি শুনিলেন না। তিনি অবজ্ঞা ভরে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, রেখে দাও তোমার বাঙ্গাল! এমন ছেলে কটা আছে, বল দেখি? দশহাজার টাকা দিলেও এমন ছেলে এখানে মিল্‌বে না! বিদ্বান্ যে রকম; আবার চেহারাখানিও তেমনি সুন্দর! কোথায় এমন পাত্র পাও? লীলীর বিয়ের জন্যে আজ এক বৎসর ধরে ছেলে খুঁজ্‌চি,—কোথাও মনের মত বর দেখ্‌তে পেলুম না। এ ছেলে হাতছাড়া কর্‌তে পার্‌বো না। আমি না মেয়ে দিই,—কত লোকে এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়্‌বে।" গৃহিণীর আর সাধ্য হইল না কর্ত্তার কথার উপর কথা কহেন।

অবিনাশবাবু ঘটকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া হরনাথবাবুর ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে আনাইয়া কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা পাকাপাকি করিয়া ফেলিলেন। হরনাথবাবু আনন্দের সহিত পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে ভগবান্, বুঝি, সুধীরের একটা ভাল মুরুব্বি জুটাইয়া দিলেন। হায়! অন্ধ মানব এমনই আশার দাস!

লীলার সুগোল, সুডোল গঠনখানি, কুঞ্চিত-কৃষ্ণ কেশরাশি, আয়ত চক্ষুদ্বয়, স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সকলই হরনাথবাবুর চক্ষে অতুলনীয় সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে তিনি যেন একটা মাধুর্য্য মাখান দেখিলেন। বুঝি, এমনটী আর নাই।

সুধীর নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া একটু আপত্তি করিয়াছিল। সে স্পষ্টই পিতাকে বলিয়াছিল, "বাবা, আমরা গরিব; বড়লোকের মেয়ে আমাদের ঘরে সাজ্‌বে না। এ বিয়েতে কাজ নেই।" কিন্তু হরনাথ-বাবু "না" বলিতে পারিলেন না। একে ত, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর লীলার সেই স্নেহমাখা কোমল মুখখানি বৃদ্ধের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লীলাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত বাসনা জন্মিতেছিল।

বিধাতার ভবিতব্যতাই বলুন্, আর লীলার কর্ম্মফলই বলুন্, শ্রীমান্ সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কলিকাতাতেই উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পরে হরনাথবাবু পুত্র ও পুত্রবধূ স্বগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। অবিনাশবাবু কিন্তু নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বৈবাহিককে নিরস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "লীলা এখন নেহাৎ ছেলে মানুষ। আপনার ঘরে কেউ নেই; সে কা'র কাছে থাক্‌বে? একটু বড় হোক্, নিয়ে যাবেন। সে ত এখন আপনারই হ'ল; যখন ইচ্ছা নিয়ে যাবেন; তার জন্যে আর কি? এখন যদি সেখানে গিয়ে ওর মন না টেকে—কাঁদাকাটা করে—তা হ'লে একটা অসুখ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর আপনিও তা'হলে বিপদে পড়্‌বেন।"

হরনাথবাবু অধিক পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না; ক্ষুণ্ণমনে একাকী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গ্রামের লোকে বধূ দেখিবার জন্য তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে, তিনি তাহাদের অনেক বলিয়া কহিয়া শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের মন তৃপ্ত হইল না। তাঁহার এত আদরের সুধীরের বৌ, তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূ, সে বধূ তাঁহার গৃহে আসিল না; এ কি প্রকার বিবাহ হইল! মুখেত অবিনাশবাবু খুব সৌজন্য দেখাইলেন; ভিতরে কি তাঁহার কিছুই নাই? সকলই কি মুখ-সর্ব্বস্ব? কেবল খোষা-ভূষি সার! সুধীর ত বলিয়াছিল, "বড়লোকের মেয়ে গরিবের ঘরে সাজ্‌বে না।" সত্যই কি শেষে সুধীরের কথা কার্য্যে পরিণত হইবে? কেনই বা তবে তিনি সুধীরের কথা না শুনিয়া বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন? কিন্তু এখন আর সে চিন্তা করা বৃথা! কার্য্যশেষে অনুশোচনায় কোনও লাভ নাই।

(৯)

দেখিতে দেখিতে আরও তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে হরনাথবাবু আরও দুইবার লীলাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এ দুইবারও নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া অবিনাশবাবু লীলাকে পাঠান নাই।

এদিকে সুধীর যখন এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে কত নিরীহ যুবককেও শ্রীঘরবাস করিতে হইয়াছিল! দোষীর সহিত কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল!

সুধীর একে মেসে থাকিয়া এম-এ পড়িতেছিল, তাহাতে সে পূর্ব্ববঙ্গবাসী। সুতরাং, সে যে একজন 'এনার্কিষ্ট'-দলভুক্ত—ইহা পুলিশ-পুঙ্গবের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিতে পতিত হইয়া সুধীর কারারুদ্ধ হইল। তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য অবিনাশবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ সুধীরকে অপরাধী প্রমাণ করিতে সমর্থ হইল না। কিছুদিন কারাবাসের পর সহৃদয় বিচারপতি সুধীরকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিয়া মুক্তিপ্রদান করিলেন। রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় সুধীর ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। সেবার পরীক্ষায় সে এম-এতে নিম্ন স্থান অধিকার করিল, ও আইনে 'ফেল' হইল। তাহার পর মনের কষ্টে সে পিতার নিকট দেশে চলিয়া গেল।

মানুষের সময় যখন মন্দ হয়, তখন সকল দিক্ হইতেই অশান্তি আসিয়া দেখা দেয়। সুধীর গৃহে আসিয়া দেখিল, পিতা পীড়িত। সেই জীর্ণশীর্ণ, রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণ দেহে তাঁহাকে গৃহের অনেক কার্য্যই স্বহস্তে করিতে হইতেছে। তাহা দেখিয়া সুধীরের বড় কষ্ট হইল। তাহার স্ত্রীর উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। সে বিবাহ করিয়াছে কি জন্য? স্ত্রীটী দেবতার মত অদৃশ্যে থাকিবে, আর সে সেই স্ত্রীর ধ্যানে জীবনাতিপাত করিবে বলিয়া? না, বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়া? সে ত পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়াই অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিল। স্ত্রী যদি তাহা না করিল, তবে সেরূপ স্ত্রীতে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। হউক্ না, সে ধনাঢ্যের কন্যা। দরিদ্রের পুত্রবধূ—দরিদ্রের স্ত্রী ত সে বটে? কেন সে তবে তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে না? সুধীর মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি তাই শিখেছি। ঘরের কাজ কর্‌তে কখনো শেখান নি, আমিও তা শিখি নি যে, আপনার একবিন্দু সাহায্য করি। কিন্তু আপনি যে এ বয়েসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে আমাকে খাওয়াবেন, তা আর আমি সহ্য কর্‌তে পার্ব্বো না। আর এখন আমার চাক্‌রিও কিছু হয় নি যে, একজন রাঁধুনি রাখ্‌তে পারি। আপনি এক কাজ করুন,—একবার কলিকাতায় গিয়ে ওদের নিয়ে আসুন।"

হরনাথবাবুরও কি সেই ইচ্ছা নহে যে, পুত্রবধূটী আসিয়া তাঁহার এ নির্জ্জন গৃহখানি জনপূর্ণ করিয়া তোলে? তাঁহার কি ইচ্ছা হয় না যে, তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রবধূ একমুষ্টি ভাত রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়ায়? কিন্তু কি করিবেন! সে সুখ তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তিনি না বুঝিয়া এক কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিধিলিপি অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরনাথবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "না, বাবা, বেহাই বউমাকে পাঠাবেন না। মিছে আন্‌তে যাব। সে আসবে না। সে বড়লোকের মেয়ে।" সুধীর মনে মনে বলিল, সে কথা আমি আগেই বলেছিলাম—তখন শুন্‌লেন না! কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা বলিয়া পিতার মনে কষ্ট দেওয়া সে যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। তাই সে বলিল, "কেন আস্‌বে না? হোক্ সে বড় লোকের মেয়ে। গরিবের বউ ত হয়েছে?

আর এখন সে নিতান্ত ছেলেমানুষটিও নেই যে কাঁদাকাটার ওজর দেখাবে। আপনি একবার যান্ দেখেই আসুন না কেন, কি বলেন। এবার যদি না পাঠান, তা হলে যা'হোক্ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়্ব না। চিরকাল বাপের অট্টালিকায় বসে সুখভোগ কর্ব্বে, এমন কোনো লেখাপড়া করে ত আপনি আমার বিয়ে দেন নি!"

হরনাথবাবু বুঝিলেন, সুধীরের একান্ত ইচ্ছা বধূটীকে লইয়া আসা। তাই তিনি আর কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বধূ আনিতে কলিকাতায় গেলেন। অবিনাশবাবু কিন্তু কন্যা পাঠাইতে এবারেও অসম্মতি জানাইলেন। অধিকন্তু বৈবাহিককে বেশ "মিঠে-কড়া" রকম দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। হরনাথবাবু আর কোনও কথা না বলিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন।

সুধীর একে পূর্ব্ব হইতেই পত্নী ও শ্বশুরের উপর চটিয়াছিল; এবার তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে মনে মনে একটা দৃঢ়সংকল্প করিয়া স্ত্রীকে আনিতে স্বয়ং যাত্রা করিল। তারপর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

আকাঙ্ক্ষা।

সঁপিলি দিয়াছ প্রভু,
আর কিছু নাহি বাকি;
তবুও ভিখারী হয়ে
ও-চরণে আশা রাখি!
সঙ্কল্প বিকল্প শত
পলে পলে রহে জাগি;
পথহারা হয় ভ্রমে;—
চিত্ত দীন কা'র লাগি!
আশার আলোক ফুটে;
নিরাশা নিভায় বাতি।
চেয়ে থাকি কা'র পানে!—
কবে পোহাইবে রাতি!
আসক্তি কঠিন পাশ,
ছিঁড়িবে কাহার বলে?
মান অভিমান সব,
ভেসে যাবে কোন্ জলে?
সুখে দুখে নির্ব্বিকার
কর এই চিত্তভূমী,
বাঞ্ছিতের এ আকাঙ্ক্ষা
পূরাও জগৎ-স্বামী!

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সংবাদ-সংগ্রহ।

১। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।—শ্রীমতী সরলা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের পঞ্জাবশাখার সেক্রেটারী। তিনি পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা হইতে প্রতিনিধিও ভারত-সচিবের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতে চাহেন:—(১) পঞ্জাবের নারীদের বিশেষ প্রয়োজন।

(২) পঞ্জাবে যে-সকল নারী বর্ত্তমান সমরে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা।

(৩) বিধবার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়া অভাবগ্রস্ত বিধবাদের জন্য আশ্রম-স্থাপন এবং প্রত্যেক বিধবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা।

(৪) হিন্দুবিধবাদের স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিধির প্রণয়ন।

(৫) ভারতের বিবাহিতা নারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক যে, বিবাহিত ভারতীয় পুরুষ কোন ইংরাজনারীকে বিবাহ করিলে, তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে।

(৬) ভারত-নারী আইন বা অন্য যে কোনও ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৭) মিউনিসিপাল বা অনুরূপ সকল নির্ব্বাচনে ভারতনারী অধিকার পাইবেন।

(৮) স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে যত অনুষ্ঠান আন্দোলন আছে, ঐ সকলের মধ্যে ভারত-নারীদিগকে গ্রহণ করা হউক্।

(৯) ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা গঠিত কমিটিকে বালিকাবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হউক্।

(১০) বিদেশের মহিলাদের স্থলে ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা পরিদর্শন-এজেন্সী গঠিত হউক।

(১১) স্ত্রীশিক্ষার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে উপদেশ দিবার জন্য মহিলা অ্যাডভাইসরী বোর্ড' গঠিত হউক।

(১২) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মত ঐ মহিলাবোর্ডকে পদগৌরব অর্পণের ব্যবস্থা করা হউক্।

২। মহিলা প্রতিনিধি—ভারতের মহিলা প্রতিনিধিগণের ১৮ই ডিসেম্বর মান্দ্রাজ নগরে ভারত-সচিবের সহিত দেখা করিবার কথা। এলাহাবাদ হইতে শ্রীমতী শ্যামলা নেহরু, শ্রীমতী মোহানি ও মিঃ মহম্মদ আলির জননী প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বাধ্যতামূলক বালিকা-শিক্ষা।—মহীশূর গবর্ণমেন্ট মহীশূরে বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার-কল্পে বহু সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সংপ্রতি এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মহীশূর ও বাঙ্গালোর এই দুই নগরের ৭ হইতে ১০ বৎসরের বালিকাদের উপরে ১৯১৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা আইন বলবৎ হইবে।

৪। ইংরেজ মহিলাদের বাঙ্গালা ও উর্দ্দু পরীক্ষা।—গেজেটেড্ অফিসারদের স্ত্রী ও নিকট আত্মীয়দিগকে দেশী ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত বাঙ্গলা ও উর্দ্দু পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থিনীদের ১০ টাকা ফি দিতে হইবে। উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হইবে ও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে; কিন্তু তাঁহারা অন্য কোনও পুরস্কার পাইবেন না।

৫। ব্রিটিশ নারীদের কর্ম্ম-শক্তি।—ব্রিটনে এখন ৪৭½ লক্ষ নারী যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইহাদের মধ্যে ১২॥ লক্ষের অধিক সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ৬ লক্ষ ৭০ হাজার নারী গোলাগুলি নির্ম্মাণ করেন। যুদ্ধারম্ভের পরে কার্য্যক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে।

৬। নৌ-সৈন্য-বিভাগে নারী।—ইংলণ্ডের

নৌ-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উপকূলবিভাগে নৌ-বিভাগীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা নারীর দ্বারা একটি দল গঠন করিয়াছেন।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন পদ।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংপ্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি নূতন পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার কার্য্য, পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধান। গত মেট্রিকুলেশন, আই-এ ও বি,এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি হওয়াতে এই পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

রেজেষ্টারী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার জেনারলের পার্সোনেল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। সংকার্য্যে দান।—বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন হোমের কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, শ্রীমতী হরিমতি দাসী তাঁহার স্বামী কলিকাতা-নিবাসী বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্তের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫০০৲ টাকা এবং ঐ গৃহে একটি রোগী রাখিবার আংশিক ব্যয় বাবদে ১৭০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-সমালোচনা।

ওঁ পিতা নোঽসি—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত। কলিকাতা ৬।১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, (পূর্ব্বদ্বার) হইতে শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ১১শ-স্থানীয়। ইহার মূল্য ॥০ মাত্র।

গ্রন্থখানি বৈদিকযুগের "ওঁ পিতা নোঽসি" —(তুমি আমাদিগের পিতা)—এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। আদিকাল হইতে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চের স্বাভাবিক অনভিব্যক্ত পিতৃভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ যে-ভাবকে সর্ব্বাগ্রে "পিতা নোঽসি"—তুমি আমাদিগের পিতা— এইবাক্যে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বরকে সেই পিতৃভাবে আহ্বান করিবার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে অতিসুন্দররূপে প্রাণময়ী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ঈশ্বর স্রষ্টা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জগৎপাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জ্ঞানদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহার মঙ্গলময় প্রলয়ে তাঁহাকে রুদ্ররূপে দর্শন করিলেও, ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা বলিয়াও আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ বলিয়া আমাদিগের পিতা এবং ঈশ্বর শুভদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা, ঈশ্বরের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতিও গ্রন্থে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভগবানের সৃষ্টি-, স্থিতি- ও প্রলয় বিধানে, সর্ব্বত্র বিচিত্র সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া ও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ পিতৃরূপে অবলোকন করিয়া, অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার সান্নিধ্যোপলব্ধিজনিত আনন্দ লাভ হয়, তাঁহাতে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এবং ঈশ্বরোপাসনার যথেষ্ট সহায়তা হয়। ঈশ্বরোপাসক, ধর্ম্মার্থী, সকল নরনারীর ইহা প্রভূত উপকার সাধন করিবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মপরিবারে ইহা পঠিত হউক, ও সকলের নিকট আদৃত হউক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 654. February, 1918.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৪ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩২৪। ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

নূতন খাতা।

আজ্ বেঁধেছি নতুন খাতা
লিখ্‌ব বলে' তোমার গাথা,
কইবো আমার মনের কথা
প্রাণের সরল ছন্দে ;
প্রতি-আখর তোমার সুরে
বাজ্‌বে আমার হৃদয় জুড়ে'
নাচ্‌বে কেবল তোমায় ঘুরে'
উজ্জ্বল রসের গন্ধে !

তোমায় আমায় যে-দিন চিনা,
শুনিয়ে দিলে বিপুল বীণা,
গোপন সুরের ঠাঁই-ঠিকানা
সে-দিন দিলে জান্‌তে ;
সেই আনন্দে ছিলাম বেঁচে,
এখন দেখি সে সব মিছে ;
জানা-গাওনা তফাৎ আছে,
এখন পেলাম শুন্‌তে !

কোন্ গাঁয়ের মে কোন্ বাগানে,
কোন্ বনের কোন্ পাখীর গানে,
কোন্ রঙের কোন্ ফুলের ঘ্রাণে,
কোন্ বিটপীর পত্রে,
তোমার সনে কখন সখা,
আমায় হ'লো প্রথম দেখা,
সেই কথাটা আছে লেখা
পুরাণ খাতার ছত্রে।

কাজ্ নাই মোর বিফল জানা,
নিষেধ-বিধির জয়-নিশানা,
নানান্ ঘাটের নানান্ খানা
বাহাদুরীর দৃশ্যে ;
তোমার জানা থাক্‌বে তোমার,
শিখ্‌বো আমি গাইতে এবার,
রক্ত ধারার ভিজানো তার
বাজ্‌বে সকল বিশ্বে !

দরবেশ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আকাশের আলোর সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ';
কাননের ফুলের সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ'!
তরু-মর্ম্মর পবন-দোলায়
নৃত্য-দোদুল তারার মালায়
যে গান দোলে, সেই দোলাতে
দুল্‌বি যদি সহজ হ'!
আনিস্‌ নে তোর ঘরের কথা,
বিজন মনের ব্যাকুল ব্যথা;
সহজ সরল শিশুর প্রাণে
বাহির হ' রে বাহির হ'!
দেখ্‌ রে চেয়ে আকাশ পানে,
বিশ্বভুবন ভরা গানে!
সেই গানের তালে তালে
হৃদয় মেলে সহজ হ'॥

কথা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´ ০ ১´ ০
II { সা মা -মমা । পা দণা -পা I মা পা -া । জ্ঞজ্ঞা -জ্ঞা মা I
আ কা শের আ লো০ র সা থে ০ মি০ ল্‌ বি

১´ ০ ১´ ০ ॥
I পা মা -া । জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা I সা -া -া । -া -া -া I
য দি ০ স হ০ জ হ' ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I সা দা -পপা । পা ণদা -পা I পা দা মা । পণা -দা পা I
কা ন নের ফু লে০ র সা থে ০ মি০ ল্‌ বি

১´ ০ ১´ ০
I মা পা -া । জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা I সা -া -া । -া -া -া } II
য দি ০ স হ০ জ হ' ০ ০ ০ ০ ০

১´ 　　　　　　　　১´
II দা দা -া। দা র্সা -ণর্সা I র্সা র্সর্সা র্সা। র্সা র্সর্সা -র্সা I
(১) ত রু ০ ম র্ম্ম ০র প ব০ ন দো লা০ য়
(৯) দে খ্ রে চে য়ে ০০ আ কা০ শ পা নে০ ০

১´ ০ ১´ ০
I ঋা ঋা -া। র্সা র্সা -র্সর্সা I ণা ঋঋা র্সা। ণা দদা -পা I
(২) নৃ ত্য ০ দো দু ০ল তা রা০ র মা লা০ য়
(১০) বি শ্ব ০ ভু ব ০ন ভ রা০ ০ গা নে০ ০

১´ ০ ১´ ০
I দা দা -দা। পা মা -া I পা ণা দা। মা -পা -া I
(৩) যে গা ন দো লে ০ সে ই দো লা তে ০
(১১) সে ই গা নে র ০ তা লে ০ তা লে ০

১´ ০ ১´ ০
I পণা -দা পা। মা পা -া I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা। সা -া -া I
(৪) দু০ ল্ বি য দি ০ স হ০ জ হ' ০ ০
(১২) হৃ০ দ য় মে লে ০ স হ০ জ হ' ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I { সা সা -সা। সা সা -ঋা I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -মা। মা মা -া I
(৫) আ নি স্ নে তো র ঘ রে০ র ক থা ০

১´ ০ ১´ ০
I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -া। পা মা -া I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা ঋা। মজ্ঞা জ্ঞঋা -সা } I
(৬) বি জ০ ন ম নে র ব্যা কু০ ল ব্য০ থা০ ০

১´ ০ ১´ ০
I সা দদা পা। পা পা পা I মা পপা ণা। পা পা -া I
(৭) স হ০ জ স র ল শি শু০ র প্রা ণে ০

১´ ০ ১´ ০
I মা মা -জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা মা I জ্ঞা জ্ঞা -ঋা। সা -া -া II
(৮) বা হি র হ' রে ০ বা হি র হ' ০ ০

এই গানটি গত ভাদ্রমাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র ১১২ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত। গানটিকে তালে আনিবার জন্য নামমাত্র একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। দাদ্‌রা ছয়টি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—

১ ০
I ধা ধি নাক্। না ধি নাক্ I
I সে যায় যাক্। না যায় থাক্ I

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

প্রার্থনা।

মুক্ত কর সত্য হে নাথ! আজিকে শত বন্ধনে।
সার্থক করি লও হে মম বক্ষভরা ক্রন্দনে॥
অন্তরযামী, জান হে তুমি,
তৃষ্ণা-সাগর হৃদয়-ভূমি;
রচ তটে তার সুধার আধার তোমার গৃহ-নন্দনে।
রুদ্ধ চিত্ত-কপাট খুলি'
নিত্য হে দেব! নয়ন তুলি'
নিরখি' ওমুখ, শিহরিবে বুক, পূজিবে ফুলচন্দনে।
মুক্ত কর সত্য হে নাথ! আজিকে সকল বন্ধনে॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তপস্যা।

(১৩)

অবিনাশবাবুর বাটীতে বড় ধূম। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা লাবণ্যপ্রভার বিবাহ। ভবানী-পুরের কোনও ধনাঢ্যব্যক্তির পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। লীলার মাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"কল্‌কাতার সহর, আর বড়লোকের ঘর নইলে মেয়ের বিয়ে দিতে দেবো না! তা' সে ছেলে যেমনই হোক্!" তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিদ্বান্ ছেলে লইয়া কি তিনি ধুইয়া জল খাইবেন? 'পাড়া-গেঁয়ে' ছেলের সহিত লীলার বিবাহ দিয়াই লীলার এত দুঃখ, ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় ধারণা। সেজন্য এবার অবিনাশবাবু গৃহিণীর ইচ্ছানুরূপ গৃহে কন্যার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। পাত্রটীর "ক"-অক্ষর "গোমাংস" বলিলেই হয়; চরিত্রটীও তথৈবচ! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গৃহিণীর বাঞ্ছিত ধনাঢ্যের পুত্র ত সে বটে! বাটীতে অনেক দাস-দাসী আছে, গাড়ী-ঘোড়া, মটর আছে! মেয়েকে নিতে লালপাগড়ী-মাথায় দ্বারবান্ আসিবে; ল্যাণ্ডো, মটরকার, কত কি আসিবে!—ইহাই ত গৃহিণী চান্! এই কল্পনায় তিনি অপূর্ব্ব সুখ ভোগ করেন। কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে বাটী পরিপূর্ণা! উৎসবের কিছুমাত্র ক্রুটী নাই।

সকলেই আনন্দে মগ্ন; কেবল লীলাই এ আনন্দে যোগদান করিতে পারে নাই। আক্ষেপে, অনুতাপে লীলা মরমে মরিয়া আছে। পতিবিরহ-বিধুরা লীলার সে রূপ-লাবণ্যরাশি আর নাই! তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাশি আজ রুক্ষ; আয়ত চক্ষুর্দ্বয় কোটর-গত; তপ্তহেম-বর্ণ আজ পরিম্লান; পীবরতনু আজি ক্ষীণা! লীলাকে দেখিলে আজ সহজে চেনা যায় না! লীলার মাতার কন্যার এতটা মনঃপীড়া ভাল লাগে না। কুটীরবাসী দরিদ্র একটা যুবকের জন্য এত কেন? সময় সময় এজন্য লীলাকে যথেষ্ট শ্লেষবাক্যও শ্রবণ করিতে হইতেছে। তিনি পরিচিত, অপরিচিত, যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন, "দেখেছ, কি সব বেইমান্! আমি এত ক'রে মানুষ মুনুষ কর্‌লু'ম, পেটে ধর্‌লুম!—আমি মরি 'মেয়ে, মেয়ে' করে, আর মেয়ে কি না, আমাকে গেরাজ্জিও করে না! আমার কথা যেন মেয়ের বিষ মনে হয়! কলিকাল কি না!"

কুটুম্বিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "ছোটবোনের বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে ব'লে, লীলা হিংসেয় ঘরের বা'র হয়েও একবার দেখ্‌ছে না।"

গৃহিণীও এ কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "হাঁ্যা বোন্‌, হাঁ্যা! তোমরাই দেখ, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে!"

হায়! দুঃখিনীর মর্ম্মবেদনা কেহ বুঝিল না! বুঝি, এ জগতে তাহার বেদনা বুঝিবার কেহও ছিল না!

লীলার কাকা যামিনীবাবু অবিনাশবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ডেরাডুনে কাজ করিতেন ও সপরিবারে সেইখানেই বাস করিতেন। লীলাকে তিনি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অবিনাশবাবুর সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। অবিনাশবাবুর স্ত্রী তাঁহার নামে অগ্নিশর্ম্মা হইতেন, কৃশ্চান, বিধর্ম্মী, 'সায়েব' বলিয়া তাঁহাকে অজস্র গালাগালি দিতেন। তাঁহার স্পৃষ্ট কোনও বস্ত্রাদি জলে ধৌত করিয়া ও গঙ্গাজল ছিটাইয়া তবে স্পর্শ করিতেন। এ সকল সত্ত্বেও যামিনীবাবু লীলাকে স্বীয় কন্যা অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন এবং কোনও কার্য্যোপলক্ষে কখনও কলিকাতায় আসিলেই, ভ্রাতৃজায়ার ঘৃণা-অবজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া অগ্রজ অবিনাশচন্দ্রের বাটীতে সাক্ষাৎকারাদির জন্য আসিতেন। তিনি অতি-সদাশয় এবং মহৎ ও উদার চরিত্রের লোক ছিলেন।

যামিনীবাবু পূর্ব্বে যেমন আসিতেন, তেমনি এই বিবাহোপলক্ষে আসিয়া লীলাকে দেখিতে আসিলেন। আনন্দোৎসবের মধ্যে লীলাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বরাবর লীলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লীলা মাটীতে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়াছিল। লীলার আকৃতি দেখিয়া যামিনীবাবু স্তম্ভিত হইলেন; সস্নেহে লীলার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "কেন মা, তুই এমন হয়ে গেছিস্‌?" সে-স্নেহ-সম্ভাষণে লীলার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর সে বলিল, "কাকা, তোমার আদরের লীলার কপাল ভেঙেছে। এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন শীগ্গির তার মৃত্যু হয়! তা হ'লেই সকল যন্ত্রণার শেষ হবে।"—এই বলিয়া লীলা তাহার কাকার কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

যামিনীবাবু সমস্ত শুনিলেন; শুনিয়া বলিলেন, "দাদার ঐ ত কেমন দোষ!—ভারী একগুঁয়ে। মেয়েই যদি পাঠাবেন্‌ না, তবে বিয়ে দেবার কি দরকার ছিল? জামাইয়ের সঙ্গে কি এম্নি ব্যবহার করে? ছ্যাঃ!"

লীলা বহুদিবস পরে একজন প্রকৃত আত্মীয়ের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাকে মনের বেদনা জানাইয়া ও তাঁহার নিকট হইতে সমবেদনা প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। এই বৃহৎ-পুরীমধ্যে বহু আত্মীয়-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়াও সে একা। তাহার ব্যথার ব্যথী কেহ ছিল না! হৃদয়ভার লঘু করিয়া সে কনিষ্ঠা ভগিনীর জন্য একান্তে ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে লাবণ্যপ্রভার বিবাহ হইয়া গেল। খুব বাজনা বাজাইয়া, বাজী পোড়াইয়া-

আলো জ্বালাইয়া বর আসিল। আত্মীয়বর্গও তাহা দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন।

বিবাহের আটদিন পরে এক গা গহনা গায়ে দিয়া লাবণ্য শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিল। আত্মীয়গণ কেহ গহনার প্রশংসা, কেহ বৈবাহিকের প্রশংসা, কেহ বা তাঁহার ধনের প্রশংসা করিয়া গৃহিণীর মনস্তুষ্টি সাধনের প্রয়াস পাইল।

(১৪)

চৈত্রের শেষভাগ। কলিকাতা-সহরে বেশ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। লীলা তাহার কক্ষ-তলে অর্দ্ধশায়িত হইয়া অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। সম্মুখের বাতায়ন উন্মুক্ত! বাতায়ন-মধ্য দিয়া লীলা কত লোক, কত দ্রব্য দেখিতেছিল, আর আকাশ-পাতাল, কত কি চিন্তা করিতেছিল! তাহার চিন্তার ইয়ত্তা ছিল না! পার্শ্বের কক্ষে লাবণ্য পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতে ছিল—

কিছু নাহি চাহি সখা, আর!
চিরদিন রব গো তোমার!
তোমার চরণতলে
বিকায়েছি বিনিমূলে,
তুমি যে আমার প্রভু, কত সাধনার।
সাধিয়ে দিয়েছি প্রাণ,
নাহি চাহি প্রতিদান;
জীবনে মরণে শুধু রহিব তোমার!

সুমধুর-তানলয়-মিশ্রিত বালিকার মধুর কণ্ঠস্বর লীলার কর্ণে প্রবেশ করিয়া সহসা লীলার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিল! লীলা একাগ্র-চিত্তে গানটী শুনিতে লাগিল। গাহিয়া গাহিয়া লাবণ্য নীরব হইল; কিন্তু লীলার হৃদয়-মধ্যে তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—'সাধিয়ে দিয়েছি প্রাণ, নাহি চাহি প্রতিদান; জীবনে মরণে শুধু রহিব তোমার!'

এরূপ সময়ে যামিনীবাবু কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "মা, লীলা!" লীলা ত্রস্তে পরিধেয় বসন সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "কি কাকা?" যামিনীবাবু বলিলেন, "আজ আমি যাচ্ছি মা!" লীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "যাবেন্ কাকা! আর দিন-কতক থাকৃলে হ'ত না?"

যামিনী। না, মা! এই ক'দিন, রইলুম্; আর থাকৃতে পার্ব্বো না। সেখানে ছেলেমেয়ে-গুলো কি কচ্ছে কে জানে! তাদের দেখ্বার ত আর কেউ নেই! আমি আবার তোমায় দেখ্তে আস্বো। যা হবার হয়ে গেছে, আর ত কোন উপায় নেই মা! মিছে আর কেঁদে কেটে দেহটা কেন মাটি কচ্ছ? মনটা একটু প্রকৃতিস্থ রেখ মা!

লীলা। হ্যাঁ কাকা, মনকে প্রকৃতিস্থ রাখ্ব, মনে করেছি। আমি একটা উপায় ঠাউরেছি! কিন্তু আপ্নাকে একটু সাহায্য কর্ত্তে হবে, কাকা! আপনি ভিন্ন আমার মুখ চাইতে আর কেউ নেই। আপ্নি ভিন্ন আমাকে আর কেউ ভালবাসে না কাকা!

যা। আমাকে কি কর্তে হবে বল মা! আমার সাধ্য হ'লে, আমি প্রাণ দিয়ে তা কোর্ব্বো।

লী। কাকা, আমাকে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে রেখে আসুন্!

লীলার কথা শুনিয়া যামিনীবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পরে বলিলেন, "সে কি মা! সেখানে তুমি কা'র কাছে যাবে?"

লীলা। আমার শ্বশুরের কাছে।

যামিনীবাবু নীরব র'হিলেন; কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দাদা তোমাকে তখন পাঠান্ নি, আর এখন পাঠাবেন কেন মা?"

লীলা। আমি তাঁকে লুকিয়ে যাব।

যা। সে কি হয় মা!

লীলা। কেন হবে না কাকা? বাপ-মা যদি সন্তানকে কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দেন, সন্তান কি তা হ'লে কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হবে? বাপ-মা সন্তানকে অধর্ম্ম কর্‌তে বল্‌লে, সন্তান কি সেই অধর্ম্মই কর্‌বে? আমার বুড়ো শ্বশুরের আর কেউ নেই। তাঁর সেবা না কর্‌লে আমার কি পাপ হবে না? তাঁর সেবা করা আমার কি প্রধান কর্ত্তব্য নয়? আপনিই বলুন্?

যা। তা ত বুঝ্‌লুম্! কর্ত্তব্য তো তোমার বটেই! কিন্তু ভগবান্ তোমাকে সে কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে দিলেন কৈ?

লীলা। কাকা, আমাদের সকল কাজ ভগবান্ হাত ধরিয়ে করিয়ে দেন না! তিনি আমাদের জন্যে আমাদের সম্মুখে একটা অসীম অনন্ত বিরাট কার্য্যক্ষেত্র রেখে দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে যাবার জন্যে বিস্তীর্ণ কর্ত্তব্য পথ রয়েছে। আমাদের সৎ-সাহস নিয়ে সে পথে চল্‌তে হয়। আমি যদি চিরদিন আমার বাপ-মাকে ভয় ক'রে চলি, আর আমার বুড়ো শ্বশুরকে একবিন্দু জল দিয়েও তাঁর উপকার না করি, তা হ'লে আমার মহান্ অধর্ম্ম হবে!

যামিনীবাবু নীরবে লীলার কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। লীলা আবার বলিতে লাগিল, "আপনার পায়ে পড়ি কাকা! আপনি আমাকে সেইখানে নিয়ে চলুন্! আর আমার এ সোণার পিঞ্জরে ভাল লাগ্‌ছে না! শ্বশুর গরীব হউন্, আর যাই হউন, মেয়েমানুষের শ্বশুরঘর করাই বিধি। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘট্‌লে মেয়েমানুষ কখনও সুখী হ'তে পারে না। আমার শ্বশুরের সেই ভিটে আমার কাছে বৈকুণ্ঠ!" এই বলিতে বলিতে লীলা একবার থামিল ও তারপর ঢোক্ গিলিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমি তাঁর সঙ্গেই চলে যেতুম! কিন্তু কি বল্‌বো, আমার পোড়া অদৃষ্ট-দোষে, আমার কথা না শুনেই চলে গেলেন। আর কাকা, আমার মনে এখনও একটা ক্ষীণ আশা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে! সবাই বলে তিনি নেই, কিন্তু আমার সে কথা বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয়, তিনি নিশ্চয় কোথাও আছেন। মনে হয়, বুঝি, একদিন তাঁকে দেখ্‌তে পাবই! তাই আমি এখনও হাতের নোয়া খুলি নি, এখনও সিঁদুর মুছি নি। মনে হয়, যদি শ্বশুরের ভিটেয় থাক্‌তে পারি, তা হ'লে কখন না কখন তাঁর দেখা পাব! কিন্তু এখানে থাক্‌লে ত তা পাব না! বাবা তাঁর বড় অপমান ক'রেছেন। তিনি আর এখানে আস্‌বেন না; এখানে কোন খবরও দেবেন্ না! তা' যদি দিতেন, তা হ'লে এতদিন নিশ্চয় তাঁর খবর পেতুম।"

লীলার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া যামিনীবাবু বড় আহ্লাদিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি যা বলেছ মা, তা' তা বুদ্ধিমতীর মতই বলেছ! কিন্তু তোমার বাপ-মাকে কি বল্‌বে? তাঁদের যদি এ-কথা বলি, তা হ'লে তাঁরা কখনই সম্মত হ'বেন্ না! অধিকন্তু আমার উপর অত্যন্ত রাগ কর্‌বেন।' একে

ত তাঁরা আমার নামে হাড়ে চটা! জানই ত মা!"

লীলা বলিল, "আমি বল্‌ব যে দিন-কতক আমি আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব। আমার শরীর খারাপ্। এ-কথা বল্‌লে, মা যাই বলুন্, বাবা নিশ্চয় মত করবেন। আমাকে কমলা-পুরে রেখে আপ্‌নি ডেরাডুনে চলে যাবেন। আমি যাঁর কুলের বউ, তাঁর কাছে থাক্‌ব। আর আপ্‌নার ভয় কি? পরে যদি বাবা, মা জান্‌তে পেরে রাগ করেন, তাতে কারো কোন অনিষ্ট হবে না।"

যামিনীবাবু সম্মত হইলেন। সে-দিন আর তাঁহার যাওয়া হইল না। লীলা সন্ধ্যাকালে পিতার বিশ্রামকক্ষে গিয়া বলিল, "বাবা, কাকা কাল চলে যাচ্ছেন, আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দিন-কতক বেড়িয়ে আস্‌ব। ক'ল্‌কাতা ছাড়া কখন অন্য দেশ দেখি নি! দেখতে্ বড় ইচ্ছা করে!" লীলা কর্ত্তব্য পালনের জন্য এই পথ অবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পাইল না।

অবিনাশবাবু লীলাকে যথার্থই ভাল বাসিতেন। লীলা বহুদিন কোথাও বাহির হয় নাই। বহুদিন সে পিতার কাছে আব্দার করিয়া কোন কথা বলে নাই। তাই আজি লীলার মুখে এ-কথা শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং লীলার ডেরাডুনে যাইবার কথায় সহজেই সম্মত হইলেন। মাতা কিন্তু সম্মত হইলেন না। বিধর্ম্মী কৃশ্চানের বাড়ী মেয়ে গেলে পাছে তাঁহার জাতি-ভ্রংশ হয়, এই আশঙ্কাই তাঁহার অধিক! লীলার কথা শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "সে মগের মুল্লুকে সোমত্ত মেয়ে একলা কোথায় যাবে? তুমি যে একেবারে ঢালা হুকুম দিয়ে দিলে?"

অবিনাশবাবু গৃহিণীর কথা গ্রাহ্য করিলেন না। গৃহিণী অপেক্ষা তিনি ততোধিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপেছ না কি? সে তা'র নিজের কাকার সঙ্গে যাচ্ছে! একলা আবার কিসের?—যেতে চাচ্ছে যাক্; দিন-কতক বেড়িয়ে আসুক্! তাতে তা'র শরীর-টাও সারবে, মনটাও ভাল হবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে লীলা তাহার খুল্লতাতের সহিত রওনা হইল। লোকে জানিল লীলা যামিনীবাবুর সহিত ডেরাডুন যাইতেছে; কিন্তু সে তাহার চির-আরাধ্য-ভূমি শ্বশুর-বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

(১৫)

লীলা তাহার বহু দিনের সাধনার স্থান—চির আরাধ্য ভূমি শ্বশুর-বাড়ীতে আসিল। তাহার কত দিনের বাসনা আজি সে পূর্ণ করিল। কিন্তু হায়! এ কি হইল! লীলা তাহার আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইবে না, তাহা জানিয়াই আসিয়াছিল; কিন্তু যাঁহার সেবা করিবার জন্য সে এত করিয়া মাতা-পিতাকে লুকাইয়া কত আশা মনে ধরিয়া আসিল, তিনি কৈ? যে বৃদ্ধ শ্বশুরের চরণ-পূজার জন্য তাহার এত আগ্রহ, সেই পূজনীয় শ্বশুর তাহার এ পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন কৈ? তিনি ত সে বাটীতে নাই! কেবলমাত্র ভগ্ন পরিত্যক্ত গৃহগুলি পড়িয়া রহিয়াছে! মৃন্ময় প্রাচীরের স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উঠানের মধ্যে মধ্যে বড় বড় বন্য বৃক্ষনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-শব্দে লীলার মনে হইতে লাগিল,

তাহারা যেন লীলাকে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল! যেন তাহারা বলিতে লাগিল, "নাই, নাই ;—তা'রা নাই !"

যামিনীবাবু লীলাকে লইয়া আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, ছেলেমানুষের কথা শুনিয়া এ কি কাজ করিলেন! এ বাটীতে যে অনেক দিন লোক-সমাগম নাই, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইতেছে। নিকটেও কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না যে, তিনি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন!

লীলা বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, শ্বশুরের ভিটায় বাস করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহার জীবনের একটা কর্ত্তব্য পালন করিবে। কিন্তু তাহার সে বাসনা নিষ্ফল হইল। সে সেই ভগ্ন কুটীর-তলে পতিত হইয়া কুটীরের ধূলিরাশি স্বীয় মস্তকে ও অঙ্গে লেপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পিতার সুখ ভবনে সে এতদিন প্রাণ ভরিয়া ত কাঁদিতে পায় নাই! ভয়ে ভয়ে, লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিয়া তাহার আশা মিটিত না। আজি সে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু লাভ করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া বাঁচিল। —"ওগো, কোথায় তুমি? একবার এস, নারীর সর্ব্বস্ব-ধন! দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! একবার দুঃখিনীকে দেখা দাও! হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব! আমায় ক্ষমা কর; আমার এ তপস্যার বর দান কর। আমাকে আন্‌বার জন্যে কত চেষ্টা করেছিলে, তখন আন্‌তে পার নি। আজ আমি ভিখারিণীর বেশে আপনি তোমার দ্বারে এসেছি! আমাকে তোমার দর্শন-ভিক্ষা দাও।" লীলার এইরূপ আকুল ক্রন্দন দেখিয়া যামিনী বাবুও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। লীলাকে প্রবোধ দিবেন কি? তিনিই কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

কলিকাতা-সহরে কোনও বাটীতে কোনও ঘটনা হইলে, প্রতিবেশীরা তাহার বড় একটা সংবাদ জানিতে পারেন না। এমন কি, পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর লোকেরও তাহা অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু পল্লীগ্রামে সে-প্রকার হয় না। পল্লীগ্রামে যদি কোনও বাটীতে সামান্য কোনও ঘটনা ঘটে, তাহা প্রতিবেশীরা সকলেই জানিতে পারে, এবং উক্ত সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচণ্ড বাতাসের ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছে। লীলার ক্রন্দন শুনিয়া অনেক ব্যক্তি হরনাথবাবুর বাটীর অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। অনেক দিন কেহ এ-দিকে আসে নাই। রাত্রিতে হরনাথ-বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া চলিতেও লোকে ভয় পাইত। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, হরনাথ-বাবু "ভূত" হইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রে মানুষ দেখিতে পাইলেই নিশ্চয় তিনি তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবেন। কিন্তু দিনের বেলায় ভূতে আর কি করিতে পারিবে?—এই সাহসে ভর করিয়া প্রতিবাসিগণ একত্রিত হইয়া হরনাথবাবুর বাটীর দিকে গমন করিল। বিশেষতঃ তাহাদের কৌতূহল,—এই পরিত্যক্ত বিবর্জ্জিত ভগ্ন কুটীরে হঠাৎ কে উচ্চ ক্রন্দন করিতেছে! ভূত, না, মানুষ? এই কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যই অধিকাংশ লোক তথায় উপস্থিত হইল।

যখন সকলে জানিল, যে-রমণীটী ক্রন্দন করিতেছে সে তাহাদের চিরপরিচিত সুহৃদ্ হরনাথ রায়ের পুত্রবধূ, তখন তাহাদের

কৌতূহল আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তখন আরও দলে দলে নরনারী সুধীরের বৌকে দেখিতে আসিল। কত লোকে কত কথা, কত প্রশ্ন করিতে লাগিল। একজন বর্ষীয়সী রমণী বলিল, "এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে বাছা! দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝ্‌লে না! এখন কাঁদ্‌লে কি আর সে ফিরে আস্‌বে? সে কি আর আছে?"

ওগো সে আছে গো, আছে! সে নেই তোমরা বলিও না। তাহা হইলে অভাগিনী লীলা আর বাঁচিবে না। সে আছে, সে আবার আসিবে,—সেই আশায় হতভাগিনী জীবনধারণ করিয়া আছে। নচেৎ তাহার ক্ষীণ দেহপিঞ্জর হইতে জীবন-বিহঙ্গ কবে উড়িয়া যাইত!

অপর একজন বলিল, "আহা বাছা, যে শ্বশুর তোমার ছেল! লোকে অনেক তপিস্যে করলে তবে অমন শ্বশুর পায়। ঠিক্ দশ-রথের মত শ্বশুর! বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে ঘর-কন্না করবে,—বুড়োর কত সাধ! তা এমন বৌ হ'ল যে বুড়োকে একদিনের তরেও বৌ নিয়ে ঘর কর্‌তে হ'ল না।" আর একজন বলিল, "তখন যদি আস্‌তে বাছা, তা হ'লে আর এমন সোনার সংসারটা ছার-খার হয়ে যেত না। ছেলেটা বিরাগী হয়ে গেল, না আপ্তঘতি (আত্মহত্যা) হ'ল, তা কেউ জান্‌ল না! বেটার শোকে বুড়ো মধুমতীতে ডুবে ম'ল! তোমার দোষেই ত বাছা, সব ছন্ন ভন্ন হ'ল। এখন আর কেঁদে কি করবে? এখন যতই কাঁদ, যতই বুক চাপ্‌ড়াও, আর তারা ফিরবে না!"

এইরূপে লীলার ক্ষত অঙ্গে লবণ-প্রক্ষেপ করিয়া প্রতিবেশিগণ একে একে প্রস্থান করিল। যামিনীবাবু ব্যথিত হইয়া লীলাকে বলিলেন, "লীলা, চল মা, ফিরে যাই। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে! মানুষের ত কোনো হাত নেই? সব ত শুন্‌লে? আর উপায় কি আছে মা?"

লীলা। কাকা, আপ্‌নি চলে যান্। আমি এখান থেকে আর ফিরে যাব না। এ আমার তপস্যা-ভূমি—তীর্থ স্থান। আমি এই খানে—এই মাটীর সঙ্গে আমার মাটীর দেহ মিশিয়ে ফেল্‌বো। আমি আর কোথাও যাব না।

যা। ছিঃ—মা, ও সব পাগলের মতন কথা কেন বল্‌ছ? এখানে কা'র কাছে আমি তোমায় ফেলে যাব?

লীলা। কাকা, আমার শ্বশুর মধুমতীতে ডুবে মরেছেন, আমিও তাই মরব। এ পৃথিবীতে আর আমার জুড়ুবার স্থান কোথায়?

যামিনী। লীলা! সুধীরের যে মৃত্যু হয়েছে, এর ত কোনও প্রমাণ নেই? হয় ত, তুমি যা বল্‌ছ তাই হতে পারে; একদিন সে ফিরে আস্‌তে পারে। আত্মহত্যা করলে ত আর তাকে দেখ্‌তে পাবে না, মা! ছিঃ তুমি এমন বুদ্ধিমতী হ'য়ে এ-রকম কথা মুখে এন না!

লীলার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছিল না যে, এখান হইতে ফিরিয়া যায়। এখানকার প্রত্যেক অণুকণাটীর সহিত সে মিশিয়া যাইতে চাহে। তাহার ইচ্ছা তাহার এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ এই স্থানের ধূলিরাশির মধ্যে মিশিয়া যাউক্। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

মৃত্যুকে ডাকিলেই মৃত্যু আসে না। তাহার আসিবার সময় হইলে, কাহারও অনুরোধে সে ফিরিয়া যায় না।

যামিনীবাবু বলিলেন, "চল, দিন-কতক ডেরাডুনে বেড়িয়ে আস্‌বে। আমার কথা শোন। ইত্যাদি।" অনেক বলা-কহার পর, অনেক বুঝাইয়া তবে যামিনীবাবু লীলাকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন। পাড়ার একজন মাতব্বর লোকের হাতে কিছু টাকা দিয়া তিনি বলিয়া গেলেন, "যদি কখনও সুধীরের কোনও সংবাদ তিনি পান্, তাহা হইলে ডেরাডুনে তাঁহাকে অবিলম্বে টেলীগ্রাম করিতে; এবং যদি কেহ তাঁহাকে সুধীরের সংবাদ দিতে পারে, তাহাকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দিবেন।

(১৬)

নিদাঘের অপরাহ্ন। প্রখর রবিকরতাপে ধরণী এখনও অত্যুত্তপ্তা। মধুমতীর প্রবল বারিরাশি এখন ধীর স্থির; ক্ষীণ-কলেবর! সূর্য্যদেব দিবসের কার্য্যান্তে বিশ্রাম-লাভের আশায় পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী তাঁহারই প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পক্ষিকুল শাখায় বসিয়া কলস্বরে গান করিতেছে। ঝাউ- ও অশ্বত্থ-বৃক্ষসকল সন্‌সন্‌-শব্দে নদীতীর মুখরিত করিতেছে। জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন, বৃদ্ধ হরনাথবাবু নদীতীরে একাকী বসিয়াছিলেন। তাঁহার আর এখন যৌবনের সে উদ্দাম নাই, উৎসাহ নাই, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে মনোনিবেশ নাই! পুত্র-বিরহাতুর বৃদ্ধ জীবনমৃতবৎ দিনযাপন করিতেছেন। সুধীর সেই যে স্ত্রীকে আনিতে বাটী হইতে গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কত দিন, কত মাস, কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও সে আসে নাই। আশায়, আশায় বৃদ্ধের কত দিন কাটিয়াছে!—প্রতি-পলে, প্রতিদণ্ডে, প্রত্যেক শব্দটীতে বৃদ্ধ ভাবিয়াছেন, "ঐ বুঝি সুধীর আসিতেছে!" কিন্তু হায়! কোথায় সুধীর! বৃদ্ধের সকল আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইয়া যায়! বহির্জগতের সহিত বৃদ্ধের আর বড় একটা সম্বন্ধ নাই। অন্তর্জগৎ লইয়াই তিনি এখন অবস্থান করিতেছেন। হঠাৎ কেহ তাঁহাকে ডাকিলে উত্তরই পায় না; অথবা প্রশ্নের বিপরীত উত্তর পাইয়া থাকে।

হরনাথবাবু এখনও তাঁহার নদীতীরটির মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এ-স্থানটী তাঁহার বড়ই প্রিয়! প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় যষ্টিভর করিয়া একাকী আসিয়া এইখানে তিনি বসিয়া থাকেন! আজিও সেইরূপ একাকী বসিয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন, এবং এইরূপে তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যও অস্ত গিয়াছে, তাহা ভাবিতেছিলেন! আর ভাবিতেছিলেন, কবে শিশু সুধীর কোন্ কথাটী তাঁহাকে বলিয়াছিল, কোন্ কাজটী করিয়াছিল; কোন্ কোন্ তারিখে তাহার পাশের খবর বাহির হইয়াছিল! সেই যখন সে প্রথম কলিকাতায় যায়, তখন সে পিতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না বলিয়া পত্র লিখিয়াছিল। একবার সেই যখন তাহার বড় জ্বর হইয়াছিল, সেই যখন সে একাকী মেসের কক্ষমধ্যে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল

এবং "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছিল ও মুদ্রিতনেত্র হইতে অবিরলধারে অশ্রু নির্গত হইয়া উপাধান সিক্ত করিতেছিল, তখন হরনাথবাবু সেখানে উপস্থিত হইলে, সুধীর পিতাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল! পিতাকে দেখিয়া তাহার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল! আর আজি সেই সুধীর কেমন করিয়া সকল মমতা বিস্মৃত হইল!

ওরে তুই যে বৃদ্ধের যষ্টি, অন্ধের চক্ষু, দরিদ্রের রত্ন, কত সাধনার ধন! তুই কেমন করিয়া আজি বৃদ্ধকে ফেলিয়া চলিয়া গেলি? হা রে অবোধ সন্তান! তুই পিতার বেদনা বুঝিলি না! পিতার এ বুকভরা ভালবাসার কি এই প্রতিদান দিলি? সকল মমতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কেমন করিয়া তুই পলায়ন করিলি? কোথায় গেলি? আয় ফিরে আয়! ওরে তোকে বুকে নেবার জন্য যে স্নেহভরা একখানা প্রশস্ত বুক হাহা করিতেছে! তোকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুইখানি বাহু যে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে! কোথায় গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!

রাজলক্ষ্মি! তুমি আজি কোথায়? তোমার এত আদরের সুধীর আজি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা তুমি দেখিলে না! অথবা তুমি গিয়াছ, বেশ করিয়াছ। তুমি যেখানে গিয়াছ, সেখানে শোক-তাপ নাই; জরা-মৃত্যু নাই; বিচ্ছেদ-বেদনা নাই! সে যে অমৃতময় লোক! শুধু সুখ, শুধু শান্তি! এখানে থাকিলে ত এমনই করিয়া পুত্রবিচ্ছেদে অন্তর দগ্ধ হইত! অথবা তুমি থাকিলে বুঝি বা তোমার সুধীর তোমার মায়া কাটাইয়া এমন করিয়া যাইতে পারিত না!

দূরে সেতু-বক্ষে বাষ্প-শকট গমনাগমন করিতেছিল, ছোট ছোট বাষ্পপোতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রদ্বারা বারিমন্থন করিয়া হু-হু শব্দে ছুটিতেছিল। তরণীগুলি কেহ পাল তুলিয়া, কেহ হাল বাহিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছিল। বৃদ্ধ হরনাথ বালকের ন্যায় তন্ময়চিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন "ঐ যে শত শত ব্যক্তিকে বহন করিয়া উহারা চলিয়াছে, উহার মধ্যে কি সেই একজন নাই? সেই একখানা মুখ! সে মুখ, সে দেহের ভার বহন করিতে কি উহারা সমর্থ হয় না? এত লোককে বহিয়া আনিতেছে, আর শুধু সেই একজনকে কি আনিতে পারে না? ঐ যে অত লোকের মুখ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে কি সেই একখানা মুখ নাই?' বৃদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ও:—আর যে পারি না! ওরে তুই কোথায় গেলি? আয়, একবার আয়; একবার দেখা দিয়ে যা! আমি তোর কি করেছি রে যে, তুই আমাকে ছেড়ে চলে গেলি? ওরে একবার এসে আমায় 'বাবা' ব'লে ডাক্।"

বৃদ্ধ আবেগভরে কথাগুলি বলিয়া ফেলিলেন। ঠিক্ এমনই সময়, তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "বাবা!" হরনাথ-বাবুর হৃদয় দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এ কি এ! এ কা'র কণ্ঠস্বর? তিনি কি জাগ্রৎ, না নিদ্রিত? তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? এ স্বর যে তাঁহার চিরপরিচিত! তাঁহার হৃদয়-কন্দরে যে প্রতিনিয়ত এই স্বর প্রতি-

ধ্বনিত হইতেছে। বুঝি, সেই প্রতিধ্বনিই বাস্তবভাবে প্রকাশিত হইয়া কর্ণপথে প্রবেশ করিল! আবার সেই কণ্ঠস্বর! আবার কে ডাকিল, "বাবা!" হরনাথবাবুর চিত্ত আরও অস্থির হইয়া উঠিল; কিন্তু ফিরিয়া চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ভাবিলেন, ফিরিয়া চাহিলে যদি এ সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইয়া যায়? আহা! এ মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ যে শীতল করিয়া দিল! বৃদ্ধ নীরব, নিশ্চল, প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিলেন। তখন পশ্চাদ্দেশস্থিত ব্যক্তি বলিল, "বাবা, আমি এসেছি। আমায় ক্ষমা করুন্।"

আর কি হরনাথবাবু স্থির থাকিতে পারেন্! যাহার মুখ দেখিবার জন্য তিনি দিবানিশি উন্মত্তবৎ হইয়া আছেন, যাহার কথা শুনিবার জন্য তাহার সমস্ত জীবনটা আকুল, যাহার বিচ্ছেদে তাঁহার জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মনে হইতেছিল, সেই আসিয়া "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছে, আবার ক্ষমা চাহিতেছে, পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধ আর কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন?

তীরবৎ ফিরিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাহা দেখিলেন, তাঁহার ক্ষীণদেহে তত আনন্দ নিশ্চল ভাবে সহ্য করা দুরূহ! আনন্দে, উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ কম্পিত কলেবরে ভূপতিত হইতেছিলেন। আগন্তুক অতিযত্নে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন বৃদ্ধ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; ভাবিলেন, বুঝি, ছাড়িয়া দিলে আবার সে ফাঁকি দিয়া পলাইবে! তাই তাহাকে সজোরে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, বুক চিরিয়া বুকের ভিতরে তাহাকে লুকাইয়া রাখেন! আগন্তুক অপর কেহই নহে; সে সেই আমাদের সুধীর।

(১৭)

দৈব-দুর্ব্বিপাকে সুধীর কারারুদ্ধ হইয়াছিল। দৈবদুর্ব্বিপাকে সে 'ল'-পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছিল। তজ্জন্য সে রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। তাহার উপর শ্বশুরের নিকটে যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া ক্রোধে সে দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কিরূপে সে স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবে, কি প্রকারে অবিনাশবাবুর এ অপমানের প্রতিশোধ দিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। নিজের পিতার উপরেও তাহার বড় রাগ হইল। কেন তিনি ধনাঢ্যের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন? শ্বশুর যদি পিতার সমকক্ষ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সাধ্য হইত কি যে, সুধীরকে এরূপ ভাবে অপমান করেন? শেষে যতটা রাগ, যতটা অপরাধ গেল লীলার ঘাড়ে। লীলাকে বিবাহ করিয়াই ত তাহাকে এতটা অপমান সহ্য করিতে হইল! তাহার জন্যই ত এত কাণ্ড! তাই সে একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল: এ জীবনে আর লীলার মুখ দর্শন করিবে না। অবিনাশবাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সুধীর আর গৃহে ফিরিল না। কোনও বন্ধুর সাহায্যে সে ইংলণ্ডে গমন করিল। তথায় কয়েকবৎসর থাকিয়া আই, এম্, এস্,-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সিভিল সার্জ্জন' হইয়া সে ভারতে প্রত্যাগমন করিল।

কার্য্যস্থলে পিতাকে লইয়া যাইবে বলিয়া সুধীর বাটী আসিয়াছিল। লীলা যখন কমলা-

পুরে আসিয়াছিল, তাহারই কিছুদিন পূর্ব্বে সুধীর আসিয়া হরনাথবাবুকে লইয়া গিয়াছিল। সুধীর সন্ধ্যাকালে আসিয়া রাত্রের ট্রেনেই পিতাকে লইয়া যায়। গ্রামের কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয় নাই। পরদিবস হইতে কেহ আর হরনাথবাবুকে দেখিতে পাইল না। কাজেই তাহারা অনুমান করিল, পুত্রশোকে বৃদ্ধ মধুমতীতে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছে। জনরব চিরদিন যেরূপ হয়, এস্থলেও সেইরূপ ঘটিল। কেহ কেহ বলিল, তাহারা হরনাথবাবুকে নদীতে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়াছে, আবার কেহ বা বলিল, তাহারা বৃদ্ধকে জল হইতে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রবল তরঙ্গে তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহারা আর দেখিতে পাইল না।

সুধীর পিতাকে লইয়া কার্য্যস্থলে চলিয়া গেল, কিন্তু লীলাকে কোনও সংবাদ দিল না। নির্ব্বোধ যুবক সরলা সাধ্বীর মর্ম্মবেদনা বুঝিল না। দুরন্ত ক্রোধ ও অভিমান তাহাকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য করিয়াছিল। সুধীর গভর্ণমেণ্টের কার্য্য গ্রহণ করিয়া লাহোরে গমন করিলে, অত্যল্পকাল-মধ্যেই চিকিৎসা-বিদ্যায় তাহার অদ্ভুত পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও তাহার সমকক্ষ ছিল না। এতদিনে সুধীরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সংসারের মধ্যে সে এখন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বৃদ্ধ পিতারও এখন চরম সুখ। তাঁহার সুদীর্ঘ সন্তান-বিচ্ছেদের যাতনা এখন সুখের পূর্ণমাত্রা প্রদান করিল। এ সুখের অধিকারে কেবলমাত্র একজন বঞ্চিত হইল। সে অভাগিনী লীলা! হরনাথবাবু একবার সুধীরকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, যাই হউক্, ভগবানের কৃপায় মানুষ হয়েছ; এইবার বৌমাকে নিয়ে আসা যাক্।" তাহাতে সুধীর মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল, "নিষ্প্রয়োজন!" তাহার পর ভয়ে আর কোন কথা বলিতে বৃদ্ধ সমর্থ হ'ন্ নাই। পাছে আবার তাঁহার পুত্রবিচ্ছেদ ঘটে!

বিনা অপরাধে সরলা রমণী পরিত্যক্তা হইল! হায়! এ-সংসারে মানুষ ভ্রমে পতিত হইয়া কত সময়ে যে কত অবৈধ কার্য্য করিয়া বসে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। এই বুদ্ধি লইয়া মানুষ আবার আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে! ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র কার্য্য! এই ক্ষুদ্র কার্য্যকে মানুষ একটা অনন্ত অসীম কার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের বুদ্ধি-ভ্রংশ পদে পদে! রোগ-শোক-বিপৎ-সঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষ ভগবানের ক্রীড়ার পুত্তলিকা। তাঁহারই ইচ্ছায় জীব চালিত হয়। কিন্তু হায়, মানুষ সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। মানুষের "অহং"-বুদ্ধি যে অতি-প্রবল! (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

সুসার ও অসার।

ফেনপুঞ্জ ভাসি'রয় সাগরের জলে।
রতন লুকায়ে থাকে সুগভীর তলে॥
অসার নিয়ত নিজে প্রকাশিতে চায়।
সুসার গোপনে রহে দীপ্ত মহিমায়॥

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ছাগশিশুর উক্তি।

অমার আঁধারে আজ এলি মা গো ধরণীতে,
ভবের তমসা নাশি জ্ঞানের আলোক দিতে।
তাই আজ বিশ্ব জুড়ে এত সুখ, এত প্রীতি ;
তাই বাজে ঘরে ঘরে তোর আগমনী-গীতি !
তাই আজ বেশভূষা, তাই এত আড়ম্বর !
আমি কি মা, বিনা দোষে যাব শুধু যমঘর !
সবারি আননে আজ শোভিছে হাসির রেখা ;
আমি শুধু হেরিতেছি মরণের বিভীষিকা !
আজি এ সুখের দিনে মোর প্রাণ-দণ্ড হবে ?
তোরি রাঙা পাদু'খানি আমার শোণিতে ধোবে !
লোকে বলে বধি মোরে তোর ভোগ প্রয়োজন;
সবে বলে ছাগরক্তে মা মোদের তুষ্ট হ'ন !
যদি মা গো সত্য হোস্, বল্ তবে সত্য করে,
আপন সন্তান-রক্ত মা কি কভু খেতে পারে ?
তাহা হ'লে তুই তবে মাতা ন'স্ কোনোমতে,
রাক্ষসী পিশাচী তুই, এসেছিস্ ছেলে খেতে !
আমি মা গো ছোটছেলে, জননীর স্নেহাধান !
ছিনায়ে এনেছে মোরে দেবে বলে বলিদান !
কি আর কহিব তোরে, এ বিপদে রক্ষা কর !
ছেড়ে দে না, ফিরে যাব, এই শুধু চাহি বর।
অভয়া, অভয়া হয়ে ভয়ার্ত্তেরে দে মা ত্রাণ !
যতদিন বেঁচে র'ব গা'ব তোর জয়গান ॥"

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভয়।

মরণের ভেরী শুনে রে অবোধ—
শঙ্কিত তোর চিত্ত !
মৃত্যু-রাজের দণ্ড দেখিয়া
শিহরি উঠিস্ নিত্য !
কি যে অমরতা মরণের মাঝে,
কি যে আশ্বাস ঐখানে রাজে !—
ও নহে মরণ—জীবনের শেষ— !
তবে কেন তোর চিত্ত,
মৃত্যুর ঘন কাল ছায়া দেখি
শিহরি উঠিছে নিত্য ?

মরণ সে নহে জীবনের লয়,
নহে জীবনের সাঙ্গ ;
মৃত্যু সে আসি জীবনের খেলা—
করে না-ক কভু ভঙ্গ।
সে আসিয়া কভু জীবনের খেলা,
ভেঙ্গে নাহি দেয় মরতের মেলা ;
সে আসিয়া কভু জীবনের সাথে
করে না নিঠুর রঙ্গ ;
মরণ আসিয়া জীবনের খেলা
করে না-ক কভু ভঙ্গ।

মৃত্যু সে যে রে জীবনের সাথে
স্নেহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ ;
সে যে জীবনের মাঝখানে আছে—
চিরদিন অবরুদ্ধ !
মৃত্যু নহে রে জীবনের শেষ ;—
নব-জীবনের নব উন্মেষ !—
ফুটে উঠে ঐ দামামার তালে
হোথা উঠে তার শব্দ !

মৃত্যু সে যে রে জীবনের সাথে
স্নেহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ।

মৃত্যু সে করে নব-জীবনের,
নব-গঠনের সৃষ্টি!
ওরে অবোধ! বারেক সে দিকে
ফিরারে ও তোর দৃষ্টি!
মরণের মাঝে ঐ শুনা যায়—
নব-জীবনের নব পরিচয়!
সে রোষ-কুটিল নয়ন মেলিয়া
করে না অনল বৃষ্টি;
সে সদাই ঐ করুণ নয়নে
করিছে অভয় দৃষ্টি!

তবে কেন ওরে অবোধ অন্ধ,
শঙ্কিত তোর চিত্ত?
তবে কেন তুই মরণের নামে
শিহরি উঠিস্ নিত্য?
মরণ সে শুধু জীবনের পরে
নব জীবনের নব বেশ ধরে;
আসে ফিরে ফিরে,
চলে যায় পুনঃ
এমনি করিয়া নিত্য!
এ সকল দেখি তবু রে অবোধ,
শঙ্কিত কেন চিত্ত?

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাপ ও আলোক।

তাপ ও আলোকের ভাণ্ডার সূর্য্য। এই সূর্য্যের কথা একটু বলি। সূর্য্য আমাদের বহুদূরে আছেন। তিনি এত দূরে না থাকিলে আমরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে পারিতাম না। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে রেলগাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল চলিতে পারে, সেই রেলগাড়ীর পৃথিবী হইতে সূর্য্যে পৌছিতে ৩৫৩ বৎসর লাগে। মানুষের পরমায়ু হারাহারি ৭০ বৎসর ধরিলে, ৫ পুরুষ লাগে। এইরূপ দ্রুতগামী গাড়ী পৃথিবীকে এক মাসে ঘুরিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকে ঘুরিতে তাহার দশ বৎসর লাগে। আমাদের পৃথিবী যেমন লাটিমের মত ঘোরে, সূর্য্যও সেইরূপ ঘোরেন্। পৃথিবীর লাগে ২৪ ঘণ্টা; সূর্য্যের লাগে ২৫ দিন। এখন ভেবে দেখ, সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে কত বড়! পৃথিবীর চারিদিকে যেমন আকাশ (Atmosphere) আছে, সূর্য্যের চারিদিকেও সেইরূপ আকাশ (Photosphere) আছে। এই আকাশ জ্যোতিঃ এবং তেজে পূর্ণ। আমাদের আকাশ ২৫ মাইল ঘন, সূর্য্যের আকাশ ৫০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) মাইল ঘন। সূর্য্য 'Photosphere' সহ আমাদের পৃথিবী হইতে এক কোটি ত্রিশলক্ষ গুণে বড়।

সূর্য্যেতে এত তাপ যে, সেখানে সমস্ত পদার্থ বাষ্প হইয়া যায়। এই বাষ্প অগ্নিময়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা সূর্য্যের উপাদান

জানিতে পারা যায়। সূর্য্যের উপরিভাগের একবর্গ গজ হইতে যে রৌদ্র বাহির হয়, তাহা ছয় 'টন' পরিমাণের তাপের সমান। ১টন প্রায় ২॥ মণ। সূর্য্যের আলোকঠ বা কর্ত চূণের গোলা Hydrogen এবং Oxygen মিশ্রিত অগ্নিশিখায় পোড়াইলে এমন আলো হয় যে, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। এমন উজ্জ্বল গোলা সূর্য্যের সম্মুখে ধরিলে একটি কাল গোলার মতন দেখায়।

সূর্য্য-কিরণ সৌরজগতের সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে। সেজন্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষাকৃত অতিশয় অল্প তেজ পায়। সূর্য্যের তেজকে যদি দুইশত সাতাশ মিলিয়ন অর্থাৎ বাইশ কোটি সত্তর লক্ষ ভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে তা'র মধ্যে পৃথিবী একটি ভাগমাত্র পায়।

সূর্য্যের দ্বারা আমাদের কি উপকার হয় ? আমরা সকলেই মোটামুটি জানি, সূর্য্য আলোক ও বাষ্প দেন ; কিন্তু এ বিষয়ের বৃত্তান্ত সকলে জানে না। আলোক এবং উত্তাপ ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচে না। যেখানে যতপ্রকার তাপ আছে, কি আমাদের শরীরে, কি আমাদের বাহিরে, সে সমস্তই সূর্য্য তেজের অংশ। এই তেজ আমাদের রক্ত পরিষ্কার করে এবং সমস্ত শারীরিক-যন্ত্রচালনায় সহায়তা করে। সূর্য্যতেজে ও আলোকের ফলে উদ্ভিদের এমন নয়নতৃপ্তিকর সবুজবর্ণ হয়। এই বর্ণ আমাদের জীবনের বড় উপকারী। সূর্য্যতেজের chemical বা রাসায়নিক শক্তির দ্বারা carbonকে oxygen হইতে বাহির করিয়া উদ্ভিদ্ এবং জীবের জীবন রক্ষা হয়। আমাদের দেহযন্ত্র সূর্য্যের শক্তিতেই চলে।

আহা! আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর জন্য কৃপাময় বিধাতা এতবড় বিশাল সূর্য্য এবং সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছেন ?

"তাঁর গুণে পূর্ণ জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা !
প্রকাশে জগৎ তাঁর মহিমার কণিকা।"

আলোক।

যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য খাইলে আর পরিষ্কার বায়ু সেবন করিলেও আলোকের অভাবে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি না। আলোক ও উত্তাপ পরস্পর সংযুক্ত। সেইজন্য ঘরের দীপ নিবাইলে ঘর ঠাণ্ডা হয় ; আলোকের অভাবেই রাত্রি দিন অপেক্ষা ঠাণ্ডা।

মাঠে দূর্ব্বা-ঘাসের উপর একখানা ইট রাখিয়া কয়েক দিন পরে তাহা তুলিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, ঘাসগুলি হলদে বা ফ্যাকাসে-বর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘাসগুলা অনেক দিন চাপা থাকিলে একেবারে মরিয়া যায়। যে-সকল গাছ ও শাকসব্জি আওতায় পড়ে, সেগুলা একেবারে মরিয়া না গেলেও, ভালরূপ হয় না। অন্ধকার ঘরে বা সঙ্কীর্ণ সহরে যাহারা বাস করে, তাহারা পাণ্ডুবর্ণ হয়। পূর্ব্বকালে বন্দীদিগকে জমির মধ্যে অন্ধকার ঘরে রাখা হইত। তাহারা খাদ্য এবং বাতাস পাইয়াও শীঘ্র মরিয়া যাইত। অন্ধকার ঘরে থাকিলে কেবল যে বর্ণ বিবর্ণ হয়, তাহা নয় ; সমস্ত শরীর দুর্ব্বল হয় এবং রোগ-প্রবণতা বাড়ে।

আলোকের অভাবে এরূপ কেন হয় ? গাছ বাতাস হইতে Carbonic Acid এবং ভূমি হইতে লবণ ও জল লইয়া আপনার দেহ গঠিত করে। প্রথমে 'কার্‌বন'কে

(কয়লা) চিনি করে; চিনির দ্বারা গাছের কাষ্ঠ ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। এই জন্য সকল গাছের মধ্যে এত (starch) শ্বেতসার। শ্বেতসার পুড়ালে চিনি হয়। চিনি করিবার কল—গাছের সবুজ পাতা। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা গাছের পাতা দেখিলে দেখা যায় যে, পত্রের কতক অংশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলা আছে। এই গোলাগুলিই চিনি করিবার কল। সূর্য্যালোক এই কলকে নির্ম্মাণ করে এবং চালায়। গাছের সবুজবর্ণ বাতাস হইতে Carbon লইয়া oxygen ছাড়িয়া দেয় বলে, বাতাস পরিষ্কার হয় এবং উহা আমাদের দেহের নানাপ্রকার কাজ করে।

যেমন গাছ-সম্বন্ধে তেমনি আমাদের রক্ত-সম্বন্ধেও সূর্য্যালোকের প্রয়োজন। রক্তে (serum সিরম আছে। 'ব্লিষ্টারের' ফোস্কা গলে যে প্রকার রস বাহির হয়, সিরম সেই প্রকার। এই সিরমে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল গোলা এবং অল্পসংখ্যক সাদা গোলা আছে। লাল গোলার বর্ণই রক্তের বর্ণ। যে রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, সাদা গোলাগুলি তাহা নষ্ট করে। রক্তের বর্ণ যতই লাল হয়, ততই ভাল। রক্তবর্ণই আমাদের মাংস ও ত্বকের বর্ণ। সূর্য্যের আলোক আমাদের শরীরে পড়িলে, আমাদের শরীর একপ্রকারে উত্তেজিত হইয়া লাল রক্ত তৈয়ারি করে। লাল রক্ত ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য ভাল জীর্ণ হয় না এবং আমাদের নিঃশ্বাসের ঠিক্ রকম কাজ হয় না। সেজন্য আমরা দুর্ব্বল হই এবং আমাদের বর্ণ পাণ্ডু হয়। যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্যালোক ও তাপের প্রয়োজন। কিন্তু অতিশয় আলোক বা তেজ মহানিষ্টকর। এমন কি সময়ে সময়ে তাহাতে আমরা মরিয়া যাইতে পারি।

শ্রীরাজমোহন বসু।

কি নাই আমার?

১

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
দিলে প্রিয় পরিজন, সহায়-সম্বল-ধন,
যতন-সোহাগ-স্নেহ নিকটে সবার;—
তা'র বেশী ও-চরণে কি চাহিব আর?

২

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
দিলে রম্য সুশোভন, কি প্রাসাদ অতুলন,
দাসদাসী অগণন নিতে সেবা-ভার;—
তা'র বেশী ও চরণে কি চাহিব আর?

৩

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
মিটাতে প্রবল তৃষা, রহে প্রাণে ভালবাসা;
সন্তোষ-সান্ত্বনা দিলে আরাম অপার;—
তা'র বেশী ও-চরণে কি চাহিব আর?

৪

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
করিলেও এত দান, সবি ভগ্ন, সবি ম্লান!
দাও নি "জীবন" যে গো যা' রহে সবার!—
"সার্থক-জীবন" বিনা নাহি চাহিবার।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

লাবপুর।

ইহা বীরভূম-জেলার সিউড়ী-মহকুমা-ভুক্ত একটী গ্রামমাত্র। আদমপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ইহা প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার লোক-সংখ্যা ৭৫০। এখানে একটী এন্‌ট্রেনস্ স্কুল, একটী মাইনর স্কুল, একটী বালিকা-বিদ্যালয়, একটী সংস্কৃত টোল, একটী চিকিৎসালয়, সব-রেজেষ্টারি অফিস, পুলিস ষ্টেশন এবং পোষ্ট-অফিস্ আছে। গ্রামটী পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত। প্রবাদ এইরূপ যে, সতীর ওষ্ঠাধর এখানে পতিত হয়। এখানকার ফুল্লরাদেবীর মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের সংলগ্নীভূত একটী স্থানে শৃগালগণকে আহার দেওয়া হয়। জীবের প্রতি হিন্দুদিগের কিরূপ দয়া, তাহাই দেখাইবার জন্য, বোধ হয়, শিবা-ভোগ হইয়া থাকে। ভাতই ভোগের উপকরণ। শৃগাল যাহা খাইতে না পারিয়া ফেলিয়া রাখে, তাহাই হিন্দুগণ প্রসাদ বলিয়া ভক্ষণ করে। শৃগাল-গুলি একপ্রকার পোষা বলিলেই হয়। রূপী সুপী বলিয়া ডাকিলেই তাহারা সন্নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া নিকটে আগমন করে। মন্দিরের সন্নিকটে ৩০০ বিঘা জমি লইয়া একটী শুষ্ক হ্রদ আছে। ইহা 'দল-দল'-নামে খ্যাত। ইহার কোনও স্থানের উপর দণ্ডায়মান হইলে অনেকটা স্থান স্পন্দিত হইতে থাকে বলিয়া ইহার নাম 'দল-দল' হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহাই রামায়ণোক্ত দেবী-দহ। এইস্থান হইতেই রামচন্দ্র নীলপদ্ম লইয়া দুর্গা-দেবীর পূজা করেন।

নলহাটী।

বীরভূম-জেলার অন্তঃপাতী রামপুরহাট-মহকুমার ইহা একটী গ্রামমাত্র। লোক-সংখ্যা ১৬৩৬। এখানে একটী পুলিস ষ্টেশন, সব-রেজেষ্টারী অফিস, মধ্যবৃত্তি বিদ্যালয়, ইন্‌স্‌পেক্‌সন বাঙ্গালা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। স্থানটী চালের মণ্ডী। চালের ব্যবসায় ব্যতীত এস্থানে কাঁসা ও পিত্তলের দ্রব্যাদিরও ভূরি বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা রাজা নলের রাজধানী ছিল। অদ্যাপি রাজধানীর ভগ্নাবশেষ সহরের সন্নিকটে 'নলহাটী জীলা'-নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দৃষ্ট হয়। এখানে মুসলমানগণের সহিত হিন্দু রাজার ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। পাহাড়ের নিম্নভাগে একটী শীতল নির্ঝরিণী আছে। অপর প্রবাদ এই যে, সতীর কণ্ঠদেশ এখানে পতিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'নল' হইয়াছে। এখানকার মন্দিরটী 'ললাটেশ্বরী'-নামে খ্যাত। অন্য প্রবাদ এই যে, সতীর ললাটদেশ এস্থানে পতিত হয়। যাহা হউক, স্থানটী যে পীঠস্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিরীটেশ্বরী।

মুর্শিদাবাদ-জেলার লাল-মহকুমায় ভাগীরথীর পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে কিরীটেশ্বরীর মন্দির আছে বলিয়া সেই নামে গ্রামটীর নামকরণ হইয়াছে। এখানে সতীর কিরীট পতিত হয়। ভবিষ্য পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে এ বিষয়ের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিরীটাস্থিটী লাল রেশম দ্বারা

আচ্ছাদিত থাকে। সুতরাং, লোকে তাহা দেখিতে পায় না। এখানে অনেকগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটীতে ১৭৬১ খৃ খোদিত আছে। মন্দিরগুলির সংস্কার আবশ্যক।

জল্পেশ।

ইহা জলপাইগুড়ি-জেলার দক্ষিণে ময়ণা-গুড়ি-পরগণার একটী গ্রামমাত্র। লোক-সংখ্যা ২০৮৮। এখানে শিবের মন্দির অবস্থিত। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাণনারায়ণ-নামক জনৈক কুচবিহারের রাজার দ্বারা যে পুরাতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানের উপর উক্ত মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী অত্যন্ত বৃহৎ ও সুন্দর। উপরের খিলানটীর ব্যাস ৩৪ ফিট। মন্দিরটী ঝরোদা-নদী-তটে অবস্থিত এবং খাত-দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

এখানকার শিবলিঙ্গটী অনাদি বলিয়া কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। শিবরাত্রের সময় এখানে একটী মেলা হয়। মেলাটী তিন সপ্তাহ থাকে। জেলার সকল স্থান হইতে এই মেলায় লোক সমাগত হয়। এতদ্ব্যতীত রংপুর, দিনাজপুর হইতেও লোক আসিতে দেখা যায়। ভুটিয়াগণ দার্জ্জিলিং, বক্সা এবং ভুটান হইতে কাপড়, কম্বল, টাট্টু এবং চাম্ড়া বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে এবং কার্পাস, উর্ণাবস্ত্র, পান এবং তামাক ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। মেলাটী খুব জাঁকাল হইয়া থাকে।

বক্সর-(বাঘসর)।

ইহা সাহাবাদ-জেলার একটী সহরমাত্র। ইহা গঙ্গানদী-তটে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ১৩৯৪৫। স্থানটী কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল দূরবর্ত্তী। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দ্বারা যাত্রিগণ বক্সরে যাইয়া থাকে। সহরটী বাণিজ্যের কেন্দ্র।

বেদ-প্রণেতা অনেক ঋষিই বক্সরে বাস করিতেন বলিয়া ইহার পৌরাণিক নাম 'বেদগর্ভ'। অন্য প্রবাদ এই যে, বক্সর-নামটী 'অঘসর' নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অঘসর-নামে এখানে একটী পুষ্করিণী আছে। অঘসরের অর্থ পাপ-বিমোচক। কালে অঘসর বঘসরে পরিণত হইয়াছে। অন্য কিংবদন্তী এই যে, বেদসীরা নামে জনৈক ঋষি দুর্ব্বাষা'কে ভীত করিবার নিমিত্ত ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপে তাঁহাকে সেই ব্যাঘ্র-মূর্ত্তিতেই থাকিতে হয়। অনন্তর তিনি অঘসরে স্নান করিয়া গৌরীশঙ্করের পূজা করিলে স্বীয় পূর্ব্বরূপ ধারণ করেন। পরন্তু তিনি স্বীয় ব্যাঘ্রমূর্ত্তি-পরিগ্রহের স্মৃতি রাখিবার জন্য স্থানটীকে 'ব্যাঘ্রসর' বা 'বাঘসর'-আখ্যা দেন। বক্সরের নানা স্থান নানা নামে খ্যাত। যথা—রামেশ্বর, বিশ্বামিত্রের আশ্রম এবং পরশুরাম। এখানকার রামেশ্বর-নাথ মহাদেবের একটী বিখ্যাত মন্দির আছে। দূর দূর হইতে লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে।

বকসরে অযোধ্যার নবাব উজির সুজাউ-দ্দৌলা এবং বঙ্গের স্বাধীন নবাব মীরকাসিম পরাজিত হ'ন্।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

পরিচয়।

এবার তোমারে চিনেছি হে প্রিয়,
চিনেছি তোমারে আমি ;
তুমি সীমার মাঝারে অসীম হইয়া
সম্মুখে আসো গো নামি !
তুমি বিরহ-ব্যথিত হৃদয়ে আমার
হঠাৎ কখন আসি,
অন্তর-মাঝে গোপন থাকিয়া
বহু কথা ভালবাসি !
তুমি মথিত কর গো হৃদয় আমার
দারুণ আঘাত দিয়া,
তুমি অন্তর-মাঝে তুষানল জ্বাল
পূত করিবারে হিয়া !
তুমি নির্ম্মল নীল শরদ্-গগনে
চন্দ্রকিরণে ভাস ;
মধুমাসে তুমি দখিন পবন
বেয়ে বেয়ে কাছে আস !
রক্ত রঙীন ফাগুয়ার মত
উদয়-অচল হ'তে,
পূর্ব্ব তোরণে হাসিয়া দাঁড়াও
সোনার কিরণ সাথে !
গোধূলির ধূলি মাখিয়া তুমি গো
দেখাও কতই রঙ্গ ;
শেষে সন্ধ্যার মাঝে লুকাইতে চাও
আঁধারে আবরি অঙ্গ !
সেই সে তুমি গো অন্তরে মোর
আছ অন্তরযামী,
এবার তোমারে চিনেছি হে প্রিয়,
চিনেছি তোমারে আমি।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২১)

সমস্ত দিনটা নানা গোলমালে কাটিয়া গেল। নমিতা কেবল ভাবিতে লাগিল, কাল বাদ পরশু, আবার সেই হাঁসপাতালে গিয়া পুরাতন কাজে নিযুক্ত হইতে হইবে। ছিদ্রান্বেষী 'মাতব্বর'-গণের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য সতর্ক ভাবে চক্ষু-কর্ণ রুদ্ধ করিয়া, নিতান্ত নিরীহ জন্তু সাজিয়া, অকাতরে সব উৎপাত সহিয়া যাইতে হইবে! কি চমৎকার কর্ত্তব্য-পালন! মূক-অস্বস্তি-পীড়নে, তাহার অসহায় ক্লান্ত মনটা এক এক সময় নিরুপায় ক্ষোভে জিঘাংসায় উদ্দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। নমিতার মনে হইতেছিল, 'আঃ, ভাগ্য-বশে আজ যদি কোন একটা কর্ম্মখালি-বিজ্ঞাপন'-দাতার ঠিকানা হইতে হঠাৎ নিয়োগ-পত্র আসিয়া পড়ে, তবে বড় সুবিধাই হয়! ডাক্তারসাহেবকে একটি কথা জানাইবার অপেক্ষামাত্র :—আমার ইস্তফা গ্রহণ করুন।' ব্যস্ তারপর এক মুহূর্ত্তও কালক্ষেপ নয়। এই খল-স্বভাব মানুষগুলার সংস্রব এড়াইয়া হাপ ছাড়িয়া সে বাঁচে! যমালয়ের নূতনত্বও আজ নমিতার কাছে শ্রেয়স্কর, যদি এই

পুরাতন-পীড়নের সীমা ডিঙ্গাইয়া সে যাইতে পারে!

সন্ধ্যার পরে মা'র ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া সমিতা ও সুশীলকে পড়াইতে পড়াইতে নমিতা অন্যমনস্ক হইয়া ঐ সব কথা ভাবিতেছিল। এইরূপ সময় বাহির হইতে লছ্মীর-মা ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। নমিতা উঠিয়া যাইতেই লছমীর মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া, চুপি চুপি বলিল, 'মা'র রাত্রে খাইবার দুধ্টুকু সব বিড়ালে খাইয়া গিয়াছে। এখন উপায়? মা ত শুনিতে পাইলে আর কিছু খাইতে চাহিবেন না! কিন্তু তাঁহার মত রুগ্ন দুর্ব্বল মানুষকে অনাহারে রাখা সম্পূর্ণ অনুচিত। সুতরাং, একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে যে!'

পুরাতন চাক্রীতে ইস্তফা দেওয়া এবং নূতন চাক্রীতে বাহাল হওয়ার যত কিছু কল্পনা-বিপ্লব চকিতে নমিতার মস্তিষ্ক হইতে অন্তর্হিত হইল। হতবুদ্ধি হইয়া সে বলিল, "মা'র দুধ্! সর্ব্বনাশ! না লছ্মীর মা, মা'র দুধ চাই-ই। যেমন করে হোক্ যোগাড় কর।"

লছ্মীর মা শঙ্কর-চাকরকে ডাকিল। সে বলিল, "নগদ পয়সা পাইলে এখনই সে যেরূপে হৌক্, দুগ্ধ আনিয়া দিতে পারে।"

মা'র কাছে ঐ সামান্য পয়সার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে যাওয়ার ইচ্ছা নমিতার হইল না, কিন্তু তাহার নিজের কাছে যে পাই-পয়সাও একটি অবশিষ্ট নাই, তাহাও খুব ভাল করিয়া তাহার মনে পড়িল। তবুও কি জানি, যদি কোনও দিনের কিছু খুচ্রা জমা বাক্সটায় পড়িয়া থাকে! এই ভাবিয়া সংশয়ে উদ্বিগ্ন নমিতা বলিল, "আলোটা একবার দেখাও, লছ্মীর মা! বাক্সটা খুল্বো।

স্বীয় শয়নকক্ষে আসিয়া নমিতা হাত-বাক্সটা খুলিল; দেখিয়া বলিল,—'কিছু নাই, কিছু নাই!' যখন যাহা পায়, তখনই হিসাব বুঝাইয়া মা'র হাতে সে সব সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়! নিজের খরচ বলিয়া, বা হঠাৎ যদি দরকার পড়ে বলিয়া, কখনও ত এক পয়সা সে সরাইয়া রাখে নাই। পাছে মা'র হাত-খরচে অকুলান পড়ে, পাছে তাঁহার অসুবিধা হয়, ইহাই ভাবিয়া নমিতা সঙ্কুচিতা হইয়া থাকে; নিজের প্রয়োজনের কথা কখনও ভাবিবার সময় পায় নাই। আজ সহসা এ যে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার!

নিজেকে মূর্খ, নির্ব্বোধ, অর্ব্বাচীন, অপরিণামদর্শী—যা ইচ্ছা তাই বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া, সমস্ত বাক্সটা ওলট্ পালট্ করিয়া দেখিতে দেখিতে, কাগজপত্রের সহিত ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই নোট-দুইখানি নমিতার হাতে উঠিল।—নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! সে-দিন সে এই বাক্স'র মধ্যে কখন্ নোট-দুইখানা রাখিয়াছে, কিছুই মনে নাই! নোটের কথাই যে একেবারে সে ভুলিয়া গিয়াছে!

নোট-দুইখানা চোখের সাম্নে তুলিয়া ধরিতে নমিতার সাহস হইল না। একখানা কাগজ টানিয়া তাহার উপর চাপা দিয়া, নিঝুম হইয়া সে ভাবিতে লাগিল। বুকের ভিতর কি যেন একটা ভয়ঙ্কর গুরুভার বস্তু, সবেগে তোলাপাড়া হইতে লাগিল!

খানিকটা পরে, সহসা মুখ তুলিয়া অস্বাভাবিক বিকৃত কণ্ঠে নমিতা বলিল, "লছ্মীর মা, আজকের মত ঐ ক'টা পয়সা

কারো কাছে ধার নিতে পার ?—" নমিতার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল। সে মুখ নত করিল।

বহুদিনের পুরাতন-বিশ্বাসী লোক লছ্মীর মা অতি-শৈশব হইতে নমিতাকে নিজ-হাতে মানুষ করিতেছে। এই সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখের সহিত তাহার জীবন-স্রোত এক সঙ্গে মিশিয়া বহিয়া যাইতেছে।—এই সংসারের প্রাণীগুলির সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। লছ্মীর মা নমিতার ভাব দেখিয়া অবস্থা বুঝিল; মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, হাসি-মুখে গর্ব্বিতভাবে বলিল, 'তার জন্য কি হইয়াছে ? আমার ভাঙ্গা-তোরঙ্গটা খুঁজিলে পুরাতন কাপড়-চোপড়ের সহিত এখনই অমন দুই দশ আনা খুচ্‌রা পয়সা পাওয়া যাইবে। এতক্ষণ বলিতে হয় !"

আলো রাখিয়া লছ্মীর মা চলিয়া গেল। সে পয়সা যোগাড় করিতে পারিল কি না, তাহা জানিতে যাইবার শক্তি বা সাহস কিছুই নমিতার জুটিল না। নমিতার বেশ মনে হইল লছ্মীর মা'র হাতে একটি পয়সা নাই। তাহার মাহিনার টাকা ত মাসে মাসে পোষ্ট অফিসে বিমল জমা দিয়া ফেলে। খুচরা পয়সা আসিবে কোথা হইতে ?......শুধু নমিতাকে আশ্বস্ত করিবার জন্যই, বোধ হয়, সে নিজের সঞ্চয়-সম্বন্ধে এত জোরে 'মুখ-সাপট' করিয়া গেল। এইবার নিশ্চয় শঙ্কর-চাকর বা গৌরী-পাঁড়ের নিকট ধার লইবে ! ছিঃ ! কি লজ্জা ! এত দৈন্যগ্লানি !...হে ভগবন্, এ কি লাঞ্ছনা !

নমিতা বড় দুঃখে নীরব হাসি হাসিল ! দর্পহারী নারায়ণ এই ত দর্প চূর্ণ করিলেন ! কতটুকু শক্তি দিয়া যে তিনি তাহার মত ক্ষুদ্র জীবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহার ওজনএই এক অভাব-সংঘাতে পরিষ্কার করিয়া দেখাইলেন্ নয় কি? সে দুর্ব্বল, অক্ষম, —জগতের নগণ্য জীব ! গণ্যমান্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তির অন্যায় তাহাকে নীরবে সহিতে হইবে ; সহিতে সে বাধ্য ! ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠ', তাহার পক্ষে অপরাধ ! অপরাধ ! মহাপরাধ !

মনের অবস্থাটার সংশোধন না করিয়া মা'র ঘরে যাওয়া চলে না। নমিতা পড়িবার ঘরে আসিয়া চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিল। বিমল এখনও বেড়াইয়া আসে নাই। টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছিল। একখানা বই টানিয়া লইয়া নমিতা পড়িতে সুরু করিল।

একটু পরে বারেণ্ডায় জুতার শব্দ হইল। বিমল আসিবে বলিয়া তখনও বাহিরের দুয়ারে খিল বন্ধ করা হয় নাই। কে যেন দুয়ার ঠেলিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিল। নমিতা মনোযোগ দিল না ; ভাবিল বিমলই হইবে। আগন্তুক ধীরে ধীরে আসিয়া, ঐ দিকের দ্বার ঠেলিয়া, সতর্কতা-জ্ঞাপক একটু শব্দ করিল।

"বিমল ?"—বলিয়া নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল ; দেখিল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ-দিক্ ও দিক্ চাহিয়া দত্তজায়া ঘরে ঢুকিতেছেন ! এ কি অভাবনীয় ঘটনা ! ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সসৌজন্যে বলিল, "আসুন্, আসুন্, নমস্কার ; সবাই ভাল আছেন্ ত ?—"

গম্ভীর মুখে দত্তজায়া বলিলেন, "একলা বসে রয়েছ যে, আর কেউ নাই ?—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোধ হইল, তিনি যেন আর কাহারও উপস্থিতি-বিষয়ে খুব আশা করিয়া আসিয়াছিলেন !

সে নাই দেখিয়া, হতাশ হইতেছেন! নমিতা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না; গোলে পড়িয়া থতমত খাইয়া বলিল, "মেজ-ভাই 'বল' খেল্‌তে গেছে; সমি-সুশীল, মা'র কাছে রয়েছে; পড়্‌ছে তারা।—আপনি বসুন্‌।"

নমিতা চেয়ারটা টানিয়া তাঁহার দিকে সরাইয়া দিল। দত্তজায়া বসিলেন না; তাচ্ছীল্য-ভাবে সেটা একটু ঠেলিয়া পিছু হটাইয়া দিয়া বলিলেন, "ক'দিন খবর পাই নি, তাই দেখ্‌তে এলুম, হাতটা কেমন আছে—?"

দত্তজায়ার এই অযাচিত আগমনটা নমিতাকে যেন এক মুহূর্ত্তে আনন্দে ও আশ্চর্য্যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল; দত্তজায়ার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে, সে সরলা বালিকার মত আগ্রহ-ভরা মুখে তাড়াতাড়ি হাতখানা সাম্‌নে বিস্তার করিয়া, সহাস্যে বলিল, "বেশ আছে। আজও ব্যাণ্ডেজ আছে; কাল থেকে মলম দেব, ভাব্‌ছি। তারপর, আপনি,—হাঁ, এ দিকে এখন কোথায় গেছ্‌লেন্‌?"

দ্বারের দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "একটা 'কলে' গেছ্‌লুম, ডাক্তারবাবুও সঙ্গে ছিলেন।...... আমি বল্লুম, এর সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন্‌।"—

বিস্ময়ে চমকিয়া নমিতা বলিল, "সে কি! উনি বাইরে! বল্‌তে হয়!" তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে আলোটা তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া সলজ্জ হাস্যে নমিতা দত্তজাকে বলিল, "আপ্‌নিও দয়া করে সঙ্গে আসুন্‌; একবার বস্‌তে বলবেন।"

একটু উপেক্ষার সহিত দত্তজায়া বলিলেন, "তিনি ঐ খানেই আছেন। তুমিই বল না!"

"কি—?" বলিয়া বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া ডাক্তার মিত্র টুপী খুলিয়া দ্বারসম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। স্বভাব-সিদ্ধ অতি গ্রাম্ভারী চালের মর্য্যাদা রাখিয়া ডান পা চৌকাঠের উপর তুলিয়া চকিত-কটাক্ষে গৃহমধ্যে চাহিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কেউ নেই দেখ্‌ছি! একলা আছ? ঘরে ঢুকতে পারি?"

কথাটা পরিহাসের দিক্‌ হইতে গ্রহণ করাই উচিত, ভাবিয়া নমিতা বিনীত হাস্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "অনুগৃহীত হ'ব। আসুন্‌, আসুন্‌।"

এমন মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনার জন্য আরও অনেক বাক্যাড়ম্বর-কৌশল ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু নমিতার অনভ্যস্ত রসনায় তেমন কিছু যোগাইল না। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এ চেয়ারটা এ-দিকে ও চেয়ারটা ও-দিকে টানিয়া ঠেলিয়া, বিব্রতভাবে অদ্ভুত হুটাপাটি বাঁধাইয়া, সে নিজেই নিজের আচরণে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বাস্তবিক এ-সব রীতি-বদ্ধ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন-প্রথা নমিতা সবই ভুলিয়া গিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর হইতে গৃহে অতিথি-সমাগম বন্ধ হইয়াছে। কখন 'ডাক' দিবার জন্য কোন ভদ্রলোক আসিলে, বিমলই নমিতার 'মুস্কিল আসান' হইয়া দাঁড়ায়; আজ এই স্বাগত-সম্ভাষণের প্রয়োজন মুহূর্ত্তে, নিজের অপটুতার সহিত বিমলকুমারের ক্ষমতার উপর নমিতার মনে মনে বেশ একটু শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের উদয় হইল। কোন রকমে আত্মসংবরণ করিয়া ত্রুটির জন্য

ক্ষমা চাহিয়া দত্তজায়াকে সে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল। ডাক্তার মিত্র টুপিটা টেবিলে রাখিয়া অন্য চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। গম্ভীর ভাবে চারিদিকে চাহিয়া গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন, "হাতটা কেমন আছে, মিস্ মিত্র? ঘা শুকিয়েছে বেশ?"

দত্তজায়ার চেয়ারের পাশে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সবিনয়ে বলিল, "অনেকটা শুকিয়েছে।"

মনে মনে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে নমিতা ভাবিল, ছিঃ, এই শিষ্টস্বভাব ভদ্রলোকটির বিরুদ্ধে কত কথাই সে মনে স্থান দিয়াছে! বুদ্ধির ত্রুটি ধরিয়া কেহ তাহাকে 'ছেলে মানুষ' বলিলে নমিতা রুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে-রাগ নিতান্তই ন্যায়-বিগর্হিত! এই ত তাহার ছেলে-মানুষীর প্রমাণ হাতে হাতে ধরা পড়িল! সত্যই ত, কখন্ কি ক্ষেত্রে, কি একটু সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করিয়াছেন বলিয়া, ভদ্রলোক কি তাহাই ধরিয়া বসিয়া আছেন? তাঁহার কি অন্য কাজ নাই? নিশ্চয়ই তিনি গোলমালে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন! নমিতারই দোষ! সে নিজের সঙ্কীর্ণ মনের মধ্যে, রাজ্যের জঞ্জাল জড় করিয়া, উন্মাদ-বিপ্লবে ধূলা ছড়াইয়া নিজের চোখে-মুখে মাখিতেছে, আর পরের দোষ আবিষ্কার করিয়া নানাবিধ কাল্পনিক অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে! কি দুর্ভাগ্য!

টেবিলের উপর হইতে কলমটা তুলিয়া লইয়া একটুকুরা কাগজে কালীশূন্য নিব্‌টা খচ্ খচ্ করিয়া বুলাইতে বুলাইতে, ডাক্তার মিত্র বিজ্ঞভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "গ্রহের ফের! একটা সামান্য ক্রুশ বিঁধে কি কষ্ট পাওয়া! আমি প্রায়ই মনে করি আস্‌ব; হ'য়ে উঠে না।—যে কাজের ভিড়!"

নমিতা দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত-ভাবে বলিল, "আপনারা এখন 'কল' থেকে ফিরছেন? চা খাওয়া হয় নি বোধ হয়? একটু 'চা'য়ের বন্দোবস্ত করি, কি বলুন?

বাধা দিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, 'না না, চায়ে কাজ নেই; বরং পান-টান্ থাকে ত দুটো দাও—।"

"এই যে আন্‌ছি,—" বলিয়া নমিতা বাড়ীর ভিতর দিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল; ক্ষণ-পরে ডিবা-শুদ্ধ পান আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল ও নিজে দুইটি পান তুলিয়া লইয়া দত্তজায়াকে দিল।

পান মুখে পূরিয়া দাঁতে করিয়া লবঙ্গ কাটিতে কাটিতে ডাক্তার মিত্র ঠিক্ যেন সম্মুখবর্ত্তিনী দত্তজায়াকেই লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সে দিন এক মজা হয়ে গেছে। মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধে গেছে, তা কি আমি জানি? আমি ভাব্‌লুম রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে ওরা গল্প-সল্প কর্‌ছে, কথাবার্ত্তা কইছে;——ব্যাঘাত দেওয়া অনুচিত ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে গেলুম। তাড়াতাড়িও ছিল। 'পোষ্ট-মর্টম কেস্' হাতে। কাজেই অত গ্রাহ্য করি নি; তা ছাড়া তেওয়ারী কম্পাউ-ণ্ডার ছিল ব'লে আমি আর দাঁড়ালুম্ না। তারপর ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্কের কাছে শুনলুম, মিস্ মিত্র দরখাস্ত করেছে, সাত দিন ছুটি চাই। মিস্ স্মিথ্ও তা'তে 'সাপোর্ট' করেছেন।—এই সব ব্যাপার! তাই জান্-

লুম। নইলে কে জান্‌ত, মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধেছে—?"

দত্তজায়া অত্যন্ত ভালমানুষীর সহিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা বৈ কি। না বল্লে আর মানুষ কি করে জান্‌বে? আমিই কি জান্‌তুম?—সেই বল্লুম্ আপনাকে; রাস্তায় হিতলালবাবুর সঙ্গে আস্‌ছিলুম্; নমিতাকে দেখে খেলা-পাগ্‌লা হিতলালবাবু তাস খেল্‌তে যাবার জন্য জেদাজেদি আরম্ভ কর্‌লে। তাঁকে জানেন ত? মান-অপমান জ্ঞান নেই! খেলার সঙ্গী হবার জন্য সবাইকে তিনি সাধেন; নমিতাকেও।—তা'পর ও রেগে উঠ্‌ল, মুখের উপর জবাব দিয়ে চলে এল; তখন ভদ্দরলোক থ' হয়ে গেলেন—।"

নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! হঠাৎ এ কি সুর-বৈচিত্র্য!......মনের মধ্যে অসহনীয় ক্রোধ-উত্তেজনা গর্জ্জিয়া উঠিল!— মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা,—সব মিথ্যা! ডাক্তার মিত্রের কথা মিথ্যা, দত্তজায়ার কথাও ত সব সত্য নহে! আশ্চর্য্য শক্তি! মুখে মুখে ইঁহারা এত মিথ্যা বানাইয়া বলেন কি করিয়া? নমিতার স্কন্ধে ইঁহারা যে-সব দোষ চাপাইতে চাহেন, সে-সকল মিথ্যা দোষকে নমিতা ভয় খায় না, কিন্তু মিথ্যা চাতুরী খেলিবার এই যে চেষ্টা,—ইহা নমিতা ঘৃণা করে, অত্যন্ত ঘৃণা করে! ডাক্তার মিত্র—শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান—অম্লানবদনে এই ঘৃণার্হ মিথ্যায় যোগ দিলেন! আর দত্তজায়া! না। হে ভগবন্, ধৈর্য্য দাও! ইঁহারা গৃহাগত অতিথি! নমিতার রসনা আজ নীরব অসাড় হইয়া থাউক।

নমিতার কপাল হইতে দর্ দর্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সে নত-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ রহিল।

ডাক্তার মিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "সুরসুন্দর তেওয়ারী, বুঝি, প্রত্যহ ড্রেস্ কর্‌তে আসে?—"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া নমিতা উত্তর দিল, "সুর-সুন্দর নয়; সমুদ্রপ্রসাদ সিং আসেন।"

তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "কি রকম? আজ আমি যে নিজে দেখেছি, সুরসুন্দর এসেছিল!"

ধীর স্বরে নমিতা বলিল, "হাঁ, শুধু আজ সমুদ্র সিংহের সঙ্গেই এসেছিলেন।—"

"যাই হোক্, এসেছিল ত?" এই বলিতে বলিতে ডাক্তার মিত্রের মুখপানে চাহিয়া দত্তজায়া একটু অর্থপূর্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। ডাক্তার মিত্রের অধরেও হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া টুপিটা টানিয়া লইয়া তিনি উঠিয়া দত্তজায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর নয়, এবার উঠে পড়ুন্—।"

দত্তজায়া উঠিলেন। শঙ্কর চাকর "ভদ্দর আদ্‌মীদের" আগমন-সংবাদ শুনিয়া আলো দেখাইবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। সে দ্বার-সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। ডাক্তার মিত্র নমিতাকে শুনাইয়া শুনাইয়া পার্শ্ববর্তিনী দত্তজায়াকে বলিলেন, "কি জানেন? মিস্ স্মিথ্‌ই বলুন, আর সুর-সুন্দর তেওয়ারীই বলুন,—কাশীমিত্রি, নিম-তলা, সবাইকেই চিনি। যতই যা হোক্, ওঁরা আমাদের পর, বিদেশী; ওদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে গেলেই যে ঠক্‌তে

হবে, লোকে তাতে ঠাট্টা করতে ছাড়বে কেন ?"

দত্তজায়া ততোধিক গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, "তা তো বটেই !—আর শুধু পর ? চিরদিনটা ইতর-সংসর্গে বাস ! ওঁরা যে কি দরের মানুষ !

খুব একটা প্রকাণ্ড গূঢ়ার্থ-সূচক শ্লেষের হাসি হাসিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "থাক্, থাক্, সে কথায় আর কাজ নাই। যাঁরা না জানেন্, তাঁদের কাছে আর ও-সব তোলা কেন ?—চেপে যান্। আসি মিস্ মিত্র, নমস্কার !" তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন।

নমিতা বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। তাহার হাত পা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একটা বিশ্রী বিভীষিকার আতঙ্ক তাহার সর্ব্বশরীরে যেন অগ্নি-ঝলক্ ছড়াইয়া দিল। সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রীগুলা যেন যন্ত্রণায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল ! হে ভগবন্, সে এ কি শুনিল ! এ কি ভয়ঙ্কর, এ কি অসম্ভব কথা ! মিস্ স্মিথের চরিত্র-সম্বন্ধে কুৎসিত-ইঙ্গিত ! স্মিথ্ চিরদিন ইতর-সংসর্গে বাস করিয়াছেন ! ......কি সাংঘাতিক বাণী ! তাহা কি সত্য? তবে তিনি দেবতার মত অমন অমায়িক স্নেহভরা হৃদয় কোথা পাইলেন ? অমন উদার উন্নত প্রাণ কোথা পাইলেন ? মিস্ স্মিথের স্বভাব এত জঘন্য ? তবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার এত মনোরম, এমন শ্রদ্ধাকর্ষক, এত ভক্তিযোগ্য কেন ? এ কি জটিল রহস্য !

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া নমিতা গুম্ হইয়া ভাবিতেছিল। মা ঘরে ঢুকিয়া হাপানির টানে থামিয়া থামিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ডাকিলেন, "নমি,—অ-নমি !" চমকিয়া মাথা তুলিয়া মাকে দেখিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল ; সজোরে আত্মদমন করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "আপ্নি এখানে কেন এলেন্ ? এত কষ্টে উঠা-হাঁটা করা !"

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া মা বলিলেন, "ওঁরা কি বলতে এসেছিল ? কোনো দর্কারী কাজ আছে ?—"

প্রসন্নভাবে নমিতা বলিল, "না, না, কিছুই না ! ডাক্ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাই দেখা করে গেলেন।"

একটু নীরব থাকিয়া মা পুনশ্চ বলিলেন, "স্মিথ্, সুরসুন্দর, এদের নাম করে কি সব বল্‌ছিলেন নয় ?"

নমিতা ভীত হইল। মা তাহা হইলে বাহির হইতে ডাক্তারবাবুর কথা শুনিতে পাইয়াছেন ! কি উৎপাত ! একে দুর্ভাবনা ও উদ্বেগে তাহার শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আবার এই সব ছেঁড়া-গ্যাঠা উপসর্গ !......মা'র মনটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য নমিতা অগ্রাহ্যের ভাবে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ; বল্লেন, ওঁরা বিদেশী, লোক ভাল নয় ; ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা অন্যায়।"

শঙ্কিত কণ্ঠে মা বলিলেন, "অন্যায় ?"

নমিতা ক্ষণেক নীরব রহিল ; তারপর ঈষৎ জোরের সহিত বলিল, "হ্যাঁ, ওদের মতে !......কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে পরকুৎসা নিয়ে সময় কাটানই অনেক মানুষের অভ্যাস। যার তার সম্বন্ধে যা-হোক্, তা-হোক, বলে দিতে পার্‌লেই হোল ; ওতে ত পয়সা-কড়ির খরচ নেই !"

সংশয়-ভীত দৃষ্টিতে কন্যার মুখপানে

চাহিয়া মাতা বলিলেন, "দ্যাখো, তবু ত বল্‌ছেন্, মা! স্মিথ্—হেন মানুষ, তাঁর সম্বন্ধেও……।" তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি থামিলেন।

একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে নমিতার বুক কাঁপিয়া উঠিল। নতমুখে সে ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিল; তারপর ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্ত কোমল কণ্ঠে বলিল, "যার যা ইচ্ছে, সে তাই বলুক্, মা!—মাথার উপর যিনি আছেন, তিনি সত্য-মিথ্যা সবই জান্‌ছেন্। তাঁর পানে চেয়ে কাজ করে যাব, তারপর যা তাঁর ইচ্ছা তাই হবে।"

মাতার ভয়ত্রস্ত বুক কাঁপাইয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস বাহির হইল। কিছু না বলিয়া তিনি ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। নমিতাও পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিল।

মা আসিয়া ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নমিতা তাঁহার পায়ের কাছে আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মুক্ত-মন্দিরে।

রুদ্ধ দুয়ারে আসি', নিতি নিতি ঘা দিয়ে,
ফিরে যাই ভগ্নপ্রাণে, ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে!
ল'য়ে আসি সযতনে ফোটা-ফুলে ভরা সাজি,
ফিরে যাই তাই ল'য়ে—অনুৎসৃষ্ট-ফুলরাজী!
ডেকে বলি, "কে আছ গো? মুক্ত করে
দাও দ্বার,
ভিতরে দেবতা মোর; পূজিব পা-দু'টী তাঁর!"
কাহারও সাড়া-শব্দ কোন দিন পাই নাই,
আঁধারেই এসে একা, আঁধারেই চলে' যাই!

* * * * *

একদিন পূর্ণিমার ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায়,
না লয়ে' কুসুম কোন, গেছি সেথা অনিচ্ছায়।
স্থির জানি মনে মনে, রুদ্ধ সে মন্দির মোর;
জানি না যে, অমানিশা হইয়া গিয়াছে ভোর!
চাঁদের আলোয় দেখি মন্দিরের মুক্তদ্বার,
কে যেন সাজিটী ভরে' রেখে গেছে ফুলভার!—
পরিপূর্ণ জীবনের পরিপূর্ণ আশা লয়ে'
প্রবেশিনু জ্যোৎস্নায় স্বরগের সে নিলয়ে।

শ্রীগুণমণি দেবী।

অষ্টাবক্রগীতা।

যুগ যুগ ধরিয়া আমাদিগের দেশের নরনারী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই জরা-মৃত্যু-রোগ-শোক-তাপময় অনিত্য সংসার হইতে মুক্তি-লাভ করিবার জন্য কি গভীর চিন্তা ও কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন! তাঁহাদের সেই তপঃ-সম্ভূত জ্ঞানরাশি অদ্য আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছে! নিরন্তর পরিবর্তনশীল এই ধরাধামের উপর দিয়া ঘোর বিপ্লব-বিদ্রোহের সহস্র ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইলেও, ধনবিভব সমুদয় লুন্ঠিত হইলেও, পুরুষপরম্পরানুক্রমে

দেশবাসী সেই পূর্ব্বতন ঋষিদিগের আবিষ্কৃত সত্যসকল সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়া ঋষিদিগের সেই জ্ঞানালোক অদ্যাপি শত সহস্র বিপথগামী পথিককে সৎপথে পরিচালিত করিতেছে। অষ্টাবক্রগীতা এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহা ব্রহ্মবিদ্যার উদ্বোধক একখানি অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম অবধূতানুভূতি * (অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অনুভবের বিবরণ)। ইহা মহর্ষি অষ্টাবক্র-প্রণীত বলিয়া সাধারণতঃ অষ্টাবক্রগীতা-নামেই প্রচলিত। ক্বচিৎ অধ্যাত্মশাস্ত্র-নামেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই গ্রন্থপ্রণেতা মহর্ষি গর্ভবাস-কালেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন। মহাভারত ও পুরাণপ্রভৃতিতে তাঁহার জীবনের বহুঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতান্তর্গত বনপর্ব্বের ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪তম অধ্যায়ে তাঁহার জীবনী যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা এস্থানে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

মহর্ষি উদ্দালকের কহোড়-নামে এক ছাত্র ছিলেন। তিনি অধ্যয়ন-সমাপ্তির পর গুরুকন্যা সুজাতাকে বিবাহ করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে ঋষিকন্যা সুজাতা গর্ভবতী হইলেন। একদা গর্ভস্থ বালক পিতার বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"হে পিতঃ, আপনি সমস্ত রাত্রি বেদাধ্যয়ন করেন, কিন্তু তথাপি তাহা সম্যক্ পঠিত হয় না। আমি আপনার প্রসাদে গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গ বেদ-চতুষ্টয় ও নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; তন্নিমিত্তই কহিতেছি যে, উহা আপনাকর্ত্তৃক সমীচীনরূপে পঠিত হইতেছে না।" মহর্ষি কহোড় তদ্বাক্যে অপমানিত হইয়া কহিলেন, "যেহেতু তুমি গর্ভে থাকিয়াই এতদূর বক্রস্বভাব, তজ্জন্য তোমার অঙ্গের অষ্টস্থান বক্র হইবে।" এই শাপের জন্য বালক অষ্টস্থানে বক্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হ'ন্ এবং অষ্টাবক্র-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্দালকের শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি বয়সে অষ্টাবক্রের তুল্য ছিলেন। কহোড় আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বাক্যে ধনার্থী হইয়া বিদেহরাজ জনকের সভায় গমন করেন, এবং তথায় বরুণপুত্র বন্দিকর্ত্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া পণানুসারে সমুদ্রমগ্ন হ'ন্। পিতার এই বৃত্তান্ত অষ্টাবক্রের নিকট গোপন করা হয়। অষ্টাবক্র উদ্দালকের প্রতি পিতার ন্যায় এবং মাতুল শ্বেতকেতুর প্রতি ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকেন। দ্বাদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে অষ্টাবক্র একদিন শ্বেতকেতুকে উদ্দালকের ক্রোড়ে দেখিয়া আকর্ষণ করেন। তাহাতে শ্বেতকেতু বলেন—"ইহা তোমার পিতার ক্রোড় নহে।" এই বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া অষ্টাবক্র মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হ'ন্। পরে তিনি মাতুল শ্বেতকেতুকে সঙ্গে লইয়া জনকের সভায় গমন করিয়া, বন্দীকে পরাজিত করিয়া বরুণলোকবাসী পিতাকে উদ্ধার করেন এবং গৃহে প্রত্যাগমনকালে পিতার উপদেশানুসারে সমঙ্গা-নদীর জলে স্নান করিয়া সম-অঙ্গবিশিষ্ট হন্। কিন্তু অঙ্গের

* যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥
যদ্বাক্ষরত্বাৎ বরেণ্যত্বাৎ ধূতসংসারবন্ধনাৎ।
তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাদবধূতোঽভিধীয়তে॥

বক্রতা দূর হইলেও তাঁহার 'অষ্টাবক্র'-নাম দূর হয় নাই।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাত-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যানটী প্রচলিত আছে। একদা মিথিলাধিপতি জনক চিন্তা করিতে থাকেন—"এই সংসার সদাই দুঃখপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়! আমরা কিছুক্ষণ সুখভোগ করিতে না করিতেই অতর্কিতভাবে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়! কখন্ কিরূপভাবে দুঃখ আসিবে, তাহার কোনও নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না। আমরা যতই সাবধান হই না কেন, যতই শ্রমশীল, উপার্জ্জনশীল অথবা ধনশালী হই না কেন, একেবারে দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি না। অতি-কষ্টে বর্ত্তমান দুঃখ-সকল হইতে পরিত্রাণের উপায় করিতে না করিতে আবার বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়! এমন কি, সুখভোগ-কালেও দুঃখের আশঙ্কায় বিদ্যমান সুখও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আবার একজাতীয় সুখ বহুবার ভোগ করিলে, তাহা হইতে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ পাওয়া যায় না। তখন যদি পুনরায় সুখের মাত্রা অধিক করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করা যায়, তবে ভোগাতি-শয্যে শরীর বিকল হইয়া পড়ে এবং চিত্ত অনবহিত ও প্রমাদযুক্ত হইয়া বহুতর বিপদ্-রাশির মধ্যে ধাবিত হয়। বস্তুতঃ, সুখেই হউক্, দুঃখেই হউক্, কোন প্রকারেই আমরা নিজেকে নিরাপদ্ বোধ করিতে পারি না। অতএব কিরূপে এই অসার সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু মুক্তপুরুষ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত, সেই পুরুষ ব্যতিরেকে আর কাহারও নিকট যথার্থ উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে না।" যখন রাজা জনক এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, তখন সেই স্থলে যদৃচ্ছা-ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি অষ্টাবক্র আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন্। তাঁহাকে দেখিয়া রাজার মনে হয়, 'এই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কুরূপ।' সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ অষ্টাবক্র রাজার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "হে রাজন্, আপনি দেহদৃষ্টি-পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মদৃষ্টিপরায়ণ হউন্। দেহ বক্র হইলেও আত্মা কখনও বক্র হয় না। হে রাজন্, যেরূপ নদী বক্র হইলেও তাহার জল বক্র হয় না, যেরূপ ইক্ষুযষ্টি বক্র হইলেও তাহার রস বক্র হয় না, সেইরূপ পাঞ্চভৌতিক এই দেহ বক্র হইলেও, আত্মা কখনও বক্র হয় না। আত্মা নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, এবং মুক্ত-স্বভাব। অতএব হে রাজন্, আপনি দেহদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া, আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হউন্।" ইত্যাকার বাক্য শ্রবণ করতঃ রাজা ব্রহ্মজ্ঞ গুরু-সন্দর্শনে সিদ্ধমনোরথ হইয়া মহর্ষির চরণবন্দনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। তখন অষ্টাবক্র যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই অষ্টাবক্রগীতা-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার মূল ও অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

বিশ্বেশ্বরস্বামি-প্রণীত অধ্যাত্মপ্রদীপ-নামে এই গ্রন্থের একখানি উৎকৃষ্ট টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ণানন্দতীর্থ, ভাস্বরানন্দস্বামী

এবং মুকুন্দমুনি যথাক্রমে এই গ্রন্থের তিনখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এগুলি অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

অষ্টাবক্রগীতা যে কত প্রাচীন, তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কিন্তু ইহা যে একখানি অতিপ্রাচীন গ্রন্থ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ইহার রচনাপ্রণালী অত্যন্ত সরল। দ্বিতীয়তঃ, ইহার সরলতা সত্ত্বেও ইহার চারিখানি বা ততোঽধিক টীকা বিরচিত হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন না হইলে এই অতিসরল গ্রন্থের এতগুলি টীকা হইত না। তৃতীয়তঃ, ইহা অদ্যোপান্ত সরল অনুষ্টুপ্‌ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। অতএব সম্ভবতঃ দীর্ঘচ্ছন্দঃসকল উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্বেই ইহা বিরচিত হইয়া থাকিবে। চতুর্থতঃ, এই গ্রন্থের একবিংশ প্রকরণে প্রত্যেক প্রকরণের শ্লোক-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ইহাতে দেখা যায়। এই সমস্ত শ্লোক কালে কালে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। এই সকল কারণে ইহাকে একখানি অতি-প্রাচীন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর মূল ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

অষ্টাবক্র-গীতা।

প্রথম-প্রকরণ।

জনক উবাচ।—

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তি র্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্রূহি মে প্রভো ॥১॥

রাজা জনক মহর্ষি অষ্টাবক্রকে বলিলেন, "হে প্রভো, কিরূপে (মনুষ্য) প্রকৃতজ্ঞান হয়, কিরূপেই বা (তাহার) মুক্তি হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা বৈরাগ্য-লাভ হয়—ইহা আমাকে বলুন্। ১।

অষ্টাবক্র উবাচ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ ॥২॥

অষ্টাবক্র বলিলেন।—হে তাত, যদি মুক্তির অভিলাষ কর, তবে ভোগবাসনা বিষের ন্যায় ত্যাগ কর এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্য অমৃতের ন্যায় গ্রহণ কর।২।

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥৩॥

(হে রাজন্,) আপনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু অথবা আকাশ নহেন; (অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ আত্মা নহে।) মুক্তিলাভার্থ এই সকলের সাক্ষী আত্মাকে চিন্মাত্র বলিয়া অবগত হও।৩।

যদি দেহং পৃথক্‌কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥৪॥

যদি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া চিৎস্বরূপে অবস্থান করিতে পার, তবে এই-ক্ষণেই সুখী, শান্ত ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।৪।

ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥৫॥

তুমি ব্রাহ্মণাদি-বর্ণী নহ, তুমি ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমধারী নহ। তুমি ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর। তুমি চিত্তধর্ম্মের দ্বারা অলিপ্ত, নিরাকার এবং জগতের সাক্ষিমাত্র—(আত্মাকে এইরূপ জানিয়া) সুখী হও।৫।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং বাসনানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা ॥৬॥

তুমি (শুদ্ধস্বরূপ) সর্ব্বব্যাপী আত্মা ; অতএব ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ এবং শুভ ও অশুভ সংস্কার, এ-সমস্ত চিত্তধর্ম্মের দ্বারা তুমি লিপ্ত নহ। তুমি দেহাদিদ্বারা অনুষ্ঠিত ব্যাপারের কর্ত্তা নহ এবং সেই সকল ব্যাপার-জনিত ফলের উপভোক্তাও নহ। বাস্তবিকপক্ষে তুমি সর্ব্বদা মুক্তই আছ।৬।

একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরং ॥৭॥

তুমি সর্ব্বভাবের একমাত্র দ্রষ্টা, তুমি সর্ব্বদা মুক্তপ্রায়। ইহাই তোমার একমাত্র বন্ধন যে, তুমি নিজেকে দ্রষ্টৃভিন্ন অন্যবিধ বিবেচনা কর।৭।

অহং কর্ত্তেত্যহঙ্কারমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥৮॥

তুমি, "আমিই দেহাদিব্যাপারের কর্ত্তা" এই অহঙ্কাররূপ ভীষণ কৃষ্ণসর্পের দ্বারা দষ্ট। "আমি ঐ সকলের কর্ত্তা নহি"—এই বিশ্বাসরূপ অমৃত পান করিয়া সুখী হও ৮।

একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥৯॥

"আমি কেবল বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ"—এই স্থিরবিশ্বাসরূপ অগ্নিদ্বারা অজ্ঞানরূপ গহনবন দগ্ধ করিয়া বিগতশোক হইয়া সুখী হও।৯।

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দঃ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব॥ ১০

রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় যাহাতে এই বিশ্ব কল্পিত হইয়া প্রকাশ পায়, তুমি সেই পরমানন্দময় আনন্দস্বরূপ বোধমাত্র,—ইহা জানিয়া সুখী হও॥ ১০॥

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীতি সত্যোঽয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ
॥ ১১ ॥

যিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মনে করেন, তিনি মুক্ত হ'ন্ এবং যিনি আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করেন তিনি বদ্ধ হ'ন্—এই কিংবদন্তী বাস্তবিক সত্য। যাহার যদ্রূপ বুদ্ধি, তাহার গতিও তদ্রূপ॥ ১১॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

কন্যার বিবাহে মাতার উপদেশ।

শ্রীমতি সুকৃতি! প্রেমময়ের অশেষ দয়ায় তুমি আজ জীবনের যে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করলে, মানবজন্মের চরম পরিণতির সে-টি হচ্ছে প্রধান সোপান। যে অক্ষয় বাঁধনে তুমি আজ বাঁধা পড়্‌লে, সে-টি স্বর্গের পবিত্র বাঁধন। কিন্তু তা সুগভীর দায়িত্ব ও সুকঠিন কর্ত্তব্যভারে ভরা। সেই চিরনির্ভরের উপর স্থির বিশ্বাস রেখে, তুমি যদি সে দায়িত্ব নত- [illegible] কর্ত্তব্য-গুলি যথাসাধ্য পালন করে চলো, তা হলে তাঁর আশীর্ব্বাদে এটিকে তোমার সোনার বাঁধন বলেই মনে হবে।—আর তোমাদের দু'জনের মিলিত-জীবন-ধারা গানের তানের মত চির-সুধাধারে বহে যাবে!

তোমাদের আজ্‌কের এই যে শুভমিলন, এটি আকস্মিক, নিয়তির খেলা নয়, জেনো। কত যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমাদের দুটি আত্মা পরস্পরের দিকে ব্যাকুল আগ্রহে

ছুটে আস্‌ছে! এর আগে তোমরা কতবার মিলেছ; আবার বিশ্ববিধানের অমোঘ নিয়মে কতবার বিচ্ছিন্ন হয়েছ! এ জীবনের আরম্ভেও তোমরা বিচ্ছিন্ন ছিলে; দু'জনেই দু'জনকার অজানা, অচেনা ছিলে! কিন্তু মিলনের সেই নিগূঢ় যোগসূত্রটি অলক্ষ্যে কাজ করছিল, তাই এতদিন পরেও উভয়ে উভয়কে দেখ্‌বার মাত্রই, তোমাদের পরস্পরের অন্তর অধীর আকুলতায় সঙ্গে পরস্পরের দিকে ছুটে গেল। তোমরা দুটিতে যে চির-আপন, তোমরা দু'জনেই যে দু'জনকার পূর্ণতা, জীবনযাত্রার পথে তোমাদের একজনের অন্যকে নইলে যে-নয়, তোমাদের যে মিল্‌তেই হবে, সে কথা তোমরা নিমেষের মধ্যেই মর্ম্মে অনুভব কর্‌লে। এটি বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধান যে! তাই এই শুভলগ্নে পুণ্যক্ষণে তোমরা দু'জনে নিবিড় চিরমিলনে মিলিত হলে। যাঁর অসীম প্রেমে তোমরা দু'জনে মিলে, সংসার-সাগরে তোমাদের জীবনতরণীখানি আজকের এই শুভদিনে ভাসিয়ে দিলে, তাঁকেই তোমরা সে তরীখানির কাণ্ডারী কোরো। তোমাদের এই শুভযাত্রার আরম্ভে তিনিই তাঁর অনুকূল প্রসাদ-পবনের সঞ্চার কর্‌বেন; তিনিই তোমাদের অন্তরে চিরকল্যাণের শুভশক্তি দেবেন। তোমরা শুধু সেই চির-সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা করে "সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে" সম্পূর্ণ নিরলস থেকে, আনন্দিত চিত্তে তোমাদের তরীখানি বেয়ে যেয়ো; তা হলেই তোমাদের জীবন সেই কল্যাণস্বরূপের প্রসাদে মধুময় অমৃতময় হয়ে উঠ্‌বে।

* * * *

বড় সাধ করে আমরা তোমার "সুকৃতি" —এই নাম রেখেছিলাম; এ জীবনে ছোটবড় আত্মীয় অনাত্মীয়, ধনী দরিদ্র, যারই সংস্পর্শে আস্‌বে, সকলকে সুখী করে তোমার সে-নামটি সার্থক কোরো। আমাদের শুভ ইচ্ছা তোমাকে ঘিরে থাক্। ভগবান্ তোমার সহায় হোন্।

মা, আজ তোমাকে যাঁর হাতে সঁপে দিলাম, এ সংসারে তিনিই তোমার সবচেয়ে আপন। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, তুমি তাঁর অনুবর্ত্তিনী হয়ো; তাঁর আনন্দ-বিষাদের সমান অংশ নিয়ো; সব বিষয়ে তাঁর চির-সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী হয়ো; তাঁকে সুখী করে নিজে সুখী হয়ো। সর্ব্বোপরি, তোমাদের সুখশান্তি, কল্যাণ ও অন্য সমস্ত কামনা, বাসনা ঈশ্বরের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ নিবেদন করে দিয়ো। এ জীবনে যা কিছু পাবে বা হারাবে, তা তাঁরই দান মনে করে, মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়ো।—অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, যিনি এ পর্য্যন্ত তোমাদের সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করে এসেছেন, ভবিষ্যতে চিরদিনই সেই করুণাময় তোমাদের রক্ষা কর্‌বেন।

হে প্রভু, হে প্রেমময়! তোমার শ্রীচরণ-কমলে আজ আমার পরম স্নেহের ধন-দুটিকে নিঃশেষে সঁপে দিলাম। তোমার অসীম স্নেহের ছায়ায় তুমি এদের ঢেকে রেখো, নাথ! সংসার-পথের এরা দু'টি নবীন পথিক; —এদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তোমার আলোকে এদের পথ দেখিয়ো, স্বামী! এরা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় যদি, তুমি এদের তোমার দিকে ফিরিয়ে এনো। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-

বিষাদে এদের যুগল-হৃদয়কে তোমার পানে উন্মুখ করে রেখো। তুমি এদের সম্পূর্ণ তোমার করে নিয়ো, পিতঃ! তেমার কাছে আমার সমস্ত অন্তরের এই একান্ত আকুল ভিক্ষা! এদের চিরজীবনে তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আশীর্ব্বাদিকা—

মা।

চক্ষুর দ্বারা মানবের পরিচয়।

চক্ষু মানবের একটী প্রধান সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্য। কোনও ব্যক্তির অন্তঃকরণে দুঃখ, শোক কিংবা আনন্দ উপস্থিত হইলে চক্ষুই তাহার মর্ম্মের গুপ্ত কথাটী অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। যাহার অন্তঃকরণ দুঃখ ও শোকের জ্বালায় জর্জ্জরিত, তাহার নয়ন-দুইটী কি কখনও আনন্দোজ্জ্বল হইতে পারে? বিশ্বাসপূর্ণ নয়নে ও সন্দিগ্ধ নয়নে তুলনা করিয়া দেখিলে, উভয়ের প্রভেদ কি কিছুই পাওয়া যাইবে না? ঐ দুই প্রকারের চক্ষু যে বিভিন্ন গঠনে গঠিত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। গোল গোল, ভাসা ভাসা, পটলচেরা, নীল- ও কাল-তারা-বিশিষ্ট চক্ষু-গুলির পরস্পরের কি প্রভেদ এবং নানা গঠনে গঠিত চক্ষু মানব-চরিত্র ও অন্তঃকরণের কি নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়া দেয়, তাহা জানিলে, বোধ করি, সদাশয় পাঠক-পাঠিকাদিগের কোনও ক্ষতি হইবে না।

(১) যে-ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় পরস্পরের অতি-নিকটে অবস্থিতি করে, সেই ব্যক্তি অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ ও ছিদ্রান্বেষী হয়।

(২) যে ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় পরস্পরের অতিদূরে থাকে, সেই ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ও সূক্ষ্ম হয়।

(৩) গভীর-কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু বিষাদ ও উৎকণ্ঠার পরিচায়ক।

(৪) কোটর হইতে বহির্গত চক্ষু আত্ম-প্রসাদের লক্ষণ প্রকাশ করে।

(৫) বিস্তৃত গোল চক্ষু যাহার, সে ব্যক্তির আত্মসংযমের শক্তি নাই; তাহার মন সঙ্কীর্ণ, অসন্দিগ্ধ ও জল্পনা-প্রিয়।

(৬) ডিম্বাকৃতি চক্ষু কুটিল-চরিত্রের চিহ্ন।

(৭) ধূসরবর্ণ (Gray) চক্ষু বুদ্ধি, স্বার্থ-ত্যাগ ও কঠোর বিচারকের অভিজ্ঞতা বুঝায়।

(৮) পিঙ্গলবর্ণ (Brown) চক্ষু নির্ভীকতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রীতির পরিচায়ক।

(৯) যখন পিঙ্গল চক্ষুর ভ্রূ ধনুকের ন্যায় বিস্তৃত, তখন উহা অস্থিরতার পরিচয় দেয়।

(১০) একটু কাল মিশ্রিত পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু হইতে প্রগাঢ় সহানুভূতি বুঝা যায়। ঐরূপ চক্ষুর অধিকারীকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই।

(১১) উজ্জ্বল কাল চক্ষু অল্পবুদ্ধি ও দৈহিক শক্তির চিহ্ন।

(১২) খুব ফিকে নীল চক্ষু প্রতারণা ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

(১৩) রক্তাভ নীল চক্ষু অনুরাগ ও ব্যাকুলতা জানায়।*

শ্রীমতী সুষমা সিংহ।

---

* অনূদিত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গাড়ীকে ধৌত করিতে প্রচুর জলের আবশ্যক। সহিসের নিকট ঝাড়ন, গাড়ীর ব্রাস, এবং স্পঞ্জ থাকা উচিত। এগুলি না থাকিলে গাড়ীকে পরিষ্কৃত রাখা সুকঠিন।

অশ্বসজ্জার জন্য প্রদীপের ভূষা সঞ্চিত থাকা আবশ্যক।

অশ্বশালার প্রয়োজনীয় বস্তুনিচয়।—

মোম-রোসন ঃ—দেড় সের চর্ব্বি, এক সের মোম এবং আধ সের তার্পিন-তৈল মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিলে, যখন তাহা ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহার গাদ কাটিয়া নামাইয়া লইতে হইবে। ইহাকেই মোম-রোসন কহে।

অশ্বসজ্জার কাই :—১ ছটাক চর্ব্বি ও ৩ ছটাক মোম দ্রব করিবে। তাহাতে ৩ ছটাক মিশ্রি-চূর্ণ, ১ ছটাক কোমল সাবান, ১ ছটাক প্রদীপের ভূষা, এবং ½ ছটাক নীলচূর্ণ যোগ করিবে। এগুলিতে এক পেয়ালা তার্পিন তৈল মিশ্রিত করণান্তর টিনের মধ্যে রাখিয়া দিবে। পালিস করিতে হইলে বা কাল রং চড়াইতে হইলে, ইহা লইয়া ঘর্ষণ করিলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।

ধূসর-বর্ণের অশ্ব-সজ্জার মস্‌লা :—একটা লেবু কাটিয়া তাহার অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা সজ্জা পরিষ্কার করিবে এবং কোমল সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া মোম-রোসন (যদি আবশ্যক হয়) ব্যবহার করিবে।

মরিচা উঠান—Peroxide of tin এবং oxalic acid জলের সহিত লাগাইতে হইবে। পাঁচ মিনিট কাল রাখিয়া পরে জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিলেই মরিচা উঠিয়া যাইবে।

চাকার জন্য তৈলময় পদার্থ :—১ সের চর্ব্বি ও ১ বোতল সর্ষপ তৈল গলাইয়া ছাকিয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হইবে।

ঘোড়া যদি ঘাড়ের লোম বা ল্যাজ ঘসে তবে তাহার প্রতিবিধান—কাঁচা খাদ্য প্রদান ও 'কার্ব্বলিক' তৈল ম্রক্ষণ। কেরোসিন তৈল ম্রক্ষণ করিলে লোম গজাইয়া থাকে।

অশ্বের জন্য সাধারণ ঔষধি।—

চোকর-পিণ্ড :—একসের চোকর একটা নাদায় রাখিয়া, তাহাতে উষ্ণজল ছাড়িয়া দিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চোকর না জলে নিমজ্জিত হয় ততক্ষণ উষ্ণজল মিশ্রিত করিতে হইবে। চোকর জলে নিমজ্জিত হইলে আর জল দিবার আবশ্যকতা নাই। জল দেওয়ার পর নাদটীকে আবৃত করিয়া সেই অবস্থায় শীতল হইতে দিবে।

মসীনার মণ্ড :—চারি ছটাক মসীনা-চূর্ণ ৪ সের জলে এক ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ কর। তাহাতে সামান্য পরিমাণে লবণ ছাড়িয়া দাও। শীতল জল ততটা ছাড়িবে, যতটা ঘোড়া উত্তমরূপে খাইতে পারিবে। কেহ কেহ মণ্ডটী ঘন করিয়া থাকে। ইহা কাশী এবং প্রদাহ-রোগে ব্যবহৃত হয়।

মসীনা-পিণ্ড :—আট ছটাক আস্ত মসীনা যথেষ্ট পরিমাণ জলে দুই ঘণ্টা সিদ্ধ কর। তাহাকে তরল রাখিবার জন্য অবশ্য মধ্যে মধ্যে জল মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে

তাহাতে চোকর মিলাইয়া দাও। তাহা গাঢ় হইলে পূর্ব্ববৎ আবৃত করিয়া উষ্ণ অবস্থায় খাইতে দিবে।

কোনও স্থান মোচ খাইলে তাহার প্রতীকার :—যদি মোচ খাওয়া স্থান খুব উষ্ণ হয়, তবে প্রথম পাঁচ দিন ফোমেণ্ট করিবে। আধ ছটাক নিশাদল ও আধ ছটাক সোরা, ৮ ছটাক জলে দিয়া আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে।

সর্দ্দি হইলে উল্লিখিত পিণ্ড, উষ্ণ বস্ত্র এবং আধ্ আউন্স সোরা সান্ধ্য মণ্ডের সহিত খাইতে দেওয়াই বিধি।

কাশি হইলে কচি বংশপত্র খাইতে দেওয়া উচিত। ঘোড়া যদি বিমর্ষ থাকে এবং জ্বর-দ্বারা অক্রান্ত হয়, তবে এক ড্রাম এলোজ, ১ ড্রাম টারটার এমেটিক, ২ ড্রাম সোরা, গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গোলা পাকাইয়া খাইতে দিবে। যদি জ্বর না থাকে, তবে ২ ছটাক হিঙ্গ, ১ ছটাক আদা এবং এক ছটাক গুড় মিশ্রিত করিয়া ১৬টী গোলা পাকাইবে, ও দিনে একটি করিয়া গোলা তিনবার খাইতে দিবে।

শূল-বেদনা :—তিন ড্রাম হিঙ্গ, ২ ড্রাম জিরামরীচ, ১ ড্রাম আদা অথবা দেড় ড্রাম কর্পূর অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবে। উষ্ণজল পান করাইলেও শূল বেদনার উপশম হয়।

পৃষ্ঠে ঘা হইলে :—লবণ-মিশ্রিত জলে ক্ষতকে ধৌত করিয়া আর্দ্র ন্যাকড়ার দ্বারা ক্ষত স্থান আবৃত করিয়া দিবে। নীলের গুঁড়া উত্তম ঔষধ। কার্ব্বলিক্ ভেসিলিনও ব্যবহার করা যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গবালা।—প্রণেতা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ছেদীলাল আগড়-ওয়ালা, ৮ নং মদনমোহন চাটার্জ্জির লেন, কলিকাতা। পুস্তকের বাঁধাই ও কাগজ উত্তম। উপরে গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

ইহা একখানি গল্পগ্রন্থ। ইহাতে অবলা বঙ্গবালাদিগের অবস্থা প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিণীত বঙ্গবালাগণ সমাজের পণপ্রথা ব্যতিরেকেও ভাগ্যদোষে, মাতাপিতার কন্যা-বিবাহে অন্যায় অস্থিরতায় এবং বঙ্গবাসিনী গৃহিণীদিগের সুশিক্ষালাভের অভাবে কি দারুণ ক্লেশ ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, তাহা এই গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। ভাগ্য সুপ্রসন্ন এবং মাতাপিতা অস্থিরতা-পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিলে যে সুফল ফলে, তাহা গ্রন্থের প্রধান চরিত্র পরেশনাথ ও স্বর্ণে দর্শিত হইয়াছে। পরেশনাথ শিক্ষিত, উদার, বিনীত, পরোপকারী, পরদুঃখকাতর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। কন্যা-তিনটীর চরিত্রে তিনটী অবস্থা চিত্রিত। স্নেহে বৈধব্য, কনকে অত্যাচার-সহন, এবং স্বর্ণে সুখ। বর্ণাশুদ্ধির আধিক্য গ্রন্থের সৌন্দর্য্যনাশক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 655. March, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৫ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩২৪। মার্চ্চ, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

স্থলপদ্ম।

মায়ের আমার পদ্ম-চরণ
পড়্‌ল যেথা ধরার গায়,
চিত্তরমণ রক্তকমল
সেথায় ফুটে উঠ্‌ল হায়!

মুগ্ধ হৃদয়-মধুপ আমার
চরণরজঃ-সুবাস-আশে,
পলক-হারা ঘুরে বেড়ায়
স্থলপদ্মের পাশে পাশে।

শ্যামল লতার অন্তরালে
শ্যামল জরীর শাটীর নীচে,
ভক্তবাঞ্ছা কল্প-কুসুম
হাস্‌ছে ওই, নয় রে মিছে!

ঘুচ্‌ল সকল ভবের ভাবন,
ঘুচ্‌ল সকল শঙ্কা লাজ,
তৃষ্ণাতুর পরাণ আমার
হ'ল শীতল কমল মাঝ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শিবরাত্রি।

এই জগতে কি উচ্চ কি নীচ সকল জাতিই ঈশ্বর-করুণার সমান অধিকারী। জগদীশ্বরের কর্ণে জাত্যহঙ্কারের পটহধ্বনি ক্ষণমাত্র পৌঁছে না, ধর্ম্মকার্য্যের বাহ্যাড়ম্বর তাঁহার চিত্তকে কিছুমাত্র অনুকূল করে না, জ্ঞানদৃপ্ত তার্কিকের অবিশ্বাস-প্রণোদিত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায় তাঁহার মন কিছুমাত্র প্রীতিলাভ করে না, ধার্ম্মিকম্মন্য পণ্ডিতদিগের আত্মাভি-মানপূর্ণ ধর্ম্মকলহে তাঁহার মন কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় না। তিনি চান অভিমান-বর্জ্জিত অকপট হৃদয়ের আড়ম্বরহীন পূজা। এবং তাঁহাকে জানিতে পারুক্ আর নাই পারুক্, জ্ঞানতঃই হউক্, অজ্ঞানতঃই হউক্, যদি কেহ এইরূপ নীরব পূজা তাঁহাকে একবার প্রদান করিয়া থাকে, সে যত নীচকুলোদ্ভবই হউক্ না কেন, যত বড়ই পাপাচারী হউক্ না কেন, তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমা ও কৃপার পাত্র হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। শিবরাত্রি-কথা আমাদিগকে এই কথাই বলিয়া দিতেছে।

বারাণসী নগরে এক ব্যাধ ছিল। তাহার খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ শরীর, পিঙ্গলচক্ষু ও পিঙ্গল কেশকলাপ দেখিয়া সকলেরই মনে ভীতির সঞ্চার হইত। সে সর্ব্বদাই প্রাণিহিংসা করিয়া বেড়াইত। শল্য, পাশ প্রভৃতি প্রাণিহিংসার উপকরণ-সমূহে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। একবার ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে সেই ব্যাধ অনেক পশুবধ করিয়া প্রভূত মাংসভার বহন করিয়া আনিতেছিল। সমস্ত দিন অনশনহেতু ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর না। বনমধ্যে এক বিল্ববৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় লইয়া সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে দেখিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; অন্ধকারে চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; নিবিড় অরণ্যের পথ নয়নগোচর হইতেছে না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বন্যজন্তুর ভয়ে সেই মাংসভার লতাপাশ-দ্বারা স্বীয় অঙ্গে বন্ধনপূর্ব্বক সে সেই বিল্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। শীতে তাহার অনাহারক্লিষ্ট দেহ কাঁপিতেছিল, নীহারবিন্দু তাহার শরীর সিক্ত করিতেছিল। আর নিদ্রা আসিল না। সে সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া রহিল। সেই বিল্ববৃক্ষের মূলদেশে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান ছিলেন। দৈবক্রমে ব্যাধের গাত্রভ্রষ্ট একটী নীহারবিন্দু সেই শিবলিঙ্গের উপর পতিত হইল, আর সেই পতনোন্মুখ হিমবিন্দুর ভারে একটী বিল্বপত্রও সেই সঙ্গেই বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। সেদিন ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী শিবরাত্রির তিথি। আর সেই দিনেই মহাদেবের অতিপ্রিয়বস্তু বিল্বপত্র ও জল ব্যাধ-দেহ-সংসর্গে শিবলিঙ্গোপরি পতিত হইল। রক্তমাংসস্পৃষ্ট অনাচারী নিষাদের কিছুমাত্র শৌচ ছিল না। সে সমস্ত দিন স্নান করে নাই, কিংবা আড়ম্বর করিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া ষোড়শোপচারে মহাদেবের পূজা করে নাই। অজ্ঞানে সে উপবাসী থাকিয়া মহাদেবের অতিপ্রিয়দিনে তাঁহার অতি-প্রিয়বস্তু তাঁহার মস্তকের উপর ফেলিবার নিমিত্তমাত্র হইয়াছে! তাহাতেই দেবতা প্রীত হইলেন। অজ্ঞাতসারে নিষাদকে সম্পূর্ণ

শিবপূজার ফল প্রদান করিলেন। নিষাদ তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

পরদিন রজনীর অবসানে যখন অরুণ-কিরণ দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া নিবিড় অরণ্যের সেই প্রগাঢ় তিমিরাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল, নিশাচর হিংস্র জন্তুসমূহের চিত্তে একটা আলোকভীতি জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগের অবাধসঞ্চারে বাধাপ্রদানপূর্ব্বক অরণ্যের বিভীষিকা কিয়ৎ পরিমাণে অপসারিত করিল, তখন উপবাসপীড়িত রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট ক্লান্তকায় নিষাদ ধীরে ধীরে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল।

মানুষের জীবন চিরস্থায়ী নহে। কালক্রমে নিষাদের আয়ুঃ শেষ হইল। সমস্ত জীবন ধরিয়া সে অনেক প্রাণিহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছে; পুণ্যের ধার দিয়াও যায় নাই। কাজেই ভীষণাকৃতি যমদূত আসিয়া তাহার আত্মাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইল। যমদূত যখন তাহার আত্মাকে বাঁধিতে যাইতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ে এক শিবদূত আসিয়া তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। সে বলিল, "যমদূত, তুমি কাহাকে লইয়া যাইতেছ? আমি যে প্রভু মহাদেবের আদেশে ইহাকে শিবলোকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।"

যমদূত বলিল, "আমিও প্রভু যমের আদেশে ইহাকে লইতে আসিয়াছি।" এইরূপে উভয়েই নিষাদের আত্মা লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শিবদূত ও যমদূতে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে শিবদূতই জয়ী হইয়া ব্যাধের আত্মাকে শিবলোকে লইয়া গেল।

এদিকে যমদূত শিবদূত-কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া যমের নিকট গিয়া সকল কথা নিবেদন করিল। যমও শিবদূতের এইরূপ প্রগল্ভতায় বিস্মিত হইয়া ক্ষণবিলম্ব না করিয়া একেবারে কৈলাসধামে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারদেশে নন্দীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দিন্, আজীবন পাপাচারী মৃত নিষাদের আত্মাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য আমার দূতকে পাঠাইয়াছিলাম, শিবদূত কেন সে-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল? অন্ত্যজজাতীয় পুণ্যবলেই বা ক্রূরপ্রকৃতি নিষাদেবের অতি-যোগিজনবাঞ্ছিত শিবলোক ? তাঁহার সন্তোষ যমের এইরূপ প্রশ্ন শুনি শিবলোক প্রাপ্ত হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "অদৃষ্টের ফল হইতে প্রাণিহংসক নিষাদ ঘোর প' এইরূপ জাতিধর্ম্ম-কিন্তু সে একদা শিবচতুর্দ্দশী থাকেন, আড়ম্বরহীন দিন উপবাসী থাকিয়া মরা কেন নিজেদের শিবলিঙ্গের উপর বিল্ব..রর ঢকা বাজাইয়া, করিয়াছিল। এইজন্যই তুলিয়া নিজ নিজ আত্মার এইরূপ সদগ...রস্পর ধর্ম্মকলহে মত্ত বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বি এত দূরে রাখিয়া করিলেন। যমও নন্দি মায়াবদ্ধ জীব আমরা হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন পথ হারাইয়া গিয়া

শিবরাত্রির ব্রত রাখিয়া আমরা আবার গল্পটী লিখিত হইল। মনে করি! শিব-পাই;—মহাদেব স্বয়ং দিগকে চৈতন্য প্রদান "ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণ

প্রিয়া তিথি। এই শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

থাকিয়া আমার পূ

প্রীত হইয়া থা

আমার যেরূপ প্রী

হয় না। এই

আছে যে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যখন এই জগৎ-সৃষ্টি করেন, তখন রাশি-সমন্বিত কালচক্রও উৎপন্ন হইয়াছিল। রাশির সংখ্যা দ্বাদশ; নক্ষত্র সপ্তবিংশতিসংখ্যক। এই রাশি-নক্ষত্রের সাহায্যে কালচক্রান্বিত কাল অবলীলাক্রমে এই জগৎ-সৃষ্টি করেন। কালই এই আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি- ও বিনাশকর্ত্তা। লোক-সকল এই কালেরই আয়ত্তীভূত। এই জগতে কালই একমাত্র বলবান্ এবং সমস্তই কালাত্মক। প্রথমে কাল বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর লোক-সকলের উৎপত্তি হয় এবং তদনন্তর সৃষ্টিপ্রবৃত্তি ঘটে। সৃষ্টির পর ক্রমশঃ লব, ক্ষণ, নিমিষ, পল, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস ও বৎসরের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশটী তিথিই পুণ্য-কালযুতা। ইহাদের মধ্যে আবার বিশেষত্ব আছে। পূর্ণিমাতিথি দেবতাদিগের প্রিয়া, অমাবস্যা পিতৃগণের প্রিয়া, অষ্টমী শম্ভুর প্রিয়া, চতুর্থী গণেশের প্রিয়া, পঞ্চমী নাগরাজের প্রিয়া, ষষ্ঠী কার্ত্তিকেয়ের প্রিয়া, সপ্তমী সূর্য্যের প্রিয়া, নবমী দুর্গার প্রিয়া, দশমী ব্রহ্মার প্রিয়া, একাদশী রুদ্রের প্রিয়া, দ্বাদশী বিষ্ণুর প্রিয়া, ত্রয়োদশী যমের প্রিয়া এবং চতুর্দ্দশী শিবের প্রিয়া।

স্কন্দপুরাণে আরও উক্ত আছে যে, এই শিবরাত্রির দিনে শিবশাস্ত্রের আলোচনা শুনিয়াই চণ্ডালপুত্র দুর্ব্বৃত্ত দুঃসহ পরজন্মে বিচিত্রবীর্য্যরূপে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বিচিত্রবীর্য্যরূপে শিবরাত্রির উপবাস-দ্বারা শিবসাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ভরতাদি বিখ্যাত নৃপগণ শিবরাত্রির ফলেই সিদ্ধিলাভ করেন। এই ব্রতের ফলেই মান্ধাতা, ধন্ধুমারি ও হরিশ্চন্দ্রাদি-নরপতিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিবচতুর্দ্দশীব্রত অতিপ্রাচীন-কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে।

উপসংহারে ব্যাধের কথা তুলিয়া এই কথাটী বলি যে, ঘোর পাপপরায়ণ অন্ত্যজজাতীয় নিষাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই মহাদেবের অতি-প্রিয় পূজোপহার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়া দুর্লভ শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা তাহার অদৃষ্টের ফল হইতে পারে। কিন্তু যে ঈশ্বর এইরূপ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে করুণা করিয়া থাকেন, আড়ম্বরহীন পূজাতেই যিনি সন্তুষ্ট, আমরা কেন নিজেদের জ্ঞানগর্ব্ব ও জাত্যহঙ্কারের ঢক্কা বাজাইয়া, বাহাড়ম্বরের ধ্বজা তুলিয়া নিজ নিজ মহিমার ঘোষণার জন্য পরস্পর ধর্ম্মকলহে মত্ত থাকিয়া, সেই ঈশ্বরকে এত দূরে রাখিয়া দুর্লভ করিয়া ফেলি? মায়াবদ্ধ জীব আমরা মায়াচক্রে পড়িয়া মূল পথ হারাইয়া গিয়া থাকি। ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া আমরা আবার নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি! শিব-রাত্রির কথা আমাদিগকে চৈতন্য প্রদান করুক্।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

গানের স্বরলিপি।

বাঁরোয়া মিশ্র—দাদরা।

(আমি) মন মঞ্জায়ে লুকিয়ে রব
জান্‌তে দেব না,
তফাৎ থেকে বাস্‌ব ভাল
ছুঁতে দেব না।
ঘুর্‌ব তোমার কাছে কাছে
(ওগো) বল্‌বে তুমি কোথায় আছে,
ধরা ধরি কর্‌তে গেলে
ধরা দেব না।
দূরে দূরে বাজিয়ে বাঁশী
তোমার প্রাণে ছোঁব আসি,
'আসি আসি' বল্‌ব শুধু,
কাছে যাব না।
বুকের কাছে টেনে নোব,
প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে দোব,
চুমুতে ভরিয়ে দেব,
চুমু খাব না—
লুকিয়ে খেলা খেল্‌ব আমি—
খেলায় ভুল্‌ব না ॥

কথা—শ্রী :— সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´[র্রা ন্‌া] ● ১´ ০
II -া ন্‌া ন্‌া। সা সসা রা I রা পা পা। মা মা জ্ঞা I
● আ মি ম নম জ্ঞা য়ে লু কি য়ে র ব

১´ ● ॥
I জ্ঞা রসা রণ্‌া। সা সা -া I
জা নৃতে ●দে ব না ●

১ ০ ১´ ০
I সা মা মা। মা মা পা I পা পা -া। পা পা দা I
ত ফা ৎ থে কে বা স্ ব ০ ভা ল ছু

১´ ০
I পা -া পা। পা পা মা I
তে ০ দে ব না ০

১´ ০ ১´ ০
I মা মা মা। মা মা পা I পা পা -া। পা পধণা ণা I
ত ফা ৎ থে কে বা স্ ব ০ ভা ল০০ ছু

১´ ০ ১´ ০
I ণা -া দা। পা পা মা I সা ন্া ন্া। সা সসা রা I
তে ০ দে ব না ০ ০ আ মি ম নম জা

১´ ০ ১´ ০
I রা পা পা। মা মা জ্ঞা I জ্ঞা রসা রণ্া। সা সা -া II
য়ে লু কি য়ে র ব জা নতে ০দে ব না আমি "আমি"

১´ ০ ১´ ০
II পা -পা পা। পা পা -পা I পা পা ধাণ। ণা -া -া I
(১) ঘু র্ ব তো মা র কা ছে ০কা ছে ০ (ওগো)
(২) দূ রে দূ রে বা জি য়ে বা ০০ শী ০ ০
(৩) বু কে র কা ছে টে নে নো ০০ ব ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I ণা পপা ধপা। মা মা মা I গা রগা মা। মা -া -া I
(১) ব ০ল বে০ তু মি কো থা ০য় আ ছে ০ ০
(২) তো ০মা র০ প্রা ণে ছোঁ ব ০০ আ সি ০ ০
(৩) প্রা ০ণে প্রা০ ণে মি শি য়ে ০০ দো ব ০ ০

১ ০ ১´ ০
I মা ণা ণা। ণা -া ণা I -ধা ধা ধা। পা -া -া I
(১) ধ রা ধ রি ০ ক র্ তে গে লে ০ ০
(২) আ সি আ সি ০ ব ল্ ব শু ধু ০ ০
(৩) চু মু তে ভ ০ রি য়ে ০ দে ব ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I মা -া মা। গা -া গা I মা -া -া। জ্ঞা রা সাণ্ I
(১) ধ ০ রা দে ০ ব না ০ ০ ০ ০ ০০
(২) কা ০ ছে যা ০ ব না ০ ০ ০ ০ ০০
(৩) চু ০ ম খা ০ ব না ০ ০ ০ ০ ০০

১´ ০ ১´ ০
I সা সসা রা। রা পা -পা I মা মা জ্ঞা। জ্ঞা রসা রণ্া I
লু ০কি য়ে খে লা খে ল্ ব আ মি ০খে লা০

১´ ০ ১´ ০
I সা সা সা। সা ন্া -া I -া ন্া ন্া। সা সসা রা I
য় ভু ল ব না ০ ০ আ মি ম নম জ্ঞা

১´ ০ ১´ ০
I রা পা পা। মা মা জ্ঞা I জ্ঞা রসা রণ্া। সা সা -া II
য়ে লু কি য়ে র ব জা নৃতে ০দে ব না আমি "আমি"

বাজাইবার ঠেকা।

১´ ০ ১´ ০
II সা সা রা। সা ণা ধা I মা পা ধা। পা মা গা II
II সে যায় যাক্। সে যায় যাক্। না যায় থাক্। হে থায় থাক্ II
II ধা ধিন্ তাক্। ধা তিন্ তাক্। ধা ধিন্ তাক। ধা তিন্ তাক্ II

যুদ্ধ উপলক্ষে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার।

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে এই প্রলয়ঙ্কর পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের স্রোতে পড়িয়া তথাকার অধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধ কিংবা তৎসংযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, য়ুরোপের নারীগণ মিলিত হইয়া পুরুষদিগের অনেক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। নারীগণ নানা সমিতি স্থাপন করিয়া কিরূপ ভাবে মঙ্গল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।—বিলাতে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে Land Council of National Political League নামে নারীসমিতি স্থাপিত-হইয়াছে।

কৃষিকার্য্যে নারীশক্তি-নিয়োগ করিবার মানসে কুমারী মার্গারেট্ ফার্কুহার্সন, এম, এ

স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা কিরূপে দেশের খাদ্যাদি দ্রব্যসমূহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, সে-বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন এবং বিভিন্ন কারখানায় ও কৃষিক্ষেত্রে রমণীদিগকে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই নারী-সমিতির সহিত সরকারী কৃষি-বিভাগের (Board of Agriculture) ও দেশের সমুদয় কৃষি-বিদ্যালয়ের ও কৃষিসমিতির অত্যন্ত সহানুভূতি আছে। গৃহপালিত পক্ষি-প্রভৃতির পালনের জন্য সমিতি একটী কারখানা (Poultry farm) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারখানায় রমণীদিগকে ঐ বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

রণক্ষেত্রেও সহস্র সহস্র নারী আহত-সৈনিকদিগের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যে-স্থানে অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বর্ষিত হইতেছে, সে-স্থানে রমণীগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া সৈনিকদিগের আঘাতের প্রথমাবস্থায় সেবা ও চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতেছেন। হাস-পাতালে স্ত্রীডাক্তারগণ আহতদিগের চিকিৎ-সায় নিয়োজিত হইয়াছেন। রমণীগণ দেশের তাবৎ কার্য্যে পুরুষদিগকে অবসর দিয়া আপনারা তাহাদের কার্য্য গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। পুলিসবিভাগে নারী, রেল বিভাগে নারী, কলকারখানায় নারী। নারীগণ সমুদয় কার্য্যের এখন অধিকারী এবং উপযুক্ত বলিয়া গণ্য। (সংগৃহীত)

শ্রীমতী—

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গো ও মহিষ।

গাভী পালন করিতে হইলে উত্তমজাতীয়া গাভী পালন করাই উচিত। নতুবা দুগ্ধ অল্প হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শন-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উত্তমজাতীয়া গাভী নিম্নজাতীয় বলদের সংস্পর্শে আসিয়া গর্ভধারণ করিলে তাহার প্রসূত সন্ততি মাতার ন্যায় দুগ্ধবতী হয় না। সুতরাং সাঁড়ও উত্তমজাতীয় হওয়া চাই।

ভারতের মধ্যে হান্সি হিসার, হান্সি-নগর এবং সান্‌হিওয়াল (পঞ্জাব) গাভীগুলি উত্তম-জাতীয় বলিয়া পরিচিত। তাহারা অত্যন্ত দুগ্ধবতী। কাথিওয়াড়-নামক স্থানের গাভী-গুলি প্রথম প্রথম হান্সিহিসারের গাভীর তুল্য দুগ্ধ দেয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের দোষ এই যে, তাহাদিগের দুগ্ধ শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। পঞ্জাবের মণ্টোগোমারী-জেলাস্থিত সান্‌হি-ওয়াল-নামক স্থান হইতে গাভী ক্রয় করাই উচিত। কারণ, এখানে গাভীর উৎকর্ষসাধন করিবার আগার আছে।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, হান্সি-হিসারের গাভী প্রত্যহ ২ হইতে ৫ গ্যালন (অর্থাৎ ১০ সের ৪ ছটাক হইতে ২৫ সের ১০ ছটাক) এবং সান্‌হিওয়ালের গাভী ২ হইতে তিন গ্যালন (অর্থাৎ ১০ সের হইতে ১৫ সের) পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। উত্তম গাভীর মূল্য ৫০৲ হইতে ১২০৲ টাকা।

জল-বায়ুর গুণে দুগ্ধেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। হান্সি-হিসারের গাভী যদি জব্বলপুরে রাখা যায়, তবে তাহার দুগ্ধ কম হইবে ; কিন্তু যদি দিল্লীতে রাখা হয়, তবে তাহার দুগ্ধের অধিক বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। এইজন্য হান্সি-হিসারের বকনা ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে অন্য দেশে রাখিয়া তথাকার জলবায়ু সহ্য করান উচিত। সমতল প্রদেশ হইতে যদি পার্ব্বত্য প্রদেশে গাভী লইয়া যাওয়া হয়, তবে তাহার দুগ্ধ কমিয়া যায়, কিন্তু যদি তাহাকে রীতিমত আহার দেওয়া হয়, তবে তাহার দুগ্ধ অধিক হইয়া থাকে।

মহিষের মধ্যে মুর্‌রা-জাতীয় মহিষই উত্তম। ইহাদিগকে হান্সিহিসার, রোহতক, ঝীণ্ড এবং নাভা হইতে পাওয়া যায়। এখানকার মহিষগুলি উত্তম হয় বলিয়া কলিকাতা, বম্বে, কোয়েটা এবং পেশোয়ার হইতে লোক ইহাদিগকে ক্রয় করিতে আসে। মুর্‌রা মহিষের শৃঙ্গ অত্যন্ত বক্র। ইহাই মুর্‌রার পরিচায়ক। ইহারা প্রত্যহ ১০ হইতে ২৬ কোয়ার্ট পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। ইহার অধিক যে তাহারা দুগ্ধ দেয় না, তাহা নহে। তবে সেরূপ মহিষের সংখ্যা অতিবিরল।

অমৃতসহরে দীপমালিকায় এবং বৈশাখ মাসে মহিষ-বিক্রয়ার্থ একটি মেলা হয়। তথা হইতেই লোকে মহিষ ক্রয় করে। জাফিরাবাদের মহিষ উত্তম বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাহাদিগের উত্তমতার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। রোহতক, দিল্লী এবং হিসার জেলাই অধুনা বম্বেকে মহিষ দিয়া থাকে। সুরাটের মহিষও উত্তম বলিয়া পরিগণিত।

আব্‌হাওয়া যেমন গাভীর দুগ্ধের উপর আধিপত্য করে, মহিষের উপরও অনুরূপ করিয়া থাকে। মুর্‌রা মহিষের জন্য প্রচুর জল ও উত্তম চরাই আবশ্যক।

যদি দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী ক্রয় করিতে হয়, তবে কেহ যেন পয়সার দিকে দৃষ্টি না করেন্। এ-বিষয়ে কার্পণ্য করিলে, পরে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। অনেক লোক সস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিকৃষ্টজাতীয়া গো বা মহিষী ক্রয় করে। ইহা তাহাদিগের ভ্রম। দুগ্ধবতী গাভী যদি উত্তমজাতীয়া হয়, তবে মহার্ঘতা তাহার সমক্ষে অতিতুচ্ছ বস্তু। একটি গাভী প্রত্যহ ২০ কোয়ার্ট (২৫সের) দুগ্ধ দেয়। যদি প্রতিকোয়ার্টের (১ সের ৪ ছটাক) মূল্য দুই আনা রাখা যায়, তবে সে প্রত্যহ আড়াই টাকার দুগ্ধ দিয়া থাকে। আর তাহার পালনে যদি প্রত্যহ এক টাকা খরচ হয়, তবে প্রত্যহ লভ্যাংশ দেড় টাকা, অর্থাৎ মাসে ৪৫৲ টাকা পড়ে। এইরূপে চারিমাসে সেই লভ্যাংশ ১৮০৲ টাকায় দাঁড়ায়। সুতরাং, এরূপ স্থলে গাভীর মূল্য ২০০৲ টাকা দিতে ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। কিন্তু কেহ যদি পয়সার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সস্তায় গাভী ক্রয় করে, তবে তাহার কি ফল হইবে তাহাও বিবৃত করিতেছি। একব্যক্তি ৪ সের দুগ্ধদাত্রী একটা গাভীর প্রতি ৪০৲ টাকা খরচ করিল। তাহার দুগ্ধের মূল্য প্রত্যহ আট আনা হয়। এই আট আনা তাহার পালনেই লাগিয়া যাইবে ; সুতরাং লাভ কিছুই থাকিবে না। বরং যে টাকা দিয়া গাভীটী ক্রয় করিয়াছিল তাহা উঠিল না বলিয়া সে টাকাটা ক্ষতি হইল।

গাভী হৃষ্টপুষ্টা হইলেই যে দুগ্ধবতী হইবে,

তাহা নহে। গাভীর স্তনও দুগ্ধ বিষয়ে ভ্রমাত্মক। সন্তান দিবার অনতিপূর্ব্বে বা পরে যদি গাভীর স্তন বৃহদাকার হয়, তথাপি তাহাকে দুগ্ধবতী বলিয়া বিবেচনা করিও না। স্তনের বর্দ্ধিতাবস্থা অতীত হইলে, গাভী দুগ্ধ-বতী কি না, তাহার নির্ণয় হইতে পারে।

গাভীর স্তন বৃহদাকার হওয়া চাই ; কিন্তু সম্মুখে নাভির দিকে ভার অধিক হওয়া উচিত। পশ্চাৎ হইতে দেখিলে বোধ হইবে যে গাভী অল্পদুগ্ধবতী, কিন্তু সম্মুখের দিকে দেখিলে বোধ হইবে যে স্তনটী একটী থলির মত ও দুগ্ধপূর্ণ। ইহাই উত্তম গাভীর নিদর্শন !

গাভির চারিটি বাঁটের একের সহিত অন্যটী সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নহে। ক্রয়কালে বাঁটটী টানিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত, তন্মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ বা গাঁট আছে কি না। যদি গাঁট থাকে, তবে সে গাভী ক্রয় করা কখনও উচিত নহে। কারণ, পরবর্ত্তী প্রসবে হয়ত, তাহার দুগ্ধনিঃসরণ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বাঁটে ফোড়া বা আঘাত লাগিলে বাঁটের মধ্যে কাঠিন্য বা গাঁট জন্মে। বাহিরে দেখিলে বোধ হইবে যে, বাঁটে কোন দোষ নাই ; কিন্তু বাঁট টানিলেই দোষটী ধরা পড়িবে। অন্ধ বাঁট অন্যান্য বাঁট অপেক্ষা শীর্ণ ও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। গাভী যদি শাবক সহিত ক্রয় করা হয়, তবে চারিটী বাঁট দোহন করিয়া লইবে। দোষহীন বাঁটে দুগ্ধ সমানধারে নির্গত হইবে ; কিন্তু তাহা দোষযুক্ত হইলে, দুগ্ধ ছিড়্‌কাইয়া বাহির হইয়া থাকে।

গাভী কত দুগ্ধ দিবে, তাহা দুগ্ধ দিবার কালেই নির্ণয় হইতে পারে। গাভীকে এক-দিন দোহন করিয়া তাহার দুগ্ধের মাত্রা স্থির করিও না, কিন্তু তিন চারি দিন দোহন করিয়া নিশ্চয় করিবে। একবার দোহন করিয়া দুগ্ধ নিশ্চয় করার দোষ এই যে, গাভীর মালিক দুগ্ধ-বৃদ্ধি করিবার জন্য ২৪ ঘণ্টা না দুহিয়া রাখিয়া দেয়, অথবা অস্থায়িরূপে দুগ্ধ-বৃদ্ধি করিবার জন্য গাভীকে ফেন খাওয়ায়। অপত্য-বতী গাভীই দুগ্ধের মাত্রার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে গাভী ক্রয় করিলে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিও ভ্রমে পতিত হয়।

গভীর দুগ্ধ নির্ণয় করিবার যে নিয়ম, মহিষেরও তাহাই। তবে কতকটা পার্থক্য আছে। মহিষের দুগ্ধ কেবলমাত্র নবনীত প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, বস্তুর উত্তমতা আবশ্যক। দেশীয় লোকমাত্রই উত্তম দুগ্ধের অত্যন্ত ভক্ত। সুতরাং, বস্তুর পার্থক্য তাহারা সহজেই জানিতে পারে। মহিষ যে কিরূপ দুগ্ধ দিবে, তাহা সন্তান প্রসব করার পরই জানিতে পারা যায়। তিন সপ্তাহ পরে যখন মহিষ পূর্ণমাত্রায় দুগ্ধ দিয়া থাকে এবং পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তখনই দুগ্ধ নিরূপণের প্রকৃত সময়। মহিষের দুগ্ধ-শিরা গাভীর দুগ্ধ-শিরা অপেক্ষা বৃহৎ। ইহা যদি আঁকিয়া বাঁকিয়া স্তনে প্রবেশ করে, তবে তাহা অধিক দুগ্ধের পরিচায়ক। মহিষের স্তন ও বাঁট গাভীর স্তন ও বাঁট অপেক্ষা বৃহৎ। মহিষের পশ্চাতের দুইটী বাঁট সম্মু-খের দুইটী বাঁট অপেক্ষা বড়। মহিষ ক্রয় করিতে হইলে সন্তান প্রসব করার পরই ক্রয় করা বুদ্ধিমানের কাজ।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নির্ম্মলতা।

সূর্য্যের আলোক ব্যতীত কোন প্রকার জীব বা উদ্ভিদ বাঁচে না বটে, কিন্তু একপ্রকার উদ্ভিদ আছে যাহা সূর্য্যতাপ ও আলোকে মরিয়া যায়। এই পদার্থ অতিক্ষুদ্র এবং বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া থাকে। রৌদ্র এ সমস্ত নষ্ট করে। আমরা দেখিতে পাই, কোন খাদ্যদ্রব্য এক স্থানে ফেলিয়া রাখিলে, তার উপর সাদা সাদা ছাতা পড়ে। এই ছাতাই ঐ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। ঘরেও নানাপ্রকার দ্রব্যে ছাতা পড়ে। ছাতা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে। ছাতা অদ্ভুত রকমের গাছ; অল্প সময়ের মধ্যেই তা'র বংশ-বৃদ্ধি হয়। ছাতার বীজ ঘরের ধূলার সঙ্গে মিশে যায়; বিছনা এবং কাপড়-চোপড়ে লাগে। প্রতিদিন ঘর ঝাটাইবে আর ধুইবে, কাপড় ও বিছানা রৌদ্রে দেবে এবং খাদ্যদ্রব্য-সকল ভাল করে ঢাকিয়া রাখিবে।

ছাতা ব্যতীত আর অনেক প্রকার অনিষ্ট-কর বীজ বাতাসে থাকে। সেগুলি মাংস ইত্যাদি নানাপ্রকার খাদ্য নষ্ট করে। বসন্ত, হাম, ওলাউঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজও আমাদের শরীরে ও গৃহে প্রবেশ করে। এই সমস্ত বিপদ্ হইতে নিজে নিজেদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। সকল প্রকারে পরিষ্কার থাকিলে, যথারীতি বায়ুসেবন করিলে, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর ও সুপক খাদ্য খাইলে এবং যথানিয়মে পরিশ্রম করিলে যে স্বাস্থ্য লাভ হয়, সেই স্বাস্থ্যই আমাদের বলরক্ষক। প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তির রক্ত সকল প্রণালী ও কৌশল কে বুঝিতে পারে? কিন্তু তিনি আমাদের এতটা বুদ্ধি ও শক্তি দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাঁহার নিয়ম বুঝিয়া চলিলে আমার সুস্থ, সবল ও সুখী থাকিয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে পারি এবং মরণের সময় বিনা কষ্টে মরিতে পারি। কিন্তু তা না করিয়া আলস্য, লোভ এবং রিপুগণের দাস হইয়া থাকিয়া কপালের বিধাতার বা অদৃষ্টের দোষ দিয়া বুক চাপ্‌ড়ান কেবল কাপুরুষতামাত্র।

মরণের মধ্যেই আমাদের জীবন। নানা-প্রকার রোগবীজ অহর্নিশ সকল স্থানে চলিতেছে! একদিকে দেখিতে গেলে প্রকৃতি আমাদের বিরোধী। তাপ, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরির অগ্নি-উদ্গীরণ, সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, সকলই আমাদের ধ্বংস করিতে নিয়ত উদ্যোগী। আর মানবীয় নীচপ্রকৃতি আমাদের মহাশত্রু। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, লোভ, নানাপ্রকার নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ পরস্পরের কি অনিষ্টই না করে? এই সমস্ত বিরোধিগণকে জয় করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বিধাতা মানুষকে এ শক্তি দিয়াছেন। জগতের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটি অপরি-বর্ত্তনীয় গূঢ় মঙ্গলশক্তি চলিতেছে। সেই শক্তি বিধাতার ইচ্ছা (Divine Will)। সেই শক্তি জ্ঞাত হও, তাহার অনুসরণ কর, সেই ইচ্ছার সঙ্গে আপনার ইচ্ছা মিলাইয়া দাও, দেখিবে তুমি দুর্জ্জয় ব্রহ্ম-সন্তান হইয়া সুখে থাকিবে ও সমস্ত প্রকৃতি তোমার সেবা করিবে।

"আমার পিতার রাজ্য এ বিশ্ব-সংসার

খাদ্য ।

হিন্দু-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কলির (বর্ত্তমান সময়) জীবের অন্নগত প্রাণ। কথাটি খুব সত্য।

খাদ্য আমাদের শরীরের জ্বালানি কাঠ। সুতরাং, এই কাঠ ব্যতীত আমাদের দৈহিক অগ্নি কিরূপে রক্ষা পাইবে ? আর আমরাই বা কেমন করিয়া বাঁচিব ?

পান-ভোজন করিলে শরীরের মধ্যে কি হয়, তাহাই একটু বলি। আহারের প্রথম কাজ চর্ব্বণ। খাদ্যদ্রব্যকে চিবাইয়া এবং লালার সঙ্গে মিশাইয়া ঠাসা ময়দার মতন করিয়া লইতে হয়। সেই ঠাসা দ্রব্য (stomach) উদরে বা পাকাশয়ে যায়; তারপর (Bowel) অন্ত্র (Intestine) বা ভুড়িতে যায়। এই দুই স্থানে গিয়া নানা-প্রকার রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক হয়। তবে ভেবে দেখ, আমাদের খাদ্য তিনবার রাঁধা হয়; একবার বাহিরে, আর দুইবার উদরে। এইরূপ রন্ধন হইলে খাদ্যের সারাংশ আমাদের (Blood Vessel) রক্তের নলী চুষিয়া লয়। খাদ্যের সারেই রক্ত তৈয়ারি হয়; আর অসার ভাগ মলমূত্র হইয়া বাহির হইয়া যায়। খাদ্য রক্তে পরিণত হয় এবং মাংস, মাংসপেশী (muscles), হাড়, চর্ব্বি, ত্বক্‌, ও অন্যান্য যন্ত্র প্রস্তুত করে। এখন ভেবে দেখ, অন্নগতপ্রাণ বলা কত সত্য।

আমরা যদি এক দিনরাত উপবাস করি, তবে আমাদের দেহের ভার একটু কমে যায়। কারণ, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে আমাদের দৈহিক অগ্নি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পুড়াইয়া ফেলে। উপবাস করিলে চক্ষু ও হাত-পা যে জ্বালা করে, তাহার কারণ—ঐরূপ দহন। দীর্ঘ উপবাসে মানুষ মরিয়া যায়। নিয়মিতরূপে যথাপরিমাণে খাইলে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি।

কিরূপ খাদ্য খাইতে হয়, তাহা এখন বলি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খাদ্য-দ্বারাই রক্ত, মাংস, অস্থি ইত্যাদি সকলই জন্মে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা চাই। করুণাময় বিধাতা আমাদের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছেন্। সমস্ত জড়, উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সর্ব্বদা আমাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে।

সকল প্রকার উপাদান একই প্রকার খাদ্যে পাওয়া যায় না। সেজন্য আমাদের বিবিধ-প্রকার খাদ্য খাইতে হয়। কিন্তু দুই প্রকার খাদ্য আছে যাহাতে সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়।—দুগ্ধ ও পক্ষীর ডিম্ব। দুগ্ধ রক্ত হইতে জন্মে, তাই রক্তের সমস্ত উপকরণই ইহাতে আছে। মা'র দুগ্ধ মানবশিশু ও নানা-জাতীয় পশু-শাবকের প্রথম খাদ্য—শিশু-খাদ্য—বলিয়া অতিতরল। দুগ্ধে ৮১ হইতে ৯০ ভাগ জল, আর বাকি কয়েক ভাগ সার। দুধে একটু দম্বল দিলে দই হয়; দই মথিলে মাখন বাহির হয়। মাখন উঠাইয়া লইলে যাহা থাকে, তাহাই ঘোল। শরীরের পক্ষে ঘোল বড় উপকারী। ইহার দ্বারা অনেক রোগবীজ নষ্ট হয়। ঘোল দই অপেক্ষা লঘু। সেইজন্য পেট-রোগাদের ইহা উত্তম পথ্য। আবার দুধ জ্বাল দিতে দিতে তাহাতে একটু ঘোল বা দই দিলে অনেকটা ছানা হইয়া উপরে ভাসে। আর তলায় অনেকটা জলের

মতন যে জিনিষ থাকে, তা'র নাম Whey বা ছানার জল। ছানার সঙ্গে কতকটা মাখন মিশে যায়, আর কতকটা মাখন ছানার জলের সঙ্গে থেকে যায়। ছানার জলে আরও অনেক পদার্থ থাকে। জাল দিলে ইহা হইতে চিনি বাহির হয়। কেবল তাহাই নয়। খুব জাল দিয়ে জলভাগ উড়াইয়া দিলে একপ্রকার সাদা সাদা গুড়া পাওয়া যায়। তাহা ছাই বা একপ্রকার লবণ। এখন জানা গেল, দুধে এই কয়েকটী দ্রব্য পাওয়া যায়:—যথা, জল, চিনি, লবণ, স্নেহপদার্থ (fat) এবং ছানা। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজমোহন বসু।

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

সন্ধ্যাকালে সুধীর রোগী দেখিয়া গ্রাম হইতে ফিরিতেছে, এরূপ সময়ে পথিপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বাটী হইতে একটা মর্ম্মভেদী আকুল আর্ত্তনাদ ও কাতরক্রন্দন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহা শুনিয়াই সুধীরের প্রাণে সহসা কেমন দয়ার সঞ্চার হইল। সে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়-হেতু আপনার সহিস্‌কে উক্ত বাটীতে পাঠাইয়া দিল। সহিস্ আসিয়া সংবাদ দিল, যোগেশচন্দ্র বসু নামক জনৈক রেল-কর্ম্মচারীর প্লেগে মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী ঐরূপ কাঁদিতেছেন। বাটীতে অপর আত্মীয়ও কেহ নাই। এই কথা শুনিয়া সুধীর ভাবিল, গৃহস্বামী মৃত; কার্য্যোপলক্ষে বোধ হয়, পরিবার লইয়া তিনি এখানে ছিলেন। এখন এই বিদেশে একা বাঙ্গালীর মেয়ে এ মৃত ব্যক্তিকে লইয়া কি করিবে? যদি তাহার কোনও উপকার করিতে পারে, এই মানসে সুধীর তাহার গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু অপরিচিত পুরুষ একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্মুখে যাইবেই বা কিরূপে! ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীর তাঁহার সহিস্‌কে অন্দর মধ্যে গিয়া এই খবর দিতে বলিল যে, "বল্‌গে যা, ডাক্তারসাহেব একবার দেখ্‌তে চান্।"

সহিস্ ভিতরে গিয়া সংবাদ দিলে গৃহস্বামিনীর দাসী আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া সুধীরকে বলিল, "সাহেব, আউর ক্যা দেখে গা? আদ্‌মী ত মর্ গিয়া!"

সুধীর বলিল, "তা আমি শুনিছি। মৃতদেহের সৎকারের তোমরা কি কর্‌ছ? শুন্‌লুম, তোমাদের বাড়ীতে আর কেউ নেই! যদি তোমাদের কোন উপকার হয়, তাই এসেছি।"

দাসী সুধীরের বাক্য শুনিয়া বাটীর মধ্যে এই সংবাদ দিল, এবং অনতিবিলম্বে সুধীরকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল।

সুধীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একটী প্রৌঢ় মহানিদ্রায় নিমগ্ন। সংসারাসক্তির লেশমাত্রও তাহাতে লক্ষিত হইতেছে

না! সে আজ নির্ব্বিকার! নিশ্চল নিস্পন্দ জ্যোতির্হীন দেহখানি আজ শয্যোপরি নিষ্কাম-ভাবে পতিত রহিয়াছে! সুধীর ভাবিল, কি বৈচিত্র্য! ক্ষণপূর্ব্বে যাহার কত আশা, কত উৎসাহ, কত সুখকল্পনা, কত উদ্যম, মৃত্যুর দুর্নিবার যবনিকা আসিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার সে-সমস্তই লুক্কায়িত করিয়া ফেলে! কি আশ্চর্য্য! নিমেষে সুধীরের দৃষ্টি অনাবদ্ধ-বেণীকা, শোকে মুহ্যমানা, অসংযতবাসা, অনাহার- ও রাত্রিজাগরণ-ক্লিষ্টা, পতিশয্যা-বিলগ্না, ভূলুণ্ঠিতা, রোরুদ্যমানা, তারুণ্য-সৌন্দর্য্যশোভিতা, রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুধীর দেখিল যোগেশের পত্নী ষোড়শবর্ষীয়ার অধিক হইবে না—সে তরুণী! তাহার অবস্থা স্মরণ করিয়া সুধীরের চক্ষে জল আসিল। সে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহই নিকটে নাই। বালিকা মৃতস্বামীকে লইয়া বিপৎসাগরে পতিত হইয়াছে! তাহাকেই বা রক্ষা করে কে? স্বামীর সৎকারই বা কিরূপে হয়? সংসারানভিজ্ঞ ক্ষুদ্র রমণী একে পতিশোকে কাতরা, তাহার উপর এই সকল দুশ্চিন্তায়, সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না! একমাত্র ক্রন্দন ও হিন্দুস্থানী দাসী তাহার সহায়। এইরূপ চিন্তাভারে যখন সে পীড়িতা, তখন সহসা সুধীর তথায় উপস্থিত হইলেন। সুধীরকে দেখিয়া শোকাপহৃতলজ্জা রমণী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া, মস্তকের কাপড় উঠাইয়া দিল। অজ্ঞাতসারে সুধীরের নয়ন-যুগল বারেক রমণীর মুখমণ্ডল দেখিয়া লইল! সুধীর তদ্দর্শনে বিস্মিত হইল! তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এ মুখ তাহার অতি-পরিচিত! যেন রমণীকে সে কোথায় দেখিয়াছে! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে, কি-সূত্রে দেখিয়াছে, তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না।

যাহা হউক্, মনের কৌতূহল মনে দমন করিয়া সত্বর সুধীর যোগেশচন্দ্রের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিল, এবং তাহার পর রমণীর জন্য সে বিশেষভাবে চিন্তিত হইল। সর্ব্বাগ্রে তাহার এই চিন্তার উদয় হইল, বিদেশে যুবতী রমণী একাকিনী কাহার কাছে থাকিবে? তাহার আত্মীয়বন্ধু কে কোথায় আছেন, সুধীর ত তাহা কিছুই জানে না! কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় সুধীর সাতপাঁচ ভাবিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে এখানে ছিলেন। কিন্তু তিনি ত এখন সংসারের সকল মমতা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন; আপনি একা কিরূপে এখানে বাস কোর্‌বেন? আপনার আত্মীয়বন্ধু কে কোথায় আছেন, বলুন, তাঁদের সংবাদ দিই; তাঁরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন!"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্বশুর-বাড়ীতে ত আমার এমন কেউ নেই যে, আমাকে নিয়ে যাবে! আমার বাপের বাড়ীতে অনুগ্রহ ক'রে আমার দাদাকে খবর দিন্।"

"ঠিকানা বলুন" বলিয়া পকেট হইতে 'নোটবুক' বাহির করিয়া সুধীর ঠিকানা লিখিয়া লইতে লাগিল।

রমণী বলিল, "অতুলকৃষ্ণ মিত্র—৩৬ নং চোরবাগান।"

সুধীর বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "অতুল মিত্তির! চোরবাগান?"

রমণী বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ"।

সুধীর পুনশ্চ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি বিভা?"

যুবতী বিস্মিতা হইল। বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আপনি আমার নাম জান্‌লেন কি করে?"

সুধীর উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "বিভা, বিভা, পাষাণে প্রাণ বেঁধে তোমার বিবাহ দেখেছিলুম! আবার ঘটনাচক্রে চক্ষের উপর তোমার বৈধব্যও আমাকে দর্শন কর্ত্তে হল!"

এই শোকের মধ্যেও বিভার মনে বিলক্ষণ কৌতূহল জন্মিল। সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি? আমি ত আপ্‌নাকে চিন্‌তে পাচ্ছি না!"

সুধীর। আমি কিছুদিন তোমাদের পাড়ায় ছিলাম। অতুলের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তুমি তখন খুব ছেলে মানুষ। বোধ হয়, তোমার মনে নেই—আমার নাম সুধীর।

বিভা। (আশ্বস্ত ভাবে) ওঃ—আপনি এখানে! বোধ হয়, ভগবান্ দয়া করে আমার এ বিপদের সময় আপ্‌নাকে পাঠিয়েছেন।

সুধীর বলিল, "বিভা, যখন তোমার পরিচয় পেলুম, তখন আর তোমাকে ত একলা এখানে রেখে যেতে পারি না। এখন আমার বাসায় চল। তারপর অতুলকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি; সে এসে তোমায় নিয়ে যাবে।"

এ প্রস্তাবে বিভা সম্মতা হইল। সম্মত না হইয়া সে করে কি? বিদেশে সে একাকিনী বালিকা মহাবিপদেই পতিত হইয়াছে! জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন স্রোতের মুখে কাষ্ঠখণ্ড পাইলেও তদবলম্বনে জীবনরক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, বিভাও তদ্রূপ সুধীরকে পাইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(১৯)

একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তথাপি অতুল আসিয়া পৌঁছিল না; কিম্বা তাহার কোনও সংবাদও পাওয়া গেল না! সুধীর আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে ভাবিল, এ ব্যাপার কি! এরূপ সংবাদ পাইয়া আত্মীয়-বন্ধু কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে?

বিভা প্রত্যহ সুধীরকে জিজ্ঞাসা করে, "দাদার কোনও পত্র এসেছে কি?" সুধীরও প্রত্যহই তাহার উত্তর দেয়, "কাল আস্‌বে।" যদিও সুধীর বিভাকে "কাল আস্‌বে" বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিত, কিন্তু নিজে সে অতুলের জন্য বড়ই চিন্তিত হইল।

সুধীর অতিযত্নেই বিভাকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিল। তাহার জন্য একজন দাসী এবং একটী কক্ষও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। নিজে অবসর পাইলেই বিভার কাছে বসিয়া তাহার শোকাপনোদনের জন্য সে গল্প করিত, কখনও বা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বিভাকে শুনাইত, এবং কখনও বা ইউরোপ প্রভৃতি যে সকল দেশ সে দেখিয়াছে, সেই সকল দেশের বর্ণনা করিত।

উভয়ের এইরূপ একত্রে অবস্থান উভয়েরই, বিশেষতঃ বিভার পক্ষে যে কতটা অনিষ্টকর হইতে লাগিল, তাহা উভয়ের কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না। বিভার বিবাহ হইয়া-

ছিল সত্য, কিন্তু দশবৎসরের পাত্রীর ৪৫ বৎসরের পাত্রের সহিত বিবাহে কখনও দাম্পত্যপ্রণয় জন্মিতে পারে না। বিবাহের পর কয়েক বৎসর বিভা স্বামীর সহিত বাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? প্রকৃত প্রেম যে বস্তু, তাহা বালিকা তাহার স্বামীর প্রতি কোনও দিন অর্পণ করিতে পারে নাই বা শিখে নাই। গুরুজন বলিয়াই যোগেশকে সে শ্রদ্ধা করিত, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়াই যত্ন ও সেবা করিত. কিন্তু যোগ্যা পত্নী যাহাকে বলে, তাহা সে হইতে পারে নাই। যোগ্যপত্নী কাহাকে বলে, তাহা বিভার অবিদিতই ছিল। তাই বিভা সুধীরকে দর্শনমাত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবেই আপন অন্তরে নরকাগ্নি জ্বালিতে আরম্ভ করিল। বিভা সুধীরের রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইল। সে মনে মনে ভাবিত, বাবা যদি তখন সুধীরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে আপত্তি না কর্‌তেন, তা'হলে এই রুগ্ন, বৃদ্ধ, জীর্ণ স্বামীর পরিবর্ত্তে এমন সুন্দর স্বামী, ও এত সুখ ঐশ্বর্য্য, সমস্তই আমার হইত!"

বিধবা যুবতীর এরূপ চিন্তা মনে আনাও যে পাপ, তাহা বিভার অন্তরে উদয় হইত না। ষোড়শবর্ষীয়া তরুণী সংসারের কুটিল গতি-বিধির জানেই বা কি! সংসারের ভোগ-লালসার বাসনা তাহার ত কিছুই নিবৃত্তি হয় নাই। অকালে সমাজের স্বেচ্ছাচারে এরূপ রমণীকে ধরিয়া বাঁধিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মন্ত্রদান করিলে, সে মন্ত্র তাহার অন্তরস্পর্শ করিতে পারে কি? অনেকেই হয় ত বলিবেন, "ষোল বছরের মেয়ে নেহাৎ কচি খুকিটি নয়; তাহার বুঝিয়া চলা আবশ্যক।" কিন্তু এ আবশ্যক কয়জনে বুঝে? কত পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের অন্তরেও ভোগবিলাসের স্রোত প্রবাহিত! আর ষোল বৎসরের তরুণী যুবতীর প্রাণে যে এ বাসনা উদয় হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ব্রহ্মচর্য্য-পালন স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু এ কর্ত্তব্য পালন করিলে, দেশের আজ এ দুর্দ্দশা কেন?

সুধীর বাল্যকাল হইতেই বিভাকে মনে মনে যথার্থ ভালবাসিত। বিভার বৃদ্ধ পিতৃতুল্য বরের সহিত বিবাহ হওয়ায় তাহার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। এবার বিভার বৈধব্য-দর্শনে তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে মনে মনে স্থির করিল যে, আপনি হিন্দুশাস্ত্র মতে বিভাকে বিবাহ করিয়া বিভার এ দুঃখজ্বালা দূর করিয়া দিবে এবং তাহাতে তাহার নিজেরও অভিষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। কিন্তু অতুলের না আসা পর্য্যন্ত সে এ প্রস্তাব বিভার নিকটে উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত; বিধবা-বিবাহে কোনও দোষ মনে করিল না। ভবিষ্যদ্‌-দৃষ্টিহীন যুবক সমাজের রীতি-নীতি জানিয়াও এ দুরাশা হৃদয়ে দিন দিন পোষণ করিল।

লীলার কথাটী যে সুধীর একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। সুধীর পূর্ব্বাভিমান স্মরণ করিয়া ভাবিল, "লীলা! লীলা আমার কে? কেউ নয়! তার বাপ্‌ আমায় বড় অপমান ক'রেছে। তার একটা বড় রকম প্রতিশোধ নেওয়া চাইই! বিভাকে বিয়ে কর্‌লেই তার উচিত প্রতিবিধান হ'বে। এত স্পর্দ্ধা! মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে দেবে না! আর লীলা! লীলারই

কি বড়মানুষের মেয়ে বলে মনে অহঙ্কার নেই? হাঁ, আছে বই কি! না হ'লে তার বাপ্ কি এতটা সাহস করৃত? থাকুক্ সে তার বড়মানুষ বাপ নিয়ে;—আমি তাকে চাই না! সে তার পথ চিনেছে, আমিও আমার পথ বেছে নেব!"

হায় বাঙ্গালী যুবক! তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিকে ধিক্! তোমাদের দেশহিতৈষিতাকেও ধিক্। তোমরা গৃহের হীরকখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের চাক্‌চক্যময় কাচখণ্ডের অন্বেষণ কর। দেশহিতৈষণার ভান করিয়া স্বার্থসিদ্ধির আশায় লালায়িত হও!

একদিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময়, সুধীর তাহার বিশ্রাম-কক্ষে একখানি 'কৌচের' উপর শয়ন করিয়াছিল এবং বিভা পা ছড়াইয়া ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া সেই কক্ষতলে বসিয়াছিল। সুধীর গল্প করিতেছিল, বিভা একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছিল, অথবা সুধীরের রূপসুধা পান করিতেছিল কি না, তাহা সেই জানে।

এরূপ সময় একব্যক্তি সেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তুককে দেখিয়া উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল। বলা-কহা নাই, একেবারে ডাক্তার-সাহেবের বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ! কি সাহস! লোকটী কে? একেবারে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া সে গৃহ-প্রবেশ করিল! আগন্তুক সুধীরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বিভা তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। সুধীরের এবংবিধ ভাব দেখিয়া আগন্তুক বলিল, "সুধীর, আমায় চিন্‌তে পার্লে না?"

তখন সুধীর উঠিয়া আগন্তুকের হস্ত [illegible] উপর বসাইল। এতক্ষণ পরে বিভা "দাদাগো" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আগন্তুক অতুল। সে যথাসময়ে সুধীরের টেলিগ্রাম পায় নাই। সুধীর যখন টেলিগ্রাম করিয়াছিল, অতুল তখন বাটীতে ছিল না। মানুষের বিপদ্ যখন আসে, তখন তাহা উপর্য্যুপরিই আসে। বিপদ্ কখনও একাকী আসে না। যে সময়ে যোগেশচন্দ্র মারা যান্, ঠিক্ ঐ সময়েই অতুলের আর একটী ভগ্নী-পতি মারা যায়। অতুল সেই সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি সেইখানে চলিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থাভাব হেতু অতুলের পিতা কোন কন্যাকেই উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিতে পারেন নাই। সকলেই দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের হাতে পড়িয়াছিল। অতুলের এই ভগ্নীপতিটিও দ্বিতীয় পক্ষে বার্দ্ধক্যের আহ্বান শুনিতে শুনিতে অতুলের ভগ্নীটীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের অনেকগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ে ছিল। তাঁহার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, তিনি মারা যাইবামাত্রই, তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের পুত্রেরা তাহা লইয়া তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে মহা বিবাদ বাধাইয়া দিল। অতুল গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোক ডাকাইয়া তাহাদের সম্পত্তি-ভাগ করিয়া দিল। এই সকল কারণে অতুলের সেখানে কয়েক দিন বিলম্ব হইল। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতুল সুধীরের টেলিগ্রাম পাইল। তখন দুঃখের উপর দুঃখ, বিপদের উপর বিপদ্ জানিয়া, বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সুধীরের টেলিগ্রামখানি গোপনে রাখিয়া, অতুল বিভাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লাহোরে আসিলেন।

অতুল বলিল, "সুধীর, তুমি এত বড়লোক হয়েও যে গরীবের উপর তোমার এত দয়া, এত স্নেহ—এইটেই তোমার যথার্থ মহত্ত্ব। তুমি যে উপকার করেছ, তোমার সে ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পার্ব্বো না।"

সুধীর বাধা দিয়া বলিল, "মানুষের বিপদে মানুষকে দেখা, মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এতে আর মহত্ত্বই বা কোন্‌খান্‌টায়, দয়াই বা কোন্‌খান্‌টায় দেখ্‌লে তুমি?"

সুধীরের অনুরোধে অতুল কয়েকদিন লাহোরে থাকিল। দুই বন্ধুতে পূর্ব্বের ন্যায় আবার একত্রে আহার, একত্রে বিহার ও এক সঙ্গে শয়ন করিয়া এ দুঃসময়ের মধ্যেও বড় প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। সুধীরের ইচ্ছা হইতেছিল না যে, অতুলকে যাইতে দেয়। কিন্তু অতুল আফিসের কেরাণী। তাহার নির্দ্দিষ্ট ছুটি ফুরাইয়া আসিল। তাহার আর থাকিবার উপায় নাই। এ দিকে যোগেশ-চন্দ্রের শ্রাদ্ধাদিরও সময় নিকটবর্ত্তী। কাজেই, অতুলকে বাধ্য হইয়া সুধীরের নিকটে বিদায় লইতে হইল।

সুধীর বিভাকে বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইয়াছিল। কিন্তু অতুলের কাছে একথা "বলি" "বলি" করিয়াও সে বলিতে পারে নাই। কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা তাহার জিহ্বায় জড়তা আনিয়া দিতেছিল। একদিন কিন্তু অবসর বুঝিয়া সে অতুলের নিকট নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অতুল বিচক্ষণের ন্যায় সুধীরের সকল কথা মনোযোগ-সহকারে শুনিল এবং তাহার পর ধীর ও সংযতভাবে বলিল, "ভাই, তুমি এ বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমার মত যুবকের বিবাহের ভাবনা কি? একটা কেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, সমাজ হয়ত দশটা মেয়ে তোমার গলায় দিতে প্রস্তুত হবে! যাক্‌ সে-কথা। তুমি নিজেই ভেবে দেখ ভাই, তোমার গলায় মালা দিতে পার্‌লে কত কুমারী কৃতার্থ হবে। তোমার হাতে মেয়ে দিতে পার্‌লে কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আপনাকে সৌভাগ্যবান্‌ মনে কর্‌বেন। তুমি কেন ভাই, বিধবাকে বিয়ে ক'রে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ হ'বে?"

সুধীর সগর্ব্বে বলিল, "সমাজ! যে সমাজের আইন কেবল রমণী-নিগ্রহ, তেমন সমাজকে আমি গ্রাহ্যই করি না।"

অতুল। তুমি না কর্‌লেও আমাদের, ভাই, গ্রাহ্য করতে হয়। বিধবার বিয়ে দিয়ে যে একজনের জন্যে আমরা সকলে সমাজের কাছে নতমস্তকে থাক্‌ব, ততটা মনের বল আমাদের এখনও নেই!"

অতুলের কথা শুনিয়া সুধীর শিহরিয়া উঠিল। কি নিষ্ঠুরের মত কথা! ওঃ—অভাগিনী বাল-বিধবাদের মুখ চাহিতে কি এদেশে কেউ নেই? সে প্রকাশ্যে বলিল, "কেন অতুল, এতে দোষটা কি? হিন্দু-শাস্ত্রেও ত বাল-বিধবার বিবাহের বিধি আছে। এই সব ছোট ছোট মেয়েদের এত নিগ্রহ না করে,—তাদের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া কি উচিত নয়? ইয়োরোপ প্রভৃতি সকল দেশেই দেখ, বিধবা-বিবাহের চলিত আছে। আমাদের দেশেও এ-রকম বিবাহ ত হয়ে গেছে।"

অতুল। ভাই, ইয়োরোপে বাস ক'রে তোমার মন যত উন্নত ও সাহসী হয়েছে,—আমরা গরিব বাঙ্গালী, আমাদের ততটা

সাহস নেই। আর হিন্দুনারীর দু'বার বিবাহের চেয়ে হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনটাই আমাদের কাছে অতিমহৎ কার্য্য বলে মনে হয়। আমাদের এই কলিযুগে বর্ত্তমান বিলাস-পঙ্কিল দেশে যা একটু মহত্ত্ব, যা একটু উদারতা, যা একটু পবিত্রতা ও যা একটু ধর্ম্মভাব দেখ্‌তে পাই, তাত কেবল আমাদের এই ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবাদের হৃদয়ে। বাস্তবিক পূতচরিত্রা এই রকম বিধবা দেখ্‌লে আমার প্রাণে বড় আনন্দ হয়। আমি বিভাকে সেই ভাবে গঠিত কোর্ব্বো; তাকে হিন্দু বিধবার আদর্শ কর্‌বার জন্যে যত্ন কোর্ব্বো। তার আবার বিবাহ দিয়ে সমাজে পতিত হতে পারব না, ভাই! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সুধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব রহিল। আর তাহার বলিবার কি আছে? তাহার আশালতা অঙ্কুরেই নির্ম্মূল হইয়া গেল। একটা নিরাশার গভীর হাহাকার হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল।

অতুল আবার বলিতে লাগিল, "সুধীর! বিভা এমন কি তপস্যা করেছে যে, সে তোমার মতন স্বামী লাভ কর্‌বে? তোমার কি মনে নেই, আমি গোড়াতেই তোমার সঙ্গে তা'র বিয়ে দেবার জন্যে বাবাকে কত বলেছিলুম? তুমিও ত তাকে বিবাহ কর্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু তোমরা বঙ্গজ আর আমরা রাঢ়ী, শুধু এইটুকুমাত্র আপত্তির জন্যে সমাজের ভয়ে বাবা তখন তোমার সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে পারেন নি! যদি তা তখন দিতেন্‌, তা হ'লে বৃদ্ধ যোগেশবাবুর পরিবর্ত্তে তোমার মত সর্ব্বগুণান্বিত যুবকের পত্নী হয়ে বিভা আজ অপার সুখভোগ কর্‌ত। কিন্তু অভাগিনীর কপালে সে সুখ নাই! বিধাতার ইচ্ছা অন্যপ্রকার। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এখন আর সে-কথা নিয়ে আন্দোলন করা বৃথা!

অতুল সেইদিনেই তাড়াতাড়ি বিভাকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার আশঙ্কা হইল, পাছে বিভার মনে কোন রকম বিকৃত ভাব ঘটিয়া থাকে।

সুধীর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীকে ট্রেনে তুলিয়া দিল। ট্রেন হু-হু-শব্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সুধীর একটা নিরাশার গুরু বেদনা বক্ষে লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

(২০)

আমাদের দেশে একটা মেয়েলি প্রবচন আছে যে, "ভালবাস কেমন? না, ভালবাস যেমন।" অর্থাৎ ভালবাসা ভালবাসাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সকল স্থানে সে কথাটা খাটে না। মাতা পুত্রগতপ্রাণা; কিন্তু কত কুসন্তান আছে, যে মাতার সে-স্নেহের বিন্দুমাত্র প্রতিদান করে না! কত পতিপ্রাণা রমণী পতির ধ্যানে জীবনপাত করিতেছে, কিন্তু নিষ্ঠুর পতি সেই সাধ্বীর প্রতি ফিরিয়াও চাহে না! কত ভগিনীর হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ, কিন্তু ভ্রাতা হয় ত, ভগ্নীকে দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

সুধীর ভ্রমেও তাহার পরিণীতা ভার্য্যা লীলার কথা মনে করে না, কিন্তু লীলার

প্রাণ সুধীরময়। লীলা শয়নে স্বপনে, চিন্তা-জাগরণে, ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে সুধীর ব্যতীত আর কিছুই জানে না। অহর্নিশ সুধীরের প্রতিমূর্ত্তিরই সে পূজা করে।

পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাভিমানী যুবক কিছুতেই বুঝিল না যে, পবিত্র প্রেম-ভরা একখানি হৃদয় প্রাণভরা ভালবাসা ও হৃদয়ের সমস্ত আবেগ লইয়া তাহারই মহাপূজার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে! নির্ব্বোধ যুবক তাহা না বুঝিয়াই, ব্যর্থ ক্রোধ লইয়া সংসারের এক-প্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া মনের আগুনে আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে! তাহার গৃহে স্বর্গীয় বিমল সুধা অযত্নে অনাদরে গড়াগড়ি যাইতেছে, আর সে বিষ-পানের আশায় উন্মত্ত হইয়া প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছে!

কমলাপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া লীলা একেবারে শয্যা-গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উত্থানশক্তি আর নাই বলিলেই হয়। দুঃখে, মর্ম্মবেদনায়, হতাশতায়, তাহার হৃদয় এক-বারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লীলার এই অবস্থা দেখিয়া অবিনাশবাবু বড়ই ব্যথিত। বাস্তবিকই, তিনি লীলাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তাহার জন্য তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক-গণকে লীলার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলেন, বটে, কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারি-লেন না! এমন কি রোগ-নির্ণয়ে কেহই সমর্থ হইলেন না। শেষে সকলেই এক-মতাব-লম্বী হইয়া নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। হায়! মনের বিকার ঔষধে কি উপশমিত হইবে? কাজেই, লীলার পীড়ার কোনও উপশম হইল না। আর সে ঔষধ সেবনও করিত না। তাহার বাসনা, যদি সুধীরের সহিত তাহার মিলনই না হইল, তবে যেরূপে হউক, দেহ হইতে জীবনটা বহির্গত হইয়া যাউক্।

বিখ্যাত বিখ্যাত ঔষধালয় হইতে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া লীলার জন্য যে-সব ঔষধ আসিত, লীলা তাহা আদৌ খাইত না। ঔষধগুলি বাতায়নপথ দিয়া কার্ণিসে, রাজপথে, অথবা পিকদানীতে স্থান পাইত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, 'খাইয়াছি।' কেহ যদি ঔষধ খাওয়াইতে আসিত, লীলা তাহাতে বড় বিরক্ত হইত; বলিত, "থাক্, আমি নিজেই খাব এখন।"

চিকিৎসকগণ যখন লীলার পীড়ার কিছু উপশম হইতে দেখিলেন না, তখন সকলে এক-মত হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন।

চিকিৎসকগণ যখন লীলার চিকিৎসা ছাড়িয়া "চেঞ্জের" ব্যবস্থা করিলেন, তখন অবিনাশবাবু লীলার জীবনসম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইলেন। যাহা হউক্, "যা করেন ভগবান্" এই বলিয়া তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন হইল যামিনীবাবু সপরিবারে দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইতে গিয়াছেন। অবিনাশ-বাবু লীলাকে লইয়া সেইখানেই যাইতে মনস্থ করিলেন। কারণ, লীলা তাহার কাকাকে বড় ভালবাসে। কাকার সঙ্গে বেড়াইতে, কাকার কাছে গল্প করিতে লীলার বড় আনন্দ হয়। লীলার যাহাতে মন ভাল থাকে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাই অবিনাশবাবু যামিনীবাবুর কাছে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অবিনাশবাবু লীলাকে লইয়া দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। কাকা সেখানে আছেন জানিয়া লীলা যাইতে কোনও আপত্তি করিল না। কাকাকে আর একবার জন্মশোধ দেখিতে, কাকার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে, তাহার বড় সাধ হইয়াছিল।

যামিনীবাবু অগ্রজের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা-হেতু পুত্রকন্যা-সহ, রেলষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিলেন। ট্রেন আসিয়া পৌঁছিলে লীলা দেখিতে পাইল, তাহার কাকা কতকগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া 'প্ল্যাটফর্ম্মে'র উপর দাঁড়াইয়া আছেন। অবিনাশবাবু লীলার হাতখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে ট্রেন হইতে অবতরণ করিতেছেন দেখিয়া, যামিনী বাবু তাঁহার নিকটে আসিলেন। লীলাকে দেখিয়া প্রথমে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। ইহার পূর্ব্বে তিনি লীলাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন লীলা তদপেক্ষা বহু শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"লীলা! এ কি হয়ে গেছিস্ মা!" বলিয়া তিনি সস্নেহে লীলার হাতখানি ধরিলেন। সে স্নেহ-সম্ভাষণে লীলার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সে কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। তাহার আর্দ্র চক্ষুর্দ্বয়ই এ কথার উত্তর প্রদান করিল। অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতাও লীলার ছিল না। ধীরে ধীরে তাহার মস্তকটী হেলিয়া যামিনীবাবুর স্কন্ধের উপর পড়িল।

নিকটেই যান প্রস্তুত ছিল। যামিনীবাবু সযত্নে লীলাকে ধরিয়া শকটে উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার কন্যা লতিকা তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিল। যামিনীবাবুর বাসা অধিক দূর নহে। সকলে কথা-বার্ত্তা করিতে করিতে যামিনীবাবুর বাসার দিকে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে লতিকা লীলাকে কত কথা বলিতে লাগিল; নানা স্থানে দার্জ্জিলিংয়ের দৃশ্যাবলি-সকল দেখাইতে লাগিল। লতিকা লীলারই সমবয়স্কা। লীলাকে পাইয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল।

গৃহে উপস্থিত হইলে যামিনীবাবুর পত্নী অতিযত্নে অতিথিদ্বয়কে গ্রহণ করিলেন। অবিনাশবাবু যামিনীবাবুর বাটীতে আর কখনও আসেন নাই। এই তাঁহার প্রথম আগমন। যামিনীবাবুর স্ত্রীর রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, যত্ন ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। কোথায় তাঁহার গর্ব্বিতা পত্নী! আর কোথায় এই শিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূ! উভয়ের চরিত্রের যতই তিনি মনে মনে তুলনা করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে লাগিলেন! বস্তুতঃ, গৃহিণীর গুণেই যামিনীবাবুর সংসারে যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

গৃহিণী লীলাকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। আর লতিকার ত কথাই নাই। সে লীলাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে, ভাবিল। সে একদণ্ডও লীলার কাছ ছাড়া হইত না; সর্ব্বদাই লীলার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত; কখন বা লীলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লীলার পার্শ্বে লীলার শয্যায় শুইয়া পড়িত; কত কথা, কত গল্প বলিত! তাহার সেই সরলতামাখা সুমিষ্ট কথাগুলি বাস্তবিকই লীলার প্রাণে তৃপ্তিদান করিত। লতিকার স্বামী সুহৃদ্‌ও আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের গল্পে যোগদান করিত।

লীলার উঠিয়া বেড়াইবার ক্ষমতা ছিল

না। শয্যায় শুইয়া বাতায়নপথ দিয়া সে দার্জ্জিলিংয়ের আকাশচুম্বি-শিখরমালা ও মেঘের বিচিত্র খেলা একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। কখনও বা মেঘের কণারাশি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া কক্ষতল সিক্ত করিয়া দিত। লীলা তাহা দেখিয়া হাসিত। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সে আর কখনও দেখে নাই। পাহাড় হইতে নানাপ্রকার রঞ্জিত বৃক্ষপত্রসকল চয়ন করিয়া সুহৃদ্ লীলাকে আনিয়া দিত। লীলা সেই সকল অপূর্ব্ব বস্তুর বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত!

লীলার মনস্তুষ্টির জন্য সকলেই প্রয়াসী ছিল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া সে অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঁচিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না। সে দিবানিশি প্রার্থনা করিত, "ঐ মেঘের তলায়, ঐ পর্ব্বতের উপরে আমার এই ব্যর্থ দেহ ভস্মীভূত হউক্; এই শান্তিময় স্থানে আমি যেন চিরনিদ্রায় মগ্ন থাকি! আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হউক্। হে ঠাকুর! আমায় তোমার চরণতলে স্থান দাও! আর যেন আমাকে সংসারে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিও না।" কিন্তু ঠাকুর তাহার সে প্রার্থনা শুনিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

গান।

(ইমন কল্যাণ)

বসন্ত ঐ জাগ্‌লো মনে
তোমা তরে;
ফাল্গুন-হাওয়া লাগ্‌লো বনে
তোমা তরে!
মন-কোকিল উঠ্‌লো ডাকি
মুখরিয়া কুঞ্জ-শাখী,
গোলাপ-কমল উঠ্‌লো জাগি
তোমা তরে!

মন-ভ্রমরা গুঞ্জরিল,
সকল তরু মুঞ্জরিল,
গোপন সুধা সঞ্চারিল
তোমা তরে!
উঠলো ফুটি তারার পাঁতি,
নাম্‌লো প্রেমের গহন রাতি,
দিকে দিকে জ্বল্‌লো বাতি
তোমা তরে!!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥১১॥

দেহাদিতে আত্মভ্রম হয় বলিয়া আত্মা সংসারী বলিয়া প্রতীত হ'ন; কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা কেবল দেহ-মন-প্রভৃতির দ্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ, একরূপ, স্বভাবতঃ মুক্ত, চৈতন্যমাত্র, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, নিঃস্পৃহ ও শান্ত।১১।

কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্ ॥১২॥

যাহাকে 'আমি' বলিয়া মনে কর সেই 'আমি' ভ্রম। "এই দেহাদি আমার" এই বাহ্যভাব ও "আমি সুখী বা দুঃখী" ইত্যাদি অন্তঃকরণের ভাব বর্জন করিয়া নির্ব্বিকার একরূপ বোধমাত্রকে আত্মা বলিয়া জান।১২।

দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড্গেন তং নিকৃত্য সুখী ভব ॥১৩॥

হে বৎস, তুমি চিরকাল দেহাত্মবোধরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছ। "আমি (দেহাদি নহি) বোধ মাত্র" এই জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা সেই পাশ ছেদনপূর্ব্বক সুখী হও।১৩।

নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥১৪॥

তুমি স্বভাবতঃ নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশ এবং নির্ম্মল। ইহাই তোমার বন্ধন যে, তুমি যোগানুষ্ঠান করিতেছ।১৪।

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
[illegible] মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম ॥১৫॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত; ইহা বাস্তবিকই তোমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। তুমি স্বরূপতঃ নির্ম্মল এবং জ্ঞানময়; অতএব ক্ষুদ্রচিত্ত হইও না।১৫।

নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভরঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥১৬॥

তুমি ভোজনাদি-নিরপেক্ষ, জন্মাদিবিকাররহিত, দেহাদিভারশূন্য, শান্তস্বরূপ, অগাধবুদ্ধি, অবিদ্যাদিক্ষোভশূন্য। অতএব কেবল বোধমাত্রে অবস্থিত হও।১৬।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারং তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥১৭॥

সাকার শরীরাদিকে মিথ্যাভূত বলিয়া জান (অতএব বিষয়-সকল বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে); এবং নিরাকার আত্মতত্ত্বকেই একমাত্র স্থিরবস্তু বলিয়া জান। এই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইলে এবং তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্বে অবস্থান ঘটিলে, পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না।১৭।

যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেঽন্তঃ পরিতস্তু সঃ।
তথৈবাস্মিন্ শরীরেঽন্তঃ পরিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥১৮॥

দর্পণে প্রতিবিম্বিত শরীরের ভিতরে, বাহিরে চারিদিকে যেমন দর্পণই বিদ্যমান, সেইরূপ অস্মদাদির শরীরের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে পরমেশ্বর রহিয়াছেন।১৮।

একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা ॥১৯॥

যেরূপ ঘটের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে

এক সর্ব্বব্যাপী আকাশ বর্ত্তমান, সেইরূপ সকল জীবের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে নিত্য অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন ।১৯।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার আত্মানুভব-নামক প্রথম প্রকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

ইত্থং গুরূক্তিপীযূষাস্বাদামুভবমাত্মনঃ।
আবিশ্চকার সাশ্চর্য্যং শিষ্যো নিজগুরুং প্রতি॥১

এইরূপ গুরুবাক্যামৃত আস্বাদন করিয়া শিষ্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বীয় গুরুর উদ্দেশ্যে নিজের অনুভব বর্ণনা করিলেন ।১।

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তং মহাকালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ ॥১॥

অহো, আমি সর্ব্বপ্রকার মলিনতা-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বপ্রকার বিকারের অতীত; আমি প্রকৃতির অতীত, স্বপ্রকাশ-চৈতন্যমাত্র। আমি এই সুদীর্ঘকাল মোহবশতঃ (সুখদুঃখাদি-দ্বারা) বিড়ম্বিত হইয়াছি ।১।

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্ব্বম্ অথবা চ ন কিঞ্চন ॥২॥

যেরূপ এই দেহকে আমি প্রকাশিত করিতেছি, সেইরূপ সমস্তজগৎকেও প্রকাশিত করিতেছি। অতএব (যদি দেহ আমার, তবে) সমস্ত জগৎই আমার, অথবা কিছুই আমার নহে (কেন না আমি স্বপ্রকাশ-চৈতন্যমাত্র; দেহও আমার নহে, জগৎও আমার নহে।)।২।

সশরীরমিদং বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥৩॥

দেহ-সহিত সমস্ত বিশ্বকে আত্মা হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া আমি এখন গুরূপদিষ্ট কৌশলক্রমে পরমাত্মাকে অবলোকন করিতেছি ।৩।

যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্‌বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥৪॥

তরঙ্গ, ফেন এবং বুদ্‌বুদ যেরূপ জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ আত্মোপাদানে বিনির্ম্মিত বিশ্বও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে ।৪।

তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্ ॥৫॥

যদি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা যায়, তবে বস্ত্র যেরূপ সূত্রমাত্রই হয়, সেইরূপ যদি সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করা যায়, তবে জগৎও আত্মা বলিয়াই বিবেচিত হইবে ।৫।

যথৈবেক্ষুরসে ক্লৃপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
তথা বিশ্বং ময়ি ক্লৃপ্তং ময়াব্যাপ্তং নিরন্তরম্ ॥৬॥

যেরূপ ইক্ষুরসে অবস্থিত শর্করা তাহার দ্বারাই ব্যাপ্ত, সেইরূপ আমাতে অবস্থিত (অধ্যস্ত) বিশ্বও আমার দ্বারাই অবিচ্ছেদে ব্যাপ্ত ।৬।

আত্মাজ্ঞানাজ্ জগদ্‌ভাতি আত্মজ্ঞানান্নভাসতে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্‌জ্ঞানাদ্ভাসতে নহি ॥৭॥

আত্মার জ্ঞান না থাকিলে জগৎ প্রতিভাত হয়; আত্মজ্ঞান হইলে আর জগৎ প্রতিভাত হয় না। রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান না হইলে, তাহাকে সর্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে সর্প আর প্রতিভাত হয় না ।৭।

প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহংভাস এব হি ॥৮॥

নিত্যবোধই আমার আপন স্বরূপ; আমি নিত্যবোধমাত্র হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহি। জগৎ যে প্রকাশিত হয়, তাহা আমার চৈতন্য

হইতেই ; (অন্যথা আত্মচৈতন্য না থাকিলে জগৎও থাকিত না) ।৮।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা ॥৯॥

অহো, এই জগৎ অজ্ঞানবশতঃ আমার নিকট প্রতিভাত হয়! যেমন (অজ্ঞানবশতঃ) শুক্তিতে রৌপ্য-ভ্রম, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অথবা সূর্য্যকিরণে (মরীচিকায়) জল-ভ্রম হয় ।৯।

মত্তো বিকল্পিতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥১০॥

এই জগৎ আমা হইতেই বিকল্পিত (উৎপন্ন) এবং আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে ; যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কলস মৃত্তিকাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, যেমন জল হইতে উৎপন্ন তরঙ্গ জলেই বিলীন হয় অথবা যেমন স্বর্ণ হইতে বিনির্ম্মিত বলয় স্বর্ণেই লয় পায় ।১০।

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো যস্য নাস্তি মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥১১॥

অহো! আমার মহিমা! আমাকেই নমস্কার! যেহেতু আব্রহ্মস্তম্ব জগৎ বিনষ্ট হইলেও আমার নাশ নাই।১১।

অহো অহং নমো মহ্যমেকোঽহং দেহবানপি।
ক্বচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্যবিশ্বমবস্থিতঃ ॥১২॥

অহো! আমার মহিমা! আমাকেই নমস্কার! যেহেতু (নানাবিধ সুখ-দুঃখাশ্রয়) দেহধারণ করিলেও আমি একই। আমি কোথায়ও যাইও না, আসিও না ; সকল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। ১২।

অহো অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্যশরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্ ॥১৩॥

অহো! আমার মহিমা! আমাকেই নমস্কার! যে-হেতু আমার ন্যায় দক্ষতা আর কাহারও নাই ; আমি স্পর্শ না করিয়া চিরকাল এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্বং যদ্ বাঙ্মনসগোচরম্ ॥১৪॥

অহো আমার মহিমা, আমাকেই নমস্কার! যে-হেতু আমার কিছুই নাই, অথবা যাহা কিছু বাক্যমনের গোচর, তাহা সমস্তই আমার। (যেহেতু আমি আছি বলিয়াই সমস্ত আছে, আমি না থাকিলে কিছুই থাকে না)।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্
অজ্ঞানাদ্ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ ॥১৫।

জ্ঞান, জ্ঞেয়বস্তু এবং পরিজ্ঞাতা এই ত্রিতয় বাস্তবিকপক্ষে নাই। এ-সকল অজ্ঞান-বশতঃ যে আমাতে প্রকাশিত হয়, সেই আমি নিরঞ্জন (সর্ব্বপ্রকার মলিনতাশূন্য) পুরুষ। ১৫।

দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্বমেকোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ ॥১৬

অহো! সকল দুঃখের মূল আমাদের দ্বৈত-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি! বাস্তবিক পক্ষে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই মিথ্যাভূত, আমি অদ্বিতীয় নির্মল চৈতন্যমাত্র—এই জ্ঞান ব্যতিরেকে দ্বৈতভ্রান্তিজন্যদুঃখনিবারণের আর কোনও ঔষধ নাই। ১৬।

বোধমাত্রোঽহমজ্ঞানাদুপাধিঃ কল্পিতো ময়া।
এবং বিমৃশতো নিত্যং নির্বিকল্পে স্থিতির্মম ॥১৭॥

আমি বোধমাত্র (চিদেকস্বরূপ)। আমিই অজ্ঞানবশতঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি উপাধির কল্পনা করিয়াছি। (তদ্দ্বারাই জগৎ

প্রতিভাত হয়)। এই সত্য নিত্য বিচার করিলে দ্বৈতভ্রান্তি বিদূরিত হইবে ও চিৎ-স্বরূপে অবস্থান ঘটিবে।১৭।

অহো ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্।
ন মে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা ভ্রান্তিঃ শান্তা নিরাশ্রয়া ॥ ১৮ ॥

অহো! এই জগৎ আমাতেই অবস্থিত (অধ্যস্ত)। বাস্তবিক পক্ষে অবার ইহা আমাতে নাই (কেন না আমি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র)। আমার বন্ধন নাই (অতএব) মোক্ষও নাই। ভ্রান্তি নিরাশ্রয় হইয়া নষ্ট হইল। (এতদিন উহা আমাতে ছিল, কিন্তু তত্ত্ববিচারের দ্বারা আমার জ্ঞান জন্মিলে, উহা আর কোথায় থাকিবে ?)। ১৮।

সশরীরমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতম্।
শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা চ তৎ কস্মিন্ কল্পনাধুনা ॥ ১৯ ॥

আমার শরীরাদি সমস্ত জগৎ কিছুই নহে—ইহা স্থির করিয়াছি ; আমিও বিশুদ্ধচৈতন্য-মাত্র; তবে এখন দ্বৈতভ্রান্তিরূপ কল্পনা কোথায় থাকিবে ? (১৯)।

শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

শরীর, স্বর্গ, নরক, সংসারবন্ধন ও তাহা হইতে মুক্তি এবং অনিষ্টের ভয় এ সমস্তই কল্পনামাত্র। চিৎস্বরূপ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। (অবিদ্যাবশতঃ যাঁহারা দ্বৈত স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই বিধিনিষেধ মানিতে হয় ; কেন না তাঁহাদের অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। যাহার পক্ষে অন্য নাই, তাহার কর্ত্তব্য কোথায় ? নিজের প্রতি কর্ত্তব্যও নাই ; কেন না, নিজে নির্বিকার চৈতন্যমাত্র)।

অহো জনসমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক রতিং করবাণ্যহম্ ॥২১॥

অহো! অদ্বৈতদর্শী আমার নিকট এই জনসমূহের মধ্যেও যেন সমস্ত অরণ্যপ্রায় হইয়াছে! (মিথ্যাভূতবস্তু-সমূহের মধ্যে) কোথায় প্রীতিবন্ধন করিব ? (২১)

নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিৎ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীদ্যাজ্জীবিতেস্পৃহা ॥২২॥

আমি দেহ নই, আমারও দেহ নহে, আমি জীব নই, আমি কেবল চৈতন্য। ইহাই আমার বন্ধন যে, আমার জীবনে স্পৃহা ছিল। ২২।

অহো ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে ॥ ২৩ ॥

আমি চৈতন্যমহার্ণব। ইহাতে চিত্তরূপ বায়ু যেমন বহিতে লাগিল, অমনি নানাবিধ বিচিত্র-ভুবনরূপ তরঙ্গসকল প্রকাশ পাইল। ২৩।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি।
অভাগ্যাজ্জীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

মদ্রূপ চৈতন্যমহার্ণবে যদি চিত্তবায়ু প্রশান্ত হয়, তবে ভাগ্যহীন জীববণিকের জগৎরূপ নৌকা (অচল হইয়া) বিনাশ পায়। ২৪।

ময্যনন্তমহাম্ভোধাবাশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ ॥২৫॥

আমি চৈতন্যমহার্ণব ; ইহাতে জীবরূপ তরঙ্গসকল উত্থিত হইতেছে, পরস্পর আঘাত করিতেছে, খেলা করিতেছে ও বিলীন হইতেছে।—ইহাই জীবরূপ তরঙ্গের স্বভাব। ২৫।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার শিষ্যোল্লাস-নামক দ্বিতীয় প্রকরণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

'ঈশ্বর কি আছে ভাব ?' নাস্তিকেতে কয়,
পদে পদে যাঁর সবে পায় পরিচয় !
আকাশ অবনী যাঁরে করিছে বিকাশ,
নাস্তিকের কাছে তিনি হন্ অপ্রকাশ !
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ তারা-সমুদয়,
একতানে মহেশের নাম সদা কয় !
নদ নদী রত্নাকর উন্নত ভূধর,
ফুল-ফল-তরুরাজি প্রকৃতি সুন্দর,
পশু পক্ষী কীট যত পতঙ্গ-নিচয়,
কেহই তাঁহার গানে বিরত ত' নয় !
নরের প্রত্যেক কার্য্যে যাঁর অধিষ্ঠান,
কি করে তাঁহার সত্তা মোরা করি আন ?
খাই পরি চলি বলি যাঁহার কৃপায়,
কি করে কৃতঘ্ন হয়ে ভুলিব তাঁহায় ?

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

নবীনালোক।

মরণে লুকায়েছিল কি মহামঙ্গল !
জাগিল কুহেলি ভেদি সবিতা উজ্জ্বল !
অন্ধ এ হৃদয়াকাশে ঘুচিল তমসা,
ম্লানতম মৃত প্রাণ লভিল ভরসা ;
খুলিল নয়নে এক নবীন আলোক,
হেরিনু তাহার মাঝে অজর অশোক
দিব্যধাম পুরী এক মনোহর অতি ;
করি তুমি আমি তাহে আনন্দে বসতি !

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেওঘর (দেবঘর)—

ইহা সাঁওতাল-পরগণার 'হেড কোয়াটার'। এখানকার জন-সংখ্যা ৮৮৩৮। স্থানটীতে ২২টী শিবমন্দির আছে। তীর্থ করিবার জন্য ভারতের প্রায় সকল স্থান হইতেই এখানে লোক সমাগত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দিরটী বৈদ্যনাথ বা বাইজ্‌নাথ-নামে খ্যাত। ভারতে যে সকল বহুপুরাতন শিবলিঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইহাও একটী। মন্দির-গুলি [illegible] পরিবেষ্টিত [illegible] বিস্তীর্ণ অঙ্গন। মির্জ্জাপুরের জনৈক সমৃদ্ধ সওদাগর লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মন্দিরগুলি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনটী মন্দির ব্যতীত অবশিষ্ট সকল মন্দিরেই শিবমূর্ত্তি আছে। উক্ত তিনটী মন্দিরে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিব-মন্দিরের শিখর-দেশ হইতে পার্ব্বতীর মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত একগাছি রেশমের দড়ি সম্বদ্ধ আছে। এই দড়িটী ৪০ বা ৫০ গজ লম্বা। দড়িতে রঙ্গিন কাপড়, ফুলের মালা, ইত্যাদি বিলম্বিত থাকে।

শিবকে হিন্দুরা পরমব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। সর্ব্বশাস্ত্রেই ইনি মহাকাল-নামে ব্যাখ্যাত। তিনি অপক্ষয়, বিনাশাদিরহিত কালাত্মার অবস্থাদিশূন্য, অথচ সর্ব্বাবস্থ। কালের কোন আকার নাই, অথচ তিনি বাহ্বাকার-বিশিষ্ট। কালের কোন রূপ নাই, অথচ তিনি সর্ব্বরূপবান্। কালই জগদুৎপাদক, জগৎপালক ও জগৎ-সংহারক। সর্জ্জন, পালন, নিধন—এইগুলি কালের একপ্রকার অবস্থা। অপর অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান, ইহাও তদবস্থারূপে পরিগণিত হয়। বাল্য যৌবন, জরা—জীব-সম্বন্ধে এই তিন অবস্থাকেও কালাবস্থা বলা যায়। অনাম, অরূপ হইয়াও কাল সর্ব্বনাম ও সর্ব্বরূপ-বিশিষ্ট। শ্রুতি বলেন, কাল স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণু ও স্থূলাতিস্থূল কল্পাদি; (অর্থাৎ কল্প হইতে সূক্ষ্মমন্বন্তর, মন্বন্তর হইতে দিব্যযুগ, যুগ হইতে বৎসর, বৎসর হইতে অয়ন, অয়ন হইতে ঋতু, ঋতু হইতে মাস, মাস হইতে পক্ষ, পক্ষ হইতে দিবা, দিবা হইতে প্রহর, প্রহর হইতে যামার্দ্ধ, যামার্দ্ধ হইতে মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্ত হইতে দণ্ড, দণ্ড হইতে পল, পল হইতে বিপল, বিপল হইতে অনুপল, অনুপল হইতে কলা, কলা হইতে বিকলা, বিকলা হইতে কাষ্ঠা, কাষ্ঠা হইতে নিমেষ, নিমেষ হইতে ক্ষণ, ক্ষণ হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে অণু, অণু হইতে পরমাণু ইত্যাদি।) এইরূপে স্থূল-সূক্ষ্মরূপে কালের অনেক অবয়ব। কাল যে ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমান-ত্রিকালদর্শী, একারণ শিব ত্রিলোচন-বিশিষ্ট। সংসার জরাবস্থায় নিধন-দশা প্রাপ্ত হয় বলিয়া শিবস্বরূপে বৃদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়া থাকে। কালের প্রলয়াগ্নিতাপে জগৎ ভস্মীভূত হয়; তন্নিদর্শনার্থ শিব ভস্ম-ভূষণ। কালে জীবনিকায়ের কঙ্কালমালাতে জগৎ পরিপূর্ণ হয়, এজন্য অনাদিনিধন শিব কঙ্কালমালী। কালে নরসকলের অস্থি ভূতলে বিচরিত হয়; এ-কারণ শিবরূপের করকমলে নরকপাল সংস্থিত। মুক্তিকালে জীব-সকলে পরমাত্মা কালরূপে শয়ন করেন, আর পুনর্ব্বার জাগ্রৎ হন্ না, এ-কারণ শিবকে মহাশ্মশানালয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। এতদ্ভিন্ন শ্মশানভূমিতে মহাদেবের বাসের আরও কারণ এই যে, কালরূপী শঙ্কর সর্ব্বসংহারক। আর মুণ্ডমালা-ধারণের এই কারণ যে, কালে সকল জীবেরই শির নিরস্ত হয়। এতন্নিদর্শনার্থ হরগলে নরশিরোমালা বিভূষণ। নীলকণ্ঠরূপে কালের কালিমার প্রদর্শন করা হইয়াছে। কালের অপরিচ্ছিন্নতায় সর্ব্বব্যাপকত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ শিব দিগ্বাসা হইয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টির যত অঙ্গ ও যত উপকরণ আছে, সে সকল অঙ্গের মধ্যে প্রধানাঙ্গ পঞ্চ মহাভূত। এ-কারণ কালস্বরূপ শিবরূপের পঞ্চাননত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কালের অমোঘবীর্য্যতা পদে পদে প্রদর্শিত হয়; তাহাতে উত্তমাধম-মধ্যম পক্ষে নিয়তি কালের প্রধানা শক্তি। সেই নিয়তিই শিবের ত্রিশূল। তাহা কোনমতেই ব্যর্থ হয় না; অর্থাৎ নিয়তির অন্যথা করিতে কেহই পারেন না। যিনি যত বড় দুরাত্মা ও হিংস্র হউক না কেন, কালে তাহার নিধন হয়। তাহার চর্ম্মোপরি কাল নিয়তই অবস্থান করেন। এই-হেতু শিব ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর। ভুজঙ্গকুলও কালের বশীভূত; এ-কারণ শিব সদা ভুজঙ্গভূষণ। জ্ঞানস্বরূপ

মহাকাল শিবরূপ; তাঁহার বাহন বৃষ। এতদর্থে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান কেবল এক ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। অতএব বৃষরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সর্ব্বদা বহন করেন; অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক্ ফললাভ হয়। কোন কোন মতে শিবকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাহাতে চতুর্ব্বর্গই সাক্ষাৎ প্রমাণ হইতেছে। যথা—"পরশুমৃগবরাভীতিহস্তমিত্যাদি"। যে হস্তে মৃগ, সেই হস্তই কাম, অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষ-পূরক মৃগমুদ্রা। যে হস্তে কুঠার, সেই হস্তই অর্থ; অর্থাৎ বিনা শত্রুনাশে রাজ্য কি ঐশ্বর্য্যলাভ হইতে পারে না। যে-হস্তে বর, সেই হস্তই ধর্ম্ম। অর্থাৎ বিনা ধর্ম্মে বিশুদ্ধ সুখের সন্দর্শন হয় না। যে হস্তে অভয়, সেই হস্তই মোক্ষ। অর্থাৎ বিনা মোক্ষে জীবের ভয়-শান্তি হয় না। অতএব কালমূর্ত্তি যে পরমাত্মা শিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ শিবকে দশবাহুরূপেও ধ্যান করেন। তদর্থে কালের কর দশদিকেই বিস্তৃত আছে। দশবিধ অস্ত্র-ধারণের অর্থ, আত্মা হইতে কালে জীবের নানোপকরণ দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে। যিনি কাল, তিনিই জগৎকর্ত্তা, ভর্ত্তা ও হর্ত্তা। সুতরাং, যিনি কর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর। এ-কারণ শিবকে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলেন।

বৈদ্যনাথের মন্দির-সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ইহা ত্রেতাযুগ হইতে বিদ্যমান আছে। শিবপুরাণ বলেন যে, লঙ্কেশ্বর রাবণ বহু-ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার বাটীতে মহাদেব না থাকিলে তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তিই কৈলাসে গমন করতঃ মহাদেবকে তাঁহার বাটীতে চিরতরে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। মহাদেব তাহাতে কিন্তু সম্মত হইলেন না। রাবণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে তিনি তাঁহাকে একটী জ্যোতির্লিঙ্গ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, ইহার স্থাপনায় যে ফল তাঁহার স্বয়ং থাকিলেও সেই ফল। সুতরাং, তিনি সেই লিঙ্গ লইয়া রাবণকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন এবং ইহাও তাহাকে বলিয়া দিলেন, যেন লিঙ্গটী কোনরূপে ভাঙ্গিয়া না যায় অথবা তাহাকে স্বীয় বাটী ভিন্ন অন্যত্র রাখিয়া দেওয়া না হয়। কারণ, তাহা হইলে তাহা তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। রাবণ হৃষ্টচিত্তে লিঙ্গটী লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা ভাবিলেন যে, শত্রুগৃহে জ্যোতির্লিঙ্গ-স্থাপনা দেবতাদিগের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। সুতরাং, যাহাতে সেটী না হইতে পায় তদ্বিষয়ে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া বরুণদেবকে রাবণের উদরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। বরুণ তাহাই করিলেন। বরুণ রাবণের উদরে প্রবেশ করিলে রাবণ প্রস্রাবের পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি প্রস্রাব করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। এমন সময় বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাবণের সহিত বার্ত্তালাপ আরম্ভ করিলেন। রাবণ দেবতাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে শিবলিঙ্গটী ধারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণও সম্মত হইলেন। তাঁহার হস্তে শিবলিঙ্গটী প্রদান করিয়া রাবণ

করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও জ্যোতির্লিঙ্গটীকে আর দেখিতে পাইলেন না। অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, যে-স্থানে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার বহুদূরে লিঙ্গটী স্থাপিত রহিয়াছে। লিঙ্গটী উঠাইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া বলপ্রয়োগ করিলে লিঙ্গের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গেল। রাবণ তখন প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রত্যহ হিমালয় হইতে গঙ্গোদক লইয়া আসিয়া লিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। জলের জন্য প্রত্যহ হিমালয়ে গমন করা অসুবিধাজনক ভাবিয়া রাবণ লিঙ্গের সন্নিকটে একটী কূপ খনন করিয়া তাহা সকল তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ করিলেন। রাবণ যে-স্থানে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার নাম "হরলাজুরী"। দেওঘর হইতে ইহা চারিমাইল দূরে অবস্থিত। যে স্থানে লিঙ্গটী স্থাপিত হয়, তাহার নাম দেওঘর (দেব ঘর)। লিঙ্গটী বৈদ্যনাথ-নামে খ্যাত।

পদ্মপুরাণের মতে রাবণ ব্রাহ্মণের হস্তে শিবলিঙ্গটী অর্পণ করিলে ব্রাহ্মণ বিধি-অনুসারে কূপোদক-দ্বারা তাহার পূজা করিয়া প্রস্থান করিলেন। অর্চ্চনাকালে তথায় একজন ভীল উপস্থিত ছিল। দেবতার পূজা কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ভীলকে কহিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হ'ন। রাবণ ফিরিয়া আসিলে ভীল সমস্ত ঘটনা রাবণকে বলে এবং সে ইহাও বলে যে, ব্রাহ্মণ আর অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং বিষ্ণু। রাবণ তখন বাণদ্বারা একটি কূপ খনন করিয়া পূজার জন্য সর্ব্বতীর্থের জল-দ্বারা তাহা পূর্ণ করেন।

অন্যান্য পুরাণের মতে বৈদ্যনাথের সত্তা সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। সতী দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহাকে ত্রিশূলোপরি লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন চক্রদ্বারা সতীদেহ ৫২ খণ্ডে খণ্ডিত করেন। সতীর যে যে খণ্ড যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা এক একটী পীঠস্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বৈদ্যনাথে সতীর হৃৎপিণ্ড পতিত হয়। অন্য আখ্যায়িকা এই যে, সত্যযুগে মহাদেব জ্যোতির্লিঙ্গ-রূপে দ্বাদশটী স্থানে আবির্ভূত হন্। তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ একটী। সতী এই লিঙ্গ পূজা করিয়াছিলেন। তিনি কেতকীপুষ্পরূপ পরিগ্রহ করিয়া শিবের উপর বাস করিতেন, এরূপ প্রবাদও শুনা যায়। এইজন্য বৈদ্যনাথের আর একটী নাম কেতকীবন।

বৈদ্যনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সরকারী রাস্তা ও দক্ষিণে নহবতখানা। অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের সন্নিকটে একটি ফটক আছে। ইহার উপর বনাইলির রাজা পদ্মানন্দ একটী ঘর তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ফটকই মন্দির-প্রবেশের প্রধান দ্বার। অঙ্গনের উত্তর প্রান্তে সদর পাণ্ডার বাটী। যে গৃহে লিঙ্গটী অবস্থিত তাহা ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ কেহ কিছুই দেখিতে পায় না। দুইটী ঘৃতপ্রদীপ লিঙ্গের সম্মুখে জ্বলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারটী চাঁদনীযুক্ত। সন্নিকটে একটী ষণ্ড-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছাদের ভিতর হইতে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান

রহিয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে তীর্থযাত্রিগণ ঘণ্টাটী বাজাইয়া প্রবেশ করে। কিন্তু এখন এই কার্য্যটী পাণ্ডাই করিয়া থাকে। বৈদ্যনাথের মন্দিরের অঙ্গনে অপর ১১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাদিগের নাম :—(১) বৈদ্যনাথ, (২) লক্ষ্মী-নারায়ণ, (৩) সাবিত্রী (তারা), (৪) পার্ব্বতী, (৫) কালী, (৬) গণেশ, (৭) সূর্য্য, (৮) সরস্বতী, (৯) রামচন্দ্র, (১০) বগলাদেবী, (১১) অন্নপূর্ণা এবং (১২) অন্নদা-ভৈরব।

উল্লিখিত মন্দির ব্যতীত ভুধনাথের মন্দিরও এখানে দেখা যায়। শৈলজানন্দ ওঝা-নামক জনৈক ব্যক্তি একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত পঞ্চমুখী লিঙ্গ দান করেন। মনসা-দেবীরও একটী মন্দির এখানে আছে। এতদ্ব্যতীত তিনটী বৌদ্ধমূর্ত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তিত্রয় হিন্দুদেবতারূপে পূজিত। তন্মধ্যে লোকনাথটী কার্ত্তিকেয়রূপে, অন্যটী সূর্য্যরূপে ও বুদ্ধমূর্ত্তিটী কালভৈরবরূপে পূজিত হইতেছে।

মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে একটী কূপ আছে। ইহা চন্দ্রকূপ-নামে খ্যাত। রাবণ ইহাকেই সমস্ত তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি 'মনুমেণ্ট' আছে। ইহা একটি পাকা ধাপের উপর অবস্থিত। ধাপটী উচ্চতায় ছয় ফিট এবং চতুষ্কোণের পরিসরটী ২০ ফিট। ধাপের উপর তিনটী বৃহৎ স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভগুলিতে কুম্ভীরের মূর্ত্তি খোদিত। বোধ হয়, পূর্ব্বে দোলযাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণদেবকে এখানে দোল খাওয়ান এই যে, রাবণের প্রস্রাবই কর্ম্মনাশা নদীরূপে পরিণত হইয়াছে।

পূজার উপকরণ জল, পুষ্প, চন্দন এবং আতপতণ্ডুল। পূজা সমাপনান্তে দেবতাতে টাকা বা স্বর্ণ সাধ্যানুসারে চড়াইতে হয়। তাম্র দেবতার সংস্পর্শে আইসে না। ধনাঢ্য ব্যক্তি-গণ, গাভী, ঘোড়া, পাল্‌কি, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি দেবতার ভেট্‌ দিয়া থাকেন। যদি কেহ কোন বস্তু পরে দান করিতে চাহে, তবে সেই বস্তুর নাম বিল্বপত্রে লিখিয়া সন্ধ্যা-কালে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই লেখাই তীর্থকামী ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। একবার বিল্বপত্রে লেখা হইলে কেহ দেব-তাকে প্রতারণা করে না। শিব বিল্বপত্র, জল, চন্দন এবং পুষ্পেই সন্তুষ্ট হ'ন্। তবে বিল্বপত্রগুলি ত্রিকূট- (তিউর) পর্ব্বতের হওয়া চাই। জল-সম্বন্ধে রাবণ-খনিত-কূপো-দকই যথেষ্ট; তবে বদরিনাথ বা মানস-সরো-বরের জল সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

রোগিগণ রোগমুক্ত হইবার জন্য এখানে হত্যা দেয়। তাহারা প্রত্যূষে শিবগঙ্গা-পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া শিবলিঙ্গের পূজা করতঃ বারান্দায় শয়ন করে। পরদিন প্রভাতে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া মুখপূর্ণ-জলমাত্র পান করিয়া পুনরায় শয়ন করে। এইরূপে তিন চারি দিন হত্যা দিলে তাহারা স্বপ্নে বৈদ্যনাথের আদেশ পায়। সেই আদেশমত কার্য্য করিলে রোগমুক্তি হইয়া থাকে। যাহাদিগের রোগ অসাধ্য তাহা-দিগকে স্বপ্নে বলা হয় যে, "তুমি রোগমুক্ত হইবে না" ইত্যাদি।

সংস্কৃত পুস্তকে বৈদ্যনাথের অনেক নাম

আছে ;—যথা, হারদাপীঠ, রাবণবন, কেতকী-বন হরিতকীবন এবং বৈদ্যনাথ ! বঙ্গদেশে স্থানটী বৈদ্যনাথ নামেই খ্যাত।

(পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম)

পোনাবালিয়া।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামস্থিত বাকরগঞ্জের সাবডিভিসনের ইহা একটি গ্রামমাত্র। এখানকার লোকসংখ্যা ৪৯৮। এখানকার জমিদার রামভদ্র রায় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এখানে একটি শিবমন্দির আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে সতীর নাসিকা পতিত হয়। সুতরাং, ইহাও একটি পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত।

ঢাকা-দক্ষিণ

আসামের সিলেট (শ্রীহট্ট) জেলার একটী গ্রাম মাত্র। বৈষ্ণবদিগের ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে চৈতন্য-মহাপ্রভু বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের মন্দিরে অনেক যাত্রীই প্রতিবৎসর সমাগত হয়। পঞ্চখণ্ডে সুপাতাল-নামক স্থানে একটি বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। স্থানটী খুবই প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নমিতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২২)

অবাধ্য ছেলের গোয়ার্ত্তুমী-জেদ সংশোধনের জন্য স্নেহময়ী মাতা যেমন নিষ্ঠুর-কঠোর হইয়া উঠেন, নিজের অধীর উত্তেজনাদৃপ্ত মনটা শাসন করিবার জন্য নমিতাও তেমনই রূঢ়-কঠিন হইতে চেষ্টা করিল। সে নিজেকে তিরস্কার করিয়া বুঝাইল, "কে কোথায় কি বলিতেছে না-বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য অত উৎকর্ণ হইয়া থাকিলে, সংসারের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া সর্ব্বত্যাগী সাজিতে হইবে! কিন্তু সে বৈরাগ্য-গ্রহণ যখন আপাততঃ আদৌ সম্ভবপর নহে, তখন সাধারণ সংসারী মানুষের মত শান্ত-সংযত হইয়া নিজের ন্যায্য কর্ত্তব্যটা পালন করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ।" দুর্ব্বিষহ অপমান-গ্লানি, অসহ্য দৈন্যলাঞ্ছনা, সব মাথায় থাক্; চোখের জল চোখে শুকাইয়া যাক্, মনের ব্যথা মনে মরিয়া যাক্! হে ভগবন্, তোমার প্রসন্ন হাসিটুকু অন্তরে উজ্জ্বল-দীপ্ত থাকুক্, ইহাই প্রার্থনা; মানুষের হাসিখুসি কাণাকাণির কোলাহলের ঊর্দ্ধে, তোমার সান্ত্বনা-অভয়বাণী ঝঙ্কৃত হইতেছে! তাহা যেন স্থির কর্ণে অহরহঃ শুনিতে পায়। সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার তোমার পায়ে ঢালিয়া দিয়া, সে যেন তোমার কার্য্যসাধনের জন্যই আপনাকে লঘু করিয়া লইতে পারে! ইহাই আশীর্ব্বাদ কর।

রাত্রে আহারাদির পর সুশীলকে লইয়া বিছানায় আসিয়া নমিতা নিস্তব্ধতার অবকাশে বিস্তর সংশয়-দ্বন্দ্বের সহিত যুঝিয়া সুশীল ঘুমাইবার অনেক পরে অস্বস্তি-পূর্ণচিত্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে শুনিল, কে বাহির

হইতে ডাকিতেছে—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" কণ্ঠস্বরটা যেন সুরসুন্দরের বোধ হইল। চট্ করিয়া মাথা হইতে নিদ্রাঘোর ছুটিয়া গেল, স্পষ্টরূপে জাগিয়া নমিতার মনে হইল সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। কারণ, আজ রাত্রের গাড়ীতে, এতক্ষণ সুরসুন্দর ত দেশে চলিয়া গিয়াছে! তবে এ ডাকে কে? অন্য কেউ?

আবার ডাক শুনিতে পাওয়া গেল,—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" এবার সন্দেহ নয়; —নিঃসংশয় সত্য, সুরসুন্দরই বটে! সহসা নমিতার আপাদমস্তক কেমন একটা ভয়-জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বুকের কাছে হাঁটু গুটাইয়া প্রাণপণে গুটিসুটি মারিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া রহিল। সে নিজে সাড়া দিতে পারিল না, বা পার্শ্বের ঘরে গিয়া নিদ্রিত বিমলকে জাগাইতেও সাহস করিল না। আজ চারিদিক্ হইতে খোঁচা খাইয়া, তাহার মনটা নিজের অসঙ্কোচ-নির্ভীকতার উপর তীব্র বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে! ......সরল বিশ্বাসে, প্রশান্ত নির্মল দৃষ্টি তুলিয়া, বড় উচ্চ আশায় জগতের সহিত অকপট সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে সে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ যে এমন উগ্র-বিকট-দুর্গন্ধময় কর্দ্দমের ঝাপ্টা চোখে মুখে লাগিয়া তাহার শান্তিস্বাচ্ছন্দ্য বিধ্বস্ত করিয়া দিবে, তাহা ত তাহার জানা ছিল না! কিন্তু, যখন সে জানিয়াছে, তখন আর দুঃসাহস প্রকাশ করা নয়!

উপর্য্যুপরি ডাক শুনিয়া বিমলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া রাস্তার ধারের জানালা খুলিয়া সাড়া দিল। সুরসুন্দর বলিল, "আমি থেকে আস্‌ছি। দিদিকে উঠিয়ে দেন; একটা 'কল' আছে; যেতে হবে।"

একটা শঙ্কিত আগ্রহ নমিতার বুকের মধ্যে চমকিয়া উঠিল! "কল!"—এতরাত্রে 'কল'!......নিশ্চয়ই খুব গুরুতর প্রয়োজন! সে নিঃশব্দে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, বিমল জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এখনই যেতে হবে? রাত্রি ১টা যে বাজে!'

উত্তরে আর এক ব্যক্তি ব্যগ্রভাবে বলিল, "ম'শাই, ডবল ফি দেওয়া হবে। আমাদের বড় বিপদ্। 'কলেরা কেস্' তার ওপর অসময়ে আটমাসে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে, একটি নার্শের বড় দরকার। মিসেস্ দত্তকে আন্‌তে গেছ্‌লুম; পাই নি। তাই আপনাদের এখানে আস্‌ছি। যেতেই হবে। আজ রাত্রিটা সেখানে থাক্‌তে হবে। যা চা'ন দেব।"

"কলেরা কেস্"—"অসময়ে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু"—"নার্শের বড় দরকার" ......কথা কয়টা যেন বজ্রঝঞ্ঝনায় আঘাত জাগাইয়া, ক্ষিপ্র-আলোড়নে নমিতার মস্তিষ্ক বিচলিত করিয়া তুলিল! নিস্তেজ মনের সমস্ত আলস্য-জড়তা, মুহূর্ত্তে যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার্ হইয়া গেল; কোন দ্বিধা-সঙ্কোচের সমস্যা লইয়া হিসাব মীমাংসার সময় রহিল না। 'প্রয়োজন!......বড় প্রয়োজন!'...... তাহার দাবী সকলের ঊর্দ্ধে!

পাছে সুশীলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া সাবধানে খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া, নমিতা অন্ধকারে হাতড়াইয়া, আল্‌নার দিকে অগ্রসর হইল। অনুমানে জামা-কাপড়গুলা

টানিয়া নামাইয়া, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সে তাহা পরিতে লাগিল। বিমল আলো হাতে করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদি !"

সন্ত্রস্ত হইয়া নমিতা বলিল,"চুপ!—সুশীল উঠে পড়বে। আমি শুনেছি সব ; জামা কাপড় পর্‌ছি। তুমি চট্ করে যাও, লছ্‌মীর মাকে উঠিয়ে দাও। চেঁচিও না ; মা'র ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

বিমল গিয়া লছ্‌মীর মাকে উঠাইয়া দিল। লছ্‌মীর মা প্রস্তুত হইয়া আসিল। বেশী রাত্রে, বা দূরতর স্থানে ডা'কে যাইতে হইলে লছ্‌মীর মা নমিতার সঙ্গে যাইত। তবে মিসেস্ স্মিথ্ সঙ্গে থাকিলে নমিতা কাহাকেও লইত না।

কার্ত্তিক মাস, নূতন শীত পড়িতেছে। নমিতা বিমলের গরম মলিদার চাদরখানা চাহিয়া লইল। এতরাত্রে ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় বাহির করিবার সময় নাই। লছ্‌মীর মা কম্বল জড়াইয়া ঠিক্ হইয়া আসিয়াছিল। যথাসম্ভব সত্বর তাহারা বাহিরে আসিল। বিমল আলো লইয়া সঙ্গে আসিল।

বাহিরে রাস্তায় সুরসুন্দর ও আর একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। লোকটী দেখিবামাত্র খাস-বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। তিনি সুরসুন্দরেরই সমবয়স্ক। মূর্ত্তিটি বেশ সৌম্য-সম্ভ্রান্ততা-পরিচায়ক। তাঁহার মুখে, চোখে উদ্বেগ-বিবর্ণতার চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে।

বিমল সুরসুন্দরকে বলিল, "আপ্‌নার বাড়ী যাওয়া হোল না বুঝি ?"

সুরসুন্দর বলিল "না, রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় স্মিথের সঙ্গে এঁদের ওখানে গেছ্‌লুম ; এখন ফিরে এসে আবার ঔষধ-পত্র নিয়ে যাচ্ছি।" (নমিতার প্রতি) "মিস্ মিত্র, আপনার হাতে ব্যাণ্ডেজটা আছে ত ?"

নমিতা বলিল, "আছে।"

সুরসুন্দর বলিল, "হাতে ঘা আছে বলে স্মিথ্ আপত্তি করছিলেন, কিন্তু মিসেস্ দত্তকে যখন পেলুম না—"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল,"আমার ব্যাণ্ডেজ ত' খুব ভাল রকমেই বাঁধা আছে। একটু সাবধানে কাজ কর্‌ব। তা হলেই হবে। চলুন্, কতদূরে যেতে হবে ?"

সু। গঙ্গার ও-পারে, লালবাজারে —সাম্‌নে ঘাটে নৌকা আছে।

"বেশ চলুন্"। এই বলিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া নমিতা বলিল, "সুশীল একলা আছে, তুমি তার বিছানায় শোওগে যাও। মাকে বোলো যেন না ভাবেন্। বাড়ীর দুয়ার বন্ধ করে যাও।"

তাহারা শীঘ্র গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা খুলিয়া দিল। চারিজন দাঁড়ি প্রাণপণ-বলে দাঁড় বহিতে লাগিল। গঙ্গার উপর খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। সকলে 'ছই'এর মধ্যে আশ্রয় লইল। লছ্‌মীর মা সুরসুন্দরের সহিত আলাপ জুড়িল। অপরিচিত 'বাবুটির' পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, তিনি এখানকার বাসিন্দা নহেন ;—ভাগিনেয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আজ এখানে আসিয়াছেন ; সঙ্গে মাতাও আসিয়াছেন। ভাগিনেয়টি মারা গিয়াছে। এখন ভগিনী পীড়াক্রান্তা !—একে সদ্যঃ পুত্রশোক, তাহাতে সাঙ্ঘাতিক-ব্যাধি !

তাহার উপর অসময়ে প্রসব!—রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

নমিতা শুনিল ভদ্রলোকটির নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রবাবু সমস্ত পথ একটিও কথা কহিলেন না; বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমে নৌকা আসিয়া ও-পারে ভিড়িল। সকলে নামিয়া দ্রুতপদে চলিলেন।

কিছু দূরে আসিয়া, বাড়ী দেখিতে পাওয়া গেল। বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছিল। দুই তিন জনের কথার সাড়াও পাওয়া গেল। তাহারা আসিয়া সেখানে উঠিলেন।

ঘরের দুয়ার জানালা সব বন্ধ; তামাকের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরখানা ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। দুইজন হিন্দুস্থানী ভৃত্যশ্রেণীর লোক সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের একজন এক কোণে, মেঝের উপর পড়িয়া আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে; অন্য-ব্যক্তি নিদ্রালস-চক্ষে বসিয়া বসিয়া 'তামাকুল' ভরিয়া কলিকা সাজাইতেছে। ঘরের মেঝেময় টিকা, তামাক, ছাই-গুল ছত্রাকারে ছড়ান রহিয়াছে। এখানে যে অবিশ্রাম তামাক পুড়িতেছে, সেগুলি যেন তাহারই জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য!

ঘরের মাঝখানে তক্তাপোষের উপর ময়লা সতরঞ্চি ও ততোধিক ময়লা তাকিয়া লইয়া দুইজন বাঙ্গালীবাবু বসিয়া আছেন। একজন শীর্ণাকৃতি, ফর্সা-রং, প্রৌঢ়;—অপর ব্যক্তি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সুবিশাল, গ্যাট্যা-গোটা বলিষ্ঠ চেহারার যুবা। তাঁহার রং আধ্‌ময়লা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, মুখের গঠনে সুন্দর শ্রীছাঁদ, কিন্তু অস্বাভাবিক আত্মম্ভরিতার গর্ব্ব যেন সেখানে নিষ্ঠুর-কর্কশ ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে।—দেখিলেই মনে হয়, লোকটি দানে-খুনে, সকলতাতেই সমান সিদ্ধহস্ত।—তাঁহার গায়ে উৎকৃষ্ট সিল্কের কোট ও তাহার উপর জরির হাঁসিয়াদার মূল্যবান্ শাল। কিন্তু দুইটাই অত্যন্ত ময়লা-ধরা। মাথায় সযত্নে কোঁক্‌ড়ান চুলে চক্‌চকে-মাজা টেড়ি!—যেন যত কিছু সৌখীনতা ও পরিচ্ছন্নতা মগজ ফুঁড়িয়া চুলের উপর ঢেউ খেলাইতেছে! প্রৌঢ় লোকটির বেশভূষা সাধারণ, তবে তাঁহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া খুব সতর্ক-চতুর স্বভাবের লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি বসিয়া গুড়গুড়ির নল টানিতেছেন, আর মাঝে মাঝে থামিয়া খুব দ্রুত স্বরে তড়্‌বড়্‌ করিয়া বকিতেছেন।

সুরসুন্দর প্রভৃতি ঘরে ঢুকিতেই তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "কি হোল, কি হোল? ওষুধ্ পেলে? যন্তর?—বহুৎ আচ্ছা! নার্শের কি হোল? মিসেস্ দত্ত এলেন্ না বুঝি?—"

সুরসুন্দর বলিল, "তাকে পাই নি। আর একজন এসেছেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১শ কল্প—৩য় ভাগ।

১৩২৫ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

* ভ্রম-সংশোধন ১৭৬

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 658. June, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৮ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। জুন, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

ঊষা-সঙ্গীত।

মিশ্র টৌড়ি—একতালা।

জাগ জাগ সবে জাগ রে !

মধুর আহ্বান তাঁর এসেছে যে, বারেক শুনো ঐ শুনো রে।

মাতিয়া প্রাণে পবিত্র মনে, সানন্দে ধরা ভাসাও রে।

ঘুম-ঘোরে না রহিয়ে অচেতন, ফেল ভেঙ্গে মোহের স্বপন রে !

অনুরাগে ভরে আপন হৃদয়ে ব্যস্তভাবে তাঁরে ডাক রে !

প্রেম-মকরন্দের প্রেম আনন্দে হয়ে মত্ত সদা মজ রে।

সবে এস এস ও পদারবিন্দে, হও মগন প্রেম-ভরে রে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´ ২ ০ ৩॥

II সা -দা দপা। পা মজ্ঞা ম্মা। পণদা -া -া। পা -া -া I

জা গ জা০ গ স০ বে জা০০ ০ গ রে ০ ০

১´ ২ ০ ১

I সা সা সা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋা -সা I

ম ধু র আ হ্বা ন তাঁ র০ এ সে০ ছে যে

১´ ২ ০ ৩

I সা সা মা। মা মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I

বা রে ক শু নো ঐ০ শু০ ০ ০নো রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I পা দা দা। র্সা -া ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণণা -াপ পা I
মা তি য়া প্রা ০ ণে০ প বি০ ত্র০ ম০০ ০ নে

১´ ২ ০ ৩
I পা ণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II
সা ন০ ন্দে০ স্ব রা০ ভা সা০০ ০ গু রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
II সা সা I { সা সা দা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋসা সা I
ঘু ম ঘো রে না র হি য়ে অ চে০ ত ন০ ফে০ ল

১´ ২ ০ ৩
I সা সা সমা। মা মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I
ভে ঙ্গে মো হে র স্ব০ প০ ০ ০ন রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I পা দা র্সা। র্সা র্সা ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণদা দপা পা I
অ নু রা গে ভ রে০ আ প০ ন০ হৃ০০ দ০ য়ে

১´ ২ ০ ৩ ৩
I পা পণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। (পা সা সা) } I পা -া -া I
ব্য স্ত০০ ভা০ বে তাঁ০ রে ডা০০ ০ ক রে "ঘু ম" রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I { দা দা দা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা -া I
প্রে ম ম ক র ন্ দের প্রে ম আ ন ন্দে

১´ ২ ০ ৩
I দা দা না। র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা -র্ঋা র্সা। র্ঋা -া র্সা } I
হ য়ে ম ত্ত স দা ম ০ জ রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I পা ণা দা। দা পা মজ্ঞা। মা ণদা দা। র্সনা র্সা র্সা I
স বে এ স এ স ও প০ দা র০ বি ন্দে

১´ ২ ০ ৩
I পা পণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II II
হৃ ও০০ ম০ গ নপ্রে ম ভ০০০ রে রে ০ ০

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৪)

কার্ত্তিক-প্রভাতের শৈত্য-জড়তানাশী খররৌদ্র তখন বেশ জোরে জলিয়া মধ্যাহ্নের আধিপত্য ঘোষণা করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের পথে বহু লোক ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছিল। নমিতা ও সুরসুন্দর পথ হাঁটিয়া নীরবে চলিতে চলিতে নমিতাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

সুরসুন্দর একটু পশ্চাতে থাকিয়া, খুব ধীরে ধীরে আসিতেছিল; পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে মাথাটি সাম্‌নে ঝুকাইয়া, গভীর চিন্তাকুল বদনে সে চলিতেছিল। বারেণ্ডার সিঁড়িতে উঠিতে উদ্যতা নমিতা বিদায়-সম্ভাষণের জন্য দাঁড়াইল। অন্যমনস্ক সুরসুন্দর তাহা লক্ষ্য করিল না; নিঃশব্দে যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া নমিতা একটু কাশিয়া বলিল, "তা হ'লে, আজই আপ্‌নি বাড়ী চল্লেন? কত দিনে ফির্‌বেন?"

সুরসুন্দর থম্‌কিয়া দাঁড়াইল! ইহার মধ্যে কখন্ যে এতটা পথ আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা সে আদৌ অনুভব করিতে পারে নাই! অপ্রতিভ হইয়া সে একটু হাসিল ও নমিতার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আজই যাব। কত দিনে ফির্‌ব, ঠিক্ নাই। ভাইটির অবস্থা দেখে সে ব্যবস্থা স্থির হবে।—মিস্ মিত্র!" সুরসুন্দর আরও একটু নিকটে আসিল; সম্ভ্রম-নত দৃষ্টিতে ভূমির পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনাকে আজ একটি কথা বল্‌তে চাই, অনুমতি দিন্—।"

সুরসুন্দরের মুখে "আজ একটি কথা"—নমিতার কানে আজ হঠাৎ অত্যন্ত অদ্ভুত, নূতন ও বিশেষত্বপূর্ণ ঠেকিল! মনটা কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিল! সন্দিগ্ধভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সুরসুন্দরের শান্ত ম্লান মাধুরী-বিকশিত নম্র মুখখানির পানে সে একবার মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিল;—তখনই তাহার দৃষ্টি বিশ্বস্ত আশ্বাসে করুণা-কোমল হইয়া আসিল; ধীরভাবে বলিল, "বল্‌বার মত কথা হয়, অবশ্য বল্‌তে পারেন্; বৈঠকখানায় আসুন্।"

"না, আমি এইখানে থেকেই কথা শেষ করে যাই,—" এই বলিয়া সুরসুন্দর দৃষ্টি তুলিয়া নমিতার পানে চাহিল এবং ব্যথিত ভাবে একটু হাসি হাসিয়া বলিল, "চারিদিকে ক্রমাগত বীভৎস অবিশ্বাসের চেহারা দেখে, এক এক সময় নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি—নিজেকেও ভয় কর্‌তে বাধ্য হই!—আজ আপনার কাছে তাই ক্ষমা চাইছি, আমার সে অপরাধ ভুলে যাবেন। সে-দিন ঝোঁকের মাথায় অনেকগুলো শক্ত কথা বলে ফেলেছি; আপনার মনে নিশ্চয় আঘাত লেগেছে। নিজের রূঢ়তায় আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছি।—মিস্ মিত্র, তারপর আমি আর ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাই নি; সেজন্যে ভারী দুঃখিত ছিলুম্।—আজ বল্‌ছি, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন্।"

নমিতার মনে হইল এমন আন্তরিকতা-পূর্ণ সুগভীর বেদনার স্বর সে বহু—বহুদিন শুনিতে পায় নাই; আজ শুনিল! বিস্ময়াবহ

পুলকের সহিত, একটা বেদনার আঘাত গিয়া তাহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিল! নমিতার ইচ্ছা হইল, সে স্পষ্ট প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠে,—'না, ইহা সৌজন্যের নামে অন্যায় অসৌজন্য হইতেছে। সুরসুন্দরের মত হিতাকাঙ্ক্ষীর ত্রুটি ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই......... !'

সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের মুখের উপর অসঙ্কোচ স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া নমিতা বলিল, "মানুষের মুখের কথায় ভয় পেয়ে, আমিও অনেক সময় মনের জোর হারিয়ে ফেলি, সাহসের অভাবে অনেক অপরাধজনক আচরণ করি; অনেককে মিথ্যা অবিশ্বাস করে, মনস্তাপ পাই! আমার মহাদুর্ব্বলতা আছে, জানেন্। যে যা বুঝিয়ে দেয়, সরল বিশ্বাসে সব সত্য বলে অকপটে মেনে নিই; কিন্তু নির্ব্বোধ হ'লেও আমার মন বক্র-কুটিল নয়, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন। মিথ্যার ভুল খুব শীঘ্রই বুঝ্‌তে পারি!— আপনি ক্ষমা'র কথা বলবেন্ না, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।—আপনার মন যে কত উঁচু, তা আমি খুব-খুব ভাল রকমেই জেনেছি। আর কথা বাড়ান নিষ্প্রয়োজন!"

সনিঃশ্বাসে ম্লান হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর নমস্কার করিয়া বলিল, "তবে বিদায় হই। সত্যই, কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।"

প্রশান্ত স্নেহের হাসিতে নমিতার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "মনে কর্‌তে বারণ করেন, কর্‌ব না;—কিন্তু, না না, কিছু মনে কর্‌ব বৈ কি! আপনার অমায়িকতা, উদারতা, সহোদরের মত স্নেহানুগ্রহ, সে সব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখ্‌ব; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাড়ী গিয়ে সব ভাল দেখে, আবার শীঘ্র ফিরে আসুন্।"

"আসি তবে—।" প্রস্থানোন্মুখ সুরসুন্দর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, সহসা আবার ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক মুখে একটু উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল ভাবে, কি যেন কিছু বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নমিতা সস্মিত মুখে বলিল, "কোন দরকার আছে?"

"হাঁ,—দেখুন, হাঁস্‌পাতালের নার্শ, কম্পাউণ্ডার বিশেষণ ছাড়া আমাদের আরো কিছু স্বতন্ত্র বিশেষ্য আছে,—তারই অধিকারে -।" সহসা কথাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া, সুরসুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য নীরবে কি ভাবিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন। আর একটি কথা বলে যাই, করমগঞ্জ থেকে আপনি বদ্‌লী হ'বার দরখাস্ত করুন্; আর এখানে থাক্‌বেন্ না।"

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! ক্ষণ-পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনিও তাই বলেন্? ধন্যবাদ!— স্মিথ্‌কে বল্‌বেন্ না, আমি আগেই সে চেষ্টার আরম্ভ করেছি। করমগঞ্জের জল-হাওয়া আর আমার সইছে না!—"

"এ সইবার নয়" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ নমিতা চাহিয়া রহিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ হাসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমাদের দৌরাত্ম্যও বড় সহজ নয়! কাল রাতে কি ভয়ানক গোয়েন্দা-

গিরিই করা হোল! ছিঃ!—কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, আমি বেঁচে গেছি! ডাক্তার মিত্রের সাধুতা হত্যাকারীর উৎকোচ-মূল্যে বিক্রীত হয়, আমি জান্‌তুম না!—এই জান্‌লুম। এবার ওঁর চরিত্রকে শ্রদ্ধা করার দায় থেকে আজ একেবারে নিষ্কৃতি পেয়েছি। আঃ! কি মুক্তি রে!—"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে মা'র ঘরে আসিয়া মেজের উপর ধূলার মাঝেই হাত-পা ছড়াইয়া, শুইয়া পড়িয়া নমিতা শ্রান্তি অপনোদনের আছিলায় রোগীর বাড়ীর গল্প আরম্ভ করিল। কিন্তু সেখানে সমি-সুশীল ছিল না; সুতরাং গল্প তেমন জমাইতে পারা গেল না। বেলা হইয়াছে বলিয়া মাতাও স্নানাহারের তাড়া দিলেন। অগত্যা নমিতা উঠিল; টাকাগুলি গণিয়া মাতার কাছে রাখিয়া সে বলিল, "মা, খুচ্‌রো খরচের জন্য এক এক সময় আমার বড় মুস্কিল হয়। এবার থেকে, বেশী নয়—দু'টি করে টাকা আমায় দেবেন্‌।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "ও'র জন্যে অত মিনতি কেন? সত্যি, আমার হাতে সব সময় পয়সা-কড়ি থাকে না; আমি বুঝ্‌তে পারি, তোর কষ্ট হয়। দু'টাকা নয়, তুই পাঁচ টাকা করে নিয়ে রাখ্‌, যা খরচ হয়—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না, মা, আমার হাত ভয়ানক পিছল্‌, যা দেবেন্‌, সব খরচ করে নিশ্চিন্ত হব!—আমার অভ্যাস ত জানেন্‌। দু'টাকাই ভাল।—লছ্‌মীর মার কাছে রেখে দেবেন্‌, সময়ে সময়ে খুচ্‌রো দরকারে ওর কাছে চাইলেই পাওয়া যায়।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন কাল রাত্রে পাওয়া গেল! ছিঃ, তুই দিনে দিনে কি হচ্ছিস্‌ রে নমি? দুধের জন্যে লছ্‌মীর মার কাছে পয়সা ধার কর্‌লি! আমার কাছে চাইলে, বুঝি, পেত্তিস্‌ না?"

নমিতা চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অপ্রস্তুত হাস্যে বলিল, "আমার সাহস হোল না, মা!......আপনি ত শেষে দুধও আন্‌তে দিতেন না?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা বলিলেন, "তা দিতে পার্‌তুম্‌ না বাছা! যে কষ্টের পয়সা!—এই অনিদ্রায় অনাহারে!—"

বাধা দিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "ঐঃ! না খাট্‌লে কি পয়সা পাওয়া যায় মা? স্মিথ্‌ এই বুড়ো বয়েসে যে খাটুনী খাটেন্‌, দেখ্‌লে অবাক্‌ হ'তে হয়! আমাদের এ ত সুখের দশা!" এই বলিয়া কৈফিয়ৎ শেষ করিয়া নমিতা স্নান করিতে গেল।

আহারান্তে খুব এক চোট্‌ নিদ্রা দিয়া, বৈকালে সাড়ে তিন্‌টা বাজিতেই, নমিতা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। কাল হইতে হাঁস্‌পাতাল যাইতে হইবে। নমিতা ময়লা জামা-কাপড় বদলাইয়া ফর্‌সা কাপড়-চোপড় ঠিক্‌ করিয়া রাখিল। তারপর সে জুতা ক্রস্‌ করিতে বসিল। সময় থাকিলে, নমিতা নিজ-হাতেই এ-সব কাজ করিত। শুধু নিজের নয়, ভাই-বোন্‌ সকলেরই জুতা সে পরিষ্কার করিত,—তাহাদের দ্বিধা আপত্তি গ্রাহ্য করিত না।

আজ বিমল এখনও বিদ্যালয় হইতে আসে নাই, সুশলীও জুতা পায়ে দিয়া কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাই তাহাদের জুতা পাওয়া গেল না। সমিতা সেইমাত্র স্কুল হইতে আসিয়া ঘরে ঘরে বিছানা করিয়া

ও ঝাঁট দিয়া বেড়াইতেছিল ; নমিতা নিঃশব্দে তাহার জুতা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

অল্পক্ষণ পরে সুশীল আসিয়া সেখানে পৌঁছিল। নমিতার সম্মুখে জুতা-মণ্ডিত চরণ-যুগল ছড়াইয়া বসিয়া, বিনা দ্বিধায় মন্তব্য প্রকাশ করিল, "আমার জুতোয় ধূলো লেগেছে —।"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ, বুঝেছি। —খুলে দাও—।"

সুশীল বলিল, "কাল মেজ-দা ক্রুস্ করে দিয়েছে ;—আজ আবার!—তা তুমি দেবে দাও।"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নমিতা কপট ব্যঙ্গে বিনয়ের স্বরে বলিল, "আপত্তি করবার কিছুই নাই! আহা! কি চমৎকার করুণা-বর্ষণ!—বাস্তবিক, সুশীল, তোর ঐ খাতির-নদারৎ চাল-টা রীতি বিগর্হিত অশিষ্টতা হ'লেও, আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে, ভাই! কিন্তু তাই বলে, এটা যেন সব জায়গায় অমন অম্লান-বদনে চালাস্ নে!—"

সুশীলের সপ্রতিভ-গাম্ভীর্য্যটা একটু ম্লান হইয়া গেল। আবার গ্রহের ফের—ঘরের শত্রু 'ছোড়্দি'ও সেইসময় সেখানে আসিয়া পড়িল। সুশীল একটু বিশেষ রকম ভাবিত হইল। সুশীলের ব্যবহার ছোড়্দির কর্ণগোচর হইলেই, সে এখনই নির্ম্মম পরিহাসে তাহাকে অপদস্থ করিবে!—বিপন্ন সুশীল ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি কোন একটা কথা ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে চাপা দিবার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডার হাত্ড়াইয়া একটা নূতন খবর টানিয়া আনিল; পরম আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "দ্যাখো ভাই দিদি,—আজ দুপুরবেলা কিশোরের বাবা বাইরে এসে, শঙ্করকে ডেকে কি সব জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর বোধ হয়, বক্ছিলেন না কি জানি নে, এম্নি করে বাঁ-হাতের ওপর ডান-হাত ঠুকে ঠুকে ধমক্ দিয়ে বল্ছিলেন, "মকস্ কর, মকস্ কর, সাচ বোলো—।"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "মকস্ কি রে?"

উত্তেজিত হইয়া সুশীল, নিজের হাতে সজোরে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিল, "হ্যাঁ গো, ঠিক্ এম্নি করে বল্ছিলেন, মকস্ কর—"

সমিতা কাছে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে?"

সুশীল তৎক্ষণাৎ তাহাকেই সাক্ষী মানিয়া বসিল; মাথা নাড়িয়া আগ্রহে বলিল, "না ভাই, ছোড়্দি? তুমি যখন স্কুল থেকে আস, তখন কিশোরের বাবা, ঐ ডাক্তার মিত্রি গেল—তিনি ওধারের বারেণ্ডায় দাঁড়িয়ে শঙ্করকে কি সব বল্ছিলেন? আর এম্নি করে চাপ্ড়ে বল্ছিলেন্ না?—মকস কর—?"

"মকস!"—সমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে স্বচ্ছ বিদ্রূপের নৃত্য-লীলা অসংবরণীয় উল্লাসে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া সে পরমগম্ভীর মুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কি বল্ছিলেন? মকস্ কর?"

ছোড়্দির মুখে গাম্ভীর্য্যের মাত্রাটা অত্যধিক দেখিয়া সুশীলের একটু শঙ্কা হইল; কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া বলিল, "মকস্ নয়?"

সমিতার ইচ্ছা হইল, সেইখানে গড়াগড়ি

দিয়া, খুব-উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া লয়! কিন্তু নমিতার সামনে ততদূর ধৃষ্টতা-প্রকাশ নিরাপদ্ নহে বলিয়া, যথাসাধ্য সংক্ষেপে সে পর্ব্বটা সমাধা করিয়া ক্ষান্ত হইল; তারপর বলিল, "ওরে মুখ্‌খু, তিনি মকস্ বলেন নি; বলছিলেন, "কসম্ খা-কে সাচ্ বোলো।—"

সু। "কসম্! হ্যাঁ হ্যাঁ,—কসমই বটে!—"

আবার এক প্রস্থ হাসির অভিনয় হইল। নমিতা বকিয়া ঝকিয়া দুইজনকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল, "আসল কথাটা কি বল্? কিসের জন্যে কসম খাওয়া? কি বল্‌ছিলেন তিনি?"

"আমার কাছে শোনো,—" এই বলিয়া সমিতা জাঁকাইয়া বসিয়া গল্প সুরু করিল। "আমি শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছি। শঙ্কর বল্‌লে, 'ডাক্তারবাবু সেই ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন্। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অনেক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন।' কিন্তু শঙ্কর তারে-বাড়া শয়তান; ও কিচ্ছু স্বীকার করে নি; সাফ জবাব দিয়েছে, 'না হুজুর, আমি কাউকে চিনি না। কে একটা গরীব লোক অসুখ নিয়ে এসেছিল, সে আপনিই আবার চলে গেছে...।' তারপর ডাক্তারবাবু আরো অনেক কথা বলেছেন, 'কে তা'কে দেখ্‌তে আস্‌ত? স্মিথ্ আস্‌তেন কি না? সুরসুন্দর কখন্ কখন্ আস্‌ত? রাত্রে কত রাত অবধি থাকৃত? এখানে ঘুমাত, না, গল্প করৃত?' এই সব! বাপ্, যেন পাহারাওলার ধমক্! দেখ্‌তে যদি দিদি!—আবার আমি স্কুল থেকে আস্‌ছি,—তিনি অমনি ধূম্রলোচনের মত কট্‌মটে চোখ বার করে এমন চাইছিলেন, আমার ত দেখে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছ্‌ল!"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা জুতায় ব্লাকো মাখাইয়া সজোরে ব্রুস্ ঘসিতে লাগিল। গভীর অন্যমনস্কতায় তাহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল!

সমিতা শ্রোতা সুশীলকে লক্ষ্য করিয়া নিরঙ্কুশ সমালোচনা শুনাইয়া যাইতে লাগিল, —"যাই বল বাপু, উনি অত লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু ভারী অসভ্য লোক!—ও কি! পরের চর্চ্চা নিয়ে অত থাকেন্ কেন? ওঁর লজ্জা করে না? সুরসুন্দর কম্পাউণ্ডার আমাদের বাড়ীতে রোগী দেখ্‌তেই আসুক্, আর গল্প করৃতেই আসুক্, আর ঘুমাতেই আসুক্, ওঁর তাতে অত হিংসে কেন? কি বল্‌তে ইচ্ছে হয়, বল দেখি, দিদি!"

দিদি সে-সম্বন্ধে কোন সদ্যুক্তি-নির্দ্ধারণের চেষ্টামাত্র না করিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্‌তে দে, বল্‌তে দে;—ওঁকে চিনে নিয়েছি। ওঁর চোখ্-রাঙানিতে ভয় খাই নে আর!—প্রত্যেক ঘটনায় ওঁর মনের আসল চেহারাটা যতই দেখ্‌তে পাচ্ছি, ততই ওঁর ওপর হতশ্রদ্ধ হচ্ছি। উনি যে কি পদার্থ—!"

বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নমিতা ঘ্যাস-ঘ্যাস্-শব্দে সজোরে ব্রুস ঘসিতে লাগিল। রাগে তাহার মুখখানা লাল টকৃটকে হইয়া উঠিল!

গতিক ভাল নয় দেখিয়া সমিতা উঠিয়া পড়িল। সুশীল জুতার জন্য যাইতে পারিল না; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। একটু উস্‌খুস করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, "দিদি আর একটা কথা শুনেছ? কিশোরের মা'র ভারী অসুখ—।"

নমিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কিশোরের মা?—ডাক্তারবাবুর স্ত্রী?—সেই তিনি? কি হয়েছে তাঁর?"

দুঃখিতভাবে সুশীল বলিল, "কিশোর বল্‌ছিল, ভারী অসুখ তাঁর; দু'তিন দিনের মধ্যেই, বোধ হয়, মারা যাবেন।"

"দুৎ, তাই কি হয়!—বাইরে—অন্ততঃ স্মিথের কাছেও নিশ্চয় শুন্‌তে পেতুম।" কথাটা বলিতে বলিতে নমিতা থামিল; একটু ভাবিয়া বলিল, "তাও হ'তে পারে; স্মিথ্ হয় ত জানেন না! কিন্তু কাল সন্ধ্যার সময় ডাক্তার মিত্র এলেন্, কই, তিনিও ত,—।" নমিতা আবার থামিল; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। দন্তে অধর-দংশন করিয়া আপন-মনেই সেষের স্বরে নমিতা বলিয়া উঠিল, "হবে! আশ্চর্য্য নাই। মহাপুরুষ হয়ত বাড়ীর এ সব বাজে খবরে কানই দেন না!- হ্যাঁ রে সুশীল, কি অসুখটা জানিস?"

সুশীল বলিল, "কি জানি? কিশোর বল্লে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে, আরও কি সব! এখন বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।"

নমিতার ক্রুস-মার্জ্জনা আর চলিল না; সে জুতা-জোড়াটা সুশীলের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে, যা হোল, আর পারি নে।" তারপর ব্রস্কো, ক্রুস প্রভৃতি তুলিয়া রাখিয়া হাত-মুখ ধুইতে সে তাড়াতাড়ি কুয়াতলায় চলিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে চুল পরিষ্কার করিয়া, জামা-কাপড় পরিয়া নমিতা বাড়ী হইতে বাহির হইল। সমিতাকে বলিল, "আমি সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই ফির্‌বো। সেই সময় চা করিস্।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(ইমন কল্যাণ--ঝম্পক)

আঘাত করে' বাঁচাও আমায়,
দাও আমারে প্রাণ,
পলে পলে সইবো কত
মৃত্যু অবমান!
এম্‌নি করে দিনে দিনে,
মৃত্যু আমায় লয় যে চিনে,
এই মরণ হ'তে বাঁচাও আমায়,
দাও বেদনা-দান!

অম্‌নি তুমি দহন জ্বেলে
বিদ্ধ কর বজ্র-শেলে,
মেরে মেরে বাঁচাও আমায়,
আর রেখো না মান!
জাগাও আমায় তোমার কাজে,
সাজাও আমায় বীরের সাজে,
তোমার পায়ে রাখিতে দাও
হৃদয়-হিয়া প্রাণ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু।

দিদি পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু আমাদের পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। আমাদের অগ্রজ এক ভ্রাতা সূতিকা-গৃহেই বিনষ্ট হ'ন্। সেই কারণে পিতৃদেব দিদির লালন-পালন ও পরিচর্য্যার দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাহা সত্ত্বেও মাতা-মহালয়ে অবস্থানকালে তিন বৎসর বয়সে দিদি বসন্ত-রোগে আক্রান্তা হন্। পিতৃদেব ৺ভগবান্ চন্দ্র বসু অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে তৎকাল-প্রচলিত সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বৎসর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে কৃতী ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ঢাকা-নগরীতে যে সভা আহুত হয়, বঙ্গের আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার জন্মদাতা প্রাতঃস্মরণীয় বেথুন তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার মাওরেট পিতৃদেবকে পরিচিত করিয়া দিলে, বেথুন প্রাণপূর্ণ আনন্দে করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিতা বাসায় অনেকবার কহিয়াছেন, "মহৎ লোকের জীবনের কি অদ্ভুত শক্তি! বেথুনের আনন্দ-দীপ্ত মুখের দিকে যখন চাহিলাম, তাঁহার কণ্ঠে যখন উৎসাহ-বাক্য শুনিলাম, সাদর করমর্দ্দনে তিনি যখন আমার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তখন জানি না কেন, বিদ্যুতের মত এই সঙ্কল্প আমার মনে সহসা স্ফুরিত হইল,—"আমি আমার কন্যাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করিব।" তখন নারীর উচ্চশিক্ষা দূরে থাকুক্, স্ত্রীলোক পুস্তক হস্তে লইলে বৈধব্য-গ্রস্ত হয়, এই সংস্কার দেশবাসী সকলের মনে প্রবল ছিল। যাহা হউক্, বেথুনের করস্পর্শ করিয়া পিতৃদেব কিশোর বয়সে যে উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, কন্যার জনক হইয়া তাহা ভুলিয়া যান নাই। বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী বয়স হইলে তিনি দিদির শিক্ষারম্ভ করিলেন। তখন কন্যাদিগের বিদ্যালয় ছিল না এবং গৃহে পাঠ করাইবার উপযোগী শিক্ষকও বালিকাদিগের পক্ষে সুলভ ছিল না। এই জন্য তাঁহাকেই দিদির শিক্ষাকার্য্যের ভার অনেক পরিমাণে বহন করিতে হইত। যে শ্রমসাধ্য রাজকার্য্যে পিতা নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অবসর অতিশয় অল্পই ছিল; কিন্তু তিনি সে অবসরও আনন্দে কন্যার শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করিতেন;—এমন কি রন্ধন-কার্য্যও তিনি স্বয়ং কন্যাকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপ যত্ন ও আদরে বর্দ্ধিতা ও শিক্ষিতা হইয়া দিদি অল্প বয়সেই শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে যে পুস্তকালয় দান করিয়া-ছিলেন, তাহাতে বঙ্গদেশের সমুদয় খ্যাতনামা উচ্চশ্রেণীর লেখকদিগের গ্রন্থ এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহ, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, অবলাবান্ধব, বামাবোধিনী প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছিল। দিদি সে-সকল পুস্তক বহুবার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পাঠ করিয়া বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও প্রশংসনীয় লিপিপটুতা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। একবার পিতৃদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিদির পাঠের জন্য কতিপয়

পুস্তকের নাম করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কহিলেন, "তোমার কন্যা কি কি পুস্তক পড়িয়াছে, তাহা লিখিয়া দিতে বল।" পঠিত পুস্তকের নাম শুনিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, "তোমার কন্যার ত পাঠোপযোগী বাঙ্গালা পুস্তক আর নাই দেখিতেছি। এখন উহার সংস্কৃত বা ইংরাজী পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।" তিনি দিদির রচনা পড়িয়া প্রীতমনে তাঁহাকে স্বীয় সমগ্র পুস্তকাবলী পুরস্কার দিয়াছিলেন।

দিদির বিবাহের সময়ে আমাদের দেশে যে প্রবল সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের লোক এখনও তাহা ভুলিয়া যান্ নাই। আমার পিতৃবংশ কায়স্থ-কুলের সম্ভ্রান্ত কুলীন। আমার পিতামাতা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য যে জামাতা মনোনীত করিয়াছিলেন, দেশপ্রচলিত জাতি-বিচারের সুদৃঢ় ও অকাট্য নিয়মানুসারে সে-শ্রেণীর পাত্রে আমার পিতার কন্যা-সম্প্রদানের কথা মনে স্থান দেওয়াও উন্মাদ-কল্পনামাত্র। পিতৃদেবকে এই বিবাহ উপলক্ষে বিষম প্রতিকূলতা, তীব্র প্রতিবাদ ও অপরিসীম সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে চাহিয়া সে সমুদয় কষ্ট অকুণ্ঠ সাহস ও অপরাজিত চিত্তে বহন করিয়াছিলেন। পিতা আমাদের কহিতেন, "তিন গ্রামের লোক যখন এই বিবাহ উপলক্ষে আমার বিরুদ্ধে উত্থান করিল, তখন সকলের তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যে এই বিবাহ সম্পন্ন করিলাম বটে, কিন্তু বিবাহ-শেষে ইহা সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম যে, প্রাচীন সমাজে আমার আর স্থান নাই; তথা হইতে আমি চিরজন্মের মত বহিষ্কৃত হইয়াছি।" এই আন্দোলন যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একটা ঘটনায় সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার শিলং নগরে গিয়াছিলাম। কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারে সাক্ষাৎকার করিতে গেলে, গৃহকর্ত্রী আমাকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি বলিতে পারেন, কেন আপনার পিতার মত সম্ভ্রান্ত কুলীন এমন স্থানে জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিলেন?" মহিলার বচন-ভঙ্গীতে আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। বিবাহের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থানে এই প্রশ্নে আমি বুঝিলাম, ঘটনাটী সেই সময়ে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। বিবাহের অল্প কয়েক বৎসর পরে আনন্দমোহন বসু মহাশয় শিক্ষা-সমাপ্তির উদ্দেশে ইংলণ্ড গমন করেন। পিতৃদেব তখন গৃহে দিদির ইংরাজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাহার পর কুমারী এক্রয়েড ও পরে মিসেস্ বিভারিজ বয়স্থ নারীগণের জন্য কলিকাতায় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে, দিদি তথায় শিক্ষার্থে প্রেরিত হন্।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এখন বৎসর বৎসর বহু রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিতেছেন। দিদি সে-শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন্ নাই। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, তিনি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের ত কথাই নাই, ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। সভ্যজগতের সকল উন্নতির সঙ্গে

তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বস্তুতঃ বিধাতা যে অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সহিত তাঁহাকে মিলিত করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। আসিয়াই তিনি দেশহিতকর বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন্। দিদি তদবধি পতির সহযোগিনী-রূপে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাদের গৃহ দেশের সকল বিভাগের উন্নতিশীল নেতৃগণের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীল দলের ত কথাই নাই; তদ্ভিন্ন পরলোকগত শিশির-চন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা নেতৃগণ, বোম্বের ডাক্তার আত্মা-রাম পাণ্ডুরাম, সিংহলের রামনাথম ও অরুণা-চলম্ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহে আসিতেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাস্তবিক, দিদির ভাল-বাসা আকর্ষণের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তাঁহাদের সময়ে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। দিদি ও পরলোকগত দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ব্রাহ্মসমাজে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, উত্তরকালে আর কোন রমণী সেই প্রকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। কোনও ব্যক্তি কোনও সৎকার্য্যে সঙ্কল্প করিলে, তাঁহার নিকট তিনি অকৃত্রিম উৎসাহ ও সহায়তা পাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ ও বঙ্গদেশে মহিলাগণ যে জনহিতকর কার্য্যে অল্পাধিক পরিমাণে অগ্রসর হইতেছেন, স্বর্ণপ্রভা বসু তাহার একজন পথপ্রদর্শক। তিনি যে প্রকার সাহস ও উৎসাহ সহকারে দেশের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত এখনও বিরল। স্বামীর অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যে সহায়তা ব্যতীত তিনি দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। হিন্দু-মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ যখন বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, গৃহকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি বঙ্গ-মহিলা সমাজ নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন। এই সমাজ ব্রাহ্মসমাজের রমণীদিগের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। দিদি বহুদিন সম্পাদিকা থাকিয়া তাহার কার্য্যই পরিচালনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশে পরলোক-গত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রবর্ত্তন করেন, দিদি তাহার একজন লেখিকা ছিলেন। তিনি অতিসুন্দর বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার স্বচ্ছ, সরল, আড়ম্বরহীন, চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ-সকল পাঠক-গণের হৃদয় সুমিষ্টভাবে পূর্ণ করিত।

নারীজাতির হিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টার কলিকাতায় আগমন করিলে, দিদি স্বগৃহে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। তাহার পর কুমারী কার্পেণ্টারের

মৃত্যু হইলে পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণোদ্দেশে স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়া তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন্, চিন্তাশীলতা, ভাবের গৌরব ও সুমার্জ্জিত ভাষাগুণে তাহা সেই সময়ের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

নারীর কল্যাণের জন্য তিনি আর একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। যদিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহা তাঁহার সহৃদয়তা এবং উৎসাহের পরিচয় প্রদান করে। কলিকাতার হতভাগিনী পতিতা রমণীদিগের দুঃখে কাতর হইয়া তিনি স্বামীর সঙ্গে তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে, গলিতে গলিতে ইহাদের বাড়ী গিয়া সদুপদেশ দিয়া উহাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির আর একটি চিহ্ন চিরস্মরণীয় থাকিবার যোগ্য। আমাদের অগ্রজ * বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, দিদিই সেদিকে প্রথম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাল্যকালে দিদি ও দাদা পরস্পরের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। পরিণত বয়সে দাদা প্রতিশনিবার দিদিদের দমদমার বাটীতে যাইতেন। সেই বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের ঘাসের মধ্যে একপ্রকার অদ্ভুত উদ্ভিদের প্রতি দিদি দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদ্ভিদের পত্রগুলি সূর্য্যালোকে কাঁপিতেছিল। দাদা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি এ-সম্বন্ধে তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া জড় ও জীবের একজাতীয়তা-বিষয়ক বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তিও যথেষ্ট ছিল। যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া, তাহা ত্যাগ করিতেন না। পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি বৎসরাধিককাল কি অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহার অধ্যবসায় গুণেই এই পবিত্র কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছিল। মেরী কার্পেণ্টার ফণ্ডও প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ভাণ্ডার হইতে দরিদ্র বালিকাদিগের শিক্ষার সাহায্য হইতেছে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দিদি স্বামীর সহিত একত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রাণের সমগ্র প্রীতি ও ঐকান্তিক অনুরাগ সহকারে তিনি এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহা আমরণ তাঁহার সমগ্র জীবন অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ঈশ্বরের উপাসনায় তাঁহার প্রাণের অনুরাগ ছিল; যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, স্বামী ও সন্তানদিগের সহিত নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনায় গমন করিতেন। বক্তৃতা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণে তিনি চিরদিন প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সন্তানদিগের প্রাণে যাহাতে অল্প বয়সেই নীতির মূল সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যাহাতে তাহাদের কোমল প্রাণে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, তৎপ্রতি চিরদিন তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

* স্যর জগদীশচন্দ্র বসু।

শিবনাথ শাস্ত্রী, পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়দিগকে ধর্ম্মবন্ধুরূপে পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে ইঁহাদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। ইঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও সেবকগণ তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার গৃহে আত্মীয়ের ন্যায় গৃহীত হইতেন এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতেন। বাস্তবিক, ব্রাহ্মসমাজের সকলে তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে ব্যথা অনুভব করিতেন। শেষজীবনে যখন বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, তখনও গৃহে বসিয়া সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইতেন, এবং আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি-বলে সকল কথাই স্মরণ রাখিতেন।

তাঁহার জীবনে পার্থিব সুখ-সৌভাগ্যের পরিমাণ প্রচুর বিদ্যমান থাকিলেও, জীবনে তাঁহাকে রোগশোকের দুর্ব্বহ ভার যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং তিনি তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসীর ন্যায় অটল ধৈর্য্য ও অপরাজিত সহিষ্ণুতা সহকারে বহন করিয়াছেন। যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে চিরদিন বিপদে বল ও শোকে সান্ত্বনা দান করিয়াছে। যেদিন বৈধব্যের দারুণ বজ্রপাত তাঁহার শিরে আসিয়া পতিত হইল, উপস্থিত আমরা সকলে শোকে মুহ্যমান ও বিবশ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তিনি সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে জ্যেষ্ঠপুত্র এবং আমাদের বার বার বলিতে লাগিলেন, "ইঁহার কর্ণে ব্রহ্মনাম কর, তাহাই পরলোকযাত্রী বিশ্বাসী আত্মার একমাত্র পাথেয়।"

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি শোকের দুর্ব্বিসহ আঘাতে তাঁহার চিত্ত সংসার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় তিনি কেবল পুস্তক-পাঠে সময় যাপন করিতেন। তিনি যেন উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া অনন্ত লোকের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কবে মৃত্যুর দূত আসিয়া তাঁহাকে প্রিয়জনের নিকটে লইয়া যাইবে!

শ্রীলাবণ্যপ্রভা সরকার।

অশ্রু-জীবন।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

১

হেরিয়া নয়ন-ধারা
কেন তোরা হ'স্ রে ব্যাকুল?
গৌরবেও অশ্রু ঝরে,
তা যে শুধু বুঝে না বাতুল।

২

চরণে দলিত তৃণ
শোভে যবে পূজারির করে,
ভক্তি প্রেমে পূত হয়ে
অর্ঘ্যরূপে দেব-পদ 'পরে,

৩

তখনি গৌরবে তার
নয়নেতে অশ্রু-ধারা বয়,
দিব্য-আঁখি-হীন ব'লে
মোরা তাহা হেরি না নিশ্চয়।

৪

নির্গুণ শিমুল-ফুল
পদাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন প্রায়,
সহসা পথিক ওই
সযতনে তুলিল আমায়!

৫

মুছায়ে ভবের কালী
হৃদয়েতে করিল ধারণ,
ঢেলে দিল ভালবাসা
সুগভীর সাগর মতন।

৬

ধরায় কণ্টক মোর
পদে বিঁধে, এই ভাবনায়,
সতত শঙ্কিত হয়ে
অহরহঃ রহে ছায়াপ্রায়।

৭

মায়ের মতন স্নেহ
বালকের সোহাগ আদর,
সুহৃদের প্রীতিরাশি
করে দান সে যে নিরন্তর।

৮

একা যে হাজার হয়ে
আজি বিশ্বে পূর্ণ অবতার,
কভু দেব, কভু প্রভু,
কভু সখা, জীবন আমার।

৯

যে ভাবে যখন ভাবি
ভেবে তার পাই নাক ওর,
অসীম অনন্ত সে যে,
অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র হৃদি মোর!

১০

ও-চরণ ধ্যান করে
হই যবে তা'রি মাঝে লয়,
অজ্ঞাতে অতুল হর্ষ
নয়নেতে অশ্রুরূপে বয়।

১১

বদনে সরে না বাণী
হৃদয় যে ভাষা নাহি পায়,
অশ্রুতে বিকাশ হয়,
যে বিভব লভিয়াছি তায়।

১২

এ যোগে শোকাশ্রু নয়,
কেন তোরা ভাবিস্ অমন?
এ অশ্রু মুছায়ে দিলে
নাহি আর রহিবে জীবন।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

জীবন।

মানব জীবন, হায় সমাধি-সমষ্টি,
মরণ করয়ে নিত্য জীবনের পুষ্টি!
শৈশব শ্মশান 'পরে কৈশোরের ভিত্তি,
বার্দ্ধক্য বহন করে যৌবনের স্মৃতি!

শ্রীঅমল দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বিহার-প্রদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গয়া (পিতৃগয়া)

গয়া বিহার-প্রদেশান্তর্গত গয়া-জেলার প্রধান নগর। ইহা ফল্গুনদী-তীরে অবস্থিত। সহরটী দুইভাগে বিভক্ত; যথা গয়া এবং সাহেবগঞ্জ। পূর্ব্বোক্তটী পুরাতন এবং শেষোক্তটী নূতন সহর। বিখ্যাত বিষ্ণুপদ ও অন্যান্য তীর্থ পুরাতন সহরেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা গয়াওয়াল-ব্রাহ্মণ-দ্বারা একপ্রকার অধিবাসিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নূতন সহরটীতে (সাহেবগঞ্জ) জেলা অফিস, পুলিশ অফিস, স্কুল, হাসপাতাল, ডাক-বাঙ্গলা, লাইব্রেরি, ঘোড়দৌড়ের স্থান ইত্যাদি অবস্থিত। ইংরাজেরা এইখানেই বাস করে। নূতন সহরের মধ্যে পূর্ব্বে জেলখানা ছিল, কিন্তু তাহা এখন দূরে অপসৃত করা হইয়াছে। জেলখানায় ৫৪২ জন কয়েদী থাকিবার স্থান আছে। কয়েদীরা রাস্তা-প্রস্তুতি, তৈল-প্রস্তুতি, দড়ি, নেওয়ার, বাঁশের টুকুরি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাতন সহরটীর রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু নূতন সহরটীর সে দোষ নাই। সহরটীতে অনেকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী আছে। তাহারা প্রায় তিন তালা উচ্চ। ১৮৯১ খৃঃ, লোকসংখ্যা ৮০৩৮৩ জন ছিল, কিন্তু প্লেগের আগমনে জনসংখ্যা কমিয়া গিয়া ৭৪২৭৮তে দাঁড়ায়। এতন্মধ্যে হিন্দু ৫৫,২২৩, মুসলমান ১৬,৭৭৮, খ্রীষ্টান ১৫৬ এবং জৈন ১২১ জন।

গয়া অতিপুরাতন সহর। মহাভারতের বনপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, গয়া-নামে জনৈক রাজর্ষি গয়ায় বাস করিতেন। এখানে গয়শির নামে এক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে এবং বেতস-পংক্তিশালিনী পুলিন-শোভিতা অতিপবিত্রা মহানদী-নাম্নী একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে। তথায় মহর্ষি-স্বার্থসেবিত পবিত্রশিখর পুণ্য ধরণীধর ব্রহ্মসর-নামক তীর্থ আছে। যে স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে স্থানে চিরস্থায়ী ধনরাজ স্বয়ং বাস করিয়াছিলেন, যে স্থানে নদী-সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যে স্থানে পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন, তথায় মহাবীর পাণ্ডবেরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-সাধনপূর্ব্বক ঋষিযজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। যে-স্থানে অক্ষয়বট ও অক্ষয় দেবযজন-ভূমি বিরাজমান আছে, পাণ্ডবেরা তথায় উপবাস করিয়া অক্ষয়ফল লাভ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৭ সর্গে গয়ার উল্লেখ আছে। ভাগবত-পুরাণের মতে গয়-নামক জনৈক রাজা ত্রেতাযুগে গয়ায় বাস করিতেন। কিন্তু বায়ুপুরাণের আখ্যায়িকাই জনসমাজের নিকট সমাদৃত। ইহার মতে গয়া-নামক জনৈক অসুর তপস্যা-দ্বারা এরূপ পূত হয় যে, যে তাহাকে স্পর্শ করিত সেই স্বর্গে গমন করিত। যম

দেখিলেন যে, তাঁহার নরক এক প্রকার খালি হইয়া আসিল। তখন তিনি দেবতা-দিগের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। দেবতারা পরামর্শ করিয়া গয়াক্ষেত্রে গমন করতঃ গয়াসুরের শরীরের উপর যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা প্রকটিত করেন। গয়াসুর সম্মত হইয়া শয়ন করিলে, তাহার মস্তক পুরাতন সহরে যাইয়া পতিত হইল। যম গয়াসুরের মস্তকে ধর্ম্মশীলা-নামক একটি পর্ব্বত রক্ষা করিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন বিষ্ণু গয়াসুরকে বলিলেন যে, "বাপু, তুমি আর নড়িও চড়িও না; তোমার মস্তকস্থিত পর্ব্বতটী পৃথিবীর মধ্যে অতিপূত স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং দেবগণ এইখানেই বাস করিবেন। স্থানটী গয়াক্ষেত্র নামে পরিচিত হইবে এবং এখানে যাহারা পিণ্ড দিবে তাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।" বিষ্ণুর কথায় গয়াসুর আশ্বস্ত হইল।

গয়ার বিপুল মাহাত্ম্য বলিয়া ভারতের সকল স্থান হইতেই লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে। গয়াক্ষেত্র বৌদ্ধদিগের মহা-শ্মশান এবং হিন্দুধর্ম্মে বিজয়নিশান। আমার মতে গয়াসুরের বৃত্তান্ত রূপকমাত্র। বৌদ্ধগণ মোক্ষকে অত্যন্ত সহজলভ্য করিয়াছিল। সুতরাং হিন্দুর চক্ষে ইহা অসুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। গয়ার যতটুকু স্থান লইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল, ততটুকু স্থান লইয়াই গয়াসুরের শরীর পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ফল্গুতটে ব্রহ্মাণী, গায়ত্রী, সোমর, জিহ্বা-লোল প্রভৃতি ঘাট আছে। পশ্চিম ফটকের বহির্ভাগে রামসাগর-নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার দক্ষিণদিকে চাঁদচৌরা বাজার। গয়ার চতুর্দ্দিকে যে সকল টীলা আছে, তাহাদিগের নাম—(১) পূর্ব্বে নাগকূট, (২) দক্ষিণ-পশ্চিমে ভস্মকূট, (৩) ব্রহ্মযোনী, (৪) সাহেবগঞ্জের পরে রামশিলা এবং উত্তর-পশ্চিমে প্রেতশিলা। প্রথমে প্রেতশিলার নাম প্রেতপর্ব্বত ছিল। রামচন্দ্র আসিবার পর প্রেতশিলা রামশিলায় পরিণত হয়। ইহার পর হইতে প্রেতপর্ব্বতকে লোকে প্রেতশিলা কহিতে লাগিল। রামশিলার অনুমান এক শত গজ দূরে একটি বটবৃক্ষ আছে। এখানকার একটি বেদীর উপর কেবল তিনটী মাত্র পিণ্ড দিতে হয়; যথা কাকবলি, যমবলি এবং শ্বানবলি। এখানকার প্রেতব্রাহ্মণগণ এক টাকা লইয়া থাকে।

গয়ায় আসিতে হইলে পুনঃপুনঃ নদীতটে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া গয়াধামে আগমনপূর্ব্বক গয়াওয়ালের পদপূজা করিতে হয়। পরে শ্রাদ্ধকর্ম্ম আরব্ধ হয়। তীর্থকামী ব্যক্তি যদি সমৃদ্ধ হন, তবে প্রেতশিলা হইতে বুদ্ধগয়ার মধ্য পর্য্যন্ত যে ৪৫টী বেদী আছে, তাহার সকলটীতেই পিণ্ড দিতে হয়। নতুবা তিনটী স্থানে পিণ্ড দিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। সেই তিনটী স্থান– ফল্গুনদী, বিষ্ণুপদ ও অক্ষয়বট। ফল্গুনদী বিষ্ণুর অংশ। সীতাদেবীও এখানে ভাতের পিণ্ডাভাবে বালির পিণ্ড দশরথকে দান করিয়াছিলেন। এখানে সঙ্কল্প পাঠ করিয়া বেদী-প্রদক্ষিণ আরব্ধ হয়। ইহার পর তর্পণ হইয়া থাকে। তর্পণের উপকরণ—জল, কুশ ও তিল। তদনন্তর শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পুরাতন গয়ার মধ্যবর্ত্তিস্থলে বিষ্ণুপদ-মন্দির অবস্থিত। ভারতের মধ্যে ইহাই বৈষ্ণব

দিগের অতীব পবিত্র স্থান। শাস্ত্রের আজ্ঞা এই যে, সকলেরই অন্ততঃ একবার গয়ায় গিয়া পিণ্ড দেওয়া উচিত। বিষ্ণুপদটী রৌপ্য থালের উপর রক্ষিত। লোকে থালের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জল ও চাউল তদুপরি নিঃক্ষেপ করে। তৃতীয় বেদীটী অক্ষয়বট-নামে খ্যাত। এখানে আসিয়া পিণ্ডদানপূর্ব্বক গয়াওয়ালের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক সুফল-যাচ্ঞা করিতে হয়। দক্ষিণা পাইয়া গয়াওয়াল সুফল দেন। এই সময়ে গয়াওয়াল তীর্থকামীকে মিষ্ট, মাল্য ও কপালে তিলক দান করে। তাহারা সুফল না দিলে তীর্থযাত্রীর কার্য্যসিদ্ধ হয় না। গরীব যাত্রীদিগের নিকট হইতে গয়াওয়াল পাঁচ টাকার কম লয় না। রাজ-মহারাজরা সুফলের জন্য লক্ষটাকা ব্যয় করেন।

গয়া-মাহাত্ম্য-মতে গয়ার শ্রাদ্ধ বৎসরের সকল সময়েই করিতে পারা যায়। কিন্তু আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে তথায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যাত্রিগণ চৈত্রমাসে এবং যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে আশ্বিন মাসে এস্থানে আসিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আশ্বিন-মাসই গয়ায় পিণ্ড দিবার প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সময় পঞ্জাব, বোম্বাই, গোয়ালিয়র এবং দক্ষিণ হইতে লোকেরা গয়ায় সমাগত হয়। এইকালে এস্থানে লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ এবং যুক্ত-প্রদেশ হইতে এই সময় লোক আসিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, এই সময়ে ধান কাটা হয় এবং যুক্তপ্রদেশে রবিশস্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত কালাশুদ্ধ হইলে লোক আসে না।

গয়াওয়ালের নিকট যাত্রী আসিলে ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বেদীতে স্বয়ং লইয়া যাইয়া কৃত্যাদি করায়। ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে কতকগুলি গয়াওয়ালের ভৃত্য এবং কতকগুলি যাত্রীদিগের দেয় অর্থের ভাগী। খুব সমৃদ্ধ না হইলে গয়াওয়াল অক্ষয়বট ব্যতীত অন্যস্থানে কৃত্যাদি করায় না। স্বীয়-পদপূজা করান, দক্ষিণা-গ্রহণ ও সুফল দান ব্যতীত গয়াওয়ালের অন্য কোন কার্য্য নাই। পদপূজা না করিলে ও সুফল না দিলে গয়ার শ্রাদ্ধই সম্পূর্ণ নহে। এতদ্ব্যতীত ধামিন নামে একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছে, যাহারা পাঁচটী বেদীতে কৃত্যাদি করায়; যথা প্রেতশিলা, রামশিলা, রামকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড এবং কাকবলি। অবশিষ্ট বেদীগুলিতে গয়াওয়ালের অধিকার। রামশিলা ও প্রেতশিলার মধ্যে উক্ত পাঁচটী বেদী দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেগুলি যমরাজ ও প্রেতগণের সহিত সম্বন্ধীভূত। রামশিলা ও প্রেতশিলায় ধামীনগণ যাত্রীদিগের নিকট হইতে অর্থের কড়ার করাইয়া লয় এবং অঙ্গীকৃত অর্থ আদায় করিয়া অক্ষয়বটে গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। যাত্রী যে অর্থ তাহাকে দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া লইয়া গয়াওয়াল ধামিনের হস্তে প্রদান করে। যদি যাত্রী গয়া-পর্ব্বতে টাকা দিবে কহে, তবে গয়াওয়ালের কারিন্দা ধামিনকে নিজের নিকট হইতে সেই স্থানে তিন ভাগ দেয়।

পুরাতন গয়ার প্রসিদ্ধি কেবলমাত্র বিষ্ণুপদ-মন্দির লইয়া। মন্দিরের অভ্যন্তরটী কৃষ্ণ-প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরের উপর কলস ও ধ্বজা আছে। ধ্বজ-স্তম্ভটী সোনালি পাতের

দ্বারা মণ্ডিত। গর্ভমন্দিরের দ্বারে রৌপ্যপাত চড়ান আছে। মন্দিরের মধ্যভাগে একটী শিলার উপর বিষ্ণুর চরণ অঙ্কিত দেখা যায়। শিলার চতুর্দ্দিকে রূপার পাত লাগান। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্দিরটী মহারাষ্ট্রীয়া রাণী অহল্যাবাইর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান। ঘণ্টাটী নেপালাধীশের মন্ত্রী রণজিৎ পাণ্ডে দান করিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতেই যে ঘণ্টাটী দেখা যায়, তাহা কলেক্টর Francis Gillanders সাহেবের প্রদত্ত। মন্দিরাঙ্গন-মধ্যে ষোলবেদী দালানটী দেখিতে অতি-সুন্দর। ইহা ১৬টী স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। সন্নিকটবর্ত্তী অন্য একটী অঙ্গনে বিষ্ণুর মন্দির আছে। এখানে বিষ্ণু গদাধর-নামে খ্যাত। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে যে স্তম্ভ আছে, তাহাতে একটি গজের মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিক্রমার স্থান। দ্বারের সন্নিকটে ইন্দ্রের একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার সিংহাসনটী দুইটী গজ-দ্বারা বাহিত হইতেছে এবং ইন্দ্র সেই সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে গয়াস্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। ইহাতে অষ্টভুজা দুর্গা-মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইনি মহিষা-সুরকে নিধন করিতেছেন। বিষ্ণুপদের সন্নিকটে অনেক মন্দিরই অবস্থিত। ঘাটে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তি আছে।

বিষ্ণুপদ-মন্দিরের ১০০ গজ দক্ষিণ পূর্ব্বে গয়াকূপ অবস্থিত। যাহারা অকাল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বংশধরগণ এখানে স্বস্ব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এক একটি নারিকেল কূপে নিঃক্ষেপ করে। এই নারিকেল দিবার দক্ষিণা এক টাকা। গয়া-কূপের সন্নিকটে পশ্চিমদিকে একটী উচ্চ ভূমির উপর মুণ্ডপৃষ্ঠা-দেবীর এক মূর্ত্তি আছে। ইনি দ্বাদশ-ভূজা। ইহার মন্দিরের অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে লোকে পিণ্ড দেয়। মুণ্ডপৃষ্ঠার দক্ষিণপশ্চিমে আদি-গয়া অবস্থিত। এখানে শিলার উপর পিণ্ড-দান হইয়া থাকে। আদি-গয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে সাৰ্দ্ধ তিন হস্ত লম্বা এবং এক হস্ত চওড়া একটি শ্বেত প্রস্তর দেখা যায়। ইহাই ধৌতপদ-নামে খ্যাত। এখানেও পিণ্ডদান হইয়া থাকে। বৈতরণীর উত্তর পশ্চিম কোণে ভীমগয়া। এখানে ভীমের অঙ্গুলের চিহ্ন আছে। নিকটস্থ একটি প্রকোষ্ঠে ভীমসেনের মূর্ত্তি দেখা যায়। মঙ্গলা-দেবীর মন্দিরের ২২ সিঁড়ির নিম্নে গোপ্রচার-নামক একটি স্থান আছে। এখানে ব্রহ্মা গোদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উত্তরমানস, উদীচী, জিহ্বালোল, মতঙ্গবাপী, ধর্ম্মারণ্য ও বোধগয়া আগন্তুকগণ দেখিয়া থাকেন। উত্তরমানস একটি সরোবরমাত্র। এখানকার মন্দিরে উত্তরার্ক-নামক সূর্য্যদেব এবং শীতলা দেবী প্রভৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। উদীচীও একটি সরোবর। ইহার অপর একটি নাম সূর্য্যকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তর ভাগ কনখল এবং দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ-মানস-নামে খ্যাত। এখানকার মন্দিরে যে সূর্য্যমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা চতুর্ভূজ। ইহার নাম দক্ষিণার্ক। জিহ্বালোল ফল্গুতটে অবস্থিত। এখানকার একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। মতঙ্গবাপীতে একটি শিবলিঙ্গ আছে। ইহা মতঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত। এই

বাপীর তটে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। ধর্ম্মারণ্যে একটী ক্ষুদ্র বারদ্বারী মন্দির আছে। এখানে সূপকূপ-নামে একটি কূপ দৃষ্ট হয়। বার-দ্বারীর নিকট একটি মন্দিরে যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি আছে। ইনি ধর্ম্মরাজ-নামেও খ্যাত। এই মন্দিরের দক্ষিণে একটি কূপ আছে, যাহা বৃহটকূপ নামে খ্যাত। পুত্রকামার্থিগণ পুত্র-কামনায় এখানে পিণ্ডদান করে। কূপ পূজার উপকরণ নারিকেল ও ফুল। কূপের দক্ষিণ দিকে একটি মন্দির আছে। এখানে লোমভীমের মূর্ত্তি আছে। ধর্ম্মারণ্য হইতে এক মাইল দূরে বোধগয়া-মন্দির। এখানকার একটী পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে পিণ্ডদান করা হয়।

বিষ্ণু-পদের উত্তরে সূর্য্যের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটীতে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার রথে সপ্তাশ্ব সংযোজিত ও অরুণ সারথিরূপে অবস্থিত। মন্দিরটী সূর্য্য-কুণ্ডের পশ্চিমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পবিত্রতায় কুণ্ডটী পুরীর শ্বেতগঙ্গার সমকক্ষ। বিষ্ণু-পদের সন্নিকটে ব্রাহ্মণীঘাটে সূর্য্যের অন্য একটি মন্দির আছে। বিষ্ণুপদের অর্দ্ধ মাইল দূরে ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের নিম্নে অক্ষয়বট অবস্থিত। এই অক্ষয়বটের নিকটে যাত্রিগণ দেয় অর্থ গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। এইখানেই পরিক্রমার শেষ হয়। ইহার সন্নিকটে প্রপিতা মহেশ্বরের মন্দির ও পশ্চিমে রুক্মিণী-কুণ্ড অবস্থিত। এখানকার অন্য একটী মন্দিরের নাম কৃষ্ণ-দ্বারিকা। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

অক্ষয়বটের দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী আছে, যাহা গদালোল নামে খ্যাত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে গদার ন্যায় একটি গদা আছে। যাত্রিগণ এই পুষ্করিণীর তটে পিণ্ডদান করিয়া গদা দর্শন করে।

গয়ার সন্নিকটস্থ পাহাড়গুলিও পবিত্র বলিয়া মন্দির-দ্বারা পূর্ণ। সহরের দক্ষিণ দিকের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতটী ব্রহ্মযোনী-নামে খ্যাত। শৈলশীর্ষে পাহাড়ের গাত্রে একটি স্বাভাবিক ছিদ্র আছে। ইহা ব্রহ্মযোনী নামে খ্যাত। ইহার ভিতর দিয়া যদি কেহ হামাগুড়ি মারিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তবে তাহাকে আর যোনী-ভ্রমণ করিতে হয় না;—সে মুক্ত হইয়া যায়। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি ব্রহ্মার মন্দির আছে; কিন্তু এখানে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ নহেন, পঞ্চমুখ। মন্দিরের সম্মুখে সাবিত্রী-কুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ৩৬০ সিঁড়ির উপর রুদ্রযোনী, ৪০০ সিঁড়ির উপর বিষ্ণু-কুণ্ড।

সহরের উত্তরে রামশিলা পর্ব্বত অবস্থিত। ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের ন্যায় এখানেও প্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে হয়। এখানে পাতালেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ ও হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে।

হেমন্তকুমারী দেবী।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮

কলিকাতায় গিয়া প্রমোদ পিসীমাকে স্তোক দিল—"ডাক্তারে দেওঘরে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আস্‌তে বল্‌চে। দিন-কতক কাজ-কর্ম্ম থেকে অবসর না নিলে, অসুখ বিগ্‌ড়ে দাঁড়াবে।"

পিসীমা বলিলেন, "তা হ'লে বৌমাকেও নিয়ে আয়। আমি তুই দু'জনেই চলে এলাম, সে কি একলা থাক্‌বে?"

হতাশ দৃষ্টিতে প্রমোদ একবার আকাশের দিকে চাহিল। হায়! প্রমোদের অনুপস্থিতিতে লাবণ্যর কি যায় আসে! যে-স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রমোদ এতদিন মর্ত্ত্যে অমরাবতীর সৃষ্টি করিয়াছিল, নিষ্ঠুর সত্য আজ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার কষাঘাতে সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! এ দারুণ যাতনার মধ্যে একটু সুখ লাবণ্যর জ্বালাময় সঙ্গ ত্যাগ করা। তাহার জন্য নিজের আজন্মের সুখ-স্মৃতিময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেও ভাল; কিন্তু এ হৃদয়দাহি-চিতানল অপরকে জানাইবার নহে। তা যদি হইত, যদি কাহারও গলা ধরিয়া একবার অশ্রুজলে এ বেদনা প্রকাশ করা যাইত, তবে বুঝি এ জ্বালা এমন করিয়া বুক থাক্ করিত না। কষ্টে প্রমোদ আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কনে-বৌ বাপের বাড়ী পাঠাবে না, পিসীমা? আমার এই অসুখ শরীরে বিদেশে নিয়ে এসে, তাদের নিয়ে হৈ হৈ করলেই খুব হাওয়া খাওয়া হবে!"

পিসীমা। তা হ'লে একটা ব্যবস্থা কিছু করা চাই তো?

প্রমোদ উত্তর করিল, "তুমি কিছুদিন থাক্‌লেই সব চেয়ে ভাল—।"

পিসীমা। আমি ত এক মাসের বেশী থাক্‌তে পার্‌ব না—?

প্রমোদ বলিল, "একমাস পরে আমিও যাব। ততদিন তুমি গিয়ে থাক্‌লেই বেশ্ হবে। তা হ'লে তোমায় নিয়ে যেতে একজন লোক পাঠাবার জন্যে গোমস্তাকে লিখে দিই।"

প্রমোদের পত্র পাইয়া বাড়ী হইতে লোক আসিল। তাহার মার্ফৎ প্রমোদ গোমস্তার এক পত্র পাইলেন। গোমস্তা লিখিয়াছে—"আজ দিন-দুই হইল, আপনার একটি বন্ধু এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বিশেষ অপরিচিত; তবে বধূমাতার দাসীর সহিত অনেক সময় পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে দেখিয়াছি। আমার সাধ্যমত তাঁহার অভ্যর্থনার ত্রুটি করি নাই। আপনি কবে আসিবেন, তাহা বিশেষ করিয়া তিনি জানিতে চান্। তাঁহার নাম বলিয়াছেন—শরৎকুমার রায়—।"

"শরৎকুমার রায়!" কৈ রায়-উপাধিধারী কোনও শরৎ ত প্রমোদের বন্ধু নাই! প্রমোদ বাড়ী হইতে আসিতেই সে আসিয়া জুটিয়াছে! তাহার উপর লাবণ্যের ঝির সঙ্গে এত মাখামাখি! এ ব্যক্তি কে তাহা জানিতে কি প্রমোদের এখনও বাকি থাকে? কিন্তু প্রমোদের স্ত্রী জমীদার-গৃহের কুলবধূ।

তাহার বাহ্যিক সম্মান যেমন করিয়া হোক্ অক্ষুন্ন রাখিতেই হইবে। প্রমোদের চির উজ্জ্বল পুণ্যময় বংশগৌরব তাহার অবিমৃষ্য কারিতায় এরূপে কলঙ্কিত হইবে! হা ভগবন্! এ কি দুর্দ্দৈব!!

প্রমোদ পিসীমাকে বলিয়া দিল, "যে বন্ধুটি বাড়ীতে আসিয়াছেন, তাঁকে জানিও, আমার যাওয়ার কিছুই ঠিক নাই। তিনি যেন অনর্থক অপেক্ষা করে কষ্ট না পান্। আর তুমি বাড়ী যাওয়ার সময় লাবণ্যকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি হয় ত, হরিদ্বারে গুরু-দর্শনে যেতে পারি। কবে ফিরব কিছুই ঠিক্ নেই।"

লাবণ্যকে পিত্রালয়ে পাঠানই প্রমোদ উচিত বিবেচনা করিল। না হইলে, উপায় কি? প্রমোদ কি চিরদিনই গৃহ-বিতাড়িত শৃগাল-কুকুরের মতই বেড়াইবে!!

বাড়ী গিয়া পিসীমা যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে প্রমোদের বন্ধু-সম্বন্ধে লিখিলেন, "আমি বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, দুই দিন পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রিতে তোমার বন্ধু চলিয়া গিয়াছেন।" প্রমোদের সন্দিগ্ধ অন্তরে লাবণ্যর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ আরও দৃঢ় হইল।

৯

হতভাগিনী লাবণ্য সেই বিশাল পুরীতে আজ নির্ব্বান্ধবা। দাস-দাসী ছাড়া আর সকলেই চলিয়া গিয়াছে। যাঁহার বন্ধন-গৌরবে সে এ-গৃহে আগমন করিয়াছে, আসিয়া অবধি তাঁহার সহিত চোখের দেখাও তার ভাগ্যে জুটে নাই। তারপর তার সুখের উদ্যানে প্রথম পাদক্ষেপেই যে-সব কথা সে শুনিতেছে, তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যে কি আছে, সে কথা ভাবিতেও তাহার অন্তর শিহরিয়া ওঠে! তিনি যাই হউন্, যাই করুন্, লাবণ্যের প্রেম-মন্দাকিনী তাঁরই চরণ-দুইখানি ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইবে। তবে দিনান্তে দর্শনটুকুও যদি না মেলে, লাবণ্য কি লইয়া প্রাণ ধারণ করিবে!

গৃহের সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে; কেবল লাবণ্য শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছিল। গৃহে তখনও দীপ জ্বলিতেছিল। সম্মুখের ভিত্তিতে পুরুষের ছায়াপাত হইল। লাবণ্যর চক্ষু সেই ছায়ার উপর পড়িবামাত্র তাহার বক্ষের রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হইয়া উঠিল।—"তবে প্রমোদ বাড়ী ফিরিয়াছে! লাবণ্যকে চমকিত করিবার জন্য নিঃশব্দ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে! কে বলে তবে তাহার আরাধ্য-দেবতা বিমুখ!—তাহার দয়ার পয়োধি নিষ্ঠুর! লাবণ্য যে করুণার অগাধ সিন্ধুতে অবগাহন করিয়াছে! ছার তৃষ্ণার বিভীষিকা তাহাকে কি ভয় দেখাইবে? আগন্তুক শয্যার উপর বসিল। লাবণ্য তখন লজ্জায় ও আনন্দে বিবশা লতার মত এলাইয়া পড়িল; মুখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতাটুকুও নিষ্ঠুর লজ্জা হরণ করিয়া লইল। তখন সে-ব্যক্তি ধীরে লাবণ্যর হাত নিজ হস্তে উঠাইয়া ডাকিল, "লেবু!" সেই স্বরে লাবণ্যর দেহে সহস্র বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সজোরে শয্যা হইতে নামিয়া পড়িয়া সে বলিল, "কে?—বিপিন-দা—? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! জান, কোথায় তুমি এসেছ?"

ঈষৎ হাস্য-সহকারে বিপিন উত্তর করিল, "তা আর জানি না, লেবু! এক স্ব-গৃহত্যাগী গণিকালয়বাসী লম্পটের ঘরে এসেছি।"

লাবণ্য। সাবধান! মুখ সাম্‌লে কথা কয়ো। নরকের কীট! তোমার চেয়ে কেউ হীন আছে? যাও আমার ঘর থেকে—।

বি। তোমার ঘর! হা! হা! কোন্ অধিকারে এখানে তোমার দাবী সাব্যস্ত করেছ, লাবণ্য? যা'র সম্পর্কের দোহাই দেবে, সে তো একটা মুখের কথাও তোমার সঙ্গে কয় নি!"

দীপ্তা লাবণ্য উত্তর করিল, "কে বল্লে তোমায় এ কথা?"

বি। সেই বলুক্, আমি সব খবর রাখি। কিন্তু, লেবু, আমি তো তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে আসি নি। দেখ্‌লে তো যাকে স্বামী পেলে, সে কি রত্ন! লেবু, এই হতাদর অপমান নিয়ে কুকুরেও অধম হয়ে চিরদুঃখে ডুবে থাক্‌বে? নারী চির আদরের চির আরাধনার বস্তু। লাবণ্য, আমার প্রাণভরা ভালবাসা আবার তোমার চরণে উৎসর্গ কর্‌তে এসেছি; গ্রহণ করে নিজেও সুখী হও, আমাকেও কৃতার্থ কর।

"বিপিন-দা, আর নয়; চুপ্ কর। আমি বেশ বুঝেছি, পুরুষজাতি সবই এক রকম। নারীকে তুচ্ছ ক্রীড়নক ভিন্ন কেউ ভাব্‌তে জান না তা যে। যে-ভাবে নিয়ে খেল্‌তে চায়। কিন্তু আজ তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা তোমাদের ভ্রমমাত্র। নারী যথার্থই খেলার পুতুল নয়।" এই বলিয়া চক্ষের নিমিষে লাবণ্য দেরাজ খুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একটা পিস্তল বাহির করিয়া লইল ও বিপিনকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ, স্বামীর ঘরের কোন অধিকার পেয়েছি কি না? তিনি তুচ্ছ চোরের ভয়ে সর্ব্বদা এটা প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌তেন। আজ আমার সতীত্ব-রক্ষার জন্যে ব্যবহার করে, এর সার্থকতা সাধন কোর্ব্বো।"

সভয়ে বিপিন পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "আঃ সর্ব্বনাশ! লাবণ্য, ক্ষেপেছ না কি! রাখ ওটা।"

লা। কখন না। যাও বল্‌ছি আমার ঘর থেকে; নইলে হয় তুমি, নয় আমি, আজ প্রাণ দিতে বাধ্য হব।

বিপিন। লাবণ্য! তোমায় এত ভালবাসি, আর সেই তুমি আমায় এমন ক'রে তাড়াচ্চ? দেখ, এর পর অনুতাপ রাখ্‌তে স্থান পাবে না।

"না পাই না পাব, তুমি যাবে কি না বল?" বলিয়া লাবণ্য সেখান হইতে পিস্তলে লক্ষ্য করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, "জান ত বিপিন-দা, আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। তীর দিয়ে বাঁটুল দিয়ে ছোট বেলা কত পাখী, কত ছোট ছোট জন্তু মেরেছি? আমার হাতের তাগ দেখে তুমিই পিস্তল-ছোড়া শিখেছিলে? আজ তোমারই উপর সে শিক্ষা ভাল ক'রে পরখ্ কর্‌ব। ভাল চাও তো এখনও ঘর থেকে যাও।—"

রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া বিপিন উত্তর দিল, "আচ্ছা, দেখে নেবো। এ তেজ চূর্ণ করে, তবে আমার কাজ।" এই বলিতে বলিতে বিপিন বাহির হইয়া গেল। লাবণ্য তখন গৃহের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল— "কোথায় প্রভো! তোমার চরণাশ্রিতাকে কে রক্ষা করিবে?"

পিসীমা যখন বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেন, লাবণ্য তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া আর মাথা তুলিতে পারিল না ; পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া পিসীমা লাবণ্যকে তুলিলেন ; আঁচলে মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "পাগ্‌লি মা, কাঁদছিস্ রে ?"

লা। তোমরা এমন ক'রে আমায় এক্‌লা ফেলে যেও না, পিসীমা! লাবণ্যর অভিমানাশ্রু আবার নামিয়া আসিল। সান্ত্বনা দিয়া পিসীমা বলিলেন, "না না, একলা, আর থাক্‌বে কেন মা? এবার প্রমোদের হঠাৎ অসুখটার জন্যই না এমন হ'য়ে গেল! এবার প্রমোদ কোথাও গেলে, তুমিও সঙ্গে যেও।"

অরুণ যখন তাহার জেঠাইমাকে লইতে আসিল, তখন পিসীমা লাবণ্যকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। এখানে এই নিরাশ্রয় পতিসঙ্গশূন্য অবস্থার কাছে তাহার সেই স্নেহভরা পিত্রালয়খানি কত মধুর! কিন্তু সেই মাতাপিতৃহীন গৃহে বিপিনের অত্যাচার —সেও কত ভীষণ! লাবণ্য সে কথা মনে করিতেই শিহরিয়া উঠিল। প্রমোদ যতই হীনচরিত্র হউন্ না, যাহাকে দুই দিন পূর্ব্বে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহার রক্ষার ভারও কি লইবেন না! লাবণ্য পিসীমাকে বলিল, "এই অসুখ থেকে ফিরে আসবেন, এ-সময় আমার এখানে না থাকা ভাল দেখাবে না, পিসীমা! আমি তো ছোটটি নই ; আমার ত্রুটি একটুতে অনেকখানি হতে পারে।"

পিসীমা এ-কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে প্রমোদের সঙ্গেই তুমি যেও, সেই ভাল।"

পিসীমা চলিয়া গেলেন ; যাইবার সময় প্রমোদকে বাড়ী আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়া গেলেন।

১০

নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গেই প্রমোদ বাড়ী ফিরিল। হায়! একি নাগপাশ সে গলায় পরিয়াছে! যাহার বিষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহাকেই বক্ষে করিয়া প্রতিনিয়ত বহিতে হইবে! কোন্ পাপের এত শাস্তি!!

বাহির মহলেই প্রমোদ নিজের শয়ন, ভোজন, সকল রকমের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। যাহাতে সামান্য প্রয়োজনেও অন্দর মহলে যাইতে না হয়, লাবণ্যর সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ না হয়, সে বিষয়ে সে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করিয়া লইল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, চিকিৎসকের নিষেধ। সদর-অন্দরের মাঝামাঝি ঠাকুর-ঘর ছিল। তাহা এখন সদরের ভিতরে গণ্য হইল ; কেবল গভীর রাত্রে, যখন মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হইয়া যাইত, তখনই লাবণ্য মন্দির-দুয়ারে গিয়া পড়িবার সুযোগ পাইত।

স্বামী বাড়ী আসিলেন। লাবণ্য কত সাধ লইয়া আগমন-পথ চাহিয়া বসিয়াছিল! তাহার অসুস্থ শরীর, মা নাই, ভগ্নি নাই ; লাবণ্য সেবা করিয়া তাহার নারীজন্ম সার্থক করিবে! কিন্তু একি সাধে বাদ! স্বামী তাহার সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন! একবার চোখের

দেখা, তাও ত লাবণ্যর দেখিতে পাইবার পথ রহিল না! এ নির্দ্দয়তা পাষাণীরও যে সহ্যাতীত! লাবণ্যর কোন্ পাপে এ গুরু দণ্ড! তবে কি ঝি যা বলে, তাহাই সত্য? তাও যদি হয়, প্রমোদই ত একদিন স্বেচ্ছাতেই তাহাকে চরণে স্থান দিয়াছিলেন। তারপর মুহূর্ত্তও, বুঝি, গেল না; একি হইল! লাবণ্যর জগৎ আজ শূন্যে ঘুরিতে লাগিল; পৃথিবীর আলো আজ সব তাহার চক্ষে নিভিয়া গেল; কেবলমাত্র যে কোনদিন কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানে না, সেই ধরিত্রীই শুধু আপন বক্ষে আজ তাহাকে স্থান দিলেন। সেই দিন হইতে চক্ষের জলে লাবণ্য মাটি ভিজাইতে লাগিল।

তার উপরে সেই নূতন ঝি। সে প্রত্যহ কলিকাতা হইতে আনীত অপরূপ রূপসীকে লইয়া প্রমোদ কি করিয়া বিভোর হইয়া আছে, তাহার নূতন নূতন কাহিনী লাবণ্যর নিকট আসিয়া শুনাইতে লাগিল। মদের স্রোতের ও বন্ধুবর্গের বীভৎসতার দৃশ্যের বর্ণনারও কিছু বাদ গেল না। হায়! নারী কি সত্যই পাষাণ! কি করিয়া এত সয়!!

আর প্রমোদ! প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সে জমীদারীর কাজ স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া, স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পূজা, অর্চ্চনা ও জপারতির পরে দেবতার প্রসাদ ভোজন করে; তাহার পর অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত গীতা বা শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত হয়। তাহার পরে অতি সামান্য শয্যায় পড়িয়া ভগবানের নিকট শান্তি কামনা করিতে করিতে কোনও দিন সুনিদ্রায় কোনও দিন বা অনিদ্রায় অভাগার রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়।

বৈকালে লাবণ্য তখন কুটনা কুটিতেছিল; ঝি আসিয়া খামে-মোড়া একখান্ চিঠি তাহাকে দিয়া গেল। পত্রের হস্তাক্ষর লাবণ্যর অপরিচিত। এ-জগতে এক দাদা ভিন্ন অভাগিনী লাবণ্যর খোঁজ লইতে আর কে আছে? শুষ্ক মরুময় সংসারে একবিন্দু স্নেহকণা আর কোথাও আশা করিবার স্থান নাই! শুধু দাদার হাতের একখানি স্নেহময় শান্তিময় পত্রই তাহার সকল সন্তাপের মহৌষধি-স্বরূপ। আজ কে এই হতাদরা লাবণ্যকে স্মরণ করিয়াছে? লাবণ্য কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল; পত্র পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া সে সেখানে বসিয়া পড়িল! প্রমোদের পিসীমা লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়া, বৌমা! বহুদিন প্রমোদের কোন সংবাদ পাই নাই। সে ওখানে আছে কি না, নিশ্চিত না জানায়, তোমাকে এই পত্রে জানাইতেছি। সম্প্রতি আমাদের পার্শ্বের গ্রামের বাবুদের বাড়ীতে যে ডাকাতি ও খুন হইয়া গিয়াছে, পুলিশ সরোজকে সেই অপরাধে সংযুক্ত বলিয়া আজ গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় চালান দিয়াছে। আমাদের সাধ্যমত তাহার স্বপক্ষে চেষ্টা হইবে কিন্তু এ বিষয় বহু অর্থের প্রয়োজন; অতএব প্রমোদকে সবিশেষ জানাইয়া বিহিত চেষ্টা করিবে। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমাদের পিসীমা।

একি বজ্রাঘাত! হতভাগিনী লাবণ্যের যে

ওইটুকুই জগতের সম্বল! আজ সে-সম্বলটুকুও হারাইলে, সে কি করিয়া এ জগতে থাকিবে! হা ভগবন্! লাবণ্যের জন্য এত শাস্তি তুমি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ! উপায়হীনা আশ্রয়-হীনা লাবণ্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ—বহুক্ষণ পরে লাবণ্য উঠিয়া বসিল ও ভাবিল, এ বিপদে যদি প্রমোদ কিছু উপায় করেন্! হায়! লাবণ্যের আর যে কেহ নাই! সরোজ কত আশা করিয়া লাবণ্যকে প্রমোদের হাতে দিয়াছিল!—লাবণ্যের সম্পর্কে না হউক্, পূর্ব্বের বন্ধু-সম্পর্কেও কি প্রমোদ সরোজের উদ্ধারের উপায় দেখিবে না! আর কিসের লজ্জা! কিসের অভিমান! আজ লাবণ্য সকলের সাক্ষাতেই বাহিরে গিয়া প্রমোদের পায়ে পড়িয়া কাঁদিবে।

গৃহের দাস-দাসী সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে। লাবণ্য কম্পিত পদে স্বামীর মহলে প্রবেশ করিল। কৈ কোথাও ত একটুও কোলাহল নাই! গান-বাজ্‌না কি হাসি-গল্পের কোনও শব্দই ত পাওয়া যাইতেছে না! আজ তাহা হইলে প্রমোদ একাই আছে। লাবণ্যর মনে অনেকটা সাহস আসিল। অপরের সম্মুখে দারুণ লজ্জার হাত হইতে ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিলেন। ধীরে ধীরে লাবণ্য গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু কৈ প্রমোদ ত ঘরে নাই! লাবণ্য ব্যাকুল-দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিকে স্বামীর অন্বেষণে চাহিতে লাগিল। গৃহে প্রমোদও নাই, কিন্তু প্রমোদের উচ্ছৃঙ্খলতারও ত কোন চিহ্ন নাই!! লাবণ্য প্রতিনিয়তই শুনিয়া আসিতেছে, প্রমোদ এত অপদার্থ হইয়াছে যে, বিষয়-আশয় বা কাজ-কর্ম্ম চক্ষে দেখা দূরে থাক্, কানেও কোন কথা শোনে না! কিন্তু লাবণ্য প্রমোদের গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! গৃহের সেলফ্ ও টেবিল খাতা, বই ও কাগজ-পত্রে পরিপূর্ণ। লাবণ্য সভয়ে দুই একখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, সকলগুলিই জমীদারী-সংক্রান্ত। যে-ব্যক্তি বিলাস-বিভ্রমে নিজের সহধর্ম্মিণীকেও চক্ষে দেখে না, তাহার এ-সব দেখিবার এত সময় হয়? তবে লাবণ্য স্বামীর যে-মূর্ত্তির বর্ণনা শ্রবণ করে, তাহা কি সব সত্য নয়? যদি সত্যও না হয়, লাবণ্যের তাহাতে বিশেষ কি ক্ষতি-বৃদ্ধি? তাহার ভাগ্য যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই থাকিবে! কিন্তু আজ যে প্রমোদের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া চাইই।

সে-গৃহ ত্যাগ করিয়া লাবণ্য দ্বিতীয় গৃহে প্রবেশ করিল; অনুমানে বুঝিল, এখানিই প্রমোদের শয়নগৃহ। কারণ, গৃহের এক পার্শ্বে একটি সামান্য শয্যা পতিত রহিয়াছে; কিন্তু শয্যা শূন্য। লাবণ্য নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল!—তবে কি প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎকার তাহার ভাগ্যে নাই? গৃহের অপর দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানি চৌকির উপর কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ ও মেঝেয় একখানি পুরু গালিচার আসন পাতা; তাহার সম্মুখে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভিত্তিগাত্রে একটী সন্ন্যাসীর আলোকচিত্র ঝুলিতেছে; তাহার নিম্নস্থানটী সর্ব্বদা ললাট-স্পর্শে চিক্কণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। লাবণ্য বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—এই তাহার স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা! কি ভুল! কি ভুল! কি অন্ধকারে এতদিন সে

চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া ছিল ! সে যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের রাতুল চরণের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ভ্রমেও তাহা বুঝিতে পারে নাই। সেই ঝি এতদিন তাহাকে একই মিথ্যা শুনাইয়া আসিতেছে ! আজ দয়াময় বিপদের বজ্রালোকে এক মহান্ অন্ধকার নাশ করিয়া দিলেন। লাবণ্যের ক্রমে চক্ষু খুলিতে লাগিল ; মনে আসিতে লাগিল, ঝি নিশ্চয়ই বিপিনের অর্থভোগী। তাহারই সাহায্যে বিপিন সে-দিন লাবণ্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, বটে ! কিন্তু প্রমোদ কৈ ?

লাবণ্য সে গৃহ ত্যাগ করিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল। সে দেখিয়া বুঝিল, এটি প্রমোদের পূর্ব্বের সাজান বৈটকখানা। ছবি, ঝাড়, পাখা প্রভৃতি সরঞ্জাম পরিষ্কার ভাবে সাজান। কিন্তু মদ ত দূরের কথা, তামাক-চুরুটেরও কোথাও চিহ্নও সে দেখিতে পাইল না।

তখন লাবণ্য ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় নামিল। সম্মুখে পুষ্পোদ্যান। জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। যাহার অন্তরে সুখ আছে, আজিকার এই শোভাময়ী রজনিই তাহার চক্ষে স্বর্গ। লাবণ্য দেখিল, অদূরে একটি প্রস্তর-বেদিকার উপর বসিয়া, প্রমোদ স্থির হইয়া কি ভাবিতেছে। সেই সুগঠিত নির্ম্মল আননে জ্যোৎস্না পড়িয়া রূপের প্রভা উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে ! কতদিন—কতদিন পরে এই স্বর্গতুল্য রজনীতে তাহার দেবতুল্য স্বামীকে চক্ষে দেখিয়া লাবণ্যের সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল ; মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের দারুন দুঃখ সে বিস্মৃত হইয়া গেল ; স্থান, কাল সব ভুলিয়া নির্নিমেষ চক্ষে লাবণ্য সেই অপরূপ-কান্তির প্রতি চাহিয়া রহিল ! সহসা প্রমোদের চক্ষু সেই দিকে পড়িল ; বিস্মিত প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল, “কে ?” সেই স্বরে লাবণ্যর চমক ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে উদ্যানে নামিতেই প্রমোদ চিনিল, এ তাহারই অনেক সাধের লাবণ্য। জানি না, এই ফুল্ল রজনীতে প্রমোদের মনে আজ কি ভাবের আধিপত্য চলিতেছিল। এই স্থান ও কালের ভিতর যখন অন্তরে প্রেম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন লাবণ্যকে সম্মুখে দেখিয়া অতৃপ্ত তৃষিত অন্তর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই—তখনই প্রমোদ আত্মসংযম করিয়া লইল ;—হায় ! লাবণ্য আর তাহার কে ?

লাবণ্য ধীরপদে আসিয়া প্রমোদের সম্মুখে নতমুখে দাঁড়াইল। সে কি বলিবে ? আজ জীবনে প্রথম দিনে স্বামীর সহিত সে কি বলিয়া প্রথম সম্ভাষণ করিবে ? সে ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে ;—তবু কি বলিয়া যাহার কাছে সকল প্রাপ্যের দাবী, তাহার কাছে দীন অঞ্জলি প্রসারিত করিবে ? লাবণ্যর দুই চক্ষে অশ্রু পূরিয়া আসিতে লাগিল। বলি বলি করিয়াও তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। প্রমোদই কথা কহিলেন, “এখানে তোমার কি প্রয়োজন ?” লাবণ্য তখন প্রমোদের চরণতলে পড়িয়া বলিল, “বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি, তুমি রক্ষা কর।”

তাচ্ছীল্য-ভরে প্রমোদ বলিল, “চিরদিনই নিজে যা বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়াছ—স্বামীতে ত তোমার কখনও প্রয়োজন হয় নাই ;

আমিও তোমার কোন কাজেই প্রতিবন্ধক হই নাই। আজও তোমার যাহা ইচ্ছা করিলেই পার। আমার কাছে কিসের সাহায্যের আশা করিতে পার?"

লাবণ্যর ব্যথিত বক্ষে এই কথাগুলি বজ্‌-তুল্য আঘাত করিল। সে কাঁদিয়া বলিল, "আমি বড় দুঃখিনী, আমায় একটু দয়া কর। তোমার চরণে জানি নে কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমায় এমন করিয়া পায়ে ঠেলিয়াছ? কিন্তু আজ আমি সে দাবী করিতে আসি নাই। আমার দাদার বড় বিপদ্‌। তুমি ভিন্ন কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? তাই আজ তুমি স্থান না দিলেও তোমার পায়ের কাছে আসিয়াছি। আজ আর নিষ্ঠুর হইয়া দূর করিও না।"

প্র। ওঃ সরোজের বিপদ্‌। তাই আজ আমার প্রয়োজন হয়েছে! কিন্তু আমার মত তুচ্ছব্যক্তি-দ্বারা কি উপকারের সম্ভাবনা?"

তখন প্রমোদের দুই পদ বক্ষে ধরিয়া লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল; বলিল, "আজ তুমিও যদি এমন নির্দ্দয় হও, তা' হলে আর কোন উপায়ই থাকবে না। দাদা তো গিয়েছেই, আমিও আজ তোমারি পায়ের তলায় প্রাণ দেব।"

বুঝি, অন্তর্নিহিত গভীর প্রেম তাহার কালমেঘের আবরণ দুইহাতে ঠেলিয়া ধীরে ধীরে উঁকি দিতেছিল, তাই প্রমোদের অন্তর সকল সন্দেহ ও সকল যাতনাকে লাবণ্যর এক এক বিন্দু অশ্রুজলে ধৌত করিয়া পূর্ব্ব প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এক নিমিষের জন্য প্রমোদের মনে হইল, এই যে মধ্যের সুদীর্ঘ যন্ত্রণার দিন, এ একটা দুঃস্বপ্নমাত্র! এবং সেই অগাধ প্রণয়-জলধিকূলে সেই প্রমোদ আর সেই লাবণ্য! প্রমোদের দগ্ধহৃদয় আজ গলিয়া গেল, সজল চক্ষে প্রমোদ লাবণ্যকে হৃদয়ে উঠাইবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল; কিন্তু তখনই তখনই প্রমোদ আপনার বিদ্রোহী বাহু-দুইটি সংযত করিয়া লইল এবং অশ্রুসজল চক্ষে বলিল, "আমার পা ছেড়ে ওঠ, লাবণ্য! সরোজের কি হয়েছে?"

তখন লাবণ্য উঠিয়া প্রমোদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রোদনোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া প্রমোদ ভাবিল, "যে চাঁদে এত সুধা, তাতেও এই কলঙ্ক!"

লাবণ্য বলিল, "দাদাকে খুন ও ডাকাতির অপরাধে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"—বলিতে বলিতে লাবণ্যর চক্ষে আবার অশ্রুপ্রবাহ নামিয়া আসিল। দুই হাত জোড় করিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, "তুমি ভিন্ন আর কে আছে? একদিন দাদাকে অপার করুণা দেখিয়েছিলে; তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে তাঁর অরক্ষণীয়া ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে তাঁকে ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার করেছিলে, আজ আর একবার রক্ষা কর। আমার ভাগ্যে যাই থাক্‌, আমি জানি, তোমার করুণার অন্ত নেই।"

প্রমোদেরও পূর্ব্বকথা স্মরণে আসিতে-ছিল, চক্ষুও বুঝি একটু আর্দ্র হইয়াছিল! হায়! সে যে কত সাধ, কত আশার দিন! সে কি ভুলিবার? রুদ্ধ কণ্ঠে প্রমোদ উত্তর করিল, "লাবণ্য, শুধু দয়ার কথা কি বলছিলে? যখন আমি তোমায় বিবাহ করি, সরোজকে দয়া ক'রে করি নি। তুমি জান না, লাবণ্য!

তোমায় কতখানি ভালবেসে, তোমায় পাবার জন্যে কিরূপ উন্মত্ত হ'য়েছিলাম! আমার নয়নে তখন আর অন্য দৃশ্য ছিল না; আমার অন্তরে অন্য ধ্যান-জ্ঞান ছিল না; আমার এই ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম, মান, খ্যাতি, সব একদিন তোমারই, পূজার অর্ঘ্য ক'রে সাজিয়ে রেখেছিলাম। যেদিন তুমি আমার গৃহে পা দিলে, সে-দিন আমার সারা জগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; আমার কতদিনের মানস-পূজা সার্থক মনে হ'ল। লাবণ্য! তোমায় দেখেই আমি বিবাহ ক'রে দীর্ঘ দিন প্রবাসে কাটিয়ে এসেছিলাম কেন, জান? আমার নিজের প্রেম পরীক্ষা কর্‌তে; লাবণ্য! আমি তোমায় যে কপট প্রেম দিয়ে বঞ্চনা কর্‌ব, সেটা আমার নিজের হৃদয়েই অসহ্য ছিল, তাই চোখের অদর্শনেও তোমায় কত ভালবাসি তাই পরীক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলাম। তুমি যাই হও, কিন্তু আমার প্রেম আমায় বঞ্চনা করে নি; পুড়িয়ে খাঁটি কর্‌চে, তবু মাটি করে নি।" আকাশের পানে চাহিয়া প্রমোদ নীরব হইল; দুই চোখে দুটি অশ্রুবিন্দু চন্দ্রকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। আর লাবণ্য অবাক্ হইয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হায়! এই সুধা-হ্রদ তাহার চক্ষে মরীচিকামাত্র!!

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদের যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আর এখানে থাকার আবশ্যক নেই; ভিতরে গেলেই ভাল হয়। দেখি, আমি যদি পারি, কাল কলিকাতায় যাবার চেষ্টা কর্‌ব।"

যাইবার সময় লাবণ্য বলিল, "আর একটি কথা আছে। আমার দাসীর কোন প্রয়োজন নাই; তাকে জবাব দিয়ে যাও।"

প্রমোদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "গৃহে তো অপর স্ত্রীলোক কেহ নাই! কি করিয়া থাকিবে?"

অবনত মুখে লাবণ্য উত্তর করিল, "ছোট থেকে মা নেই; সংসারেও আর কেউ ছিলেন না। আমার অমন থাকা অভ্যাস আছে। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে কেউ ঘুর্‌লে আমার আরও অসুবিধা বোধ হয়।"

প্রমোদ কথাটা দূষ্যভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, "হুঁ। আচ্ছা, তাই হবে।"

লাবণ্য মনে মনে বলিল, "এবার চক্ষু খুলেছে, বুঝেছি। বিপিন-দা এর মূল; আর ঐ মাগী তার হাতের কল; আচ্ছা তোমরা যা করবার করেছ,—এখন ভগবান্ কি করেন্, দেখি!"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাবণ্য শুনিল, প্রমোদ প্রত্যূষেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর এই করুণায় তাহার চিত্ত দ্রব হইয়া গেল; দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আজ মন্দিরে প্রমোদ নাই। পুরোহিত নিত্য-পূজা করিয়া উঠিয়া গেলে, লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পদতলে পড়িল। সারাদিন লাবণ্য আর বাহির হইল না। রাত্রির শয়নারতির পরে সামান্য প্রসাদ মুখে দিয়া সে নিজের ঘরের ভূমি-শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। একে ত তাহার দাদার এই ঘোর বিপদ্; তাহার উপর স্বামীকে সে যে আজ কি বিপদের মুখে পাঠাইয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত-নাই। তবে প্রমোদের অগাধ সম্পত্তির ত

ভরসাতেই জোর করিয়া ভ্রাতার সাহায্যের জন্য সে ধরিয়াছিল। আজ যদি দুকূলই ভাসিয়া যায়! হায় ঠাকুর! কোথায় তোমার অভয় চরণ-দুইটি! বিপন্না লাবণ্য আজ তাঁহারই আশ্রয় চাহিতেছে। দুঃখিনীকে বঞ্চিতা করিও না। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

প্রতীক্ষা।

বাতায়ন-ফাঁকে তরুণ অরুণ
তখন দেয়নি উঁকি,
তন্দ্রা-অলস নয়ন মেলিয়া
চাহে নাই সূর্য্যমুখী;
বিশ্ব-রাণীর তিমিরাবৃত
অবগুণ্ঠনখানি
রজনী তখন খুলে দিতেছিল
আলোর বারতা আনি';
ঊষা-তারাটীর লাজকম্পিত
স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাতি
কাল গগনের কালিমার আড়ে
কৌতুকে ছিল মাতি!
সারা প্রকৃতির মুখর কথাটী
ছিল মৌনতা ভরা,
তন্দ্রার হিম চুম্বনে ছিল
মন্ত্র-মুগ্ধ ধরা!
সারা নিশাখানি জেগে বসে আছি
তোমারি প্রতীক্ষায়,
বন্ধু, এ মোর মৌন ধেয়ান
ব্যর্থ কি হবে হায়!
যে আরতি-দীপ জ্বালায়ে রেখেছে
অন্তরে অহরহঃ,
আজ তুমি তারে তব মন্দিরে
সযতনে তুলে লহ!
পরাণের কোণে পুঞ্জিত ছিল
যে দারুণ অভিমান,
তীব্র দহনে নয়নের জলে
হয় নি'ক অবসান!
ব্যাকুল আশায় পথ চেয়ে আছে
ব্যথা ভরা এই চিত,
দীন পূজারীর পূজার অর্ঘ্য
রহিবে কি অনাদৃত!
লক্ষ যুগের মৌন ধেয়ান
সকাতর আহ্বান
টলাতে, বন্ধু, পেরেছে কি তব
পাষাণ অচল প্রাণ!
নিষ্কলঙ্ক অন্তরে মোর
রচিয়াছি এ সমাধি,
তোমার করুণ চরণ-রেণুর
পরশের পরসাদী।
চিরকাল রব ভিখারীর মত
তোমারি প্রতীক্ষায়,
নিষ্ফল হবে নয়নের বারি-
ঢালা দেবতার পায়!

শ্রীকিরণপ্রভা দে।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ প্রকরণ।

গুরুণোদীরিতং জ্ঞানং ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি।
তৎস্বস্মিন্নপ্যভিজ্ঞাতুং শিষ্যো বদতি সাম্প্রতম্ ॥১॥

জ্ঞানাষ্টকে গুরু বলিয়াছেন যে, সাধক শূন্যের ন্যায় শান্ত হ'ন্। শিষ্য নিজের তাদৃশী অবস্থা জানাইবার জন্য সম্প্রতি বলিতেছেন।১।

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্ব্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥১॥

সাধক প্রথমতঃ শারীরিক কর্ম্ম বর্জ্জন করেন্, অনন্তর বাগ্‌বাহুল্য ত্যাগ করেন, তারপর চিত্তের বৃত্তিও ত্যাগ করেন্ ; আমিও তজ্জন্য এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।

প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥২॥

শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে প্রীতি নাই, আত্মাও অদৃশ্য, অতএব সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যাগ করিয়া একাগ্রহৃদয় হইয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি। (কর্ম্ম বা জপাদি-দ্বারা অনিত্য ফল পাওয়া যায়। তাহার নাশে দুঃখ। এজন্য শব্দাদি-বিষয়ে প্রীতি নাই ; আত্মা অবাঙ্মনসগোচর ; অতএব তাহার ধ্যানাদি করিবার অবসরও নাই— এইরূপে সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যক্ত হইয়াছে) ।২।

সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহার সমাধয়ে।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৩॥

তথাপি সমাধিলাভ করিবার জন্য ব্যবহার আবশ্যক হয়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন। যাহাদের চিত্ত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনর্থের মূলীভূত ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা বিক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষেই সমাধির প্রয়োজন ; আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই ;—এই নিয়ম অবলোকন করিয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৩।

হেয়োপাদেয়বিরহাদেবং হর্ষবিষাদয়োঃ।
অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মন্নেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৪॥

আমি সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতাবর্জ্জিত আত্মা, সুতরাং আমার পক্ষে হেয় বা উপাদেয় কোন বস্তুই নাই ; সুতরাং আবার আমার কোন প্রকার দুঃখও নাই সুখও নাই ; অতএব হে ব্রহ্মন্ (গুরো) আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৪।

আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জ্জনম্।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৫॥

বর্ণাশ্রমাদির ধ্যান ও তৎপ্রযুক্ত চিত্ত-স্বীকার ও চিত্তবর্জ্জন, এই সকলের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প সমুপস্থিত হয় ; এজন্য আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৫।

কর্ম্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাদ্ যথৈবোপরমস্তথা।
বুদ্ধা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৬॥

লোকে যেরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্ম্ম-হীনতা আশ্রয় করে ; এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৬।

অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ।
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৭॥

ব্রহ্ম অচিন্ত্য, এরূপ চিন্তা করিলেও আত্মা চিন্তার সদৃশ রূপ ধারণ করে; অতএব 'ব্রহ্ম অচিন্ত্য' এরূপ ভাবনাও ত্যাগ করিয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৭।

এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥৮॥

এইরূপ স্বরূপসাধন যিনি করিয়াছেন, তিনি কৃতার্থ হ'ন। এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) যাঁহার স্বভাব, তিনি যে কৃতার্থ হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার এবমেবাষ্টক-নামক দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নীতি ও বিবাহ।

কেবল ভৌতিক নিয়ম পালন করিলেই যে স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়, তাহা নয়। নীতিপালনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ। মনুষ্য শরীর, মন ও প্রাণের সমবায়ে, তিনটির উৎকর্ষ-সাধনে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে। প্রাণ, মন ও জড় জগতের রাজা ও নিয়ন্তা ঈশ্বর; তাঁহারই নিয়মে এই সমস্ত চলে। সুতরাং সকল প্রকার নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে চলিলে প্রাণ-মন অধিক স্বাস্থ্য ও সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রাণের লক্ষ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি?—ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁহার বাধ্য হইয়া চলা। নীতির লক্ষ্য মনের সঙ্গে সম্বন্ধ জানা এবং তাহা পালন করা। Intuition বা সহজজ্ঞান-দ্বারা ঈশ্বর- ও পরকাল-তত্ত্বের মৌলিক জ্ঞান হয়। Conscience (বিবেক) দ্বারা মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের জ্ঞান হয়, এবং কর্ত্তব্য-পালনে সুখ ও হেলনে দুঃখ হয়।

নীতি ও বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া চলিলে শারীরিক এবং সামাজিক বহুপ্রকার অনিষ্ট হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদির দ্বারা মনকে বিকৃত বা অসুস্থ ত করেই অধিকন্তু শরীরের অনিষ্ট করে। এই সমস্ত রিপু-দ্বারা উত্তেজিত হইলে, শারীরিক অনেক-গুলি অণু নষ্ট হয়। সে জন্য শরীরও দুর্ব্বল হয়। আমরা সকলেই জানি যে, বড় রাগ করিলে মাথা ধরে, চক্ষু জ্বালা করে, বুক ধড়ফড় করে। যে সর্ব্বদা রাগ করে, তার ভাল হজম হয় না। সেজন্য রাগী মানুষ অজীর্ণ রোগী (Dyspeptic) হয়। অজীর্ণ রাগকে বাড়ায়, রাগ অজীর্ণকে বাড়ায়; এই দুই মিলে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, এবং ক্রমে কঠিনতর পীড়া আনিয়া পরিণামে তাহার অকাল মৃত্যু ঘটায়। ঈশ্বরনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ প্রফুল্লচিত্ত, সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী। ধর্ম্ম- ও নীতি-সম্বন্ধে অনেক

তত্ত্ব আছে? সে সমস্ত আমার বলিবার বিষয় নয়।

এখন বিবাহতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলি। বিবাহের ধর্ম্ম ও নীতির সঙ্গে বিশেষ যোগ। পরিণয় মানবসমাজের মহান্ কর্ত্তব্য এবং করুণাময় ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট বিধান। বিধাতার নিয়তি (Necessity) ক্রমে পবিত্র প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া নরনারীকে বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত করে এবং সন্তান উৎপাদিত করিয়া মানবজাতির প্রবাহ রক্ষা করে। দুইটি প্রাণ পবিত্র প্রেমে এক হইয়া প্রেমের তরঙ্গে আপনারা ভেসে যায় এবং জনসমাজকে ভাসাইয়া দেয়। তাহারা কৃপাপাত্র, যাহারা দাম্পত্য-প্রেমের লীলা, রসময়ের লীলা অনুভব করিতে পারে না। বিবাহ পাশব-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়। ইহা বিধাতার গৌরবার্থে পবিত্র প্রেমে ডুবিবার জন্য।

পবিত্র দাম্পত্য প্রেম অমৃত সমান।
পাপী উদ্ধারিতে পৃথিবীতে স্বর্গের সোপান।
সাধু-ভক্ত জন সেই রস করে পান।
সে প্রেম কোথা বা পাবে অধম মানুষে,
বিলাস-বিকার-মত্ত এই পঞ্চভূতময় দেশে?

বিবাহিত জীবনই মানব-সমাজে সুখ-শান্তির প্রস্রবণ। ঐ প্রস্রবণ যদি কলুষিত হয়, তবে দূষিত স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব-সমাজকে নরকের দিকে লইয়া যায়। এই জন্য পরিণয়-বিষয়ে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বলিতেছি।

উচ্চ হিন্দুশাস্ত্রের কথা প্রথমে বলি।

কন্যা যতদিন পতিমর্য্যাদা না জানে এবং ধর্ম্মসাধন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কন্যাকে এইরূপে পালন করিবেক এবং অতি-যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ও ধন-রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।—
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

বিজ্ঞান বলিতেছেন্ যে, শরীর পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব্বের বিবাহের সন্তান সুস্থ এবং সবল হয় না। বাল্য-বিবাহের দ্বারা বিবাহিত বালিকাগণ অল্পবয়সেই সন্তানবতী হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হয়।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার কোন এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, যে, তাহার ত্রিশ বৎসরের পরিদর্শন ও অভিজ্ঞান-দ্বারা তিনি বলিতে পারেন যে, শতকরা ২৫জন স্ত্রীলোক বাল্য-বিবাহের ফলে invalid (চিররুগ্ন) হইয়াছে; আর ৫০ জন অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছে।”

(The Inspector of schools, Bombay) বম্বের শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক বলিয়াছেন যে, হিন্দু এবং পার্শিছাত্রীগণ ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশ মেধাবী ও পরিশ্রমী থাকে, কিন্তু বিবাহের পরেই তাহার সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

(The Sanitary Commissioner of India) ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যরক্ষা-বিভাগের কমিসনার তাহার ১৮৯৯. সালের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় শতকরা ৮·৪ এবং বম্বাইতে ১৮·৭ মৃত সন্তান জন্মে।

সুবিজ্ঞা বিদুষী Annie Bessnt র ‘Awake India’-পুস্তকে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল পড়িলে, কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত এবং অশ্রুবর্ষণ হয়?

আর অধিক কথা বলিব না। যাহারা জোর করিয়া বুঝিবে না, তাহাদের কে বুঝাইবে ?

"অবোধকে বুঝাব কত, বোধ নাহি মানে,
ঢেঁকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে !"

ব্রাহ্মদের বিবাহ-আইন হইবার সময় তাঁহারা নানা বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের মত সংগ্রহ করিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ ১৪ বৎসর পূর্ণ না হইলে, কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হয় না। পরের অভিজ্ঞান-দ্বারা জানিয়া তাঁহারা এখন প্রায়ই অন্ততঃ ১৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দেন না। কেবল বয়স ধরিলে হইবে না। কুমারীকাল উত্তীর্ণ হইলেই, অন্ততঃ এক বৎসর পরে যুবতীর বিবাহ হওয়া উচিত; এবং ২০-২২ বৎসর বয়সে যুবকের বিবাহের সময়।

বয়সের কথা ব্যতীত আর একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। Improvident marriage—অসঙ্গত অবস্থায় বিবাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পরিবার প্রতিপালনের সঙ্গতি না থাকিলে কিংবা উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবে না। এরূপ বিবাহের ফল নিজের এবং সমাজের দারিদ্র্য আনয়ন করে। এইরূপ বিবাহই ভারতে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। যখন দেশে খাদ্যদ্রব্য এত মাহার্ঘ ছিল না, এবং চালচলনও সাদাসিদে ছিল, আহার ও পরিচ্ছদের বিলাসিতা ছিল না, তখনকার কথা অন্যপ্রকার। এখন একদিকে অসচ্ছলতা ও বিলাসিতা, আর অন্যদিকে বিবাহের খরচ-বৃদ্ধি; এ-সময় কি অসঙ্গতি-বিবাহ চলে? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখনকার যুবকগণ ছাত্রজীবনে বিবাহ করিতে চায় না। ব্রাহ্মসমাজ এবং উন্নত শিক্ষিত হিন্দুসমাজে ভদ্রলোকদের মধ্যে এরূপ বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প। ধনীদের কথা অন্যপ্রকার। দেশের কয়জনই বা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে? সুখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বিবাহের ব্যয় এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা মারা যাইতেছে। কত কেরাণী এবং শিক্ষকের কন্যাদায়ে বাড়ি-ঘর বিক্রয় হইয়া যায়। পুরাতন কৌলিন্য-পণ অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ কতই বেশী। বরের পিতা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার রক্ত শোষণ করেন। হায়, হায়, দুঃখিনী ভারতজননী কপাল-পোড়া ! তাহা না হইলে, তাঁহার কৃতবিদ্য উন্নত সন্তানদের এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ?

বিবাহের সময় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। Hereditary disease বা বংশ-পরম্পরা-প্রবাহী রোগ যদি থাকে, কিংবা শরীরের অবস্থা এমন হয় যে, বিবাহ করিলে স্বাস্থ্যনাশ হইবে, তবে এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিলে কেবল অকাল-মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়।

বিবাহের পর অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সংযমী হইয়া সকল বিষয়ের আতিশয্য পরিহার করিতে হয়। ঘন ঘন সন্তান হওয়া পরিহার্য্য। ঘন ঘন সন্তান হইলে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যনাশ হয় এবং তাঁহারা নিজে রুগ্ন হইয়া রুগ্ন সন্তান প্রসব করিয়া

নিজেদের এবং জনসমাজের অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠেন্। বলিতে লজ্জা হয় যে, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী-দিগের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞান-জ্ঞান সত্ত্বেও সেকেলের বিজ্ঞানানভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এ-সম্বন্ধে অনেক নীচে পড়িয়া আছেন। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। এখনকার অনেকের নিকট বিজ্ঞান এবং শাস্ত্র—উভয়েরই সম্মান নাই।

বেহাগ যৎ

গৃহধর্ম্ম নিত্য-কর্ম্ম পরম সাধন.
পবিত্র তীর্থ এই সংসার-তপোবন,
প্রেমের আধার গৃহ-পরিবার-বন্ধন,
প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি মোহ-জঞ্জাল বিষয়ের
তমোজাল যোগবলে করিবে ছেদন।
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবনমুক্ত,
সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, সম-দম-ক্ষমা
শান্ত-সযতনে করিবে পালন,
সুখ-দুঃখে সমভাবে বিধাতার হস্ত
দেখিবে, দয়াময়-নাম মহামন্ত্র করিবে স্মরণ।

শ্রীরাজমোহন বসু।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

যদি দুগ্ধের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা হয়, তবে গাভীকে উত্তমরূপে দোহন করিতে হইবে। এরূপ না করিলে উত্তম গাভীও অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। উত্তম দোহন দোহন-কারীর পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায় করিলে, কতকগুলি ফালতু দোহনকারী রাখিয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। লোকের রোগ, শোক অথবা ছুটিছাটায় দোহনকারীর অনুপস্থিতিতে ফালতু দোহনকারীর দ্বারা কার্য্য লইতে হইবে। প্রত্যহ দোহনকারীরা যদি ছুটিছাটা না পায়, তবে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করে না। তজ্জন্য উত্তম গাভীও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। গাভী খারাপ হইলেও উত্তম-দোহন-দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু খারাপ দোহন-দ্বারা উত্তম গাভীও অধম হইয়া যায়।

দুগ্ধ-দোহনকারীদিগকে উত্তমরূপে কার্য্য করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার-দ্বারা উৎসাহ দিবে। নতুবা তাহাদিগের বেতন প্রথমে অল্প রাখিয়া, উত্তমকার্য্য দেখিলে বৃদ্ধি করিয়া দিবে। বেতন-বৃদ্ধির আশা থাকিলে, তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে।

দোহনকারীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে, এবং দুই দলে যাহাতে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা করিবে। এতদর্থে কোন্ দোহন-কারী কত দুগ্ধ বাহির করিল, তাহার হিসাব প্রত্যহ রাখিবে ও উত্তম দোহনকারীদিগকে কিছু বক্‌সিস্ বা তাহাদিগের বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাহা হইলেই তাহাদিগের মধ্যে একটা ঘোরতর প্রতিযোগিতা হইবে এবং পুরস্কার বা বেতন-বৃদ্ধির লোভে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে। দোহন-

কারীরা যদি একস্থানের হয়, তবে তাহারা সড় করিয়া বেতন-বৃদ্ধি করাইবার চেষ্টা দেখে। এইজন্য ফালতু লোকের আবশ্যকতা। কিন্তু সময় পড়িলে তাহাদিগের নিকট হইতে এরূপভাবে কার্য্য লইবে, যেন তাহারা ইহা না বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের ভিন্ন তোমার অন্য গতি নাই। নতুবা, তাহারা তোমাকে পুনরায় উত্যক্ত করিবে। একটা গোয়ালার মাসিক বেতন ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা যথেষ্ট। প্রত্যেক লোককে দশটী গাভী এবং দশটী মহিষ দোহন করিবার ভার দিবে।

দোহন করিতে হইলে, শীঘ্র শীঘ্র দোহন করাই শ্রেয়। মনে কর, পূর্ণদুগ্ধবতী একটি গাভী দিনে ১২ সের দুগ্ধ দেয়, অর্থাৎ সকালে ছয় সের এবং সন্ধ্যাকালেও ছয় সের। এরূপ গাভীকে দোহন করিতে চারি মিনিটের অধিক সময় লওয়া উচিত নহে। দোহনটী নিঃশব্দে, উত্তমরূপে এবং শীঘ্র হওয়া চাই। খারাপ দোহনের দ্বারা উত্তম গাভীও এক সপ্তাহের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। অপত্য-প্রসবকাল হইতে দুগ্ধ শুষ্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত গাভীর দুগ্ধ দিবার কাল গড়ে ২৪০ দিন।

ছয় সপ্তাহ ধরিয়া গাভীগুলি শুষ্ক থাকে। স্বাস্থ্য উত্তম হইলে তাহারা সন্তান-প্রসবের দুইমাস পরেই চরম সীমায় দুগ্ধ দেয়। ক্রমে তাহাদিগের দুগ্ধ কমিয়া আসে। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গাভী উত্তমরূপ দুগ্ধ দিয়া থাকে।

বলদের সহিত রমণ করিলে গাভীর দুগ্ধ মাত্রায় এবং গুণে কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধের গুরুত্ব ও চর্ব্বির অংশের হ্রস্বতা হয় এবং উষ্ণ করিলে দুগ্ধ জমিয়া যায়। এরূপ অবস্থা অবশ্য অধিক দিন থাকে না।

পশুকে আহার দেওয়ার পরই দোহন করা উচিত। প্রত্যেক দোহনকারীকে একটা ঝাড়ন দিবে। তদ্দ্বারা তাহারা দোহনের পূর্ব্বে গাভীর বাঁট ও স্তন ঝাড়িয়া লইবে। অন্যথা বাঁটের ধূলা দোহন-কালে দুগ্ধে পড়িতে পারে। দোহনকারীদিগের নখ সর্ব্বদাই কর্ত্তিত থাকা চাই; নতুবা বাঁট ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধ-দোহনের পর ঝাড়নের দ্বারা গাভীর বাঁট পুনরায় মুছিয়া দিবে। এ-প্রথাটী বিশেষতঃ নবপ্রসূতা গাভীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। নবপ্রসূতা গাভীগুলিকে সর্ব্বশেষে দোহন করিবে। দোহনকালে এক পার্শ্বের দুইটী বাঁট ধরিয়া দোহন করিবে না। সম্মুখের ও পশ্চাতের বাঁট ধরিয়া দোহন করিলে, দুগ্ধ ঠিক্ ঠিক্ নির্গত হয়; নতুবা দুগ্ধের ধারা নিয়মিত বাহির হইবে না।

দুগ্ধ-দোহন করিবার পূর্ব্বে বৎসকে গাভীর স্তন কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া পান করিতে দিবে। পরে তাহাকে গাভীর সম্মুখে রাখিয়া দোহন করিতে থাকিবে। গাভী এই সময়ে বৎসের গাত্র চাটিতে থাকে। দুগ্ধ-দোহন হইয়া যাইলে, বৎসকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। নতুবা বড় বৎসগুলি মাতার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া স্তন কামড়াইয়া বাঁটে ক্ষত করিয়া দিবে অথবা অন্য গাভীর নিকট যাইবে।—ফলে এই হইবে যে, অন্য গাভী অপরের বৎস দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া যাইবে এবং দুগ্ধ দিবে না। মহিষেরা অপরের বৎস নিকটে আসিতে দেখিলে প্রায়ই দুগ্ধ দেয় না। মহিষের বৎস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহারা দুগ্ধ

দিতে চাহে না। এরূপস্থলে দুই এক ঘণ্টা সাধ্যসাধনার পর মহিষেরা দুগ্ধ দেয়।

বোগ্‌নো (বাঁটলোই) দোহন-পাত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টিন-পাত্র বা এনামেল পাত্র সুবিধার নহে। মৃন্ময় পাত্র সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ; কারণ মাটির পাত্রে ছিদ্র থাকায় দুগ্ধ তন্মধ্যে প্রবেশ করে ও ছিদ্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়া পচিয়া যায়। ধৌত করিলেও তাহা পরিষ্কার হয় না। যদি এরূপ পাত্রে দোহন করা যায়, তবে তাজা দুগ্ধ পচা দুগ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সংবাদ।

১। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু ও ভারত কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিরাপদে বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।

২। পাবনা-জেলার দুলাইর সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা শরিফন্নেসা খাতুন চৌধুরাণী মহোদয়া বর্ত্তমান সময়ের বস্ত্র-সংকটের দিনে ৫০০ শত অনাথ দীন-দরিদ্রকে বস্ত্রদান করিয়াছেন।

৩। ব্রহ্ম-রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান এবং আমেরিকা ভ্রমণকালে যে পিয়ারসন সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন, সেই পিয়ার্সন সাহেব চীনের পিকিন-সহরে রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত এবং সাঙ্গাইয়ে প্রেরিত হইয়াছেন।

৪। ভারতরক্ষার আইন অনুসারে গিনি বা টাকা গলাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা অপরাধ বলিয়া গণ্য। গবর্ণমেণ্ট এতদিন কঠোরতা-সহকারে ঐ বিধানের প্রয়োগ করেন নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, গিনি ও টাকা গলাইলে দণ্ড হইবে।

৫। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী পল্টনের সুবেদার এ, কে, মিত্র আহত হইয়া মারা গিয়াছেন।

৬। বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষের তিনজন ছাত্র "র‍্যাঙ্গলার"-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই তিন জন ছাত্রের মধ্যে একজন কলিকাতার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি দ্বিতীয় জন পুনার মিঃ ডাইবি ; তৃতীয় জন বোম্বাইয়ের মিঃ গুঞ্জিকর।

৭। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মমহিলাগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

প্রথম বিভাগ।

বীণা রায়চৌধুরী	...ডাওসেসন কলেজ
নলিনী দাসগুপ্তা	... বেথুন কলেজ
ললিতা রায়	... " "
সুবালা রায়	... " "
ঊষাবালা সেন	... " "

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুষমা বন্দোপাধ্যায়	... বেথুন কলেজ
সুপ্রভা দাসগুপ্তা	... " "
সুহাসিনী রায়	... " "
ললিতা বসু	...ডাওসেসন কলেজ
আশা দত্ত	... " "
সুখময়ী লাহিড়ী	... " "
রাবেরা রায়	... প্রাইভেট্

তৃতীয় বিভাগ।

সুরবালা সিংহ	... বেথুন কলেজ

৮। বোম্বাইয়ের সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশ,—ছয়টী ব্রাহ্ম মহিলা ইণ্টারমিডিএট ইন্ আর্টস পরিক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন :—

(১) মিসেস্ আর্, আর্, নাবর, (২) কুমারী লবঙ্গিকা দিবেতিয়া, (৩) কুমারী ভবানী নট-রঞ্জন, (৪) কুমারী ভানুমতী বীরকর ; এবং (৫ ও ৬) কুমারী দেবও ভাণ্ডারকার।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 659. July, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৯ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩২৫। জুলাই, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বঙ্গ-সেনার প্রতি

(রাগিণী বিভাস)

বঙ্গমাতার বীর তনয়,
চল্ রে সবাই চল্,
সাত সাগরের পার হ'তে আজ
ডাক্ এসেছে, চল্!
মানিস্ নে আজ বাঁধা-বাঁধন,
রাখিস্ নে আজ ভয়,
শঙ্কা-হরা ডঙ্কা-নাদে
চল্ রে ও ভাই চল্!
মৃত্যুকে আজ তুচ্ছ করে
'জয় বৃটিশের' বল্,
বঙ্গমাতার বীর তনয়,
নির্ভীক প্রাণে চল্!
পুণ্য-রাজার পুণ্য-প্রজা —
তোদের অসীম প্রতাপ বল,
তোপের মুখে চলিস্ তোরা
তোরা মরণ-জয়ীর দল!

বঙ্গমাতার বুকের মণি,
চল্ রে সবাই চল্,
বীর-হৃদয় তোরা সবাই
জয় বৃটিশের বল্!
ডঙ্কা-নাদের তালে তালে
তোরা বাঁধিস্ বুকে বল,
নিখিল অরি বিনাশ করি
তোরা আনিস্ শান্তিজল!
সবার উপর রাখিস্ মনে
পরম পিতার বল,
মুক্ত কণ্ঠে গাহিস্ তোরা—
'তুমি দাও পরমেশ বল!'
তবে চল্ রে সবাই চল্ রে ওভাই
তোরা হোস্ নে ভীরুর দল,
পিতার নামে দেশের নামে
তোরা চল্ রে ওভাই চল্॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

কুলবধূ।

বধূ সংসারের ভূষণস্বরূপা। বধূর লজ্জা-বিমণ্ডিত কমনীয় কোমল মূর্ত্তি সংসারের তীব্রতা দূর করে, সংসারের শূন্যতা পূর্ণ করে এবং সংসারকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া থাকে। অকৃত্রিম স্নেহে পরিপূর্ণ, উন্মাদনাহীন প্রেমে পরিপূর্ণ, অবাধ করুণায় পরিপূর্ণ, অকপট পবিত্রতায় পরিপূর্ণ বিনয় ও সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি বধূর হৃদয় জগতের এক অপূর্ব্ব বস্তু। অসামান্য-সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও বধূ গর্ব্বভরে আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সবিশেষ পক্ষপাতিনী হইলেও বিলাসিতার প্রগল্‌ভতায় দূষিতা নহে। বনফুলের মত স্নিগ্ধ মধুর লজ্জাময়ী বধূমূর্ত্তি পরিশ্রান্ত জীবনের বিশ্রামস্বরূপ, সন্তপ্ত জীবনের শান্তি-প্রস্রবণ স্বরূপ।

সংসারে নিভৃতভাবে অবস্থান করিলেও এই কোমলস্বভাবা বধূদিগের শক্তি ও দায়িত্ব বড় অল্প নহে। ইহারা সংসারের মজ্জা-স্বরূপা। এইজন্য সংসারে শান্তি ও অশান্তি ইহাদের গুণ ও দোষের উপর নির্ভর করে। যে বধূ সমস্ত সংসারের উন্নতিকামিনী হইয়া স্নেহ-মমতাদি-দ্বারা সকলকে একসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখে, এবং অন্তর্নিহিত শক্তিস্বরূপ সকলকেই সংসারের মঙ্গলের জন্য একভাবে ও একপ্রাণে চালিত করে, সেইরূপ বধূই সংসারের শ্রী-স্বরূপা। সংসার ইহাদের দ্বারা পরম উন্নতি লাভ করে। প্রাচীনকালে এইরূপ গুণবতী বধূর সংখ্যা অধিক-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কারণ, তখন সকলের ঈশ্বরের প্রতি একটা বিশ্বাস ছিল, স্বামীর প্রতি একটা অবিচলিত ভক্তি ছিল, স্বার্থের প্রতি তেমন দৃষ্টি ছিল না, চিত্তে সন্তোষের প্রাচুর্য্য ছিল এবং পুণ্যই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এখন কালের প্রভাবে বাহ্য সভ্যতায় ভুলিয়া সকলে অন্তরের জিনিষ হারাইতে বসিয়াছে। তাই আমরা সুপবিত্র বধূমহলে অনেক অপবিত্রতার ছবি দেখিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই যে, আর একপ্রকার বধূ আছে, যাহারা সংসারের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল নিজেদেরই বিষয় ভাবিয়া ভেদবুদ্ধি-দ্বারা সংসার বিচ্ছিন্ন করিতে চায় এবং কেবল স্বার্থের জন্য সমস্ত সংসারের মঙ্গলামঙ্গল-চিন্তা করে না। ইহারা গৃহের অলক্ষ্মীস্বরূপা; ইহাদের দ্বারা সংসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুণবতী বধূ পিতৃগৃহ হইতে পতির সংসারে আসিয়া পিতৃগৃহ একরূপ বিস্মৃত হইয়া পতির সংসারকেই নিজের সংসার মনে করেন। তাই তিনি শ্বশুর-শ্বশ্রূকে স্বকীয় জনক-জননীর পদে স্থাপিত করেন, এবং কন্যার মত কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের সেবা করেন, দেবরগুলিকে তাঁহার ভ্রাতার মত ও ননন্দাগুলিকে ভগিনীর মত দেখেন, এবং নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ ও সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সকলেরই হিতের জন্য তনুপাত করিতেও সঙ্কুচিতা হ'ন্ না। এই বধূগণ ধনীর কন্যা হইয়াও দরিদ্রের গৃহে পড়িলে পিতৃ-গৃহের ধনগর্ব্ব বিষের মত পরিহার করেন, এবং দরিদ্রের কন্যা সাজিয়া মোটা কাপড় ও মোটা ভাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সর্ব্বদাই শ্বশুর,

শ্বশ্রূ প্রভৃতি পূজনীয়বর্গের সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকেন, দেবর ননন্দা, প্রভৃতি স্নেহাস্পদদিগকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত স্নেহ অর্পণ করিয়া, প্রাণ দিয়া তাহাদের মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকেন, এবং পতি যতই নির্গুণ হউন্ না কেন, তাঁহাকে নিজের অভীষ্ট-দেব বলিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন্। পতির গৃহে ইহারা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন না। দরিদ্র-সংসার বলিয়া যদি কেহ পতিগৃহের নিন্দা বা অপমান করে, ইহারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও বনবাসী সত্য-বানের হস্তে পড়িয়া বল্কলধারিণী বনবাসিনী সাজিয়াছিলেন। সতী রাজকন্যা হইয়াও ভিক্ষুকবর মহাদেবের হস্তে পড়িয়া ভিক্ষুকী-বৃত্তি অবলম্বন করাই পরম সৌভাগ্য মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অযোধ্যাপতি দশরথের কন্যা শান্তা ঋষ্য-শৃঙ্গের সহধর্ম্মিণী হইয়া আজীবন ঋষিপত্নীর মত ছিলেন। এইরূপ গুণবতী বধূমাত্রই পতির সংসারকে নিজের সংসার মনে করেন এবং পতিকুলের সম্মানকে সর্ব্বতোভাবে নিজ সম্মান মনে করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণহীনা বধূরা শ্বশুরালয়ে যাইয়াও পরের কন্যার মত ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। তাহারা শ্বশুর-শ্বশ্রূকে জনক-জনীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চায় না, দেবর-ননদ-দিগকে ভ্রাতা-ভগিনীর মত ভালবাসিতে আদৌ পছন্দ করে না। শ্বশুর-শ্বশ্রূর সেবা কি ননদ-দেবরের আদর ও যত্ন করা তাহারা একরূপ বাহুল্যই মনে করে; বরং নিজের সুখপথের কণ্টক মনে করিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়ে না। এই সমস্ত স্বার্থপরায়ণা বধূ স্বীয় পতিকে নিজের অভীষ্ট দেবতা বলিয়া যথার্থ ভক্তি করে না; নিজের স্বার্থসাধনের উপায়ভূত মনে করিয়া তাহার সহিত একটা দাম্পত্য সম্বন্ধ রাখে মাত্র, ও সর্ব্বদাই তাঁহার উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করে। ইহারা কেমন করিয়া পতিকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ নিজে সমস্ত সুখ নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবে ও ইচ্ছামত বেশভূষা পরিধান করিবে, কেবল তদ্বিষয়েই উৎসুক থাকে। এজন্য সর্ব্বদাকুমন্ত্রণা দিয়া পতির চিত্তকে অন্য সকলের উপর বিরক্ত করাই ইহাদের নিত্যকার্য্য। ইহাদের "ইষ্টমন্ত্রে" ভুলিয়া অনেক মূঢ়পুরুষ চক্ষুর্লজ্জা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিসর্জ্জন দিয়া অবশ্য-প্রতিপাল্য বৃদ্ধ জনক, বৃদ্ধা জননী ও নাবালক উপায়বিহীন ভ্রাতৃগণকে বর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতর আবার অনেকে এতই এক-লতাপ্রিয়া, যে সংসার ত দূরের কথা, এক-সমাজেই পাঁচ জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকাও স্বার্থহানিকর মনে করিয়া, স্বামীকে লইয়া বিদেশবাসিনী হইয়া থাকে। শ্বশুর-গৃহ অপেক্ষা, পিতৃগৃহের সহিত সম্বন্ধ ইহাদের চিরদিনই অধিক থাকে। শ্বশুর-শ্বশ্রূকে শুনা-ইয়া শুনাইয়া ইহারা পিতৃগৃহের গর্ব্ব করিতে ভালবাসে এবং পিতৃকুলের গৌরব প্রকাশ করিতে যদি পতিকুলের নিন্দা করিতে হয়, তাহাতেও সঙ্কুচিত হয় না। কারণ, অনেক-স্থলে দেখা যায় যে, ইহাদের কুমন্ত্রণায় পতির বৃদ্ধ জনকজননী পরিত্যক্ত হইয়াছেন বটে,

কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের নিজেদের জনক-জননী প্রভুত্বের সহিত স্থান লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ গুণবতী বধূ যেমন মধুরবাক্য ও সৌজন্যদ্বারা সমস্ত স্বজন, পরিজন ও প্রতিবেশীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া রাখেন, লজ্জা, দয়া, মায়া, ভক্তি, স্নেহ, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির দ্বারা সাধারণের সম্মানভাজন হ'ন্, নির্গুণা বধূ তেমন কর্কশবাক্য ও অসদাচরণের দ্বারা সমস্ত স্বজন, পরিজন ও প্রতিবেশীদিগকে সর্ব্বদা উত্ত্যক্ত করিয়া থাকে এবং দম্ভ, বাচালতা, নির্লজ্জতা ও কদাচার প্রভৃতি দোষের দ্বারা সাধারণের বিরাগভাজন হয়।

এই দুই প্রকারের বধূচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সুশিক্ষার ফলেই বধূরা প্রায়ই গুণবতী হয় এবং কুশিক্ষা বা অশিক্ষার প্রভাবে গুণহীনা হইয়া থাকে। বধূদিগের এই শিক্ষার জন্য তাহাদের মাতাপিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। কারণ, বাল্যবয়সে যখন তাহারা কন্যারূপে পিতৃগৃহে বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদের কোমল-চিত্তবৃত্তি শিক্ষাগ্রহণের পরম উপযোগিনী থাকে, তখন প্রত্যেক হিতকামী মাতাপিতার কর্ত্তব্য কন্যাদিগকে পরম যত্নসহকারে শিক্ষাদান করা। বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন বলিয়া কেবল পুত্রকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে ও শিক্ষাদান করিলে পিতৃকার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"-কন্যাকেও অতিযত্নে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় অনেক মাতাপিতা এ বিষয়ে সম্যক্ উদাসীন থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা কন্যা পরগৃহবাসিনী হইবে এবং নিজের কোনও উপকারে লাগিবে না বলিয়া তাহাদিগকে পুত্রের মত আদর-যত্ন বা শিক্ষাদান করা বাহুল্য মনে করেন, আবার কেহ কেহ বা কন্যা দুইদিন পরে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুর গৃহে যাইবে, এই চিন্তায় কাতর হইয়া যে দুইদিন কন্যা পিতৃগৃহে থাকে, সে দুইদিন তাহাকে অত্যধিক আদর করিয়া তাঁহাদের শিক্ষাদানের কর্ত্তব্যতা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান, কিংবা শিক্ষাদান তাঁহাদের কন্যার পক্ষে কঠোর হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাতে নিবৃত্ত থাকেন্। কিন্তু বস্তুতঃ ধরিতে যাইলে আদরের উপরোধে শিক্ষাদানে বিরতি কন্যার প্রতি প্রকৃত আদরের পরিচায়িকা নহে। যে মাতাপিতা কন্যার সমস্ত জীবনের মঙ্গলামঙ্গল ভাবিলেন না—তাহাকে শিক্ষাদান না করিয়া, তাহার কেবল একটা আজীবনব্যাপী কষ্টেরই সূচনা করিয়া দিলেন—সে মাতাপিতাকে কন্যার প্রতি স্নেহবান্ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কন্যা দুইদিন পরে পরের হইবে বলিয়া যে-দুইদিন সে পিতৃগৃহে থাকিবে, সে-দুইদিন তাহাকে শিক্ষাদানের পরিবর্ত্তে তাহাকে অবাধ যথেচ্ছাচার করিতে দেওয়া হইবে,—এ কিরূপ কথা? মনু বারংবার বলিয়াছেন—

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥

স্ত্রীলোক বালিকাই হউন্, যুবতিই হউন্ অথবা বৃদ্ধাই হউন্, গৃহে কোনও কর্ম্ম স্বতন্ত্র হইয়া করিতে পারিবেন না।

"বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥"

স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে থাকিবে, যৌবনাবস্থায় স্বামীর বশে এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে পুত্রের বশে থাকিবে; কখনও স্বাধীনতা লাভ করিবে না।

"অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ
স্বৈর্দিবানিশম্॥"

পিতা, স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধিগণ স্ত্রীলোকদিগকে দিবারাত্র অস্বতন্ত্রা রাখিবেন্। বিশেষতঃ বাল্যকালই সমস্ত জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। এইকালেই বালিকাগণের কোমল হৃদয়ে সৎশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইলে, সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহারা তাহার সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এ অবস্থায় তাহাদিগকে কুফলদায়ক যথেচ্ছাচারের অবসর না দিয়া, তাহাদের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখা এবং যাহাতে সৎশিক্ষা লাভ করিয়া পরিণামে তাহারা একটী সুখময় গার্হস্থ্যজীবন ধারণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করা প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্যকর্ত্তব্য।

কন্যাকে 'শিক্ষা দেওয়া' বলিতে গেলে কেবল 'রাশি রাশি পুস্তকপাঠের অবসর দিয়া তাহাকে একটা পুস্তক-কীটরূপে পরিণত করা' নহে, কিন্তু কিরূপে তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিরূপেই বা সে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়া ভালরূপ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে পারে, এই শিক্ষাদানই প্রকৃত শিক্ষাদান। কারণ, মনু বলিয়াছেন—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ
স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥"

পুরুষদিগের মত স্ত্রীদিগের উপনয়নরূপ বৈদিকসংস্কার, গুরুগৃহে বাস, অথবা হোমক্রিয়া নাই; কিন্তু বিবাহই স্ত্রীদিগের বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই তাহাদের গুরুগৃহে বাস, এবং গৃহকর্ম্মই তাহাদের হোমরূপ অগ্নিসেবা। বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে স্বভাবতঃ কঠোর-প্রকৃতি পুরুষগণ সংসারের উন্নতির জন্য বাহিরে ধনাদির অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিবেন, এবং তাঁহাদের কোমলপ্রকৃতি পত্নীগণ অন্দরে গৃহশ্রীরূপে বিরাজমান থাকিয়া কর্ম্মক্লান্ত পতির সেবাশুশ্রূষা ও সংসারের তত্ত্বাবধান করিবেন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্মবিভাগ আর কি হইতে পারে? সেইজন্য, কন্যা যাহাতে পতিগৃহে সংসারোজ্জল-বধূ হয়, পতিকে ভালরূপ চিনিতে পারে, পতির সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে পারে, পতিকুলের মর্য্যাদাকে নিজের মর্য্যাদা বলিয়া চিন্তা করিতে পারে, স্নেহবন্ধনে পতিগৃহের সকলকে বশীভূত করিতে পারে, লজ্জা, দয়া, মমতা, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মশীলতা, সেবাপরায়ণতা, নিঃস্বার্থতা, কর্ম্মপটুতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণের অধিকারিণী হইয়া পতিসংসারকে এক শান্তিময় রাজ্যে পরিণত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্যকর্ত্তব্য।

শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে মাতাপিতার কন্যাকে নিজেদের সদ্দৃষ্টান্ত দেখানই প্রধান কর্ত্তব্য। কন্যা যদি দেখে তাহার জননী পিতার উপর প্রভুত্বপরায়ণা, সে অমনি স্বামীর প্রতি প্রভুত্ব করিতে শিখিবে। কন্যা যদি দেখে তাহার নির্লজ্জা জননী কর্কশবাক্যে সংসারের সকলকে উত্যক্ত করিতেছে, সে অমনি নির্লজ্জা হইয়া কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে শিখিবে। কন্যা যদি

দেখে, তাহার মাতাপিতা ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করিয়া পাপক্রিয়ায় আসক্ত, অমনি তাহার মন অধর্ম্মের দিকে ধাবিত হইবে। কন্যা যদি দেখে তাহার মাতাপিতা দম্ভভরে কাহারও সহিত কথা কহে না, সে অমনি দাম্ভিকা হইতে শিখিবে। কন্যা যদি দেখে তাহার মাতাপিতা বিলাসিতার উপরোধে কেবল অপব্যয় করেন, অমনি সে অমিতব্যয়িতা শিক্ষা করিবে। এইরূপ মাতাপিতার সদ্দৃষ্টান্ত দেখিলে কন্যার চিত্ত যে সৎপথে ধাবিত হইয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা যে সময়ে সময়ে বিলাসের ক্রোড়ে পালিতা ধনিকন্যাকে দরিদ্র-শ্বশুরগৃহে বাস করিতে অনিচ্ছু দেখিতে পাই, তাহা যে তাহার মাতাপিতৃদত্ত কুশিক্ষা-দোষেই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আরও দেখিতে পাই, জনকজননীর প্রকৃতিগত গুণ ও দোষ জন্মসূত্রে কন্যাতে উপগত হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক দম্পতীর কন্যা প্রায়ই ধর্ম্মশীলা হয়, উদারস্বভাব দম্পতীর কন্যা প্রায়ই প্রশস্তচিত্তা হয়, আবার পাপবৃত্ত-দম্পতীর কন্যা প্রায়ই পাপপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে ও সঙ্কীর্ণচিত্ত দম্পতীর কন্যা প্রায়ই ক্ষুদ্রমতি হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ কন্যার কুল-শীলাদি সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে কন্যা-পরিগ্রহের কথা বলিয়াছেন।

নিজেদের সদ্দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ব্যতীত কন্যাকে অবসর-মত সদুপদেশ প্রদান করাও মাতা-পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শিক্ষাপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কন্যা যাহাতে নানাবিষয়ে সদুপদেশ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রয়োজনমত বিদ্যাদান করাও কর্ত্তব্য। শকুন্তলাকে দুষ্মন্তগৃহে পাঠাইবার সময় মহর্ষি কণ্ব তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥" অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

শকুন্তলে, পতিগৃহে যাইয়া গুরুজনদিগকে শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগকে প্রিয়সখীর মত দেখিবে, স্বামি-কর্ত্তৃক অপমানিতা হইলেও ক্রোধবশতঃ তাহার প্রতিকূল আচরণ করিও না, পরিজনবর্গের প্রতি অত্যন্ত অনুকূলা হইও, এবং সৌভাগ্যে গর্ব্বিত হইও না। এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াই যুবতিগণ গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন্। আর যাহারা প্রতিকূল আচরণ করে, তাহারা বংশের পীড়াস্বরূপ। অতিশয় অল্প কথায় পতিগৃহগামিনী কন্যার প্রতি পিতার উপদেশ, ইহা অপেক্ষা আর কি ভাল হইতে পারে?

কন্যার শিক্ষাদান বিষয়ে উদাসীন মাতা-পিতার এইটী অবশ্য ভাবা উচিত যে, তাঁহাদের শিক্ষাদানবিষয়ক যত্নের অভাবে যদি কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বীয় অসদাচরণের দ্বারা সকলের নিন্দাস্পদ হয়, তাহা কেবল তাঁহাদের কন্যার নিন্দা বলিয়া বিবেচিত হইবে না, পরন্তু তাহা তাঁহাদেরও নিন্দা। কারণ, সকলেই মনে করিবে যে, এমন কুলের মেয়ে আসিয়াছে যে সংসার উচ্ছিন্ন করিয়া দিল! ইহা মাতাপিতার পক্ষে কম কলঙ্ক নহে।

কিন্তু বধূদিগের গুণ ও দোষের জন্য

কেবল তাহাদের জনকজননীকে দায়ী করিলে তাহাদিগের শ্বশুরগৃহের প্রতি পক্ষপাত দেখান হয়। অনেক স্থলে শ্বশুরগৃহের সংস্পর্শেও বধূচরিত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক ভাল সংসারের কন্যা নীচ-শ্বশুর-গৃহের সংস্পর্শে নীচতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। "সংসর্গজা দোষ-গুণা ভবন্তি।" দোষগুণ সংসর্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা চিরপরিচিত কথা। বাস্তবিক, জীবনের অধিকাংশ সময় যাহাদের সংসর্গে থাকিতে হইল, যাহাদের সহিত জীবন এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ হইল, যাহাদের সমুদয় বস্তু নিজের বস্তু বলিয়া গণ্য হইল, তাহাদের প্রকৃতির অংশভাগিনী হওয়া কোমলমতি বধূর পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ পাত্রের কুলশীল পরীক্ষা করিয়া কন্যাদান করিবার কথা বলিয়াছেন। মনুও বলিয়াছেন,

"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা। স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥"

স্ত্রীলোক যেরূপ সাধু বা অসাধু পুরুষের সহিত বিবাহাদিতে মিলিত হয়, স্বামীর সেইরূপ গুণই সে প্রাপ্ত হয়; যেমন কোন নদী স্বাদুজলা হইলেও সমুদ্রসহযোগে লবণাক্তা হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই, একই গৃহস্থের এক কন্যা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে পড়িয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত শুদ্ধাচারিণী ও ধর্ম্মশীলা হইয়াছে, অপর কন্যা ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিকের ঘরে পড়িয়া সেইরূপ নাস্তিকভাবাপন্না হইয়া পড়িয়াছে, আর এক কন্যা ধনাভিমানী ধনীর গৃহে পড়িয়া হৃদয়ে গর্ব্বিতভাব পোষণ করিয়াছে, আবার আর এক কন্যা ভিক্ষোপজীবী দরিদ্রের ঘরে পড়িয়া ভিক্ষুকী-বৃত্তি অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিতা নয়। বাস্তবিকই, স্বামী ধার্ম্মিক হইলে পত্নীরও চিত্ত ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়, স্বামী পাপবৃত্ত হইলে পত্নীরও প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পাপমলিনা হইয়া থাকে, স্বামী সঙ্কীর্ণচিত্ত হইলে পত্নীরও চিত্ত ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, স্বামী বিলাসী হইলে পত্নীও ক্রমে বিলাসিনী হন্, স্বামী পরানিষ্টরত হইলে পত্নীও তৎসংসর্গে ক্রমশঃ পরানিষ্টপরা হইয়া থাকে, স্বামী অসংযতেন্দ্রিয় হইলে পত্নীর চিত্তও ক্রমশঃ অসংযত হইয়া পড়ে। ফল, কুলোজ্জ্বলা পত্নী পাইতে হইলে স্বামীরও পত্নীর শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক স্বামীরই মনে করা উচিত যে, পত্নীর সহিত তাহার কেবল ভোগসম্বন্ধ নাই, পত্নী তাহার ক্রীড়াপুত্তলিকা নহে, পত্নী তাহার ক্রীতদাসী নহে! পত্নী সুখদুঃখে, সম্পদ্-বিপদে তাহার একমাত্র সহচরী, পাপপুণ্যের একমাত্র অংশভাগিনী, ধর্ম্মের একমাত্র সহকারিণী। এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণভাবে শত জন্মান্তরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! এবং স্বামীও পত্নীর পরম বন্ধু, পরম আশ্রয়, পরম গুরু! গুরুর মত সৎশিক্ষাদ্বারা পত্নীচরিত্রের উৎকর্ষসাধন করাই প্রত্যেক যোগ্য পতির কার্য্য। যে পতি তাহা করে না, তাহাকে অযোগ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ কাপুরুষ পতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই সমস্ত হীন পতিগণ পত্নীকে ভোগসামগ্রী মনে করিয়া কেবল নীচ স্বার্থসাধনেই তাহাদিগকে চালিত করিয়া থাকে! পত্নীরও যে একটা দায়িত্ব আছে—পত্নীর ও যে একটা জীবনের আদর্শ আছে, পত্নীর উৎকর্ষাপকর্ষের

উপর যে তাহার সাংসারিক জীবনের শান্তি ও অশান্তি নির্ভর করে—একথা তাহারা ভুলিয়া যায়। ক্রমে তাহাদের পত্নীগণও স্বামীর প্রবর্ত্তনানুসারে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, দায়িত্বশূন্য ও স্বামীর নীচস্বার্থসাধনের একমাত্র উপায়ভূত হইয়া বধূকুলের কলঙ্কস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন।

কেবল শিক্ষাভাবই বা কেন?—শ্বশুরগৃহের আদর-যত্নের অভাবেও অনেক বধূ খারাপ হইয়া যায়। বধূ যদি গৃহে আগমন করিয়াই স্বামীর অনাদর ও শ্বশুরশ্বশ্রূর নির্য্যাতন লাভ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা হইলে পরকন্যা হইয়া সে কখনই বা সকলের বশীভূতা হইবে, কখনই বা পতির সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে? বরং বারংবার নির্য্যাতিতা হইয়া পরিশেষে আত্মরক্ষার্থ নিজেও কর্কশমূর্ত্তি ধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। অনেক বধূৎপীড়নশীলা শ্বশ্রূর যে পরিণামে বধূ-নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। সেইজন্য বধূদিগকে সযত্নে পালন করা এবং মিষ্ট ব্যবহার ও বস্ত্রালঙ্কারাদি-দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা অতিশয় আবশ্যক। নারীদিগকে কিরূপ সন্তুষ্ট রাখা উচিত, তৎসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।

কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পতি, কি দেবর, ইঁহারা সকলেই যদি প্রভূত কল্যাণ-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নারীদিগকে পূজা করিবেন ও ভূষিতা করিবেন।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যে কুলে নারীগণ পূজিত হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যেখানে নারীগণ পূজিত হন না, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফলা হইয়া যায়।

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

যে কুলে কুলস্ত্রীগণ কষ্টপ্রাপ্ত হন, সেই কুল শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, আর যে কুলে তাহারা কষ্টপ্রাপ্ত হন না, সেই কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥

কুলস্ত্রীগণ অপূজিত হইয়া যে-সকল গৃহে শাপ প্রদান করে, সে সমস্ত গৃহ অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূমিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥

অতএব যাঁহারা সম্পত্তি কামনা করেন, তাঁহারা বিবিধ উৎসবাদি-উপলক্ষে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা অশন, বসন ও ভূষণদ্বারা পূজা করিবেন।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥"

যে কুলে স্বামী পত্নীতে সন্তুষ্ট, এবং পত্নী স্বামীতে সন্তুষ্ট, সে কুলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কল্যাণ হইয়া থাকে।

এই সমস্ত কারণ ব্যতীত শ্বশুরকুলের আর একটী দোষে বধূগণের চিত্তবিকার ঘটিতে পারে। সেটি, পণগ্রহণ-লুব্ধতা। বিবাহের রজনীতে ধর্ম্মপত্নীরূপে পতির সহিত পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ হইবার সময় কন্যা দেখিল, তাহার সম্মুখে একটী থালার

উপর তাহার জনকের রুধিরস্বরূপ একরাশি রজতমুদ্রা ক্ষুধার্ত্ত শ্বশুর-মহাশয়ের লেলিহান রসনার পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য দীপ্তি পাইতেছে! ইহাতে তাহার কোমলহৃদয়ে ধর্ম্মপত্নীত্বের পূতভাব উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহার পর সে দেখিল, ঐ রজতমুদ্রা লইবার জন্য শ্বশুরমহাশয়ের জঘন্য কুশীদজীবীর মত লোলুপতা!—তাহার পর শুনিতে পাইল, কন্যাবিবাহে নষ্টসর্ব্বস্ব নিরাশ্রয় জনকের মর্ম্মচ্ছেদী তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ!! তাহার পর ক্রমাগত সে দেখিতে লাগিল, শ্বশুরকুল-কর্ত্তৃক কন্যাদানাপরাধী জনকের ধারাবাহিক নির্য্যাতন!!! ইহাতে তাহার শ্বশুরকুলের উপর একটা আত্মীয়ভাব আসিতে পারে না। পিতৃদ্বেষী স্বামী ও শ্বশুরশ্বশ্রূর প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ভক্তিভাব জন্মিতে পারে না। জন্মদাতার উৎপীড়কের সংসারে সে কখনই প্রকৃত মঙ্গলকামিনী হইতে পারে না। আবার পণপিপাসা অতৃপ্ত হইলে নির্দ্দয় শ্বশুরকুলের কঠোর দৃষ্টি অসহায়া বধূটীর উপর পতিত হইয়া তাহার সুকোমল চিত্তে ও অঙ্গে কত উৎপীড়নের লৌহশলাকা বিদ্ধ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ নির্য্যাতিতা বধূর শ্বশুরকুলের প্রতি একটা মিত্রভাব আসিতে পারে না, বরং বিদ্বেষভাব গুপ্ত ছুরিকার মত তাহার হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে এবং সুযোগ পাইলে সে সেই ছুরিকার আঘাত করিতে সঙ্কুচিতা হয় না।

যাহা হউক, গুণবতী বধূরাই সংসারের ভূষণ। তাঁহারা কেবল যে সমুজ্জ্বল গুণালোকে সমস্ত সংসার উদ্ভাসিত করিয়া রাখেন, তাহা নহে, সদ্‌গুণসম্পন্ন বংশধর প্রদান করিয়া কুলকেও গৌরবান্বিত করেন্। গুণবতী জননীর সন্তান জন্ম হইতেই মাতৃস্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং জননীকর্ত্তৃক পালিত ও অবেক্ষিত হইয়া প্রভৃত গুণেরই অধিকারী হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণবান্ বংশধরগণ কেবল যে পাণ্ডিত্যাদি-গুণদ্বারা নিজকুলকে উদ্দীপিত করেন্, তাহা নহে, নিজের মহিমাময় দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের জাতিরও সমুন্নতি সাধন করিয়া থাকেন্। কাজে কাজেই দেশের এবং জাতির উন্নতি কুলবধূর গুণবত্তার উপর অনেকটা নির্ভর করে, সন্দেহ নাই।

গুণ ব্যতীত কুলবধূদিগের রূপ এবং স্বাস্থ্যও অল্পপ্রশংসনীয় নহে। রূপ যেমন স্বীয় আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাহাদিগকে সকলের স্নেহভাজন করিয়া থাকে, স্বাস্থ্যও তেমনি তাহাদিগকে কর্ম্মপটুতা-প্রদানপূর্ব্বক সংসারের উপযোগিনী করিয়া থাকে। বাস্তবিক আকারটা কদাকার হইলে, কেহ ভালবাসিতে চায় না, ভক্তি করিতে চায় না, সম্মান করিতে চায় না, সংসারের লক্ষ্মী বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। আর যদি চিররুগ্না হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল, তবে সংসার দেখিবে কখন্?—পতিসেবা করিবে কখন্? শ্বশুরশ্বশ্রূ, দেবর-ননদ ও পরিজনবর্গকে সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট রাখিবে কখন্? সে নিজেই ত কর্ম্মে অপটু হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবে! সেই জন্য মনু বলিয়াছেন,—

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥

যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার

অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিনী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুর-ভাষিণী এবং যাঁহার পিঙ্গল-বর্ণ নয়ন, এরূপ স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না। কিন্তু—

"অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎস্ত্রিয়ম্ ॥

যে স্ত্রীলোক অঙ্গহীনা নয়, যাহার নামটী শ্রুতিমধুর, হংস ও মাতঙ্গের মত যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ অস্থূল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।"

ফলতঃ যাহার গুণ, রূপ ও স্বাস্থ্যের সমবায় আছে, তিনি বধূকুলশিরোমণি। যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার গুণ ও স্বাস্থ্য থাকিলেও তিনি সম্মানিতা। রূপহীনা এবং স্বাস্থ্যহীনা গুণবতী বধূও সকলের সহানুভূতির যোগ্যা। কিন্তু গুণহীন রূপ ও স্বাস্থ্য বধূদিগের পক্ষে আদৌ প্রশংসনীয় নহে। আর যাহার রূপ, গুণ ও স্বাস্থ্য, এই তিনটীরই অভাব, সে বধূ হইলেও বধূনামের সম্যক্ অযোগ্যা!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

আবাহন।

এস বাঞ্ছিত, মম প্রাণে--
চির-বন্ধুর বিরহ-বিধুর
মর্ম্মেরি মাঝখানে!
আলোকে আঁধার নিরখি নিত্য
রহিল পরাণ চির অতৃপ্ত,
নীরস ধর্ম্ম বিফল কর্ম্ম
টানিছে তিমির-পানে।
দিবস মুদিছে নয়ন বাঁধুলি
শান্তি সুনীলে আসিছে গোধূলি,—
মধুর লগ্ন; কর হে মগ্ন
আশিস-শান্তি দানে?

বহিল পবন মধুরে পরশি
হৃদয়-মরম, অঙ্গ হরষি,
দুলিছে পর্ণ, শুনিবে কর্ণ
তোমার বাঁশরী-তানে?
বসে আছি তাই সজাগ শ্রবণে
নিভৃত বিরল বিজন-ভবনে,
আজি একান্ত এস হে কান্ত!
জীবনের অবসানে।
এস বাঞ্ছিত মম প্রাণে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৫)

নমিতা বরাবর আসিয়া ডাক্তার মিত্রের বাড়ীর সাম্‌নে পৌঁছিল। সেখানে রাস্তার পার্শ্বে 'গাবু' কাটিয়া একটি বালক মার্ব্বেলের গুলিতে 'টল' ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য একাগ্রমনোযোগে 'তাক্' ঠিক্ করিতেছিল। নমিতা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। একটু পরে 'টল'

ছুঁড়িয়া, লক্ষ্যস্থ মার্ব্বেলের গুলিটিকে আঘাত করিয়া সে আপন-মনেই উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিল,—"সাবাস্, মীর্ !—"

সুযোগ পাইয়া, নমিতা তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "শোন খোকা, ডাক্তারবাবু কি হাস্পাতালে বেরিয়ে গেছেন ?—"

বালক বলিল, "বাবা ?—হাঁ ; এইমাত্র গেলেন ; সেইখানে যান্।

নমিতা বলিল, "না, না ; সেখানে যাবার দরকার নেই। তুমিই, বোধ হয়, কিশোর ? আচ্ছা, তোমার মা কেমন আছেন্ ?—"

বালক পুনশ্চ মার্ব্বেলের গুলি চালিয়া, খেলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, "আমি কিশোর নই ;—কুমার।—কিশোর বাড়ীতে আছে।—"

নমিতা বলিল, "আচ্ছা, একবার এস ত ! তোমার মা'র সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো। এস খোকা লক্ষ্মী ছেলে ! একটিবার এস।……"

নমিতার উপর্য্যুপরি মিনতি-অনুরোধে বাধ্য হইয়া বালক গুলি-খেলা ছাড়িয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। নমিতা চলিতে চলিতে বলিল, "তুমি বাড়ী থেকে কবে এলে ?"

বালক বলিল, "পর্শু ঠাকুমার সঙ্গে এসিছি।—"

ন। তোমার ঠাকুমা এখানে রয়েছেন্ ?

বালক। না, কাল নিমু-কা'র সঙ্গে দেশে গেছেন্। বাবা যে ভারী ঝগ্ড়া করে !—"

বিস্ময়-দমন করিতে না পারিয়া নমিতা বলিল, "মা'র সঙ্গে ! সে কি !—"

ঠোঁট বাঁকাইয়া বালক বলিল, "বাবা-টা ঐ রকম ! কারুখে৷ দু-চক্ষে দেখ্তে পারে না। ভারী বদ্ লোক !—"

পুত্রের মুখে পিতার অপূর্ব্ব স্তুতি শুনিয়া নমিতা চমৎকৃতা হইল এবং প্রসঙ্গটা আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়, ভাবিয়া, স্তব্ধ রহিল। বালক নমিতাকে বাড়ীর মধ্যে আনিয়া উঠানের অন্যপার্শ্বে একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল—"ঐ ঘরে যান্ ; বৌ-মা ওখানে আছে।" তারপর দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া, বালক 'গুলি' খেলিতে বাহিরে দৌড়াইল।

নমিতা একটু ফাঁপরে পড়িল। এ ঘরটি পূর্ব্বের ঘর নহে, অন্য ঘর। সুতরাং, হঠাৎ গিয়া ঘরে ঢুকিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া সে চারিদিকে চাহিল ; দেখিল পূর্ব্বকথিতা সেই বামুন-দিদি রান্নাঘরের জানালা হইতে উঁকি দিয়া তাহাকেই দেখিতেছেন ! নমিতা সমস্ত দ্বিধা ঠেলিয়া হাসিমুখে বলিল, "নমস্কার ! একবার বেরিয়ে আসুন্ না ! ইনি কোথায় রয়েছেন্, বলে দিন্।"

বামুন-দিদি, বোধ হয়, পূর্ব্বের কথা ভুলিতে পারেন্ নাই। সেইজন্য নমিতার এই সাদর আপ্যায়নে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন। মুখখানা ভারী করিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ ত কুমার দেখিয়ে দিলে।—ঐ ঘরে আছে।"

নমিতা দেখিল ইহাঁর নিকট বেশী সাহায্য লাভের আশা দুষ্টতামাত্র। অগত্যা ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট ঘরের সাম্নে আসিয়া সে দাঁড়াইল। ঘরের দুয়ার ভেজান ছিল ; ভিতরে কোনও সাড়া-শব্দ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিঃশব্দে দুয়ার ঠেলিয়া নমিতা ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

ঘরের জানালা-কয়টা সবই খোলা রহিয়াছে, মেঝেয় একটা পিকদানি ও তাহার পার্শ্বেই কাগজ-ঢাকা একবাটি সাগু রহিয়াছে। আরও কতকগুলা খুচ্‌রা জিনিস সেই ঘরের মেঝে পড়িয়াছিল। জানালার কাছে আধ্‌-ময়লা বিছানার উপর অতিশীর্ণ অতিবিবর্ণা-কৃতি এক নারীদেহ পড়িয়া আছে। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত।

তাঁহার দিকে চাহিয়া নমিতার প্রাণ চমকিয়া গেল, চোখ ফাটিয়া জল আসিল! আহা, হা! কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন! কয়দিন আগে, এই মানুষকে সে যে আর এক মূর্ত্তিতে দেখিয়া গিয়াছে!—আজ সে এ কি দেখিতে আসিল! নমিতা স্তম্ভিত হইয়া গেল!

নমিতা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেও, তিনি, বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিলেন্। ধীরে চক্ষু খুলিয়া, শ্রান্তি-অলস দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি তাহার পানে চাহিলেন। বোধ হয়, তিনি একটু বিস্মিতা হইলেন; ক্ষণকাল নির্ব্বাক্-ভাবে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার পর শীর্ণ-হস্ত-দুইখানি তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আপ্‌নি! মিস্ মিত্র! আসুন!"

ঢোক্ গিলিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে নমিতা বলিল, "বড় যে কাহিল হয়ে পড়েছেন্!—কবে থেকে এমনতর অসুখ হোল?—"

ক্ষীণহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সেই রাত্ থেকে, যে-দিন আপ্‌নি এসেছিলেন—।"

নমিতা তাঁহার বিছানায় বসিতে যাই-তেছে দেখিয়া, তিনি ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, এখানে বস্‌বেন না। আমার অসুখ খারাপ্।—কিশোর!—নাঃ, নেই! একটা আসন দেয় কে?......আচ্ছা, এই খবরের কাগজখানা নিয়ে মেঝেয় বসুন্।"

তিনি বালিশের নীচে হইতে একখানি খবরের কাগজ টানিয়া নমিতার হাতে দিলেন। নমিতা সেখানি হাতে করিয়া লইল বটে, কিন্তু শয্যাতেই বসিল ও শান্তভাবে বলিল, "কেন ব্যস্ত হচ্ছেন্? আমি এই ত বেশ বসেছি।"

ডাক্তার পত্নী বলিলেন, "না—আমার বিষাক্ত নিঃশ্বাস। সাম্‌নে থেকে আর একটু সরে বসুন্—আর একটু—।"

আহত স্বরে নমিতা বলিল, "এ-সব কি কথা বল্‌ছেন আপ্‌নি! কি হয়েছে আপ-নার? সামান্য অসুখ। সেরে যাবেন্, ভয় কি!"

হতাশার হাসি হাসিয়া তিনি মাথা নাড়িলেন ও নীরবে চক্ষু মুদিলেন। নিঃশব্দে দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া গড়াইয়া পড়িল। একটু পরে তিনি দৃষ্টি খুলিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "ভয়? নাঃ। নিজের জন্য কিছু না। তবে, 'গ্যালোপিং থাইসিস্'! বড় বিশ্রী সংক্রামক রোগ।—আপ্‌নি অত কাছে বস্‌বেন না। আর একটু সরে যান্।"

নমিতার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ হাহাকার করিয়া উঠিল! হা ভগবন্, এই তরুণ বক্ষের মাঝে সেই করাল ব্যাধি ক্ষুধিত থাবা পাতিয়া বসিয়াছে!—তবে! তবে ত সবই নিশ্চিন্ত!

নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত হাস্যে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন, এবার চরম আক্রমণ; ছুটির ডাক্। এতদিন ভয়ের ভাবনায় কাতর ছিলুম্, এবার

ভগবানের উপর সব ভার!—আমি শান্তি পেয়েছি। মিস্ মিত্র, আপনার সঙ্গে একটিবার দেখা কর্‌বার বড় ইচ্ছা ছিল। ভাগ্যে এসেছেন! না হ'লে আর হয় ত দেখা হোত না! সে, সে—কেমন আছে? কোন খবর জানেন্?—"

নমিতা কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তিনি উত্তর প্রত্যাশায় নমিতার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া নিরাশভাবে বলিলেন, "কোনও খবরই পান্‌নি তা হ'লে? সে চলে গেছে সেই রাত্রেই, তা আমি জানি! ক্ষোভের শাস্তি থেকে ভগবান্ আমায় নিষ্কৃতি দিলেন না।—উঃ! কি যাতনা!"

তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরব হইলেন। নমিতার চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে সান্ত্বনা দিবার মত একটা কথাও খুঁজিয়া পাইল না; নিঃশব্দে চোখ্ মুছিতে লাগিল।

একটু পরে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন্ ও গভীর বিষাদের স্বরে বলিলেন, "প্রাক্তন ফল কেউ খণ্ডন কর্‌তে পারে না। আমার জন্মান্তরের কর্ম্ম যে বড় কুৎসিত ছিল, তার কোন ভুল নাই। নচেৎ অকারণে কেন এত মনস্তাপ, এমন নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে? থাক সে কথা। সবই ভগবানের ইচ্ছা।—আপনি টাকা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন্, বুঝ্‌তে পেরেছি;—কিন্তু দেখ্‌ছেন্ ত অবস্থা! আর উত্থান-শক্তি নাই।—ওটা দয়া করে আপ্‌নার কাছে রেখে দিন্, সময় মত অসহায় গরীব-দুঃখীকে কিছু কিছু দান ক'রে দেবেন্; তাতেই সার্থক হবে।"

তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন্; আর কথা কহিতে পারিলেন না; থামিলেন। নমিতা দ্বিধায় পড়িয়া একটু ইতস্ততঃ করিল ও তারপর শক্ত হইয়া বলিল, "দেখুন্, আমার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে যদি এ কাজের ভার দেন্, তা হ'লেই ভাল হয়—"

বাধা দিয়া তিনি হতাশভাবে বলিলেন, "আপ্‌নিও অস্বীকার কর্‌ছেন? কিন্তু আমার যে একটি সামান্য মিনতি রাখ্‌বারও কেউ নাই! আপ্‌নারা ত জানেন্ না, আমার অবস্থা কি!—"

একটু থামিয়া পুনর্ব্বার ভগ্নস্বরে তিনি বলিলেন, "কি জানি কেন, আমার ছোট বড় সকল ইচ্ছাতে আঘাত করাই তাঁর নিষ্ঠুর আনন্দ! ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে; আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, সব পঙ্গু জড় হয়ে গেছে।—আমি জোর করে মন বুঝিয়ে ঠিক্ করেছি, সব ভগবানের ইচ্ছা। এখন অতিবড় যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধেও অসন্তুষ্ট হ'বার আমার সাহস নাই।"

ডান হাতটি চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া, নখগুলি দেখিতে দেখিতে তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "অযোগ্যতার অপরাধ নিয়ে, অভিশপ্ত জীবন কাটিয়ে দিয়ে চল্লুম্; কারুকে সুখী কর্‌তে পারি নি। দেহের এই মৃত্যু, এ আমার মনকে মুক্তির আশ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছে। সংসারে আজ কারুর কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা কর্‌বার নাই, কিন্তু আপ্‌নার দয়ার সম্বন্ধে একটু প্রত্যাশা ছাড়্‌তে পারি নি। সেই জন্যই নির্ভয়ে অপরাধ করেছি। আপ্‌নি কি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন?"

মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া নমিতা

বলিল, "না, সেজন্যে অসন্তুষ্ট হই নি। তবে আপনার অনুরোধ-পালন করতে না পারায়, বড় দুঃখিত হয়েছি।—আমার ত্রুটি নেবেন্ না। শুনেছেন ত, আমি বাড়ী পৌঁছাবার আগেই সে কাউকে কিছু না বলে, চলে গেছ্‌ল ?"

ডাক্তার পত্নী। "হাঁ, সব শুনেছি, ঠাকুর-পোর কাছে—।" এই বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন্। নমিতা একটু উৎসুক হইয়া বলিল, "ডাক্তারবাবুও কি সব শুনেছেন্ ?—"

সজোরে তিনি বলিলেন, "কিচ্ছু না! কে ওঁকে বল্‌তে যাবে ? আপ্‌নিও যেমন! ওঁর ত সেই চিন্তায় ঘুম নাই!"

বিষম খাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে তিনি কাসিয়া উঠিলেন ও মাথা তুলিয়া পিকদানির দিকে মুখ বাড়াইলেন। নমিতা ক্ষিপ্র-হস্তে পিকদানিটা সরাইয়া আনিল। 'থুঃ' করিয়া তিনি দুর্গন্ধ-ময় শ্লেষ্মা ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদলা কাঁচা রক্ত পড়িল। ক্লান্তভাবে তিনি শুইয়া পড়িলেন ও নমিতাকে বলিলেন, "ঐ কোণে নর্দ্দমার কাছে জল আছে, হাতটা ধুয়ে আসুন—।"

নমিতা হাত ধুইয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল এবং নোট-দুইখানি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া শয্যার উপর রাখিল, মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি ভাল হয়ে উঠুন্; নিজের হাতে দান করবেন।—সেইটেই সব চেয়ে ভাল।"

তিনি একটু ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। নিজের কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "ক'দিন থেকে মাথাটা ক্রমাগত ঘাম্‌ছে। হাত-পায়ের জোর সব যেন ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে,—এখন হাতটাও ইচ্ছামত ভাবে তুল্‌তে পারি নে, বড় কাঁপে!—আর শেষ হতে খুব বেশী দেরী নেই। কি বলুন্ ?

নমিতা কথাটা শুনিয়াও শুনিল না; বলিল—"আপনাকে এখন কে কে দেখ্‌ছেন ? ডাক্তারবাবু, আর —?

"হুঁ!—"বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলি-লেন, "আর কেউ না।......বহুদিনের ব্যাধি। এখন গেলেই নিষ্কৃতি পাই। নিজে জ্বালাতন হয়ে সবাইকে জ্বালাতন করছি, এটা বড় দুঃখ।

ন। "ডাক্তারবাবু এখন আপনাকে দেখে গেছেন ? কি বল্লেন ?

ডাঃ পঃ। কিছু না—।

ন। সকাল বেলা।—

তিনি বিচলিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ম্লানমুখে কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন্, "নিত্যি রোগী,—কত দেখ্‌বেন্! তা ছাড়া এ-ক'দিনে এতটা কাহিল হয়ে পড়েছি, তা জানেন্ না।"

"জানেন্ না! মোটেই না!" বলিয়া নমিতা স্তম্ভিত ভাবে পুনর্ব্বার বলিল, "তিনি কি মোটেই দেখেন না আপ্‌নাকে ?"

অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "পুরুষ মানুষ, তাঁর ঢের কাজ।"

নমিতা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বাইরে, রাজ্যের রোগী ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন,—আর ঘরে এমন রোগী, একবার খোঁজ নেবার সময় পান্ না ?"

ডাঃ পঃ। না, খোঁজ নেন্ বই কি।

তাঁহার কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না।

অনেকগুলা কথা মনে পড়ায়, নমিতার মনের মধ্যে হঠাৎ ক্ষিপ্ত-ক্রোধ আলোড়িত হইয়া উঠিল। অধৈর্য্যভাবে সে বলিয়া ফেলিল, "কি রকম খোঁজ নেন্? স্ত্রী সঙ্কটাপন্ন রোগে শয্যাশায়ী—এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা! আর তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাহিরে আমোদে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছেন ......!" নমিতা হঠাৎ থামিল। মনে পড়িল, এই রূঢ় সত্যটা এখানে না প্রকাশ করিলেই ভাল হইত।

ডাক্তার-পত্নী আহত-করুণ নয়নে ফিরিয়া চাহিলেন ও ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "উনি এখন বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন, নয়? আমারও তাই ভয় হচ্ছে। বাইরের খবর তো কিছুই শুনতে পাই না! কি করে জানবো?......" খুক্ খুক্ করিয়া কাশিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "কিশোর ও-ঘরে তোয়ালেটা ফেলে গেছে, এনে দিন্ তো; বড় ঘাম হচ্ছে।"

নমিতার মনে একটা অনুতাপের বেদনা বাজিতে লাগিল। আহা, সে কেন ও-কথাটা বলিয়া ফেলিল! কথাটা ঢাকা দিবার জন্য এখন কি বলা উচিত, ভাবিতে ভাবিতে, নমিতা ও-ঘরে গেল।

বাহিরে উঠানে খুব জোরে শক্ত ভারী জুতার আওয়াজ্ হইল। নমিতা ঘরের জানালা হইতে দেখিল, ডাক্তার মিত্র বাড়ী ঢুকিয়াছেন। নমিতার মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তোয়ালে লইয়া ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিল না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সশব্দে রান্না-ঘরের রোয়াকে উঠিয়া ডাক্তার মিত্র রুক্ষভাবে বলিলেন "ডেকে পাঠান হয়েছিল কেন? কি হয়েছে?—বামুন-দি—গেল কোথা?--"

বামুন-দিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না। —কুমার চোরের মত কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া বলিল, "বামুন-পিসি বলে দিয়েছিল যে মার হঠাৎ বড় যাতনা বেড়েছে।"

বিকট ভঙ্গীতে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, অভিনয়ের বিদূষকের ব্যঙ্গ-নৃত্যের অনুকরণে কদর্য্যভাবে অঙ্গ-বিশেষের বিকৃত ভঙ্গিমা দেখাইয়া, ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "তবে আর কি! কেতার্থ হয়ে গেলুম্! 'যাতনা বেড়েছে!' মরে নি ত এখনো?—"

গট্ গট করিয়া আসিয়া স্ত্রীর কক্ষে ঢুকিয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন্, "কি? কি হয়েছে কি?"

ব্যস্তভাবে ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কিছুই হয় নি। কে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি ত জানি না!"

উত্তরে ডাক্তার মিত্র কি বলিলেন, তাহা নমিতা শুনিতে পাইল না। সে শুনিল, প্রত্যুত্তরে তাঁহার স্ত্রী একটু উত্তেজনার স্বরে বলিতেছেন, "চুপ কর, চুপ কর। নার্শ নমিতা মিত্র ও-ঘরে আছেন্।"

ডাক্তারের উগ্র কণ্ঠস্বর অন্তর্হিত হইল। ব্যস্ত-দ্রুত কণ্ঠে তিনি বলিলেন্, "কে?—কে রয়েছে?—নার্শ নমিতা? নমিতা রয়েছে? —ঐ ঘরে?"

এই বলিয়া ডাক্তার দ্রুতপদে বাহির হইয়া সোজা সেই ঘরের দিকে ছুটিলেন। নমিতা দেখিল, আর চুপ করিয়া থাকা চলিবে না।

—'ঝট্-ঝট্' করিয়া সশব্দে তোয়ালে ঝাড়িতে ঝাড়িতে সে ঘর হইতে বাহির হইল। ডাক্তার মিত্র সাম্‌নে আসিয়া কঠোর হাস্তে বলিলেন, "কে গো নমিতা-সুন্দরি !—"

সম্বোধনটা নমিতাকে যেন বেত্রাঘাত করিল!—অপমানাহত দৃষ্টি নত করিয়া সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শাণিত খরোজ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "এখানে কি মনে করে?"

"ওঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি—"এই বলিয়া চট্ করিয়া পাশ কাটাইয়া, কম্পিত চরণে আসিয়া নমিতা ডাক্তার-পত্নীর ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার মিত্র ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর হঠাৎ উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাটি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার-পত্নীর ঘরে ঢুকিয়া নমিতা দেখিল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছেন।—তাঁহার শুষ্ক-বিবর্ণ মুখ-চোখে তীব্র উত্তেজনার অগ্নিজ্বালা ঝকিতেছে!—নমিতাকে দেখিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "এসেছেন্—আসুন্!" — মুহূর্ত্তে শ্রান্তদেহে তিনি শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন! হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কাশির ঝোঁক আসিল। মুখ দিয়া ভল্ ভল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। নমিতা তোয়ালে ফেলিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে খবরের কাগজ-খানা ঠোঙ্গার মত মুড়িয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিল।—তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না, শায়িত অবস্থায় তাঁহার উপরই প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন করিয়া, ভগ্নস্বরে বলিলেন, "উঃ!—"

নমিতা সব ভুলিল! সদ্যঃ অপমানের আঘাতজ্বালাও মনে রাখিতে পারিল না; গভীর স্নেহের ব্যথায় তাঁহার মুখমণ্ডলে স্বর্গের করুণা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কোমল অনুনয়ের স্বরে সে বলিল, "অমন করে উত্তেজিত হবেন্ না; হঠাৎ কোন্ সময়ে 'হার্ট ফেল' হয়ে যাবে!—"

রক্তের ঠোঙ্গাটা পিকদানির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নমিতা হাত ধুইয়া আসিল। ঘরের কোণে একটা ছোট চামচ পড়িয়াছিল, সেটাও সে ধুইয়া আনিল ও উৎসুক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক চাহিল। কোথাও কিছু খাদ্য সে দেখিতে পাইল না। অগত্যা সেই সাগুর বাটির ঢাকা খুলিয়া এক চামচ সাগু তুলিয়া লইয়া সে সস্নেহে বলিল, "একটিবার হাঁ করুন্ না— !"

তিনি জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া উদাসভাবে আকাশ দেখিতেছিলেন; নমিতার কথায় ফিরিয়া চাহিলেন ও—ব্যাকুলভাবে মর্ম্মভেদী স্বরে বলিলেন, "আপনি জানেন্ না! আমার মত লোকের বেঁচে থাকাটা যে কত বড় অপরাধ, সে শুধু অন্তর্য্যামী জানেন্! মিস মিত্র—"

নমিতা বাধা দিয়া তাঁহার চিবুক টানিয়া ধরিল ও ব্যস্তভাবে বলিল, "চুপ করুন্; গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর কথা কইবেন না।—হাঁ করুন্, একটু সাবু খান্— ।"

নমিতা কয়েক চামচ সাগু মুখে ঢালিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "থাক্, আর নয়। পেট ভরে গেছে, আর পার্‌ব না। বমি হয়ে যাবে।

—মিস মিত্র, আপনার দাদা কতদিন পরে ফির্‌বেন?"

নমিতা বলিল, "ঠিক্ বল্‌তে পারি না। তবে বেশী দিন দেরী নাই—।"

থামিয়া থামিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "তিনি এলেই আপ্‌নি নার্শের কাজ ছেড়ে দেবেন্—।"

কথাটা প্রশ্নের, কি অনুরোধের নমিতা ঠিক্ বুঝিতে পারিল না; দ্বিধায় পড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। তিনি ক্ষণেক নীরব রহিলেন, তারপর নমিতার হাতটা দুইহাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, ধীরে ধীরে নিজের বুকের উপর টানিয়া লইলেন ও—জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "না—না, নার্শের কাজ আর কর্‌বেন্ না। বড় বিশ্রী কাজ।"

নমিতা হাসি-হাসিমুখে বলিল, "না না, বিশ্রী কাজ বল্‌বেন না।—আর্ত্তের সেবা, বড় উঁচুদরের আনন্দের কাজ।"

তিনি ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, আনন্দের কাজ; কিন্তু দাসত্ব যে বিষম;—বড় ভয়ানক ব্যাপার?"

নমিতা বলিল, "কর্ত্তব্যের অনুরোধে সবই সইতে হয়।"

একটু জোরের সহিত তিনি বলিলেন, "অন্যায় অপমান পর্য্যন্ত? না না, তা হতে পারে না।—আপনি জানেন্ না, মানুষ-বিশেষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি বড় ভয়ানক অস্বাভাবিক! কুৎসিত-প্রবৃত্তির তাড়নায়, তা'রা কতকগুলা ইতর-স্বভাব নারীর সঙ্গে মিশে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার নীচে তাদের অবাধে পরিচালিত কর্‌বার সুযোগ পেয়ে,—জগতের সমস্ত স্ত্রীচরিত্র সেই ওজনে ঠিক্ করে রেখেছে! ওদের বিশ্বাস, ওরা ইচ্ছা কর্‌লে, স্বচ্ছন্দে যে-কোন স্ত্রীলোক নিয়ে, খেলার পুতুল বানাতে পারে!—অবশ্য নারীজাতির কলঙ্ক সে-রকম দুর্ভাগিনী যে কেউ নাই, তা বলছি নে। তবে আমি যতটুকু দেখেছি, তা'তে বোধ হয়, নারীর দুর্ব্বুদ্ধি অপেক্ষা, পুরুষের অপদার্থতাই, সংসারের ও সমাজের বেশী অনিষ্ট করে! স্ত্রীলোকের শক্তি অল্প; সে একলা হঠাৎ ভয়ানক হয়ে উঠ্‌তে পারে না। তাকে ভয়ানক করে তোল্‌বার জন্য, গোড়ায় পুরুষকে অনেক কাঠ-খড় যোগাড় দিতে হয়। আপ্‌নি কি বলেন্?—"

নমিতা একটু হাসিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন্। ও-সব শ্রেণীর লোকের চরিত্রতত্ত্বে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই!"

তিনি খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর একটু বেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্ আপনাকে এম্নি সুন্দর, এম্নি নির্ম্মল, এম্নি পবিত্র, এম্নি মধুর রাখুন্।—বাইরের কোন মিথ্যা অপমানে দুঃখিত হ'বেন না। যদি মানুষ হ'ন্, মানুষের মত সুদৃঢ় শক্তি নিয়ে, সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অসত্যের আঘাত সজোরে প্রত্যাখ্যান করে চলবেন্। ভগবান্ আপনাকে সেই শক্তি দিন্। সঙ্কীর্ণচেতা, নরনারীর মূঢ় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হ'বেন্ না ওরা একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-পালনে। অন্যকে বাধ্য করে—নয় কি?"

নমিতা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নির্ব্বাক্ রহিল, কোন কথা বলিল না। বোধ হয়, তাহার বলিবার শক্তিও ছিল না।

একটি বালক ঘরে ঢুকিল। নমিতা চাহিয়া দেখিল,—এ কুমার নহে, কুমারের অপেক্ষা কিছু ছোট। সে বুঝিল এই বালক, কিশোর।

কিশোর বলিল, "বৌমা, জানালাটা বন্ধ করে দেব? সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে।"

নমিতার চমক্ ভাঙ্গিল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি তবে আজ আসি। নমস্কার!"

ডাঃ পঃ। "নমস্কার! মাকে আমার প্রণাম জানাবেন্! আর আপনার সঙ্গে,—এই শেষ দেখা—।

নমি। ও কি কথা? ও কথা বল্‌বেন না। আবার দেখা হবে। সময় পেলেই আমি আবার আস্‌তে চেষ্টা কর্‌ব—।"

শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া নিষেধসূচক ইঙ্গিত করিয়া তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না না, আর আস্‌বেন্ না। —যেখানে সম্মান নাই, সেখানে পদার্পণ অনুচিত। আস্‌বেন্ না, আমি বারণ কর্‌ছি, আস্‌বেন্ না। যান্, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ী যান্। হাত-পা ভাল করে ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে ফেল্‌বেন; এখানে সব ঘেঁটে চল্লেন্।"

বিষাদ-ভরা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইল। বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, সাম্‌নে রাস্তার উপর ডাক্তার মিত্র ও একজন অপরিচিত ইংরেজ পুরুষ দাঁড়াইয়া কি কথা বলাবলি করিতেছেন্। অপরিচিত হইলেও সাহেবের 'পকেটের ষ্টেথোস্ কোপে'র দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা অনুমানে বুঝিল,—ইনিই নবাগত ডাক্তার-সাহেব, কাপ্তেন জ্যাকসন্! সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া নমিতা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতাকে দেখাইয়া অস্ফুট স্বরে ডাক্তার মিত্র কি বলিয়া সাহেবের পিছনে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, "তুমিই হাঁস্‌পাতালের তৃতীয় নার্শ?"

নমি। হাঁ মহাশয়—।

সা। এ বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলে?

উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভাল ভাবিয়া,—নমিতা বলিল, "হাঁ—।"

সা। "তোমার মত সুন্দরী যুবতীর পক্ষে একাকিনী ভ্রমণের প্রশস্ত সময় এই সন্ধ্যা-কালই বটে!"—এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব কঠোর ভৎসনার দৃষ্টি হানিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার মিত্র ক্রূর-বিদ্রূপের গুপ্ত হাসি হাসিয়া, নিরীহভাবে মাথা নোয়াইয়া তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন্। তাঁহারা হাস্‌পাতালের দিকেই গেলেন্।

একি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ব্যবহার! নমিতা মূঢ়ের মত নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গানের স্বরলিপি ।

মিশ্র বারোয়াঁ—একতালা ।

ওগো আমার নবীন পাখী, ছিলে তুমি কোন্ গগনে ?
আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ঐ করুণ গানে !
জগতের গহন বনে
ছিনু আমি সংগোপনে,
না জানি কি লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে !
লয়ে তোমার মোহন বরণ,
মোর শুষ্ক ডালে রাখ্‌লে চরণ ;
আজ আমার জীবন মরণ
কোথা আছে কে-বা জানে !
ঝরে গেছে সকল আশা,
ফোটে না আর ভালবাসা,—
আজ তুমি বাঁধ্‌লে বাসা
কিসের আশে আমার প্রাণে ?

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন । স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ।

২´ ৩ ০
পা পা পা II { গা রমা -জ্ঞা । রা সা -া । সা সা -া ।
০ ও গো আ মা০ র ন বী ন পা খী ০

১ ২´ ৩ ০
সা সরা সনা I সা সা -া । গা -া গা । গমা পাঃ -মগঃ ।
ছি লে০ ০০ তু মি ০ কো ন্ গ গ০ নে ০০

১
-পা পা পা } I
০ "ও গো"

২´ ৩ ০ ১
গগা -মা I মা পা -া। মা পধা -পা। মা -পপা -পধপা। মা গা -া I
আমা র স ক ল হি য়া০ ০ মু ০গ্ধ ০০০ রি ছে ০

২´ ৩ ০ ১
I গা গা -া। গা গা -গমা। রগা রগমা মা। মা গা মা II
তো মা র ঐ ক ০রু ০ণ গা০০ ০ নে "ও গো"

২´ ৩
[র্সা নদা দা। -পা মজ্ঞা] ০ ১
II { পা পা পা। -মজ্ঞা জ্ঞা -মা। পা না -া। র্সা র্সা -া I
জ গ তে ০র গ হ ন ব নে ০ ছি নু ০

২´ ৩ ০ ১
I নর্সা -া র্সনা। র্সা -র্সজ্ঞা -জ্ঞর্রা। -র্সা র্রা র্সা। (-না -নর্সা নর্সর্রা) } I
আ ০ মি০ সং ০গো ০০ ০ প নে ০ ০ও ০গো০

১ ২´ ৩ ০ ১
I না না না I না র্সা র্সা। না র্সর্রা -র্সা। নর্সা না না। দা দা -পা I
না জা নি কি ল য়ে ম নে০ ০ ০এ লে উ ড়ে আ ০

২´ ৩ ০ ১
I পধা -া -পা। পা ধপা -মা। -া -পমা -গা। -গপা পা পা I
মা ০ র পা নে০ ০ ০ ০০ ০ ০ ও গো

২´ ৩ ০ ১
I { সা মা -জ্ঞা। রা সরা -সন্া। সা সমা -জ্ঞা। রা সরসা ন্া I
ল য়ে ০ তো মা০ ০র মো হ০ ন ব রণ০ মোর

২´ ৩ ০ ১
I সা গা -গা। গা গরা -গা। (গমা -া -জ্ঞরা। রজ্ঞমা জ্ঞরা সন্া)} I
শু ষ্ ক ডা লে০ ০ ঝা ০ থ্লে ০০চ র০ ০ণ

০ ১ ২´ ৩ ০
I গমা গা -মপমা। -া পা মা I মা মা -মা। পা পা -পা। পা পা -পা।
চ র ০ণ০ ০ আ জ আ মা র জী ব ন ম র ণ

১ ২´ ৩ ০ ১
I পা ধা -ণা I ধণর্সা ণা ণধা। পধা ধা -পা। মা -গা -গমা। রগা -রগমা মা I
কো থা ০ আ০০ ছে ০০ কে০ বা ০ জা ০ ০০ নে০ ০০০ ?

২´ ৩
[সা নদা পা। পা] ০ ১
I { পা পা -া। মজ্ঞা -মজ্ঞা মা। পা না -না। র্সা র্সা -া।
ঝ রে ০ গে০ ছে০ ০ স ক ল আ শা ০

২´ ৩ ০ ১
I পর্সা র্সা -র্সনা। র্সা র্সজ্ঞা র্জ্ঞর্রা। র্সা র্রা র্সর্রর্সা। না নর্সা নর্সর্রা } I
ফো টে ০ ০ না আ ০ র ভা ল ০ ০ ০ বা সা০ ও০গো

২´ ৩ ০ ১
I না -া না। না র্সা -া। না -র্সর্ঋা র্সা। -নর্সা -র্সা -না I
আ ০ জ তু মি ০ বাঁ ০ধ্ লে ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I নদা দা পা। -া -া -া। পা -া পা। -া ধা পধণা I
বা ০ ০ সা ০ ০ ০ কি ০ সে র আ ০শে০

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা -ণধা। পধা -া -পা। পা -ধপা -মা। গপা পা পা II II
আ মা ০ র প্রা ০ ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০ "ও গো"

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যুক্তপ্রদেশ।

এলাহাবাদ—(প্রয়াগ)।

ইহা এলাহাবাদ-তহসিলের অন্তর্গত চেইল-পরগণার একটী সহর। যে-দিন হইতে ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এলাহাবাদের উন্নতি বলিতে হইবে। ১৮৫৮ খৃঃ সহরটী রাজধানীরূপে পরিণত হয়। হিন্দুর নিকট ইহা প্রয়াগ-নামে খ্যাত। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন্‌সঙ্গ বলেন যে, প্রয়াগ একটি অত্যন্ত বৃহৎ সহর। ১৯০১খৃঃ এলাহাবাদের জন-সংখ্যা ১৭২০৩২ ছিল। এলাহাবাদে একটী cantonment (সেনা-নিবেশ) আছে। উত্তর দিকে যে গড় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পুরাতন এবং পশ্চিমদিকের গড়টী নূতন।

প্রয়াগ তীর্থের মধ্যে রাজা। শঙ্খস্মৃতিতে লেখা আছে যে, প্রয়াগে পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু অর্পণ করা যায়, তাহার ফল অক্ষয়। মহাভারতে লেখা আছে প্রয়াগ, বরুণ,

সোম এবং প্রজাপতির জন্মস্থান। প্রয়াগে বিষ্ণু সমস্ত দেবগণের সহিত বাস করেন। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠানপুর (ঝুসি), কম্বলাশ্বতর এবং ভোগবতী—এই কয়েকটী স্থান ব্রহ্মার বেদী। এইখানেই ঋষিগণ ব্রহ্মার উপাসনা করেন্। প্রয়াগেই দশাশ্বমেধ নামে একটী তীর্থ আছে। বাল্মীকির রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে লেখা আছে যে, রামচন্দ্র স্বীয় অনুজ লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর সহিত বনবাস-গমন-কালে এখানে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে সমাগত হইয়াছিলেন।

গঙ্গার বামতটে ঝুঁসি। ইহার পূর্ব্বনাম প্রতিষ্ঠানপুর। এখানে সমুদ্রকূপ, হংসকূপ প্রভৃতি নামে অনেক তীর্থ আছে। অনেক সাধুসন্ন্যাসী এখানে গুহা তৈয়ার করিয়া বাস করেন্। লালা কিশোরী-লালের এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে।

এলাহাবাদ যে-সকল মহল্লায় বিভক্ত তাহার প্রধানগুলির বিষয় নিম্নে বলা যাইতেছে :—

কটরা :—এখানকার বাজারটী সুবৃহৎ। জয়পুরের মহারাজ কটরা জয়সিংসিয়াইর নাম হইতে কটরা-নাম নিঃসৃত হইয়াছে। ইহাঁর বংশধরগণ মাফিদার অর্থাৎ নিষ্কর। বাজারটী বর্খতিয়ারী এবং ফতেপুরে অবস্থিত। এখানে একটি Alfred park আছে। এইখানে হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, এইখানেই রামচন্দ্র ও ভরত ঋষি ভরদ্বাজের আতিথ্য-গ্রহণ করেন্।

দারাগঞ্জ :—এই স্থানের জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ঔরঙ্গজিবের ভ্রাতা দারা-সিকোর নাম হইতে দারাগঞ্জ এই নামকরণ হইয়াছে। এখানে বাসুকির একটী মন্দির আছে। নাগ-পুরের ভোন্সলা এই মন্দিরটীর প্রতিষ্ঠাতা। দারাগঞ্জে অনেকগুলি উত্তমোত্তম বাটী এবং মন্দির দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে মাধোজির মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রায় ১৬০০ বৎসর ব্যাপিয়া এই মন্দিরটী স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে অনেকগুলি সাধু-সন্ন্যাসীর বাস। নিরঞ্জনী এবং নির্ম্মলি মঠ এই-খানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাগওয়ালগণও এইখানেই বাস করে। এতদ্ব্যতীত পুলিস-অফিস, হাঁসপাতাল এবং পোষ্টঅফিস এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। দারাগঞ্জে যে-সকল মহল্লা আছে, তাহাদিগের নাম রাজাবস্থ, বক্সী, মোহরি, মীরাগলি, এবং দারাগঞ্জ। পশ্চিম দিকে অলোপীবাগ। এখানে অলোপ-শঙ্করী দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরটি খুবই বিখ্যাত। দারাগঞ্জের সন্নিকটে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান আছে। তন্মধ্যে শোভাতিয়া বাগই প্রসিদ্ধ। এখানে একটি পুষ্করিণীও আছে।

কিডগঞ্জ :—এখানে নীচজাতীয় মুসল-মানের সংখ্যাই অধিক। বাটীগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও বসতি ঘন। এখানে সিন্ধিয়ার মন্দির আছে। এখানে পুলিস ষ্টেশনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুঠিগঞ্জ :—এখানে একটি বাজার আছে। বাজারটী এলাহাবাদের প্রথম কলেক্টর অহ-মুঠি সাহেবের নামেই নামালঙ্কৃত হইয়াছে। এই গঞ্জটীতে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়। জমুনা-মিসনও এইখানেই অবস্থিত। এত-দ্ব্যতীত মুঠিগঞ্জের পুলিস-ষ্টেশন এবং বেনারস-মহারাজের বাটী আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক

হয়। বালুয়াঘাটের পশ্চিম দিকে বাহাদুরগঞ্জ, আহিয়াপুর, মিরণপুর এবং দক্ষিণ দিকে দরিয়াবাদ অবস্থিত। এখানে খস্রুবাগ আছে।

মীরগঞ্জের উত্তর দিক্‌টী জনপূর্ণ। এখানে সাহ আব্‌দুল জলিলের একটি সমাধি-মন্দির আছে। চকের উত্তরদিকে ভারতীভবন। এখানে সংস্কৃত পুস্তক অনেক আছে। পুস্তকাগারটী অতীব চমৎকার। লোকে বিনা অর্থব্যয়ে পুস্তক পড়িতে পায়। জনষ্টনগঞ্জে চৌক আছে। এখানে আথেরী বাজার এবং সব্জিমণ্ডি অবস্থিত। প্রথমটীতে বাসন ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়টীতে শাকসব্জি বিক্রয় হইয়া থাকে। মক্‌বুলগঞ্জের বিপরীতে "সরাইগাঢ়ী" অবস্থিত। ইহাই পান্থনিবাস। ইহার পরই কল্‌ভিন হাঁসপাতাল। রাস্তার অপর দিকে লালা মনোহর দাস এখানে চক্ষুরোগের জন্য একটী হাঁসপাতাল-নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মছ্‌লি-বাজার এবং কসাইখানা এই মহল্লাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পর করেলাবাগ এবং খুলদাবাদ-সরাই অবস্থিত।

খস্রুবাগ ঃ—স্থানটী প্রস্তরের দেওয়ালদ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের প্রমোদোদ্যান ছিল। তাঁহার পুত্রের নামে এই উদ্যানটীর নামকরণ হইয়াছিল। খস্রু বিদ্রোহী হইলে এই স্থানেই কয়েদী থাকেন্। এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এইখানে খস্রু, তাঁহার মাতা ও ভগ্নীর কবর আছে। যেখানে উদ্যানের সুপারিণ্টেনডেণ্ট বাস করেন্, তাহা তাম্বোলিবেগম-নামে খ্যাত।

এলাহাবাদে তিনটা পার্ক আছে ঃ—যথা Alfred park, Macpherson park এবং খস্রুবাগ্। মিওর কলেজের সন্নিকটেই এ্যাল্‌ফ্রেড্ পার্ক। এখানে থর্ণহিল মইন্ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী আছে। এই পুস্তকালয়ে ইংরাজি, সংস্কৃত, আরবি, এবং ফারসীর উত্তম উত্তম পুস্তক দৃষ্ট হয়। পার্কের মধ্যে একটি চত্বর আছে, প্রতিশনিবারে এখানে ব্যাণ্ড বাজে।

এলাহাবাদে মুখ্য তীর্থস্থান ছয়টী ঃ—যথা, ত্রিবেণী, বেণীমাধব, সোমেশ্বর-মহাদেব, ভরদ্বাজ, বাসুকি এবং অক্ষয়বট।

ত্রিবেণী ঃ—এখানে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে গঙ্গার জল শ্বেতবর্ণ এবং শীতল, কালিন্দীর জল কৃষ্ণবর্ণ এবং উষ্ণ। সরস্বতী প্রয়াগে আসিয়া লুপ্ত হইয়াছেন্। কেল্লার দক্ষিণে যমুনার তটে সরস্বতী-নামে একটি কুণ্ড আছে। এইখানেই যাত্রিগণ সরস্বতীর পূজা করেন। সঙ্গমের স্থানে গঙ্গাপুত্রগণ ধ্বজাপতাকা-দ্বারা স্ব স্ব আস্তানা সুশোভিত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধ্বজা দেখিয়া মানবগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের গঙ্গাপুত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লয়।

বেণীমাধব ঃ—ইনি প্রয়াগের মুখ্য দেবতা। দারাগঞ্জের এক মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি বিরাজিতা।

সোমেশ্বর ঃ—ইনি একটি শিবলিঙ্গ। গঙ্গার দক্ষিণ তটে অরেলের আগে একটী ক্ষুদ্র শিবালয়ে এই শিবলিঙ্গটী প্রতিষ্ঠিত আছে। নৌকারোহণ করিয়া লোকে ইঁহাকে দর্শন করিতে যায়।

ভরদ্বাজের আশ্রম কর্ণেলগঞ্জে অবস্থিত। এখানকার একটি মঠে ভরদ্বাজ-স্থাপিত শিবলিঙ্গ আছে। নিকটেই একটি অন্ধকারময়

তহখানায় ভরদ্বাজ প্রভৃতি কয়েকটি ঋষির মূর্ত্তি আছে। এইস্থানে অতিসাবধানে যাওয়া উচিত; কারণ, আলোকাভাবে অনেক সময় অনেক যাত্রীর ক্ষতি হইয়াছে।

বাসুকি:—ইনিই নাগরাজ। ইঁহার প্রতিমা গঙ্গাতটে দারাগঞ্জ-বস্তীতে অবস্থিত। প্রতিমাটী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত এবং দেখিতে অতিসুন্দর।

অক্ষয়বটের বর্ণনা পরে করা যাইবে।

প্রয়াগে দর্শনীয় স্থানগুলির নাম:—হাই-কোর্ট, মিওর কলেজ, মেও-হল, ইউনিভার-সিটি হল, ছোটলাটের আবাস-ভবন এবং রেল্‌ওয়ে থিয়েটার।

এলাহাবাদে অনেক মন্দির ও পুরাতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পাতালপুরী-মন্দির পুরাতন-প্রয়াগের চিহ্নমাত্র। দুর্গের নিম্নে ভূগর্ভস্থিত একটী মন্দির আছে। ইহার আকৃতি চতুর্ভুজের ন্যায়। ছাদটী স্তম্ভের উপর স্থিত রহিয়াছে। মধ্যে একটি লিঙ্গ অবস্থিত। একটি কোণে একটী মৃত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূজারীরা তাহাতে প্রত্যহ জল দিয়া থাকে। বৃক্ষটীর পত্রাদি নাই। শতবৎসর পূর্ব্বেও ইহার অবস্থা এইরূপ ছিল। পূজারীরা বলেন্ যে, বৃক্ষটী এখনও জীবিত আছে। ইহাই অক্ষয়বট, নামে খ্যাত। রাম, লক্ষণ এবং সীতাদেবী নদী পার হইয়া ইঁহারই ছায়ায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। স্থানটী অন্ধকারপূর্ণ! দীপ জ্বালাইয়া যাত্রীদিগকে স্থানটী দেখান হইত। পরন্তু সহৃদয় ইংরাজরাজ ছাদে গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়া গৃহটীকে আলোকিত করিয়াছেন্। গঙ্গার দিকে কেল্লার যে ফটক আছে যাত্রিগণ তাহা দিয়া প্রবেশ করে; এবং যে দিকে লোকদিগের বসতি আছে, সেই দিকের ফটক দিয়া বাহির হয়। অক্ষয়বটে যাহা কিছু চড়ান হয়, তাহা গোঁসাইয়ের প্রাপ্য। এখানে মহাদেব, গণেশ এবং অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তি আছে। স্থানটী সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র। পাহাড়ের দেওয়াল দিয়া জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। লোকের বিশ্বাস এই যে, আর্দ্র-তাটী গুপ্ত সরস্বতীর অস্তিত্ব-নিবন্ধন হইয়াছে। থানেশ্বরের নিকট সিরহিন্দ নামক স্থানের বালুকারাশিতে সরস্বতী অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া গুপ্তভাবে প্রবাহিতা হইয়াছেন্।

আকবর মন্দিরটীর উপর দুর্গ-নির্ম্মাণ করেন্। এখানে বৌদ্ধ মনুমেণ্ট আছে। চারিটী স্তম্ভের উপর অশোকের আদেশ ক্ষোদিত আছে। জহাঙ্গির আপনার পূর্ব্বজ-দিগের গৌরব এই স্তম্ভে লিখিয়া রাখিয়াছেন্। অশোকের আদেশের নিম্নে সমুদ্রগুপ্তের উৎ-কীর্ণলেখ রহিয়াছে। স্তম্ভটীতে একটি নাগরী লিপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই লিপিটী আকবরের প্রসিদ্ধ সহচর বীরবরের। লিপিটী এই:—

(১) সম্বৎ ১৬৩২, শক ১৪৯৩ মার্গবদি পঞ্চমী
(২) সম্বর গঙ্গাদাসসুত মহারাজা বীরবর শ্রী।
(৩) তীর্থরাজ প্রয়াগকী যাত্রা সফল লেখিতম্!

মেলা:—প্রতিবৎসর জানুয়ারি-মাসে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে মাঘ-মেলা হইয়া থাকে। মেলাটী ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এবং তাহা সমগ্র মাঘ-মাস ব্যাপিয়া থাকে। যাত্রিগণ এই সময়ে মস্তক-মুণ্ডন করিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করে। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরে কুম্ভ-মেলা হয়। এই সময়ে বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসিগণ সমবেত হন্। যাঁহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তাঁহারা সারা

মাস ত্রিবেণীতে স্নান করেন্ এবং দিবাভাগে উপবাসী থাকে। যাঁহারা সমুদয় মাস এইরূপ নিয়ম-পালন করেন্ তাঁহাদিগকে কল্পবাসী কহে। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও বসন্ত-পঞ্চমীতে স্নানের খুব ধূম হইয়া থাকে। অচলা সপ্তমী এবং একাদশীতে স্নান হয় বটে, কিন্তু তত ধূম হয় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কুম্ভ-মেলায় আট লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। সাধারণতঃ বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ লোক আসিয়া থাকে। ভারতের এমন কোনও স্থান নাই, যেথান হইতে স্নানের জন্য লোক আসে না। কাশ্মীর হইতে মান্দ্রাজ এবং কান্দাহার হইতে কলিকাতা, ইত্যাদি স্থান হইতে লোকের খুব ভিড় হয়। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীদিগের তাম্বু পড়ে। এই সময়ে আহার্য্য বস্তু, পিত্তলের দ্রব্যাদি, দেবতার প্রতিমূর্ত্তি, পুস্তক ও রুদ্রাক্ষ-মালার খুবই বিক্রয় হয়।

মাঘমেলায় যেরূপ ক্রমানুসারে সন্ন্যাসিগণ গমন করেন্, তাহা বলিতেছি। প্রথমেই নির্ব্বাণিগণ আগমন করে। ইহারা নাগা গোঁসাই। মহাদেব ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইহারা নগ্ন থাকে। মাঘমেলায়ও ইহারা নগ্নাবস্থায় আগমন করে, কিন্তু অন্যান্য সময়ে ইহাদিগকে বস্ত্র-পরিধান করিতে বাধ্য করা হয়। ইহা-দিগের জটা আছে এবং ইহারা হস্তে একটি করিয়া ঘণ্টা বহন করে। ইহারা সমৃদ্ধ বলিয়া ভিক্ষোপজীবী নহে। দারাগঞ্জে ইহাদিগের আড্ডা আছে। নিরঞ্জনীগণ জুন-নামে খ্যাত। ইহারাও শৈব। নগ্ন থাকা ইহাদিগের পদ্ধতি। দারাগঞ্জ ইহাদিগের থাকিবার স্থান। ইহারাও সমৃদ্ধ এবং লোকদিগকে ইহারা কর্জ্জাদি দিয়া থাকে। বৈরাগিগণ বৈষ্ণব। ইহারা দেশ-পর্য্যটক এবং ইহাদিগের কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। ইহারা তিনভাগে বিভক্ত :—যথা, নির্ব্বাণী, নির্ম্মোহী এবং দিগম্বরী। ইহাদিগের মধ্যে একতা আদৌ নাই; সুতরাং, পর্ব্বাদিতে প্রায়ই কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার পরই "ছোটা পঞ্চায়তি"-মঠের সন্ন্যাসিগণ আগমন করে। ইহারা পঞ্জাবী উদাসী। মুঠিগঞ্জে ইহাদিগের আড্ডা। ইহারা শিখ হইলেও ঘোর হিন্দু। ইহারা গ্রন্থকে অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তকা-পেক্ষা অধিক মানিয়া থাকে। ইহাদিগের একটী শাখা "বড়া পঞ্চায়তা আথাড়া"-নামে খ্যাত। ইহারা কিড়গঞ্জে বাস করে। সেখানে ইহাদিগের একটি সুবৃহৎ মঠও আছে। ইহারা অতিশয় সমৃদ্ধ। মহাজনী করিয়া ইহাদিগের বিলক্ষণ ধনাগম হয়। ইহাদিগের সহিত নানকসাহির দল সম্বন্ধীভূত। উক্ত দলটী সুলতানপুর-জেলার বন্ধুয়া-হাসানপুরে থাকে এবং মেলার সময় এলাহাবাদে দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে। অতঃপর নির্ম্মলীগণ আসে। ইহারা শিখ-সন্ন্যাসী। কিডগঞ্জের পিলিকোঠিতে ইহাদিগের বাস। ইহারাও মহাজনী করিয়া থাকে। বৃন্দাবনী নানকসাহিও মেলায় যোগদান করে। মঠধারিমাত্রই বহু আড়ম্বরের সহিত আগমন করে। এই সময়ে মহান্তদিগের হস্তী, বাদ্য, পর্য্যঙ্ক প্রভৃতিতে মেলাটী বড়ই সুন্দর দেখায়। কেবলমাত্র বৈরাগিগণ কোনরূপ বাহ্য আড়ম্বর করে না। উল্লিখিত সন্ন্যাসি-ব্যতীত অন্যান্য সন্ন্যাসীও মেলাতে আগমন করেন্। তাঁহাদিগেরও পৃথক্ পৃথক্ তাম্বু পড়ে। দারা-গঞ্জের রামানুজি সম্প্রদায়ই এলাহাবাদে বিশেষ সমৃদ্ধ। কিডগঞ্জের বাবা হরিদাসের

ধর্ম্মশালার রামানন্দিগণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্য একটি দলমাত্র। উক্ত উভয় সম্প্রদায়ই ত্যাগী। ত্যাগী বলিলে এরূপ বুঝিবেন না যে, ইহারা বালব্রহ্মচারী। ইহারা বিবাহিত কিন্তু স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী হইয়াছে মাত্র। ইহাদিগের ভিক্ষাই উপজীবিকা।

মাঘ-মেলায় সমাগত যাত্রীদিগের তীর্থ-কৃত্য প্রাগওয়ালই করাইয়া থাকে। মৎস্য-পুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে যেরূপ উপদেশ আছে, তদ্রূপই করিতে হয়। প্রয়াগে প্রথম আগমন করিলে ত্রিবেণীর দেবতা বেণীমাধবকে একটি নারিকেল দিতে হয়। এই ক্রিয়াটী কেহ কেহ করিয়া থাকে এবং কেহ কেহ করেও না। লোকেরা প্রাগওয়ালের ঘাটে পঁহুছিলেই তাহারা "নউবরায়" মস্তক-মুণ্ডনের জন্য প্রেরিত হয়। "নউবরায়" নাপিতগণ ক্ষৌরকর্ম্ম করে। সহরের অন্য কোন নাপিতের তীর্থ-যাত্রীর শির-মুণ্ডন-ক্রিয়ায় অধিকার নাই। প্রয়াগের অধিবাসীদিগের পক্ষে মস্তক-মুণ্ডন বাধ্যতাজনক নহে। যাহার পিতা জীবিত আছে, সে গোঁপ কামায় না। শিখেরা সামান্য মাত্র কেশ-কর্ত্তন করে। সধবা রমণীগণেরও এই প্রথা। বিধবা এবং দক্ষিণদেশীয় রমণীগণ বিধবা-সধবা-নির্ব্বিশেষে মস্তক-মুণ্ডন করে। বৈতরণী করিতে হইলে লোককে দক্ষিণ হস্তে রজতমুদ্রা, ছাগ বা অশ্বের কর্ণ, অথবা গো-পুচ্ছ বা হস্তিদন্ত ধারণ করিতে হয়। পাণ্ডারা সঙ্কল্প পড়ায়। মুদ্রাটী অবশ্য পাণ্ডা পাইয়া থাকে। স্নান-সমাপনান্তে দুগ্ধ ও পুষ্প দিয়া গঙ্গার পূজা করিতে হয়। অতঃপর দুর্গের পাতালপুরী-মন্দিরে যাইয়া অক্ষয়-বটের পূজা করিতে হয়। পয়সা পাইলেই প্রাগওয়াল যজমানকে ছাড়িয়া দেয়। প্রাগওয়ালগণ যত পারে তত টাকা যজমানের নিকট হইতে লইয়া থাকে। অর্থ পাইলে তাহারা সুফল দেয়। সুফল দিবার কালে তাহারা যজমানের পৃষ্ঠদেশ তিনবার ঠুকিয়া দেয়।

ব্যাঙ্ক :—এলাহাবাদে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অপার ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ট্রেডিং ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কিং করপোরেশন আছে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় ব্যক্তিগণও টাকার নেওয়া-দেওয়া করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কিডগঞ্জের গপ্‌পুমল কানাহিয়া লালই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। অধমর্ণ যদি সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি হয় এবং অনেক টাকা কর্জ্জ করে, তবে তাহাকে ৬ হইতে ৯ টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। সাধারণ বন্ধকী কর্জ্জে ৯ হইতে ১৫ টাকা অথবা সর্ব্বনিম্নে ১২ টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক সুদ দিতে হয়।

ব্যবসায় :—এলাহাবাদে মুসলমানগণের পরিধানের জন্য "সাঙ্গি" নামক সূত্র-মিশ্রিত চিকের কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাষ্ঠের কারবার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। শকটাদি-প্রস্তুতির জন্য অনেকগুলি কারখানা আছে। এলাহাবাদের কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা অতিসুন্দর। এই মৃত্তিকারও প্রকার-ভেদ আছে। তাহারা ঘারোটী, করাই এবং করবোতা নামে খ্যাত। এলাহাবাদের নাইনি-নামক স্থানে উক্তমৃত্তিকা দেখা যায়। তথাকার Central Jailএ উক্ত মৃত্তিকার সুন্দর সুন্দর টালি তৈয়ার হইয়া থাকে! নাইনিতে কাঁচ প্রস্তুতির জন্য একটি কারখানাও আছে। পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এলাহাবাদে

বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু লৌহের কারবারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংরাজদিগের কারখানায় ট্রাঙ্কাদি তৈয়ার হয়। ট্রাঙ্কগুলির গঠন তত ভাল নহে। স্বর্ণ-রৌপ্যাদির অলঙ্কার, বোতাম এবং অন্যান্য কার্য্যও দেখা যায়। এলাহাবাদে জুতার ব্যবসায় খুবই চলিয়া থাকে।

কারখানা:—এলাহাবাদের কেল্লায় মিলিটারি আর্সনেল আছে। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাওনিয়ার প্রেস, এবং ইণ্ডিয়ান প্রেসে অনেক লোক নিযুক্ত দেখা যায়। ইষ্টক-প্রস্তুতির জন্য Messrs. Frizzoni এবং Messrs Vassel Co. আছে। মিউনিসিপাল যন্ত্রাদি প্রস্তুতির জন্য Messr S. T. Crowley Co. কারখানা খুলিয়াছেন্। এতদ্ব্যতীত তাহারা বরফও তৈয়ার করিয়া থাকে। Messrs. T. P. Luscombe Co. তাম্বু-প্রস্তুতি ও গাড়ির কারখানা পরিচালনা করিয়া থাকে। East Indian Railway workshop এ অনেকেরই অন্ন জুটিতেছে। লুকারগঞ্জে Allahabad Milling Companyর আটার কারখানা দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মশালা:—প্রয়াগে চারিটী ধর্ম্মশালা আছে। তন্মধ্যে একটি ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। এটা মির্জ্জাপুরের বিহারীলাল-নামক জনৈক মারবাড়ী-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে যাত্রিগণের অনেক সুবিধা। দ্বিতীয় ধর্ম্মশালাটী মুঠিগঞ্জে গউঘাটের উপর অবস্থিত। তৃতীয়টী ফুলপুরের রায় প্রতাপ চন্দ্রের বিধবা পত্নী গোমতী বিবির দ্বারা মুঠিগঞ্জে নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্থ ধর্ম্মশালাটী কীডগঞ্জে অবস্থিত। ধর্ম্মশালার বাঙ্গালা নাম পান্থ-নিবাস। (ক্রমশ:)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-সভ্য—

শ্রীমতী ডি, জি, আর, দাদাভাই লণ্ডনের এম, ডি ও এম, আর, সি, পি এবং শ্রীমতী গরটুড কারমাইকেল লণ্ডনের বি, এ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষিতা নারীদের যোগ্যতা-অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়া দিয়া তাঁহাদের উচ্চ অধিকার দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয় এই নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া উচ্চশিক্ষার সমাদর করিয়াছেন।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা—

শ্রীমতী রেজিনা গুহ এম, এ, বি এল। ইনি এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী-সাহিত্যে প্রথম হইয়াছিলেন। হাইকোর্ট ইঁহাকে ওকালতী করিবার অধিকার-দানে অস্বীকার করেন্। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপিকা নিযুক্ত করিয়াছেন।

পার্লামেণ্টে নারী-সভ্য—বহু-সংগ্রামের পর ইংলণ্ডের নারীগণ পার্লামেণ্ট-মহাসভার সভ্য হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের নূতন আইন অনুসারে ত্রিশ বা তদূর্দ্ধ-বয়স্ক নারীগণ পার্লামেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচনে অধিকারিণী হইয়াছেন।

বস্ত্র-সাহায্য—বরিশাল-সহরে "বস্ত্র-সাহায্য-সমিতি"-নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্ত্রাভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র-সাহায্য করাই

এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত এই সমিতি তূলার বীজ বিতরণ এবং চরকার পুনঃপ্রচলনের ব্যবস্থা করিতেও উদ্যোগিনী হইয়াছেন। এই সাধু চেষ্টা সফল হউক্।

ইণ্টারমিডিয়েট-পরীক্ষায় বালিকা বৃত্তি— নিম্নলিখিত বালিকাগণ এ-বৎসর আই. এ,-পরীক্ষায় মাসিক ২০৲টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন্ঃ—

(১) অরুণা বেজ বড়ুয়া. ডায়োসেসন কলেজ।
(২) বীণা রায়চৌধুরী „
(৩) নলিনীবালা রুদ্র „
(৪) নলিনী দাসগুপ্তা বেথুন কলেজ।
(৫) লতিকা মুখোপাধ্যায় „
(৬) আগাম্মা জন ডায়োসেসন কলেজ।
(৭) ললিকা রায় বেথুন কলেজ।
(৮) সুবালা রায় „
(৯) উষাবালা সেন „
(১০) হিরণবালা সেন „
(১১) আশা দত্ত ডায়োসেসন কলেজ।

শিক্ষার জন্য এক অজ্ঞাতনামা ইংরাজ মহোদয়ের দশ লক্ষ টাকা দান।—একজন অজ্ঞাতনামা ইউরোপীয় কলিকাতার ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার জন্য দশলক্ষ টাকা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দান করিয়াছেন।

(১) ঐ টাকা হইতে একজন খাঁটি ইউ-রোপীয় বালককে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে। (২) একজন খাঁটি ইউরোপীয় বালিকাকে ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে। (৩) ইউরেশীয় বালক-বালিকাদের উন্নতির জন্য বৃত্তি-স্থাপন করিতে হইবে। (৪) কলিকাতার বাহিরে বালকদের জন্য অনাথ-আশ্রম-স্থাপনার্থ আইরিশ ক্রিশ্চি-য়ান ব্রাদার্সএর হস্তে টাকা দিতে হইবে। (৫) কারসিয়ংএর ডাউসিল বালিকা-বিদ্যালয় বড় করিবার জন্য টাকা দিতে হইবে। (৬) কলিকাতা-সহরে ভারতীয় বালকদের জন্য পাঠশালা-নির্ম্মাণ ও তাহার রক্ষার জন্য অর্থ-দিতে হইবে। (৭) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাঠশালা-নির্ম্মাণ ও রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে। (৮) শিবপুর কলেজের ইউ-রোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

নাম গোপন রাখিয়া এরূপ ভাবে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান বর্ত্তমান সময়ে অতিদুর্লভ। বিশেষতঃ একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে ইহা অতিমহাপ্রাণতার কার্য্য, সন্দেহ নাই।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত বালিকাগণ এবৎসর ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

প্রথম বিভাগ।

১। গার্ডনার মেমোরিয়াল কৃষ্ণদাসী মণ্ডল।
২। ভিক্টোরিয়া ইনিঃ অময়া গুপ্তা।
৩। ইউনাইটেড্ মিশনারী গার্লস স্কুল—
সন্তোষিণী দাস।
৪। „ কাননবাসিনী মুখুর্জ্জী।
৫। „ অঅস ঘোষ।
৬। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল—
সুলতিকা বানার্জ্জি।
৭। „ বনলতা দাসগুপ্তা।
৮। „ নির্ম্মলা বসু।
৯। „ হেমন্তবালা মুখার্জ্জি।

১০। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল—স্বর্ণকুমারী গুহ।
১১। " উমাতারা চক্রবর্ত্তী।
১২। মহারাণী স্কুল দার্জ্জিলিং—
উষাময়ী সেন।
১৩। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ হাই—মাধবীলতা চাটার্জ্জি।
১৪। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়— সরিৎ ঘোষ।
১৫। " সীতা বাই।
১৬। " উষালতা বিশ্বাস।
১৭। " প্রীতিময়ী চৌধুরী।
১৮। ডাইওসেসন কলেজ— গাগ কক্কুর।
১৯। " টিলিজ মজুমদার।
২০। " রেণুপ্রভা ঘোষ।
২১। " দীপ্ত চাটার্জ্জি।
২২। " সুধা রায়চৌধুরী।
২৩। " ইন্দু দত্ত।
২৪। " রেণুকা মজুমদার।
২৫। " সন্তোষ ভাণ্ডারী।
২৬। " রাসাসুন্দী।
২৭। " কিত্তি সিলিমান্।
২৮। " সাকিনা মুওয়াজিদ্ জাদা।
২৯। " ভাগীস্ শর্ম্মা।
৩০। ডাওসেসন কলেজ—
কোনসুলতান্ মুয়াজিদ্ জাদা।
৩১। প্রাইভেট শশিমুখী রুদ্র।
৩২। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী—
শান্তিলতা বসুরায়।
৩৩। " শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায়।
৩৪। " মৈত্রেয়ী চৌধুরী।
৩৫। " আশা দত্ত।
৩৬। " সুরুচিবালা রায়।
৩৭। " শান্তিপ্রভা সরকার।
৩৮। " চপলা মুখোপাধ্যায়।
৩৯। ঢাকা এডেন— মনোরমা দাসগুপ্তা।
৪০। " রেণুকা দাসগুপ্তা।
৪১। " শান্তিপ্রভা দাসগুপ্তা।
৪২। " ইন্দুবালা দাদগুপ্তা।
৪৩। " লীলাবতী ঘোষ।
৪৪। " মৃণালিনী ঘোষ।
৪৫। " সুবর্ণ সেনগুপ্তা।
৪৬। " কমলা বসু।
৪৭। " জোসেফাইন নোরোনা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল— গায়ত্রী রায়।
২। ইউ, এফ, সি, হাই— চারুবালা বিশ্বাস।
৩। মাটিল্ডা— মাধবীলতা ব্যানার্জ্জি।
৪। " লাবণ্যপ্রভা বসু।
৫। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ— রেরুবালা বিশ্বাস।
৬। " মৃণালিনী মণ্ডল।
৭। " প্রমোদিনী পাণ্ডা।
৮। ডাইওসেসন— সুরুচি চৌধুরী।
৯। " তেমিনা পেষ্টোনজী।
১০। প্রাইভেট হিরণ্ময়ী দাস।
১১। " রাণী চাটার্জ্জি।
১২। " গ্রেস্ বসু।
১৩। " মৃণালিনী ঘোষ।
১৪। " শরদম্মা।
১৫। " এসাবেল জয়েল।
১৬। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী—মণিকা দাসগুপ্তা।
১৭। ঢাকা এডেন— ইন্দু দত্ত।

মহিলাদের বিশেষ-বৃত্তি—(মেট্রিকিউলেশন)

২০৲ টাকার বৃত্তি।—১। রেণুকা মজুমদার ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ১৫৲ টাকার বৃত্তি।—১। শান্তিপ্রভা দাস গুপ্ত ইডেন্ হাই স্কুল, ঢাকা। ২। জোযেফাইন নরোনহা

ঐ। ৩। নির্ম্মলা বসু, বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। ৪। সরিৎ ঘোষ, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ৫। উষাময়ী সেন, মহারাণী গার্লস্ স্কুল, দার্জ্জিলিং। ৬। উষালতা বিশ্বাস, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ১০৲ টাকার বৃত্তি।—সার্কিন মুবাইদজুদা, ডাইওসিসান্ কলেজিয়েট। ২। শান্তিলতা বসু রায়, বিদ্যাময়ী হাইস্কুল ময়মনসিংহ। ৩। রেণুকণা দাসগুপ্তা, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা। ৪। সুধা রায় চৌধুরী, ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ৫। রামালুদ্দী ঐ। ৬। কমলা বসু, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা। ৭। মনোরমা দাসগুপ্ত ঐ। ৮। লীলাবতী ঘোষ ঐ। ৯। শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাময়ী হাইস্কুল ময়মনসিংহ। ১০। সলিলা মজুমদার, ডাইওসিসান কলেজিয়েট।

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২১)

লীলা আসিবার কয়েক দিন পরে যামিনীবাবু বলিলেন, "স্থানীয় সিভিল-সার্জ্জনকে একবার আনিয়া লীলাকে দেখান হউক্। ডাক্তারটী নবীন হইলেও চিকিৎসা-বিদ্যায় অতিশয় বিচক্ষণ। রোগনির্ণয়ে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। অল্পদিন হইল তিনি এখানে বদ্‌লী হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার নাম-ডাক চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "তা'তে আর আমার আপত্তি কি? এত ডাক্তার দেখালুম্, কেউ ত কিছু কর্‌তে পার্‌লে না! তোমার কাছে এনে ফেলেছি, দেখ ভাই, তুমি যদি আমার লীলাকে বাঁচাতে পার।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল!

পরদিবস যামিনীবাবু স্বয়ং 'সিভিল সার্জ্জনে'র নিকট গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। এবার কিন্তু লীলা তাঁহার অবাধ্য হইল। সে ডাক্তার দেখাইতে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে বলিল, "না কাকা, আর আমি কা'রও ওষুধ খাব না। বাঁচ্‌বার আর আমার সাধ নেই।"

যামিনীবাবু অনেক বুঝাইলেন, কত আশ্বাস দিলেন, কিন্তু লীলা কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিল না। অবিনাশবাবু আসিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু লীলা এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, কিছুতেই সে ঔষধ খাইবে না। পিতার কথাও সে শুনিল না। পিতাকে সে বলিল, "বাবা, ওষুধ ত ঢের খেয়েছি; ওষুধ খেয়ে আর কিছু হবে না। ডাক্তারে আর আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। এখানকার জল-হাওয়ায় আমি আপনিই ভাল হব।"

ঠিক্ এই সময়ে ডাক্তারসাহেবকে সঙ্গে লইয়া সুহৃৎ সেই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। অবিনাশবাবু চিন্তিত হইলেন যে, তিনি ডাক্তারকে কি বলিবেন্। ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া কিরূপে বলিবেন, "রোগী দেখাইব না, তুমি ফিরিয়া যাও?"—অতিশয় বিরক্ত হইয়া তিনি কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

লীলা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিয়াছিল। ডাক্তারসাহেবের আগমন সে দেখিতে পায় নাই। ডাক্তারসাহেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তকের টুপিটি খুলিয়া কক্ষস্থ টেবিলের উপরে রাখিলেন এবং রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে পালঙ্কের উপরেই উপবেশন করিলেন।

সুহৃৎ বলিল, "দিদিমণি! ডাক্তার-সাহেবকে একবার হাতটা দেখান্!"

লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমরা সবাই মিলে আমাকে ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে, দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

সুহৃৎ বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে গিয়া লতিকাকে ডাকিয়া দিল। লতিকা তাহার স্বভাব-সিদ্ধ চঞ্চলগতিতে আসিয়া লীলার মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার চম্পককলিকাবৎ অঙ্গুলিগুলি ধীরে ধীরে লীলার রুক্ষ চুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নাড়িতে লাগিল। মুখখানি নত করিয়া লীলার মুখের উপর মুখ লইয়া গিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদিমণি! ডাক্তার-সাহেব এসেছেন্, একবার তাঁকে হাতটা দেখাও না, ভাই!"

লীলা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "লতি! অনেক ওষুধ খেয়েছি;—ওষুধে আর আমার কিছু হবে না। ডাক্তারে আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। আমার রোগ আরাম করবেন্ যম।"

লতিকা ক্ষণেক স্তব্ধ হইল; তাহার পর বলিল, উনি খুব ভাল ডাক্তার, ওঁর ওষুধ খেলেই তুমি সেরে উঠ্‌বে, দিদি!"

লী। লতি! সব জানিস্ ত ভাই, সারবার আর আমার ইচ্ছে নেই। এখন মরণ হলেই আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়। তোরা আমার মৃত্যুতে আর বাধা দিস্ নে!

লতি। দিদিমণি! ডাক্তারসাহেব যে তোমার বিছানায় ব'সে রয়েছেন্;—একবার তাঁকে না দেখালে কি হয়?

এইকথা শুনিয়া লীলা মাথার কাপড় টানিয়া দিল। পার্শ্বপরিবর্ত্তনও করিল না, ডাক্তারসাহেবকে হাতও দেখাইল না।

ডাক্তারসাহেব এতক্ষণ উভয়ের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। লীলার কথা শুনিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন্। মানুষ ইচ্ছা করিয়া কে মরিতে চাহে! কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক্, আর যাহাতেই হউক্, তিনি লীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মানুষের জীবন অমূল্য! জগতে বাঁচ্‌বার জন্য সকলেই চেষ্টা ক'রে থাকে। আপ্‌নি এমন অমূল্য জীবন নষ্ট কর্‌তে চাইছেন্ কেন?"

এ কি!—এ কা'র কণ্ঠস্বর! এ স্বর ডাক্তার কোথায় পাইলেন্? এ স্বর যে লীলার চিরপরিচিত! এ ধ্বনি যে তাহার হৃদয়মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে! লীলা তীরবৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া, অনিমেষদৃষ্টিতে ডাক্তারসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মস্তকের কাপড় খুলিয়া পড়িয়া গেল, অঙ্গের বসন শ্লথ হইয়া গেল, সেবিষয়ে যে তাহার লক্ষ্য নাই! সে যে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল! তাহার সেই কোটরগত চক্ষুর সেই বিস্ফারিতদৃষ্টি দেখিয়া ডাক্তারসাহেব আরও বিস্মিত হইলেন্। লীলা ক্ষণেকমাত্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লম্ফ দিয়া পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিল, দুই বাহুর দ্বারা ডাক্তারের চরণযুগল

জড়াইয়া ধরিল। যেন কোথা হইতে তাহার ক্ষীণ অস্থিপঞ্জরসার দেহে দৈবশক্তি আসিয়া সঞ্চারিত হইল।

লীলা তাঁহার পা-দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমার আরাধ্য দেবতা! এতদিনে কি দাসীর তপস্যা সফল হ'ল? যদি দয়া ক'রে দেখা দিলে, তবে আমায় ক্ষমা কর!"

সে-স্পর্শে ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত হইল, তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি!! লীলা! ওঃ!—তুমি এমন হ'য়ে গেছ!"

লীলা তখনও তাঁহার পা-দুইটী জড়াইয়াছিল।—সেই ভাবেই সে বলিল, "বল, দাসীকে ক্ষমা কর্ব্বে? বল, আমায় গ্রহণ কোর্ব্বে?"

তখন সুধীর অতিযত্নে লীলার হাত-দুইখানি ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইল এবং বলিল, "লীলা! দোষ তোমার নয়, দোষ আমারই! আমিই তোমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

লতিকা এতক্ষণ গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ ওনিস্পন্দভাবে কাণ্ডখানা কি, তাহাই দেখিতেছিল। সুধীর যখন লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইল, লতিকা তখন ছুটিয়া গিয়া তাহার বাবাকে ও জেঠা-মহাশয়কে সংবাদ দিয়া আসিল যে, ডাক্তারসাহেব আর কেহ নহেন্;—তাহাদেরই জামাইবাবু!

দার্জ্জিলিঙ্গে যখন পতিপত্নীর এইরূপে মিলন হইল, তখন লীলার চেহারা দেখিয়াই দুঃখে অনুতাপে সুধীরের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। হায়! সে এ কি করিয়াছে! এ কি ঘোর নিষ্ঠুরের ন্যায় সে কার্য্য করিয়াছে! ক্রোধের বশীভূত হইয়া সে যে স্ত্রী-হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে! তাহারই জন্য যে লীলার এ দশা হইয়াছে তাহা লীলা ও লতিকার কথা শুনিয়াই সে বুঝিয়াছিল। এখন সে ভাবিল, "হায়! কি করিলে আমার লীলাকে আবার পূর্ব্বের মত দেখিতে পাইব? কি করিলে লীলার পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে! কিরূপে তাহার জীবন-রক্ষা হইবে?" এই ভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সেইদিন হইতেই সুধীর সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লীলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন নিশীথে নির্জ্জনে নতজানু হইয়া ভগবানের নিকটে সে লীলার জীবনভিক্ষা মাগিত। সুধীরের সহবাসে, সুধীরের শুশ্রূষায় ও চিকিৎসায়—এবং সর্ব্বোপরি সুধীরের অকপট প্রেমলাভ করিয়া লীলা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল।

(২২)

এতদিনে লীলার তপস্যা সফল হইয়াছে। এতদিনে তাহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আজ লীলার মত জগতে সুখী কে? লীলার একটী পুত্রসন্তানও হইয়াছে। বৃদ্ধ হরনাথবাবু দিবারাত্র সেই শিশুটীকে বুকে করিয়া থাকেন্; আবার 'মা' লইয়া শিশুর সহিত ঝগড়াও করিয়া থাকেন। শিশু বলে, "আমার্ মা",—বৃদ্ধ বলেন "আমার মা"। শেষে ঝগড়ার মীমাংসা করিবার জন্য উভয়ে লীলার কাছে আসিলে বৃদ্ধ বলেন, "বল ত মা! তুমি কার মা?" শিশুও তখন তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

হাত-দুইখানির দ্বারা মাতার কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া বলে, "বল ত মা, তুমি কাল্ মা ?"

লীলা উভয়ের সে ঝগড়া দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত; হাসিয়া বলিত, "দু'জনেরই"। তখন উভয়ের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইত। লীলার সেবা-যত্নে হরনাথবাবু এবং সুধীর উভয়েই মুগ্ধ! বিস্তর দাসদাসী সত্ত্বেও লীলা স্বামী ও শ্বশুরের সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে করে। লীলার কাজ দেখিয়া উভয়েই বিস্মিত হ'ন্। বড় লোকের মেয়ে যে এমন সুন্দর পরিপাটিরূপে গৃহকার্য্য করিতে পারে, তাহা তাঁদের ধারণাই ছিল না।

লীলার প্রতি এতদিন সুধীরের কি ভুল বিশ্বাসই ছিল! লীলার প্রতি সে কি অন্যায় ব্যবহারই এতদিন করিয়াছে! ইহা ভাবিয়া সুধীর লজ্জায়, ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইত। তাহার সেই পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সে সর্ব্বদাই লীলার কাছে অনুতাপ করিত। লীলা কিন্তু একটী দিনও এজন্য সুধীরকে কোন কথা বলে নাই। সুধীর নিরুদ্দেশ হইবার পরে সে কিরূপে দিন কাটাইয়াছিল, কি-প্রকারে যামিনীবাবুর সঙ্গে কমলাপুরে গিয়াছিল, এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি করিয়াছিল, কেবলমাত্র সেই কথাই বলিয়াছিল। তাহা শুনিয়া ও ভাবিয়া সুধীর আরও লজ্জিত হইত। এমন সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সে কি না পরস্ত্রীতে লোভ করিয়াছিল! ছিঃ! সে কি নির্ব্বোধের কাজটাই করিয়াছে! লীলার এই প্রাণভরা ভালবাসার বিনিময়ে সে কি না, কেবল ঘৃণা উপেক্ষা দান করিয়াছে! বড়লোকের মেয়ে বলিয়া একটা ব্যর্থ ক্রোধ ও অভিমানে তাহাকে জড়িত করিয়াছে! এই কি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় ?

যাহাহউক লীলার প্রগাঢ় পবিত্র প্রেমে সুধীরের জ্বালাময় হৃদয় ক্রমে শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে বুঝিল, এতদিন সে অমৃত-পরিত্যাগ করিয়া হলাহল-পান করিতে যাইতেছিল।

কার্য্যোপলক্ষে সুধীর যখন যে-দেশে বদলি হইয়া যাইত, সেইখানেই সে পিতা ও স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিত।

সুধীর একদিন হাঁসপাতাল-পরিদর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, একপদ মাটীতে ও একপদ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় অতিক্রতপদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে 'লেডী ডাক্তার' মিসেস্ সেন দূর হইতে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মিষ্টার রায়! অনুগ্রহ ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, বিশেষ আবশ্যকতা আছে।"

সুধীর দাঁড়াইয়া বলিল, "কি আবশ্যকতা ?"

ততক্ষণে মিসেস্ সেন সুধীরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "কাল আমার ওয়ার্ডে একজন রোগী এসেছে, তার সর্ব্বাঙ্গে পচা ঘা। একটা পা, ঘায়ে পচে গেছে বলে আমার অনুমান হচ্ছে। তার শরীর যে রকম দুর্ব্বল তা'তে তা'র দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ কর্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না। কিন্তু অস্ত্র না কর্‌লেও ত ঘায়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি হবে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে একবার দেখবেন্ চলুন্। আপনি না দেখলে আমি তা'র চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌ছি না।"

"চলুন্" বলিয়া সুধীর মিসেস্ সেনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন্।

ঘায়ে মাছি বসিবার আশঙ্কায় মিসেস্ সেন রোগিণীর গাত্রে একখানি বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার অবস্থা অতি ভয়ানক! দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কখনও তাহার চৈতন্য রহিত হইতেছিল, আবার কখনও বা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে বিকট চিৎকার করিতেছিল; মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার অসংলগ্ন প্রলাপ বকিতেছিল। সুধীর তাহার অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন; দেখিয়া বলিলেন, "এর জীবনের আশা খুবই কম! হয় ত অস্ত্র কর্‌বার সময়েই মারা যেতে পারে, কিন্তু তা'বলে ত অম্‌নি ফেলে রাখা যায় না! আমাদের কর্ত্তব্য কাজ আমরা করি, তারপর জীবন-মরণ ভগবানের হাতে। আপনি একজন নার্সকে ডাকুন্।"

'নার্স' আসিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিল। সুধীর অস্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিলে, মিসেস্ সেন তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুধীর অস্ত্র-গ্রহণ করিয়া আর একবার তাহার পা-টা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইলেন। রোগিণী তখন চৈতন্যলাভ করিয়াছিল। সুধীরের হাতে অস্ত্র দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কাতর কণ্ঠে বলিল, "সুধীরবাবু, সুধীরবাবু! রক্ষা করুন্, আপনার পায়ে পড়ি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঢের হয়েছে, আর আমাকে কেটেকুটে যন্ত্রণা দেবেন্ না।"

সুধীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন! কে এ রমণী! যেন পরিচিতের ন্যায় কথা বলিল! কে এ! এরূপভাবে তাঁহার সহিত কেহ ত কথা কহে না! "ডাক্তার সাহেব" বা "মিষ্টার রায়"-নামেই তিনি অভিহিত হন্। এমন করিয়া সেকেলে নাম ধরিয়া 'সুধীরবাবু' বলিয়া ডাকিতেছে, এ ব্যক্তি কে?

রমণী বলিল, "আপনি আমাকে চিন্তে পারেন্ নি, বোধ হয়। না পার্‌বারই কথা! পাপে আমার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে।"

সুধীর যথার্থই রমণীকে চিনিতে পারে নাই। সে অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে তুমি? কেনই বা তোমার এমন অবস্থা হয়েছে?"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "হা ভগবান্! সে অনেক কথা। মনে ক'রে ছিলুম, সে-কথা কা'কেও বল্‌বো না, কিন্তু এখন দেখছি, আমার সে পাপকাহিনী প্রকাশ না কর্‌লে মৃত্যুতেও আমার শান্তি হবে না। তাই আপনাকে বল্‌ব! সব কথা বল্‌ব!"

সুধীর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

রমণী যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "এখনো আপনি আমায় চিন্‌তে পারেন্ নি?—আমি—বিভা।"

সহসা গৃহমধ্যে যদি বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও সুধীর এত ভীত হইত না। পথিক হঠাৎ সম্মুখে কালসর্প-দর্শনে যেরূপ চমকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হয়, সুধীর ভয়ে ও বিস্ময়ে সেইরূপ চমকিত হইয়া দুইহস্ত পশ্চাতে ফিরিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে ছুরিকা স্খলিত হইল। সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া তাহার গাত্র হইতে ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। "ওঃ!

—এই রোগক্লিষ্টা অনাথা রমণী—বিভা! বিভার এই দশা! যে বিভার উজ্জ্বল রূপের ছটায় নয়ন-মনঃপ্রাণ মুগ্ধ হইত, যাহার লাবণ্যময়ী দেহকান্তি শারদ-জ্যোৎস্না বলিয়া অনুভূত হইত, তাহারই আজি এই দুর্দ্দশা! সেই সুন্দর সুকোমল দেহ আজি গলিত—ক্ষতপূর্ণ—দুর্গন্ধযুক্ত!" সুধীর ক্ষণ-পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "কেন তোমার এমন দুর্দ্দশা হয়েছে, বিভা! অতুল কোথায়?"

বিভা বলিল, "হায় সুধীরবাবু! এ সংসারে বালবিধবার আপনার জন কোথায়? বাল-বিধবার জুড়াবার স্থান কোথায়? এখন তাই ভাবি কেন সহমরণ প্রথা উঠে গেল! এমন তিল তিল ক'রে দগ্ধে মরার চেয়ে চিতার আগুনে পুড়ে মরা যে সহস্রগুণে ভাল ছিল। লাহোর থেকে এসে দিনকতক সকলের আদর-যত্ন পেয়েছিলাম; বেশ ছিলাম! তার পরেই দিন দিন আমি সকলের গলগ্রহ-সকলের চক্ষু-শূল হ'লাম। আত্মীয়বন্ধুর দিবারাত্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কি করব? আমি বিধবা, আমি পরাধীন, এ সংসারে আমার মুখ চাইতে কেউ নাই! দাদাও আর আগের মতন ভাল-বাস্‌তেন না। দোষে বিনা দোষে তিনিও অযথা তিরস্কার করতেন। অপর সকলে যে যা বলে তাতে তত কষ্ট হত না, কিন্তু দাদার কাছে বিনা কারণে গালাগাল খেলে আমার ভারী কষ্ট হ'ত। কিন্তু বিধবার গালাগালি খাওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে চিরপরাধীন। বাঙ্গালীর বিধবা পরের গলগ্রহ হয়ে না থাকলে তাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের যে কোন উপায়ই নেই! নির্জ্জনে ব'সে কত কেঁদেছি, মৃত্যুর জন্য ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা ক'রেছি, কিন্তু হতভাগিনীর কথায় কেউ কর্ণপাত করেন্ নি! এক এক সময়ে মনে হ'ত আত্মহত্যা ক'রে এ যন্ত্রণার হাত হতে নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে এই সকল ছিল, তাই আত্মহত্যাও করতে পারলুম্ না! যখন আমার এই রকম অবস্থা, তখন পাড়ার একটা লম্পটের কুহকে প'ড়ে আমি নিজেই আমার নরকের পথ পরিষ্কার করলুম্। তার প্রলোভনে, তার কপট প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আমি গৃহত্যাগ করে তার সঙ্গে এখানে এলুম্। কিছুদিন পরে তার লালসা পূর্ণ হলে, সে আমায় পরিত্যাগ করে চ'লে গেল। তখন আমি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ-লাম্। কি করব, কোথায় যাব,—কে আমায় স্থান দেবে? ভেবে কিছুই স্থির করতে পারলুম না। লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে চাইলুম, কিন্তু আমার চরিত্র ভাল নয় ব'লে তাও কেউ রাখ্‌ল না। তখন, কি বল্‌ব, পেটের দায়ে যে কুকাজ করেছি, যে পাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি,—তার ফলভোগও ঢের করেছি। সে সকল কথা আর আপনার শুনে কাজ নেই। তারপরে এই এক বৎসর ধ'রে এই রোগ ভোগ কচ্ছি। আমার এমন একটী পয়সা নেই যে, এক পয়সার মিছরী কিনে খাই। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হ'ত, বড় খিদে পেতো,—কিন্তু এখন আর তা হয় না। আর আমার খিদে তেষ্টা নেই, সব গেছে—এখন প্রাণটা গেলেই বাঁচি!"

বিভার কথা শুনিতে শুনিতে সুধীরের নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। হায়! অভাগিনী বঙ্গরমণী! এক-

পদভ্রষ্ট হইলে আর তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তাহাদিগকে ধরিয়া উন্নত করিবার সমাজে কেহ থাকে না! সমাজ ঘৃণায় তাহাকে পদদলিত করে, তাহাকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! দশজনে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, আত্মীয় বন্ধুর নিকট আর তাহার স্থান হয় না! কিন্তু যে-সকল নরপিশাচ অবলীলাক্রমে অবলা রমণীর এই দুর্দ্দশার কারণ হয় তাহারা অনায়াসে, সদর্পে, সসম্মানে সমাজের শীর্ষ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে! অহো আমাদের স্বার্থপর সমাজ! সুধীর মনে মনে ভাবিল, "অতুল এখন কোথায়? বালবিধবা ভগিনীর দুর্দ্দশা একবার স্বচক্ষে দেখিল না! সে যে বড় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল—বিধবা ভগিনীর বিবাহ দিয়া সমাজে পতিত হইতে পারিব না। ভগিনীকে আদর্শ ব্রহ্মচারিণী করিবে। তাহার সে গর্ব্ব এখন কোথায়? আপনারা বিলাস-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সংসারানভিজ্ঞা অবলা বালবিধবাকে নিষ্কাম ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া!!"

বিভা আবার বলিতে লাগিল, "আমার অবস্থা দেখে ঘৃণায় কেউ আমার কাছে আসে না, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলে একটু জলও কেউ দেয় না কতকগুলি লোক দয়া ক'রে কাল আমাকে এখানে রেখে গেছে। কিন্তু আর আমার শেষ হয়ে এসেছে, আর আপনাদের কষ্ট দোব না। আমার পাপের ফল এখানে অনেক ভোগ করলুম্। জানি না, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এর চেয়েও আরো কত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেতে হবে!" বলিতে বলিতে বিভার প্রাণবায়ু তাহার পাপপঙ্কিল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। তাহার প্রাণশূন্য পুতিগন্ধময় গলিত দেহ শয্যার উপর পড়িয়া রহিল!

বিভার শোচনীয় মৃত্যু দর্শনে সুধীর অত্যন্ত কাতর হইল। সুধীর সেই গৃহে নতজানু হইয়া করযোড়ে উর্দ্ধমুখে বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্! হে প্রভো! শুনেছি, তুমি অনন্ত করুণাময়! অবলাকে ক্ষমা কোরো! তা'র পাপরাশি ধৌত করে তোমার অমৃতময় চরণে তাকে স্থান দিও। তোমার শান্তিধামে গিয়ে তা'র পাপতাপপূর্ণ আত্মা যেন শান্তি ও নির্ম্মলতা লাভ করে!"

বিভার মৃতদেহের পার্শ্বে তিনি বহুক্ষণ এইরূপে বসিয়াছিলেন্। মিসেস্ সেন তাহাকে না ডাকিলে, বলা যায় না, আরও কতক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইত। (সমাপ্ত)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

প্রার্থনা।

আজ্‌কে যারা দিচ্ছে ব্যথা
অকারণে,
তাদের তুমি বিচার কর
এ ভুবনে!
জতুগৃহ দীনের তরে
রচ্‌ল যারা অকাতরে,—
ফুলের বন জ্বালিয়ে দিল
দাবানলে,—
তাদের তুমি বিচার কর
আঁখিজলে!

ন্যায়ের রাজা দয়াল তুমি
দীননাথ,
সইবে আজ্ সতীর বুকে
বজ্রাঘাত?
আজ্‌কে যারা বিষ শ্বাসে
কর্‌ল মরু সুতের বাসে,—
দল্‌ছে যারা নিরুপায়ে
দর্প ভরে,—
তাদের তুমি বিচার কর
তব করে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 660. August, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৬০ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২৫। আগষ্ট, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বরষা।

বরষা নেমেছে প্রাণে,
আজিকে পরাণ গাহে কোন্ গান
পরাণ শুধু তা জানে!
গুরু গুরু মেঘ করে গরজন,
গগনে ফিরায় আঁখি পুরজন,
কাননে বদ্ধ কোকিল-কূজন
মধু-বন্ধুর ধ্যানে!
ঝিম্ ঝিম্ তালে, ঝর ঝর সুর
শীতল হৃদয় তৃষিত মরুর,
মাধবী অঙ্গে পরশ-প্রচুর,
লাজানত সাবধানে!

আজিকে পরাণ গাহে কোন্ গান
পরাণ শুধু তা জানে!
নিবিড়-নীলার কুন্তল-দল
পরাণে জাগায় নীল-উৎপল,
কোমল ছায়ায় ধরণীর তলে
অরূপ শান্তি আনে!
ফুটিছে স্বতঃই মল্লার তান
গুরু গম্ভীর মন্দর-গান,
বরষের আজি অমৃত-সিনান
অভিষেক-সম্মানে!
বাজিছে মৃদঙ্গ সাথে তানপুর,
ধরেছে সে সুর প্রাণে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৬)

পরদিন সকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমিতা হাঁসপাতালে গেল। 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র বাহিরে চার্ম্মিয়ানের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। চার্ম্মিয়ান্ স্বভাবসিদ্ধ হাস্যপ্রফুল্ল মুখে 'সুপ্রভাত' অভিনন্দন করিয়া বলিল, "তুমি ক'দিন হাঁসপাতালে আস নি, হাঁসপাতাল্‌টা আমার ভালই লাগ্‌ত না!"

সকৌতুকে নমিতা বলিল, "বটে! আমার অদৃষ্ট ভাল—!"

দত্তজায়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিলেন;—হাসিতে হাসিতে পরিষ্কার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "কি গো নমিতা মিত্র যে! তুমি আবার হাঁস্‌পাতালে এলে কি রকম?"

নমিতা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? আজ যে আমার 'জয়েন্' কর্‌বার দিন!—কি হয়েছে?—"

দত্তজায়া বলিলেন, "আমি ভেবেছি, তুমি আর আস্‌বেই না!"

নমিতা আরও বিস্মিত হইল; বলিল, "এ রকম ভেবে নেওয়ার কারণ?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "কারণ ডাক্তারসাহেবের কাছে শোন গে; তিনি ডাক্‌ছেন্ তোমায়।—বলি, সুরসুন্দর তেওয়ারী যে 'মেডিসিন ষ্টকে'র 'চার্জ্জ' বুঝিয়ে দিয়ে পিট্‌টান্ দিলে!—কি রকম চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়েছে জান?"

হতভম্ব হইয়া নমিতা বলিল, "আমি কি করে জান্‌বো? আজ সাতদিন ত আমি—।"

পৈশাচিক উল্লাসে ক্রূর-হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "প্রায় হাজার টাকার ওষুধ, আর অস্ত্র চুরি করে নিয়ে গেছে! সে এখন বড়লোক!—ভাল, তোমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, আর তোমায় বলে গেল না যে বড়!—"

নমিতা রুষ্ট হইয়া বলিল, "মিসেস্ দত্ত, আপনার এ কি রূঢ় পরিহাস!"

সঙ্গে সঙ্গে চার্ম্মিয়ানও তীব্রস্বরে বলিল, "যথার্থই, এ রকম কদর্য্য ব্যঙ্গ আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

একটা বাদানুবাদ বাধিবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময় দ্বারবান্ আসিয়া সেলাম করিয়া নমিতাকে বলিল, "ডাংদার সাব্ আপ্‌কো জরুর বোলাবেন্ হো; উপরমে চলিয়ে।—"

নমিতা চমকিল। সত্যই ডাক্তার-সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছেন্! কেন?...চার্ম্মিয়ানের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "স্মিথ্ কোথা?"

চার্ম্মিয়ান্ বলিল, "তিনি মফঃস্বল গেছেন, আজ এ বেলা আসবেন্ না; ও-বেলা আস্‌বেন্। বাস্তবিক, ডাক্তার-সাহেব তোমায় ডাক্‌লেন্ কেন? চল ত, ব্যাপার কি দেখে আসি।"

দ্বারবান্ সেলাম করিয়া বলিল, "জী, কোইকো যানে মানা। আপ্‌লোক ওয়াড্ পর

বাইয়ে ; আপনে কাম দেখিয়ে, সাহেব বোল্ দিয়া।"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে নমিতা চার্ম্মিয়ানের মুখ-পানে চাহিলে চার্ম্মিয়ান্ বিস্ময়- ও বিরক্তি-পূর্ণ ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "বেশ ত, তুমি যাও না। শুনে এস ত কি বলেন।"

চলিয়া যাইতে যাইতে মিসেস্ দত্ত বলিলেন, "হাঁ হাঁ, খবরটা আমাদের দিয়ে যেও গো মিস্ মিত্র!" এই বলিয়া প্রচ্ছন্নশ্লেষে হাসি হাসিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন্। চার্ম্মি-য়ান্ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

নমিতা দ্বারবানের সহিত বরাবর ত্রিতলে সাহেবের 'অফিস'-ঘরে আসিল। ডাক্তার-সাহেব সেই তিনি,—মিঃ জ্যাকসন্। টেবিলের কাছে বসিয়া তিনি তামাকের পাইপ টানিতেছেন্। পার্শ্বে তাঁহার ক্লার্ক কতকগুলি কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; অদূরে দুইখানি চেয়ারে দুই ডাক্তার—সত্যবাবু ও প্রমথবাবু—চুপ করিয়া বসিয়া আছেন্।

নমিতা আসিয়া অভিবাদন করিল। ডাক্তার-সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন ; তারপর গম্ভীরমুখে বলি-লেন, "তুমিই তৃতীয় নার্শ—নমিতা মিত্র ?"

নমিতা বলিল, "হাঁ স্যর !"

ডাক্তার মিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি নমিতাকে বলিলেন, "কাল তুমি সন্ধ্যা-বেলা এঁর বাড়ী গেছ্লে ? আমি তোমাকেই এঁর বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি, কেমন ?"

নমিতা পুনশ্চ বলিল, "হাঁ স্যর !"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "উত্তম ! দাঁড়িয়ে কেন ? ঐ টুলে বস।" দ্বারবানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন, "উ লোককো বোলাও।"

দ্বারবান্ সরিয়া গেল ; ক্ষণপরে দুইজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "দ্যাখ ত, এ লোক-দু'জনকে চেন ?—"

নমিতা চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "না।"

ডাক্তার-সাহেব কেরাণীকে ইঙ্গিত করিলে সে পার্শ্বে টুলে বসিয়া লিখিতে লাগিল। নমিতার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।—এসব জবানবন্দী গৃহীত হইতেছে কিসের ?

ডাক্তার-সাহেব আবার বলিলেন, "আচ্ছা, বল, এদের সঙ্গে তোমার কোনরূপ শত্রুতা আছে ?"

ন। না মহাশয়।

ডা। ঠিক্ বল।

ন। না মহাশয়, আমি এদের আদৌ চিনি না ; শত্রুতা অসম্ভব।

"উত্তম"—এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব সেই লোক-দুইজনের পানে চাহিয়া হিন্দীতে যথা-ক্রমে তাহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোককে চেন ?"

উভয়েই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, তাহারা চিনে। বিস্তর প্রশ্নোত্তরের পর উভয়ে সাক্ষ্যদান করিল যে, নমিতার বাড়ীর নিকট যে 'হোটেলে' তাহারা পাচক ও ভৃত্যের কাজ করে, সেই হোটেলে হাঁস্পাতা-লের হেড্ কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দর তেওয়ারী

আহারাদি করিত ও থাকিত। ভৃত্য বলিল, সেই হোটেলের কাজ সারিয়া রাত্রি বারটার পর বাড়ী ফিরিবার সময় দুইদিন সে দেখিয়াছে যে, সুরসুন্দর তেওয়ারী গভীর রাত্রিতে চোরের মত চুপি চুপি নমিতার বাড়ীতে ঢুকিতেছে। পাচক বলিল, সে হোটেলে উনান ধরাইবার জন্য খুব ভোরে বাড়ী হইতে আসে। সেও একদিন দুইদিন নহে, চার পাঁচ দিন দেখিয়াছে, সুরসুন্দর শেষ-রাত্রে চুপি চুপি নিঃশব্দে নমিতার বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, ইত্যাদি।

ডাক্তার-সাহেব তাহাদের বিদায় দিয়া, নমিতার পানে চাহিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেমন? ইহাদের কথা সত্য?"

নমিতা দেখিল মাথার উপর প্রলয়ের বজ্র গর্জ্জাইয়া আসিয়াছে। আজ এখানে দমিলেই সর্ব্বনাশ! স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ-নমনীয় কোমলতা লইয়া ভীরুতা দেখাইবার স্থান ইহা নহে!—মাথা ঠিক্ করিয়া দৃঢ়-নির্ভীক স্বরে সে বলিল, "শুনুন্ স্যর, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল্‌ছি, সুরসুন্দর তেওয়ারী কোনও অসদভিপ্রায়ে আমার বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে নি।"

ডাক্তার-সাহেব দাঁতে পাইপ চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভাল, সদভিপ্রায়টা কি শুনি!—"

নমিতা বলিতে লাগিল, "আমার বাড়ীতে একটি ভৃত্যের অত্যন্ত অসুখ হয়েছিল। আমার মা রুগ্ন, দুর্ব্বল; ভাই-বোন্‌রা সবাই ছেলেমানুষ। সে চাকরটির সেবাশুশ্রূষা—"

ডাক্তার মিত্র হঠাৎ চেয়ার সরাইয়া, ডাক্তার-সাহেবের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কি বলিলে, সাহেব হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন এবং নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অত সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিবার অবসর আমার নাই। সংক্ষেপে শীঘ্র বল। ভাল, আমিই তোমায় সাহায্য কর্‌ছি। তোমার বাড়ীতে ভৃত্যের অসুখ করেছিল, সেবা-শুশ্রূষার সাহায্যের জন্য সুরসুন্দর তেওয়ারীর প্রত্যেক দিন রাত্রিতে সেখানে যাওয়া অত্যাবশ্যক হয়েছিল। কেমন? তুমি এই ত বল্‌তে চাও?" —এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব হাসিলেন্। ডাক্তার মিত্রও মুখ বাঁকাইয়া গর্ব্বভরে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন্। সত্যবাবু গম্ভীর-করুণ-নয়নে নমিতার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন্।

অপমানে ক্ষোভে নমিতার আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে বলিল, "সব কথা শুনুন, স্যর! আপনি 'নার্শ'দের 'ডিউটি'র দৈনিক হিসাব আনিয়ে দেখুন্, কোন্ দিন রাত্রিতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত আমাকে এই হাঁস্‌পাতালে কাজ কর্‌তে হয়েছে; আর কোন্ দিন কোন্ সময় সুরসুন্দর তেওয়ারী আমার বাড়ীতে গিয়েছিল; তা সাক্ষীদের ডেকে জেনে নিন্; তা হ'লে বুঝ্‌তে পারবেন্ আমার অনুপস্থিতির সময়েই সে আমার বাড়ীতে ছিল।"

চুরুটের পাইপে লম্বা টান দিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তুমি অল্পবয়স্কা হ'লেও খুব বুদ্ধিমতী, তা'র কোন সন্দেহ নাই। তুমি সকলদিক্ বাঁচিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করেছ, বুঝেছি। কিন্তু তুমি জান না, বোধ হয়, আমি তোমার মত বহুৎ নার্শ দেখেছি;

আর তোমার অনুগ্রহ-পাত্র সেই সুরসুন্দর তেওয়ারীর মতও বহুৎ কম্পাউণ্ডার দেখেছি। এদের দুরুস্ত কর্‌বার ঔষধ আমার কাছে বিলক্ষণ আছে!—ক্লার্ক, অর্ডার লেখ ......"

টেবিলের উপর হইতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া, নমিতার সম্মুখে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তোমাদের এই কুৎসিত কলঙ্ক-ব্যাপারের চাক্ষুষ সাক্ষীর মন্তব্য দেখ;—একটা দুইটা নয়, উপর্য্যুপরি তিন তিনটা বেনামী দরখাস্ত পেয়েছি। সে লোক এবার প্রকাশ্য সংবাদপত্রে এইসব ব্যাপারের আলোচনা করবে ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছে। কাজেই, আমার নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব। নার্শ, শুধু এই একটা হ'লে কথা ছিল। তোমার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আছে। তুমি মিছামিছি হাতে ক্ষত হওয়ার ছলনায় সাতদিন ছুটি নিলে, অথচ বাইরে তোমার 'ডাক্' জুটিয়ে দেবার লোকের অভাব হোল না, এবং সেখানে গিয়ে কাজ কর্‌তেও তোমার অসুবিধা হোল না, কেমন? যাক্, এও ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমার ভীষণ দুঃসাহস আমি কোন মতেই ক্ষমার্হ মনে করি না! এই ভদ্রলোক প্রমথবাবু, ইনি শিক্ষায়, সম্মানে—সর্ব্বতোভাবে তোমার উর্দ্ধ-স্থানীয়; বয়সেও তোমার মত যুবতীর পিতৃস্থানীয় নন্, এটা, বোধ হয়, তুমি স্বীকার কর।—তুমি কি উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে যখন্ তখন্ এঁর বাড়ীতে যাতায়াত কর? তা'র সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আমায় দিতে পার?—

ঘৃণায় উত্তেজনায় নমিতা অধীরভাবে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয়, সম্ভ্রম, সব সে ভুলিয়া গেল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। তীব্রস্বরে সে বলিল, "স্যর, জীবনে দু'দিনের বেশী ওঁর বাড়ীর চৌকাঠ পার হই নাই। তাও ওঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক-সুবাদে যাই নি। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে। তিনিই প্রথমে পত্র লিখে আমায় সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ করেন্। যদি বলেন, সে-পত্রও আমি এখনই—"

হাত তুলিয়া বাধা দিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "থাক্, তোমার গল্প-রচনার ক্ষমতা যখন এমন চমৎকার, তখন ইচ্ছামাত্রে একটা জালপত্র আবিষ্কার করা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়,—তা আমি জানি।"

ঘৃণায় নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। কষ্টজড়িত স্বরে সে বলিল, "স্যর, আপনি আমায় মিথ্যাবাদী মনে করেন্, ভাল; আমার সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক দেন্,—অথবা ডাক্তার-বাবুকেই পাঠান্, উনি ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে আসুন্।"

হা হা শব্দে হাসিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তোমার অদ্ভুত সাহস! তুমি আমাকেও বুদ্ধিকৌশলে পরাস্ত কর্‌তে চাও? কিন্তু তত আহাম্মখ আমায় মনে কোরো না।—আচ্ছা, ডাক্তারের পীড়িতা স্ত্রী অপেক্ষা সুস্থ-স্বচ্ছন্দ ডাক্তারই, বোধ হয়, সত্য সাক্ষ্য বেশী দিতে পারেন্,—কি বল? এটা আশা করা অন্যায় নয়?"

নমিতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ নিশ্চয়।—উনি উচ্চ-শিক্ষিত, সম্মানার্হ ভদ্রসন্তান। উনি কখনই মিথ্যা বল্‌বেন না—আমি আশা করি।"

উৎসাহিত ভাবে চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "ভাল ভাল, তুমি এঁর শিক্ষা ও ভদ্রতা সম্মানের বিষয় মনে কর ত? এঁর সাক্ষ্য সত্য ব'লে স্বীকার কর্‌তে তোমার আপত্তি নাই?"

ডাক্তার-সাহেবের এই উৎসাহের মূলে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে কি না, নমিতা ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইল না; অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিল, "হাঁ, ওঁর সাক্ষ্য কখনই মিথ্যা হবে-না।"

ডা-সা। ব্যস্, ডাক্তার মিত্র, বল। কি উদ্দেশ্যে এই নার্শ তোমার বাড়ী যাতায়াত করে, সুস্পষ্ট ভাষায় ওর মুখের ওপর প্রকাশ কর।

ডাক্তার-সাহেব চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একখানা লেখা কাগজ দেখিতে লাগিলেন্।

ডাক্তার মিত্র পরম বিনয়ের ভঙ্গীতে একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া নম্রভাবে বলিলেন, "স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা। যুবতীর চপলতা-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, আমাদের পক্ষে উচিত নয়।—"

ডাক্তার-সাহেব কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ডাক্তার মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে রেখো ডাক্তার, ই, বি, জ্যাকসন্ কারুর ত্রুটির প্রশ্রয় দিয়ে চল্‌বার পাত্র নয়। নিজের সহোদরকেও আমি ক্ষমা করি নি। স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে সেও একদা এমনই একটা কলঙ্কজনক মূঢ়তা প্রকাশ করেছিল বলে, আমি তাকে জেলে দিতেও কুণ্ঠিত হই নি।—অধস্তন কর্ম্মচারীরা ত কোন্ ছার!— সুন্দরী স্ত্রীলোকদের আমি এতটুকুও বিশ্বাস করি না। ঠিক্ জানি, তাদের দ্বারা সকল রকম অঘটন ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সকল ঘটনার সত্য-মিথ্যা আমি, কেবল মাত্র ঐ নার্শের সুন্দর মুখ দেখে বুঝেছি। অন্য সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন। তবে আইনের মান রেখে চল্‌ব। ন্যায়ানুমোদিত প্রমাণ চাই। বল, ডাক্তার, তুমি কি জান।"

ক্ষিপ্ত-উৎকণ্ঠায় নমিতার আপাদমস্তকে বিদ্যুৎ-ঝলক্ বহিয়া যাইতেছিল। রুদ্ধস্বরে সে বলিল, "বলুন্, ডাক্তারবাবু, ঈশ্বরের নামে শপথ করে সত্য বলুন্।"

ডাক্তার মিত্র কুণ্ঠিতভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেব রূঢ়স্বরে বলিলেন, "বল, আমার কাছে ত স্বীকার করেছ ডাক্তার! এই নির্লজ্জা দুশ্চরিত্রা নারী কি উদ্দেশ্যে তোমার কাছে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সত্য বল।"

ডাক্তার মিত্র চকিত কটাক্ষে একবার নমিতার পানে চাহিলেন; তারপর ডাক্তার সাহেবের দিকে চাহিয়া দ্রুতস্বরে বলিলেন, "আমায় করায়ত্ত করবার জন্য,—আমার চরিত্রধ্বংস করবার জন্য!—"

নমিতা দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। তাহার দৃষ্টি স্তম্ভিত-স্থির, মুখ পাংশুবর্ণ, রসনা অসাড় নিশ্চল!— একটা যন্ত্রণার শব্দ উচ্চারণ করিয়া লঘু হইবার ক্ষমতাও তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।—নমিতার মনে হইল, মৃত্যুর নিস্তব্ধ ভীষণতার দৃঢ় আবেষ্টনে সে যেন সজ্ঞানে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল! আর তাহার কোন চেষ্টা করিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি নাই!

ডাক্তার-সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার পানে একবার চাহিলেন, তারপর কোন কথা

না বলিয়া, খচ্ খচ্ শব্দে হুকুম নামায় সহি করিয়া ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; টুপী লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার মিত্রও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার সাহেবের ক্লার্ক শরৎবাবু উদাসীন নিশ্চিন্ত ভাবে টেবিলের কাগজপত্র গুছাইতে লাগিলেন; দু একবার আড়-চোখে চাহিয়া নিশ্চল নিস্পন্দ নমিতার অবস্থাটা দেখিয়া লইলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সত্যবাবু গালে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তারপর মুখ তুলিয়া ক্ষোভ মিশ্রিত তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "শরৎ, ছিঃ, মেয়েটার না-হ'ক্ লাঞ্ছনা করালে; তোমার হাতে এই সব কাগজ পত্র এসেছে,—আমায় কি কিছুই বল্‌তে নাই?—যদি পনের মিনিট্ আগে বল্‌তে, আমি তখনই গিয়ে ওকে সাবধান করে দিতুম।—ডাক্তার-সাহেব সস্‌পেণ্ড কর্‌বার আগেই ও রিজাইন দিয়ে সরে দাঁড়াতে পার্‌ত যে! ছিঃ!—"

নিতান্ত ভালমানুষীর সহিত শরৎ বাবু পরম গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি কর্‌ব ম'শায়, একেবারে সাহেবের হাতে এসে ওসব দরখাস্ত পড়েছে। আমার ওতে কোনই হাত ছিল না;—না হলে কি আমি চেষ্টা করি না?"

সত্যবাবু বলিলেন, "ও সাক্ষী দু'টি যোগাড় কর্‌লে কে?—"

শরৎবাবু মেঝের উপর হইতে সেই দরখাস্তখানি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "দরখাস্তেই ওদের নাম লেখা ছিল। তারপর সাহেব কখন লোক পাঠিয়ে ওদের এনে হাজির করিয়েছেন, আমি কিছুই জানি না।"

ডাক্তার সত্যবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যোগাড়ের জোরে দিনকে রাত করা যায়, দেখছি! হুঁ,—কলিকাল! দেবতারাও মরে রয়েছে রে!—"

নমিতার কাছে আসিয়া ডাক্তারবাবু তাহার দুইহাত ধরিয়া বলিলেন, "ওঠো মা, ওঠো! কি করবে বল, কপালের ভোগ!—মানুষের অত্যাচারের ওপর ভগবানের বিচার-ক্ষমতা আছে। প্রবল গায়ের জোরে দুর্ব্বলকে যতই নির্য্যাতন করুক্, কিন্তু চরম শাসন সেই ওপরওলার হাতে! যদি তাঁর চোখে নির্দ্দোষ থাক—"

নমিতা এতক্ষণে প্রাণের মধ্যে একটা আশ্বাসের সাড়া পাইয়া সচেতন হইল। নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্ত করে নত হইয়া সত্যবাবুকে নমস্কার করিল।

নমিতার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণ চেহারা দেখিয়া সত্যবাবু চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চশমা খুলিয়া, রুমালে চোখ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। নমিতা ক্লার্ক শরৎবাবুকে তেমনি নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তার সাহেবের লেখা হুকুম-নামাটি তুলিয়া লইয়া ধীর-পদে প্রস্থান করিল।

(২৭)

অসহ্য শূন্যতায় চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে!—আজ আর কোথাও কিছু নাই! দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনা দূরের কথা; সামান্য ঘৃণা অনুভবের শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এতদিন ধরিয়া কত শোক, দুঃখ, অপমান ব্যথার আঘাত সে অবিচল ধৈর্য্যে বহন করিয়া, অটুট তেজস্বী প্রাণ লইয়া, স্বচ্ছন্দে হাসি-

মুখে পৃথিবীতে নিজের কর্ত্তব্যপালন করিয়া আসিতেছে;—দুঃসহ শ্রমক্লান্তির অবসাদে, সহস্র দুঃখতাপের গুরুভারে অভিভূত হইয়াও একদিন তাহার ধৈর্য্যভঙ্গ হয় নাই;—চিরদিন আত্মচেতনাকে ঊর্দ্ধে, আনন্দলোকে একান্তভাবে লীন করিয়া দিয়া, নিভৃতে শান্তি পাইয়াছে; প্রাণের অবসন্ন-মলিনতা ঝাড়িয়া আবার প্রফুল্ল-সজীবতা ফিরিয়া পাইয়াছে; সুস্থ সবল হাস্যময় হৃদয় লইয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে শত কাজে খাটিয়াছে; কোনও দিন এতটুকু শ্রান্তি-বিরক্তির অনুভব করে নাই!......কিন্তু আজ! আজ এ কি হইল ভগবন্! হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিকে একেবারে ভীষণ আতঙ্কে স্তম্ভিত করিয়া দিলে? এ যে কল্পনাতীত অসহনীয় ব্যাপার!

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া নমিতা বাড়ীর দিকে চলিল; হাঁসপাতালে কাহারও সহিত দেখা করিল না; চার্ম্মিয়ানের সহিতও না! চরিত্র-কলঙ্কের জঘন্য-অপবাদলাঞ্ছিত, এই বিষাক্ত-বেদনাময়ী মূর্ত্তি লইয়া, আজ কাহারও সম্মুখে, কোন মানুষের সম্মুখে মুখ খুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকার তাহার নাই! নমিতা সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া, হাসপাতালের সীমা ছাড়াইল। ডাক্তার-সাহেব চারি দিক্ দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে সময় সকলেই ব্যস্ত-শঙ্কিত; নমিতার দিকে চাহিবার সুযোগ কেহই পাইল না।

বাড়ীর কাছে আসিয়া নমিতা দাঁড়াইল। ভিতর হইতে সুশীলের উচ্চচীৎকার আসিয়া কাণে পৌঁছিল। সে তাহার প্রিয়তম ছাগলছানাগুলিকে পরম আনন্দে ঘোড়দৌড়ের কৌশল শিখাইতেছে। বাড়ী ঢুকিতে আর নমিতার পা উঠিল না। মুহূর্ত্তে সুশীলের মুখ তাহার মনে পড়িল, বিমলের মুখ মনে পড়িল, সমিতার মুখ মনে পড়িল; তারপর সব শেষে মা'র মুখ মনে পড়িল!

চোখের সাম্‌নে সমস্ত জগৎটা যেন আকুল বেদনা-স্পন্দনে সুস্পষ্টরূপে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! নমিতা মূঢ়-বিহ্বল-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে ক্ষিপ্ত-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ গর্জ্জিয়া উঠিল,—ভুলাইয়া দাও ভগবন্,—সব মমতাভিমান ভুলাইয়া দাও! পৃথিবীর বিষাক্ত-শল্যবিদ্ধ এই দৃষ্টিশক্তি আজ নিরুপায়ভাবে তোমরই দিকে ফিরাইবার শক্তি দাও! পৃথিবী গায়ের জোরে, পার্থিবের যা কিছু 'ভাল', আজ সব কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু প্রাণের ভক্তিটা কাড়িয়া লইতে পারে নাই। তোমার উপর এই যে একনিষ্ঠ অবিচল বিশ্বাস, ভগবন্, আজ ইহাই দীনাত্মার একমাত্র সম্বল! ইহা বিধ্বস্ত হইতে দিও না!

যাক্, সব অভিমান দূর হউক্। এই লাঞ্ছনা-তাড়িত হীন জীবন লইয়া আবার শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, আবার সন্ধান করিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া, অন্নদাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে হইবে। আবার সাধারণ মানুষের মত খাইয়া, ঘুমাইয়া, নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতে হইবে।—উঃ ভগবন্, বড় অসহ্য কল্পনা-স্মৃতি!—এ সম্ভাবনা কি আর সহিতে পারা যায়! মস্তিষ্ক যে আজ ভীষণ আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে!...... শিক্ষার উপর তাহার অগাধ নিষ্ঠা, অটল শ্রদ্ধা, অপর্য্যাপ্ত সম্ভ্রম বোধ ছিল। সে শিক্ষার

সার্থতা আজ কি দেখিল ? কি ভয়াবহ বিশ্বাস-ঘাতকতা ! কঠোর ধিক্কারে বুক পিষিয়া যাইতেছে ;—বুঝি, আত্মনিষ্ঠার নির্ভরভিত্তিও আজ কৃতঘ্নতার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে ! আজ সব সাহস ফুরাইল !—হে সংসার, তোমার অসীম অত্যাচার-শক্তিকে প্রণাম ! আজ বলিবার কিছু নাই !

থানিকটা হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নমিতা স্মিথের কুঠির দিকে চলিল। ফটকের কাছে খানসামার সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, স্মিথ্ নমিতার জন্য একখানা পত্র ও খবরের কাগজ খানসামার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছেন। নমিতা ফটকের পার্শ্বে খোলা জমীটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে এস এথানে।"

খানসামা চলিয়া গেল ও একটু পরে স্মিথের লেখা একখানি পত্র ও খবরের কাগজখানা আনিয়া দিল। উৎফুল্লমুখে, সম্ভ্রমের সহিত সে বলিল, "পত্র পড়িয়া দেখুন,—একটা মঙ্গল-সংবাদ আছে।"

নমিতা উদাসভাবে হাসিল। না না, আজ পৃথিবীর কাছে কোন মঙ্গল-সংবাদ শুনিবার আশা নাই। সে চেষ্টা আজ ভয়ানক পাপ। থাক্ পত্র ! উহা পড়িবার প্রয়োজন কি ?

খানসামা নিজের কাজে চলিয়া গেল। নমিতা হাটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া, রৌদ্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বেলা দশটা বাজিল, এগারটা বাজিল, বারোটা—একটা বাজিল। বাবুর্চি ও খানসামারা কাজকর্ম্ম সারিয়া কুঠি হইতে বাহির হইল। তাহাদের বাহির হইতে দেখিয়া নমিতার সংজ্ঞা ফিরিল। সে নিঃশব্দে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। কাগজ ও চিঠিখানা হাতে ছিল, হাতেই রহিল।

নমিতার মাথার মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, কেমন যেন শীত করিতে লাগিল, পথে চলিতে চলিতে ভিতরে কেমন একটা কম্পের ঝোঁক্ আসিতে লাগিল। বাড়ী পৌছিয়া কোনও ক্রমে শয়নকক্ষের দিকে সে চলিল। পড়িবার ঘরে বিমলকে সে দেখিতে পাইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার সুন্দর মুখ লাল হইয়া গিয়াছে, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে তখনও বসিয়া মুখে কোঁচারকাপড় চাপা দিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। নমিতা হতভম্বের মত খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল ; তারপর ধীরে অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে নিজের শয়নকক্ষে আসিল। সমিতা সেখানে ছিল। নমিতা তাহাকে বলিল, "ওরে, বড় শীত কচ্ছে, সেলুন ! বিছানাটা ঝেড়ে দে ভাই, দাঁড়াতে পারছি নে।—"

সমিতা বিছানা ঝাড়িয়া দিল। নমিতার অত্যন্তই কম্প আসিতেছিল ; ঠোটগুলা শুদ্ধ ঘনবেগে কাঁপিতেছিল। চক্ষু চাহিয়া থাকাও তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। আপাদমস্তক লেপচাপা দিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। স্মিথের সেই পত্র ও কাগজ সে বিছানারই উপর ফেলিয়া রাখিল ; খুলিয়া দেখিল না।

সমিতা নমিতার শিয়রে বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে নমিতা ধীরকণ্ঠে সুধাইল, "সেলুন, তোমাদের খাওয়া হয়েছে ?"

স। হ্যাঁ, আজ রবিবার, আমরা সকাল সকাল খেয়েছি।

নমি। মার খাওয়া হয়েছে ?—

সমি। হয়েছে—।

নমি। কি কর্‌ছেন তিনি ?—

স। খানিকক্ষণ হোল সমুদ্র কম্পাউণ্ডার মেজদাকে বাইরে ডেকে কি-সব বলে গেল। মেজ-দা মার কাছে এসে চুপি চুপি সেই সব বল্‌লে।—মা সেই থেকে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন্, আর ওঠেন্ নি।"

"থাক্‌তে দাও" বলিয়া সহসা মর্ম্মভেদী আকুলতায় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা বলিল, "ভাগ্যে আজ বাবা বেঁচে নেই। উঃ! সেলুন, কারুর সাম্‌নে বেরিও না। ওরা ভাইয়ের মহত্ত্ব, ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে বোনের সাম্‌নে দাঁড়াতে শেখে নি।—না না, ভগবন্, প্রতিহিংসার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ দাও; মানুষের মুখ ভুলে যেতে দাও আজ!"

খানিকক্ষণ পরে বিমল আসিয়া শান্তভাবে নমিতার কাছে বসিল, কিন্তু নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। খবরের কাগজখানি নিঃশব্দে নাড়িয়া চাড়িয়া সে দেখিতে লাগিল। * * মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। যে কয়জন দেশীয়া মহিলা এবার সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, স্মিথ্ তাহাদের প্রত্যেকের নামের নীচে লাল-কালীতে দাগ দিয়া রাখিয়াছেন। কাগজের মাথায় নীল পেন্সিলে মোটা মোটা হরফে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, "নমিতার জন্য।"

বিমল চিঠিখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, খামের মুখ এখনও খোলা হয় নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "দিদি, স্মিথের চিঠিখানা পড়্‌বো কি ?—"

"পড়—" বলিয়া নমিতা শান্তভাবে চোখ মুদিল। বিমল পত্র পড়িতে লাগিল। একটু পরে উত্তেজিত ভাবে সে বলিল, "দিদি, স্মিথ্ কি লিখ্‌ছেন জান ? সুরসুন্দর তেওয়ারী—সে লক্ষপতির সন্তান।—শোন চিঠি—দিদি—শোন।—"

নমিতা দৃষ্টি খুলিয়া চাহিল। তাহার দৃষ্টি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত—অত্যন্ত-সুগভীর-ভাবময়। বিমলের উত্তেজনায় তাহার মুখে এতটুকুও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে অচঞ্চল, স্থির! বিমল পত্র পড়িতে লাগিল।—

"প্রিয় নমিতা,

রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, আমি শয়নের জন্য আসিয়াছি;—কিন্তু তোমাদের একটি সুসংবাদ না শুনাইয়া, ঘুমাইতে পারিব না, তাই পত্র লিখিয়া যাইতেছি। কাল ভোরে আমাকে কোন কাজের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে।

"সুরসুন্দর আজ ধরা পড়িয়াছে! সন্ধ্যার সময় আমার কুঠিতে সে আসিয়াছিল। ইতোমধ্যে তাহার এক টেলিগ্রাম এখানে আসিয়া পড়ে। সেই টেলিগ্রামেই সব রহস্য ধরিয়া ফেলিয়াছি। দুষ্ট বালকটি আজ অমার কাছে আত্মগোপন করিতে পারে নাই; সব পরিচয় খুলিয়া বলিয়াছে।

"সুরসুন্দরের পিতা প্রসিদ্ধ ধনবান্ ছিলেন। লাহোর, রাওলপিণ্ডি, কানপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত তাঁহার নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খাটিত। তারপর উপর্য্যুপরি কয় বৎসর ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। দেন-

দারের মৃত্যুতে, ঋণদাতৃগণ সুযোগ পাইয়া, নানা কৌশলে সমস্ত ব্যবসায়-সম্পত্তি আত্ম-সাৎ-করিয়া লয়।

"সুরসুন্দর তখন পনের বৎসরের বালক; কলিকাতায় কোন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত। সেইখান হইতে পড়াশুনা ছাড়িয়া সে উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হয়। তারপর লাহোর মেডিকেল স্কুল হইতে কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া, সে চাকরী লইয়া নানা স্থানে ঘুরিতেছে।

"শিক্ষাই শক্তি-সামর্থ্যের জনক। সুর-সুন্দরের মেজ ভাই দেবসুন্দর সম্প্রতি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। সে অত্যন্ত চতুর ও অধ্যবসায়ী; নানা কৌশলে বিপক্ষপক্ষের হাত হইতে গোপনে কাগজ-পত্র উদ্ধার করিয়া, তাহাদের বে-আইনি জাল জুয়াচুরী সব ধরিয়া ফেলিয়াছে। বিপক্ষগণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, সভয়ে ক্ষমা চাহিয়া, সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে স্বীকৃত হইয়াছে। কয় বৎসরের ব্যবসায়ের মুনাফায় ইহাদের পিতৃ-ঋণ পরি-শোধ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহারা আবার সেই পৈতৃক সম্পদের অধিকারী—লক্ষপতি—হইল।

"পুত্রের সম্মান-গৌরবে মাতার হৃদয়ে যে আনন্দের উদয় হয়, আজ আমার প্রাণ সেই আনন্দে পূর্ণ! ইহাকে আমি পুত্রের মত ভালবাসি, পুত্রের মত অসঙ্কোচে স্নেহ করিয়াছি, আদর করিয়াছি, ভুলের জন্য অবহেলায় তিরস্কার করিয়াছি।—আজ সে সমস্ত স্মৃতি গভীর মমতায় আমার মনকে আর্দ্র করিতেছে। নমিতা, তোমাকেই সকলের আগে এ-সংবাদ এত আবেগের সহিত জানাইতেছি। তুমি সকলকেই এই অপূর্ব্ব আনন্দ-সংবাদ জানাইও, আর জানাইও সুরসুন্দরের সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু—ক্ষুদ্র সুশীল মিত্রকে।

"আর একটি কথা, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে খবর পাইলাম্, এইখানকার কতকগুলি লোক সুরসুন্দরকে অপমানিত করিবার জন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্রে লাগিয়াছে। সে লোকগুলির পরিচয় এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই; পরে শুনাইব। তাহাদের জন্যই কাল আমাকে বাহির হইতে হইবে। সুরসুন্দরও আমারই সঙ্গে যাইবে। আজ তাহার বাড়ী যাওয়া হইল না। আগামী কাল ছুটি কাটাইয়া, কাজে ভর্ত্তি হইয়া, একেবারে ইস্তফা দিয়া, এখান হইতে সে যাইবে। এ সংবাদ আপাততঃ গোপন রাখিও। ইতি

তোমার বিশ্বস্তা, স্মিথ্।"

বিমল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দ্যাখো দিদি, এই সুরসুন্দর তেওয়ারী যে এত বড় লোকের ছেলে, তা আমরা কেউ জান্‌তুম না; কিন্তু এর আচরণ যে কত মহৎ তা আমরা সবাই বুঝেছিলুম্। শুধু হাঁসপাতালের নয়, এখানকার সবাই এঁকে এত ভালবাস্‌ত, খাতির কর্‌ত। ব'লেই ঐ হিংস্র জানওয়ারটা ওর শত্রু হয়ে উঠেছে!·· ···কিন্তু ভগবান্ আছেন্। এইবার......।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিমল একটু সংযত হইয়া, বলিল, "হাঁস্‌পাতাল শুদ্ধ সবাই খেপে উঠেছে, চার্ম্মিয়ান্ রিজাইন দেবার জন্য ডাক্তার সাহে-

বের অনুমতি চেয়েছেন ; কম্পাউণ্ডাররা সব পরামর্শ ঠিক্ করে রেখেছে যে, স্মিথ্ এলেই তা'রা ধর্ম্মঘট কর্‌বে।—ওরা সবাই বুঝেছে, তোমাদের এ বদ্‌নাম সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

বিমল আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সজোরে হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, মর্ম্মান্তিক ক্রোধে বলিয়া উঠিল, "জঘন্য-জানোয়ার! ওর মুখের উপর জুতো ছুঁড়ে মার্‌তেও ঘৃণা হয়। লেখাপড়া শিখে, আর কিছু কর্‌তে পার্‌লে না! কাপুরুষতার চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শেষে—" বিমলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বিমল সবেগে কক্ষ-মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ্ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নমিতা হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।—বিমলের নিশ্চিন্ত-প্রসন্ন সদা-নন্দ মূর্ত্তির উপর আজ এ কি ভীষণতার বজ্রাগ্নিশিখা ঝলসিয়া উঠিয়াছে!—চাহিয়া চাহিয়া নমিতার যেন চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, মুখে একটা ব্যাকুলতার আবেশ ঘনাইয়া উঠিল।—হাত তুলিয়া ইসারা করিয়া সে বিমলকে বলিল, "কাছে আয়, ভাই!"

বিমল কাছে আসিল ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া বলিল, "সামাজিক সম্মান, আর পদমর্য্যাদার জোরে, ঐ মিথ্যা-বাদী কাপুরুষটা যা খুসী তাই কর্‌বে? ভগবানের বিধান যাই হোক্, কিন্তু তাঁর ওপর চাল মেরে, এই যে মানুষের হাতেগড়া বিধানগুলো, এ কিছুতেই সহ্য কর্‌ব না! অবস্থা-চক্রে দীন-দরিদ্র হয়েছি ব'লে, আমাদের সম্মানের মূল্য নাই?—আমরা কি মরে রয়েছি?......মাথার উপর জবরদস্ত অভিভাবক নেই বলে, ওই ইতর, ছোটলোক কুকুরের—"

অকস্মাৎ বিদ্যুতাহতের মত তীব্রবেগে উঠিয়া, সজোরে বিমলের হাত চাপিয়া ধরিয়া নমিতা উন্মাদ-বিকল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সাবধান, নিজের মাতাপিতার সম্মান স্মরণ রেখে—।" নমিতার কথা শেষ হইল না সে বিছানার উপর অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে তাহার চেতনা ফিরিল। দৃষ্টি খুলিয়া ভগ্ন করুণ কণ্ঠে সে বলিল, "কুৎসিৎ গালি? মর্ম্মান্তিক অভিশাপ? বৃথা শক্তি-অপব্যয়! বিমল, আমরা ত নীচাত্মার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করি নি, কেন নীচতা প্রকাশ করিস্ ভাই? বাবার স্বর্গগত আত্মার অপমান করা হয় যে!—তাঁকে ব্যথা দিস্ নি; চুপ কর্! তিনি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি সব দেখেছেন, সব জানেন।—তাঁর স্মৃতির গৌরব কতখানি জীবন্ত জ্বালাময় হয়ে আমার বুকের মাঝে জেগে আছে, সে তিনি জানেন্ রে, আর জানেন অন্তর্য্যামী! সেই ত আমার কুমারী-জীবনের পবিত্রতা-রক্ষার অক্ষয় কবচ! "পিতা রক্ষতি কৌমারে" তিনি বলে দিয়েছিলেন। সে ত আমি ভুলি নি; ওরে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলি নি।—কেন ভাবিস ভাই? যে যা বলেছে বল্‌তে দে।—আমি বাবার কাছে অভয় পেয়েছি,—আর কোন নিন্দা অপমান গ্রাহ্য করি না। এবার নিঃশব্দ উপেক্ষায় সকলকে ক্ষমা করে যেতে দে; গ্লানির পীড়ন থেকে অন্তরাত্মা মুক্তি পেয়ে বাঁচুক্, আর হিংসা-বিদ্বেষ জাগাস্ নে।"

নমিতার বুকের মধ্যে রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে কি

একটা গাঢ় আবেগ কাঁপিয়া উঠিল!—"আঃ বাবা—" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল;—ধীর গভীর স্বরে বলিল, "পার্থিবের অন্যায় অপমানের আঘাত আজ অপার্থিব শান্তির দিক্ থেকে ন্যায্যপ্রাপ্য সম্মান বলে গ্রহণ করিবার শক্তি দাও, ভগবান্!—সান্তের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অশান্তি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আজ চিন্তাশক্তিকে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে যেতে দাও,—আমার এবারের ঘুম সুনিদ্রার আরামে ভরিয়ে দাও, দয়াময়!"

লছ্‌মীর মা আসিয়া, সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল, "নমি-দিদি, এবার কিছু খা, ভাই!—সেই কোন্ সকালে এতটুকু খেয়ে গেছিস, তারপর আর তো—।"

হাত নাড়িয়া নমিতা বলিল, "এখন নয়, এখন নয়, লছমীর মা!—বড় মাথায় যাতনা হচ্ছে, তোমরা চলে যাও।—মাকে দেখ গে।—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমাই। মাথাটা সেরে যাক্, তারপর—।"

জানালার নীচে রাস্তায় একদল পথিক সমস্বরে উচ্চ রোলে হাঁকিল, "হরিবোল—বল হরি, হরিবোল!—"

চকিতে উৎকর্ণভাবে মাথা তুলিয়া নমিতা সে শব্দ শুনিতে গেল, কিন্তু পারিল না। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, কে যেন বিদ্যুতের চিম্‌টায় মস্তিষ্কের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলা চিমটাইয়া পিছনে টানিয়া ধরিল।—যন্ত্রণাহতের অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল; ধুপ করিয়া তাহার মাথাটা বালিশের উপর পড়িয়া গেল। কাতর স্বরে সে বলিল, "দেখ ত বিমল, কে যায়—।"

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া, বিমল সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি! আমাদের নির্ম্মলবাবু—!" পরক্ষণে ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের ভাই নির্ম্মলবাবু, তিনিও যে খালি পায়ে কাঁধ দিয়ে চলেছেন্!—দেখি ত কে—!"

বিমল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মারা গেছেন্।......মিনিট-কুড়িক আগে দেখলুম, নির্ম্মল-বাবু ছাতা আর ব্যাগ্ হাতে করে ছুটে আস্‌ছেন ষ্টেশন থেকে। বোধ হয়, ওঁর সঙ্গে দেখাও হয় নি; আগেই মারা গেছেন।"

"গেছেন!" বলিয়াই নমিতা বিহ্বলভাবে বিস্ফারিত নয়নে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল! বিমল ভীত হইয়া ডাকিল, "দিদি!"

নমিতা দৃষ্টি ফিরাইল। একটা সুখময় নিরাশার হাসিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "চলে গেল? অযোগ্যতার দুঃসহ মনস্তাপ নিয়েই সে চলে গেল! পৃথিবীতে কি স্মৃতি সে রেখে গেল আজ? শুধু অকর্ম্মণ্যতার! শয়তানি ফরমাসের মাপে সে নিজেকে গড়ে তুল্‌তে পারে নি, নিজের অবস্থার যোগ্য কর্ত্তব্যপালন করুতে পারে নি,—পৃথিবীর কাছে,—! না—না, পৃথিবীর মানুষের কাছে সে চির-অপরাধী রয়ে গেল! বুকটা তার ভেঙ্গে গিয়েছিল রে, কিন্তু সেই ভাঙ্গনের ঘা খেয়েই প্রাণটা তার ভক্তিতে ভরে গিয়েছিল, শক্তিতে গড়ে উঠেছিল! তোমার সূক্ষ্ম বিচার, ভগবন্! তার আসক্তির জন্য সংসারে কিছু রাখ নি!—কোন পিছ্‌টান ছিল না তার।—সে উপেক্ষিত

—অনাদৃত হয়ে, বৈরাগ্যভরা হৃদয় নিয়েই পৃথিবী থেকে চলে গেল!—এ কি সৌভাগ্যের যাত্রা! তোমার করুণাময় নাম ধন্য হোক্ দয়াময়! এবার শান্তি দাও, শান্তি দাও—!"

অবসাদের আলস্যে নমিতার দুই চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। শান্ত মুখে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকলে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বিরত।

হও রে সংযত, ওরে রসনা আমার!
ভেঙ্গে যাক্, দলে যাক্, কি ক্ষতি তোমার?
এ জীবন ভস্ম ছাই, আপন কিছুই নাই,
যা'লয়ে গৌরব করি ভেবে অধিকার।
খেলিতে এসেছ খেলা, খেল সুখে এই বেলা,
সময় চলিয়া গেলে আসিবে না আর।
হও রে সংযত, ওরে রসনা আমার!

ওই হের অমানিশা আবরি' জীবন;
এই অমা চিরকাল রবে না এমন।
আলো তমঃ পাশাপাশি, অশ্রু পরে রহে হাসি,
মরণের পরে রহে নবীন জীবন।
বাঁধিয়া হৃদয়-মন, কর কাজ সমাপন,
যেন সুখে যেতে পারি এলে আবাহন।
ওই হের অমানিশা আবরি' জীবন!

৺হেমন্তবালা দত্ত।

গান।

(রাগিণী বেহাগ)

হৃদয়-চাতক চায় ভালবাসা—
জীবন শুকাইল, কুসুম লুকাইল,
মরু হ'ল ধরণী সরসা!
কবে আসিবে ঘন ঘোরে বরষা,
হৃদয়-নিকুঞ্জ হইবে সরসা,
সব আশা-তৃষা মোর মিটিবে নিমেষে,
প্রেম-রসে হব হরষা!
মরণে নাহি ডরি ডুবিলে প্রেমে,
নীরবে যাইব রসাতলে নেমে,
ভুলিব দুখ-শোক, ভুলিব সুরলোক,
এ লোক হবে সুধা-পরশা!
মরিব যদি, ভালবেসে মরিব,
মত্ত-মধুপ-সম মধুপানে মরিব।
কুসুম ফুটায়ে, উৎস ছুটায়ে।
অমর করি যাব ভালবাসা॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

ছয়-ঋতু।

বৈশাখের প্রচণ্ড নিদাঘে পুড়ে বিশ্ব হয় ছারখার।
শ্রাবণেতে শান্ত করে তাহা শান্তিময়ী স্নিগ্ধ বারিধারা॥
শরতের সুবিমল আভা স্নেহময়ী মা'র আগমন।
হেমন্তের কুহেলিমালায় আবরিত নিখিল ভুবন॥
মাঘের প্রখর-হিম-মাঝে সারদার জয়জয়রব;
বসন্তের আনন্দহিল্লোল, চাঁদ, ফুল, মলয়া, উৎসব!

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষা-বরণ

এতদিন যারে নীরসশুষ্ক তৃষ্ণা-আকুল বুকে
খুঁজেছিনু—কই কই ?
জীবন-মরুতে সেই রসময় অমৃত ঢেলে আজি
হর্ষমুখর-বরষা এসেছে ওই !
জুড়ায়ে গিয়েছে হতাস-পরশ-বিরস তাপিত প্রাণ,
করিয়াছে সে যে দগ্ধ জ্বালায় চন্দন-লেপদান,
তাই তারে আজি জীবন ভরিয়া বন্দনা করি' মোর
দুখ্ জ্বালা সব হ'য়ে আসে উপশম।
নিখিল বিশ্ব মুখর করিয়া বরষা আসিল ওই
হৃদি কূলে কূলে করি' মধু-ছম্ছম্।

বহু দিবসের বেদন-ব্যাকুল বিফল প্রাণে সে মোর
কি আশা ঢালিল আজ,
প্রণয়ীর প্রাণ-যমুনার কূলে সাঁতারি উঠিছে কে
ঢলি, ঢলি' পড়ে সারা তনু-ভরা লাজ।
বর্ষণ-ছলে ধরণীর পরে ঝরে ও যে সুধাধার,
ভূলোকে দ্যুলোকে পুলক উছলি পড়ে যেন দেবতার,
নিখিল নিঙাড়ি' প্রেম লয়ে আজি' দাঁড়াইয়া তারে গো
বন্দিতে শত ছন্দে যে কবিকুল ;
হতাশ-ভরসা মোহন দরশা বরষা আসিল ওই
হৃদয়-বৃন্তে ফুটায়ে মিলন-ফুল।

বসি' সুখে আজ বাতায়ন-তলে মনে পড়ে কত বাণী,
স্মৃতি কত দিবসের ;
চঞ্চল মেঘ-গুরু-গরজনে দুরু দুরু হিয়া-তলে
জাগে কত ছবি প্রণয়-নন্দনের।

বদ্ধ ঘরের দুয়ারে দুয়ারে নিঃশ্বাসি' শতবার,
প্রগল্ভ বায়ু ফিরিছে অধীর সন্ধান করি' কার,
নামে যবে ধারা প্রাণের জনের দর্শন লভি' ধীরে
মাতাল সে বায়ু তখন শান্ত প্রাণ ;
বক্ষে জাগায়ে সরস ভরসা বরষা আসিল ওই
বিরহীর বুকে জাগাতে মিলন-গান।

মৌন-বদনা কৃষক-ঝিয়ারি দাঁড়ায়ে কুটীর-দ্বারে
কি ভাবিছে আজি ওই,
সম্মুখে তার শূন্য ক্ষেতের দূর সীমানার শেষে
শুভ্র গাঙেতে জল করে থই থই।
ক'দিন হইতে স্বামী ঘরছাড়া তাই কি উদাস মন,
হেরিয়া আষাঢ় ঝর্ঝর ধার বন-তনু-শিহরণ,
নীরদ-অধরে চপলার হাসি চমকে, অবলা-প্রাণ,
প্রাণপ্রিয় বঁধু কাছে নাই আজি তার ;
প্রেম-গৌরবে নিখিল-ভরসা বরষা আসিল ওই
মিলন জাগায়ে স্মৃতি-মাঝে বেদনার !

আপনা আপনি এ শোভায় ডুবি' তৃষা যে মিটে না হায় !
কে আছিস্ প্রিয়জন,
বিরহ-তাপিত কে আছিস্ আজি মোর সাথে সাথে আয়
বদ্ধ ঘরের খুলে দে রে বাতায়ন।
ধন্য হইবি যদি আঁখি মেল্ বাহিরেতে একবার,
সসীমে অসীমে আজি কোলাকুলি হয়ে গেছে একাকার,
স্বরগের খারে ধরণীর ধূলি তরল হয়েছে গলি,
গৃহ মাঠ ঘাট কি অমিয় দরশন ;

নবীন ছন্দে মিলনানন্দে বরষা আসিল ওই,
বুকে বুকে ছোটে নন্দন-হরষণ।

বিরহী যক্ষ, কবে কোন্‌দিন হইল মেঘের সাথে
কত যে বারতা তার,
কবির হিয়ায় নির্ঝর হ'য়ে গলি সে করুণ বাণী
ঝরিয়া পড়িল কবিতায় সুধাসার।

সেই মেঘদূত—মনে পড়ে আজ তারি বিরহের
গান,
সাধ যায় সেই যক্ষের সনে মিশাইতে মনপ্রাণ;
বন্দনা-অভিনন্দন ছলে দাদুরী ডাকিছে গো
বঁধুর বাসর রচি আয় মোরা আজ;
আসিল বরষা মঙ্গলময় দিকে দিকে গেল খুলি
প্রকৃতির অবগুণ্ঠন-ভরা লাজ।

প্রেমের চারণ বরষা হেথায় এসেছে নবীন
বেশে
রচি' আজ নব গান,
হৃদি-কূলে কূলে কি স্মৃতি উছলে শুনিয়া কণ্ঠ
তা'র,
মুখর হইয়া উঠেছে নিখিল-প্রাণ!
কে আছিস্ ওরে দেখে যা বাহিরে হৃদয়
করিয়া থির,
জগতের সনে আজি প্রেম-যাগ-উৎসব প্রকৃতির,
এ মহামিলন-মঙ্গলে প্রাণ ছন্দে উঠিছে নেচে,
সুন্দর মোর আয় রে বরষা আয়;
আয় রে প্রণয়-বন্দনা গাহি নন্দিতে ধরাতল
বসে আছি তোর মিলন-প্রতীক্ষায়!

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পাতিব্রত্য।

পুরুষ নারীর পাণিগ্রহণ করিল এবং বলিল—"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব। প্রজাপতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ, সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সংধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।"—আজ হইতে আমি হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব। আমার চিত্তানুরূপ তোমার চিত্ত হউক। একমনা হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। প্রজাপতি আমার জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন্। প্রজাপতি আমার জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন্। সৌভাগ্য উৎপাদনের জন্য আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। আমার সহিত পত্নীরূপে তুমি যাবজ্জীবন বাস কর। বিশ্বদেবগণ ও জলদেবতা তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে মিলিত করুন। অগ্নি, প্রজাপতি ও উপদেষ্ট্রী দেবতা আমাদের দুইটী হৃদয় একীভূত করুন্।"

নারীর প্রাণ তাহাই চাহিতেছিল। শত জন্মান্তর ব্যাপিয়া তাহার হৃদয় যে হৃদয়টীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, এই জন্মেও গার্হস্থ্যজীবনের প্রথম জ্ঞানোন্মেষক্ষণে তাহার হৃদয় যে হৃদয়টীর সহিত মিলিত হইবার জন্য সমুৎসুকভাবে অবস্থান করিতেছিল, আজ মঙ্গলময় বিধাতার অসীম অনুগ্রহে সেই চির অভীপ্সিত ধন—আপনার সুখ-দুঃখময় জীবনের একমাত্র বন্ধুকে পাইয়া

সে স্বকীয় শূন্য হৃদয়ে পূর্ণতা অনুভব করিল, এবং আপনার দেহ, মন ও প্রাণ তাহার জন্য অবিরত নিয়োজিত করিতে পাইবে বলিয়া কৃতার্থ হইল।

নর-নারীর মধ্যে এই দাম্পত্য-সম্বন্ধ, যাহা সাধারণতঃ প্রণয়নামে অভিহিত, বড়ই মধুর এবং পবিত্র! সম্পদের স্রোতে এ সম্বন্ধ ভাসিয়া যায় না, বিপদের ঝটিকায় এ সম্বন্ধ ভগ্ন হয় না, অবস্থার বিপর্য্যয় এ সম্বন্ধকে বিকৃত করে না, শৈথিল্যকারিণী জরা এই সুদৃঢ় সম্বন্ধকে শিথিল করিতে পারে না, প্রলোভন এ সম্বন্ধের উপর আপন মায়াজাল বিস্তার করিতে পারে না, সঙ্কোচের আবরণ এ সম্বন্ধকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। এ এক প্রাণস্পর্শী শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ। কবিগণ এ মধুর সম্বন্ধের সঙ্গীত তুলিয়া আত্মহারা হন, ধার্ম্মিকগণ এ পবিত্র সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হন্। তাই উত্তর-চরিতের ভাবুক কবি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসুখ-
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ
স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি
তৎ প্রাপ্যতে॥

—সুখদুঃখে একরূপ, সকল অবস্থায় অনুকূল, যাহাতে হৃদয় বিশ্রাম লাভ করে, জরা যাহার রস কাড়িয়া লইতে পারে না, কালক্রমে সঙ্কোচের নাশ হইলে যাহা পরিপক্ক স্নেহরূপে পরিণত হয়, অকপট হৃদয়ের সেই মঙ্গলময় প্রেম অতীব বিরল।

বাস্তবিক, নর ও নারী সংযুক্ত হইয়া যেন মানবজীবনের পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। এক-দিকে নারীর কোমলতার সহিত না মিশিলে নরের কঠোরতা স্বকীয় তীব্রতায় জগৎ নিপীড়িত করিয়া ফেলিত, অন্যদিকে পুরুষের কঠোরতাকে আশ্রয়রূপে না পাইলে কর্ম্মময় জগতের দুর্ব্বহভারে নারীর কোমলতা ছিন্ন-লতার মত নত হইয়া পড়িত। যেমন নরের সাহচর্য্য না পাইলে অবলা নারীর পক্ষে একল জীবন ধারণ দুষ্কর হইয়া পড়ে, তেমনি আবার নারীর সাহচর্য্য ব্যতীত ধর্ম্মকর্ম্ম-ময় পুরুষের জীবনও অপরিচাল্য হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লোকসৃষ্টির জন্য স্ত্রীপুরুষের মিলন জগদীশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। সেই জন্য ভার্য্যাহীন জীবনের প্রসঙ্গ তুলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"একচক্ররথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

যেমন রথের একটী চাকা থাকিলে তাহা চলিতে পারে না, এবং পক্ষীর একটী পক্ষ থাকিলে সে উড়িতে পারে না, সেইরূপ ভার্য্যাহীন নর সকল কর্ম্মের অযোগ্য।

"ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥

ভার্য্যাহীন ব্যক্তির ক্রিয়া নাই, ভার্য্যাহীন ব্যক্তির সুখই বা কোথায়? ভার্য্যা না থাকিলে গৃহই বা কাহার? সেই জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং তু গৃহিণীহীনং কান্তারাদতিরিচ্যতে॥

সংসারী ব্যক্তির কেবল গৃহই গৃহ নহে, গৃহিণীই তাহার গৃহ। গৃহিণী না থাকিলে এই গৃহ দুর্গম কাননকেও পরাজিত করে।

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥

পত্নীহীন ব্যক্তির গতি নাই। তাহার সকল ক্রিয়াই বিফল। দেবতাপূজাই বল, মহাযজ্ঞই বল, পত্নীহীন ব্যক্তির তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত।

বাস্তবিক পক্ষে সংসার হইতে ভার্য্যাকে বাদ দিলে সে সংসার সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। জননীর স্নেহ বক্ষে ধারণ করিয়া কে সন্তানের প্রসব ও পালন-দ্বারা সংসারকে স্থায়িত্বপ্রদান করে?—ভার্য্যা। কায়মনোবাক্যে কে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করে?—ভার্য্যা। অতিদুষ্কর গৃহিণীব্রত অবলম্বন করিয়া কে সংসারকে সর্ব্বদা শ্রমদ্বারা সঞ্জীবিত রাখে?—ভার্য্যা। স্নেহ, দয়া, শান্তির উৎসরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কে দুঃখক্লিষ্ট তপ্ত সংসারকে শীতল করিয়া দেয়?—ভার্য্যা। পবিত্রতা ও প্রসন্নতার আলোকে কে তমোময় সংসারস্থল সর্ব্বদা উদ্ভাসিত করিয়া রাখে?—ভার্য্যা।

মনুও বলিয়াছেন—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

সন্তান-প্রসবের জন্য মহাকল্যাণভাজন গৃহের শোভাস্বরূপ রমণীগণ পূজার যোগ্য। এ-কারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী, এতদুভয়ের কোন প্রভেদ নাই।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চ॥

অপত্যের উৎপাদন, জাত শিশুর পরিপালন, এই সমস্ত কার্য্যই সংসারে প্রত্যহ প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রী দ্বারাই হইয়া থাকে। পুত্র, ধর্ম্মকার্য্য, সেবা-শুশ্রূষাদি, পিতৃপুরুষদিগের এবং নিজের স্বর্গলাভ, সমস্তই দারাধীন।

নরের চিরকল্যাণকারিণী, সংসারের সম্পৎস্বরূপা যে নারীর উপর সংসারের সুখ, শান্তি, পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য, স্বচ্ছলতা এবং সুযশঃ অধিকাংশরূপে নির্ভর করে, ধর্ম্মশাস্ত্র যাহার সম্মান-রক্ষার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়াছেন, সেই নারীর স্নিগ্ধমধুর নির্ম্মল পবিত্র মূর্ত্তিই প্রশস্তা। এবং সেই মূর্ত্তির অধিকারিণী হইতে হইলে নারীকে বিশিষ্টগুণরাজিতে মণ্ডিত হইতে হইবে। নতুবা নির্গুণা নারী সংসারের কালিমস্বরূপা এবং জগতে চিরদিনই বিনিন্দিতা। আবার গুণের অধিকারিণী হইতে হইলে নারীগণকে সর্ব্বাগ্রে পতিব্রতা হইতে হইবে। কারণ, পাতিব্রত্যই নারীগণের অন্যান্য গুণসমূহের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যেমন বিনয় পুরুষের অন্যান্য গুণসকলকে অলঙ্কৃত করে, এবং বিনয় না থাকিলে পুরুষের অন্য গুণসকল বিফলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পাতিব্রত্য নারীদিগের আর যত গুণ আছে সকলকে বিভূষিত করে, এবং পাতিব্রত্যের অভাবে তাহাদের অন্য শত শত গুণ বিফল হইয়া থাকে। পুষ্পের যেমন সৌরভ, স্ত্রী-জাতির তেমনই পাতিব্রত্য। যেরূপ সৌরভ থাকিলে অতিকুরূপ বন্যপুষ্পও সমাদৃত হয়, আর সৌরভ না থাকিলে অতিসুরূপ পুষ্পও অনাদৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ পাতিব্রত্য থাকিলে কুরূপ স্ত্রীলোকও পতিব্রতা বলিয়া জগতে মান্য হইয়া থাকে, এবং পাতিব্রত্য না থাকিলে স্ত্রীলোকের আলোকসামান্য সৌন্দর্য্যও

লোকের নিকট আদৌ প্রশংসাভাজন হয় না। এইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন,

"কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতম্।
বিদ্যারূপং কুরূপাণাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্॥

কোকিলদিগের স্বরই রূপ, কুরূপদিগের বিদ্যাই রূপ, তপস্বীদিগের ক্ষমাই রূপ, এবং নারীদিগের পাতিব্রত্যই রূপ।

পাতিব্রত্য কি তাহা বুঝিতে গেলে বলিতে হয়, যে-নারী পতিসেবা জীবনের একমাত্র ব্রত মনে করেন্, তিনিই পতিব্রতা, এবং পতিব্রতার ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। পাতিব্রত্যের অধিকারিণী হইতে গেলে পতিকে চেনা চাই, পতির সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটী বুঝা চাই। উপভোগ-সম্বন্ধের দোহাই দিয়া যদি স্বামী ও স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপত্নী ও কামপত্নী বা কুলটায় কোন প্রভেদ থাকে না, এবং সেই চির-পবিত্র দাম্পত্য-সম্বন্ধকে চিরদিনের জন্য সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া একটা অনিত্য স্বার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধকেই অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল উপভোক্তা উপভুক্তার সম্বন্ধ নয়, কেবল প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, কেবল পালক ও পালিতার সম্বন্ধ নহে। ইহা এক অতি মহৎ, স্বর্গীয়, ওতপ্রোতভাবে ধর্ম্মদ্বারা সংশ্লিষ্ট, মৃত্যুর দ্বারাও অবিচ্ছিন্ন, অদ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত, সুনির্ম্মল প্রেমধারায় অভিষিক্ত, অতিসুদৃঢ় সম্বন্ধ। যে নারী পতিকে সামান্য মানুষ জ্ঞান না করিয়া ইহলোকের ও পরলোকের পরমগুরু বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই শুধু এই পতিপত্নীর পবিত্র সম্বন্ধটুকু বুঝিতে সমর্থা হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥"

দ্বিজাতিগণের অগ্নিই গুরু, বর্ণ-সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণই গুরু, স্ত্রীদিগের মধ্যে পতিই গুরু এবং অভ্যাগত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই গুরুস্থানীয়।

যে নারী পতিকে পরমগুরুস্বরূপ মনে করিয়া আপনার দেহ, মন ও প্রাণ সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া সুখী হন্, তিনিই পতিব্রতা।

মনু বলিয়াছেন,—

"পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

যে স্ত্রী মন, বাক্য ও দেহে সংযতা হইয়া কখনও পতিকে লঙ্ঘন করেন্ না, তিনি মৃত্যুর পর ভর্তৃলোকে গমন করেন এবং সাধুগণ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া থাকেন্। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য-পালনপূর্ব্বক অপুত্রা হইয়াও ব্রহ্মচারীদিগের মত স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন্।

হারীত বলেন,—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

যে স্ত্রী পতি পীড়িত হইলে পীড়ানুভব করেন্, পতি আনন্দিত হইলে আনন্দিত হন্, পতি প্রবাসে থাকিলে মলিনা ও কৃশা হন্, এবং পতির মৃত্যু হইলে জীবনত্যাগ করেন্, * তিনিই পতিব্রতা বলিয়া জ্ঞেয়া।

* এক্ষণে সহমরণ ও অনুমরণ প্রথা প্রচলিত না থাকায় পতিপ্রাণ রমণীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর আজীবন

ফল কথা, যে স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সুখদুঃখের অংশভাগিনী হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তন্নিষ্ঠচিত্তা হইয়া সংযতভাবে জীবনাবশেষ যাপন করেন, তিনিই পতিব্রতারূপে গণ্যা।

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥"

—একমাত্র পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা-নামের যোগ্যা।

এই পতিব্রতাদিগের মহিমা বড় অল্প নহে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

"তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেববজ্জনৈঃ।
তাসাং রাজ্ঞা প্রসাদেন ধার্য্যতে চ জগত্রয়ম্ ॥"

—সেইজন্য সাধু স্ত্রীগণ সতত লোককর্ত্তৃক দেবতার মত পূজ্যা। এই সাধ্বীগণের অনুগ্রহেই রাজা ত্রিজগৎ পালন করিয়া থাকেন।

এই পাতিব্রত্য নারীবিশেষের ধর্ম্ম নহে, ইহা সকল বিবাহিতা নারীরই ধর্ম্ম; এবং সকল কুলাঙ্গনারই কায়মনোবাক্যে এই ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক নারীরই কর্ত্তব্য মধুর বাক্যে ও মধুর ব্যবহারে স্বামীকে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখা। যে সকল নারী অহমিকার বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে অসম্মান ও অবহেলা করে এবং তাঁহার উপর প্রভুত্বস্থাপনে যত্নবতী হয়, অথবা দরিদ্র স্বামী তাহার ক্ষুদ্রস্বার্থসাধনে অসমর্থ বলিয়া স্বামীকে অনাদর করে, তাহারা কোনকালেই সম্মানার্হা হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে—

"ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যা ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥

—যে নারীর স্বামী সন্তুষ্ট নন্, সে ভার্য্যা বলিয়াই গণ্যা হয় না। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার উপরই দেবতা পরিতুষ্ট হন।

স্বামী যদি সহস্র দোষে দূষিত হ'ন্, পতিব্রতার নিকট তিনি দেবতার স্বরূপ। স্বামীর গুণাগুণ-বিচার করা নারীর পক্ষে একান্ত গর্হিত কর্ম্ম। মনু বলেন,—

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ ॥"

—স্বামী দুশ্চরিত্র হউন, কামাচারী হউন, অথবা নির্গুণ হউন, সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাকে সর্ব্বদা দেবতার মত পূজা করিবে।

যে পতিদেবতার আশ্রয়ে থাকিয়া কোমলপ্রকৃতি নারী এই কণ্টকাকীর্ণ ভীতিসঙ্কুল সংসারকাননে সুখে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হন, কি বাক্যে, কি মনে, কি কার্য্যে সেই পতিদেবতার কোনরূপ অপ্রিয় সাধন অথবা তাঁহাকে লঙ্ঘন করা নারীর পক্ষে অতীব নিন্দনীয় কার্য্য। মনু বলেন,—

"পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥"

পাণিগ্রাহী পুরুষের পতিব্রতা স্ত্রী, যিনি মৃত্যুর পর পতিলোক ইচ্ছা করেন, স্বামীর জীবিতাবস্থায় হউক্ অথবা মরণের পরই হউক, কদাচ তাঁহার অপ্রিয় সাধন করিবেন্ না।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন। জাতি ও ধর্ম্মবিশেষে বিধবা-বিবাহের প্রচার থাকিলেও সর্ব্বত্রই একান্ত-পতিপরায়ণ নারীগণ পুনর্ব্বার বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য-পালনই যে শ্রেয়ঃ মনে করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

"যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতেঃ পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ ॥"

পিতা অথবা পিত্রাদেশে ভ্রাতা কন্যাকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন্, তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন,কন্যা তাঁহার সেবা করিবে, এবং মরিয়া গেলেও কন্যা তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবে না। কারণ,

"ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগাল-যোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে ॥"

—ভর্ত্তার ব্যভিচারিণী হইলে নারী জগতে নিন্দনীয়া হয়, এবং পরজন্মে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং পাপ ও রোগদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে।

পতির সহিত বনবাসগামিনী সীতাকে নারীকুলশিরোমণি অনুসূয়া যে মধুর পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না। অনসূয়া বলিয়াছিলেন,—"জানকি! পতি নগরেই থাকুন বা বনেই বাস করুন্, অনকূলই হউন অথবা প্রতিকূলই হউন, যাহাদিগের পতিই পরম প্রিয়তম, সেই সকল ললনাদিগের জন্যই মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী অথবা নির্ধন যেরূপই হউন, তিনিই সংস্বভাবা নারীদিগের পরমদেবতাস্বরূপ। বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনার পর পতি অপেক্ষা পরমহিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, পতিই ইহকাল ও পরকালের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান-স্বরূপ। কামাসক্তা অসতী কামিনীগণ, যাহারা কেবল ভরণপোষণার্থই ভর্ত্তাকে ভর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষগুণ না জানিয়াই স্বেচ্ছাচারিণী হয়। ঐ সমস্ত অসদ্গুণযুক্তা নারীরা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্টা ও নিন্দিতা হইয়া থাকে। আর তোমার মত সদ্গুণসমূহে বিভূষিতা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোক-সকলের বিষয়ে জ্ঞানবতী রমণীরা পুণ্যশীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন্। অতএব তুমি এইরূপে পতিব্রতাদিগের আচার অবলম্বন করিয়া, সতীত্বসমন্বিতা ও পতিব্রতা হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও এবং তাহা হইলে যশঃ ও ধর্ম্মলাভ করিবে।" (রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৭ সর্গ)।

এক্ষণে ভার্য্যার কিরূপ স্বামিসেবা কর্ত্তব্য দেখা যাউক। কেবল স্বামীর আবশ্যক বস্তু-সকল তাঁহার হাতে হাতে তুলিয়া দিলে অথবা স্বামীর অঙ্গ-সংবাহনাদি করিলে পত্নীর স্বামিসেবাকার্য্য সম্পাদিত হয় না। তাঁহার স্বামীর প্রতি আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে। কার্য্যের জটিলতায় স্বামী যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবেন, পতিব্রতা রমণী মন্ত্রীর মত তাঁহাকে অবসরোচিত মন্ত্রণা-প্রদান করিবেন। দুঃখ অথবা নৈরাশ্যের জ্বালায় স্বামীর চিত্ত যখন দগ্ধ হইয়া যাইবে, পতিব্রতা রমণী সেই দুঃখ ও নৈরাশ্যের অংশভাগিনী হইয়া প্রিয়সম্ভাষণ-দ্বারা পতিহৃদয়ের সে দাবানল নিবাইয়া দিবেন। দৈবদুর্বিপাকবশতঃ স্বামী যদি কুসঙ্গের বিষময় ফলে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হন, হিতাকাঙ্ক্ষিণী পত্নী সদুপদেশ দ্বারা-তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন

করিবেন। নিশ্চেষ্টতাবশতঃ স্বামী যদি কোনও কার্য্যে সফলতা লাভ না করিতে পারেন, পত্নী তাঁহাকে জলন্ত ভাষায় উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহার সেই জড়তা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন্। স্বামী দুর্দ্দৈববশতঃ অরণ্যে অথবা কোনও দুর্গমস্থানে বাস করিতে বাধ্য হইলে, পত্নী প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুগমন করিবেন্। এমন কি স্বামী যদি স্বকীয় বুদ্ধিতে কোন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন্, সহধর্ম্মিণী পত্নীও নিজে তাহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা না করিয়া সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। সংসারের সকল দুঃখের জ্বালা তিনি ধরিত্রীর মত সহ্য করিয়া স্বামীকে তাহার প্রাবল্য আদৌ জানিতে দিবেন্ না; এবং সাংসারিক সকল কার্য্যেই তিনি সহকারিণীর মত স্বামীর সহায়তা করিবেন্। সেই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন—

"কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ভোজ্যেষু মাতা শয়নেষু রম্ভা।
ধর্ম্মানুকূলা ক্ষময়া ধরিত্রী
ভার্য্যা চ ষাড়্গুণ্যবতীহ দুর্ল্লভা॥"

—স্বামীর সকল কার্য্যেই মন্ত্রী, কার্য্যসাধনে দাসী, ভোজ্য-সম্পাদনে জননীরূপিণী, শয়নে রম্ভাসদৃশী, ধর্ম্মের অনুকূলা এবং ক্ষমায় পৃথিবীতুল্যা,– এই ছয়গুণের অধিকারিণী ভার্য্যা জগতে দুর্ল্লভ।

আর একটী কথা। পাতিব্রত্যের গণ্ডীর ভিতর কেবল নিজের পতিটীকে রাখিয়া পতির আত্মীয়স্বজনকে গৃহ হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ঠিক্ পালন করা হয় না। কারণ, পতিকে আপনার বলিয়া বুঝিতে গেলে পতিসংশ্লিষ্ট সকলকেই আপনার বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে জিনিসকে ভালবাসা যায়, সেই জিনিষের সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুর উপরই একটা ভালবাসার টান পড়িয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যে নারী পতিসংশ্লিষ্ট আত্মীয়বর্গকে বাদ দিয়া কেবল পতিটীকে আপনার করিয়া লইতে চায়, বুঝিতে হইবে সে নারীর পতির প্রতি ঠিক্ বিশুদ্ধ ভালবাসা হয় নাই,—তাহার ভালবাসা কটু স্বার্থগন্ধ-দ্বারা দূষিত হইয়াছে। সেই জন্য পতিব্রতা নারী পতির জনকজননী ও গুরুজনকে নিজের জনক-জননী ও গুরুজন ভাবিয়া ভক্তি করিবে; পতির ভক্তিভাজন অগ্রজ ও অগ্রজার প্রতি নিজের অগ্রজ ও অগ্রজার তুল্য সম্মান প্রদর্শন করিবে; পতির স্নেহাস্পদ ভ্রাতা ও ভগিনীকে নিজের ভ্রাতা ও ভগিনী ভাবিয়া স্নেহ অর্পণ করিবে; পতির ভক্তিভাজন অগ্রজজায়াকে নিজের অগ্রজা বলিয়া ভক্তি করিবে, পতির স্নেহাস্পদ অনুজজায়াকে নিজের অনুজা বলিয়া স্নেহ করিবে। স্বামীর পত্নী বলিয়া সপত্নীকে সখীজ্ঞান করিবে; পতির অন্যান্য স্বজনদিগকে নিজের স্বজন মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবে। আরও পতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া পতির সংসারকেও নিজের সংসার মনে করিয়া সেই সংসারের সর্ব্বতোভাবে শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিবে এবং অতিথিসৎকারাদি-ধর্ম্মপালন-দ্বারা সংসারকে সর্ব্বদাই সুপবিত্র করিয়া রাখিবে। এই ত ঠিক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মপালন। এই জন্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

"ভক্তিঃ প্রেয়সি সংশ্রিতেষু করুণা
শ্বশ্রূষু নম্রং শিরঃ
প্রীতির্ষাতৃষু গৌরবং গুরুজনে ক্ষান্তিঃ
কৃতাগস্যপি।

অম্লানা কুলযোষিতাং ব্রতবিধিঃ
সোঽয়ং বিধেয়ঃ পুন-
র্যদ্ভর্ত্তুর্দয়িতা ইতি প্রিয়সখীবুদ্ধিঃ
সপত্নীষ্বপি ॥

—প্রিয়জনে ভক্তি, আশ্রিতের প্রতি করুণা, মাতৃগণের প্রতি প্রীতি, গুরুজনে সম্মান, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা এবং ভর্ত্তার দয়িতা বলিয়া সপত্নীর প্রতি অবিচলিতা প্রিয়সখীবুদ্ধি—এইগুলি কুলাঙ্গনাদিগের অনুষ্ঠেয় ব্রত।

এইজন্য বিবাহকালে পতি পত্নীকে বলিয়া থাকেন্—

"ওঁ ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং
ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতি-
ঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।
বীরসূর্জ্জীবসূর্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব
দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ওঁ সম্রাজ্ঞী
শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দরি
সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥"

—ভগ, অর্য্যমা, সবিতা, পুরন্ধ্রি—এই সকল দেবতা গৃহস্থধর্ম্ম-পালনের জন্য আমাকে তোমায় দিয়াছেন। তুমি অক্রূরদৃষ্টি ও অপতিঘাতিনী হও; পশুদিগের সুখদায়িনী প্রসন্নচিত্তা ও তেজস্বিনী হও; তুমি বীর-সন্তান প্রসব কর; তোমার সন্তান জীবিত থাকুক্; তুমি দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণা হও। তুমি আমার সুখকারিণী হও, এবং মনুষ্য ও পশুদিগের কল্যাণ সাধন কর। তুমি শ্বশুর ও শ্বশ্রূদিগের, ননদ ও দেবরদিগের প্রধান সেবিনী হও।"

এবং এই জন্যই মহর্ষি কণ্ব দুষ্মন্তগৃহে পাঠাইবার সময় শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো
বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"*

(ক্রমশঃ)

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

গানের স্বরলিপি

সিন্ধু—কাফি। ঢিমা তেতালা।

আনন্দ তাঁর জড়িয়ে আছে
প্রতি ফুলে ফুলে,
আনন্দ তাঁর ছড়িয়ে গেছে
তৃণে তরুর মূলে।
আনন্দ তাঁর উঠ্‌চে বেজে
নীল আকাশের নীরব গানে
বাতাসের ঐ করুণ তানে
তপন তারার দোলে!

* ইহার অনুবাদ 'কুলবধূ'-প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক

আনন্দ তাঁর উঠ্‌চে ফুটে,
নিখিল বেদন-কাঁটা টুটে,
অশ্রু-মণির মালা হয়ে
ঝর্‌চে বুকের তলে !

আনন্দ তাঁর মূর্ত্তি ধরি
আস্‌চে আমার জীবন 'পরি
দুঃখ সুখের সাজে, দুয়ার
দিচ্চে খুলে খুলে ॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এ। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´
II সা সরজ্ঞা রা সা। সা রা রা জ্ঞজ্ঞা। সা রা -পা পা।
আ নন্‌দ তাঁ র জ ড়ি য়ে আছে প্র তি • ফু

৩ ০ ১
। পা পা -গমা -জ্ঞরসা I সা সরমা মা মা। মা পা পা মপা।
লে ফু •লে ••• আ নন্‌দ তাঁ র ছ ড়ি য়ে গেছে

২´ ৩ ॥
। র্সা র্সা ণা পপা। পপা পমা -জ্ঞা -রসা II
তৃ ণে ত রুর মূ• লে• • ••

অন্তরা।

০ ১ ২´
II মা পপনা না না। র্সর্সা র্সা র্সা র্সা। না না র্সা র্রর্রা।
আ নন্‌দ তাঁ র উঠ্‌ চে বে জে নী ল আ কাশের

৩ ০ ১
। র্সা নর্সা র্রর্সণা -ধপা I মা পা পপা পা। ণা ণণা পা পা।
নী রব গা•নে •• বা তাঁ সের ঐ ক রুণ তা নে

২´ ৩
। মপা র্সা ণণা পা। মপা মজ্ঞা -রা -সা II
তপ ন তারা র দো• লে• • •

সঞ্চারী।

০ ১ ২´
II সা সসসা না সা। ররা রা রা রা। মা পা পা পপপা।
আ নন্‌দ তাঁ র উঠ্‌ চে ফু টে নি খি ল বেদন

৩ ০ ১
। মা পা মমজ্ঞা -মা I মা পা পপা পা। পা পা মা পা।
কাঁ টা টু°টে ০ অ শ্রু মণি র মা লা হ য়ে

২´ ৩
। র্সর্সা র্সা ণণা পা। মা পা -মা -জ্ঞা I
ঝর চে বুকে র ত লে ০ ০

আভোগ।

০ ১ ২´
I মা পপনা না না। র্সর্সা র্সা র্সা র্সা। না ননা র্সা র্রর্রা।
আ নন্দ তা র মূর্ ত্তি ধ রি আ স্‌চে আ মা°র

৩ ০ ১
। র্সা নর্সা র্রর্সণা -ধপা I মা -পা পপা পা। ণা ণণা পা পপা।
জী বন 'প°রি ০০ দু ঃ খসু খে র সাজে, দু য়ার

২´ ৩
। মপা র্সা ণা পা। -মপা মজ্ঞা -রা -সা II
দিচ্‌ চে খু লে খু লে° ০ ০

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

সাম্রাজ্য-সমিতিতে, "ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে ভারতবাসীর অবস্থা"র আলোচনা—ভারত-সচিব সম্প্রতি ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন যে, জুলাই মাসের সাম্রাজ্য-সমিতিতে সর্ব্বপ্রথমেই আলোচিত হইয়াছে যে, ভারতীয়েরা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই ব্রিটিশ-নাগরিকের অনুরূপ ব্যবহার পাইবে। এই বিষয়ে গত বৎসরের কন্‌ফারেন্সে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল, সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। গত বৎসরের গৃহীত প্রস্তাবগুলি এই:—(১) উপনিবেশ-সমূহ ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট স্ব স্ব দেশের অধিবাসীর মৌলিক প্রকৃতি বজায় রাখিবার জন্য অপর দেশ হইতে আগত বাসিন্দাদিগের উপর আবশ্যক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (২) ভারতবর্ষ ও উপনিবেশের অধিবাসীরা ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিক্ষা ও দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য যে কোনও ব্রিটিশ-রাজ্যে গমন করিতে পারিবে।

(ক) কোনও উপনিবেশে ভারতীয় প্রজাদের উপর যেরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত আছে, ভারতগবর্ণমেণ্ট সেই উপনিবেশের লোকদিগের উপর ভারতবর্ষেও ঐরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন্।

(খ) যে-সকল ভারতীয় অন্য দেশে ঔপনিবেশিক হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে এক একজন বৈধ-পত্নী ও পুত্র আনিবার অনুমতি পাইবে। পত্নী ও পুত্র যে তাহার, ভারত-গবর্ণমেণ্টের সার্টিফিকেট-দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

ফিজিদ্বীপে ভারতীয় কুলী-রমণীদিগের প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নারীদিগের সহানুভূতি—

ভারতবর্ষের অনেক স্ত্রীলোক ফিজিদ্বীপে কুলীর কার্য্য করে। ভারতবর্ষ হইতে ইহাদিগকে যেরূপভাবে জাহাজে ভরিয়া পাঠান হয়, যেরূপভাবে এখনও তাহারা ফিজিদ্বীপে বাস করিতেছে তাহাতে ঐ সকল কুলীনারীর মান, ইজ্জত, সতীত্ব প্রভৃতি কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নারীরা ফিজিবাসিনী ভারতীয়া নারীদিগের এই দুর্গতি-মোচনের জন্ম বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে কুমারী গ্রাহাম ফিজি-প্রবাসী ভারতীয় কুলীরমণীদিগের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিবেন্। তিনি এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কয়েক মাস ফিজিতে অবস্থান করিবেন। পরোপকারিণীদিগের এই সাধু চেষ্টা সফলতা-লাভ করুক্।

ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ।—শ্রীমতী আগলস হেইগ্-নাম্নী এক চিন্তা-শীলা রমণী ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ অবগত হইয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য ইংলণ্ডের "ন্যাসান্তল রিভিউ"-নামক মাসিক পত্রে "ভারতের শিশুশিক্ষা"-সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে আসল কথা তিনি এই লিখিয়াছেন যে, "বিদেশ হইতে আসিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষা করিতেছেন; সুতরাং ভারতবাসী জাতীয় বৃদ্ধি ও উন্নতির ইচ্ছা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তিন বা ততোধিক পুরুষকাল ব্রিটিশের পক্ষাশ্রয়ে শান্তি-সম্ভোগ করাতে ভারতবাসী জাতীয় সুকুমার বিদ্যা অবগত হইয়াছে, শিক্ষা বিপথগামিনী হইয়াছে, জাতীয় উদ্যম স্বাভাবিক পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; ভারতবাসীর চিন্তা অবসন্ন ও উন্নতি বন্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ-শাসনে শান্তি তাহারা ভোগ করিতেছে।"

টেলিগ্রাফ ও পত্রের মাশুল-বৃদ্ধি—ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন, টেলি-গ্রাফে কার্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিভাগের উপকরণ ও কর্ম্মচারীর অল্পতা প্রভৃতি ঘটনায় আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করা হইবে। বারটী কথার সাধারণ টেলিগ্রামের মাশুল আট আনার পরিবর্ত্তে বারো আনা করা হইবে; এবং অতিরিক্ত প্রত্যেক কথায় আধ আনার পরিবর্ত্তে এক আনা করিয়া দিতে হইবে। বারটী শব্দের জরুরী মাশুল এক্ষণে আছে এক টাকা মাত্র; উহা দেড় টাকা হইবে। তদতিরিক্ত প্রত্যেক কথার জন্ম দুই আনা করিয়া দিতে হইবে। ভারত হইতে ইউনাইটেড কিংডম প্রভৃতি ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের অধীন রাজ্যসমূহে প্রেরিতব্য চিঠির মাশুলও বৃদ্ধি করা হইবে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক আউন্স চিঠির মাশুল এক আনার স্থলে দেড় আনা দিতে হইবে; তদতিরিক্ত প্রত্যেক আউন্সের জন্ম এক আনা পড়িবে।

ভারত সম্রাটের সমবেদনা।—রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ নিকোলাসের মৃত্যুতে ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। রুষ-সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইলে, তাঁহার আত্মার সদগতির জন্ম ইংলণ্ডের গির্জ্জাসমূহে যে প্রার্থনা

করা হইয়াছিল, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী সেই প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সম্রাট্-মহোদয় আদেশ করিয়াছেন যে, রুষ-সম্রাটের মৃত্যু উপলক্ষে ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণকে একমাস-কাল শোক-চিহ্ন-ধারণ করিতে হইবে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের এই উদারতা ও সমবেদনা-প্রকাশ অতীব প্রশংসনীয়।

ব্রহ্মদেশে উচ্চ রাজকার্য্যে রমণী-নিয়োগ—ব্রহ্মদেশবাসিনী কুমারী হিল্‌ভা ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের অর্থ-বিভাগীয় কমিশনারের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী নিযুক্তা হইয়াছেন। এই নিয়োগ-দ্বারা রমণীদিগের উচ্চ রাজকার্য্যে প্রবেশের অধিকার জন্মিল।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদিগের দাবী।—আহমেদাবাদ হোমরুল্-লীগের মহিলা-শাখায় সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড-বিরচিত শাসন-সংস্কার-মতে ভারতীয় পুরুষেরা ব্যবস্থাপক সভায় যেমন ভাবে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইবেন্, মহিলারাও ঐ সকল পদে নিযুক্ত হইবার দাবী জানাইতেছেন। মহিলা-সভা হইতে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট এবং ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে এই অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাহারা মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার-প্রস্তাবকে ঐ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অনুরোধ করুন্।

ময়লা নোট।—গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে, সমস্ত ট্রেজারি, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে ষ্টেশনে ময়লা নোট গ্রহণ করিতে হইবে। ময়লা বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শয়নাগার।

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। গৃহকর্ম্ম শেষ হইয়াছে। কর্ত্তা ও গৃহিণী শয়নাগারে কথোপকথন করিতেছেন।

গৃহিণী—সুরেনের বিয়ের কি করলে?

কর্ত্তা—(সট্‌কায় আলাপ করিতে করিতে) সম্বন্ধ ত অনেক আস্‌ছে!

গৃ—তা একটা যা হ'ক ঠিক্ করে ফেল না?

কর্ত্তা—দাঁড়াও, এম্, এর্ খবরটা বাহির হতে দাও।

গৃ—কবে খবর বাহির হবে?

কর্ত্তা—বোধ হয় আস্‌ছে মাসে বার হবে।

গৃ—আর দেরি যে সয় না। হর-গোবিন্দবাবুর মেয়ে এসে বলে যাচ্ছে, বোন্ এসে ব'লে যাচ্ছে, ঝিটা পর্য্যন্ত ছ্যার্ ছ্যার্ করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!—আর কত সহ্য করবো?

কর্ত্তা—কেন?

গৃ—তুমি কি ন্যাকা হ'লে?—কেন? ধার করেছ—দিতে হবে, জান না?

কর্ত্তা—তিনি কি আমাকে ছেড়ে দেবেন্? টাকা ধার নিয়েছি, টাকা দেব, সুদ দেবো! তা'র অত কথা বলা-বলির ধার ধারি নি।

গৃ—খবরটা বেরোবার আগে কি বে দেওয়া যায় না?

কর্ত্তা—যাবে না কেন? তবে খবরটা বেরুলে একটু দরে বিক্রি হবে।

গৃ—তবে এই ফাল্গুন মাসে দাও না কেন? একটী ভাল মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে। তারা দেবে থোবেও ভাল।

কর্ত্তা—কোথায়?

গৃ—ঠন্ঠনের মিত্তিরদের বাড়ীতে।

কর্ত্তা—তা'রা দেবে কি?

গৃ—নগদ ২০০৲ দুহাজার টাকা, আর গা-সাজান গয়না।

কর্ত্তা—(একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কি! নগদ দু'হাজার!!

গৃ—তবে তুমি চাও কি?

কর্ত্তা—আমি চাই আটটী হাজার।—শুন্‌লে?

গৃ- অত দেবে কেন?

কর্ত্তা—কি অত দেবে কেন! তুমি জান আজকাল ছেলের বাজার কি রকম? তাতে আবার আমার ছেলে, ছেলের সেরা ছেলে! হীরের টুক্‌রো বল্‌লেও হয়।

গৃ—তা ব'লে কি মেয়ের বাপ অত দেবে, না দিতে পার্‌বে?

কর্ত্তা—না দিলে চল্‌বে কেন?

গৃ—তোমার গরজ বলে?

কর্ত্তা—নিশ্চই। আমার টাকার কত দরকার জান? বাড়ী উদ্ধার কর্‌তে হবে—মেয়েটার বে দিতে হবে, মুদির দোকানের ধার শুধ্‌তে হবে।

গৃ—(হাসিতে হাসিতে) তবে তুমি ঠাউরেছ মন্দ নয়! এক ঢিলে তিন পাখী মার্‌বে?

কর্ত্তা—তা বই কি!—নিশ্চয় মার্‌বো। মার্‌বো না?

গৃ—কেন বল দেখি?

কর্ত্তা—ঐ ছেলেটার জন্যে কত খরচ করেছি, তা জান? আমার বড় মেয়েটার সময় তা'র শ্বশুর কি ছেড়ে কথা কয়েছিল?

গৃ—তা বলে কি তুমি তার শোধ নেবে এই রকম করে?

কর্ত্তা—নেবো না? আমার গায়ের রক্ত শুষে নেছে, আমার বুকের কল্‌চে খসে গেছে! আমি এখন সুযোগ পেয়েছি, ছাড়্‌বো কেন?

গৃ—তা হ'লে তুমি গরিবের মেয়ে আন্‌বে না?

কর্ত্তা—নিশ্চই না।

গৃ—গরীবের মেয়ে যদি সুন্দরী হয়? দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়? ভাল কাজ-কর্ম্ম জানে?

কর্ত্তা—তা হলেও নয়।—(হাত নাড়িয়া) আমার টাকা চাই।—টাকা—টাকা—টাকা!

গৃ—খালি টাকা দেয়, আর মেয়ে যদি কাল হয়, তা'হলে ঘরে যে আগুন লাগ্‌বে?

কর্ত্তা—কেন?

গৃ—এখনকার ছেলে পিলে কি আর খালি টাকায় ভোলে? তারপর সুরেন্ আমার লেখা-পড়া শিখেছে! তা'র নজর ফর্‌সা হয়েছে,—সে দশজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বেড়ায়! তারাও বা ব'লবে কি? তারপর সে নিজে সুপুরুষ, কার্ত্তিক বল্‌লেও হয়। সে কি আর একটা কালপেঁচী নেবে?

কর্ত্তা—তা বলে কি আর কাল মেয়ে বাজারে বিক্রী হবে না?

গৃ—হবে না কেন? বাজারে কি আর কিছু পড়ে থাকে?

কর্ত্তা—তবে?

গৃ—সেইজন্য বুঝি তুমি কাল মেয়ে খুঁজ্‌চো, অনেক টাকা পাবে বলে ?

কর্ত্তা—কাল মেয়ে খুঁজ্‌বো কেন ?

গৃ—(একটু বিরক্ত হইয়া) না—না—অনেক টাকা পাবে কি না !

কর্ত্তা—(একটু সাম্‌লাইয়া) না—না—। আমি তোমার মন বুঝ্‌ছিলাম। আমি কি এত আহাম্মুখ যে, আপ্‌নার পায়ে আপ্‌নি কুড়ুল মার্‌বো ? আপনার ছেলের জন্যে একটা কাল মেয়ে আন্‌বো ?

গৃ—কাল মেয়ে আন্‌লে আমার ছেলেও নেবে না, আমিও নেবো না।

কর্ত্তা—তা আমি জানি। তুমি এখন দিন কতক সবুর কর ; দেখ্‌বে তখন আমি সুন্দরী মেয়েও আন্‌বো, টাকাও নেবো। (কর্ত্তা উঠিয়া) হুঁ-হুঁ বাজার কেমন ! বাজার যে আগুন ! একটু চেপে যাও। ওর এম্‌-এ, পাশের খবরটা বেরুক্‌, তখন বুঝে নেবো।

ঘরের ঘড়িতে টং-টং-টং করিয়া ১২টা বাজায় কর্ত্তা ও গৃহিণী শয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘটক।

প্রাতঃকাল। একটী ব্রাহ্মণ শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিতেছেন, 'আজ ত কিছুই নাই, —সংসার চলিবে কি-রূপে ? কোথায় যাইব ? কি করিব ?' এমন সময় ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিলেন, "কৈ গো, তুমি এখনও ওঠ নি ! কখন্‌ বেরোবে ? ঘরে যে ছিটে-ফোটা জিনিস নেই ?—ছেলেরা এখনি যে খিদে খিদে কর্‌বে !"

ব্রাহ্মণ অগত্যা উঠিয়া মুখ হাত ধুইলেন। একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে ভাবিলেন, 'ঘোষেদের সুরেন্‌ও বি-এ পাশ করেছে। তা'র বিয়ের কথা সেদিন কে বল্‌ছিল। যাই একবার হরনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই।

হরনাথবাবু বাহিরে বৈঠকখানায় ছিলেন; ঘটককে দেখিয়া একেবারে সাতহাত লাফাইয় উঠিলেনও বলিলেন, "এস এস ! কেমন ভাই, ভাল ত ?"

ঘ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কল্যাণে এক রকম আছি।

হ। ও—রে—এ ! এক্‌ছিলিম তামাক দিয়ে যা।

একটা ছোক্‌রা চাকর একটা ডাবা হুঁকায় করিয়া তামাক দিয়া গেল। ঘটক একখানি গালিচায় বসিয়া ভড়্‌ ভড়্‌ করিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

হ। কেমন হে, অনেক দিনের পর, কি মনে ক'রে বল দেখি ?

ঘটক—আজ্ঞে হ্যাঁ, সুরেনবাবুর বিয়ের জন্য একটী সম্বন্ধ এনেচি।

হরনাথবাবু—কোথায় হে ?

ঘটক—আজ্ঞে, বোসেদের বাড়ী।

হ—কোথাকার বোসেদের বাড়ী ?

ঘ—আজ্ঞে, বাগবাজারের বোসেদের বাড়ী।

হ—কার মেয়ে ?

ঘ—নন্দবাবুর মেয়ে।

হ—মেয়েটী কেমন ?

ঘ—মন্দ নয়।

হ—শুধু মন্দ নয় বল্‌লে হবে না,—দস্তুর

মত সুন্দরী চাই। আজ-কাল ছেলেদের গতিক জান ত?

ঘ—আর একটী মেয়েও হাতে আছে।

হ—সে কোথায়?

ঘ—বরাহনগরে।

হ—সে কাদের বাড়ী?

ঘ—মিত্তিরদের বাড়ী।

হ—মেয়েটী কেমন?

ঘ—খুব ভাল, পরমা সুন্দরী বল্‌লেও হয়।

হ—মেয়ের বাপের অবস্থা কেমন?

ঘ—মন্দ নয়;—খুব ভাল।—জমিদারি আছে ম'শাই! বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি; বার মাসে তের পার্ব্বন হয়। ঝি, চাকর, দরোয়ান, লোক-লস্কর অনেক আছে। তা ছাড়া অতিথিশালা, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি তাঁর অনেক আছে। বাবুও খুব ভাল লোক।

হ—(আনন্দের সহিত) বেশ—বেশ—বেশ। কি দেবে থোবে বল দেখি? জান ত আমার ছেলে এম্-এ?—কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী! বড় ছোট কথা নয়!

ঘ। সুরেন্ বাবু কি এম্-এ পাশ্ করেছেন?

হ—সে পাশ করাই ধর।

ঘ—খবর বেরিয়েছে? গেজেট্ হয়েছে?

হ—সে পাশ ধরেই ন্যাও। ত'ার মত ছেলে কটা আছে? সে ফিবারে উঁচিয়ে পাশ করেছে। এণ্ট্রেন্স ফার্ষ্ট ডিবিশনে, এল-এ, ফার্ষ্ট ডিবিশনে, বি-এ অনার! ত'ার কথা ছেড়ে দাও। সে খুব ভাল ছেলে। সে এম্-এ, পাশ হয়েই আছে। ত'ার এম্-এ পাশে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন তুমি দেবা-থোবার একটা ঠিক্ কর দেখি?

ঘ। যে আজ্ঞে। এমন ছেলে কে না দেবে বলুন্?

"আমায় কিঞ্চিৎ" বলিয়া ঘটক হাত পাতিলে হরনাথবাবু একটী রৌপ্যমুদ্রা তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ঘটক তাহা টেঁকে গুজিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাশের খবর ও বিবাহের সম্বন্ধ।

কিছুদিন পরে সুরেনের পাশের খবর বাহির হইল। সুরেনের মাতাপিতার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নিকট এই শুভ-সংবাদ টেলিগ্রাফের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। সুরেনের বড় ভগিনীপতি গেজেটে এই শুভ-সংবাদ পাইয়া বাটীতে আসিয়া গৃহিণীর নিকট উহা বলিলেন। ভগিনীর যাহার পর নাই আনন্দ হইল। তিনি স্বহস্তে ভ্রাতার এই শুভসংবাদ চিঠির দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন।

গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের মধ্যে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "বেশ হয়েছে। ছেলেটী ভাল।" কেহ বলিল, "বাপ্ এইবার দাঁও মার্‌বে।" কেহ বা বলিল, "মায়ের এবার ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়্‌বে না।"

কয়েকজন সমবয়স্ক জুটিয়া সুরেনের নিকট খাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। তাহারা নছোড় বন্দা;—সুরেনের নিকট খাইবেই খাইবে। সুরেনের বাপ্ এই খবর পাইয়া তাহাদিগকে বাটী হইতে হাঁকাইয়া দিলেন। তাহাদিগের

মধ্যে কেহ ভাল কেহ মন্দ। দুই একজন সুরেনের বাপের কথায় চটিয়া গিয়া একটা দল বাঁধিয়া, কিসে সুরেনের বাপ্‌কে অপ্রতিভ করবে সেই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

সুরেনের বাপ্ স্বভাবতঃ লোভী। তিনি অনেক দিন ধরিয়া টাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, ছেলে এম্-এ পাশ করিলেই নিলামে তাহাকে চড়াইয়া দিবেন্। কত ঘটক্ ঘট্‌কী আসিতে যাইতে লাগিল, কত সম্বন্ধ স্থির হয় হয় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইল! কেহই সুরেনের বাপের দাবীর নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না।

একদিন রামদাস-নামক একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া সুরেনের পিতাকে বলিলেন, "মহাশয় আপ্‌নার পুত্রটী এম্-এ, পাশ করিয়াছে শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমি তাহার জন্য একটী উত্তমপাত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছি। পাত্রীটী দেখিতে সুন্দরী, বয়স ১২ বৎসর। ঘর ভাল। বাপ্ মা আছে। বাপ বড় চাক্‌রী করে।—দেবে থোবে ভাল।"

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিবে?"

ব্রাহ্মণ। আপনি যা চাইবেন, দেবে।

হরনাথ—আমি ৮০০০৲ হাজার টাকা নগদ, আর মেয়েটী ভাল চাই।

ব্রাহ্মণ—তাই দেবে। মেয়ের বাপের অবস্থা ভাল। আপনার ছেলেও ভাল—এম্-এ পাশ করা।—কেন না দেবে?

হরনাথবাবু। তবে কবে মেয়ে দেখ্‌তে যাব?

ব্রাহ্মণ। যেদিন আপনার ইচ্ছা।

হ। বেশ, তবে আস্‌ছে রবিবার যাওয়া যাবে। "শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্।" শুভকার্য্যে আর বিলম্বে কাজ কি?

ব্রাহ্মণ। তা-ত বটেই। তবে তাই স্থির রইল। আমি রবিবার প্রাতে ৮টার সময় কৃষ্ণদাস পালের ষ্ট্যাচুয়ের কাছে অপেক্ষা কোর্‌বো।

পথে আসিতে আসিতে রামদাসের সহিত দুইজন যুবার সাক্ষাৎকার হইল। তাহারা আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কাজ কতদূর এগুল?" রামদাস স্ফূর্ত্তির সহিত বলিলেন, "শর্ম্মা যখন হাত দিয়েছেন, তখন কাজ একপ্রকার সম্পন্ন করিবেই করিবে, জানিও।"

যুবকদ্বয়। এখন উপস্থিত কি হ'ল?

ব্রাহ্মণ। আজ মেয়ে দেখ্‌তে যাবার দিন।

যুবা দুইজন সোৎসুকভাবে বলিল, "দেখো ভাই, ফস্‌কে না যায় যেন! একজন কন্যাভারগ্রস্ত গরিবের মেয়েকে উদ্ধার করিয়ে দিও। তোমার নাম চিরকাল ক'র্‌বে—ভগবান্‌ও তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন। লোকটার কি অহঙ্কার! ছেলে এম্-এ পাশ করেছে বলে চোখে কানে দেখ্‌তে শুন্‌তে পায় না। আপনার গুমরেই আপনি মত্ত! শুধু তাই! আবার খাঁই ত কমও নয়! আকাশ পাতাল খিদে! সর্ব্বগ্রাসী!

যুবা দুইজনের নাম হরেন্ ও বরেন্। তাহারা সুরেনের সমবয়স্কদিগের দলের গোড়া। ঘটক যখন যুবকদ্বয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন দূরে হরেন হরনাথ-বাবুকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "পালাও—পালাও! ঐ হরনাথবাবু আস্‌তেছে।" তাহারা দুইজনে একদিকে ফিস্‌ফাস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ও হরনাথবাবু কন্যার পিতার বাড়ীর দিকে চলিলেন।

হরেন। বুড়োটার আশা কম নয়।

৮০০০৲ হাজার টাকা চায়! বাবা! আ—ট—হা—জা—র। ও নিজে একজায়গায় ৮০০০৲ হাজার টাকা দেখেছে কি না সন্দেহ!

বরেন্—তাইতে ত ওকে একবার জব্দ করা দরকার।

হরেন্—(হাসিতে হাসিতে) তা যা কল খাঁটান গিয়েছে, তা বড় মন্দ নয়।—বাছাধনকে প'ড়তে হবেই হবে। আর আমাদের শ্যামদাসও কম খেলোয়াড় নয়!

বরেন্। ছেলের পাশের খবর নিয়ে আপনি দশখানা গেজেট হয়ে বেড়াচ্চে! লোকে হাস্‌ছে বৈ আর কিছুই নয়। ওটা পাগল—পাগল!

হরেন। দ্যাখ না, ওর ছেলে পাশ হ'ল, আমরা আহ্লাদ ক'রে সন্দেশ খেতে চাইলাম, ব্যাটা কি না বল্লে, "আমি পয়সা খরচ ক'রলাম, সুরেন্ খাট্‌লে, পাশ হ'ল, আর ব্যাটারা বলে, 'আমাদের খাওয়াও'!"

বরেন্। দাঁড়াও না, এইবার ওষুধ দিয়ে ছাড়্‌বো। যা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করা গেছে, তাতে বাছাধনকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা পেতে হবে।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গাভী প্রসব করিলে, তাহার দুগ্ধ ৫ বা ৬ দিন পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য থাকে। অতঃপর দুগ্ধকে জ্বাল দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে। যদি কাটিয়া না যায়, তবে সে দুগ্ধ ব্যবহারোপযোগী জানিবে। গাভীর রোগ জানা না থাকিলে, পীড়িত গাভীর দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে।

দুগ্ধ হইতে নবনীত তুলিতে হইলে, দুগ্ধকে ১৮০° ডিগ্রির তাপে গরম করিয়া ৯০° ডিগ্রিতে শীতল করিবে। অতঃপর তাহা হইতে কল-দ্বারা নবনীত উঠাইবে। দুগ্ধ উষ্ণ করিলে তাহার কীটাণু মরিয়া যায় এবং নবনীতও কঠিন হয়। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ হইতে নবনীত উঠাইয়া লইলে, যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বাস্থ্যকর এবং অধিক সময় পর্য্যন্ত থাকে। দুগ্ধ উষ্ণ না করিলে নবনীত উঠান দুগ্ধ অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। গাভীর দুগ্ধ স্বাদু; সুতরাং তাহা আহারের জন্য রাখিবে। মহিষের দুগ্ধ নবনীত বা সর প্রস্তুতের জন্য রাখা উচিত।

গৃহস্থেরা ঘোল-মৌনী-দ্বারা নবনীত উঠাইয়া থাকে। ঘোলমৌনী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পদার্থ। ঘোলমৌনী ধৌত করিতে হইলে, প্রথমে শীতল জলের দ্বারা ও পরে উষ্ণ জলের দ্বারা ধৌত করিবে। সোডা কখনও ব্যবহার করিবে না। কারণ, প্রথমতঃ তাহা কাষ্ঠের গাত্র হইতে সহজে অপসৃত হয় না, দ্বিতীয়তঃ, ক্ষার-নিবন্ধন মন্থনে বাধা দেয়, এবং তৃতীয়তঃ, কখনও কখনও মন্থন বিফল হইয়া থাকে। উষ্ণ জলে ধৌত করিলে কাষ্ঠের ছিদ্রগুলি খুলিয়া যায় এবং তন্মধ্যে শীতল জল প্রবেশ করিয়া নবনীতকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। লবণ-দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, জলের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়; সুতরাং, তাহা কাষ্ঠের ছিদ্র মধ্য দিয়া নবনীত প্রবেশের পথ আরও রুদ্ধ করে। উষ্ণজল তৈলাক্ত পদার্থকে বিগলিত করে এবং পরে শীতল জলের ব্যবহারে কাষ্ঠ স্ফীত হইয়া ছিদ্রগুলিকে রুদ্ধ করে।

ঘোলমৌনী-দ্বারা নবনীত উঠানর কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুই মিনিট মন্থন করিয়া কিছু সময় বিশ্রাম দিবে এবং এক পাইণ্ট (দশ ছটাক) শীতল জল উপরে ছিটাইয়া দিবে। অতঃপর পুনরায় দুই মিনিট মন্থন করিয়া কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে জল ছিটাইয়া দিবে। দুই মিনিট পরে তৃতীয় বার মন্থন আরম্ভ করিবে। এই সময়ে নবনীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর আকারে দেখা দিবে। তখন প্রায় দুই পাইণ্ট (এক সের চারি ছটাক) জল মিশ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে মন্থন করিতে হইবে। (ক্রমশঃ) শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 661. September, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬১ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২৫। সেপ্টেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

জন্মদিনের গান।

(ভৈরবী-একতালা)

অন্তরেরি পাগল আজো জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না !
তার বর্ণ-গীতি-গন্ধ-পরশ
হৃদয়-মাঝে লাগ্‌লো না !
জেগেছে সে ফলফুলে,
সিন্ধু-দোলায় নদীর কূলে,
প্রভাত পাখীর কলকলে,
হৃদয়-তলে জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না !
ডাক্‌লো সে যে আকাশ ভরে
গোপনে মোর নামটি ধরে,
মূর্চ্ছনা তার কেঁপে কেঁপে
বাজ্‌লো দূরে দূরে !
ফুট্‌লো সে ডাক্ তারার মালায়,
অন্ধ ঘরের দহন-জ্বালায়,
হৃদয়-তলে পাগল তবু
আগল খুলে জাগ্‌লো না—
জগ্‌লো না, জাগ্‌লো না ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৮)

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। নমিতা সেই যে শুইয়াছে, আর উঠে নাই। বিমল দুই তিনবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, নমিতা অবাধে, অকাতরে ঘুমাইতেছে।

রাত্রিতে আহারাদির পর বিমল আবার নমিতাকে দেখিতে আসিল। সে তখনও ঘুমাইতেছে। নিদ্রায় সকল যন্ত্রণার অবসান ভাবিয়া বিমল তাহাকে উঠাইল না; নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

একটু পরে কে সজোরে সদর দুয়ারের কড়া নাড়িল। বিমল গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল;—দেখিল, মিস্ স্মিথ্। রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহাতে দুইজন লোক বসিয়া আছে। একজন সুরসুন্দর তেওয়ারী, অপর ব্যক্তি নির্ম্মলবাবু। দুই জনেই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া নির্ব্বাগ্‌ভাবে পাশাপাশি বসিয়া আছেন।

স্মিথ ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন, "নমি কই, নমি ?"

বিমল সংক্ষেপে বলিল, "বাড়ী এসে একবার ফিট্ হয়েছিল,—অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। এখনো ঘুম ভাঙ্গে নাই।"

স্মিথ বলিলেন, "থাক্। তোমার মার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে ?"

বিমল বলিল, "হাঁ, আসুন। তিনি ঘুমাতে পারেন্ নি।"

স্মিথকে সঙ্গে করিয়া বিমল মাতার ঘরে আসিল। মাতা অস্থিরভাবে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শয্যা-কণ্টকী যাতনা ভোগ করিতেছিলেন; স্মিথকে দেখিয়া কাতর-স্বরে বলিলেন, "স্মিথ, নমির কপালে এই কলঙ্ক ছিল ?"

স্মিথ দৃপ্তস্বরে বলিলেন, "না, ও-কথা বোল না। এ নমির কলঙ্ক নয়। আমাদের কলঙ্ক! তুমি কাউকে চেন না, কা'র কথা তোমায় বল্‌ব!—নিজের কথাই বলি।—আমিই এ দোষের জন্য দায়ী! ওদের কুৎসা-সৃষ্টিকারি-শক্তির জয় হোক। ওদের কোন দোষ দেব না আজকে।—কিন্তু দেখ্‌ব আজকে, সেই কাণ্ড-জ্ঞানহীন, মূর্খ জ্যাকসন্‌কে! সে ন্যায়পরায়ণ-তার দোহাই দিয়ে এত বড় অন্যায় কাজ করেছে কোন্ আইনের বলে ?—আমি এখনই গিয়ে কৈফিয়ৎ নিচ্ছি।—সে সভ্য ইংরেজ, না বন্য পশু, আমি এখনই আজ দেখ্‌ব! একই সমাজের সভ্যতা আর ন্যায়পরায়ণতার গৌরব-সংস্কার তার মগজে, আর আমার মগজে, সমানভাবে গাঁথা আছে।—তার ভুল সংশোধনে উদাসীন থাক্‌লে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হবে। আজ চাবুকে তার চৈতন্যের উদ্বোধন করব। আমি জ্বলন্ত প্রমাণ হাতে করে এসেছি।—"

চোরা-পকেট হইতে একখানি পত্র টানিয়া বাহির করিয়া স্মিথ বলিলেন, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চিঠি তা'র দেবর নির্ম্মল মিত্রকে লিখে রেখে গেছে।—এ চিঠি আমার হাতে পড়েছে। নমিতা কেন কিসের জন্য দু'দিন তাঁর কাছে গেছ্‌ল, এতে সব খুলে লেখা

আছে।—এতেই ডাক্তারের মিথ্যাবাদিতা ধরা পড়্বে। আমি নির্ম্মলকে পাক্ড়াও করে নিয়ে চলেছি। এখনই ডাক্তার-সাহেবের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াব। ও মিথ্যা বল্‌তে পার্‌বে না। আমি প্রমাণ করাব,—ডাক্তার কি দরের মানুষ!—ডাক্তারের বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি রাঁধুনীর কাজ করে, তার সঙ্গে যে ওর কি সম্পর্ক, সে ওর বাড়ীতে, ওরই মাইনে খেয়ে যারা ঝি চাকরের কাজ করে, তারা সুস্পষ্টরূপে খুলে বলেছে। শুধু তাই।—কত কেলেঙ্কারীর কথা বল্‌ব! মিসেস দত্ত নার্শের সঙ্গে ওর এত বাধ্যবাধকতা কিসের, ফিমেল ওয়ার্ডের মেথরাণীরা তার চাক্ষুস সাক্ষী আছে। আমি এতক্ষণ কুঠিতে বসে, সব্-ডিবিশনাল অফিসারকে ডাকিয়ে, সাক্ষ্য রেখে, তাঁর সামনে সব জবানবন্দী টুকে নিয়েছি।—আজ সারাদিনই ওর কাজে আমাকে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ও হত্যাকারীর কাছে ঘুস নিয়ে রিপোর্ট পাল্টে লিখেছে,—ও ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্ক সেই শরৎ-পাজীকে ঘুস দিয়ে হাতে রেখে কত ভয়ানক কাজ করেছে, আমি তার সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আজ জেলের দুয়ার ওর সামনে খোলা।—ও এত অকীর্ত্তি করে রেখেছে! কিন্তু বলি-হারি ওর অসীম সাহসকে!—শয়তান এখনো অসঙ্কোচে বাঘের মত হিংস্র-ক্রূরতা নিয়ে, এমন নির্ভয়ে হাঁক্-ডাক্ করে বেড়ায়! কিন্তু ও জানে না, স্মিথ-সিংহী ওর পিছুতে লেগেছে; এবার ওর সর্ব্বনাশ করে ছাড়্বে!—”

গৃহস্থ সকলে আড়ষ্ট, স্তম্ভিত! স্মিথ-সিংহী-ই বটে! আজ একেবারে ক্ষিপ্তা-সিংহীর মতই তিনি ভীষণ-উগ্র! আজ তাঁহার অগ্নি-বর্ষী চোখের সাম্‌নে চোখ তুলিয়া চাহে সাধ্য কাহার!—তাঁহার কণ্ঠের বজ্র নিনাদে গৃহের দেয়ালগুলা পর্য্যন্ত যেন থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

থামিয়া, একটু শান্ত হইয়া স্মিথ সংযত স্বরে বলিলেন, “তুমি নিশ্চিন্ত হও। কোন ভয় নেই।—মাথার ওপর সর্ব্বদর্শী ভগবান্ আছেন; মিথ্যার দম্ভ কখনো টিক্‌তে পারে না, এটা নিশ্চয় জেনো!—যদি নমিকে না চিন্‌তাম তা হলে আজ হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌তাম্। কিন্তু আমি যে তাকে চিনেছি, আমি নিজের হৃদয়কে যত না বিশ্বাস করি, তাকে তার চেয়ে বিশ্বাস করেছি। তার অন্যায় অপমান, আমি কখনো সহ্য কর্‌ব না! ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, খুব সহজেই আমার কার্য্যোদ্ধার হয়েছে।—আজ সমস্ত মিথ্যার অত্যাচার আগুনে ছারখার করে ফির্‌ব! একটু সবুর কর, আগে ডাক্তার-সাহেবকে দেখে আসি,—তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি, তাঁর মগজের চেয়ে আমার মগজ বিশ বছরের বেশী পুরাতন!”

দ্বারের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া স্মিথ বলিলেন, “আবার বল্‌ছি, তোমরা কিছু ভেবো না।—নমি শুধু তোমার সন্তান নয়, আমাদেরও সন্তান। আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের দায়িত্বের সম্মান রাখ্‌ব;—রাখতে আমরা বাধ্য যে! নিজে সারাদিন এই এক পোষাকে ঘুর্‌ছি; পোষাক বদ্‌লাতে সময় পাই নি।—এবার ডাক্তার সাহেবের কাছে চল্লুম, আজ সারারাত তাঁকে খাটাব,—ঘুমাতে দেব না।—তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও।”

স্মিথ দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

(২৯)

ঘড়িতে টং-টং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল। 'খটাবট্‌ খটাবট্‌'—করিয়া ডাক্তার-সাহেবের প্রকাণ্ড ওয়েলার-যুক্ত গাড়ীখানা আসিয়া হাঁসপাতালের অদূরে মোড়ের মাথায় দাঁড়াইল। সর্ব্বাঙ্গ ক্লোকে ঢাকা ডাক্তার-সাহেব লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, তারপর নামিলেন, স্মিথ, সুরসুন্দর, আর সমুদ্রপ্রসাদ কম্পাউণ্ডার ও সেই সর্দ্দার কুলী ছট্টুর পুত্র, লাল্লু।

সকলে নিঃশব্দে আসিয়া হাঁসপাতালের ফটকে পৌঁছিলেন। ফটক ভিতর হইতে চাবি-বন্ধ। পার্শ্বেই দ্বারবানের ঘর। ডাক্তার-সাহেব স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া, খুট্‌খুট্‌ করিয়া ফটক ঠেলিয়া, মোলায়েম স্বরে ডাকিলেন—"ড্যারোয়ান্‌, ইয়ো ড্যারোয়ান—।"

মাঞ্জা করা সুতার কর্‌করে ধারের মত, চাঁচা গলায় দ্বারবান্‌ ভিতর হইতে উত্তর দিল, "কোই হ্যায় রে?"

ডাক্তার-সাহেব সুচারু উচ্চারণে একটী গালি পাড়িয়া, মৃদুকণ্ঠে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন,—"টোমরা পাপা হ্যায়, জল্‌দি কেয়াড়ি খোল,—জল্‌দি!"

এবার দ্বারবানের চমক ভাঙ্গিল, মাথা ঘুরিয়া গেল; চাবি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ফটকের তালা খুলিতে খুলিতে ভয়-জড়িত স্বরে বলিল, "হুজুর, মাপ কিজিয়ে, হাম পছনে"—

তাহার মুখের কথা মুখে রহিল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিলেন, "চুপ্‌ রও, হল্লা করো মৎ!"—

দ্বারবান্‌ ফটক খুলিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার সাহেব পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া, লাল্লুকে কি ইঙ্গিত করিলে, সে চক্ষের নিমেষে এক লম্ফে দ্বারবানের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিল, সমুদ্র পাগড়ী খুলিয়া সুদৃঢ় বন্ধনে তাহার হাত পা বাঁধিল। ডাক্তার-সাহেব হাতের রুলটি তাহার মুখের সাম্‌নে আন্দোলন করিয়া তীব্র-স্বরে বলিলেন, "ঝট্‌ বোলো, উ লোক চোরি-কো মাল কাঁহা গাড়া রাখ্‌খা?"

দ্বারবান্‌ পাংশুমুখে বলিল, "হুজুর, মায় বাপ,—হাম্‌রা কোই কসুর নেই হ্যায়, হুজুর—!"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, মাল কাঁহা বোলো।—"

দ্বারবান্‌ বলিল, "ফটক্‌কা ডাহিন্‌ মে,—ঐ জমীন্‌ কো নীচু গাঁড়া হ্যায়।—"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "লাল্লু, ফটকমে চাভি লাগায়কে, ইস্‌কো পাশ ঠাড়া রও,—"

তাঁহারা বাগানের সরু পথ ধরিয়া 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, মেল ওয়ার্ডের বারাণ্ডায় উঠিলেন। তারপর নিঃশব্দে সকলে দ্বিতলে উঠিয়া, বারেণ্ডার প্রান্তে শেষ ঘরটির সাম্‌নে আসিয়া পৌঁছি-লেন। ঘরের দ্বার ভেজান ছিল। ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, কয়জন লোক মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং মাঝে মাঝে খুব জোরে হাসিও হইতেছে।

ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তার-সাহেব আগে ঢুকিলেন; পিছনে, স্মিথ। সুরসুন্দর ও সমুদ্র চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা মস্ত টেবিল ঘিরিয়া ডাক্তার মিত্র, ক্লার্ক শরৎবাবু, হিতলালবাবু, আর এক-জন ঘোর কৃষ্ণকান্তি অপরিচিত প্রৌঢ়

ব্যক্তি সারি সারি চেয়ারে বসিয়া মদ্যপান করিতেছেন। দত্তজায়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া গ্লাশে 'হুইস্কি' ঢালিয়া দিতেছেন, তাঁহার অবস্থাও খুব প্রকৃতিস্থ নহে। হিত-লালবাবু চেয়ারের পিঠে ঘাড় হেলাইয়া অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় যা-তা বকিতেছেন্। ডাক্তার মিত্র ও শরৎবাবুর অবস্থা ততদূর শোচনীয় নহে। তবে শাদা চোখ কাহারও নাই। কৃষ্ণ-কান্তি পুরুষটি গম্ভীরভাবে ঝিমাইতেছেন।—তাঁহার সাম্মুখে টেবিলে বিভিন্ন রকমের নিব্-লাগান কতকগুলা কলম, কয়েকটা দোয়াত ও সারি সারি থাকবন্দী বিস্তর লেখা-কাগজ রহিয়াছে।

ডাক্তার-সাহেব ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন "শুভ-রাত্রি, ডাক্তার মিত্র! অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করছি;—কিন্তু এখানে এ-সব হচ্ছে কি?—নার্শ, তুমি এখানে কেন?"

সকলে বজ্রাহত, নিস্তব্ধ। কৃষ্ণকান্তি পুরুষটি ঝিমান বন্ধ করিয়া, গুলিখোরের মত গোল চোখ-দুইটা পাকাইয়া তীব্রদৃষ্টিতে এক-বার চাহিল, তারপর চট্ করিয়া উঠিয়া, পরম-ভক্তিসহকারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া, ব্যস্ত-সমস্তভাবে তল্পিতল্পা গুটাইয়া বগলে পুরিয়া, সবিনয়ে বলিল, "হাঁ সাহেব, ভুল হয়ে গেছে। আমি পুওর ম্যান, থার্ড পার্সোন্!—এই ডাক্তারবাবুকে 'কল' দিতে এসেছি; কাল সকালে আমার বাড়ী যেতে হবে। আমি কখনই যাচ্ছি—"

ডাক্তার-সাহেব পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও ভদ্রলোক, এক পা এগোবে, কি এই রুলের ঘায়ে মাথা ভেঙ্গে দেব। সাবধান!—চালাকি কোর না, কাগজগুলা দাও দেখি!—তেওয়ারী, সমুদ্র সিং—এস, বাঁধো এই 'রাস্কেল' কে!"

সমুদ্র আসিয়া একটানে তাহার হাত হইতে কাগজের তাড়া টানিয়া লইয়া টেবি-লের উপরে ফেলিল; বলিল, "স্যর, এই দেখুন্, আবার সব বেনামী দরখাস্ত নানা ধাঁচে তৈরী হচ্ছে!—এ কি! বাঃ! স্মিথের লেখাও জাল হচ্ছে যে! ভাল, ভাল। স্যর, এই লোকটাই সহরের সেই প্রসিদ্ধ জালিয়াৎ—বেণীমাধব ছক্মল্!—ইনি ঐ হিতলাল-বাবুর বাবার ধামা-ধরা জালিয়াৎ বন্ধু...।"

রোষ-কষায়িত নেত্রে চাহিয়া ডাক্তার-সাহেব বেণীকে বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি এখন থাক; কাল সকালে পুলিশ-বাবার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার হবে।"

ক্লোকটা খুলিয়া একটা চেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিলেন; ক্লার্ক শরৎবাবুর দুই কাণ ধরিয়া উত্তমরূপে নাড়া দিয়া 'ঠাই ঠাই'-শব্দে তাহার দুই গালে দুই বজ্র-চপেটাঘাত বসাইলেন; ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় হুঁসিয়ার লোক আছ! কাপ্তেন জ্যাক্সনকে গাধা পেয়েছিলে, কেমন?"

শরৎবাবুকে ছাড়িয়া ডাক্তার-সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দত্তজায়ার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "নার্শ, তোমায় সস্‌পেণ্ড করলুম্। এই মুহূর্ত্তে হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডের সীমা ছেড়ে দূর হও। তোমার বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে।—জেনে রেখো, যথাস্থানে তাহার বিচার হবে।"

দত্তজায়া এতক্ষণ নিঃশব্দে একপাশে জড়-সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইবার বিনা-বাক্যে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

ডাক্তার-সাহেব বজ্রনিনাদে বলিলেন, "প্রমথবাবু, তোমার আজ স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে! বৈকালে তোমায় বড়ই কাতর দেখেছিলুম না? বহুৎ আচ্ছা, এখন তোমার অবস্থা-পরিবর্ত্তনে আমি সুখী। কিন্তু হাঁসপাতালে ওয়ার্ডের মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে তোমার যথেচ্ছাচার কর্‌বার অধিকার নাই, সে কথা ভুলে গেলে কেন? কাজটা কি ভাল হয়েছে?"

প্রমথবাবু কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব একটু থামিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আজ সকালে যে নার্শকে সস্‌পেণ্ড করিয়েছ, বল ত সে নার্শ—সেই বালিকা নার্শ, তোমার বাড়ীতে কিসের জন্য যাওয়া আসা কর্‌তেন? এইখানে একবার সত্য বল দেখি, ডাক্তার!...কি হে, বল্‌তে চাও না এখন? আচ্ছা, এই চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো দেখি।—এ লেখাটা কা'র চেন কি?"

ডাক্তার মিত্র চিঠির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া বলিলেন, "স্যার, এ জাল চিঠি!—এ আমার স্ত্রীর লেখা নয়!"—

বিদ্রূপের স্বরে ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "বটে। কিন্তু যে লোক এ চিঠি সনাক্ত করেছে, সে কে জান? সে তোমারই ভাই, নির্ম্মল মিত্র! তিনদিন আগে যার নাকে ঘুসী মেরে রক্তপাত করেছিলে, গলাধাক্কা দিয়ে যার সঙ্গে তোমার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেই নির্ম্মল মিত্র;—মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীর সঙ্গে এতটুকু সদয় ব্যবহার কর্‌বার জন্য যে তোমার পায়ে ধরে মিনতি করিতেছিল,—এ লোকটা সেই,—তোমার পারিবারিক সম্পর্কভুক্ত একজন! বল ডাক্তার, এ লোকটাও কি আমায় ঠকিয়ে গেছে?"

ডাক্তার মিত্র কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব সুরসুন্দরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মিত্রকে বলিলেন, "দেখ দেখি চেয়ে, একে চিন্‌তে পার, বোধ হয়? এ না কি ঔষধ-অস্ত্র চুরি করে গেছে? সেই যে বেনামী দর্‌খাস্তে ঔষধ-চুরির কাল্পনিক বর্ণনা সব লিখিয়েছিলে—ডাক্তার!" উগ্র ক্রোধে ডাক্তার-সাহেবের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সজোরে ভূমে পদাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আমায় বাঁদর নাচ নাচিয়েছ, ডাক্তার? উঃ! অদ্ভুত তোমার সাহস, আর অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশল! থাক্, আমি এখনই ছোটলাটের কাছে টেলিগ্রাম কর্‌ছি। তারপর যথাস্থানে যা যা কর্‌তে হয়, সব ঠিক্ করে নিচ্ছি—।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "সমুদ্র সিং, তোমাকে আর সেই সর্দ্দার কুলীকে আমি নিজের পকেট থেকে পুরস্কার দেব। তোম্‌রা ভাগ্যে আমার কুঠিতে গিয়ে সাহস করে খবর দিয়েছিলে,—নচেৎ এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই জান্‌তে পারতাম্ না!... স্মিথ, আমি আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। বেশী আর কি বল্‌ব? —আপনার সেই তিরস্কারের জন্য এখন আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।—"

স্মিথ ডাক্তার-সাহেবের সহিত নিম্নস্বরে দুই-একটা কথা কহিলেন। ডাক্তার-সাহেব স্মিথের দিকে একখানি চেয়ার সরাইয়া দিলেন এবং নিজে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। এক তাড়া কাগজ বাহির

করিয়া তিনি বলিলেন, "ক্লার্ক শরৎবাবু, এস, এই চেয়ার খানায় বস।—এই কাগজগুলা পড়্‌তে হবে। ডাক্তার মিত্র, বস ঐ সাম্‌নের চেয়ারে।—শোন এই কাগজগুলা। এর মধ্যে কোনও অপরাধটা অস্বীকার কর্‌বার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, দেখ!—পড়, শরৎবাবু, প্রথম নম্বর তাড়া,—গৌরাঙ্গদাস চক্রবর্ত্তী, লাল-বাজার করমগঞ্জ।—"

ডাক্তার মিত্র ঘূর্ণিত মস্তকে অবসন্নদেহে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

(৩০)

তরুণ উষার ক্ষীণ আলোক সেইমাত্র পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। মাথার শিয়রে জানালার ফাঁক দিয়া যে শীর্ণ আলোকরেখাটি বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, নমিতা নিদ্রাহীন নয়নে নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়াছিল।

বাহিরে ডাকাডাকি শুনিয়া শঙ্কর উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। গোলমালে বিমল, সুশীল, সমিতা, সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিমল বাহিরে ছুটিয়া গেল। ক্ষণপরে কয়জোড়া জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আগে মিস্ স্মিথ, মাঝে ডাক্তার-সাহেব ও পিছনে সুর-সুন্দর তেওয়ারী আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

নমিতা চাহিয়া চাহিয়া সকলকে দেখিল। ক্লান্তি-অলস হাত-দুইখানি তুলিয়া একবার সে কপালে ঠেকাইল; কোন কথা কহিল না; উঠিতেও পারিল না।

ডাক্তারসাহেব তাহার করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত!"

ক্ষীণকণ্ঠে নমিতা প্রতিধ্বনি করিল, "সুপ্রভাত—অতি সুপ্রভাত!"

ডাক্তার-সাহেব একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। স্মিথ শয্যাতেই নমিতার পার্শ্বে বসিলেন। সুরসুন্দর শয্যার শিয়রে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "প্রিয়-ভগিনি, তোমার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনার জন্য এসেছি। শয়তানের চক্রান্তে প্রতারিত হয়ে, তোমার সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত অবিচার করেছি।—এখন আমি আন্তরিক দুঃখিত। ডাক্তারের চরিত্রের গুপ্ত রহস্য সব প্রকাশিত হয়েছে। সে এখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের উপযুক্ত অপরাধী। তোমার চরিত্র নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আমি আন্তরিক আহ্লাদিত হয়েছি, তোমায় প্রীতি-সংবর্দ্ধনা-জ্ঞাপন কর্‌ছি।"…

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; অর্থহীন দৃষ্টিতে সেই আলোক-রেখাটির পানে চাহিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

স্মিথ তাহাকে নাড়া দিয়া ডাকিলেন, "নমিতা, নমিতা!—"

"এঁ্যা—কেন ম্যাডাম?" বলিয়া নমিতা তাঁহার দিকে চাহিল।

স্মিথ বলিলেন্, "ডাক্তার-সাহেব নিজে তোমায় সুসংবাদ জানাতে এসেছেন্, তুমি নির্দ্দোষ।—"

"উত্তম—আমার মাকে সান্ত্বনা দান করুন্, ম্যাড্যাম্—" নমিতা শান্তমুখে পার্শ্ব ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "বিমল, সাম্‌নের ঐ জানলাটা খুলে দে-না ভাই।—আলোটা ভাল করে দেখি।—"

সুরসুন্দর গিয়া জানালা খুলিয়া দিল। উষার রক্তচ্ছটায় পূর্ব্বাকাশ যেন সদ্যঃ-

শোণিত-রঞ্জিত!—নমিতা একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

নীচে রাস্তায় বাইসাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ বাজিয়া উঠিল; টেলিগ্রাফ অফিসের পিওন উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"নমিটা মিটার!—নমিটা মিটার, একঠো টেলিগ্রাম হৈ।"

নমিতা ধীরকণ্ঠে বলিল, "বিমল, দেখ্‌ত ভাই! বুঝি, দাদার টেলিগ্রাম এল!—হাঁ দাদারই খবর, নিশ্চয়!—"

বিমল চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে টেলিগ্রাম-হাতে ছুটিয়া আসিয়া, উত্তেজিত কণ্ঠে আনন্দোজ্জ্বল মুখে পড়িয়া শুনাইল,—"নমিতা,—অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি, যুদ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আমাদের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছি। বোম্বের সুবিখ্যাত......কোম্পানির কারখানায় ৫৫৲ টাকা মাহিনায় সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে যাইতেছি।—তুমি আজই হাঁপাতালের কাজে ইস্তফা দাও।"

একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় নমিতার ক্ষীণ স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডটা যেন সজোরে দুইখানা হইয়া গেল! রুদ্ধশ্বাসে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া কষ্টোচ্চারিত স্বরে সে বলিল,"ডাক্তার-মহাশয়, ইস্তফা গ্রহণ করুন্!—"

স্মিথ্ ব্যস্তভাবে নমিতার বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "নমিতা, নমিতা, শুভসংবাদ এসেছে, আজ বড় আনন্দের দিন। শান্ত হও।—"

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে নমিতা জড়িতস্বরে বলিল, "খুব, খুব শান্ত।—পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি।"—শিথিল-শীতল হস্তে স্মিথের হাত-দুইটা টানিয়া কপালের উপর চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে নমিতা বলিল, "উঃ! আমার মাথা যে গেল! অসহ্য যন্ত্রণা! এই ঠাণ্ডা হাত-দুটি দিয়ে, একটি বার—শুধু একটিবার—খুব জোরে চেপে ধরুন্!—আঃ!"

চক্ষু মুদিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করিয়া নমিতা আবার দৃষ্টি খুলিল; ঘাড় ফিরাইয়া মাথার শিয়রে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া মধুর কোমল স্বরে বলিল, "তেওয়ারি, বিদেশী ভাইটি আমার, দাদাটি আমার, প্রণাম ভাই, প্রণাম!—তোমার পৈতাকে নয়, অন্তরের সেই নিষ্ঠাপূত পুণ্যোজ্জ্বল ব্রহ্মণ্য শক্তিকে প্রণাম!—শেষ চোট্‌টা মগজে বড় বিষম লাগ্‌ল ভাই, আর সাম্‌লাতে পার্‌লুম্ না।—কিন্তু তবু বলছি ভাই, মানুষের দুটো হাতে কত শক্তি থাক্‌তে পারে?—সে দুর্ব্বলের বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে, কঠিন পাহাড় ভেঙ্গে উড়িয়ে দিতে পরে, মাটীর বুকে নির্ম্মম আঁচড়ে গভীর বেদনার খাদ কেটে যেতে পারে,—এই পর্য্যন্ত! কিন্তু সে সীমাবদ্ধ শক্তির ওপর অসীম শক্তি আছে, অগাধ সান্ত্বনা আছে, অনন্ত অভয় আছে। বিশ্বাস হারিও না ভাই! মন থেকে সব গ্লানি মুছে ফেলো; কোন দ্বিধা রেখো না।—আবার তেমনি বলিষ্ঠ দৃঢ়িষ্ট হয়ে, তাঁর কাজ বলে, জীবনের কর্ত্তব্য পালন করে যেও।"

নমিতার নিঃশ্বাস বড় জোরে বহিতে লাগিল; স্বর বদ্ধ হইয়া গেল।—ক্ষণেকের জন্য থামিয়া, হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস টানিয়া সে বলিল, "অনেক শিক্ষা, অনেক কাজ বাকী রেখে চল্লুম্,—ভাই! আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মজন্মান্তরে আবার তোমাদেরই মত ভাইয়ের

বোন্ হয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌তে পারি;—অনেক শিখে অনেক কাজ করে যেতে পারি;—সকল অন্যায়, সকল অত্যাচার অবহেলায় জয় করে করে, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে, ভক্তি করে, পূজা করে যেন ধন্য হয়ে যেতে পারি!—বিমল, সমি, সুশীল, কে আছিস রে!”

বিমল ও সমিতা টেলিগ্রাম লইয়া মাতার ঘরে ছুটিয়াছিল। কেবল সুশীল তথায় ছিল।—সে মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিল, “দিদি, কি বল্‌ছ?”

শ্রান্তি-অলস দৃষ্টি অবসাদে নত হইয়া আসিতেছিল। শক্তিহীন কম্পিত হাত বাড়াইয়া নমিতা সুশীলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “সুশীল কাছে এস ভাই! একটি চুমা দাও!—মাকে কাঁদ্‌তে দিও না। ভাল করে লেখা-পড়াটি শিখো,—আর সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান্ হোয়ো। দাদা এলে বোলো, ‘দিদি আসলে নির্দ্দোষ;—বরাবরই নির্দ্দোষ ছিল। ববার কথা সে ভোলে নি। তাঁর স্মৃতিই তা’র সান্ত্বনার সম্বল ছিল, সেই শোকই স্বর্গ ছিল—তাঁরই জন্যে সে শান্তি পেয়ে গেছে!—আঃ!—”

সহসা বিপুল বেগে নমিতার বক্ষঃ স্পন্দিত হইল, চক্ষু-তারকা শান্ত—বিস্ফারিত হইয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিল, হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ হইল, দেহ স্থির—অসাড় হইল! নমিতার প্রাণ চলিয়া গেল!

ডাক্তার-সাহেব হতবুদ্ধির মত এতক্ষণ নিষ্পলক নয়নে নমিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন;—এইবার হতাশ-ভাবে, বিস্ময়-স্তম্ভিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ! এ্যাপো-প্লেসি!”—

স্মিথ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া মেঝের ধূলার উপরে বসিয়া পড়িলেন। সুরসুন্দর স্থিরদৃষ্টিতে সেই মৃতমুখের শান্ত-কোমল সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

পূর্ব্বগগনে প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি ঝলসিত হইয়া উঠিল।　　(সমাপ্ত)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিন্ধ্যাচল।

ইহা মির্জ্জাপুর-তহসিলের একটী সহর-মাত্র। এখানকার লোকসংখ্যা ৪৭৮৩ জন। এখানে একটি পোষ্ট অফিস ও পুলিশ থানা আছে। নবরাত্রের মেলা বৎসরে দুইবার—একবার মার্চমাসে এবং দ্বিতীয়বার অক্টোবর মাসে এখানে হইয়া থাকে। এখানে বিন্ধ্যেশ্বরী দেবী আছেন। সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে সমাগত হইয়া দেবীর পূজা করে।

বিন্ধ্যাচলে সতীর একখণ্ড ছিন্ন অংশ পতিত হয় বলিয়া বিন্ধ্যেশ্বরী দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। দুই স্থলে দেবীর দুইটী প্রতিমা দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি সর্ব্বোচ্চ-শিখরে এবং অন্যটী পর্ব্বতের নিম্নস্তরে। শিখর-স্থাপিত দেবীমূর্ত্তি যোগমায়া এবং নিম্নে স্থাপিত মূর্ত্তি ভোগমায়া-নামে খ্যাত।

রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যাইতে যাইতে একটি সুদৃশ্য শিব-মন্দির আমাদের

দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কাশীর মহারাজ। মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত।

ভোগমায়ার মন্দিরের সম্মুখে লৌহ-শলাকা-বেষ্টিত একটী চত্বর। এই চত্বরে যূপকাষ্ঠ ও হোমস্থান। ব্রাহ্মণেরা এখানে বসিয়া হোম ও চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন। এখানে হোমের উপাদান যব। পাণ্ডারাই হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে। তীর্থযাত্রীর মধ্যে যাঁহারা হোম করেন্ না, তাঁহারা তিনটী বা পাঁচটী আহুতি দেন। এই মন্দিরে বলিদান হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব-সময়ে এখানে নবরাত্রের উৎসব হয়। ভোগমায়ার মন্দিরের সন্নিকটে নানকশাহীদিগের একটী আড্ডা আছে।

বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে সিংহের উপরে আড়াই হাত উচ্চ একটী দেবী-মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী কৃষ্ণবর্ণ। মন্দিরে ৭টী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পশ্চিম-দালানে ৪টী ঘণ্টা আছে; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটী নেপালের কোনও ভূতপূর্ব্ব রাজা অর্পণ করিয়াছেন। ঘণ্টা-দানেরও উদ্দেশ্য আছে। ভবিষ্য-পুরাণে লেখা আছে, যদি কেহ মন্দিরে ঘণ্টা, বিতান, ছত্র, চমর প্রভৃতি অর্পণ করে, তবে সে চক্র-বর্ত্তী হয়। বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই লোকে ঘণ্টাদি দিয়া থাকে। বলি-পীঠের পশ্চিমে দ্বাদশভুজা দেবী এবং খোপড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। দক্ষিণদিকের এক মন্দিরে মহাকালী এবং উত্তরে ধর্ম্মধ্বজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবতীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটী উন্মুক্ত মণ্ডপ আছে।

ভগবতীর মন্দিরের কিছু দূরে উত্তর দিকে বিন্ধ্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ইহার সম্মুখে হনুমানের প্রতিমা অবস্থিত। পাণ্ডাগণ এইখানে যাত্রীদিগকে সুফল দিয়া থাকে।

যোগমায়ার গুহাদ্বার অতিক্ষুদ্র। গুড়ি মারিয়া না যাইলে, প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন একটি ছিদ্র দিয়া দেবী-দর্শন হইয়া থাকে। ভোগমায়ার মন্দিরে পূজার উপকরণ ফুল ও জল; কিন্তু যোগমায়ার মন্দিরে কেবলমাত্র পুষ্প। এখানকার মন্দিরে বর্ণনির্ব্বিশেষে লোকে প্রবেশ করিতে পারে। এখানেও বলিদানের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের মধ্যে প্রস্তর-ক্ষোদিত যে কালীমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা কংসরাজের ইষ্টদেবী বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলে, দস্যুরা মথুরা-লুণ্ঠন করিয়া প্রতিমা লইয়া চলিয়া আসে।

যোগমায়ার পর্ব্বতের পার্শ্বে সীতাকুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত। ব্রহ্মকুণ্ড দেখিলে বোধ হয় যে, এখানে পূর্ব্বে একটি জলপ্রপাত ছিল। পর্ব্বতের ফাটল দিয়া অবিশ্রান্ত টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। এখানে কেবলমাত্র স্নান করা হয়। ইহার কিয়দ্দূরে সীতাকুণ্ড। ইহার সন্নিকটে সীতার রন্ধনশালা। সীতাকুণ্ডে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা হইতে যতই জল লও না কেন, তাহার পূর্ণতা কমিবে না। সীতাকুণ্ডের সোপানাবলী দিয়া পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠিতে পারা যায়। যোগমায়ার মন্দিরের সন্নিকটে মহাকালের শিবমন্দির অবস্থিত। লিঙ্গটী শ্বেত-প্রস্তরের।

কালীমন্দির :—বিন্ধ্যাচলের দুই মাইল

দূরে বালী-পাহাড়ের নিম্নে "কালী খোহ"-নামে একটি স্থান আছে। এখানে একটী কালী মূর্ত্তি অবস্থিত। কালীপ্রতিমা ক্ষুদ্র ; পরন্তু ইঁহার মুখটী অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা বৃহৎ। কালীর ভক্তগণ দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্য তাঁহার নামে কুক্কুট ছাড়িয়া দেয়। কুক্কুটগুলি মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। পাহাড়ে চড়িবার জন্য ১০৮টী সিঁড়ি আছে।

অষ্টভুজার মন্দির :—"কালী খোহ"র উত্তর-পশ্চিমে দুই মাইলের মধ্যে একটী বন আছে। সেই বনে অষ্টভুজা-দেবীর মন্দির অবস্থিত। রাস্তায় রামেশ্বর শিব-মন্দির আছে। এখান হইতে উত্তর-গঙ্গার তটে রামগয়া। এখানে পিণ্ডদান করা হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

ভাদ্রোৎসবের গান।

গৌড় মল্লার—চৌতাল।

হৃদয়-মন্দিরে
উদয় শুভক্ষণ, চিরন্তন পুরুষ-রতন
দাঁড়ায়ে সুন্দর শোভন সাজে !
হের বিশ্বরাজে !
নাচে তালে তালে ছন্দে ছন্দে,
উঠে গীত মধুর মন্দ্রে,
কুসুম চিরনন্দিত গন্ধে
বন্দে
পূর্ণ পরমানন্দে
পূর্ণ পরব্রহ্মে, নিখিল মন্ত্র-মুগ্ধ
এ কি সুন্দর সাজে !
রম্য বিশ্ব-বীণা সাথে
সুরে সুরে,
আজি, হৃদয়-পুরে
হৃদয় তন্ত্রী মম কি সুন্দর বাজে—
মহামহোৎসব মাঝে।

জাগ যাঁর লাগি দিবস-রাতি হৃদয়-সিংহাসন পাতি,
মিথ্যা মোহ-বন্ধ টুটি,
শত আনন্দ পড়ে লুটি,
সব সংশয় ঘুচায়ে সব অশ্রু মুছায়ে
চির-মঙ্গল-মাঝে !—
চির সুন্দরে,
শোভন
হৃদি-মন্দিরে,
জ্যোতির্ম্ময় সাজে—
হের রাজাধিরাজ মহারাজ
হৃদিরাজে !

রচয়িতা—শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ। সুর—শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিশ্র।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ৩ ৪ ॥ ১´ ০ ২
II র্সা ণধা । -া র্সা । -ণর্সা র্রা । র্সা -ণর্সা । -ধা পা । -মপা পা I
হৃ ০দ ০ য় ০ ০ ম ন্দি ০ ০ ০ রে ০ ০ উ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I ণধা -া । র্সা -নর্সা । -র্সা -র্সা । ধা পা । -মপা ধা । -র্সা ধা I
দ০ ০ য় ০ ০ ০ ০ শু ভ ০ ০ ক্ষ ০ ণ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -পা -া । মপা -মা । রা -া । মা -রা । -া সা । -া -া I
০ ০ চি০ ০ র ০ ন্ত ০ ০ ন ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I সা সা । -ধ্‌া -ণ্‌ধ্‌া । সা -া । রা মা । -মজ্ঞা -মা । -রা -া I
পু রু ০ ০০ ষ ০ র ত ০০ ০ ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I সা -া । -া সা । সা -রা । মজ্ঞা মা । -া -রা । রা -পা I
ন ০ ০ দাঁ ড়া ০ য়ে০ ০ ০ ০ সু ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -া ণধা । -া র্সা । র্রা -না । -র্সা র্সা । -ধা পা । -মপা মা I

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -মজ্ঞা -মা । -ঋা সা । সা -ধ্া । -ণ্া -ধ্া । সা ঋা । -া সা I
০০ ০ ০ জে হে ০ ০ ০ র বি ০ শ্ব

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I ঋা -মজ্ঞা । -া -া । -মা -ঋা । -মা -ঋা । -া সা । -া -া II
রা ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জে ০ ০

অন্তরা।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II র্সা র্সা । -ধা না । -র্সা র্সা I র্সা র্সা । -া র্সা । -া র্সা |
না চে ০ তা ০ লে তা লে ০ ছ ০ ন্দে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্ঋা -া । র্সা র্সা । র্সা -ধা I পা -া । পা পা । ধা র্সা |
ছ ০ ন্দে উ ঠে ০ গী ০ ত ম ধু র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| ধা -পা । -া পা । -মা -জ্ঞা I মজ্ঞা মজ্ঞা । মজ্ঞা মা । ঋা -া |
ম ০ ০ ন্দ্রে ০ ০ ০কু সু০ ০ম চি র ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| সা -ন্সা । সা -া । সা ঋা I -পা মজ্ঞা । মা -ঋা । পা -া |
ন ০০ ন্দি ০ ত গ ০ ন্ধে ব ০ ন্দে ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা -জ্ঞা । মা ঋা । মা ঋা I সা -া । সা র্সা । -ধা নর্সা |
পূ ০ র্ণ প র মা ন ০ ন্দে পূ ০ র্ণ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্সা । -া র্সা । -া র্সা I র্সা র্সা । র্সা র্সা । -র্ঋা র্ঋা |
প র ০ ব্র ০ হ্মে নি খি ল ম ০ ন্ত্র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্মজ্ঞা -র্মা । র্ঋা র্সা । -ধা পা I মজ্ঞা -মা । ঋা -া । সা মজ্ঞা |
মু০ ০ গ্ধ এ ০ কি সু০ ০ ন্দ ০ র সা০

১´ ০ ২
| -া -া । -মা -ঋা । সা -া II
০ ০ ০ ০ জে ০

সঞ্চারী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II সধাঃ -'সধা' । -'ণধা' ণর্সাঃ । -া র্সা I র্সা র্সা । র্সা র্সা । -া র্সা |
রু০ ০০ ০০ দ্য০ ০ বি শ্ব বী ণা সা ০ গে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা র্সা । -া র্সধা । -া পা I পা ধর্সা । -া ধা । পা পা |
সু রে ০ সু০ ০ রে আ জি০ ০ হৃ দ য়

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -মা -জ্ঞা । -মা রা । -া সা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্মা -র্রা । -া -া |
০ ০ ০ পু ০ রে হৃ দ য় ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা -া । র্সা র্সা । র্সা -ধা I না -র্সা । ধা পা । পা -মা |
ত ০ শ্রী ম ম ০ কি ০ সু ন্দ র ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
-র্গা -া । -মা রা । -া সা I পা র্সধা । -র্সা র্সা । র্সা -া |
০ ০ ০ বা ০ জে ম হা০ ০ ম হো ৎ

১´ ০ ২
| জ্ঞ জ্ঞা । -মা রা । -া সা II
স ব ০ মা ০ ঝে

আভোগ।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I সা ণধা । -া ধা । -া ধা I -ণধা ণধা । র্সা -া । র্সা -া |
জা গ০ ০ ধাঁ ০ র ০০ লা০ ০ ০ গি ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্সধা । -নধা -া । -র্সা র্সা I র্সা -না । -র্সা -ধা । -ধা পা |
দি ব০ ০০ ০ ০ স রা ০ ০ ০ ০ তি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা পা । -া ধা । -র্সা র্সা I ধা -পা । -মা পা । পা মা |
হৃ দ ০ য় ০ সিং হা ০ ০ স ন ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -জ্ঞা জ্ঞা । -মা রা । -া সা I -ন্া সা । স্ধ্া -ণ্ধ্া । সা -া |
০ পা ০ তি ০ মি ০ থ্যা মো০ ০০ হ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| সা -া । সা সা । ধ্া প্া I প্া স্ধ্া । সা রা । -পা পা |
ব ০ ন্ধ টু ০ টি শ ত০ আ ন ০ ন্দ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা -জ্ঞা । -মা রা । -সা -া I -রা -া । জ্ঞা -মা । -রা সা |
প ০ ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ লু ০ ০ টি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| সা সা । -া সা । -া রা I -া মজ্ঞা । -মরা রা । -পা পা |
স ব ০ স ং শ য় ঘু০ ০০ চা ০ য়ে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| পা না । -ধা র্সা । -া ধা I পা -মা । -পা মজ্ঞা । -মা রা |
স ব ০ অ ০ শ্রু মু ০ ০ ০ছা ০ য়ে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা রা । -া সা । -া রা I রা মজ্ঞা । -মা -রা । সা -া |
চি র ০ ম ০ ঙ্গ ল মা০ ০ ০ ঝে ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্সা । -ধা না । -র্সা র্সা I র্সা -া । র্সা -া । র্সা র্সা |
চি র ০ সু ০ ন্দ রে ০ শো ০ ভ ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্রা । -া র্মজ্ঞা । -র্সা র্রা I র্গা -র্রা । র্সা -নর্সা । র্সা র্রা |
হৃ দি ০ ০ম ০ ন্দি রে ০ জো ০০ তি র্ম্ম

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা -া । র্সা -ধা । পা পা I ণা -ধা । র্সা -া । র্সা র্সা |
য় ০ সা ০ জে হে র ০ রা ০ জা ধি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা -ধা । পা -া । -া -া I পা ধা । -র্সা মা । -র্গা র্গা |
রা ০ জ ০ ০ ০ ম হা ০ রা ০ জ

১´ ০ ২
| মা রা । -া সা । -া সা II II
হৃ দি ০ রা ০ জে

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কনে দেখা।

রামদাস, হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধী পূর্ব্বমুখে কিয়দ্দূর গিয়া একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সম্মুখে তাঁহারা একটা প্রকাণ্ড দোতালা বাটী দেখিলেন। বাটীর কর্ত্তা রামদাস, হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধীকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া একটী ঘরের সম্মুখে যাইতে না যাইতে ৩।৪ জন ভদ্রলোক গাত্রোত্থান করিয়া, "আসুন্ আসুন্!—আসতে আজ্ঞে হোক্" বলিয়া সম্বোধন করিলে হরনাথ-

বাবু ও তাঁহার সম্বন্ধী উভয়ে ঘরের মধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। হরনাথবাবু তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে কন্যার পিতা প্রভৃতির সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা কন্যাকে ধরিয়া একটী স্ত্রীলোক তথায় আসিল। কন্যাটী সলজ্জা ও বিনতাননা। আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সে তথায় আসিল এবং হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধীকে করযোড়ে নমস্কার করিল। তাহারাও আশীর্ব্বাদ-সহ তাহা ফেরৎ দিলেন। হরনাথবাবু বলিলেন, "এস মা এস! ব'স মা এখানে ব'স।" কন্যাটী একখানি কেদারায় উপবেশন করিল।

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার নাম কি?"

মেয়েটী বলিল, "স্বর্ণকুমারী।"

হ। বেশ—বেশ। তুমি কি পড়?

কন্যা। বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস, ব্যাকরণ।

হ। ইংরাজী?

কন্যা। Fourth Book, Grammar ও History

হ। হাঁ—হাঁ। বেশ বেশ। আমার ছেলেও এম্-এ, পাশ; বেশ মিল্‌বে। 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।"

উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, "বিধাতার নির্ব্বন্ধ ম'শাই!—ও যার যা তা'র তা হবেই হবে। যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা হয়েই থাকে।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক—তা ত বটেই।

কনে দেখা হইয়া যাইলে পর সম্ভাবিত বা কল্পিত বৈবাহিকদিগের মধ্যে নানাবিধ কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন" "এখানে কি আপনার বাসাবাটী?"

বৈবাহিক। আজ্ঞে হাঁ। আমি এখানে খুব কম থাকি। ছেলেরা থাকে, লেখাপড়া করে। আমার দেশে না থাক্‌লে চলে না। বিষয় আশয় দেখ্‌তে হয় কি না!

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাকা-দেখা, বিবাহ কোথা থেকে হবে?"

হরিদাসবাবু। সে আমার দেশের বাটী রানাঘাট থেকেই হবে। সেখানে দশজন দেশস্থ লোক আমোদ আহ্লাদ কর্‌বে, আশা করে ত?

হ। হাঁ, তা বটে, তা বটে।

হরনাথবাবু তামাক খাইতেছিলেন; হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তবে আজ আসি?"

হরিদাসবাবু বলিলেন,—"আপনাদের মতামত?"

হরনাথ। এই ঘটক-মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

সেইদিন অপরাহ্নে রামদাস আসিয়া হরিদাসবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া বলিলেন, "মেয়ে পছন্দ হয়েছে, আপনারা কবে ছেলে দেখ্‌তে যাবেন বলুন? ছেলে আর দেখ্‌বেন কি? ও মার্কামারা ছেলে; এম্-এ পাশ। বাপের অবস্থাও মন্দ নয়। বাপ-মা দুই বর্ত্তমান। একেবারে পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদ করিবার দিন স্থির করুন্?"

হরিদাস। বেশ; দেবা-থোবার কথাটা কি?

ঘ। নগদ ৮০০০৲ আট হাজার আর গা-সাজান গহনা।

হরিদাসবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "—কি? আ—ট—হা—জা—র! অনেক যে হে! অত দিতে পারবো কেন?"

ঘটক। আপনার অভাব কি ম'শাই? আপনি জমিদার লোক!

হ। জমিদার বটে! আমার কি আর অন্য খরচ-পত্র নেই?

ঘ। তা থাকবে না কেন? আপনি সমুদ্রবৎ। আপনার এক কলসী জল নিলে, আপ্‌নি শুকিয়ে যাবেন না।

হরি। আর যদি, দশজনে দশ কল্‌সী নিল, তা হলে কি হবে?

ঘটক। তা হ'লেও আপনি কখনই শুকাবেন্ না। সমুদ্র কখন কি শুকায়? তা'র যতই জলই নিক্ না কেন?

হরিদাস।—(হাসিতে হাসিতে) আবার শুধু আট হাজার নয়, তার উপর গা-সাজান গহনা! কত টাকা পড়ে ম'শাই?

ঘটক। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে তা বটে, আজ্ঞে তা বটে। তবে কিনা, আপনি জমিদার লোক, আপনি মহাশয় লোক।—আপনার কুবেরের ভাণ্ডার, আপনার ভাবনা কিসের?

হরিদাসবাবু। (হাসিতে হাসিতে) কুবেরের ভাণ্ডার ব'লে কি আমি সব ঢেইয়ে দেব? কোন্ দেশী কথা! তুমি একবার ছেলের বাপ্‌কে বল গে, এত টাকা আমি দিতে পার্ব্বো না। কিছু কম-জম না হলে আমি পার্‌ব না। এত মূলোক্ষেত নয় যে, একেবারে সব শেষ করে নিতে হবে! রেখে চেকে খেলে হয় না ভাল? আমি আগামী কল্য বাড়ীতে যাব! তুমি আস্‌ছে রবিবার সমস্ত খবর নিয়ে আমার কাছে আস্‌বে; তবে আমি পাকা দেখ্‌বার দিন ঠিক্ কোর্ব্বো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গরিবের কন্যা।

হরিদাসবাবু বাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার পত্নী মনোরমা তাঁহাকে বলিলেন, "দ্যাখ, তুমি ক'ল্‌কেতায় গেছেলে, মিত্তিরদের বড়বাবুর মেয়ে কমলার জন্যে যদি একটী পাত্র দেখ্‌তে, তা হলে বড় ভাল হ'ত।"

হরিদাস।—কেন? তার কি বিবাহ হয় নি?

মনো।—না; বিবাহ হ'ল কোথায়! তা'র মা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে; ব'ল্‌চে, "আমার কমলার দিকে আর চাওয়া যায় না।—এ-পর্য্যন্ত একটা সম্বন্ধ যুট্‌লো না যে, মেয়েটাকে পার করি!" আমাকে বলে, "আমি ত, দিদি, আর বাঁচি না; আমার প্রাণ যায়। দশজনে দশ কথা ব'ল্‌ছে—কানাঘুসো ক'রছে! তুমি যদি, দিদি, বড়-ঠাকুরকে বলে এর কোন বিহিত কর্‌তে পার, তা হ'লে আমরা বাঁচি; নয়ত আমাদের জাত যাবে, সমাজ যাবে, আমাদিগকে দেশ থেকে পালাতে হবে! এখন তুমি বোন্ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। যদি রক্ষা কর, তবে এ যাত্রা নিস্তার, নতুবা আমাদের মৃত্যু হাতে হাতে।"

হরিদাস।—মেয়েটী দেখ্‌তে কেমন?

মনো।—তত ভাল নয়।—সেই ত হয়েছে ছেলের কথা। তার ওপর আবার বাপ্ গরিব;—খরচ কর্‌তে পার্‌বে না!

হরিদাস।—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) ইস্! তবেই ত বড় মুস্কিল!

মনো।—যা হ'ক, তা একটা কিছু করতে হবে? ওরা আমাদের চিরকাল অনুগত।

হরিদাস।—তা ত বুঝলাম। শুনবে ব্যাপার! আমি ডালিমকে নিয়ে ক'লকেতায় মেয়ে দেখালাম। তারা চায় আট হাজার টাকা নগদ, আর গা-সাজানো গহনা।—বাজার কি দেখছ ত! এখন উপায় কি!

হরিদাস স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কমলার পিতা বাহিরে আসিয়া, "বড়-দাদা, বড়-দাদা," করিয়া ডাকিলেন। মনোরমা বলিলেন, "ঐ বুঝি, ঠাকুরপো এসেছেন, তুমি বাহিরে যাও।"

হরিদাস।—খবর কি হে?

মথুরনাথ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাসের হাত ধরিয়া) দাদা আমাকে রক্ষা কর, নতুবা আমার জাত, ধর্ম্ম, সব যায়!

হরি।—কেন? কি হয়েছে? তুমি কাঁদচো কেন?

মথুর।—আমার মেয়ে যে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠলো দাদা! আর যে রাখতে পারি নে!

হরি।—তা বলে কি ওর বে হবে না?

মথুর।—আমার ত কিছু আশা ভরসা নাই, দাদা! আমি গরীব ছা-পোষা। আমার টাকা কোথায়?

হরি।—যা হ'ক আমি ক'রবো। স্থির হও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাকা দেখা।

হরিদাসবাবু রাণাঘাটের একজন প্রসিদ্ধ প্রভাবশালী জমিদার। সমস্ত প্রজা তাঁর বাধ্য, সমস্ত গ্রামের লোক অনুগত। তিনি রাতদুপুরে কাহাকেও ডাকিলে, সে তাঁহার কথা অবহেলা করিতে সাহস করে না। সকলেই তাঁহার গুণে বাধ্য। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিত। তিনি পরোপকারী; অনুগত জনকে রক্ষা করিতেন। তিনি আপনার মেয়ে ডালিমের বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়া 'কমলা'র বিবাহের কথাই মনে তোলা পাড়া করিতে লাগিলেন।

হরিদাসবাবু একদিন কলিকাতায় তাঁহার কন্যা ডালিমকুমারীর যে পাত্রের সহিত সম্বন্ধ হইতেছিল, সে পাত্রকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পাত্রের পিতা হরনাথবাবুকে রাণাঘাটে আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার কথা বলিয়া আসিলেন।

একটী শুভ দিনে ডালিম-কুমারীর পাকা-দেখা হইল। হরিদাসবাবুর রাণাঘাটের বাড়ীতে বরকর্ত্তাদিগকে খুব আদর আপ্যায়ন-পূর্ব্বক নানাবিধ স্বাদু ফল ও মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করা হইল। হরিদাসবাবু হরনাথবাবুর সমস্ত দাবীদাওয়াতে সম্মত হইলেন; আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। স্থির হইল যে বর, পুরোহিত, নাপিত এবং ৫।৭টী ভদ্রলোক ভিন্ন অধিক লোক বরযাত্রী হইয়া আসিবে না; যে-হেতু হরিদাসবাবুর বাটীতে একজন আত্মীয় শঙ্কটাপন্ন-পীড়ায় শয্যাগত। তাঁহার মুমূর্ষাবস্থা, এখন তখন। বাটীতে অধিক গোলমাল হইলে রোগীর কষ্ট হইবে, রোগ বাড়িবে।

পথে আসিবার সময় হরনাথবাবুর এক-জন সঙ্গী গুণধরবাবু হরিদাসবাবুর খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলি-লেন, "যা যা, ওরা হচ্ছে খুব উঁচু দরের। এক

একখানা পাতা ৫।৬ টাকার কম নয়!" আর একজন সঙ্গী সাধুবাবু বলিলেন,—"তা নিশ্চয়ই। হরিদাসবাবুরা ত কম নন; অনেক দিনের পুরাতন জমিদার-বংশ। এঁদের কলিকাতায় অনেকেই বড় ঘর বলে জানে। এঁদের বাটীতে অনেক ক্রিয়াকলাপ হয়েছে।—খাওয়ানো-দাওয়ানোতে এঁদের সমান এ-অঞ্চলে কেউ নাই। গুণধরবাবু তৎক্ষণাৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সাধুবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যা ভাই, যা বলেছ সত্য। একটা কি আবার দেখ্‌লাম, আমি কলিকাতায় কখনও দেখি নি। কলিকাতায় অবাক্‌ সন্দেস, আবার খাবো, এস্প্রেস গজা প্রভৃতি কত খাবার দেখি, কিন্তু এ খাবার দেখি নি। সাধুবাবু বলিলেন, "ওর নাম রস-সরোবর-মাধুরী।"

গুণধর। তুমি জান্‌লে কি করে?

মধু বলিলেন যে তিনি আর দুই একবার এই জমিদারদিগের বাটীতে আসিয়া ঐরূপ সরোবর-মাধুরী খাইয়া গিয়াছেন্। গুণধরবাবু তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বটে! বটে! বেশ জিনিস কিন্তু ভাই! আমি ক্ষীরের ছাঁচ, চিনির পুলি প্রভৃতি কত পাড়াগায়ের খাবার খেয়েছি, কিন্তু এ রকম কখনও খাই নি।"

গুণধরবাবু ঐ রস-সরোবর-মাধুরীর রসে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতায় যাহার তাহার নিকটে তাহার গুণ-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

হরনাথবাবু ৮।১০টী মাত্র লোক লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে রাণাঘাটে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া দেখেন দেউড়িতে ৪।৫ জন ভোজপুরী দ্বারবান, বিবাহের আসরে ৪।৫জন দ্বারবান ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের অনেকগুলি লোক কন্যা-যাত্রিরূপে উপস্থিত। বর আসিয়া সভায় বসিল। কতকগুলি বালক ও যুবা বরকে ঘিরিয়া বসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বরকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। নিয়মিত স্ত্রী-আচারের পর বর যখন সম্প্রদান-গৃহে নীত হইল, তখন উভয় পক্ষের পুরোহিত উপস্থিত, অপর দুই দশজনও উপস্থিত, খাটবিছানা, পিতল-কাঁশার দান-সামগ্রী প্রভৃতিও সাজান; কিন্তু টাকা-গহনা নাই। বরের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা আর গহনা কোথায়?" উত্তরে একজন কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি বলিলেন যে তাঁহাদিগের লোক কলিকাতায় গিয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ও স্বর্ণকারের দোকান হইতে গহনা আসিবে। এখনও সে আসিতেছে না কেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। বোধ হয়, ট্রেণ মিস্‌ করিয়াছে, তাই বসিয়া আছে।

হরনাথ একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও ভাবিত হইলেন। তিনি বিবাহের পক্ষে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "থাক্‌, একটু বিলম্ব করুন্;—এখন সম্প্রদান-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন না।"

অপর একটা বৃদ্ধ গ্রামবাসী কহিলেন, "সে কি ম'শাই! লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়! আর দেরি কর্‌লে ত চল্‌বে না!—হিন্দুর বিবাহ!—লগ্নভ্রষ্ট হওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে!"

হরনাথবাবু বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন।—

তিনি ও তাঁহার দুই একজন অনুচর সহগামী পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলে, কন্যাপক্ষীয় একজন তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "কি ম'শাই, মুখ চাওয়া-চায়ি কর্‌তেছেন কি? বিশ্বাস হতেছে না? বিলম্ব কর্‌তেছেন্ কেন?"

হরনাথবাবু হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, "না—না—না।"

বরকর্ত্তার পশ্চাদ্‌ভাগে একজন গ্রামবাসী আর একজন গ্রামবাসীকে বলিল, "তেমন তেমন করেন্, তা হলে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'।" হরনাথবাবুর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল তাঁহার গা শিহরিয়া উঠিল; তিনি ভাবিলেন, এ বিদেশ, কলিকাতার সহর নয়, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অধিক নাই;—আট-দশজন ভোজপুরী দ্বার-বানের সমাবেশ! কতকগুলা গুণ্ডার দল! বড়ই বিপদ্!

পুরোহিতকে ইঙ্গিত করিবামাত্র পুরোহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হরনাথবাবু শশব্যস্ত হইয়া আবার বলিলেন, "সে কি—সে কি—সে কি ম'শাই!—আমার টাকা কোথায়! আমার জিনিস-পত্তর কোথায়? আগে সব দেখি! একটু বিলম্ব করুন্ না।"

কন্যাপক্ষীয় এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "সে কি ম'শাই! আপনি ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম, জাতকুল সমস্ত নষ্ট কর্‌বেন? আপনার একটু বিশ্বাস হইতেছে না যে, যে-লোকটা কল্‌কাতায় টাকা আর গহনা আন্‌তে গিয়েছে, সে নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদে পড়েছে। নয়ত এতক্ষণে কখন্ বাড়ীতে আস্‌ত।"

দু-একজন লোক বাহিরে যাইতেছে ও আসিয়া বলিতেছে, 'কৈ তাহাকে ত দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, পরের ট্রেণে আসিবে।" ইত্যাদি

উভয়পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডায় এবং তর্ক-বিতর্কে সম্প্রদানকার্য্য সম্পাদিত হইয়া গেল। বরকন্যাকে বাটীর ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। হরনাথবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাগে ও দুঃখে হরনাথবাবু ভোর না হইতে হইতেই বৈবাহিকের বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হরমোহনকে তিনি আদেশ করিলেন, "তুমি প্রাতেই ৮০০০৲ হাজার টাকা, সমস্ত গহনা এবং বর-কনে নিয়ে কল্‌কাতায় চলে আস্‌বে; এক পয়সা ছেড়ে আস্‌বে না।"

প্রাতঃকাল হইতে না হইতে,—বিবাহ বাড়ীর সকলের জাগিয়া উঠিতে না উঠিতে হরমোহনবাবু বৈবাহিক-মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে একলা পদচারণা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, কি রকম করিয়া দাদার আদেশানুসারে বর-কন্যা ও অর্থা-লঙ্কারাদি সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কলকাতায় যে লোক গিছিল, সে গহনা-টাকা নিয়ে ফিরেছে?"

লোক। আজ্ঞে, না!

হরমোহন। তবে কি হবে বল দেখি? আমাকে ত একটু পরে বরকনে, টাকা-গহনা সমস্ত নিয়ে বাড়ী যেতে হবে।

লোক। আজ্ঞে হাঁ।

দুই একজন গ্রামবাসী সেই সময় বলা-

বলি করিতে করিতে যাইতেছিল, "রাত্রে বড় বকাবকি হচ্ছিল। বরকর্ত্তা রেগে বল্‌ছিলেন, 'আমিএখনি ছেলে তুলে নিয়ে যাব; বে দোবো না।

১ম গ্রামবাসী।—কেন বল দেখি?

২য় গ্রামবাসী।—কল্‌কাতা থেকে টাকা গহনা এসে পৌঁছে নি বলে।

১ম গ্রামবাসী। এই অপরাধ! তাতে অত রাগ!

২য় গ্রামবাসী। জানেন্ না ত, হরিদাসবাবু কেমন লোক? কাল একটু বাড়াবাড়ি কর্‌লেই বরকর্ত্তাকে রঙ্গমতীর জলে চোক বুঝিয়ে ভাস্‌তে হ'ত; আর কল্‌কাতায় ফিরে যেতে হ'ত না!

১ম। নগদ কত দেবার কথা?

২য়—আট হা-জা-র!

১ম—এ ছাড়া গহনা?

২য়—তা বৈ কি।

১ম—উঃ কি সর্ব্বনাশ! হ'লো বি! হরিদাসবাবু যেন জমিদার-লোক; অন্য লোকের দশা কি হবে! ছেলের বাপের উদরটা ত জালার চেয়েও বড় দেখ্‌ছি! কিছুতেই ভরে না!

২য়। সেইজন্যেই ত দেশের এত দুর্দ্দশা! মেয়ের বাপের আর পরিত্রাণ নেই!

কিঞ্চিৎ অধিক বেলা হইলে হরমোহন-বাবু বর-কন্যাকে পাঠাইবার জন্য তাগাদা করিতে লাগিলেন। হরিদাসবাবু আহার করিয়া আসিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। হরমোহনবাবু ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা ভোরের ট্রেণে চলে গিয়েছেন; আমাকে টাকা, গহনা এবং বর-কন্যাকে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে গিয়েছেন। আপনারা শীগ্‌গির শীগ্‌গির আমা-দেরকে বিদায় করে দিন্।" বলিতে বলিতে, একখানা গাড়ী ঘর্ঘর-শব্দে বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসবাবু বলিলেন, "ঐ বুঝি গাড়ী এসেছে—আমি যাই। আপ্‌নাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেই গে।"

অনতিবিলম্বে বর-কন্যাকে লইয়া একজন ঝি আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। যে কয়জন স্ত্রীলোক তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বাটীতে চলিয়া গেলেন্। গাড়ী ঘর্ঘর শব্দে আসিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিল।

(ক্রমশঃ)

পাতিব্রত্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে পাতিব্রত্য-সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে পুরাণাদি হইতে কয়েকটী শ্রেষ্ঠ পতিব্রতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সর্ব্বাগ্রে আদ্যা সতী সতীর কথাই বলি। দক্ষ আপন যজ্ঞে সমস্ত দেবতাকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, সমস্ত কন্যা ও জামাতাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন; করেন নাই কেবল মহাদেব ও সতীকে। নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া সতী মহাদেবের নিকট পিতৃগৃহে যাইবার জন্য

আবদার করিলেন। ভোলানাথও তাঁহার আবদার কাটাইতে পারিলেন না। শেষে সতী অনুচরবর্গের সহিত পিতৃগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু সতীকে আসিতে দেখিয়া দক্ষ অন্য কন্যার মত আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। তাহাতে সতী দুঃখিত হইয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন—"পিতঃ, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার আজ্ঞাকারী, আপনি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করেন নাই কেন? এবং আপনার কন্যাদিগের মধ্যে আমার অপেক্ষা যাহারা কনিষ্ঠা তাহাদিগকে পরম আদরে সৎকার করিলেন, আমাকে এইরূপ অবজ্ঞা করিলেন কেন?" সতীর এই বাক্য শুনিয়া দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমার অন্যান্য কন্যাগণ বয়সে তোমা অপেক্ষা ছোট হইলেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও পূজনীয়া, এবং তাহাদের স্বামীরাও অতি সম্মানাই। সকল জামাতাই তোমার স্বামী ত্রিলোচন অপেক্ষা গুণবান্। তুমি সেই দুরাত্মা, অসংপূর্ণ শিবের পত্নী বলিয়া আমি তোমাকে অপমান করিয়াছি।" সতীকুলশিরোমণি সতী জনকের মুখেও পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ও তাঁহার পতি যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রিত না হইলেও, যে জন্মদাতার প্রতি একটা নৈসর্গিক মমতার আকর্ষণে তিনি স্বামীর নিকট আবদার করিয়া পিতৃগৃহে আসিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই, সেই জন্মদাতারই মুখনিঃসৃত পতিনিন্দা তাহার কোমল মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিয়া মমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল।—পতিচিন্তারত সতীর হৃদয়ে পিতৃচিন্তার ক্ষণমাত্র অবসর হইল না। তিনি জনকের প্রতি কন্যোচিত সম্মান একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া সামান্যজ্ঞানে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"হে দক্ষ, বিনা কারণে আমার সাক্ষাতে মহেশ্বরকে নিন্দা করিয়াছ। মহাদেবের নিন্দাকারী ব্যক্তি সদাঃ দণ্ডার্হ। সেইজন্য তোমার অত্যুৎকট পাপের সমুচিত দণ্ড শীঘ্রই সেই দেবের নিকট প্রাপ্ত হইবে। তুমি দেবদেবকে পূজা কর নাই বলিয়া তোমার বংশ চিরকলঙ্কিত হইয়া থাকিবে।" জনকের প্রতি এইরূপ তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিয়াও তাঁহার মন শান্ত হইল না। পতিনিন্দা তাঁহার কোমল মর্ম্মস্থলে যে নিদারুণ শল্য বসাইয়া দিয়াছিল, একমাত্র জীবন উৎসর্গ ব্যতীত সেই আমূলবিদ্ধ শল্যের উদ্ধার করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইল না। তাই সতী পিতার সম্মুখে স্বেচ্ছায় জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন।

আর এক সতীকুলশিরোমণি রাজ্যভ্রষ্ট স্বামীকে সত্যভ্রংশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে ক্রীতদাসীরূপে পরিণত করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি হরিশ্চন্দ্র-পত্নী শৈব্যা। এই সাধ্বীচরিত্রা রমণী আবাল্য রাজভোগে লালিতা পালিতা, এবং স্বয়ং অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও, দানদ্বারা নষ্টসর্ব্বস্ব রাজ্যানির্ব্বাসিত, পথে পথে ভ্রমণকারী পতির নিদারুণ অনুগমন-ক্লেশ কেবল হাস্যমুখে গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হন নাই, কিন্তু মহাক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্রকে যজ্ঞদক্ষিণা দিবার সময় অতিক্রান্তপ্রায় দেখিয়া পতিকে তাঁহার অভিশাপানল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

"রাজন্ জাতমপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তস্মাৎ প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্।"

হে রাজন্, সাধুলোকদিগের পুত্রের জন্যই যখন স্ত্রীর উপযোগিতা, এবং আমারও যখন পুত্র জন্মিয়াছে, তখন আমাকে বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধধনে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করুন।

এবং পরিশেষে কাশীস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রীত হইয়া তাঁহার সংসারে ক্লেশকর-পরিচারিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও স্বামীর সত্যরক্ষার জন্য সহধর্ম্মিণীর মত একটুও যে সাহায্য করিতে পাইলেন, তাহা ভাবিয়া মনে মনে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতীত রাজসুখের কথা একবারও মনোমধ্যে উদিত হইয়া সে পরিতোষ লেশ-মাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

তাহার পর সাধ্বীশিরোমণি সীতার পাতিব্রত্যবিষয় চিন্তা করিলে নারীর প্রতি স্বভাবতঃই হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকে। কিশোরবয়স্কা সীতাকে বনবাসগমনোদ্যত রামচন্দ্র যখন গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন সীতা অভিমানস্বরে বলিয়াছিলেন—"নরোত্তম, তুমি আমাকে অল্পবয়স্কা ভাবিয়া একি বলিতেছ? তুমি যাহা বলিলে, অস্ত্রশাস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রদিগের পক্ষে তাহা অনুচিত। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও বধূ, ইঁহারা স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ! নারীরাই কেবল ভর্ত্তার ভাগ পাইয়া থাকে। অতএব আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বনবাসার্থ আদিষ্টা হইয়াছি, জানিবেন। কি ইহকালে, কি পরকালে নারীদিগের পতিই একমাত্র গতি। আত্মা, মাতা, পিতা, পুত্র কিংবা সখীজন তাহাদের গতি নহে। রঘুনন্দন, যদি তুমি এখনই দুর্গম কাননে যাও, আমি কুশকণ্টক দলিত করিয়া তোমার অগ্রে গমন করিব। নাথ! তুমি আমায় সঙ্গে গ্রহণ কর। ভর্ত্তার যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, তাঁহার পদ-চ্ছায়াই নারীর একমাত্র আশ্রয়। আমি তোমার সহিত শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে সুখে প্রবেশ করিব। আমি ত্রিলোকের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল পাতিব্রত্যচিন্তায় নিমগ্না হইয়া সংযতচিত্তে তোমার সেবা করিব। তুমি আমায় ক্ষান্ত করিও না। আমার জন্য কিছুই ক্লেশ পাইতে হইবে না; আমি ফল ও মূল ভোজন করিয়াই থাকিব, এবং তোমার ভোজনের পর ভোজন করিব। তোমার সহিত থাকিয়া নির্ভয়ে শৈল, নদী সরোবর ও পল্বল সকল দেখিব। রঘুনন্দন! তোমার সহবাসে শত বা সহস্র বৎসরকাল বনে বাস করিতে কুণ্ঠিত হইব না, কিন্তু তোমার বিহনে স্বর্গও আমার বাঞ্ছিত নহে। তুমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। তোমার বিহনে একদণ্ড বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব আমায় বনে লইয়া চল।"

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া নির্জ্জন অশোক-বনে রাখিয়া কত স্তোকবাক্যে বুঝাইয়াছিল, পতি-ব্রতা সীতা কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র টলেন নাই। অক্ষুণ্ণ-তেজঃসহকারে তিনি রাবণকে বলিয়াছিলেন—রাবণ! আমি পতিব্রতা; বিশেষতঃ পরের পত্নী। সুতরাং আমি তোমার উপভোগের যোগ্যা নহি। তোমার স্ত্রী মন্দোদরীকে যেমন তোমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অপরের স্ত্রীকেও তোমার রক্ষা করা উচিত। পরস্ত্রী ভোগের কল্পনা

ছাড়িয়া দিয়া নিজ স্ত্রীতে রত হও। এই লঙ্কা নগরীতে ইহকাল ও পরকালের হিতবক্তা কি কোন ব্যক্তি নাই, যে তোমাকে সদুপদেশ দেন? অথবা থাকিলেও তুমি তাহাদের কাছে যাও না। তোমার যেরূপ আচার-বর্জ্জিত বিপরীত বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে তোমার ধ্বংসকাল উপস্থিত। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে ও লঙ্কাপুরী রক্ষার অভিলাষ থাকে, ত এখনও আমায় রামকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর।" তাহার পর রাবণের অনুরোধে শত শত নিশাচরী সীতাকে রাবণের অনুগতা হইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছিল, কত ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু পতিগতপ্রাণা সীতার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই।

অনন্তর রাবণ সবংশে নিহত হইলে সীতা রামের নিকট আনীতা হইলেন, এবং রামও বহুদিন ধরিয়া তাঁহার রাক্ষসগৃহে বাসহেতু তাঁহাকে লইতে চাহিলেন না; পরুষবচনে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহাকে কত অনুরোধ করিলেন, তিনি কর্ণপাতও করিলেন না। সেই সময় সীতা কাতরভাবে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সৌমিত্রে! আমি এরূপ মিথ্যাপবাদগ্রস্তা হইয়া প্রাণধারণ করিতে পারিব না। তুমি আমার জন্য চিতা প্রস্তুত কর, আমি তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করি।" পরে রামের ইঙ্গিত-ক্রমে চিতা প্রস্তুত হইল। সীতা দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে বলিলেন—"যখন আমার মন কখনও রাম হইতে বিচলিত হয় নাই, তখন লোক-সাক্ষী অগ্নি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি যদি কায়মনোবাক্যে কখনও ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দনকে লঙ্ঘন না করিয়া থাকি ত বিশ্বাবসু আমাকে রক্ষা করিবেন।"

এই বলিয়া সীতা অনলে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি তাঁহার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিকৃতরূপা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং সকলের সমক্ষে রামকে বলিতে লাগিলেন,—"রাম! এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর; ইঁহাতে পাপের লেশ-মাত্র নাই। এই সুলক্ষণা সীতা বাক্য, মন, বুদ্ধি অথবা চক্ষুর্দ্বারা কখনও তোমাকে অতি-ক্রম করেন নাই। রাবণ-কর্তৃক বারংবার অর্চ্চিতা ও প্রলোভিতা হইয়াও একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা এই জানকী ক্ষণমাত্র রাবণের চিন্তা করেন নাই। ইনি নিরন্তর একমনে তোমাকেই ধ্যান করিতেন। আমি আদেশ করিতেছি, পবিত্রস্বভাবা সীতাকে গ্রহণ কর।"

রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সীতার ভাগ্যবিধাতা তাঁহার ললাটে কখনও পতিসুখ লিখেন নাই। তাই রাজ্যাভিষেকের পর সীতার রক্ষোগৃহবাস-নিবন্ধন লোকাপবাদ শ্রবণ করিয়া জনরঞ্জক রাম আবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পতিকর্ত্তৃক এই-রূপে আচরিতা হইয়াও সতীকুলরত্ন সীতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধচিন্তা পোষণ করেন নাই। নির্জ্জন-কাননে বাল্মীকির আশ্রমে একাকিনী পরি-ত্যক্তা হইয়া সর্ব্বদাই স্বামীর মঙ্গলানুধ্যানে রতা ছিলেন।

তারপর অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে রামচন্দ্র কুশ

ও লবের পরিচয় পাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির নিকট আর একবার সমবেত সকল লোকের সমক্ষে সীতার বিশুদ্ধি-বিষয়ে পরিচয় দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তদনুসারে সভাস্থলে সীতাকেও আনা হইয়াছিল। বিশুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়া সীতা সমবেত সকল লোকের সমক্ষেই নতমুখে বলিতে লাগিলেন—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

"আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই; সেই-হেতু ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। আমি যদি কর্ম্ম, মন- ও বাক্য-দ্বারা রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও না জানিয়া থাকি, ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন্।"

সীতার এই বাক্য শেষ হইবামাত্র ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণসিংহাসন উত্থিত হইল, এবং বসুন্ধরা দুই হস্তে সীতাকে সেই সিংহাসনে তুলিয়া একেবারে রসাতলে লইয়া গেলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই রাজদুহিতা ও রাজকুলবধূ হইয়াও যিনি সর্ব্বংসহার মত অদৃষ্টের কঠোর উৎপীড়ন হাস্যমুখে সহ্য করিয়াছিলেন, জঘন্য লোকাপবাদ শারদজ্যোৎস্নার মত সুনির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপপূর্ব্বক যাঁহাকে পতিসেবন-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া একটা জীবনব্যাপী মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, আজ সেই সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি মূঢ়-জনমণ্ডলীর সমক্ষে অতিশয় অদ্ভুত বিশুদ্ধির পরীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন।

অশ্বপতিদুহিতা সাবিত্রী পিতৃ-কর্ত্তৃক পতিনির্ব্বাচনের জন্য প্রেরিত হইয়া রাজ্যচ্যুত দারিদ্র্যপীড়িত বনবাসী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পরে দেবর্ষি নারদ অশ্বপতিকে, "সত্যবানের সংবৎসর পূর্ণ হইলে মৃত্যু হইবে" এই কথা বলিলে, অশ্বপতি কন্যাকে অন্য পতি নির্ব্বাচনের জন্য অনুরোধ করেন। সাবিত্রী তাহাতে বলেন—"পিতঃ, আমি সত্যবান্‌কে যখন একবার পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনি দীর্ঘায়ুঃই হউন্, অল্পায়ুঃই হউন্, সগুণই হউন্, বা নির্গুণই হউন্, তিনিই আমার পতি। আমি কদাপি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।"

এইরূপে যৌবনের প্রারম্ভে যাঁহার অনন্য-সাধারণ পাতিব্রত্যের পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, সেই সাবিত্রী শেষে সত্যবানের পত্নী হইয়া সহাস্যবদনে কুটীরবাসিনী বন-চারিণীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভক্তি ও শুশ্রূষার দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুরাদি সকলকে বশীভূত করিয়া সকলেরই আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন, এবং আসন্নমৃত্যু পতির জীবনরক্ষার্থ কঠোর ত্রিরাত্রব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক উপবাসক্লিষ্ট শরীরে পতির সহিত দুর্গম অরণ্যে গমন করিয়া পাতিব্রত্য-লব্ধ দিব্যজ্ঞান দ্বারা স্বামীর প্রাণসংহারী দুর্দ্ধর্ষ কালের সন্তোষ-সাধন করিয়া তাহার কবল

হইতে মৃত পতিকে উদ্ধার করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ইহা পাঠক-পাঠিকাদিগের অবিদিত নাই।

পাতিব্রত্যপ্রভাবে মৃতস্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করার আর একটী বৃত্তান্ত আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখিতে পাই। প্রতিষ্ঠান-নগরে কুশিক-বংশসম্ভূত কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন। স্বামী কুষ্ঠরোগী হইলেও তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যা তাঁহাকে সবিশেষ সেবা করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ রোগাতুর ও কোপনস্বভাব বলিয়া তাঁহার সেই শুশ্রূষাপরায়ণা স্ত্রীকে নিরন্তর ভর্ৎসনা করিতেন। পত্নী নীরবে তাহা সহ্য করিতেন। ব্রাহ্মণ চলনশক্তি রহিত হইয়াও একদিন পত্নীকে আদেশ করিলেন—"এই রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যে কুলটা বাস করে, আমি তাহাকে দেখিয়া অধীর হইয়াছি। তুমি আমাকে তাহার আলয়ে লইয়া চল। তাহাকে না পাইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৎকুল-সম্ভূতা পতিব্রতা পত্নী প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া ও স্বামীকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া মৃদুমন্দ গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; কেবল বিদ্যুতের আলোক দেখিয়া সেই স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী রাজপথে যাইতে লাগিলেন। তখন মাণ্ডব্য-মুনি মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে শূলবদ্ধ হইয়া পথিমধ্যে অন্ধকারে অত্যন্ত যাতনাভোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই পত্নীস্কন্ধ-সমারূঢ় কৌশিক ব্রাহ্মণের অঙ্গস্পর্শে তাঁহার চরণ নড়িয়া গেল। তাহাতে মাণ্ডব্য মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন,—"যে ব্যক্তি আমার পদচালনা করিয়া এরূপ যাতনা প্রদান করিল, সেই পাপাত্মা নরাধম সূর্য্যোদয় হইলেই অসহ্য যন্ত্রণাভোগে অবশ হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিবে।" তখন তদীয় পত্নী মুনিবরের এই নিদারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "যদি আমি অবিচলিত পাতি-ব্রত্যধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি, তবে 'সূর্য্যো নৈবোদয়মুপৈষ্যতি—সূর্য্য আর কখনও উদিত হইবেন না।" অনন্তর সতীর মাহাত্ম্যে সূর্য্য আর উদিত হইলেন না। সূর্য্যোদয়ের অভাবে সমস্ত দিনই নিশা রহিল। এইরূপ ক্রমাগতই অন্ধকার থাকিয়া গেল। আলোকের অভাবে বৎসরের গণনা বিলুপ্ত হইল, কাল-জ্ঞান অন্তর্হিত হইল, স্নানদানাদি কার্য্য বিলুপ্ত হইল, যজ্ঞের অভাব ঘটিতে লাগিল। যজ্ঞা-ভাবপীড়িত দেবগণের কাতরতা দর্শনে দেব-শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি কহিলেন—"হে অমরগণ! দেখ, তেজের দ্বারা তেজঃ ও তপস্যা-দ্বারা তপস্যার বিনাশ হয়, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, পতিব্রতার মাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না, সূর্য্যোদয়ের অভাবে দেবগণের ও মর্ত্ত্যগণের অত্যন্ত হানি হইতেছে; অতএব তোমরা যদি সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর।" তৎপরে দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া অনসূয়া সেই সতীর আলয়ে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "কল্যাণি, তুমি ত স্বামীর মুখদর্শনে আনন্দিত হইতেছ, এবং সকল দেবতা অপেক্ষা স্বামীকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর ত? দেখ, পুরুষগণ দেবপূজা,

পিতৃপূজা, অতিথিসৎকার, সত্য, সরলতা তপঃ, দান ও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জন করেন, স্ত্রীগণ একমাত্র-পতি-সেবন দ্বারা তাহাদের দুঃখোপার্জ্জিত পুণ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্ত্রীগণের ভর্তৃসেবা ব্যতীত পৃথক্ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা উপবাস-ক্রিয়া নাই। একমাত্র স্বামিসেবা-দ্বারাই তাঁহারা অভিলষিত লোকে গমন করিয়া থাকেন। অতএব হে পতিব্রতে! যখন পতিই নারীর একমাত্র গতি, তখন পতিশুশ্রূষায় সর্ব্বদা মনোবিবেশ করিবে।”

অত্রিপত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজরমণী পরম সমাদরে বলিলেন,—“অদ্য আপনার অমৃতপ্রায় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। আমি জানি যে, নারীদিগের পতির তুল্য আর গতি নাই। তিনি প্রসন্ন থাকিলেই ইহলোকে পরলোকে উপকার হয়। পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করে। কারণ, “নার্য্যা ভর্ত্তা হি দেবতা” —ভর্ত্তাই নারীর দেবতাস্বরূপ। অতএব আপনি যখন আমার আলয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন আমাকে বা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন্।”

তখন অনসূয়া বলিলেন,—“তোমার বাক্যে সূর্য্যোদয় রহিত হওয়ায় জগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব যদি জগৎকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যদেব যাহাতে উদিত হন্ তাহাই কর।” তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন, “হে মহাভাগে! মাণ্ডব্য-মুনি অত্যন্ত ক্রোধে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন যে, সূর্য্যোদয় হইলেই তাঁহার প্রাণনাশ হইবে। সেইজন্যই আমি সূর্য্যোদয় রহিত করিয়াছি।” তখন অনসূয়া কহিলেন—“হে ভদ্রে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব; তিনি পূর্ব্বের মত নব কলেবর ধারণ করিবেন্। অতএব সূর্য্যকে উদিত হইতে দাও।”

ব্রাহ্মণী “তথাস্তু” বলিলে, অরুণবর্ণ সূর্য্য-মণ্ডল উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। অমনি ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগ হইল, এবং তিনি যেমন ভূতলে পতিত হইবেন, অমনি ব্রাহ্মণী তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন অনসূয়া বলিলেন, “ভদ্রে! বিষণ্ণ হইও না। আমি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, অক্ষুণ্ণ পাতিব্রত্যে রত থাকি ও পতিকে দেবতা-গণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকি, তবে তোমার স্বামী নিরাময় হইয়া জীবিত হইবেন্।” এই কথা বলিবামাত্রই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত-শরীরে পুনর্জ্জীবিত হইয়া ভার্য্যার সহিত মিলিত হইলেন।

মহাভারতে বনপর্ব্বে দেখিতে পাই, ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির যখন মার্কণ্ডেয়ের নিকট পরমোৎকৃষ্ট স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন, “পতিব্রতা স্ত্রী পরম মান্যা! তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাম-নিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, উহা অত্যন্ত দুরূহ। কামিনী কেবল স্বামীর শুশ্রূষা-দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারে। কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ, কি শ্রাদ্ধ, কি উপবাস,— তাহার সকলই বৃথা হয়।” মার্কণ্ডেয় পতি-ব্রতা নারীর প্রসঙ্গ তুলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতে

লাগিলেন, "মহারাজ! কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক বলাকা ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাহার গাত্রে পুরীষ-পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। মুনি-বর কৌশিক বলাকার নিধনহেতু পরম অনুতপ্ত হইলেন। একদা ভিক্ষার জন্য গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক গৃহস্থ-ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা-প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন; আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি।" গৃহিণী এই বলিয়া ভবন-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এরূপ সময়ে তাঁহার স্বামী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়া পাদ্যাদি-দ্বারা অতিবিনীতভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট-ভোজন, তাঁহাকে দেবতার মত জ্ঞান, একমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচারসম্পন্না, শুচি, দক্ষা ও কুটুম্ব-হিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযত চিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কাল-যাপন করিতেন। পতি-ব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ-পূর্ব্বক অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িত নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'হে বরাঙ্গনে, তুমি কি নিমিত্ত, আমাকে ক্ষণ-কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া এইরূপভাবে দীর্ঘকাল বসাইয়া রাখিলে? একেবারে বিদায় দিলে না কেন?"

পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া বিনীতস্বরে বলিলেন, "হে বিদ্বন্, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্। আমি ভর্ত্তাকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি। তিনি ক্ষুধার্ত্ত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, এই জন্য আমি এতাবৎকাল তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম।"

ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না; কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বলিয়া বোধ করিয়া থাক? তুমি গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগের অবমাননা কর, ইহা অতিগর্হিত।"

পতিব্রতা বলিলেন, "হে তপোধন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন্। আমি বলাকা নহি যে, ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিবেন! আমি কদাপি দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করি না। আমি ব্রাহ্মণের তেজঃ ও মাহাত্ম্যের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি। হে ব্রাহ্মণ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। আমার মতে নারীগণের পক্ষে পতিশুশ্রূষাই প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদয় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান। আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ করুন্। আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।" তৎপরে ঐ পতিব্রতা কেবল

পাতিব্রত্য-দ্বারা লব্ধ দিব্যজ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ নতশিরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সকল পৌরাণিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই, ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনী শত শত রাজপুত রমণীর সহিত হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া আলাউদ্দিনের পাপকবল হইতে সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পৃথ্বীরাজমহিষী যোধবাই একাকিনী মহাপ্রতাপান্বিত ভারত-সম্রাটের পাপবুদ্ধির বিষয়ীভূতা হইয়াও স্বকীয় সতীত্বতেজঃ-প্রভাবে তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

এইরূপ কত শত পতিব্রতা নারীর পুণ্যময় দৃষ্টান্ত ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজও ভারতক্ষেত্র সতীর উজ্জ্বলপ্রভায় সমুদ্ভাসিত, সতীর মহিমায় গৌরবান্বিত। বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোনও দেশ এত সতী-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী নয়।

থাক, জননীগণ, তোমরা চিরকাল ধরিয়া এই আর্য্যভূমি উজ্জ্বল করিয়া থাক। তোমাদের পুণ্যের আভায় পাপকালিমা মুহূর্ত্তের জন্য ইহাকে কলুষিত করিতে পারিবে না। কাল-প্রভাবে এই দেশ যতই অধঃপতিত ও অবনত হউক্ না কেন, তোমাদের পবিত্র পদরেণু মাথায় লইয়া জগতে চিরকালই ইহা মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাত্রি, বোধ হয়, ১টা বাজিয়া গিয়াছে! লাবণ্যর অশ্রুকাতর চক্ষে নিদ্রার নাম নাই। দ্বারের নিকট শব্দ শুনিয়া লাবণ্য চকিতে উঠিয়া বসিল। আবার দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" উত্তর আসিল—"শীঘ্র দুয়ার খোল।" এত দ্রুতভাবে কথা-কয়টি উচ্চারিত হইল যে, কাহার কণ্ঠরব, তাহা লাবণ্য অনুমান করিতে পারিল না। বাড়ীরই কোন দাস-দাসী ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন খবর আসিয়াছে কি?" উত্তর আসিল "হুঁ"। লাবণ্যর মনঃ-প্রাণ একটু সংবাদের আশায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সে জ্ঞানশূন্যার মত দুয়ার খুলিতেই সহাস্যমুখে বিপিন গৃহে প্রবেশ করিল। লাবণ্য বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত দশ-হাত পিছনে সরিয়া গেল। ঈষৎহাস্যে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবণ্য! ভয় পেয়েছ?"

না। পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তোমায় দেখে দেখে ভয় ভেঙ্গে গেছে। বিশেষতঃ যে নিজেই ভয়ে সারা হচ্চে, তাকে আমার ভয় কর্‌বার কি আছে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিপিন বলিল, "কি রকম?"

"তাও বল্‌তে হবে? আমার স্বামীর ভয়।

তাঁর ভয়ে তো চোরেরও অধম সেজেছ ;— তাঁর ছায়া দেখলেও কাঁপ্‌তে থাক্‌।

হাসিয়া বিপিন বলিল, "সে কথাটা একেবারেই মিথ্যে নয়। তাই তো এবার সব পাপ একেবারে চুকিয়ে এসেছি।"

কথা কহিতে আজ বিপিনের মুখে সুরার গন্ধ বাহির হইতেছিল। কথাগুলাও ঈষৎ জড়াইয়া আসিতেছিল। লাবণ্য বিপিনের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ?"

মৃদু মৃদু হাসির সহিত বিপিন বলিল, "লেবু, যেন কিছু জান না ?"

লা। কি জান্‌ব বিপিন-দা ? কৈ আমি তো কিছুই জানি নে। কি করেছ, বল দেখি শুনি।

বিপিন নিকটে সোফার উপর বসিয়া বলিল, "সরোজকে ধ'রে নিয়ে গেছে, জান না ?"

কাতর স্বরে লাবণ্য বলিল, "হ্যাঁ, সে-খবর কাল পিসীমার চিঠিতে জান্‌লাম।"

বি। সে-চিঠি কি পিসীমা লিখ্‌তো !— আমিই লেখালাম। আমি জানি, সে চিঠি পেলে তুমি কান্নাকাটি কর্‌বেই।—আর সরোজের সঙ্গে প্রমোদেরও ছোট থেকে বন্ধুত্ব ; সে নিশ্চয়ই টাকাকড়ি নিয়ে তাকে খালাস কর্‌তে যাবে। তা হলেই এক ঢিলে দুই পাখী সাবাড় ! সাবাস্‌ বিপিনচন্দ্র ! তোমার বুদ্ধি !

বিপিনের কথা শুনিয়া লাবণ্য শিহরিয়া উঠিল ; কি পিশাচ ! মনে সাহস-সঞ্চয় করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তো বাপু কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। টাকাকড়ি নিয়ে খালাস কর্‌তে গিয়ে কি বিপদ্‌ হ'তে পারে ?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বিপিন বলিল, "হুঁ হুঁ, লাবণ্য, আমার বুকে ঘা দেওয়া বড় শক্ত কথা ! ঐ সরোজ ছোঁড়া !— যখন বাপ্‌ মরে গেল, আমরা ওর কত করেছি। সে-সময় আমরা না থাক্‌লে এই গোবরে পদ্মফুল বোন্‌টী নিয়ে কি দুর্গতিই হ'ত, তা কে জানে ! তা সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ কি না, তাই সে সব ভুলে বোনের বিয়ে দিলেন্‌ এক জমীদারের সঙ্গে। দুত্তোর জমীদার ! তা'র ফল বাছাধন টের পাবে এখন ; জমীদারই বা কোথায় থাকেন্‌, নিজেই বা কোথায় থাকেন্‌ ; দেখুন !"

বিপিনের বাক্যস্রোত আর থামে না দেখিয়া, লাবণ্য বাধা দিয়া বলিল, "থাম বিপিন-দা, একটা কথা শোন।"

"মদমত্ত বিপিন গদ্‌গদ-স্বরে কহিল, "কি বল্‌বে বল ! লেবু, তোমার কথা শুনব না ? এত কাণ্ড তবে কিসের জন্য !—"

ঘৃণায় লাবণ্য জ্বলিয়া উঠিল; কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া বলিল, "দাদা কি করেছিল, সেইটা বল দেখি ! কেন যে দাদাকে ধরে নিয়ে গেল, আমি ত ভেবেই পাচ্ছি নে। দাদার মত লোক ডাকাতি কর্‌লে !"

বি। দূর পাগলি ! সে ডাকাতিও করে নি, খুনের সংস্রবেও থাকে নি ! তবে যা করেছিল, বল্‌লাম তো ;—এই বুকে ছুরী বসিয়েছিল ; সে কি কম কথা লাবণ্য ! আমি তোমার জন্যে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছি, লেবু !—

বিপিনেরনেশাটা বেশ জমিয়া আসিতেছিল ; নেশার ঝোঁকে এইবার বিপিন প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

লা। তা তুমি কি কর্‌লে ?

অর্দ্ধজড়িত স্বরে বিপিন আবার আরম্ভ করিল—"সে কি কম কাণ্ড করেছি! মা'র গহনাগুলি আর বাবার নগদ টাকাগুলি হাতাতে অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে।—সেইগুলি সব ঘুস্ দিয়ে সরোজকে চালান করেছি।—প্রমোদও যেই ছাড়াতে যাবেন, অমনি জড়িয়ে পড়্‌বেন। হা হা হা! বাছারা কিছু দিন আণ্ডামানের জল খান্; আমি একটু হাঁপ্ ছেড়ে সুখ-ভোগ করি!"

লাবণ্যর বুকের ভিতর তখন, বুঝি, নিদাঘের ঝঞ্ঝা প্রবলবেগে তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছিল, তাই অনেক চেষ্টাতেও কিয়ৎক্ষণ লাবণ্য নিরুদ্ধ কণ্ঠ মুক্ত করিতে পারিল না; প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিন ডাকিল—"লেবু!" অনেক চেষ্টায় কণ্ঠ খুলিয়া লাবণ্য অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিল, "কেন?"

বি। "তুমি কোথায় গেলে?

লা। "এখানেই আছি।—বিপিন-দা, তুমি আমার জন্যে এত করেছ ভেবে, আমার চক্ষে জল আস্‌ছে। আমি তোমার এ স্নেহ এতদিন বুঝ্‌তে পারি নি।

মত্ততার হাসি হাসিয়া বিপিন বলিল, "লেবু! "এ কি এত বেশী করেছি! তোমার জন্যে যে আমি বুক চিরে রক্ত ঢেলে দিতে পারি! তুমি যে আজ আমার অন্তর বুঝেছ,—এতেই আমার সব সার্থক হয়েছে।" পরে গদ্‌গদ স্বরে সে বলিল, "লাবণ্য! তবে এইবার আমার সঙ্গে চল। এ ছার লোকালয় ছেড়ে, শুধু প্রেমের রাজ্যে গিয়ে বাস করি গে।"

লা। সে আর বল্‌তে বিপিন-দা! তুমি যা ক'রে এসেছ, এখন তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? আমি তোমারি আশ্রয় নিতে যাচ্চি। কিন্তু তোমায় একটি কাজ কর্‌তে হবে।

বি। কি কাজ? বল, লেবু!

লাবণ্য তৎক্ষণাৎ টেবিলের উপর হইতে দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া বিপিনের হাতের কাছে দিয়া বলিল, "দাদাকে গ্রেপ্তার করাবার জন্যে তুমি কোন্ লোককে কবে কত টাকা বা গহনা দিয়েছিলে, তা লিখে দিতে হবে; আর দাদা সেদিন যথার্থ কোথায় ছিল ও অপরাধী কিনা, সেটাও লিখে দিতে হবে।"

মাতাল তৎক্ষণাৎ একটু সজাগপ্রায় হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়, লাবণ্য!"

লা। কেন হয় না?

বি। তা হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হয়।

লা। তা হলে আমারও তোমার সঙ্গে যাওয়া হয় না। আমরা তো দেশ ছেড়েই পালাচ্চি? তোমার সর্ব্বনাশ হবে কি করে? তারপর শুধু তোমার লেখায় কি দাদা খালাস পাবে? তুমি লিখ্‌লেই পুলিসে ঘুষ কবুল কর্‌বে কি? তবে দেখ, দাদা মায়ের পেটের ভাই, তা'র উদ্ধারের জন্যে এটা কখনো কাজে লাগ্‌তে পারে। আর এক কথা, এ-বাড়ীতে আসাও আমার বড় কম দিন হল না। আমার স্বামীর টাকা-কড়ির সন্ধান অনেক জেনেছি। আমরা এত সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্‌ব যে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় থেকেও রাজার হালে আমাদের চলে যাবে।"

"সত্যি নাকি?" বলিয়া আনন্দে বিপিন প্রায় লাফাইয়া উঠিল।

লাবণ্য আবার বলিল, "কিন্তু সবই তোমার উপর নির্ভর করছে। শীঘ্র কাগজটায় লিখে দাও।"

লাবণ্যের মুখের প্রতি চাহিয়া বিপিন বলিল, "তা হ'লে দিই লিখে। আমায় আর কে ধর্‌বে? আর এ তো মিথ্যে ক'রে লিখ্‌চি নে। রীতিমত রসীদ নিয়ে রেখেছি। বিপিনচন্দ্র কাঁচা ছেলে নয়। কি বল, লেবু?"

লা। সে তো সত্যিই!

বি। তা হ'লে আজ রাত্রেই যাবে তো?

কৃত্রিম রোষ-ভরে লাবণ্য উত্তর করিল, "আমায় বিশ্বাস হচ্চে না? তবে থাক তুমি, আমি চল্লাম।"

"না না, এই নাও, লিখ্‌চি" বলিয়া বিপিন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা দিন-তারিখ দিয়া লিখিয়া দিল। লাবণ্য সেখানি সরাইয়া রাখিয়া বলিল, আর একখানি লিখ্‌তে আছে।"

বি। আবার কি?

লা। তাও বিপিন-দা তোমাকেও বল্‌তে হবে? এই বুঝ্‌তে পাচ্চ না? আমার স্বামীর কাছে একটা সংবাদ দিয়ে না গেলে, যদি তিনি ভেবে চিন্তে আমাদের পেছনে গোয়েন্দা লাগান্? মনে কর, যদি আমরা ধরা পড়ি!—

বিপিন হাসিয়া বলিল, "সে আর ফিরবে লেবু? তার ফির্‌বার আশা থাক্‌লে আমি কি তোমায় নিতে আস্‌তে সাহস কর্‌তাম? সে ভয় তোমার কিছু নেই।"

লাবণ্য মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—'না' এবং বলিল "না না, সে ভয় কর্‌ছি নে। তুমি তো সবই জান। তাঁর স্ত্রী থাক্ যাক্, গ্রাহ্যই করেন্ না। তা'র উপর বংশের গৌরবে অস্থির। পাছে মানে ঘা পড়ে, সেই ভয়েও কিছু কর্‌বেন না। কিন্তু কি বল্‌ব বিপিন-দা, এতদিন আমায় এই যে তাচ্ছীল্যটা ক'রে আস্‌ছেন, এটা আমার বুকে কি হ'য়ে বিঁধে আছে, তোমায় কি বল্‌ব! আজ যদি তুমি আমার সকল কষ্টই মোচন কল্লে, তবে আমি একবার তাঁকে জানিয়ে যেতে চাই যে, তাঁর আদর-অনাদরে আমারও কিছু যায় আসে না। তিনি ভিন্নও জগতে আমার আদর ক'রে স্থান দেবার লোক আছে।"—কথাগুলি উচ্চারণ করিতে লাবণ্য অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। নেশা-বিহ্বল দুই চক্ষু লাবণ্যের মুখের উপরে তুলিয়া বিপিন বলিল—"আঃ! লেবু, আজ বাহিরের সকল আপদ্ দূর করে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাছে আস্‌লাম, তুমিও আজ কতদিন পরে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা কইলে! আজ প্রাণ পূরে একটু আমোদ কর্‌ব, তা নয়; তোমার আজই যত ফরমাস্!"

লাবণ্য উত্তর করিল, "আজই যখন সকল আপদ্ দূর কর্‌তেছ, তখন এটুকুও শেষ করে ফেল। আর রোজ রোজ তো এ আপদ্ ভোগ কর্‌তে হ'বে না! লিখবে তো শীঘ্র লিখে ফেল, ক্রমশঃ রাত শেষ হয়ে আস্‌তেছে। আবার যাওয়ার উদ্যোগ কর্‌তে হবে তো?"

যাওয়ার নামে আনন্দে আটখানা হইয়া বিপিন বলিল, "বল, তা হলে কি কি লিখ্‌তে হবে?" লাবণ্য বলিল, "তাও আমাকে বল্‌তে হবে? আমায় তুমি চিরকাল কি রকম ভালবেসেছ; আমায় পাবার জন্যে তুমি এ পর্য্যন্ত যা করেছ, আমার কাছেই বা কত লাঞ্ছনা সয়েছ; আর তা সহ্য করে ও যে যে কাজ ক'রে আজ আমায় পেয়েছ, সব আমার স্বামীর উদ্দেশে এতে লিখে দাও।"

বিপিন যথাসম্ভব সকলই লিখিল; পত্র পড়িয়া লাবণ্যর যেটুকু সন্দেহ ছিল সব মিটিয়া গেল। কাগজ দুইখানি সযত্নে অঞ্চল-প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া লাবণ্য বলিল, "বিপিন-দা, তুমি একটু শোও, আমি ততক্ষণে সব গুছিয়ে নিই।"

বিপিন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বিছানায় শয়ন করিতেই বেহুঁস হইয়া পড়িল। তখন লাবণ্য চারি দিকের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সে দ্বারেও চাবি বন্ধ করিয়া দিল। প্রমোদের সুরক্ষিত শয়ন-গৃহের ভিতর বিপিন বন্দী হইয়া পড়িয়া রহিল।

ভ্রমসংশোধন।

আষাঢ়-সংখ্যায় "কুলবধূ"-প্রবন্ধের শেষ-পংক্তির পূর্ব্বপংক্তিস্থ—'স্বার্থ'-শব্দস্থলে 'স্বাস্থ্য' হইবে। (পৃঃ ৮৬)

শ্রাবণ-সংখ্যায় "পাতিব্রত্য"-প্রবন্ধে প্রথম পারাগ্রাফে 'আমি হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব' স্থলে 'আমি তোমার হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব" হইবে। (পৃঃ ১২৮)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 662. October, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬২ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩২৫। অক্টোবর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান।

(রাগিণী—মিশ্র ছায়ানট্)

কোন্ প্রাণেতে থাকি বল,
তুমি যদি নাহি আস !
মোর প্রভাত নিশি কাটে কিসে,
তুমি যদি নাহি আস !
অন্ধ বাসনা চৌদিকে মোর
গাঁথিছে কেবলি বন্ধন-ডোর,
আমি কেমন করে থাকি হেথায়
তুমি যদি নাহি আস !
ফুটে গো ফুল কানন-তলে,
হাসে তারা গগন-কোলে,
আমি কেমন্ করে থাকি ভুলে'
তুমি যদি নাহি আস !
তুমি যদি রহ পিছে,
আমার বেদন-কাঁদন নয়কো মিছে।—
বিফল হবে সকল আমার
তুমি যদি নাহি আস।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১২

লাবণ্য যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন উষার শীতল বাতাস ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, নিম্নের দুই একজন দাস-দাসী উঠিয়া দুয়ার খুলিতেছে, তাহার শব্দ আসিতেছে। সমস্ত রাত্রির বিষম উত্তেজনার পর ভোরের হাওয়া গায়ে লাগায় লাবণ্য অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। একটু আঁচল পাতিয়া শুইবার ইচ্ছায় লাবণ্য সম্মুখের খোলা ছাদে গিয়া দাঁড়াইতেই, গরুর গাড়ীর শব্দ তাহার কানে গেল। বিস্মিতা লাবণ্য উঁকি দিয়া দেখিল, প্রমোদ গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছে।

সে-দিন প্রমোদ অত তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে রওনা হইল বটে, কিন্তু যথাসময়ে কলিকাতায় পৌছিতে পারিল না। অর্দ্ধপথে এঞ্জিনের কল একেবারে খারাপ হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর ট্রেণ নাই। সমস্ত দিন অপেক্ষা করিলে তবে গাড়ী পাওয়া যাইবে। কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অর্দ্ধপথে বাধা পড়ায়, প্রমোদের আর সে-দিন যাইবার ইচ্ছা রহিল না। সে মনে মনে ভাবিল, 'আজ বাড়ী ফিরিয়া যাত্রা বদ্‌লাইয়া আসাই ভাল। এরূপ বাধা-পড়া যাত্রায় কলিকাতায় গেলে কার্য্যসিদ্ধির কতদূর কি হইবে, তাহা সন্দেহস্থল।'

যেখানে 'ট্রেন' দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রায় দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ দূরে গ্রাম। সেখানে গিয়া প্রমোদের একটা আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে বেলা ২½ প্রহর হইয়া গেল। সেখানে স্নান-পূজা সারিয়া স্বপাকে দুইটি ভাত ফুটাইয়া খাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। তারপর একখানি গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া প্রমোদ গৃহাভিমুখে রওনা হইল। সমস্ত রাত্রি পথে কাটাইয়া ভোরে প্রমোদ বাড়ী আসিয়া পৌছিল।

লাবণ্যর ইচ্ছা হইতে লাগিল, এখনি ছুটিয়া গিয়া সে প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎকার করে ও একবার কাতর স্বরে তাহার দাদার বিষয় প্রশ্ন করে। আর এই ঘরের ভিতর যে কাল-সাপ ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার বোঝা প্রমোদের পায়ে অর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করে। কিন্তু অনেক কষ্টে লাবণ্য অশান্ত চিত্তকে সংযত করিল। প্রমোদের নিত্য কার্য্য শেষ হইলে, লাবণ্য আজ তাঁহাকে অন্দরে ডাকিয়া পাঠাইল।

আজ কতদিন—কতদিন পরে প্রমোদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল! বিবাহের পূর্ব্বে কত সাধ করিয়া প্রমোদ এই অন্তঃপুর সুসজ্জিত করিয়াছিল, তারপর আর চক্ষু চাহিয়া এদিকে একবার দেখেও নাই। এই অন্তঃপুরের প্রসঙ্গও তাহার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়াছে। আজ প্রথম পা বাড়াইবার সময় তাহার অন্তর একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তারপর সে ধীরভাবে গিয়া লাবণ্যর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রমোদের পদশব্দে লাবণ্যর অন্তর আজ কি পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল! স্বামিগৃহে

আসা অবধি সে শ্মশানেই বাস করিয়া আসিতেছে। এতদিনে এই শ্মশানে আজ মহাদেবের পাদ-স্পর্শ হইল। আজ-তরে ভীষণ শ্মশান সুন্দর কৈলাসে পরিণত হইল। লাবণ্য ভক্তি-ভরে প্রমোদের পায়ে প্রণাম করিল। প্রমোদ অন্যদিকে মুখ রাখিয়া উদাসভাবে বলিল, "ও-সবে কিছু প্রয়োজন নাই। ভিতরে আস্‌তে বল্‌বার কারণ কি জান্‌তে এসেছি।'

লাবণ্য দীপ্তিভরা চক্ষু-তুইটি স্বামীর পায়ের দিকে স্থির রাখিয়া বলিল, "এতদিন কি-কারণে তুমি আমায় পায়ে ঠেলেছিলে, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি; তাই অজানিত আশঙ্কায় তোমায় কখন কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তেও সাহস পাই নি। ভগবান্ আজ সকল সংশয় ছিন্ন করেছেন। আমি তোমার অবিশ্বাসিনী দাসী নই; এই চিঠি দু'খানি প'ড়ে দেখ। তারপর যদি দয়া হয়—।" লাবণ্যর মুখের কথা আর শেষ হইল না। তাহার চক্ষুজল ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

যে-পত্রে প্রমোদ-লাবণ্যের সুখের কাননে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যাহার জ্বালায় শত সুখের মাঝখানেও তুইজনে মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল, প্রমোদ বহুবার সে পত্র পাঠ করিয়াছিল। তাহার হস্তাক্ষর প্রমোদের চক্ষুতে অতিপরিচিত হইয়া অঙ্কিত ছিল। সবিস্ময়ে প্রমোদ দেখিল, এ তুইখানি পত্র ও সেই পত্রের একই হস্তাক্ষর। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রমোদ পত্র পড়িতে লাগিল। লাবণ্য একদৃষ্টে চাহিয়া স্বামীর মুখভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পত্র পড়া শেষ হইলে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রমোদ লাবণ্যর প্রতি চাহিল। কি কথা তাহার মুখে আসিতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই লাবণ্য বলিল, "এই হতভাগ্য পশুকে আজ তোমার শয়ন-গৃহে বদ্ধ ক'রে রেখেছি; আজ তুমি এসেছো, তোমার হাতে ত'াকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমি জানি শুধু এই পত্রের কোনই মূল্য নেই, তাই দোষীকে মুক্তি দিই নি।—"

তারপর প্রমোদের পায়ের তলে পড়িয়া লাবণ্য বলিল, "তোমায় গৃহে এসে অবধি আজ পর্য্যন্ত কি কষ্টে কাটিয়েছি, ঈশ্বর দেখেছেন। কতদিন মর্‌তে গিয়েছি, কিন্তু সংশয়ের বোঝা নিয়ে মর্‌তে পারি নি। আজ নিজে তুমি সব বুঝে নিয়ে আমায় মুক্তি দাও। আমিও তোমায় সকল দায় মুক্ত ক'রে জীবনের বোঝা নামিয়ে দিই।"

আজ—সেই বিবাহের দিনের পরে এই আজ আবার প্রমোদ লাবণ্যর হাত ধরিল। কিন্তু একি! সেই নবনীত-কোমল সুগোল বাহুবল্লরী! এ যে শীর্ণ অস্থিসারমাত্র; স্পর্শে কেবল হস্তে পীড়া প্রদান করে! যদি যথার্থই লাবণ্য নিরপরাধা হয়, তাহা হইলে প্রমোদ কি অপরাধই না করিয়াছে! লাবণ্যকে ভূমি হইতে উঠাইয়া প্রমোদ বলিল, "এখন অন্য কোন কথার সময় নেই; ঘরের চাবী দাও, আমি বিপিনকে দেখ্‌তে যাবো।" লাবণ্য তৎক্ষণাৎ চাবি দিল। তখনও প্রমোদের মন মেঘাচ্ছন্ন। সে ভাবিতেছিল, হায়! কুলটার ছলের অভাব কি?

আর লাবণ্য সেইখানে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনী অনেক কান্না কাঁদিয়াছে, কিন্তু আজকার কান্না—এ কত তৃপ্তির! আজ স্বামী তাহার গৃহে আসিয়াছেন, লাবণ্য তাঁহার পায়ের তলায়

পড়িয়া কাঁদিতে পাইয়াছে, স্বামি-স্পর্শে সুখ অনুভব করিয়াছে! তার চক্ষের জলের এ কি সার্থকতা —!!

১৩

প্রমোদ যখন গৃহে প্রবেশ করিল, বিপিন তখন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দারুণ অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল। এই গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য অনবরত সে নানা চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন দিকেই পথ পায় নাই। প্রমোদের কর্ম্মচারীদের সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু কোন গতিকে স্বয়ং প্রমোদ আসিয়া পড়িলে তাহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা যেন আর তাহার জানিতে বাঁকি ছিল না। যখন সম্মুখে সেই প্রমোদকেই সে দেখিতে পাইল, তখন তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া সে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইতে দিল না; যেমন ছিল তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল।

প্রমোদ গৃহে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে বিপিনের কাছে বসিয়া, তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া ডাকিল, "ভাই বিপিন!" এরূপ আহ্বানে বিপিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রমোদের মুখের দিকে চাহিল। প্রমোদ আবার বলিল, "তোমায় যে বড় ম্লান দেখাচ্চে ভাই! ভাল আছ তো?"

বিপিন এবার হাসিয়া বলিল, "পশু-বলি দাও, অত ছলনার আবশ্যক নেই। আমি তোমার দয়ার ভিখারী নই।"

প্রমোদ তেমনই ধীরভাবে বলিল, "বিপিন, আমি তোমার শত্রুতা কর্ত্তে আসিনি, ভাই! জগতে সকলেই ভ্রমে পড়ে আছে। কে কা'কে দণ্ড দেবে? তুমি যদি একটা ভুল করে থাক, যে আমি নিত্য শত ভুল কর্‌চি, সে তোমার একটা ভুলের মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌বে না? কিন্তু ভাই, একটা ভয়ানক ভুল করেছ। আমাদের নির্দ্দোষী হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সরোজকে কেন দণ্ড দিয়েছ?"

বিপিন এবার মাথা হেঁট করিয়া রহিল। প্রমোদ আবার বলিতে লাগিল, "সত্য-মিথ্যা আমি কিছুই জানি না ভাই। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, এ চিঠি তুমিই লিখেছ?" পত্রের প্রতি চাহিয়া বিপিন চমকিয়া উঠিল; পরে একটু সাম্‌লাইয়া বলিল, "কে বল্লে ও-চিঠি আমি লিখেছি?" প্রমোদ প্রশান্ত হাসির সহিত বলিল, "বিপিন, এখনও তুমি ভাব্‌ছ, আমি তোমার শত্রু। তোমার শত্রুতা কর্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে, অনেকক্ষণ তোমায় গ্রেপ্তার করাতে পার্‌তাম। কিন্তু এই দেখ, এ চিঠি আমি এখনি ছিঁড়ে ফেল্‌ছি। কেবল তুমি প্রতিজ্ঞা কর সরোজকে বাঁচাবে।"

বি। প্রমোদ, আমি কি ক'রে বিশ্বাস কর্‌ব যে, তুমি আমার শত্রু নও, বন্ধু! একি কখন সম্ভব হয়!

প্র। কেন হবে না, ভাই? জগতে পরম আত্মীয় স্বামী হ'য়ে, বিনা প্রমাণে অতিসামান্য কারণে যদি নিজের স্ত্রীকে যন্ত্রণায় দগ্ধ ক'রে নিজের জীবন তিক্ত কর্‌তে পারি, তবে একজন অবোধ শত্রুকে বুকে টেনে তা'র ভুল শুধ্‌রে ভাল বাস্‌তে পারি নে?"

অনুতপ্ত বিপিন উত্তর করিল, "প্রমোদ! শুধু সরোজকেই বিপদে ফেলি নি। তোমার গৃহে আরও কত উপদ্রব করেছি। তোমাকে বিপদে ফেল্‌তেও বিধিমত চেষ্টা করেছিলাম।

জানি না, তুমি কি ক'রে তা থেকে মুক্ত হ'য়ে এসেছ। এমন ঘোর শত্রুকেও তুমি ক্ষমা করতে পারবে?"

প্র। বিপিন! তুমি যদি সব ভুলে গিয়ে আমার বক্ষে আশ্রয় নাও, আমিও সব ভুল তোমায় সেখানে স্থান দেবো। আজ শুধু এই ভিক্ষা করতেই তোমার কাছে এসেছি।

বি। প্রমোদ! আমি কি সত্যিই তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি, না স্বপ্ন দেখ্‌চি? যা'দের এত নির্য্যাতন করে এলাম, তারা সব ভুলে আমায় আলিঙ্গন করতে এসেছে?"

প্রমোদ বিপিনকে নিজের আরও নিকটে আনিয়া বলিল, "ভাই, সকল মানুষই প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির উত্তেজনার হ্রাস হ'লেই মানুষের স্বরূপ প্রকাশ পায়। তোমার তা'তে লজ্জার কিছু নাই। এখন আমার কথা শোন, ভাই! তুমি যে টাকা উৎকোচ দিয়ে সরোজকে গ্রেপ্তার করিয়েছ, আমার তবিল থেকে তার দ্বিগুণ দিয়ে সরোজকে মুক্ত কর।"

তখন বিপিনের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সে বলিল, "প্রমোদ! তুমি দেবতা। সরোজ যা'তে মুক্তি পায় তা'র চেষ্টা করব; কিন্তু তাকে আর এ-মুখ দেখাব না।"

প্রমোদ বিপিনের চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "ছোট থেকে সরোজকে তো জান ভাই! আমি, কি তুমি, শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও তার হৃদয়ে আমাদের জন্যে কখনও ক্ষমার অভাব হবে না। এখন উঠে এসে ভাই! স্নানাহার ক'রে নিয়ে, আজ বিশ্রাম কর। কাল ভোরের ট্রেণে আমরা কলিকাতা যাব।"

বিপিনকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া প্রমোদ ডাকিল, "লাবণ্য! তোমার বিপিন-দাদাকে প্রণাম ক'রে যাও।" কম্পিত দেহে কম্পিত পদে লাবণ্য আসিয়া বিপিনকে প্রণাম করিতে গেলে, বিপিন বাধা দিয়া বলিল, "না না, এ অধম অপবিত্রকে প্রণাম করিস্ না, লাবণ্য! আমি করজোড়ে মাপ চাচ্চি, আমায় মার্জ্জনা কর্। আমি এবার থেকে তোর প্রকৃত দাদা হব।"

লাবণ্য প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি তো তোমায় দাদার সঙ্গে ভিন্ন ক'রে কখন ভাবি নি। তুমিও আজ দাদার মত আশীর্ব্বাদ কর, যেন কখন ধর্ম্মপথচ্যুত না হই।"

সেদিন সন্ধ্যারতির সময় লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পায়ের তলায় পড়িল। লাবণ্যর চক্ষে সে-দিন অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিতেছে। সে আর ফুরায় না,—ফুরায় না! সে ঠাকুরকে নিবেদন করিতে করিতে লাগিল, ঠাকুর! সত্যই কি এ মরা প্রাণ আবার আশার পুলকে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে? এই শুষ্ক মরু হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী-স্রোত আবার কি প্রবাহিত হইবে? হায়! এ স্বপ্ন না দুরাশা!!"

১৪

যথাসময়ে প্রমোদ ও বিপিন কলিকাতায় চলিয়া গেল। অর্থবলে কিনা হয়! সরোজকে নিরপরাধ প্রমাণ করাইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তিন জনে সানন্দ মনে প্রমোদের গৃহে ফিরিয়া আসিল; লাবণ্য সরোজের পায়ের তলে আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া বুক-ফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল। যেন এতদিনের যত সঞ্চিত বেদনা আজ সব, বুঝি, বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে! ভগ্নীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে সজল চক্ষে সরোজ বলিল,

"লাবণ্য! একি! এমন চেহারা হ'য়ে গেছে! কোন অসুখ করেছে কি তোর?" লাবণ্য বলিল, "না দাদা, কোন অসুখই তো নেই।" সেই শীর্ণ লতিকার পানে চাহিয়া ছল্ ছল্-চক্ষে প্রমোদ বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে লাবণ্য সকল কাজ শেষ করিয়া তখন নিত্যকার মত মহাভারত লইয়া পড়িতেছিল। বিবাহ হইয়া, স্বামিগৃহে আসিয়া অবধি সে সংসারের কাজ লইয়াই দিন কাটাইয়াছে। কিন্তু সে শুধুই দিন কাটান মাত্র। একদিনও স্বামীর একটু সামান্য কাজ-টিও করিবার অধিকারটুকুও সে পায় নাই! আজ তাহার অদৃষ্টের সেই গুরু পাষাণ-ভার দেবতা অপসরণ করিয়াছেন, আজ সাধ মিটাইয়া সে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে পাইয়াছে, তাহার দাদা আজ বিপন্মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, এই সকল ভাবিয়া লাবণ্যর দুঃখাতুর অন্তর আজ অমল আনন্দে পরিপূর্ণ। সুখোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভক্তিমণ্ডিত অন্তরে লাবণ্য আজ পতিব্রতার আখ্যান পাঠ করিতেছিল, সে আর কোন কামনার আশা মনে স্থান দিতেছে না।—আজ যে পতিসেবার অধিকার-টুকু সে পাইয়াছে; শুধু সেইটুকু যেন বজায় থাকে। সে সুখের কাছে লাবণ্যর সব তুচ্ছ।

ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রমোদ অনেকক্ষণ লাবণ্যর পাঠ শুনিতে লাগিল; পরে অতি সন্তর্পণে আসিয়া লাবণ্যর পার্শ্বে উপ-বেশন করিল। স্বামীকে দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল, "ওখানে বস না। আমি আসন পেতে দিই।" প্রমোদ লাবণ্যর হাতে ধরিয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই। তুমি এখানে বোস। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" জীবনের মধ্যে এই প্রথম লাবণ্য স্বামীর পার্শ্বে বসিল।

"লাবণ্য, আজ দীর্ঘকাল যে নিষ্ঠুর বেদনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছিলাম, তুমি আমায় তা থেকে মুক্ত করেছ। আমিও তোমার অন্তরের বেদনা দূর করিতে এসেছি। লাবণ্য, আমি সত্যই নিষ্ঠুর, হৃদয়-হীন নই; তবু যে কেন এমন হয়েছিলাম তার'ই কৈফিয়ৎ দিতে এসেছি।" এই বলিয়া প্রমোদ পকেট হইতে একখানি রুমালে-বাঁধা পত্র বাহির করিয়া লাবণ্যের হাতে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লাবণ্য দেখিল, তাহারই ফুলশয্যার রুমাল। কি আশ্চর্য্য! এ রুমালের কথা তো একদিনও লাবণ্যর মনে হয় নাই! পরে পত্র বাহির করিয়া পড়িতে পড়িতে লাবণ্য ক্ষোভে রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল। তখন প্রমোদ নিজ হাতের মধ্যে লাবণ্যর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, "লাবণ্য, যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণের আনন্দে আমি আত্মহারা হ'য়ে উঠেছিলাম, যে-দিন আমি পলকে প্রলয় জ্ঞান করে অধৈর্য্য হ'য়ে সময় কাটাচ্ছি, সেদিন যখন বহু কষ্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে তোমার কাছে আস্‌ব ব'লে উঠেছি, তখনি এই কাল চিঠি আমার হাতে এসে পড়্‌ল। লাবণ্য! কি কুক্ষণে জানি নে, তোমার নামের চিঠি দেখে, তার উপর খামে এখানকারই ছাপ দেখে, আমার পড়্‌বার নিতান্ত কৌতূহল হ'ল। যেমন পড়্‌লাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। তোমায় আমি কি সাধে কি আশায় বক্ষে ধর্‌তে ছুটেছিলাম, সে কথা কি

করে জানাব! আমার তৃষিত প্রাণ আকুল হয়ে সুধার হ্রদে ডুবুতে গিয়েছিল। কিন্তু হায় ভাগ্য! আমার সে অমৃত-হ্রদ নিমিষে দারুণ বিষে কালী হ'য়ে গেল। তোমায় দেখেই যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম, একখানি পত্রেতেই তেমনি সন্দেহ দৃঢ় হ'য়ে গেল। আমি কেবল নিজেরই হৃদয় পরীক্ষা করেছিলাম, কিন্তু রূপবতী বয়ঃস্থা অভিভাবকহীনা রমণী নবীন যৌবনে অপরেতে আসক্তা কি-না, একবারও তো অনুসন্ধান করি নি! সুতরাং, যখন সেরূপ একটা প্রমাণ-বিশেষ তোমারই হস্তচ্যুত অবস্থায় আমার চক্ষে পড়্‌ল, তখন আমার অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখ্‌লাম না। তার-পর দিনে দিনে আমার কাছে একটি দুটি ক'রে আরও এমন প্রমাণ আস্‌তে লাগ্‌ল, যা'তে আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হ'ল। কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পার্‌তেছি, সে বিশ্বাস কতখানি ভুল!" প্রমোদ ক্ষণেক চুপ করিলেন। লাবণ্যও কোন কথা কহিতে পারিল না। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যর চক্ষেও কেবলই জল আসিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ-পরে প্রমোদ আবার বলিতে লাগিল, "লাবণ্য! যে-দিন গিয়েছে, যে কষ্ট পেয়েছি, তা' মনে করায় আর কোন ফল নাই। এখন দু'জনেই বুঝেছি, কি কষ্টে দু'জনের দিন গিয়াছে। আমি তোমায় বিবাহ করে কত অনুতাপেই দগ্ধ হয়েছি! কিন্তু আজ আমি তার দ্বিগুণ আত্ম-প্রসাদে গৌরব অনুভব কর্‌ছি, লাবণ্য! আমি যে-হার গলায় পরেছি, তা শুধুই স্বর্ণকান্তিতে উজ্জ্বল নয়; হীরক-প্রভায় দ্বিগুণ সমুজ্জ্বল। আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার অধিকারটুকু চাইতে পারি কি?"

বিহ্বলা লাবণ্য বহুচেষ্টা করিয়াও মুখে কথা আনিতে পারিল না। কেবলই তাহার উদ্বেল বক্ষ গুরুস্পন্দিত হইয়া ব্যথা জমাইতে লাগিল দুই হাতে প্রমোদের পা-দু'টি ধরিয়া লাবণ্য তাহার উপর নিজের মুখ রক্ষা করিল। তখন ধীরে ধীরে দুই একটি করিয়া অশ্রুবিন্দু নামিয়া প্রমোদের চরণ সিক্ত করিল। প্রমোদ সাদরে লাবণ্যকে চরণ হইতে উঠাইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন ও সস্নেহে বলিলেন, "লাবণ্য! বিবাহ হ'য়ে অবধি কেবলি তো কাঁদ্‌বার দিনই গিয়েছে! দু'জনে এই দীর্ঘদিন অনেক কান্না কেঁদে কাটিয়েছি।—এতদিনের এই ঘোর ঝঞ্ঝা কেটে গিয়ে যখন আবার সুখের চাঁদ দেখা দিয়েছে, তখন আজ সকল দুঃখ-বিসর্জ্জন দিয়ে, আমার হৃদয়ের রাণী, এস; আজ তোমায় বক্ষে ধরে আমার বহুদিনের সাধ পূর্ণ করি।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে বাহুবেষ্ঠনে আবদ্ধ করিয়া প্রমোদ লাবণ্যকে বক্ষে আকর্ষণ করিলেন। মুগ্ধা সুখবিহ্বলা লাবণ্য তাহার চিরস্বর্গ প্রাপ্ত হইল। চঞ্চলা স্রোতস্বিনী এতদিন পরে সাগরে মিশিল। (সমাপ্ত)

শ্রীননীবালা দেবী।

দেওঘরে।

রে সুন্দর দেওঘর, কি অতুল সৌন্দর্য্যের বর
ধাতা তোরে দিল পুরস্কার;
সম্পদ নেহারি তোর অন্তহারা পুলকে গলিয়া
চলি' প্রাণ পড়ে বারেবার!

মাথার উপরে তোর কি যে মহারহস্যের মত
আকাশ ঢুলিছে নিশিদিন;
কি যেন গোপন কথা বলিবারে চাহি' শালতরু
গুমরি' মরিছে কথাক্ষীণ!

লয়ে ওই পুণ্যস্মৃতি দূরে ওই ত্রিকূট পাহাড়
মিলিয়াছে আকাশের গায়;
কি সৌন্দর্য্য প্রাণারাম, জীবনের প্রিয়সঙ্গী মম,
আজ তুমি কোথায়—কোথায়!

শ্বেত-সৌধ-সারিগুলি বুকে লয়ে উদাস প্রান্তর
চেয়ে আছে দিগন্তের পানে!
দিগন্ত প্রান্তরে চায়, কি যেন মিলন আকুলতা
জাগে দু'টী হৃদি-মাঝখানে।

নিবিড় নীরদরাশি প্রান্তরের শেষ রেখা হ'তে
তরুপুঞ্জ করি' অন্ধকার,
উঠে যবে ধীরে ধীরে, একটী মহান্ কাব্য-সম
হিয়াপটে চিত্র ফোটে তার!

মেঘের সৌন্দর্য্য হেরি' প্রাণের সে আকুল উল্লাস,
কত শত অতীতের বাণী;
কত ভাষাহীন স্মৃতি মরমে জাগিয়া উঠে ধীরে,
প্রকৃতির তুই রম্যরাণী!

মনে হয়, হেন জন যদি কেহ থাকিত গো কাছে,
প্রাণ দিয়া ভালবাসি যায়;
দেখাতাম তারে তোর এ সৌন্দর্য্য অয়ি পুণ্যভূমি,
বসি' আজি মেঘের ছায়ায়।

হে তীর্থ শান্তির দেশ, লয়ে এ উদাস প্রাণ মোর
আসি' ওই প্রান্তরের তলে;
দিগন্ত ঢাকা ও' কালো নিবিড় মেঘের মাঝে হিয়া
মিশে যায় মহাকুতূহলে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসী (কাশী)।

বারাণসী তীর্থের রাজা। বেদোচিত তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার আছে, কিন্তু সুলভোপায়ীভূত বারাণসী-ক্ষেত্রে মোক্ষপদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোন জাতির বিচার নাই, স্ত্রী-পুরুষ বিচার নাই, কোন বর্ণের নিয়ম নাই, কোন মন্ত্রের বা কোন কর্ম্মের বিধি নাই, ধার্ম্মিক বা আধার্ম্মিকের কোন বিচার নাই, পণ্ডিত বা মূর্খ—এ বিবেচনাও নাই। যেই হউক্ না কেন, কাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করে। এজন্য সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে—"যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ";—যে-সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই, সেই সকল আচারভ্রষ্ট অধম ব্যক্তির একা কাশীই পরমা গতি। এইজন্য বারাণসী সকল তীর্থের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বারাণসীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৪৫৪টী মন্দির আছে। তন্মধ্যে কোতোয়ালীতে ২৬১, কাল-ভৈরবে ২১৬, আদমপুরায় ৪৮, জাইতপুরায় ৩০, চেতগঞ্জে ৫৩, ভেলুপুরায় ১৫৪, এবং দশাশ্বমেধে ৬৯২টী। বারাণসীতে ৫৬টি স্থানে গণেশের, ৬৪টী স্থানে যোগিনীর, ৯টী স্থানে দুর্গার, ৮টী স্থানে ভৈরবের, ১১টী স্থানে শিবের, ১টী স্থানে বিষ্ণুর এবং ১২টি স্থানে সূর্য্যের পূজা হইয়া থাকে। মোট কথা, এখানে হিন্দুরা নানা দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন্। ব্রহ্ম জগন্ময়; তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিয়া উপাসনার সম্ভাবনা নাই। এ-কারণ, আত্মা সর্ব্বজীবের রুচি-বৈচিত্র্য-হেতু এক এক রূপ ধারণ করিয়া সকলের উপাস্য হইয়াছেন। ফলে, যে যে-রূপের উপাসনা করুক্ না কেন, তদ্দ্বারা এক পরমাত্মারই উপাসনা হইয়া থাকে; যেহেতু, তিনিই সর্ব্বরূপ- ও সর্ব্বনাম-বিশিষ্ট। সকল উপাসকের নাম-বিশেষণ-দ্বারা এক আত্মাকেই ভজনা করেন্। কেহই ইষ্ট-দেবতাকে অনাত্মা বলিয়া উপাসনা করেন্ না। নিরাধারে আত্মার নির্দ্দেশ করা যায় না, তাই ভগবানের রূপ-কল্পনার প্রথা হিন্দু-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়।

বারাণসী-ধামে যে-সকল দেবতার পূজা হয়, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বরেরই মান অধিক। তিনিই বারাণসীর রাজা। কেবল যে সহরের মধ্যেই ইহার প্রভুত্ব, তাহা নহে; পঞ্চকুশী-স্থানের মধ্যেও ইহার হুকুমত আছে। হুকুম জারি করিতে হইলে, ইনি ভৈরবনাথকে স্বীয় অনুজ্ঞা জ্ঞাত করান। ভৈরবনাথ সেই আজ্ঞা স্বীয় প্রতিনিধিদ্বারা কার্য্যে পরিণত করান্। ভৈরবনাথ সহরের কোতোয়াল। সুতরাং তিনি নগরের ঘটনাবলী বিশ্বেশ্বরের নিকট জ্ঞাপন করেন। কোতোয়ালেরও প্রতিনিধি আছেন। তাঁহারা পঞ্চকোশীর দেবতা বলিয়া পরিগণিত। উক্ত প্রতিনিধিগণ সহরের চৌকিদার। ভূতাদিগণের অপসর্পণই চৌকি-দারদিগের কার্য্য। গ্রীষ্ম-সমাগমে বিশ্বেশ্বরের উপর ঝারা দেওয়া হয়। একটি ছিদ্র হাঁড়ি উপরে টাঙ্গাইয়া তাহাতে জল দিলে, তাহাকে ঝারা দেওয়া বলে। ছিদ্র দিয়া বিন্দু বিন্দু জল বিগ্রহের উপর পতিত হয়। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। পূজার উপকরণ চিনি, আতপ চাউল, ঘৃত, শস্য, পুষ্প, জল ইত্যাদি। পুষ্পের মধ্যে পদ্মপুষ্প-দ্বারা পূজাই বিশেষত্বের পরিচায়ক।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিবার প্রধান দ্বারের উপর গণেশের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বেশ্বরের পূজা দিবার পূর্ব্বে গনেশের উপর জলের ছিটা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। গণেশের এত মানের কারণ কি তাহা জানা উচিত। তাঁহার গজমুণ্ডই বা কি প্রকারে হইল? এবং দেবতাদিগের মধ্যে গণেশের স্থানই বা কিরূপ? হিন্দুরা গণেশকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া মান্য করেন্। ইনি বিষ্ণুর অবতার। চতুর্ব্বর্ণ বিষ্ণুরূপের মধ্যে গণেশ রক্তবিষ্ণু। ইনি চতুর্ভুজ,—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী। বনমালা ইহার গলদেশ শোভিত করিতেছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ,—এই চারিটী হস্ত। যে-হস্তে শঙ্খ তাহাই ধর্ম্ম, যে-হস্তে চক্র তাহাই অভিলাষ, যে-হস্তে গদা তাহাই অর্থ, যে হস্তে পদ্ম তাহাই মোক্ষ। অথবা আত্মা, জীব, মন এবং অহঙ্কার-এই চতুর্ব্বন্ধপুচ্ছ। পদ্মহস্ত

আত্মা, চক্রহস্ত মন, শঙ্খহস্ত জীব এবং গদা-হস্ত অহঙ্কার। বনমালা সংগ্রথিত ভূতসমূহের পরিচায়ক ; সুতরাং, ইনি বিরাড্‌রূপী। শুভাশুভ সমস্ত বিষয়ের অধিদেব গণেশ ; সুতরাং, ইনি বিঘ্নবিনাশন ও বিঘ্নরাজ। মূষিক-বাহন, এজন্য বিঘ্নরাজ নাম ; সর্পভূষণহেতু তিনি বিঘ্ন-বিনাশন নামে পরিচিত। লোকের বিঘ্ন করা উন্দুরের স্বভাব, এবং তাহাকে সংহার করা ভুজঙ্গের। স্বভাব এ-কারণ বিঘ্নের। উৎপত্তি ও নাশ উভয় কার্য্যই এক গণেশেই বর্ত্তমান। আত্মার শুভাশুভ ভাব আছে, গণেশেও শুভাশুভ দর্শন হইয়া থাকে। এজন্য গণেশ বিঘ্নরাজ ও বিঘ্নবিনাশন।

গণেশের গজমুণ্ডের একটী আখ্যায়িকা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি-পুরাণ কহেন যে, কালে গৌরী পুণ্যকব্রত করেন্। তৎকালে পরমাত্মা সর্ব্বগত নারায়ণ বরপ্রদ হইয়া কহিয়াছিলেন, "হে জগদম্বিকে! তোমার ব্রতানুষ্ঠানে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া কহিতেছি, আমি অবশ্য তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিব।" অনন্তর কিয়ৎকালাবসানে হরপার্ব্বতী মহামৈথুন-ধর্ম্মে সংলগ্ন হওয়াতে ভগবান্ নারায়ণ অতিথি-ব্রাহ্মণরূপে শিবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া আতিথ্য-ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন। তদবসরে হরতেজ শয্যাতলে পতিত হয়। দেবদেবী ব্রাহ্মণকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া পূজার্থ সামগ্রীর আহরণে গমন করিলেন। তৎকালে নারায়ণ কপট-বিপ্ররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ-বালকরূপে হরগৌরীর সেই শয্যাতলে উত্তানশায়ী হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর হরপার্ব্বতী স্বগৃহে আগমন করিয়া অতিথির অদর্শনে বিষণ্ণমনা হইয়া বিস্তর আক্ষেপ করেন্। পরে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া শয্যাতলে উত্তানশায়ী অপূর্ব্ব বালক দেখিয়া পরম-হর্ষান্বিত চিত্তে পার্ব্বতী শয্যা হইতে ঐ বালককে উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া বাহিরে আসিয়া মহাদেবকে কহিলেন, "হে প্রভো! সেই ছদ্মবেশধারী অতিথি ব্রাহ্মণ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই সন্তান রাখিয়া তিরোধান করিয়া থাকি-বেন্। সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণের অপরা মূর্ত্তি শঙ্কর সর্ব্বকারণজ্ঞ। কারণ জানিয়া তিনি কহিলেন, "পার্ব্বতি! এ শিশু সামান্য নহে; পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। যত্নপূর্ব্বক ইহার পালন কর। অনন্তর পার্ব্বতী-নাথ পুত্রোৎসব-করণ-মানসে সমস্ত দেবদেবী-গণকে কৈলাসবাসে আহ্বান করিলেন। সদার দেববৃন্দ শিবপুত্র-দর্শন-জন্য শিবভবনে আগত হইয়া সম্মান-পুরঃসর যৌতুক-প্রদানে পার্ব্ব-তীকে পরিতুষ্টা করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ স্বরূপ পূর্ণতার বিভাগ-করণে অসম্মত হইয়া শনিগ্রহকে প্রেরণ করেন। শনি পার্ব্বতীপুত্র-দর্শনার্থ সমাগত হইলেন, কিন্তু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন না। তাহাতে পার্ব্বতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া শনিকে কহি-লেন, "অরে শনৈশ্চর! তুমি কি আমার পুত্র দর্শনে অসম্মত? তোমার কি ঈর্ষাভাবোদয় হইয়াছে?" মুদ্রিতচক্ষু শনি অধোবদনে উত্তর করিলেন, "হে মাতঃ জগদম্বিকে! আমি তোমার পুত্র-দর্শনে আসিয়াছি; ঈর্ষা বা অসূয়াভাবের প্রকাশক নহি। আমি বিধি-বিড়ম্বিত, আমার দৃষ্টি সর্ব্বানিষ্টকারিণী। কি জানি, তোমার পুত্রের যদি অনিষ্ট হয়, এজন্য

আমি উন্মীলিত নয়নে তেমার পুত্রের মুখদর্শনে শঙ্কা করিতেছি। শনিবাক্য-শ্রবণে পার্ব্বতী কহিলেন, "অরে বৎস! তোমার শঙ্কা নাই। তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া পুত্রমুখ দর্শন কর।" শনি উত্তর করিলেন, "না, মা, আমি এরূপ সাহস করিতে পারি না।" গৌরী কহিলেন, "তুমি আমার আজ্ঞা লইয়া পুত্রমুখ দর্শন কর।" তখন দেবীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বামচক্ষু কোণে গণেশের মুখ দর্শন করিবামাত্র গণেশের স্কন্ধ হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে ঐ ছিন্নমস্তক নারায়ণ-শরীরে লীন হইয়া গেল। তাহাতেই গণেশের সম্পূর্ণতার খণ্ডন হইয়া অংশমাত্র রহিল। শনিও তৎস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পার্ব্বতী মৃত কবন্ধপুত্র ক্রোড়ে করিয়া রোরুদ্যমানা হইলে, মহাদেব নারায়ণকে স্মরণ করেন। স্মৃতিমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু আগত হইয়া অধ্যাত্মযোগোপদেশ-দ্বারা পার্ব্বতীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক হিমালয়শৃঙ্গে শয়ান শ্বেতহস্তীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনয়ন করতঃ গণেশ-স্কন্ধে যোজনা করিয়া জীবন্যাস করিলেন; এবং কহিলেন, "হে দেবি! তোমার এই পুত্র সর্ব্বদেবমান্য, সর্ব্বাগ্রপূজ্য হইলেন। ইঁহার অগ্রে অর্চ্চনা না করিলে, কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ হইবে না।"

আমরা গণেশের গজমুণ্ডের কারণ বলিলাম, কিন্তু তাঁহার ত্রিলোচন কিরূপে হইল তাহা বলিতে হইবে। একদা দুর্ব্বাসা নামে কোন কোপন ঋষি বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণু-দর্শনার্থ গমন করেন্। তথায় উপস্থিত হইয়া নারায়ণকে প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া ভগবদ্দত্ত নির্ম্মাল্য একটি পারিজাতপুষ্প লইয়া প্রত্যাগমন করেন। পথিমধ্যে স্বচিত্তে বিচার করিতে লাগিলেন যে, সুরেন্দ্রপূজিত-পাদারবিন্দ ভগবানের এই নির্ম্মাল্য পারিজাত-পুষ্প দিয়া কাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারা যায়! বিশেষতঃ ভগবন্নির্ম্মাল্যের অধিকারীই বা কে? মনুষ্য-লোকে ইহার অধিকারী নাই; যে-হেতু, এই নির্ম্মাল্য-গ্রহণে জীব সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব ও রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং, এ নির্ম্মাল্য অখিল-দেবাধিদেব আখণ্ডলকেই প্রদান করা উচিত। এই বিচার করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি সুরলোকে অমরাবতী নগরীতে দেবেন্দ্রভবনে উপগত হইয়া, সুরপতিকে দেখিতে না পাইয়া শচীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মাতঃ! সুররাজ কোথায় আছেন? আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" জাতসম্ভ্রমা ইন্দ্রাণী দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণে মনে বিবেচনা করিলেন যে, দেবরাজ যেমন আজি আমাকে বঞ্চনা করিয়া রম্ভারসে আসক্ত হইয়া নন্দনবনে বিহারে গমন করিয়াছেন, তেমনই আজি এই কোপন ঋষির দ্বারা তাঁহার বিশেষ শাসন করিব। ইহা আলোচনা করিয়া সম্মুখস্থিত দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন, "হে প্রভো! অদ্য দেবরাজ সুরলোক-পরিত্যাগপূর্ব্বক নন্দনকাননে অবস্থিতি করিতেছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি নন্দনোদ্যানে গিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন্। শচীবাক্যে সানন্দচিত্ত অব্যাহতগতি ঋষিবর অভিধ্যানমাত্র নন্দনারামে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবরাজ পুরন্দর, ঐরাবতের বামপার্শ্বে বিদ্যাধরীকে লইয়া অসবোন্মত্ত-চিত্ত হইয়া বনে বনে ক্রীড়া করতঃ পর্য্যটন করিতেছেন, দেখিয়া দুর্ব্বাসা

সানন্দচিত্তে ইন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রসাদ পারিজাত-পুষ্প তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গজোপরি স্থিত ইন্দ্র দুর্ব্বাশাকে প্রণাম করিয়া ঐ বিষ্ণুনির্ম্মাল্য পারিজাতপুষ্প গ্রহণ করতঃ মাধ্বীক-রসপানোন্মত্ততা-প্রযুক্ত ভ্রান্তিবশে উহা স্ব মস্তকোপরি ধারণ না করিয়া গজ-মস্তকোপরি সংস্থাপন করিলেন। তখন বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য-প্রাপ্ত ঐরাবত সাক্ষাৎ শিবতুল্য হইয়া রম্ভার সহিত ইন্দ্রকে দূরে নিঃক্ষেপ করতঃ কৈলাসোপবনে প্রবিষ্ট হইল। এক্ষণে দুর্ব্বাসা নির্ম্মাল্য-হেলনাপরাধে সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, "ওরে দুর্ব্বৃত্ত! তোমার শাস্তি নাই। তুমি মদ্যত্রয়ে আসক্ত। যে-ব্যক্তি এক মদ্যপান করে, তাহার শ্রী থাকে না। তুমি মদ্যত্রয়গ্রাহী হইয়াছ! গৌড়ী, পৌষ্টী, মাধ্বী এতত্রয় পেয় সুরা আর বারবধূ-সম্ভোগ-মদ্য, তদ্ভিন্ন ঐশ্বর্য্যরূপ মদ্য,—তোমাতে এই তিন মদ্যই বিদ্যমান আছে। সুতরাং তুমি দেব-ব্রাহ্মণাদির প্রতি অবহেলা না করিবে কেন? যেমন ঐশ্বর্য্যাদি-মদ্যে মত্ত হইয়া শ্রীপতির নির্ম্মাল্যের প্রতি অবহেলা করিলে, তেমনি তুমি অচিরকালের মধ্যেই ভ্রষ্টশ্রীক হইবে।" ইন্দ্রের প্রতি এই বাগ্‌বজ্র-বিসর্জ্জন করিয়া দুর্ব্বাসা আপন আশ্রমে গমন করিলেন। ইন্দ্রও অতিভীতিপ্রযুক্ত বিষণ্ণচেতা হইয়া অমরাবতীতে সমাগত হইয়া কিয়ৎকালাবসানে অসুরদিগের উদ্যমে নিরুদ্যম হইয়া সুরলোক-পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। সেই হস্তিবর ঐরাবত বিষ্ণুনির্ম্মাল্য-গ্রহণ-ফলে শিবত্ব পায়। তচ্চিহ্নসূচক তৎক্ষণাৎ তাহার ললাটে অপর এক চক্ষু হইয়াছিল। সেই হস্তিমুণ্ড ছেদন করতঃ নারায়ণ সেই মুণ্ড হইতে ত্রিলোচন এক মুণ্ডোৎপাদন করিয়া ঐরাবত-স্কন্ধে যোজনা করিয়া দেন। তাহাতেই তাহার রুদ্রত্ব-মোচন হইয়া ঐ গণেশ মস্তকেই রুদ্রত্ব বর্ত্তে। হরিহরাঙ্গ একত্র মিলন-জন্য গণাধিপের শ্রেষ্ঠত্ব; সুতরাং, সকলের অগ্রে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

যাহা হউক্, গণেশের উপর জলের ছিটা দিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের সীমানায় অনেক দেবতাই অবস্থিত। লোকে ইচ্ছামত কোন একটী বা প্রত্যেকটীর পূজা করিতে পারে। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেই হইবে। বিশ্বেশ্বরের সমক্ষে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দোদুল্যমান ঘণ্টাকে বাজাইতে হয়।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অব-স্থিত। উপরে ছাদ আছে। মন্দিরের চূড়া দূর হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক কোণ খিলান করা। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, মন্দিরটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম চূড়াটী মহাদেবের, দ্বিতীয়টী গিল্‌টি করা এবং তৃতীয়টী বিশ্বেশ্বরের। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়াটীও গিল্‌টি করা। প্রথমে তাম্রের আচ্ছাদন, তাহার উপর সোনার গিল্‌টি। সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে চূড়াটী ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। লাহোরের রাজা রণজিৎসিংহ স্বীয় ব্যয়ে গিল্‌টি করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের উপর চূড়াটীতে একটী ক্ষুদ্র ধ্বজা ও ত্রিশূল আছে। মন্দিরটী পঞ্চাশ ফিট উচ্চ। মন্দিরে নয়টী ঘণ্টা টাঙ্গান আছে। তন্মধ্যে যেটী অতিসুন্দর সেটী নেপালের রাজা দান করিয়াছেন।

মন্দিরের বহির্ভাগে উত্তর দিকে একটী

চত্বরের উপর অনেকগুলি দেবদেবী আছেন্। বোধ হয়, এ-গুলি ঔরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের পুরাতন ভগ্নমন্দির হইতে লওয়া হইয়াছে। মস্জিদের পশ্চিমদিকৃস্থ দেওয়ালের দিকে বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এই ভগ্ন মন্দিরটী দেখিলে বোধ হয়, তাহা বর্ত্তমান মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। মসজিদটী দেখিতে তত ভাল নহে। ইহাতে কারিগরি কিছুই নাই। বিশ্বেশ্বরের ভগ্ন মন্দির লইয়া হিন্দু-মুসলমানে অনেকবার হাঙ্গামা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মুসলমান-গণ ভগ্ন মন্দিরের দিক্ হইতে দরজা ফুটাইয়া মসজিদে প্রবেশ করিতে চাহে, কিন্তু হিন্দুরা বলে যে, হিন্দুর স্থান দিয়া মুসলমান যাইতে পারিবে না। ইংরাজ-সরকারও মুসলমানদিগকে সেস্থান দিয়া মস্জিদে যাইতে দেন্ না।

বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও মস্জিদের মধ্যস্থলে একটী বিখ্যাত কূপ আছে। ইহা জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানকূপ নামে খ্যাত। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, মহাদেব এখানে বাস করেন্। প্রবাদ এইরূপ, কাশীতে একবার দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। একজন ঋষি শিবের ত্রিশূল লইয়া মাটিতে আঘাত করিবামাত্র তলদেশ হইতে জল উঠিয়া একটী কূপে পরিণত হইল। মহাদেব ঘটনাটি জানিতে পারিয়া তথায় চিরতরে বাস করিতে প্রতিশ্রুত হন। অন্য প্রবাদ এই যে, যখন ঔরঙ্গজেব পুরাতন বিশ্বে-শ্বরের মন্দির ভগ্ন করেন তখন একজন পূজারি বিগ্রহটিকে মুসলমানদিগের স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার মানসে তাহাকে কূপে ফেলিয়া দেন্। লোকে কূপস্থিত মহাদেবের পূজার জন্য এখানে ফুলজল নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত ফুলতণ্ডুলাদি পচিয়া কূপ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। পরন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসের নিকট কোন বস্তুই পূতিগন্ধময় নহে। কূপটির চতুষ্পার্শে চল্লিশটি থাম আছে। থামগুলি ছাদ-বিশিষ্ট। ইহা ১৮২৮ খৃঃ গোয়ালিয়রের রাজা শ্রীমৎ দৌলত রাও সিন্ধিয়া বাহাদুরের বিধবা পত্নী শ্রীমতী বাইজ বাই-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই স্থানটির পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ ষাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ষাঁড়টি সাত ফিট উচ্চ। এখান হইতে কয়েক পদ দূরেই মহাদেবের মন্দির। ষাঁড়টি নেপালের রাজা এবং মন্দিরটি হায়দ্রাবাদের রাণী দান করিয়াছেন। ইহার দক্ষিণ দিকে লৌহ-রেলিং-দ্বারা পরিবেষ্টিত একটী স্থান দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুইটি দেবতার স্থান আছে। ইহাদিগের মধ্যে একটি শ্বেত-প্রস্তরের ও অন্যটি সাধারণ প্রস্তরের। উপরে একটি ঘণ্টা দোদুল্যমান।

এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আদি-বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরটি মস্জিদ হইতে প্রায় দেড়শত গজ দূরে অবস্থিত। আদি-বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে কাশী-করওয়াত-নামে একটি বিখ্যাত কূপ আছে। ইহার নীচে যাইবার জন্য একটি রাস্তাও ছিল। লোকে এই রাস্তা দিয়া কূপের নিম্নদেশে অবতরণ করিত। একজন সন্ন্যাসী এখানে আত্ম-বলিদান দেয় বলিয়া ইংরাজ-সরকার রাস্তাটী বন্ধ করিয়া দেন। পাণ্ডারা কিন্তু সরকারকে এই বলিয়া আবেদন করে যে, রাস্তাটি বন্ধ করায় তাহাদিগের আমদানি কমিয়া গিয়াছে। সেইজন্য প্রতি-সোমবারে

রাস্তাটি উন্মুক্ত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। তদবধি তাহা সপ্তাহে একদিন খোলা থাকে।

অনতিদূরে শনেশ্চর দেবতার মন্দির অবস্থিত। ইহাঁর মস্তকটী রূপার। মস্তকের নিম্নদেশে পরিচ্ছদ পরান আছে। বস্তুতঃ বিগ্রহটীর ধড় নাই। পরিচ্ছদ সে-তথ্য গুপ্ত রাখিয়াছে। শনির দশা ঘটিলে লোকে সাড়ে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কষ্ট পায়। শাস্ত্রে বলে শনৈশ্চর গ্রহমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা। ইনি পরমধার্ম্মিক ও তত্বজ্ঞানী। ইনি নিরন্তর মুদ্রিত নয়নে হৃৎপদ্ম-মধ্যে ভগবানের রূপ দর্শন করেন। একদা ভগবচ্চরণারবিন্দে মনঃসংযোগপূর্ব্বক সমাধি অবস্থায় আছেন, এমন সময় নিশাযোগে তদীয় ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁহার নিকটে সমাগত হন্। শনৈশ্চর কিন্তু ভগবৎপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকাতে স্বভার্য্যার প্রতি অপাঙ্গপাতও করিলেন না। তখন তৎপত্নী আপনাকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া ক্রোধভরে পতির প্রতি এই অভিসম্পাত দেন্, যে, "তুমি যেমন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে না, তেমন অদ্যাবধি তোমার দৃষ্টি এরূপ কুৎসিৎ হইবে যে, যখন যাহার প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিবে সে অবিলম্বে বিনষ্ট হইবে, এবং যেমন উত্থিত হইয়া আমাকে গ্রহণ করিলে না, তেমনই তুমি খঞ্জ হইবে এবং যেমন রূপগর্ব্বে আমাকে অশ্রদ্ধা করিলে, তেমন তুমি অঞ্জনের ন্যায় কুৎসিতবর্ণ-বিশিষ্ট হইবে। সেইজন্যই বোধ হয়, শনৈশ্চরের মূর্ত্তি এরূপ বিকৃতভাবে করা হইয়াছে।

এখান হইতে সামান্য দূরেই অন্নপূর্ণার মন্দির। ইনি বেনারসের প্রসিদ্ধ দেবী। ইনিই বারাণসীস্থ ও নিখিল জগতের জীবগণকে আহার যোগাইয়া থাকেন। প্রবাদ এইরূপ যে, সকলকে অন্ন যোগান কঠিন বোধে তিনি গঙ্গাকে একদা স্মরণ করেন। গঙ্গা আসিলে দুইজনে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করেন যে, অন্নপূর্ণা এক অঞ্জলি শস্য দিলে, গঙ্গা এক ঘটি জল দিবেন। অন্নপূর্ণাও আশ্বস্ত হইলেন। বারাণসী-ধামের প্রথা এই যে, সমর্থ লোকেরা এক অঞ্জলি শস্য রাত্রিতে ভিজাইয়া প্রত্যুষে তাহা গরীবকে দিয়া থাকে। এইরূপে অনেক গরীব আহার পাইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের দ্বারে অনেক গরীবকে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থকামী ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে একমুষ্টি চাউল দেয়। মন্দিরের পূজারিগণও গরীব ব্যক্তিদিগের জন্য তীর্থ-যাত্রীর নিকট হইতে তণ্ডুল আহরণ করে। মন্দিরের এক কোণে একটি প্রস্তরের বাক্স আছে। লোকে তাহাতেই তণ্ডুল, দুগ্ধ, ও জল দেয়। তাহাই গরীবকে দেওয়া হইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরটী ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে পুণায় রাজার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের চত্বরের এক কোণে সূর্য্যদেবের স্থান নিরূপিত আছে। ইঁহার রথে সপ্ত অশ্ব সংযোজিত। ইঁহা হইতেই সপ্তরশ্মি সমুদ্ভূত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। চত্বরের অন্য কোণে গৌরী-শঙ্করের স্থান আছে। এখানেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রস্তরের বাক্স দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় কোণে হনুমানের সুবৃহৎ মূর্ত্তি ও চতুর্থ কোণে গণেশের মূর্ত্তি অবস্থিত।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের অনতিদূরে সাক্ষি বিনায়কের মন্দির। পঞ্চকোশী ভ্রমণ করিয়া যাত্রিগণকে এখানে আসিতেই হইবে, নতুবা

তাহাদিগের তীর্থের ফল হইবে না। অন্নপূর্ণা ও সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে গণেশের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইঁহার হস্ত, শুঁড়, পদ ও কান রৌপ্য-বিনির্ম্মিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্ত কুমারী দেবী।

গান।

[১]

নন্দন-সুধা তুমি সুন্দর হে!
অন্ধ জীবনে জ্যোতিঃ-কন্দর হে!
অকূল অতল নীরে ভাসায়ে তরণী,
তুফানে কোথায় টানে কিছুই না জানি!
আঁধার কুয়াসা-দলে
দৃষ্টি যে নাহি চলে,
কবে পাব তব শুভ বন্দর হে!
আমি যে দীনের দীন, নাহি সম্বল,
তুমি দীনসখা, এই ভরসা কেবল;
তোমার কিরণাভাসে
আঁধারেও চাঁদ হাসে,
এস উছলিয়া হৃদি-অন্দর হে!

[২]

ওগো সব আছে মম আয়োজন,
শুধু দিব্য দীপক প্রয়োজন।
দীপাধার মম কোমল চিত্ত,
রাগ-দীপথোরী অমূল বিত্ত,
সাধন-তৈলে সাজাই নিত্য,
ব্যর্থ ব্যাকুল উদ্দীপন!
এস এস হে দীপক-রঞ্জনে,
মম অন্ধ-তমস-ভঞ্জনে।
সুন্দর তব দীপ-শিখা বিনা
অন্দর মাঝে অন্ধ অণিমা,
সুপ্ত পরাণে লুপ্ত গরিমা,
গুপ্ত সকল সন্দীপন!

দরবেশ

বঙ্গরমণীর কর্ত্তব্য*

বাঙ্গালা-দেশে জন্মিয়াছি, তাই আমরা বাঙ্গালী। দয়াময়ী মা এ দেশের উপর তাঁহার সুকোমল হস্তখানি বিস্তার করিয়া, আমাদের সুখ ও সুবিধার জন্য, অপর্য্যাপ্ত নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত শ্যামল, বিটপিশ্রেণী এবং এ দেশের ভূমিকে অতিশয় উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছেন। এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করা কি কম সৌভাগ্যের কথা! মায়ের অপর্য্যাপ্ত করুণা মস্তকে বহন করিয়া আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। এখানে অধিকাংশ মহিলা আমার মাতৃস্থানীয়া। তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারি, এমন শক্তি ও সাধ্য আমার নাই। কিন্তু গত বৎসর আমরা কয়েকটি মেয়ে এই সমিতিতে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছি। আজ আমার সেই ভগিনীদিগকে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। যদিও আমার সে সামর্থ্য অতিশয় অল্প, তবুও আজ সাহস করিয়া এ লেখনী ধারণ করিলাম। আপনারা কন্যা ও ভগিনী-জ্ঞানে আমার ত্রুটী-সকল মার্জ্জনা করিবেন।

* কাকিনা মহিলা-সমিতির উৎসবে পঠিত।

যে-দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে দেশের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, আমাদের সে-দিকে দৃষ্টি রাখা কি কর্ত্তব্য নয়? "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"—এই মহাবাক্য ভুলিলে চলিবে না। আমরা নিজেদের অতিশয় দুর্ব্বল মনে করি ও মনে ভাবি, আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের দ্বারা কি হইবে? কিন্তু একবার ভাবুন দেখি, যে ভারতভূমির কন্যা আমরা, এমন সময় ছিল যে-সময়ে এই দেশের মেয়েরা বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে ও সহিষ্ণুতায় পুরুষদিগের সমকক্ষই ছিলেন। যে দেশের রমণীগণ নিজ-হস্তে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইতেন এবং পরাজয় বুঝিতে পারিলেই নিজ-সতীত্ব-রক্ষার্থে হাসিতে হাসিতে জহরব্রতে ব্রতী হইতেন, সেই দেশের কন্যা হইয়া আজ আমরা আমাদের এত হীন মনে করি কেন? এদেশের প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাগণের পুণ্য-কাহিনী বক্ষে ধরিয়া ইতিহাস আজও অমর হইয়া রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, চিরদিন এমনই থাকিবে। কত শত শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এ ভারত-ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কত শত বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহারা এ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু আজও ভারতে ঘরে ঘরে তাঁহাদের পুণ্যকাহিনী ঘোষিত হইতেছে, আজও সকলে তাঁহাদের নামে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতেছে।

আমাদের সম্মুখে অসীম বাধাবিঘ্নময় কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এখনই ত আমাদের শিক্ষার সময়। এই শিক্ষার উপর ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা নির্ভর করে। ছোট বেলায় মনের মধ্যে যে ভাব প্রবেশ করে, পরিণত সময়ে তাহাই কার্য্যক্ষেত্রে অধিকতর কার্য্যকরী হয়। আমাদের কর্ত্তব্যের সীমা নাই। তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় আজ আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব।

বিদ্যাশিক্ষা, গৃহকর্ম্ম, সেবা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও পরোপকার, এই গুলিই নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু। বিদ্যাশিক্ষা যে শুধু অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাহা নহে, বিদ্যাশিক্ষাই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান সহায়। জ্ঞানের উন্মেষণা ব্যতিরেকে জীবন গঠিত হওয়া অসম্ভব। অতএব নারীমাত্রেরই শত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বিদ্যাশিক্ষার আতিশয় প্রয়োজন।

শুধু লেখা পড়া শিখিলেই হইবে না। গৃহকর্ম্মও আমাদের বিশেষ দরকারী। বাঙ্গালীর গৃহশ্রী মেয়েরা। তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর পরিবারের সুখস্বাস্থ্য নির্ভর করে। এখন কেহ কেহ সহরে থাকিয়া রান্না-বান্না প্রভৃতি গৃহকর্ম্মগুলিকে হীন-চক্ষে দেখেন, সত্য, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও অনেক, অনেক কেন, প্রত্যেক বাড়ীতে, বাড়ীর মেয়েরাই সংসারিক কার্য্য-সকল নিজ-হস্তে করিয়া থাকেন্। আমার বিশ্বাস, আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য আমি যেরূপ পরিষ্কৃত ভাবে ও সুচারুরূপে সকল কার্য্য করিতে পারিব, দাস-দাসীরা কখনই সেরূপভাবে করিতে পারিবে না। সেবা নারীর অবশ্যকরণীয় কার্য্য। নিজহস্তে রান্না করিয়া আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতে পারিলে, বেশ একটা তৃপ্তি হয় এবং ইহাতে সেবাও হইয়া থাকে। অন্যলোকের দ্বারা ইহা সম্পন্ন

হওয়া অসম্ভব। যাঁহার শক্তি আছে, তিনি ৫ জন ঝি-চাকর, রাঁধুনী রাখুন, কিন্তু গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? তাহাতে সকল কাজ সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে না। কারণ, আমি আমার সংসারের কাজ করিব, সকলের সুখ, সুবিধা ও স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া এবং অন্তরের টানে। কিন্তু তাহারা করিবে, তাহাদের দাসত্বের দিকে চাহিয়া। কাজেই, গৃহকর্ত্রীর সকল কার্য্যই দেখিতে হইবে।

বিলাসিতাই অধঃপতনের মূল। যাঁহার আয় ২৫৲ টাকা, তিনি যদি ১০৲ টাকা দিয়া একখানা কাপড় পরেন, তাহা কি তাঁহার উচিত হইবে? নিজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করাকে মিতব্যয়িতা বলে। আমার আয় কম, অথচ বড়মানুষী দেখাইবার জন্য, অন্যের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া সংসার চালাইতেছি! তাহার পরিণাম কি, একবার ভাবিয়া দেখুন্ দেখি! সকলের অবস্থা সমান নয়। আমার যেমন অবস্থা, আমি সেই ভাবেই থাকিব, তাহাতে লজ্জা করিবার কি আছে? যে পরিবারে বিলাসিতা বর্ত্তমান, সে পরিবারের পরিণাম কখনই ভাল হইতে পারে না। গৃহকর্ত্রী যিনি, তাঁহার এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

শিশুদের শিক্ষাটা মহিলাগণের হাতে থাকা দরকার। তাহাতে শিক্ষার অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নানা উপদেশপূর্ণ গল্প বলিয়া, তাহাদিগকে খেলায় ও আমোদে রাখিয়া, অথচ সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে মহিলাগণই ভাল পারেন্। আপনারা অনেকেই, হয় ত, বহুদিন যাবৎ এখানে আছেন এবং বোধ হয়, আমাদের স্কুলের কথা সকলেই জানেন। ৩ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে আমরা ১৮টি মেয়ে ছিলাম। শ্রীল শ্রীযুক্তা রাণীমাতার কৃপায় যিনি আমদের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসেন, তাঁহার শিক্ষাগুণে আজ স্কুলে ৬০টি মেয়ে। এর কারণ কি? তিনি মেয়েদের এত ভাল বাসেন্ এবং এমন সুন্দর ভাবে শিক্ষা দেন যে, স্কুলের ছোট বড় প্রত্যেকটী মেয়ে তাঁকে নিজের মায়ের মত ভক্তি করে ও ভালবাসে।

সাংসারিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে ধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে, কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। নদ-নদী যেমন পর্ব্বতাদি হইতে বহির্গত হইয়া নানা জনপদের পদ ধৌত করিয়া একই সাগরে যাইয়া মিলিত হয়, ধর্ম্মও ঠিক সেইরূপ। যে যে-ভাবেই ডাকুক্ না কেন, সেই একমাত্র ভগবানকেই ডাকা হয় এবং সকল প্রার্থনাই সেই একই পরম মঙ্গলময় পিতার চরণে পৌছে। তাই কোন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন, "একই ঠাঁই, চলেছি ভাই, ভিন্ন পথে যদি।" তবে প্রাণ খুলে ভগবান্‌কে ডাকা চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালে যে ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করে পরিণত সময়ে তাহারই বিকাশ হইয়া থাকে। যদি পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা ও সদালোচনা হয়, তবে সে পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ধর্ম্মভাব আপনি ফুটিয়া উঠে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎজীবন শান্তি-ও যশঃপূর্ণ হয়।

সকল কার্য্যেই একটা আদর্শের আবশ্যক।

আমরা অনেক সময় বিদেশীয় রমণীগণকেই আদর্শ-স্থানে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যে-দেশে বিদুষী, খনা, গার্গী, লীলাবতী, বীরত্বে দুর্গাবতী, কর্ম্মদেবী, সতীত্ব-রক্ষার্থে ভীমসিংহ-বনিতা পদ্মিনী, ভগবদ্‌ভক্তিতে মীরাবাই, পাতিব্রতে সীতাদেবী, ন্যায়-পরায়ণতায় কৌরব-জননী গান্ধারী, পরোপ-কারে কুন্তীদেবী প্রভৃতি কতশত পুণ্যবতী সতী সাধ্বীর ইতিহাস আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেই দেশেরই ত কন্যা আমরা! আমাদের স্বদেশে আদর্শের অভাব কি?

দয়াময়ি জগজ্জননি! আজ আমরা তোমারই আশীর্ব্বাদে এখানে সমবেত হইয়াছি। হে উৎসবের দেবতা! তোমারই অপার করুণায়, আজ এ উৎসব-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, দয়াময়ি মা! তুমি আমাদের যে কার্য্য করিবার জন্য এ জগতে পাঠাইয়াছ, তোমার প্রতি চিরদিন ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিয়া আমরা যেন সুচারুরূপে সে-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীপ্রভাতনলিনী দাসগুপ্তা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বস্ত্রসমস্যা ও বস্ত্রের আইন।—ভারতের কলে প্রস্তুত কার্পাস-বস্ত্রাদির মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বস্ত্রের আয়তন হ্রাস করিয়া এবং সূক্ষ্ম-সূত্রের পরিবর্ত্তে মোটা সূত্র ব্যবহার ও তিনটানা বুননের পরিবর্ত্তে পালো-বুননের আদেশ দিয়া ঐ সকল বস্ত্রের অল্প মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এদেশের বস্ত্র-কলের সত্ত্বাধিকারিগণ লাভ কমিয়া যাইবে, এই ভয়ে নূতন আইনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বোম্বাই নগরে সম্প্রতি বিলাতী ও জাপানী, সকল প্রকার বস্ত্রের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। এখানেও যাহাতে এইরূপ মূল্য-হ্রাস হয়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্য-দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা।—এতদিন বস্ত্রের মূল্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইলেও খাদ্য-দ্রব্য মহার্ঘ হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি এ সুবিধাও অন্তর্হিত হইয়াছে। চাউল, ময়দা, তৈল প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যেরই মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করা এক মহাসংগ্রামের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সঙ্কট অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইলে, ভারতবাসীর প্রাণ কয় দিন বাঁচিবে, ইহা চিন্তার বিষয়।

বঙ্গেশ্বর লর্ড রোনাণ্ডসে ও বঙ্গের স্বাস্থ্য।—সংপ্রতি লর্ড রোনাল্ডসে মহোদয় জানাইয়াছেন যে, "হুকওয়ারম্"-নামক কীট বঙ্গদেশের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছে। শতকরা ৭১ জন লোক "হুকওয়ারম-কীটদ্বারা আক্রান্ত হইয়া শক্তিহীন হইয়াছে। এই ব্যাধি হইতে তিনি বাঙ্গালী জাতিকে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাহারা খালি পায়ে থাকে, তাহা-

দিগেরই না কি এই রোগ অধিক হয়। থাইমল এই ব্যাধির প্রধান ঔষধ। বঙ্গেশ্বর আমাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

সম্রাটের আনন্দ।—বিগত দুই তিন মাসে সেনাবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য অধিকসংখ্যক ভারতবাসী অগ্রসর হইয়াছে, দেখিয়া সম্রাট্ মহোদয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বড়লাট-বাহাদুরকে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন। সম্রাটের সন্তোষে সকলেই সুখী।

যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন।—জেনারেল ষ্ট্রেঞ্জ এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও হাবড়ায় যুদ্ধের উপযুক্ত যাহার যত ঘোড়া আছে, তাহা তাঁহাকে জানাইতে হইবে। যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন।—লোকে যাহাতে সুলভে চাউল, গম প্রভৃতি পাইতে পারে, বোম্বাই মিউনিসিপালিটি তাহার জন্য নূতন নূতন দোকান স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। এখানেও এইরূপ ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভারতে শাসন-সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান।—ভারত-শাসন-সংস্কারের সংস্রবে নির্ব্বাচন-প্রথা ও নির্ব্বাচকদিগের নিয়মাবলী-বিষয়ে বিবেচনার জন্য যে কমিটি হইবে, তাহাতে লর্ড সাউথবরো চেয়ারম্যান হইবেন, স্থির হইয়াছে। আগামী শীতকালে কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।—এ বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ভারতীয় ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন;—সি, ভি, দেশমুখ; এস, কে, সিংহ; কে, সি, চন্দর; এস, জি, সেনোদাইয়র; এবং এস, লালা। ইঁহারা প্রথম হইতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আর, এন, ব্যানার্জ্জি ও ভি, এন, বৈদ্য গুণানুসারে পরবর্ত্তি-স্থান দখল করিয়াছেন।

বিজয়া।

ভূপকল্যাণ (ভূপালী)—একতালা।

শারদ আননে, বঙ্গভবনে, শারদ ষষ্ঠী সান্ধ্য বাসরে,
বাজিয়া উঠিল বোধন-বাজনা, যে-দিন তোমার আহ্বান তরে!
এস মা, দুর্গে, দুর্গতি-নাশিনী, উঠিল ধ্বনি হৃদয় ভেদিয়া,
ভাসিল বঙ্গ পুলক-লহরে, তোমার অভয় চরণ লভিয়া।
দুঃখ, তাপ, জ্বালা, হৃদয় হইতে মুছাতে করুণ করে,
এসেছিলে তুমি, আশিস্ কুসুম ঢালিতে সন্তান-শিরে।
বর্ষ-পরে যদি এলে মা, জননি অধম সন্তান-ভবনে,
স্বল্প দিন্-এর, অন্তে পুনঃ আজ, চলিলে কেন গো সঘনে!

এলে যদি মা গো, হেরিতে সন্তানে একটী বরষ পরে,
যাবে কেন তাতে, সন্তান-বেদন না ঘুচালে কৃপা করে।
যাবে যদি তুমি, একান্ত জননি, আনন্দ-মঙ্গল-দাত্রি !
ব্যথিত এ ভক্তে রেখো কৃপাদৃষ্টি, কৃপাময়ি জগদ্ধাত্রি !
দিয়ে যাও তব সন্তানে শিখায়ে, মধুর মঙ্গল মন্ত্র,
যেন তারা সবে, প্রাণে প্রাণে মিলি, গায় প্রীতি-প্রেম-ছন্দ !
শান্তি সুখাবেশে, বরষে বরষে, একান্ত ভকতি ভরে,
সন্তান তোমার, পূজিতে তোমায় আহ্বানি আনিতে পারে।

কথা—"ব্রহ্মবাদী" হইতে উদ্ধৃত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

	২´				৩				০				১			
II	গা	রা	রা	।	সা	ধ্া	সা	।	রা	গা	রা	।	গা	গা	গা	I
(১)	শা	র	দ		আ	ন	নে		ব	ঙ্	গ		ভ	ব	নে	
(৫)	দু	ঃ	খ		তা	০	প		জ্বা	০	লা		হৃ	দ	য়	
(৯)	এ	লে	০		য	দি	০		মা	গো	০		হে	রি	তে	
(১৩)	দি	য়ে	যা		ও	ত	ব		স	স্তা	নে		শি	খা	য়ে	

	২´				৩				০				১			
I	সা	রা	গা	।	পা	ধা	র্সা	।	র্সা	র্রা	র্রা	।	র্সা	-া	র্সা	I
(১)	শা	র	দ		ষ	ষ্	ঠী		সা	ন্ধ্য	বা		স	০	রে	
(৫)	হ	ই	তে		মু	ছা	তে		ক	রু	ণ		ক	০	রে	
(৯)	স	স্তা	নে		এ	ক	টি		ব	র	ষ		প	০	রে	
(১৩)	ম	ধু	র		০	ম	ঙ্		গ	ল	০		ম	০	স্ত্র	

	২´				৩				০				১			
I	পা	গা	পা	।	ধা	র্সা	র্সা	।	র্রা	র্গা	র্রা	।	র্রা	র্সা	র্সা	I
(২)	বা	জি	য়া		উ	ঠি	ল		বো	ধ	ন		বা	জ	না	
(৬)	এ	সে	ছি		লে	তু	মি		আ	শি	স্		কু	সু	ম	
(১০)	যা	বে	কে		ন	তা	তে		স	স্তা	ন		বে	দ	ন	
(১৪)	যে	ন	তা		রা	স	বে		প্রা	ণে	প্রা		ণে	মি	লি	

	২´				৩				০				১			
I	পা	ধা	পা	।	র্সা	র্সা	র্সা	।	ধা	পা	গা	।	রা	-া	সা	I
(২)	যে	দি	ন		তো	মা	র		আ	হ্বা	ন		ত	০	রে	
(৬)	ঢা	লি	তে		স	ন্	তা		০	০	ন		শি	০	রে	
(১০)	না	০	ঘু		চা	০	লে		০	কৃ	পা		ক	০	রে	
(১৪)	গা	০	য়		প্রী	০	তি		০	প্রে	ম		ছ	০	ন্দ	

	২´				৩				০				১			
I {	পা	গা	গা	।	পা	ধা	পা	।	র্সা	র্সা	র্রা	।	র্সা	র্সা	র্সা	I
(৩)	এ	স	মা		দু	র্	গে		দু	র্গ	তি		না	শি	নি	
(৭)	ব	র্ষ	প		রে	য	দি		এ	লে	মা		জ	ন	নি	
(১১)	যা	বে	য		দি	তু	মি		এ	কা	ন্ত		জ	ন	নি	
(১৫)	শা	ন্তি	সু		থা	বে	শে		ব	র	ষে		ব	র	ষে	

	২´				৩				০				১			
I	র্সা	র্রা	র্গা	।	র্গা	র্গা	র্পা	।	র্গা	র্রা	র্গা	।	র্রা	-া	র্সা	I
(৩)	উ	ঠি	ল		ধ্ব	নি	হৃ		দ	য়	ভে		দি	০	য়া	
(৭)	অ	ধ	ম		০	স	ন্		তা	ন	ভ		ব	০	নে	
(১১)	আ	ন	ন্		দ	০	ম		ঙ্	গ	ল		দা	০	ত্রী	
(১৫)	এ	কা	ন্		ত	০	ভ		ক	তি	০		ভ	০	রে	

	২´				৩				০				১			
I	র্গা	র্গা	র্গা	।	র্পা	র্পা	র্পা	।	র্রা	র্গা	র্রা	।	র্সা	র্সা	র্সা	I
(৪)	ভা	০	সি		ল	ব	ঙ্গ		পু	ল	ক		ল	হ	রে	
(৮)	স্ব	প্ন	দি		ন্	এ	র		অ	ন্তে	পু		নঃ	আ	জ	
(১২)	ব্য	থি	ত		এ	ভ	ক্তে		রে	খো	কৃ		পা	দৃ	ষ্টি	
(১৬)	স	ন্তা	ন		তো	মা	র		পূ	জি	তে		তো	মা	য়	

	২´				৩				০				১			
I	পা	ধা	পা	।	পধা	র্সা	র্সা	।	পা	ধা	পা	।	গা	রা	সা	} II
(৪)	তো	মা	র		০অ	ভ	য়		চ	র	ণ		ল	ভি	য়া	
(৮)	চ	লি	লে		০কে	ন	০		গো	০	০		স	ঘ	নে	
(১২)	কৃ	পা	ক		০য়ী	০	০		জ	গ	দ্		ধা	০	ত্রী	
(১৬)	আ	হ্	বা		০নি	০	০		আ	নি	তে		পা	০	রে	

বিধাতার ভুল।

(গল্প)

ক্রমাগত তিনদিন ষ্টেসনে হাঁটাহাঁটি করার পর অতিকষ্টে একখানি 'সেকেণ্ডক্লাস' কামরা রিজার্ভ পাইলাম। ইচ্ছা তীর্থযাত্রা। কিন্তু সঙ্গের সাথী মজ্জাগত বিলাসিতা। রিজার্ভ কাম্‌রা ছাড়া যাতায়াত অভ্যাসও নাই; ইচ্ছাও নাই। বিশেষতঃ এ সময়;—এ সময় সে ক্ষমতাও নাই। সরকার যখন আসিয়া শেষ নোটিশ দিল; কহিল, "বাবু, আমাদ্বারা হোল না। আপনি নিজে যদি পারেন, চেষ্টা করে দেখুন্; আমার কথা কোনই গ্রাহ্য

করে না।" এবং মনের কষ্টে সে যখন সমস্ত রেলকর্ম্মচারীকে শ্বশুরবাড়ীর অতিপ্রিয় মধুর সম্বোধনে অভিহিত করিল, তখন অগত্যা মনিব-মহাশয়কে সশরীরে স্বয়ং টম্‌টম্ হাঁকাইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইতে হইল। তার-পর তুচ্ছতর টিকিট বিক্রয়ের ঘর হইতে শ্রেষ্ঠতম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে করিতে শঙ্কিতনেত্রে যাত্রি-দলের দিকে চাহিয়া—শুধু চাহিয়াই, যেন প্রাণটা ওষ্ঠাগত বলিয়া মনে হইল। এর নাম কি ভিড় ?

পাঞ্জাব মেলের সেই দুর্ল্লভ কাম্‌রাটীতে অধিষ্ঠিত হইয়া, মনে হইল, এখন আমরা সকল দুর্ভাবনার বাহিরে আসিয়াছি। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিস্ময়-দৃষ্টিতে তখন সেই জন-সংঘের দিকে চাহিতে লাগিলাম। কি কৃপার পাত্র বেচারারা! এতটুকু জায়গার জন্য মারামারি কাটাকাটি পড়িয়া গিয়াছে; কোথাও বা সকরুণ প্রার্থনা! সে প্রার্থনা শুনিয়া মনে হয়, দ্বার খুলিয়া তাহাদের আমার অধিকৃত এই স্বল্পায়তন রাজ্যটীতে লইয়া আসি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া যায়, এই ক্ষুদ্র কাম্‌রাটী আমাদের তিনজনের কাছে প্রচুর-আরামপ্রদ হইলেও এতগুলি লোকের অসুবিধা দূর করিতে একেবারেই সমর্থ হইবে না। আর সেই আরামও আমার কাছেই সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কত দুষ্প্রাপ্য ছিল! প্রাণের ভিতরটাতে দুঃখের সঙ্গেও বেশ একটা আনন্দ আসিতেছিল, আর সে আনন্দটা যে আদিম বর্ব্বরতার চিহ্ন স্বার্থপরতারই আনন্দ, তাহাও আমার নিজের কাছে অজ্ঞাত ছিল না!

মেল ছাড়িল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তার-পর আর একটু, তারপর আরও একটু গতি বৃদ্ধি করিয়া, শেষে পূরাদমেই ট্রেন চলিতে লাগিল। আমি যাত্রার সুখটুকু চরম উপ-ভোগ করিবার জন্য গরম 'র‍্যাগ্'খানা পায়ের উপর টানিয়া বেঞ্চিতে লম্বা হইলাম। অনিলের হাতের সিগার তখনও 'মনোদুঃখে ভগ্নাবশেষে' পরিণত হয় নাই। সে আমাকে শাসাইয়া বলিল, "মজা করে শুয়ে থাক্‌লেই হবে না। তোর বউ যা খাবার দিয়েছিল, তার হাঁড়িটা তো ষ্টেসনে ফেলে এসেছি, দেখ্‌তে পাচ্চি! বর্দ্ধমানে কিছু খাবার কিনে না নিলে, ট্রেণের মধ্যে একাদশী। আমি বলিলাম, "হাঁড়িটাও আসে নি, খাবারটাও না? তোর কাছেই সেটা বিশেষ করে জিম্মা করে দিয়েছিলুম না?" অনিল রাগিয়া উঠিল। আমি হাসিয়া, চোখ বুজিলাম।

রাত্রি নিস্তব্ধ। কানন, প্রান্তর শব্দিত করিয়া ট্রেণ ছুটিতেছিল। ক্রমে সে শব্দও কানে সহিয়া আসিল। শুধু ঘুম-পাড়ানো দোলার মত একটা অতিধীর দোল লাগিতেছিল। আমি বড় আরামেই পড়িয়া রহিলাম।

সহসা আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সাধের দোল কখন্ থামিয়া গিয়াছে! গাড়ী একটা জন-কোলাহল-মুখরিত ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের এত কষ্টের ফল—'রিজার্ভ'-কামরাটুকুও বিনা বিচারে অধিকার করিবার নিমিত্ত একদল কাবুলী দ্বারের সম্মুখে সার দিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধমুক্ত দ্বারের পাদানে পা দিয়া প্রকাণ্ড বোচ্‌কা ও মস্ত পাগ্‌ড়ী-সমেত এক কাবুলী দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে। আমিও বিদ্যুদ্‌বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বন্ধুবর অনিলচন্দ্র ঝুলানো বেঞ্চে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মিহিদানার স্বপ্ন তিনি, বোধ হয়, স্বপ্নেই দেখিতেছেন! নীচের বেঞ্চে সুধীর নিতান্ত সুধীরের মতই শয়ান! শালের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার বামচরণ-খানি ট্রেনের তক্তায় লুটাইতেছে। আমার হাসি আসিল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার বিশেষ সময় ছিল না। 'সফ্‌রা-জেটে'র মত কাবুলীদের অধিকার নাকচ্‌ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইল। আমার বাক্যাবলীতে বিশেষ কোনও ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। আমার অবস্থা প্রায় 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়'। এমন সময় একটা কুলী খুব জোরে হাঁকিয়া গেল—"আসেন্‌ সোল—আসেন্‌ সোল।"

এটা তবে আসেনসোল। সময়ও তা হ'লে যথেষ্ট আছে। আমি 'গার্ডে'র উদ্দেশে নামিয়া পড়িলাম। বঙ্গদেশের একজন প্রখ্যাতনামা জমিদারের অনুনয়-বিনয়, আদেশ-তিরস্কারে যে কাবুলীর দল এক পা নড়ে নাই, সোলা-হ্যাট্‌-শোভিত শুভ্রমুখের একটীমাত্র তীব্র-দৃষ্টিতে তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে কে কোথায় সরিয়া পড়িল, বুঝিতে পারিলাম না।

ফিরিতে ফিরিতে আপনার মনেই বলিলাম যে, "তাই তো বর্দ্ধমান ফেলে এসেছি! মিহিদানা কেনা হোল না!" এই সময় একজন বলিল, "দুঃখ করচেন কেন ম'শায়! এখানে বর্দ্ধমানের চেয়ে ভাল মিহিদানা পাওয়া যায়। এই খাবার-ওয়ালা।" এ অযাচিত অনুগ্রহ-বর্ষকটীতে দেখিবার জন্য আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারিটী চক্ষুই বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "শ্রীপতি! তুমি কোথা থেকে? যাচ্চ কোথা? সঙ্গে কে? ইত্যাদি।" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া, সেই প্রশ্নধারার উপর প্রশ্নধারা বর্ষণ করিয়া বলিলাম, "তুমিও যে আশ্চর্য্য করে দিলে! মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌লে নাকি হে?—আমি যাচ্চি এলাহাবাদ কুম্ভমেলা। তুমি কোথায় যাচ্চ?" দেবেন বলিল, "বেনারস্‌! কন্‌ফারেন্সে ডেলিগেট হয়েছি।—দেবেনকে সে বাকি কথা সম্পূর্ণ করিবার অবকাশ না দিয়াই আমি তাহার হস্ত টানিয়া বগলে পুরিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া, চিৎকার করিয়া অনিলকে ডাকিলাম; বলিলাম, "বর্দ্ধমান ছাড়ে যে, শীগ্‌গির মিহিদানা কিনে নাও?" বেচারা অনিল, ও সুধীর আমার উচ্চকণ্ঠরবের দায়ে অগত্যা ধড়মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহাদের সদ্যোনিদ্রোত্থিত বিস্ময়-বিহ্বল ভাব দেখিয়া আমি আর বাক্যব্যয় বৃথা বিবেচনা করিয়া দুইটা টাকা ফেলিয়া দিলাম। মিহিদানার চাঙাড়ী গাড়ীতে উঠিল। ট্রেণও আবার গন্তব্যপথে চলিল।

সুধীর শালটা টানিয়া লইয়া, দেবেনকে নমস্কার করিল ও সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "দেবেন্‌-দা কোথা থেকে?" দেবেন তাহার সুপুষ্ট কোমল গৌর মুখখানি একটু নাড়িয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ নাবালকটাকে আবার কোথা থেকে যোগাড় করেচ? এ-ও কি কুম্ভমেলার সঙ্গী না কি?"

বুদ্ধিমান্‌ অনিলচন্দ্রের প্রেমটা তাঁহার জুতা-জোড়ার উপরই বেশী ছিল। চুরি যাই-

বার ভয়ে তিনি সদুপাকই নিদ্রা গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার পদনিম্নে দণ্ডায়মান তিনটী ভদ্রলোকের উপর দিয়া সবুট অবরোহণটা কিরূপ হইবে, স্থির করিতেই, তাহার কিছু সময় কাটিয়া গেল। শেষে সাগরলঙ্ঘনকারীর ন্যায় উল্লম্ফনই তাঁহার বীরত্বের পরিচয় দিল। দেবেন হাসিয়া বলিল, "ব্রেভো অনিল।"

খানিকটা হাস্যোপহাস ও গোলমালের পর, আমাদের প্ল্যান্ ঘুরিয়া গেল। কুম্ভমেলার স্থান বেনারস্ কন্‌ফারেন্সই অধিকার করিল। সব স্থির হইলে, দেবেন্ বলিল, "আচ্ছা আমি তো সঙ্গেই রইলুম্; তা হোলে এখনকার মত এস, সব ঘুমোনো যাক্।"

অনিল এবার সবচেয়ে জোরে মাথা নাড়িল ও বলিল, "এখনো ঘুম? তোমাকে পেয়ে আবার ঘুম আসে?"

দেবেন সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তুই ঘুমোবি নে? সুধীর সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "কল্‌কাতা থেকে আরম্ভ করে আসেন্‌সোল পর্য্যন্ত হয়েছে; আরো ঘুম হয়, দেবেন-দা?"

আমি অবশেষে। একমাত্র আমারই মূল্যবান্ অভিমত অবশিষ্ট দেখিয়া দেবেনকে তৃতীয় দফা কষ্ট স্বীকার না করাইয়া, বলিয়া উঠিলাম, "আমি সকলের আগেই ঘুমিয়েছি; আর আমাদেরি দল পুরু; সুতরাং, তুমিও অদ্য নিদ্রাকে আমল দিতে পাচ্চ না।"

অনিল আবার আমাকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "রাস্তায় ঘাটে বেরোতে হ'লে যে একজোড়া তাস সঙ্গে করে বেরোতে হয়, সে জ্ঞান যে তোমার কবে হবে, তা বুঝ্‌তে পারি না! এদিকে হার ম্যাজেষ্টির এত সুখ্যাতি হয়, বউ বুঝি এমনিই গোছাল!"

দেবেন বলিল, "সে বেচারার ওপর আর রেলের মাঝে এত আক্রোশ করে কি হবে? দোষটা যে তাঁর, তা তো সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌চি।"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "বৌ-দি যে খাবারের হাঁড়ি দিয়েছিলেন, অনিল-দা সেটাকে রাস্তায় ফেলে এসেছেন্; আর তবু বৌদিরই যত দোষ!"

অনিলের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলাম। হাসি থামাইয়া আমি দেবেনকে বলিলাম, "আজকের রাতটা কাটানোর ভার তুমিই নাও। খুব ভাল দেখে একটা গল্প আমাদের বল। তোমার তো ভাঁড়ার অফুরন্ত।"

দেবেন হাসিয়া বলিল, "অফুরন্ত হ'তে পারে; তা বলে ভালর গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি না।"

সুধীর দেবেনের বাঁ দিক্‌টা ঘেঁসিয়া বলিল, "হাঁ দেবেন্-দা, বল্‌তে হবে! অনেক দিন তোমার গল্প শুনি নি।"

মাঝের বেঞ্চ মাঝেই রাখিয়া অনিল একেবারে ওধারের বেঞ্চে গিয়া বসিয়াছিল; শিষ্টতা-বহির্ভূত হইলেও তাহার পাদুকাসহ চরণ-দুইখানি মধ্যের বেঞ্চ অধিকার করিয়াছিল। আমি দেবেনকে আবার অনুরোধ করিলাম। দেবেন পিছনের কাঁচখানা খুলিয়া ফেলিল। শীতের কন্‌কনে বাতাস খানিকটা আসিয়া আমাদের মুখে চোখে ঝাপ্‌টা মারিল। রাত্রি অনুজ্জ্বল; তারাও নাই, জ্যোৎস্নাও নাই; যেন ছায়ামাখা; পাতলা মেঘের

চাদর-ঢাকা। গাছগুলা পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবেন বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমাদের দেশে একটী খ্রীষ্টান উকীল ছিলেন। দেশের সকল সৎকার্য্যে, সংস্কারের সকল চেষ্টার মূলে সকলের আগে তাঁহাকেই দেখা যাইত। যদিও নিজে তিনি খৃষ্টান ছিলেন, তবু অপর-ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর তাঁহার কখনো কোন বিদ্বেষ দেখা যায় নাই। বরং যেখানে যে কেহ কোনও বিপদে পড়িত, যাহার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা হইত, তিনি বুক দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতেন, প্রাণ দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন্।

"সুবালা তাঁ'রই মেয়ে। পিতার উপযুক্ত কন্যা। শুধু গুণবতী নয়; অসামান্যা সুন্দরী। পিতা অতিযত্নে কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মেয়েটীকে তিনি বড় বেশী ভাল বাসিতেন। সুবালার দুইটী ভাই আছে। তাহারা বড় তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সুবালা সে-রকম ছিল না। লেখাপড়ায় তাহার আসক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। এণ্ট্রান্স হইতেই সে বৃত্তি পাইতে আরম্ভ করে।

"ছোট বেলায় সে আমার সঙ্গে পড়িত। আমরা একক্লাসেই পড়িতাম। একসঙ্গে পড়া না করিলে, আমার পড়া ভাল হইত না। সুবালার মা-ও আমাকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ী যাইতাম; পড়িতাম, খেলিতাম; বাগানে আমগাছে বাঁধা দোলায় বসিয়া দুইজনে দুলিতাম। এখনো সে দিনগুলি ছবির মত মনে পড়ে।

"নদীর ধারেই সুবালাদের বাড়ী ছিল। সুবালার পিতার একখানি জালি-বোট ঘাটে বাঁধা থাকিত। কতদিন সন্ধ্যার সময়, কখন বা জ্যোৎস্না-রাত্রিতে আমরা সেই জালিবোটে করিয়া বেড়াইতাম্। ছোট নদীটির কালো বুক কাঁপিয়া উঠিত। স্রোতের সঙ্গে তরতর্ করিয়া 'বোট্' ছুটিত। সুবালা আমার তরি-চালনের প্রশংসা করিত। আর আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নামাখা শুভ্র-মুখ-বিনির্গত প্রশংসা-বাক্যে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতাম। সুন্দর মুখের চেয়ে, তখন প্রশংসা-বাক্যেরই কদর বেশী ছিল।

"সুবালা আমার চেয়ে বেশী ছোট ছিল না। দু'বছর কি তিন বছর আমাদের বয়সের ব্যবধান ছিল। দুইজনে সমবয়সীর মতই মিশিতাম্। আমি তো তখন বালক বলিলেই হয়; বড় জোর ১৬।১৭ আমার বয়স। আর সুবালা বোধ হয় ১৪ বছরের। কিশোর-লাবণ্য তাহার সুষমা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল; কিন্তু সে-দিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা আমার একেবারেই হয় নাই। পিতামাতার শিক্ষার গুণে চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কিশোরীও দশবছরের বালিকার ন্যায় সরলা ছিল। পাঠে আমরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম, সেজন্য কলহও সময়ে সময়ে বড় অল্প হইত না। আবার বন্ধুত্বও তেমনই ছিল। কত রকমারি গল্প দুজনের মধ্যে হইত। বড় হইয়া চন্দ্রলোকের একটা পথ আবিষ্কার, আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কল্পনা ছিল। তা ছাড়া পুকুরে কেন পদ্ম ফোটে ও নদীতে কেন ফোটে না? এই তত্ত্বের গবেষণাতেও অনেক সময় কাটিয়া

যাইত। সময় সময় সমৃণাল পদ্ম-কোরক তুলিয়া, বেশী করিয়া মাটির চাপ্‌ড়া নালে বাঁধিয়া, নদীতে রাখিয়া আসিতাম। বিশ্বাস ছিল, এবার আমাদের স্থাপিত পদ্ম নিশ্চয়ই নদীতে ফুটিয়া উঠিবে। পরদিন কিন্তু চারিটি উৎসুক নেত্র বিষাদে ম্লান হইয়া পড়িত। নিরাশা-মলিন সুবালার চোখের কাল পাতা জলে ভিজিয়া উঠিত। আমি অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, নিজের দুঃখ ভুলিয়া, তাহাকে ভুলাইবার জন্য, দিদিমার নিকট শ্রুত একটা অসম্ভব রকম রাজার গল্প নিজের মনে জোড়াতাড়া দিয়া বলিতে আরম্ভ করিতাম। শুনিতে শুনিতে সে আপনার নিষ্ফল দুঃখ কখন্ ভুলিয়া যাইত! অধর-প্রান্তে তাহার অজ্ঞাতসারেই মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিত। আর সেই সময় আমি সহসা বলিয়া উঠিতাম, "কই, কোথায় তোমার চোখের জল?" সুবালা তখন স্পষ্ট হাসিয়া উঠিত।

"একদিন দুইজনে বোট হইতে নামিয়া বাড়ী ফিরিতেছি; উদ্যানে দেখিলাম, আঠার-উনিশ বছরের একটী যুবক নতনেত্রে নম্রভাবে সুবালার পিতার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুবালার পিতা হাসিয়া বলিতে-ছেন, "আমি সে-ভার নোব, তোমার কোন চিন্তা নেই, বিনয়! বিলেতে আমি তোমাকে যেমন করেই হোক্ পাঠাব। আজ থেকে তুমি আমার সন্তানস্থানীয় হ'লে। তোমার বই-টই নিয়ে এসে, আজ থেকে আমার এখানে থাক; বি, এ-টা দেবার জন্যে প্রস্তুত হও। পরের বাসায় থেকে আর কাজ নেই।" সুবালার পিতার করুণ হৃদয়ের কথা আমাদের দেশে কাহারই অজ্ঞাত ছিল না। আমরা পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম।

তারপর জানো তো, আমি সিটিকলেজে ভর্ত্তি হই। দুই বৎসর দেশে যাই নাই; দুই বৎসর সুবালাকেও দেখি নাই। দুই বৎসর পরে যখন যাইলাম, তখন আমার প্রকৃতিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স-বৃত্তি এফ-এ পাশের উত্তাপে মনের ভিতরটাও বেশ উত্তপ্ত ছিল। কলিকাতার উচ্চ সভ্যতা তখন আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে, লক্ষ্যও বড় উচ্চ।

"সেই গর্ব্বস্ফীত হৃদয় লইয়া সুবালাদের বাড়ী যাইলাম। সুবালার পিতামাতা আমাকে সস্নেহে কাছে বসাইলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু সুবালাকে দেখিলাম না; মনে করিলাম, হয় তো তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেও কেমন ইচ্ছা হইল না। উঠিয়া আসিবার সময় বারান্দা হইতে দেখিলাম, সুবালা বোট হইতে নামিতেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় তাহার যৌবন-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ মুখ হইতে যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে, বোধ হইল। এই দুই বৎসরে সুবালার এ-রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে! আমি বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রহিলাম।

"সুবালা কি বলিল, বুঝিলাম না; কিন্তু নিজের যেন চমক ভাঙ্গিয়া আত্মস্থ হইলাম। দেখিলাম,সেই আশ্রয়-প্রার্থী যুবক বিনয় নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সুবালা তাহাকেই কি বলিতেছে। আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

"কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, সুবালাও আমার সহিত এফ-এ পাশ করিয়াছিল।

"আমার ছাত্রজীবনের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর ভিতর চোখে পড়িবার বা মনে রাখিবার মত একটাও ঘটনা ঘটে নাই। সুবালার কথাও ভুলিতেই চেষ্টা করিতাম। জানি না, কেন মাঝে মাঝে সেই শান্ত মুখ, খর্ব্ব কৃশকায় বিনয়ের উপর মনে মনে একটা আক্রোশ উপস্থিত হইত।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাদেবীর করুণা-কটাক্ষ লাভ করা বড় সহজে হয় না। মানব-জীবনের অনেকখানি সার্থকতা তাঁহার চরণতলে দান করিয়া, তবে তাঁহার চিহ্নিত একটা মানুষ (?) হওয়া যায়। আমিও একটা চিহ্নলাভের জন্য ব্যস্ত ছিলাম। অন্য সকলই সেই সাধনায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

"কলিকাতায় আসিবার মাস কত পরে, ক'মাস ঠিক মনে নাই, একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে, বিলাত-যাত্রিজাহাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখনই জাহাজ ছাড়িবে, কোলাহলে জেটী ও ষ্টীমার মুখরিত। আমি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে সেই কোলাহল-পূর্ণ জাহাজখানা দেখিতেছিলাম। এমন সময় একখানা গাড়ী অতিক্রুতবেগে জেটিতে আসিয়া লাগিল। গাড়ী হইতে নামিলেন, সুবালার পিতা মিষ্টার দত্ত ও কন্যা সুবালা। আমি সম্মুখেই ছিলাম। তাঁহারা বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেন্ নাই, কিংবা চিনিতে পারেন্ নাই। উভয়ে দ্রুতপদে জাহাজে উঠিলেন। আমি কারণ না বুঝিয়া চাহিয়া রহিলাম। অল্প পরেই তাঁহারা নামিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টীমারও দূরে সরিতে লাগিল। এবার আমি সুবালার মুখ পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। তাহার চোখে জল। আমি এবার চেষ্টা করিয়া একটা পাটের স্তূপের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলাম্। দেখিলাম, জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া, সেই বিনয়। কৃশকায়ের উপর সাহেবী পরিচ্ছদ। হাতে একখানি সাদা রুমাল। তখন কারণ বুঝিলাম। বিনয়কে বিদায় দিতেই সুবালা ও মিষ্টার দত্ত আসিয়াছিলেন। আরও বুঝিলাম ভাবী বিরহের আশঙ্কাতেই সুবালার চোখে জল।

"যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, সুবালা একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জাহাজ অদৃশ্য হইলে সেও গাড়ীতে উঠিল। অঙ্গহীন দেবতাটীর প্রতাপের কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে আমিও মেসে ফিরিলাম। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম, বিনয় সিভিল সার্ব্বিশ পাশ করিয়া আসুক্, সুবালা তাহার সহিত মিলনে সুখী হউক্। আশীর্ব্বাদটা, বোধ হয়, মনের সঙ্গে করি নাই।"

দেবেনের কথায় বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" দেবেন আমার মুখের দিকে চাহিল; চাহিয়া হাসিল। এই অবসরে রুদ্ধশ্বাস মুক্ত করিয়া আমি একবার অনিলের দিকে চাহিলাম। গাড়ীর শার্সিতে ঠকাঠক্ মাথা ঠুকিতেছে, তবু ভায়া বসিয়া বসিয়াই নিদ্রা আরম্ভ করিয়াছেন্। দেবেনের কোলে মাথা রাখিয়া সুধীরও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জাগরিত শুধু আমরা দুইটী প্রাণী। রজনীর নিস্তব্ধতা আরো যেন বেশী বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। দেবেন আবার বলিল, "কেন?—আশীর্ব্বাদটা নিষ্ফল হইতে দেখিয়া। তবে সর্ব্বাংশে নিষ্ফল হয় নাই। বিনয় সিবিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে

ফিরিয়াছিল বটে; কিন্তু সুবালাদের গৃহে নয়। আমার প্রাইভেট্ টিউশনির ছাত্র ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র অরুণের ভগ্নীর বিবাহে আমি আহূত হইয়াছিলাম। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, পাত্রটী সেই বিনয়। অরুণ ছেলেটী বড় সুন্দর; কিন্তু তাহার ভগিনী মিস্ উষাঙ্গিনীকে দেখিলে কাহারও মনে যে প্রেমোদয় হয়, একথা এক-গলা গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া বলিলেও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু উষাঙ্গিনীর পিতা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সুবালা হইল সামান্য উকীলের কন্যা! যদিও সুবালার পিতার নিজের অর্থে ও তাঁহার চেষ্টা-সংগৃহীত অর্থ-দ্বারাই বিনয় আজ সিবিলিয়ান্, কিন্তু বলিতে পারি না, কারণ আমি সিবিলিয়ান নই, কৃতজ্ঞতা বা সত্যরক্ষা করাটা বোধ হয় সকলের উপযুক্ত কাজ নয়। তাই বিনয় আজ ম্যাজিষ্ট্রেটের জামাতা। আর মুগ্ধা সরলা পিতৃহীনা সুবালা অসহনীয় হৃদয়ক্ষত বহিয়া আজও অবিবাহিতা।"

শ্রী। মিস্ দত্তকে আর কখনো দেখেছিলে, দেবেন?

দেবেন বলিল, "দেখেছিলাম। আর একবার তাহাকে দেখিয়াছি। তুমি জান, আমি—বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। গত বৎসর প্রাইজের সময় নূতন ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ মিত্র সভাপতি হইয়াছিলেন। আমি প্রাইজের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখি নাই। সেইদিন প্রথম দেখিলাম। তাঁহার পত্নী পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। আর ঐ ডিবিসনের স্কুল ইন্স্পেক্ট্রেস্ মিস্ দত্তও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। দেখিলাম যে বানরের গলে মুক্তার মালা পড়িতে পায় নাই। মিঃ মিত্র ওরুফে বিনয়ের সহিত তাহার পত্নীটী যথার্থই শোভমানা হইয়াছেন। আরো দেখিয়াছিলাম, হৃদয়ানলতাপিতা, অগ্নিশুদ্ধা, পবিত্রা সন্ন্যাসিনী সুবালার সেই অনুপম রূপরাশি। তপস্যায় যেন রূপের আলোক শত গুণ বাড়িয়াছে। ভাবিলাম, ইহার মধ্যে একমাত্র দুঃখ এই যে, এক নরাধমের জন্য তাহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ হইয়াছে। কিন্তু সে নরাধম এ রত্নের আদর বুঝিল না। রত্ন অনাদরে ধূলায় লুটাইল। বিবরণী-পাঠের সময় সুবালার সেই স্পষ্ট কম্পিত স্বর, লজ্জারুণ মুখ আমি ক্ষুব্ধহৃদয়ে দেখিলাম; মনে মনে বলিলাম।' "ভগবন্, একি তোমার বিচার! যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন, প্রভু?"

আমি বলিলাম, "দেবেন, সত্য বল, তুমি মিস্ দত্তকে ভালবাস? তাঁরি জন্যে তুমি আজ ও অবিবাহিত?"

দেবেন সদর্পে কহিল, "কারোই জন্য নয়, শ্রীপতি!—চিরকালের জন্য, মরণের জন্য!"

দেবেন চস্‌মাটা খুলিয়া আবার পরিষ্কার করিয়া লইল। বাহিরে কুলিরা চিৎকার করিয়া উঠিল, "মোকামা" "মোকামা"।

শ্রীলতিকা দেবী।

দয়া।

পরদুঃখ-নিবারণেচ্ছার নাম দয়া। দয়া ঈশ্বরসৃষ্ট গুণ। কেবল নরদেহ ধারণ করিলেই লোকে মনুষ্যপদ বাচ্য হয় না. তাহার অন্তর্মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ থাকা চাই, যাহাতে সে সেই সকল গুণে মনুষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। এতন্মধ্যে দয়া একটি প্রধানতম গুণ। শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি হয়তঃ সকল সময় সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত এমন কতকগুলি আভ্যন্তরিক গুণ আছে, যাহারা, চেষ্টা করিলেই অথবা স্বভাবতঃই, নিজ নিজপ্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। দয়া তাহাদের অন্যতম।

পরদুঃখ-নিবারণ যে কেবল অর্থ-দ্বারাই সাধিত হয়, তাহা নহে। শারীরিক সামর্থ্য দ্বারাও তাহা সংসাধিত হয়। অনেক লোক অর্থ-দ্বারা সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করিলে শরীর-দ্বারা অনেকেই অনেকের বহুল-পরিমাণে উপকার করিতে পারে।

বাল্যকাল হইতেই মনুষ্যের সকল গুণ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইবার চেষ্টা করে। বাল্যকালই মনুষ্যের ভবিষ্যজীবন গঠনের একমাত্র ভিত্তিস্থল। এই সময় যে, যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সে সেই প্রকারের লোক হইয়া থাকে। সুতরাং, এই সময় হইতে বালকবালিকাগণকে মাতাপিতার নানা সদ্‌বিষয়ে শিক্ষাদান করা এবং নিজেদেরও সদ্‌ভাবাপন্ন হওয়া উচিত। অনেকে স্বীয় সন্তানসন্ততিদিগকে সদয় ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির দান-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাহারা তাহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করে, এবং ইহা হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে।

বিধাতা আমাদিগকে কেবল স্ব স্ব সংসারকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনের জন্যই সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা মহতী। তিনি আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ও মনুষ্যোপযোগী যাবতীয় গুণাদি দিয়াছেন এবং এমন কতকগুলি মহৎ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার নির্ব্বাহের ভার মনুষ্যমাত্রের উপরই অর্পিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমরা তাঁহার সেই নিয়ম পালন করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি না; কেবল আত্মপরিজন লইয়াই ব্যস্ত থাকি। ইহাতে আমরা নিশ্চয়ই পাপভাগী হই এবং নানা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃথা তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া পাপের ভার আরও বর্দ্ধিত করি।

যদি ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে প্রত্যেকের ঈশ্বরের নিয়ম পালন করা উচিত। ঈশ্বর প্রীতির সকলকার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে দয়ালু হওয়া কর্ত্তব্য। নিষ্ঠুর মনুষ্য সকলের ঘৃণার্হ ও সমাজে নগণ্য বলিয়া পরিচিত। দয়ালু মনুষ্য তাঁহার সদয় ব্যবহারের জন্য চিরকাল সুফল প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে জনগণ সকলেই শোক প্রকাশ করে; এবং দেহান্তে সে পরম পিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে স্থান প্রাপ্ত হয়।

এই দয়ার জন্য বিদ্যাসাগর, 'দয়ার সাগর' বলিয়া আজও কীর্ত্তিত হইতেছন, আজও তাঁহার সদয় ব্যবহার লোকমুখে কথিত হইতেছে, আজও তিনি যেন জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন! দেহান্তে যে তিনি নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সদয় ব্যবহারের জন্যই আজও জগতে বিরাজমানা আছেন, আজও তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। এই স্থলে তাঁহার সদয়-ব্যবহার-সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য। মহারাণী স্বর্ণময়ী একজন আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি ছিল না। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ে শিক্ষিতা ছিলেন না। তথাপি তিনি দরিদ্রে দান, বিধবার অশ্রু-মোচন, ক্ষুধার্ত্তের অন্নসংস্থান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান,

ফিরিয়াছিল বটে ; কিন্তু সুবালাদের গৃহে নয়। আমার প্রাইভেট্ টিউশনির ছাত্র ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র অরুণের ভগ্নীর বিবাহে আমি আহূত হইয়াছিলাম। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, পাত্রটী সেই বিনয়। অরুণ ছেলেটী বড় সুন্দর; কিন্তু তাহার ভগিনী মিস্ উষাঙ্গিনীকে দেখিলে কাহারও মনে যে প্রেমোদয় হয়, একথা এক-গলা গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া বলিলেও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু উষাঙ্গিনীর পিতা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সুবালা হইল সামান্য উকীলের কন্যা! যদিও সুবালার পিতার নিজের অর্থে ও তাঁহার চেষ্টা-সংগৃহীত অর্থ-দ্বারাই বিনয় আজ সিবিলিয়ান্, কিন্তু বলিতে পারি না, কারণ আমি সিবিলিয়ান নই, কৃতজ্ঞতা বা সত্যরক্ষা করাটা বোধ হয় সকলের উপযুক্ত কাজ নয়। তাই বিনয় আজ ম্যাজিষ্ট্রেটের জামাতা। আর মুগ্ধা সরলা পিতৃহীনা সুবালা অসহনীয় হৃদয়ক্ষত বহিয়া আজও অবিবাহিতা।"

আ। মিস্ দত্তকে আর কখনো দেখেছিলে, দেবেন ?

দেবেন বলিল, "দেখেছিলাম। আর একবার তাহাকে দেখিয়াছি। তুমি জান, আমি —বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। গত বৎসর প্রাইজের সময় নূতন ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ মিত্র সভাপতি হইয়াছিলেন। আমি প্রাইজের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখি নাই। সেইদিন প্রথম দেখিলাম। তাঁহার পত্নী পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। আর ঐ ডিবিসনের স্কুল ইন্স্পেক্ট্রেস্ মিস্ দত্তও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। দেখিলাম যে বানরের গলে মুক্তার মালা পড়িতে পায় নাই। মিঃ মিত্র ওরফে বিনয়ের সহিত তাহার পত্নীটী যথার্থই শোভমানা হইয়াছেন। আরো দেখিয়াছিলাম, হৃদয়ানলতাপিতা, অগ্নিশুদ্ধা, পবিত্রা সন্ন্যাসিনী সুবালার সেই অনুপম রূপরাশি। তপস্যায় যেন রূপের আলোক শত গুণ বাড়িয়াছে। ভাবিলাম, ইহার মধ্যে একমাত্র দুঃখ এই যে, এক নরাধমের জন্য তাহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ হইয়াছে। কিন্তু সে নরাধম এ রত্নের আদর বুঝিল না। রত্ন অনাদরে ধূলায় লুটাইল। বিবরণী-পাঠের সময় সুবালার সেই স্পষ্ট কম্পিত স্বর, লজ্জারুণ মুখ আমি ক্ষুব্ধহৃদয়ে দেখিলাম ; মনে মনে বলিলাম।' "ভগবন্, একি তোমার বিচার! যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন, প্রভু ?"

আমি বলিলাম, "দেবেন, সত্য বল, তুমি মিস্ দত্তকে ভালবাস ? তাঁরি জন্যে তুমি আজ ও অবিবাহিত ?"

দেবেন সদর্পে কহিল, "কারোই জন্য নয়, শ্রীপতি!—চিরকালের জন্য, মরণের জন্য!"

দেবেন চস্‌মাটা খুলিয়া আবার পরিষ্কার করিয়া লইল। বাহিরে কুলিরা চিৎকার করিয়া উঠিল, "মোকামা" "মোকামা"।

শ্রীলতিকা দেবী।

দয়া।

পরদুঃখ-নিবারণেচ্ছার নাম দয়া। দয়া ঈশ্বরসৃষ্ট গুণ। কেবল নরদেহ ধারণ করিলেই লোকে মনুষ্যপদ বাচ্য হয় না, তাহার অন্তর্মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ থাকা চাই, যাহাতে সে সেই সকল গুণে মনুষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। এতন্মধ্যে দয়া একটি প্রধানতম গুণ। শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি হয়তঃ সকল সময় সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত এমন কতকগুলি আভ্যন্তরিক গুণ আছে, যাহারা, চেষ্টা করিলেই অথবা স্বভাবতঃই, নিজ নিজপ্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। দয়া তাহাদের অন্যতম।

পরদুঃখ-নিবারণ যে কেবল অর্থ-দ্বারাই সাধিত হয়, তাহা নহে। শারীরিক সামর্থ্য দ্বারাও তাহা সংসাধিত হয়। অনেক লোক অর্থ-দ্বারা সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করিলে শরীর-দ্বারা অনেকেই অনেকের বহুল-পরিমাণে উপকার করিতে পারে।

বাল্যকাল হইতেই মনুষ্যের সকল গুণ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইবার চেষ্টা করে। বাল্যকালই মনুষ্যের ভবিষ্যজীবন গঠনের একমাত্র ভিত্তিস্থল। এই সময় যে, যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সে সেই প্রকারের লোক হইয়া থাকে। সুতরাং, এই সময় হইতে বালকবালিকাগণকে মাতাপিতার নানা সদ্‌বিষয়ে শিক্ষাদান করা এবং নিজেদেরও সদ্‌ভাবাপন্ন হওয়া উচিত। অনেকে স্বীয় সন্তানসন্ততিদিগকে সদয় ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির দান-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাহারা তাহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করে, এবং ইহা হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে।

বিধাতা আমাদিগকে কেবল স্ব স্ব সংসারকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনের জন্যই সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা মহতী। তিনি আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ও মনুষ্যোপযোগী যাবতীয় গুণাদি দিয়াছেন এবং এমন কতকগুলি মহৎ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার নির্ব্বাহের ভার মনুষ্যমাত্রের উপরই অর্পিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমরা তাঁহার সেই নিয়ম পালন করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি না; কেবল আত্মপরিজন লইয়াই ব্যস্ত থাকি। ইহাতে আমরা নিশ্চয়ই পাপভাগী হই এবং নানা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃথা তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া পাপের ভার আরও বর্দ্ধিত করি।

যদি ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে প্রত্যেকের ঈশ্বরের নিয়ম পালন করা উচিত। ঈশ্বর প্রীতির সকলকার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে দয়ালু হওয়া কর্ত্তব্য। নিষ্ঠুর মনুষ্য সকলের ঘৃণার্হ ও সমাজে নগণ্য বলিয়া পরিচিত। দয়ালু মনুষ্য তাঁহার সদয় ব্যবহারের জন্য চিরকাল সুফল প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে জনগণ সকলেই শোক প্রকাশ করে; এবং দেহান্তে সে পরম পিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে স্থান প্রাপ্ত হয়।

এই দয়ার জন্য বিদ্যাসাগর, 'দয়ার সাগর' বলিয়া আজও কীর্ত্তিত হইতেছেন, আজও তাঁহার সদয় ব্যবহার লোকমুখে কথিত হইতেছে, আজও তিনি যেন জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন! দেহান্তে যে তিনি নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সদয় ব্যবহারের জন্যই আজও জগতে বিরাজমানা আছেন, আজও তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিক্‌ ব্যাপ্ত করিতেছে। এই স্থলে তাঁহার সদয়-ব্যবহার-সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য। মহারাণী স্বর্ণময়ী একজন আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি ছিল না। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ে শিক্ষিতা ছিলেন না। তথাপি তিনি দরিদ্রে দান, বিধবার অশ্রুমোচন, ক্ষুধার্ত্তের অন্নসংস্থান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান

আশ্রয়হীনে আশ্রয়দান, নির্ধন ছাত্র ও উচ্চমনা গ্রন্থকারদিগকে সাহায্যদান এবং পীড়িত ব্যক্তির সুখ-শান্তি-বিধান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি সমগ্র মানবদিগকে আপনার পরিবার মধ্যে গণ্য করিতেন। তাঁহার দানশীলতা, মহানুভবতা ও বিচক্ষণতা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচায়ক ছিল। তিনি তুল্য অথবা নিম্নপদস্থ সকল মহিলাগণকে সহানুভূতি ও যথাসম্ভব তাহাদিগের অভাব দূরীকরণে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্যাদিগুণে গঠিত ছিল। এই সকল কারণেই তিনি আদর্শরমণী বলিয়া পরিচিতা।

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া রমণী হইয়াও এই সদয় ব্যবহারের গুণে এইরূপে অসাধারণ প্রভুত্বের সহিত রাজ্যশাসন করিয়া প্রচুর যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন প্রধান সেনাপতি তাঁহার নিকটএকজন সৈনিকের প্রাণদণ্ডের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য আনয়ন করেন্। মহারাণী তদ্দর্শনে সৈনিকপুরুষকে বলিলেন, "পলায়নের অপরাধ প্রাণদণ্ড!" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই?" সেনাপতি উত্তর করিলেন, "এই দুষ্ট সৈনিক তিনবার পলায়ন করিয়াছে; সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমার বলিবার আর কিছুই নাই।"

মহারাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, এই সৈনিকের কোনও সদ্‌গুণ আছে কি না?" তখন সেনাপতি উত্তর করিলেন, "অনেকে বলে, তাহার চরিত্র মন্দ নহে।" মহারাণী এই কথা শুনিয়া দণ্ডাজ্ঞাপত্রে "ক্ষমা করা গেল।" এই কয়টি কথা লিখিয়া দিলেন।

অন্য একদিন মহারাণী ভ্রমণে বহির্গত হইলে ফ্রান্সিস্ নামক এক দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে, কিন্তু তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। সেই ব্যক্তি তাঁহার দেহরক্ষিগণ-কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ ধৃত হয় এবং বিচারার্থ প্রেরিত হয়। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু মহারাণী সেই দুর্ব্বৃত্ত যুবকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন। তখন বিচারক তাহাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দয়াই মানুষকে দেবতা করে।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

বঙ্গের প্রেস-সেন্সার শ্রীযুক্ত জে, এন্, রায় মহাশয়ের অনুরোধে প্রকাশিত।

মুদ্রাসঞ্চয় কিরূপে জর্ম্মণদিগকে সাহায্য করে।

অধুনা ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তে এই প্রশ্ন জাগরূক থাকা উচিত যে, 'যুদ্ধ-জয়ে আমি কিরূপে সাহায্য করিতে পারি।' সহস্র সহস্র ভারতীয় সৈন্য তাহাদিগের বৃটিশ বন্ধুদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ফ্রান্স, মেশপটেমিয়া, ইজিপ্ট প্যালেষ্টাইন ও অন্যান্য প্রদেশে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে এবং ভারতীয় লস্কর ও ভারতের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত শ্রমজীবিগণ-কর্ত্তৃক প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন না; কিন্তু এরূপ ব্যক্তি কেহই নাই, যিনি কোনও না কোন প্রকারে যুদ্ধক্ষেত্রাবতীর্ণ আমাদিগের সৈন্যকলাপ-প্রতিপালনার্থ সাহায্য করিতে না পারেন্। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে সংগৃহীত মানবের দ্বারা গঠিত সৈন্য-সকল ভারতবর্ষকে এরূপ এক শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে যে, সে-

শত্রু জয়ী হইলে এতদ্দেশীয় মানবগণকে উৎপীড়িত ও তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে। সুতরাং, যে-সকল সৈন্য তাহাদিগের জন্য সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করা প্রত্যেক প্রকৃত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও অতিশয় সত্য যে, অধুনা ভারতবর্ষে এরূপ লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহারা যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগের সৈন্যগণের চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন এবং বলিতে কি, শত্রুর সহায়তা করিতেছে! তাহারা যে কি ক্ষতি করিতেছে, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা বুঝে না যে, তাহাদিগের কার্য্য, জয়লাভ এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠা কিরূপ কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে কেবল সৈন্যগণই তাহাদের কার্য্য করিবে, তাহা নহে। যে-সকল সৈন্যদল যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে বন্দুক, কামান, বারুদ, খাদ্য এবং অন্যান্য বহুতর দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। যে-সকল লোক গৃহে অবস্থান করিবেন, তাহাদিগের দ্বারাই এই সকল সামগ্রী উৎপন্ন করিতে হইবে; এবং জাহাজ দ্বারা বহু দূরদেশে সাগরের পরপারে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদিগের নিকট তাহা প্রেরণ করিতে হইবে। যাহারা এই সকল আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুতের এবং যোদ্ধৃগণের নিকট পোত-দ্বারা প্রেরণ করা কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে, তাহারা জর্ম্মণ এবং তাহাদিগের মিত্রদিগকে সাহায্য করিতেছে; যেন বাস্তবিকই, তাহারা তাহাদের শত্রুর জন্যই কার্য্য করিতেছে!

ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কেহই নাই, যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের যুধ্যমান সৈনিকদিগের অনিষ্ট করিবে বা তাহারা যে-সকল ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহা আরও বর্দ্ধিত করিবে। ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাও সত্য যে বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় যে সকল ব্যক্তি ভূগর্ভে মুদ্রা প্রোথিত করিয়া বা মঞ্জুষা-মধ্যে তাহা আবদ্ধ রাখিয়া এবং অলঙ্কারার্থ দ্রবীভূত করিয়া মুদ্রা-সঞ্চয় করে, তাহারা সমগ্র মানব-জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেশসমূহের এবং নিজেদের দেশেরও অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে। এমন কি, সেই সকল বিবেচনাশূন্য ব্যক্তিগণও, যাহারা রৌপ্যালঙ্কারাদি ক্রয় করে, এই দ্রবীকরণের প্রথাতে উৎসাহ-দান করে। যেহেতু এই সকল অলঙ্কার প্রস্তুতের রৌপ্য বর্ত্তমান সময়ে অন্য কোন উপায়ে লভনীয় নহে। সম্ভবতঃ এই লোকগণ জানে না যে, ভারতবর্ষে মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে, এতদ্দেশের কার্য্য-পরিচালনার্থ আবশ্যক নূতন মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্টকে সুদূর বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রয় করিতে হইবে এবং বিস্তৃত সাগরের উপর দিয়া সুদীর্ঘ পথ বহন করিয়া তাহা আনিতে হইবে। ভারতবাসিগণ অবিবেচকের ন্যায় যে মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিগত দুই বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৫০ কোটী মুদ্রা প্রস্তুতের উপযোগি-রৌপ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই রৌপ্যের অধিকাংশ ভারতে আগমন করিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ অচিরাৎ প্রেরিত হইবে।

এই প্রভূত পরিমাণ রৌপ্যের উপস্থাপন ও ক্রয় নানাপ্রকারে ক্ষতিকারক। প্রথমতঃ এই ক্রয়ের অর্থ এই যে—সামান্য ধাতুর পরিবর্ত্তে ভারত তাঁহার বিভব বিদেশে প্রেরণ করিতেছে! ভারতগবর্ণমেণ্ট যদি এই রৌপ্য-ক্রয়ের অর্থ ঋণদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারত বার্ষিক পাঁচ কোটীর অধিক টাকা সুদ পাইতে পারিত। এই আয় বৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর-হ্রাস করা বা উচ্চতর শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য অধিকতর ব্যয় করা সম্ভবপর হইত।

শত্রুদিগের নিকট এবিষয়ে আমরা শিক্ষা-লাভ করিতে পারি। জর্ম্মণী যে এই সুদীর্ঘ-কাল যুদ্ধপরিচালনায় সমর্থ হইয়াছে, তাহার

প্রধান কারণ তাহার একমাত্র মূল মন্ত্র -"কিছুই নষ্ট করিওনা।" ভারতে রৌপ্য-সঞ্চয়ে যুদ্ধের একটী প্রধান সামগ্রীর দারুণ অপচয়। সুবর্ণ-সঞ্চয়ের বিষয়েও ঠিক এই একই কথা। গোলা-বারুদাদি সামগ্রী শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার পরিবর্ত্তে ভূগর্ভে প্রোথিত রাখা যেরূপ নিন্দনীয়, ইহাও তদ্রূপ। ইংলণ্ডের প্রধান সচিব আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, রৌপ্য-গুলিকাই যুদ্ধজয় করিবে; কিন্তু তথাপি এই ভারতবর্ষে আমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করিয়া রৌপ্য- ও সুবর্ণ-গুলিকা লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি; যাহাতে যুদ্ধজয়ে তাহাদের দ্বারা সাহায্য না হয়।

ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত ধাতুর ব্যয়লাঘবার্থ ভারতবর্ষ ভিন্ন সমুদায় দেশেই নোটের প্রচলন বর্দ্ধিত ও লোকপ্রিয় হইয়াছে। জাপানে এই প্রথা বিশেষরূপে চলিয়াছে। বাস্তবিক, সেস্থানে অতিক্ষুদ্র নোট-সকল এখন চলিতেছে। কেবল ভারতবর্ষেই একমাত্র নোটের পরিবর্ত্তে লোকে বহুল পরিমাণে ধাতুমুদ্রা ব্যবহার করিতেছে। ইহার ফলে, অন্য দেশের লোক এই উপায়ে প্রভূত লাভ করিতেছে এবং ভারতের ব্যয়ে তাহারা অধিকতর ধনবান্ হইতেছে।

এই ধনসঞ্চয়ের কুফল ব্যতীত ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমেরিকার খনি-সমূহ হইতে রৌপ্য সংগ্রহের জন্য মানুষের পরিশ্রম আবশ্যক। এইরূপে নিযুক্ত না থাকিলে এই সকল লোক যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে পারিত। আমেরিকার এই রৌপ্য ট্রেণে করিয়া বন্দরে আনিতে হয় এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া ইহা এদেশে আসে। যুদ্ধ-সামগ্রীর বহন-কালে এরূপভাবে ট্রেণ প্রভৃতি নিযুক্ত রাখাতে আমেরিকার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। জাহাজের অভাবেও ভারতের নিত্য-প্রয়োজনীয় লবণ, তুলা, বস্ত্র প্রভৃতির অনাগমনে ইহাদের মূল্যও বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহারা এইরূপে অর্থসঞ্চয় করিতেছে, তাহারা নিজেদের মিত্রদের ক্ষতি করিতেছে।

ভারতবাসীদিগের মুদ্রা সঞ্চিত রাখিবার কোনও কারণ নাই। কারণ, গবর্ণমেণ্ট ন্যায়-পরায়ণ ও শক্তিশালী। যে টাকার সম্প্রতি প্রয়োজন নাই, তাহা নিরাপদে নিয়োজিত করিবার অনেক সুবিধা আছে। ইহাতে সুদ পাওয়া যায় এবং ধনাধিকারীর ধনবৃদ্ধি হয়। বিদেশের সমৃদ্ধ রাজ্যসমূহ ধনসঞ্চয় না করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ নানাভাবে নিয়োগ-দ্বারা বর্দ্ধিত করে। এইরূপে তাহারা স্বয়ং ও তাহাদিগের দেশবাসী উপকৃত হয়। ভারতেও সম্পূর্ণ নিরাপদে ও উপযুক্ত লাভে অর্থনিয়োগ করিবার অনেক সুবিধা আছে। উদ্বৃত্ত অর্থের শীঘ্র প্রয়োজন থাকিলে, লোকে তাহা ডাকঘরে Savings Bankএ জমা দিতে বা উহার দ্বারা ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে পারে। যদি উহার শীঘ্র আবশ্যকতার সম্ভাবনা না থাকে, তবে war bond ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহাতে ধনস্বামীর প্রত্যক্ষ লাভ হইবে এবং দেশেরও উপকার হইবে। কারণ, গবর্ণমেণ্টকে ঋণরূপে প্রদত্ত অর্থ, সৈন্যদিগের জন্য গম, চাউল, তুলা, পাট প্রভৃতি ক্রয়ের নিমিত্ত ভারতেই ব্যয়িত হইবে। ইহাতে সমগ্র দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বিবেচনার অভাবে সংসারে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মুদ্রাসঞ্চয় এই সত্যের একটি দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, এ বিষয়ে একবার বুঝিতে পারিলে প্রত্যেক দেশবৎসল ভারতবাসীই কেবল যে স্বয়ং সঞ্চয় হইতে বিরত হইবে, তাহা নহে; পরন্তু যাহাতে দেশের পরম শত্রুগণের উপকার ও সাহায্য হইতেছে, অপরকেও সেই অভ্যাস হইতে নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 665. January, 1919.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৫ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২৫। জানুয়ারী, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

তোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

শুনিয়া তোমার অভয়-বাণী

ঘুচিল বেদনা-জ্বালা,

নিভিল সকল চিত্ত-দহন,

ফুটিল কুসুম-মালা!

দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার,

ঘুচে গেল ভয়, ছুটিল আঁধার,

(............শু)

শান্তি-কমল শুভ্র অমল

করিল জীবন আলা!

সংসার-পথে বিচরিব সুখে,

তোমারে ডাকিব সুখে দুঃখে শোকে,

নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান,

জীবন—পায়ে দিব ডালা!

(আজ) দুঃখ নাহি মোর, বেদন নাহি,

আনন্দে আজি সবা মুখ চাহি,

আনন্দে আমি তব গান গাহি—

গাঁথি হৃদি-ফুল-মালা॥

কথা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
II পসসা -া পসা । দা ক্ষপা ক্ষপা । ক্ষপা ক্ষপা ক্ষপা । ণদা -া পা I
শুনি ০ য়া তো মা র অ ভ য় বা০ ০ ণী

২´ ৩ ০ ১
I ক্ষপা ক্ষপা জ্ঞা । পক্ষা ণদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া I
ঘু চি ল ০বে দ না জ্বা ০ ০ লা ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পসা পসা ণদা । দা দণা দণা । সা -া ঋজ্ঞা । ঋজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋজ্ঞা I
নি ভি ল০ স ক ল চি ০ ত্ত দ হ ন

২´ ৩ ০ ১
I ঋণা দা পা । ক্ষপা ক্ষপা ক্ষপা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II
ফু০ টি ল কু সু ম মা ০ ০ লা ০ ০

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II দা মা মা । দা ণা ণা । ণর্সা র্সা র্সা । ণর্সা -া ণর্সা I
দূ রে গে ল মো হ তি মি র ভা ০ র

২´ ৩ ০ ১
I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I
ঘু চে গে ল ভ য় দু টি ল আঁ ধা র

২´ ৩ ০ ১
I পদণা -র্সর্ঋর্সা র্সা । ণর্সা র্সা র্সা । ণা -া দা । দপা পা পা I
শা০০ ০০ন্ তি ক ম ল শু ০ ভ্র অ ম ল

২´ ৩ ০ ১
I ক্ষপা পা জ্ঞা । পক্ষা ণদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II
ক রি ল জী০ ব ন আ ০ ০ লা ০ ০

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১
II পসা -া সণ্া । দা দা ণ্া । ণ্া সা ঋজ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I
সং ০ সা০ র প থে বি চ রি ব সু খে

২´ ৩ ০ ১
I ^গ^জ্ঞা ^গ^জ্ঞা ^গ^জ্ঞা । ^জ^ঋা ঋা ঋা^প । জ্ঞা জ্ঞা ঋা । ঋা সা সা I
তো মা রে ডা কি ব সু খে দু খে শো কে

২´ ৩ ০ ১
I ^প^সা -া ^স^দা । পা পা পা । পা ণা দা । দা পা -া I
নি র্ ভ য়ে আ মি গা হি যা ব গা ন

২´ ৩ ০ ১
I ^দ^ণা -া দা । পা -া -া । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা সা II
জী ০ ব ন ০ ০ পা য়ে দি ব তা লা

আভোগ।

২´
[সা সা]
আ জ ৩ ০ ১
II দা মা মা । দা ণা ণা । ^ণ^র্সা র্সা র্সা । ^ণ^র্সা -া ^ণ^র্সা I
দু খ না হি মো র বে দ ন না ০ হি

I ^স^র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I
আ ন ন্ দে আ জি স বা মু খ চা হি

২´ ৩ ০ ১
I পদণা -র্সর্ঋর্সা র্সা । ^ণ^র্সা র্সা র্সা । ণা -া দা । ^দ^পা পা পা I
আ০০ ০নন্ দে আ মি ত ব ০ গা ন গা হি

২´ ৩ ০ ১
I ^জ^পা পা জ্ঞা । পদ্মা ^প^দা পা । ^প^জ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II II
গাঁ থি হৃ দি০ ফু ল মা ০ ০ লা ০ ০

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কালীদেবীর সামান্য দূরে উত্তর দিকে ভূত-ভৈরবের মন্দির আছে। ইঁহাকে কেহ কেহ ভীমভৈরবও কহিয়া থাকে। ইঁহাকে পূজা করিলে ভূতের ভয় আর থাকে না। ইহার দাড়ি আছে। ইহার কেবলমাত্র মস্তক ও মুখ দেখা যায়, অবশিষ্ট সমুদয় অঙ্গ পরিচ্ছদে আবৃত।

অওসানগঞ্জ-মহল্লায় বড় গণেশের মন্দির আছে। ইনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বড় সড়ক হইতে একটি গলি চলিয়া গিয়াছে। তাহার কোণে জগন্নাথদেবের মন্দির। এখানে তিনটী মন্দির আছে। দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলভদ্র, এবং মধ্যে তাঁহাদিগের ভগ্নী সুভদ্রা। প্রথম দুইটীর হস্তের কনুই পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু হস্ত ও পদ নাই। শেষোক্তটি হস্তপদবিহীন। গলির অন্য কোণের একস্থানে দুইটী সতীমূর্ত্তি অবস্থিত। পুরাকালে যে-দুইটী রমণী সতী হইয়াছিল, এই মূর্ত্তি তাঁহাদিগেরই স্মারক। বড় গণেশের মন্দিরে গণেশের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি হস্তিতুণ্ডবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ। ইঁহার হস্ত ও পদ রৌপ্যনির্ম্মিত। মন্দির-মধ্যে চারিটী ঘণ্টা দোদুল্যমান।

* * * *

সহরের বাহিরে পশ্চিম দিকে পিশাচ-মোচন নামে একটী সুদীর্ঘ সরোবর আছে। ইহার তটে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়। পিশাচমোচন হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বারাণসীধামে আগন্তুক-মাত্রকেই এখানে আসিতে হয়। সহরের লোকেরা বৎসরে একদিন এখানে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে স্নান করিলে পিশাচদিগের ভীতি আর থাকে না। জনশ্রুতি এইরূপ যে, একজন পিশাচ পবিত্রস্থানের গণ্ডীর মধ্যে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিতেছিল। পিশাচ-মোচনের পথের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাগণ তাহার পথরোধ করেন্। সুতরাং, ঘোর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। যুদ্ধে পিশাচই জয়লাভ করে। ক্রমে সে পিশাচমোচনের স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই স্থানে সহরের কোতোয়াল ভৈরবনাথের সহিত সংঘর্ষ হয়। ফলে ভৈরবনাথ পিশাচের মস্তকচ্ছেদ করেন্। অতঃপর তিনি সেই মুণ্ড লইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকটে আগমন করেন্। মুণ্ডটী দেহহীন হইলেও বাক্‌শক্তিহীন হয় নাই। সেই কাটামুণ্ড বিশ্বেশ্বরেব স্তব করিয়া এই বর প্রার্থনা করে যে, তাহাকে সহর হইতে না তাড়াইয়া পিশাচমোচন নামে যেন একটী পুষ্করিণী খনন করা হয় ও গয়া-যাত্রিগণ এখানে যেন প্রথমে আসিয়া স্থানটীকে দর্শন করে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিলেন। ঘাটের উপর মন্দিরের কোণে পিশাচের প্রস্তর-নির্ম্মিত মুণ্ড দেখা যায়। গয়াযাত্রীর মধ্যে যদি কেহ পূর্ব্বে পিশাচমোচন না দেখিয়া থাকে, তবে গয়ালীগণ তাহাকে বারাণসীর পিশাচমোচন দেখিতে অনুরোধ করে। ইহাতে যাত্রীদিগের কষ্ট হয় দেখিয়া গয়াতে পিশাচমোচনের একটী নকল স্থান কৃত হইল। তথায় স্নান করিলে বারাণসী-ধামের পিশাচমোচনের ফল হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা ব্যতীত বৎসরে পিশাচ-মোচনে একটী করিয়া বৃহৎ মেলা হয়। ইহা "লোটাভাণ্টা" নামে খ্যাত। এই দিনে লোকে বেগুনের বেগুনি করিয়া খাইয়া থাকে। ঘাটের পূর্ব্বদিক্‌টি গোপালদাসসাহ এবং অবশিষ্ট স্থানটী মির্চ্চবাই-নামক জনৈক মহিলা নির্ম্মাণ করান্।

সরোবরের পূর্ব্বতটে দুইটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী ও' নক্কুমিশ্র অন্যটি মির্চবাই নির্ম্মাণ করেন। শেষোক্ত মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি কুলুঙ্গি দৃষ্ট হয়।

মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও তাঁহার সন্নিকটে পিশাচ-মোচনের মুণ্ড রক্ষিত দেখা যায়। ইহার পরেই বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি চতুর্ভুজ। এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে পদ্ম; তৃতীয় হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে চক্র। ইঁহার গলে বনফুল-হার। যিনি সর্ব্বব্যাপক তিনিই বিষ্ণু। বিষ অর্থে প্রবেশ, ণ বিশ্ব, উ চৈতন্য। (বিশ্বং ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণুরিতি)। বিশ্বব্যাপক পরমাত্মাকে বিষ্ণু বলা যায়। ইঁহার বক্ষঃস্থলে যে কৌস্তভ মণি আছে, তাহাই চৈতন্যভাস, শ্রীবৎসমায়া, যাহাতে জগৎ মোহিত রহিয়াছে। জীবসমষ্টিই বনমালারূপে নানাবর্ণে গ্রথিত। হৈরণ্যপাত্র অর্থাৎ শুদ্ধ তেজঃস্বরূপ পীতবস্ত্র। যজ্ঞোপবীতই প্রণব, সাংখ্যযোগই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ শ্রবণকুণ্ডল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মাক্ষ, চতুর্ব্বর্গই প্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ। আত্মার উপাসনাতেই চতুর্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পদ্মাকারে মোক্ষবর্গরূপে এক হস্ত হইয়াছে। তমোগুণ সলিল তত্ত্বরূপ-শঙ্খাকরে অর্থবর্গ-রূপে ইহার দ্বিতীয় হস্ত। তৃতীয় হস্তটী রজোগুণ তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন-নামক-চক্রাকারে কামবর্গরূপে পরিণত। প্রাণতত্ত্ব গদা ত্রিগুণময়ী ধর্ম্মবর্গরূপে চতুর্থহস্ত হইয়াছে। সকাম ও নিষ্কাম, উভয় কর্ম্মই ইষুধিদ্বয়। ইন্দ্রিয়গণ শররূপে মণ্ডিত। ক্রিয়াশক্তি রথ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ভূতবৃত্তি ক্রিয়াশক্তি চক্রকুবরাদিতে ব্যক্ত হইয়াছে। বর আর অভয় দুই মুদ্রা। ধর্ম্ম ও জ্ঞান দুই চামর দুই পার্শ্বে উপবীজন। গরুড় বেদরূপ; কারণ; বেদবেদ্য পরমাত্মাকে সর্ব্ববেদেই বহন করেন্। জ্ঞানস্বরূপা কমলাই চিৎশক্তি-রূপে সন্নিহিতা আছেন। নন্দসুনন্দাদি অষ্টদ্বারপাল; ইহারাই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্ব্যূহই ব্রহ্মপুচ্ছ-চতুষ্টয়। বিষ্ণুর পরেই লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি। ইঁহার বামভাগে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি অবস্থিত।

সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সূর্য্যকুণ্ড আছে। এখানে কূপের সংখ্যা ১২টী; পরন্তু দুইটির মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর উপর একটী মন্দির আছে। ইহার কিছু দূরে সূর্য্য-নারায়ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। এই বিগ্রহটী কোটা-বুন্দীর রাজা স্থাপিত করেন্। রবিবারে এখানে সূর্য্যের একটী বিশেষ করিয়া পূজা হইয়া থাকে। হিন্দুরা সূর্য্যকে পরমেশ্বর বলিয়া মানেন্। সৃ গত্যর্থে, ঋ স্থলে উর্। উ-শব্দে গমন। রকারে অগ্নি। য স্বরূপ। অর্থাৎ তৈজস-স্বরূপ, শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপে সর্ব্বত্র গ যিনি, তাঁহার নাম সূর্য্য। সূর্য্য অর্থে তেজঃস্বরূপ পরমাত্মাই জ্যোতিঃব্রহ্ম; যথা "ব্রহ্মজ্যোতিঃ রসোঽমৃতমিতি শ্রুতিঃ।" সুতরাং, সূর্য্য-শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায়। বিশেষতঃ, সূর্য্য-মন্ত্র গায়ত্রীকে সকলে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া থাকেন্। মন্দিরের মেজেয় হোমকুণ্ড আছে। হোমের জন্যই সেই কুণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হোমকালে সূর্য্যপুরাণ পঠিত হয়। এই স্থানটী শাম্বাদিত নামে খ্যাত। কৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতীর পুত্র শাম্বের নাম হইতে শাম্বাদিত-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, একদা শাম্ব অতিগর্হিত পাপ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে শাপ দেন। ফলে তাহার কুষ্ঠ হয়। শাম্বের মাতা কৃষ্ণকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে, তিনি বলেন, 'যদি শাম্ব বারাণসীধামে যাইয়া পুষ্করিণী খনন-

পূর্ব্বক তাহাতে স্নান ও সূর্য্য-পূজা করে, তবেই সে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইবে। শাম্ব তাহাই করেন। এইজন্য পুষ্করিণীর নাম শাম্বাদিত।

সূর্য্যকুণ্ডের নিকট একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে অষ্টাঙ্গ-ভৈরবের ভগ্ন মূর্ত্তি অবস্থিত। ঔরঙ্গজেব ইহাঁকে ভগ্ন করেন।

সহরটীর এই মহল্লায় ধ্রুবেশ্বরের মন্দির আছে। ধ্রুব একজন ঋষি। নক্ষত্রের মধ্যে ইহাঁর স্থান। মন্দিরটীতে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে।

* * *

মানমন্দির-ঘাটের যাহা কিছু প্রখ্যাতি আছে, তাহা কেবল নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রাদির জন্য। গঙ্গানদীতটে মন্দিরটী অবস্থিত। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন্। যে গলি দিয়া গমন করিয়া ঘাটে যাওয়া যায়, তাহাতে দালভী-শ্বরের মন্দির অবস্থিত। উক্ত দেবতার মেঘের উপর ক্ষমতা অধিক। দেবতাটী ভৃঙ্গার-মধ্যে অবস্থিত। তাহা জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকে। দালভীশ্বরের মন্দিরের সংলগ্নীভূত চতুর্ভুজ শীতলা এবং অন্যান্য দেবতা আছেন্।

নিকটেই সোমেশ্বরের মন্দির। সোম অর্থে চন্দ্রদেব। ইহাঁর মন্দিরের অনতিদূরে বারাহী-দেবীর মন্দির।

মানমন্দিরে ভিত্তিযন্ত্র, যন্ত্রসম্রাট্, চক্রযন্ত্র, দিগংশযন্ত্র প্রভৃতি অনেক যন্ত্র আছে। এখান হইতে অনতিদূরে নেপালি মন্দির অবস্থিত। নেপালি মন্দিরের সহিত কোন পৌরাণিকী আখ্যায়িকার সম্বন্ধ না থাকিলেও এবংপ্রকারের মন্দির কাশীতে আর নাই। ইহা ললিতা-ঘাটের উপর অবস্থিত। মন্দিরের উপরিভাগে দোহরা চৌখুটা ও তদুপরি গিল্‌টি-করা কলস দেখা যায়। বারান্দার ধারে বন্দনবাড়ীর ন্যায় ঘণ্টা ঝুলিতেছে। সেই ঘণ্টাগুলি বায়ুবিতাড়িত হইয়া স্বয়ং বাজিতে থাকে। সমক্ষে বড় নন্দী দৃষ্ট হয়। মন্দিরের নিকটে নেপালিগণের থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা আছে।

* * *

মানমন্দিরের দক্ষিণে দশাশ্বমেধ ঘাট। এই ঘাটটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস। বারাণসীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে দশাশ্বমেধ একটি। অপর চারিটীর নাম অসিসঙ্গম, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা এবং বরুণাসঙ্গম। তীর্থকামিগণ অসি-ঘাটে ধর্ম্ম-কৃত্যাদি করিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে আসে, এবং তথায় পূজাদি করিয়া মণিকর্ণিকায় গমনপূর্ব্বক কূপে স্নান করে। এখান হইতে তাহারা পঞ্চগঙ্গায় গমন করিয়া পরে বরুণাসঙ্গমে সমাগত হয়।

দশাশ্বমেধ-ঘাটের প্রবাদ এই যে, একদা হরপার্ব্বতী মন্দরাচলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মহাদেবের মন সহসা উদ্বেগপূর্ণ হইল। কাশী তখন দিবোদাসের হস্তগত। সমস্ত দেবতাই কাশী হইতে বিতাড়িত হয়। মহাদেব তখন ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্রহ্মাকে বারাণসীর সংবাদ আনিতে ও রাজা দিবোদাসকে রাজ্যচ্যুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রহ্মার বাহন হংস আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা

তদুপরি আসন-গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পঁহুছিয়া তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজা দিবোদাসের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। রাজা ব্রহ্মাকে চিনিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মণবোধে দান দিতে উদ্যত হইলে, ছদ্মবেশী ব্রহ্মা বলিলেন, 'আমি প্রব্রজ্যা ধারণ করিয়াছি, সুতরাং আমি দান গ্রহণ করিব না। যদি দান দেওয়াই আপনার বাসনা থাকে, তবে দশটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের উপকরণ দিন্; আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে চাই।' রাজাও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মা ভাবিয়াছিলেন যে, যজ্ঞের উপকরণ দিতে রাজার কোনও না কোন ত্রুটি সংঘটিত হইবে এবং অমনি সেই পাপের জন্য তিনি তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবেন। কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। রাজার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। ব্রহ্মা যজ্ঞ-সমাপন করিয়া স্থানটীকে 'দশাশ্বমেধ'-নাম দিলেন। এই দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিলে প্রয়াগ-যাত্রার ফল হয়। ব্রহ্মা এখানে দুইটী বিগ্রহ রাখেন; তন্মধ্যে একটীর নাম দশাশ্বমেধেশ্বর এবং অন্যটী ব্রহ্মেশ্বর। প্রথমটী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত ও বৃহদাকার এবং দ্বিতীয়টী ক্ষুদ্র। প্রবাদ এইরূপ যে, দশাশ্বমেধেশ্বরের পূজা করিলে পুনর্জন্ম হয় না। ব্রহ্মেশ্বরের পূজায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। যে-মন্দিরে উক্ত দুই বিগ্রহ আছে, তথায় অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষার্দ্ধে অনেক ব্যক্তি দশাশ্বমেধঘাটে এবং নিকটস্থিত রুদ্রসরোবরে স্নান করে। পনের দিন ব্যাপিয়া পূজাদি চলিয়া থাকে।

দশাশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, তিনি যে-কার্য্যে আসিয়াছিলেন, সে কার্য্যের কিছুই হইল না। এদিকে রাজাও তাঁহাকে সমাদরের সহিত তাঁহার জন্য একটি মন্দির-নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তখন কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। শিবের নিকট তিনি আর প্রত্যাগত হইলেন না। ব্রহ্মা হিন্দুর একটি প্রধান দেবতা। সৃষ্টির আদিতে কেবলমাত্র পরব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা অবস্থিত ছিলেন। তিনি আপনার শরীর হইতে প্রকৃতি পুরুষ-জড়িত এক বিরাট পুরুষকে প্রকাশ করেন। সেই পুরুষই ব্রহ্মা। তিনি আপনি দুই ভাগ হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে উৎপন্ন হইলেন। পরে ঐ স্ত্রীতে সম্ভোগ-দ্বারা বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করেন। ইহারই অভিপ্রায়ে স্মৃতি-পুরাণাদির প্রজোৎপত্তি-ব্যাপার-বিশিষ্ট ব্রহ্মার কন্যা-হরণ-প্রস্তাব কথিত হইয়াছে। ইহা রূপকমাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী-মহল্লায় দুইটী মন্দির আছে। মন্দিরদ্বয়ের প্রখ্যাতি অধিক। তন্মধ্যে একটী মন্দির সিদ্ধেশ্বরীর। ইঁহার মন্দিরের সংলগ্ন চন্দ্রকূপ নামে একটী কূপ আছে। চৈত্র পূর্ণিমায় এখানে লোকগণ সমাগত হইয়া কূপে চন্দ্রের পূজা করে। মন্দিরস্থিত দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি দুর্গা-দেবীর মূর্ত্তি আছে। ইঁহার এক হস্তে পদ্ম, অন্যটিতে অসি, তৃতীয়টি সিংহের উপর এবং চতুর্থটী মহিষের উপর। বারান্দার পশ্চাদ্ভাগে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। ইনিই সিদ্ধিদাতা। সঙ্কটাদেবীর মন্দিরেরও সঙ্কট-নিবারণের প্রখ্যাতি আছে। সঙ্কটাদেবীর মন্দিরের সংলগ্ন একটি মঠ আছে। এখানে ব্রাহ্মণবালকেরা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া

থাকে। সিঁড়ি দিয়া নিম্নে নামিলেই সঙ্কটাঘাট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে মহাবীর ও মহাদেবের মূর্ত্তি আছে।

সঙ্কটাঘাটের উত্তরে রামঘাট। এখানকার সিঁড়ির উপর একটী মন্দির আছে। স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতার সমাবেশ দেখা যায়। দেবতাদিগের পরিধানে কিংখাপের পরিচ্ছদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

কবি-কুঞ্জ।

(১)

কবি-কুঞ্জ, মরি এই কি সুখের স্থান,
ভারতীর লীলাস্থল, সুখের উদ্যান!
হেথায় পঞ্চম স্বরে, কোকিল কুহরে জোরে,
পাপিয়া ললিত গায়, সুখের কেমন!
সুখকর বহে সদা মৃদুল পবন!

(২)

হেথায় কুসুম ফুটে সৌরভ বিলায়,
সাহিত্যের তীর্থযাত্রী ভাবুকে মাতায়;
হেথায় আকাশ-বাসে কোটি চন্দ্র পরকাশে,
সুবিমল রশ্মি-রাশি করে বিতরণ;
চকোর করিয়া পান সুখে নিমগন!

(৩)

প্রকৃতির কুঞ্জে এই বিটপীর দল
ফল-ফুলে সুশোভিত সুন্দর সরল;
লতিকা আনন্দে করে পরিণয় তরু-বরে,
মুকুল-শঙ্খের মুখে ভ্রমর-গুঞ্জন!—
মরি কি সুধার ধারা শ্রবণ-রঞ্জন!

(৪)

বাণীর নিকুঞ্জ এই কিবা রম্য স্থল,
রাতুল চরণে তাঁর শোভে শতদল!
হস্তেতে বীণার তার ঝঙ্কারিয়া অনিবার,
মরি কি সুধার ধারা করে বরিষণ,
ভক্তের পিয়াস মিটে, জুড়ায় জীবন!

(৫)

ছয় রাগ মূর্ত্তিমতী ছত্রিশ রাগিণী,
বাণীরে বরণ করে দিবস-যামিনী;
বাণীর তনয় কবি, প্রকৃতি সরল ছবি,
উৎসব আসবে সব মত্ত অনিবার,
অমৃতের নদী বহে সুখের আধার!

(৬)

শোক তাপ নাহি ভাবে, সব ভুলে যায়,
আপনি মাতিয়ে রসে সবারে মাতায়;
সদাই আনন্দ হেথা, নাহি কিছু মনে ব্যথা,
আনন্দ-আশ্রম এই শুদ্ধ নিকেতন,
বাণীর নিকুঞ্জ এই ত্রিদিব-ভবন।

(৭)

ম্লানজ্যোতি হীরা-মুক্তা, সুদীপ্ত কাঞ্চন,
হেথায় লজ্জিত কাছে বাণীর চরণ;
হেথা যশ প্রতিভার, ঐশ্বরিক ক্ষমতার,
হেথায় কবির রাজ্য, বাণীর আলয়,
কবির গৌরব সদা প্রতিষ্ঠিত হয়!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(নন্দলালবাবুর বাটী)

(নন্দলাল ও ঘটকের প্রবেশ।)

নন্দ। কিহে, একটা মেয়ে টেয়ে জোগাড় কর্ত্তে পার্লে না?

ঘটক। সে কি ম'শাই? এত মেয়ে দেখালুম্, আপনি ত কোনটাতেই মনোযোগ কর্লে'ন না!

নন্দ। ছেলের বিয়ে দোব! জান কি, মোটে একটা ছেলে, তা' মনের মতন ঠিক্ না হ'লে ত দিতে পারি না! তবে বিয়েটা আমি শীগ্গির দিতে চাই। ছেলেটা 'বিলেত যাব, বিলেত যাব' করে অস্থির হ'য়েছে, সেই জন্যে আমার এত ইচ্ছে যে বিয়ে দিয়ে তবে বিলেত পাঠাই। যদি বিয়ে না দিয়ে পাঠাই, জানি কি, এখনকার সব ছেলে,—যদি বিলেত থেকে একটা মেম্ বিয়ে ক'রে আসে!

ঘট। কই, সেটা বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আগে সেটা হ'ত বটে! সে-কালে লোক বিলেত গিয়ে ক্রীষ্টান হ'ত, মেম বিয়ে ক'র্ত্ত; ফিরে এসে খাস্ সাহেব সাজ্‌ত। কিন্তু আজকাল ছেলেদের মন সে-রকম নেই। শুনেছি, এখন অনেক বাঙ্গালীর ছেলে বিলেত গিয়ে কাপড় পরে, একাদশী করে, জপ-আহ্নিক করে। মেম বিয়ে কোরে ক্রীষ্টান হওয়া ত দূরের কথা!

নন্দ। হ্যাঁ, সে-কথাটা মিথ্যা নয় তবে আজকালকার ছেলেরা বাপ্-মার বড় অবাধ্য। বিশেষতঃ, বিয়ে করা সম্বন্ধে! এই সেদিন আমার এক শালীর ছেলে, ছোঁড়া এম, এ, পাশ ক'রেছে, ছোঁড়া কারু কথা শুন্‌লে না—একটা দুঃখী বিধবার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল।

ঘট। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) তারপর?

নন্দ। তারপর আর কি? এখনকার সব ছেলেদেরই এক দশা! এত ক'রে ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখালুম, তারপর কোন্ দিন, হয়ত একটা গরিবের মেয়ে, নয় ত একটা ব্রাহ্ম কিংবা বিধবা বিয়ে ক'রে আন্‌বে। সেই জন্যেই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে বিলেত পাঠাব মনে কচ্ছি।

ঘট। বেশ ত, ঐ মিত্তিরদের মেয়েটী ত খুব সুন্দরী! আর বনেদী বড় ঘরের মেয়ে। তা হলে ঐখানেই ঠিক্ ক'রে ফেলুন্ না? কি বলেন্?

নন্দ। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তা'দের আগে ছেলে দেখে যেতে বোলো, তারপরে যা হয় করা যাবে।

ঘট। আজ্ঞে, তাঁরা বলেছেন, ছেলে তাঁরা দেখ্‌বেন্ না। ছেলে ক'নের ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, ছেলে তাঁদের দেখা আছে। তাঁরা আরও ব'লেছেন, আপনার যদি মত হয়, তা হ'লে দেনা-পাওনাটা মিটিয়ে ফেলে বিয়ের দিন স্থির কর্ব্বেন্।

নন্দ। দেনা-পাওনা মেটামিটি আর কি? আমি ত বলেই দিয়েছি, নগদ দশ হাজার টাকা দিতে হবে। এর কমে আমি পার্ব্বো না।

ঘট। ম'শাই, সে কথা আমি বলেছিলুম্, কিন্তু তাঁরা অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে বলে দিয়েছেন যে, অনুগ্রহ করে কিছু কম জম করে নিন্! তাঁরা নগদ ছ' হাজার টাকা দেবেন্। অনেক মিনতি ক'রে বলে দিয়েছেন যে, অনুগ্রহ ক'রে এইতেই রাজি হয়ে মেয়েটীকে নেবেন্। আপনার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তাদের বড়ই ঝোঁক্ পড়েছে।

নন্দ। হুঁঃ,—আমার রূপ দেখে ঝোঁক্ পড়েছে; না, আমার ছেলের গুণে ঝোঁক্ পড়েছে? অনারে বি, এ, পাশ করেছে, বছর বছর মেডিকেল কলেজে পাশ ক'রে মেডেল পাচ্ছে! আমার হীরের টুক্রো ছেলে! দশ হাজার টাকা ত' আমি খুব কম ক'রে বলেছি; বিশ হাজার টাকা বল্লেও অন্যায় হ'ত না। দশ হাজার টাকা দিয়ে যে এমন জামাই পাবে, তার ভাগ্যি ভাল। হুঁঃ—!

ঘট। (স্বগত) ছেলের বিয়ে দেওয়া নয়, যেন গরু-ছাগল বেচ্‌তে ব'সেছেন! আমাদের যে দু'পয়সা রোজগারের আশা ছিল, তা এই ব্যাটাদের কশা-মাজাতেই সব যেতে বসেছে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, সেখানে তা হ'লে হবে না?

নন্দ। যাও, তুমি তাদের বল গে, আমার যে কথা, সেই কাজ! নগদ দশ হাজার টাকা দিতে পারে ত হবে, নইলে তাদের অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ্‌তে ব'ল। বিশেষ আমার ছেলেকে বিলেত পাঠাতে হবে, তাতে কত খরচ হবে, তার ঠিক্ রেখেছ?

ঘট। যে আজ্ঞে! আর একটী মেয়ে আছে, সেখানে বেশ পাওনা-থোও্না হ'তে পারে।

নন্দ। (ব্যস্তভাবে) কোথা? কোথা?

ঘট। আজ্ঞে, ঐ বি, এল্ মজুমদারের মেয়ে। তাঁর সবে ঐ একটী মেয়ে। ছেলে তাঁর পছন্দ হ'লে, যা চাইবেন্, তিনি তাই দেবেন্। এমন কি তিনি ছেলের বিলেত যাবার খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত আছেন্।

নন্দ। (ঈষৎ বিরক্তভাবে) তবে সেখানে এতদিন কথা পাড় নি কেন?

ঘট। আপনার মেয়ে পছন্দ হবে কি না হবে, সেইজন্যে কথা পাড়ি নি।

নন্দ। কেন, মেয়ে কি বড় কুৎসিত?

ঘট। আজ্ঞে না, মেয়ে কুৎসিত নয়। নিখুঁত সুন্দরী না হ'লেও মেয়েটী দেখ্‌তে মন্দ নয়। তবে কিনা, মেয়েটী একটু বড়। আপনি ছোট মেয়ে খুঁজ্‌ছেন, এ মেয়েটী বছর-ষোল হবে। জানেন্ ত, ব্যারিষ্টারের মেয়ে, বিলেত-ফেরত লোক, তিনি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ন'ন্।

নন্দ। ওঃ, তা হোক্, তা হোক্! আজকালকার ছেলেরা ডাগর মেয়েই বেশী পছন্দ করে। আমার প্রফুল্লও বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নয়। তুমি আজই সেখানে গিয়ে খপরটা নিও। বুঝ্‌লে? ভুল না!

ঘট। আচ্ছা, আমি আজই যাব। কাল আপনি নিশ্চয় সংবাদ পাবেন্।

নন্দ। (স্বগত) কি জানি, এমন সম্বন্ধটা যদি দেরি হ'লে ফস্কে যায়! শীগ্‌গির

একটা ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেলেই ভাল হয়। (প্রকাশ্যে) কেন আজ্‌কে খপরটা দিয়ে যেতে পার্ব্বে না?

ঘট। আচ্ছা, চেষ্টা ক'র্ব্ব। এখন তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

[অপর দিক্ হইতে বিজয় এবং স্বকুমারীর প্রবেশ]

স্বকু। এলাহাবাদ থেকে কবে এলে?

বিজ। কাল রাত্রের ট্রেণে এসে পৌঁছেছি, মাসীমা! আপনারা সব ভাল আছেন্?

স্বকু। হ্যাঁ বাবা! তুমি ভাল আছ?

বিজ। হ্যাঁ, সেখানকার জল হাওয়া বেশ ভাল, শরীর বেশ থাকে।

স্বকু। একেবারে দেশ-ছাড়া হ'য়ে পড়্‌লে বাছা! দেখা পাওয়া দায় হ'ল। প্রফুল্ল আর তুমি ছেলেবেলায় দু'টীতে দিনরাত্ একসঙ্গে পড়্‌তে, একসঙ্গে বেড়াতে, যেন দু'টী মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন! তুমি চ'লে গিয়ে প্রফুল্লর বড় কষ্ট হ'য়েছে।

বিজ। আমারও আপনাদের জন্যে ভারি মন কেমন করে। এক এক সময় এমন হয় মাসী-মা, কি আর বোল্‌বো? বড় কষ্ট হয়, কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু ক'র্ব্ব কি? এই ত সংসারের দশা! পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়। আজকাল উকিলদের এমন দুর্দ্দশা হ'য়েছে যে, কোর্টে বসে কাঁদ্‌তে হয়। দূরদেশে গিয়ে পড়্‌লে যদি দু'পয়সা পাওয়া যায়, এই আশা!

স্বকু। পাচ্ছ কিছু?

বিজ। এই ত সবে গিয়েছি। এখন আর কি পাব? তবে পুরোণো উকিলরা বল্‌ছেন, কিছুদিন থাক্‌লে কিছু হ'তে পারে।

স্বকু। পশার হ'লে মাকে-বৌকেও নিয়ে যাবে না কি?

বিজ। (হাসিয়া) আগে পশারই হোক্।

স্বকু। হ্যাঁ বিজয়! শুন্‌লুম তোমার শাশুড়ী ষষ্ঠীর তত্ত্ব ভাল ক'রে করে নি ব'লে তোমার মা না-কি তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন্?

বিজ। হ্যাঁ। মা কি কাজটা ভাল ক'রেছেন?

স্বকু। তা, বাছা, প্রথম তত্ত্ব একটু ভাল ক'রে কর্ত্তে হয় বৈ কি!

বিজ। সে কোথায় পাবে? সে দুঃখিনী বিধবা! তা'র কি সাধ যায় না, তার মেয়ে-জামাইকে ভাল জিনিষ দিতে? ক্ষমতায় না কুলুলে, দেবে কি ক'রে? যা দিয়েছিল, তা' অতি যত্নেই দিয়েছিল। যে ক'রে মা-কে চিঠি-খানা লিখেছিলেন্, তা' দেখ্‌লে পাষাণও গলে যায়, তবু আমার মায়ের প্রাণে দয়া হ'ল না।

স্বকু। বড্ড শাশুড়ীর দিকে টেনে বল্‌ছ, বাছা! তোমার মা তোমাকে কত কষ্টে মানুষ ক'র্লে, তোমার বিয়ে দিয়ে দু'পয়সা পাবে কোথায়, তা' না হ'য়ে তা'রা ত এক পয়সাও দিলে না, আবার তত্ত্বও যদি একটা ভাল ক'রে না করে, তা হ'লে মায়ের মনে কষ্ট হয় না?

বিজ। ছি ছি, মাসীমা! আপনি আমার কথা বুঝ্‌তে পার্লেন না। শাশুড়ীর দিকে টেনে বল্‌বার আমার কি দরকার? সে আমার কে? বরং মাকে ভাল মন্দ দু'টো কথা ব'ল্‌তে পারি, কেন না মা আমার। শাশুড়ী পর ব'লেই তাকে কোন কথা বল্‌তে পার্ব্ব না। আর আপনি যে বল্‌ছেন,

মা কত কষ্টে মানুষ ক'রেছেন! তা' আপনারা কি বল্‌তে চান্‌, লোকের বাপ্‌-মা মানুষ করে ছেলেকে মেয়ের বাপের কাছে বিক্রী কর্ব্বার জন্যে? বাপ্‌-মা ছেলেকে লালন-পালন ক'র্ব্বেন, লেখাপড়া শেখাবেন, এত ঈশ্বরের নিয়ম! বাপ্‌-মার কর্ত্তব্য বাপ্‌মায় কর্ব্বেন্‌, ছেলের কর্ত্তব্য ছেলেয় ক'র্ব্বে। ছেলে উপযুক্ত হ'লে, কাজ-কর্ম্ম ক'রে হোক্‌, মোট ব'য়ে হোক্‌, উপার্জ্জন ক'রে বাপ্‌ মাকে এনে দেবে, প্রাণপণে বাপ্‌-মার সেবা ক'র্ব্বে। তা' না হয়ে, কি বিয়ে ক'রে লোককে উৎপীড়ন ক'রে কতকগুলো টাকা আদায় ক'র্লে ই ছেলের কর্ত্তব্য-পালন হয়? সেটা টাকা নয়, মাসীমা! মানুষের চোখের জল! গরম রক্ত! পরপীড়ন ক'রে টাকা নিলে তা'তে সুখ হয় না, সে অধর্ম্মের পয়সা ভোগে লাগে না।

সুকু। তোমরা বাছা, নতুন উকিল হ'য়েছ, তোমাদের বক্তৃতার কাছে আমরা কোথায় লাগ্‌ব? তবে যা চ'লে আস্‌ছে, তাই লোকে করে ও ক'চ্ছে।

বিজ। এই জন্যেই আমাদের দেশেরও এত দুর্গতি! আমাদের দেশের লোকের প্রাণে সমবেদনা নেই, কেউ কারও দুঃখে কাতর হয় না। একতা নেই, সাহানুভূতি নেই, কেবল যে যা'র স্বার্থ নিয়ে উন্মত্ত। তাই আজ আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট।

সুকু। এ তোমার অন্যায় কথা, বাছা!

বিজ। আমার অন্যায় নয় মাসীমা, আপনারা বোঝেন্‌ অন্যায়। মাকে যদি একটা কথা বোঝাতে যাই ত' মা উল্‌টে আমার উপর রাগ করেন!

সুকু। (স্বগত) উনি যে বল্লেন্‌, মিছে নয়। এখনকার ছেলেগুলো হ'ল কি? লজ্জা-সরম একটু নেই, গুরুজনের কাছে একটু সমি নেই। (প্রকাশ্যে) তোমাদের সঙ্গে কথায় পার্ব্বো না। তোমাদের ছেলেপুলে হোক্‌, তখন দেখে নোব। এখন চল, একটু জলটল্‌ খাবে।

[প্রফুল্লর প্রবেশ]

প্রফু। কি হে কতক্ষণ?

বিজ। এই আস্‌ছি ভাই! তোমাদের দেখা-শুনো ক'র্ত্তে!

প্রফু। হ্যাঁ, দেখাশুনো ক'র্ত্তে আস্‌বে বৈ কি! এখন যে তুমি বিদেশী!

বিজ। কি করি ভাই, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়।

প্রফু। তোমার আস্‌বার কথা শুনে আমি সকালে বিছানা থেকে উঠেই তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুনলুম্‌, তুমি বাড়ী নেই। ভাবলুম দেখাটা হয় কি না সন্দেহ!

বিজ। অত ঠাট্টা কেন? তুমিও আগে কলেজ ছাড়, তারপর দেখা যাবে। সংসারের স্রোতে কোথায় ভেসে বেড়াতে হবে!

প্রফু। এখন ভিতরে চল, তারপর তোমার লেক্‌চার শোনা যাবে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ

[মণীন্দ্র ও প্যারিচাঁদের প্রবেশ।]

প্যারি। হা—হা—মণি! ভারী মজা হ'য়েছে।—

মণি। কি হে, ব্যাপার কি?

প্যারি। অ্যাঁ, ব্যাপার? হাঃ—হাঃ— ব্যাপার বেশ চমৎকার!

মণি। কেন? কেন? কি হ'য়েছে?

প্যারি। হাঃ—হাঃ—ভারী মজা!

মণি। কি মজা তার নাম নেই?

প্যারি। সুন্দর! চমৎকার! হাঃ—

মণি। যাও, নাই বল, আমি চল্লুম।

[প্রস্থানোদ্যত]

প্যারি। (মণীন্দ্রের হাত ধরিয়া) আরে ভায়া, যাও কোথা? সুখপর হে, সুখপর?

মণি। তোমার পেটের কথা পেটে রইল, তা সুখপর কি কুখপর আমি জান্‌ব কি করে?

প্যারি। হেম ঘোষ, হেম ঘোষ!

মণি। আঃ—কি বিপদ্! কি হ'য়েছে হেমঘোষের? স্পষ্ট ক'রেই বল না ছাই!

প্যারি। ভারী দুঃখের দশা হ'য়েছে! সে বাবুয়ানা-ভুঁড়ি নেই, সে বড়মানুষী পোষাক নেই, গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই; একটা মুটে-মজুরের মতন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! ব্যাবসা ফ্যাব্‌সার দফা একবারেই রফা! একদিন আমি বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিলুম্।

মণি। হ্যাঁ, তোমাকে যে কথা বল্লুম্, সে কাজের কি ক'র্লে?

প্যারি। কি কাজ?

মণি। (চুপি চুপি) তা'র সেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বার কথা?

প্যারি। (হাসিয়া) ওঃ!—তা'র জন্যে আর ভাবনা কি? সে মনে কর তোমার ঘরেই রয়েছে!

মণি। তাই না-কি?

প্যারি। আমি যে-কালে ব'লেছি ধ'রে এনে দোব, তা' যেমন ক'রে পারি এনে দোব। ত'ার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই।

মণি। হ্যাঁ, ত'াকে ধ'রে আন্‌তে না পার্লে, আমার মনে শান্তি নেই। তা'কে ধরে আনতে পার্লে তবেই আমার অপমানের প্রতিশোধ হবে। তবেই হেমঘোষ জব্দ হবে।

প্যারি। সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক, দাদা! নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমাকে যে-কালে এ কাজের ভার দিয়েছ, তখন আর কোন ভাবনা নেই। আমি তা'কে তোমার কাছে এনে দোবই, দোব!

মণি। (সহাস্যে) মেয়েটা যে ভাই, যেন স্বর্গের অপ্‌সরী! সে মেয়েটাকে পেলে আর আমি কিছুই চাই না।

প্যারি। চুপ্ চুপ্! কে আস্‌ছে না?

মণি। কৈ? [দেখিয়া] হ্যাঁ, ও যে হেম ঘোষেরই লোক না?

প্যারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ত বটে! ও বেটার যে দর্প! যেন কেউটে সাপ। মনিবের চেয়ে এককাটি সরেস!

[সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ]

প্যারি। [অগ্রসর হইয়া] কি হে ম্যানেজারবাবু! কুশল ত?

সর্ব্বে। (স্বগত) আঃ! এ আপদ আবার কোথা থেকে জুট্‌ল? [প্রকাশ্যে] ঈশ্বরের যেমন অভিরুচি!

প্যারি। মহাশয়, পদব্রজে যাওয়া হচ্ছে কোথায়? মনিবের অত গাড়ী-ঘোড়া সর্ব্বদা চ'ড়ে বেড়াতেন্! আজ পদব্রজে কোথায় গমন হ'চ্ছে? ম'শায়ের চাকৃরি বাকৃরি গেছে না কি? মনিব তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? মুখ অত শুক্‌নো কেন?

সর্ব্বে। [বিরক্তিভাবে] আমি ম'শায়ের

এ অযাচিত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। [স্বগত] উঃ, মানুষ এত নীচও থাকে! আমাদের এখন সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ঘট্‌ছে, তাই দেখে লোকের আমোদ হচ্ছে! এ-সব নরকের কীটকে ধিক্।

প্যারি। [সপরিহাসে] আমাদের কাছে কাজ কর্ব্বেন! [মণীন্দ্রকে দেখাইয়া] আমাদের এই বাবুর মতন সদাশয় লোক আর নেই। যখন যা চাইবেন, তাই পাবেন। কাজও এমন কিছু ক'র্ত্তে হবে না; কেবল বাবুর বৈঠক্‌খানায় ব'সে থাক্‌বেন, মজা ক'র্ব্বেন, খাঁটি খাবেন্। আর মেয়েমানুষ চান্, তাও পাবেন।

সর্ব্বে। ম'শায়! অনুগ্রহ ক'রে রাস্তা ছাড়ুন, আপনার সঙ্গে কথা কইবার এখন আমার সময় নেই।

[প্রস্থান]

প্যারি। দেখ্‌লে ব্যাটার তেজ দেখ্‌লে?

মণি। এ তেজ শীগ্‌গিরই যাবে।

প্যারি। ব্যাটা যা'র গুমোরে গুমোর করে বেড়াত, সে ত আজ একটা মুটে-মজুর বল্লেই হয়। ও-ব্যাটার তবুও অহঙ্কার ঘোচে নি!

মণীন্দ্র। এ অহঙ্কার বেশী দিন থাক্‌বে না। হেম ঘোষের মান-মর্য্যাদা সব যাবে,—সব যাবে, তার মাথা ধুলোয় লুটোবে, মণিরায়ের অভিশাপ বিফল হ'চ্ছে না।

[উভয়ের প্রস্থান]

[একদিক্ হইতে প্রফুল্ল ও অপর দিক্ হইতে সর্ব্বেশ্বরের পুঃন-প্রবেশ]

সর্ব্বে। এই যে প্রফুল্লবাবু! একবার আপনার সন্ধানেই যাচ্ছিলুম

প্রফু। (ব্যস্তভাবে) কেন, কেন? সব ভাল ত?

সর্ব্বে। ভাল আর বল্‌ব কেমন ক'রে?

প্রফু। কেন কারু অসুখ করেছে না-কি? সুবোধ ভাল আছে? রমা ভাল আছে ত?

সর্ব্বে। শারীরিক এক রকম সকলেই ভাল আছেন, কিন্তু বাবুর মানসিক অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর! যেন উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে! নাওয়া খাওয়া ত নেই বল্লেই হয়, সহস্র ডাকে সাড়া দেন না। কখনও কখনও কথা ক'ন্ ঠিক্ পাগলের মতন। আমার বোধ হয়, তাঁর চিকিৎসা করা দরকার। তাই আপনার কাছে পরামর্শ কর্ত্তে এসেছি।

প্রফু। আমি সামান্য লোক, কি পরামর্শ দোব? একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এনে দেখান্।

সর্ব্বে। এ সংসারে সব লক্ষ্মীর বরযাত্রী, প্রফুল্লবাবু! পয়সা না পেলে কেউ কথা কয় না! বাবুর অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সব গা-ঢাকা দিয়েছেন! বড় বড় লোক, যাঁরা বাবুর বৈঠকখানায় বস্‌তে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্ত্তেন, তাঁরা আজ বাবুর নাম কর্লে চিন্তে পারেন না। অনেক লোককে দেখ্‌লুম, কেবল দেখ্‌ছি আপনিই তাঁর আগেকার মত বন্ধু আছেন। তাই আজ আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছি; নইলে আসতুম্ না। সর্ব্বেশ্বর সে ধাতের লোক নয়।

প্রফু। [সলজ্জভাবে] আপনি বয়সে আমার পিতৃতুল্য, আমাকে লজ্জা দেবেন না। কি ক'র্ত্তে হবে বলুন। আমাকে যা বল্‌বেন তাই ক'র্ব্ব।

সর্ব্বে। আপনি মেডিকেল কলেজের একজন উচ্চশিক্ষিত ছাত্র; চিকিৎসা- ও চিকিৎসক-সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতাও জন্মেছে। কোন্ ডাক্তারকে দেখান যাবে, আপনি বিবেচনা ক'রে বলুন্! আর,—আপনি সঙ্গে ক'রে আপনার কোন চেনা ডাক্তারকে নিয়ে গেলে তিনি যত্ন ক'রে চিকিৎসাও ক'র্ব্বেন। বাবুর আর্থিক অবস্থা কি-রকম হ'য়েছে, তা ত আপনি জানেন্। এতবড় লোকটার এমন শোচনীয় অবস্থা বড় ভয়ানক, বড় কষ্টদায়ক। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। আমি তাঁর বাপের আমল থেকে এই কাজ কর্চ্ছি। সব দেখেছি, সব জানি। কি ক'রে যে আবার তাঁর অবস্থা ফির্‌বে, আমি ভেবে কিছুই ঠিক্ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না।

প্রফু। আপনিই সার্থক সংসারে এসেছিলেন। আপনার মতন মহৎ ব্যক্তি অতি-বিরল! আপনি চেষ্টা ক'র্লে, আপনি যত্ন ক'র্লে, নিশ্চয়ই তাঁর আবার উন্নতি হবে। যে ব্যবসাটা চালাচ্ছিলেন, তার কি হ'ল?

সর্ব্বে। সেও ত গিয়েছে! একে অর্থের অনাটন, তা'তে বাবুর অমনোযোগ। মহাজনরা মাল ধারে দিতে চায় না। আমি একা আর কি ক'র্ব্ব?

প্রফু। দেখুন্, আপনাদের মতন লোক্‌কে পরামর্শ দেওয়া আমাদের ধৃষ্টতা, কিন্তু আমার বোধ হয়, তাঁকে এ-সময় কোন কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত রাখ্‌তে পার্‌লে ভাল হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁর মনের বিকৃতি ঘটেছে। মনের বিকার ও'ষধে কি উপশম হবে? কাজকর্ম্ম কিছু না ক'রে, মানুষ যদি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকে, তা'হ'লে কাজেই ত'ার মনের বিকৃতি ঘটে। হয় পাগল হয়, নয় বিপথে যায়।

সর্ব্বে। সে কথা ত আমিও বুঝ্‌তে পার্চ্ছি, কিন্তু এখন কি কাজ আর আছে? কাজ-কর্ম্মে তাঁকে ব্যস্ত রাখ্‌ব কি ক'রে! বিষয়-আশয় সব গেল, ব্যবসায়-বাণিজ্য গেল, আর কোন ব্যবসারও ত উপায় দেখ্‌ছি না। তবে আর তাঁকে কি কাজে ব্যস্ত রাখ্‌ব?

প্রফু। কাজের ভাবনা কি? মানুষের চোখের সাম্‌নে কত কাজ প'ড়ে রয়েছে, বেছে নেওয়াই শক্ত! আমার বিবেচনায় তাঁর এখন কোনও চাকৃরি ক'র্লে ভাল হয়। বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল, ব্যবসা চল্‌বে না; সুতরাং, এমন অবস্থায় চাকৃরি করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ত দেখ্‌তে পাই না। তিনি এখন যদি কোনখানে চাকৃরি করেন, অর্থোপার্জ্জনও হয়, মনও ভাল থাকে।

সর্ব্বে। আপনি বেশ বলেছেন! আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, তিনি কি বলেন!

প্রফু! যদি তিনি চাকৃরি ক'র্ত্তে স্বীকার করেন্, তা হ'লে আমি তাঁর জন্যে কাজের চেষ্টা ক'র্ত্তে পারি।

সর্ব্বে। এখন তাঁর মত হ'লে হয়!

প্রফু। আচ্ছা, আমিও তাঁকে বল্‌ব। তবে এখন আসি। নমস্কার।

সর্ব্বে। নমস্কার।

[প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

বিয়োগ-বিলাপ।

(৺ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণে)

দেব!

সত্যই কি গেছ তুমি,
আঁধারিয়া মাতৃ-ভূমি,—
ডুবেছে গঙ্গার জলে দরিদ্রের ধন ?—
মা'র বুকে হানি ছুরি,
সত্যই করেছে চুরি
লুকা'ন মাণিক তার, কৌস্তুভ রতন ?

দেব!

সত্যই কি অমানিশা
অন্ধ করি দশ দিশা,
বঙ্গের আঁখির আলো দিয়াছে নিভিয়ে ?—
কি শুনিনু এ কু-রব,
দিগন্ত আকুল সব,
পুণ্যব্রত ঋষিবর, গিয়াছ চলিয়ে ?

দেব!

এযে চন্দ্র-সূর্য্য-পাত,
দেশ-যোড়া বজ্রাঘাত,
পিতৃহীন বন্ধুহীন দেশবাসিগণ,
এ যে শোক সীমাশূন্য,
হৃদিপিণ্ড শতচূর্ণ!
তুমি নাই—নাই সেই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ?

দেব!

জননীর চির-ভক্ত,
জন্ম-ভূমি-অনুরক্ত,
অক্রোধ, অজাত-শত্রু, উদার, সরল,
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মাত্মা ধীর,
আত্মজয়ী চিত্ত স্থির,
বিশুদ্ধ, অপাপ-বিদ্ধ, নিষ্কাম, নির্ম্মল

দেব!

মুখে মধুমাখা হাসি,
সতত মধুর-ভাষী,
মধুর স্বভাবে তব বিশ্ব মধুময়,
তথাপি তেজস্বী বীর
বরণীয় পৃথিবীর,
নির্ভীক শূরেন্দ্র তবু ক্ষমা স্নেহময়!

দেব!

"কঠোর বজ্রের তুল্য
কোমল-কুসুম-ফুল্ল",
সার্থক সে মহা-বাক্য তোমাতে ধরা
হেন পুত্র তপোনিষ্ঠ—
—জানি না কি শুভাদৃষ্ট—
লভিলা এ বঙ্গভূমি কত তপস্যায়।

দেব!

স্বর্ণপ্রসূ—রত্নখনি,
মাতৃদেবী সোণামণি,
তাঁরি পুণ্যে বিধি তোমা পাঠালে মরতে
আলোকে হইল রাঙ্গা,
গৃহ "নারিকেল ডাঙ্গা",
সেই আলো উজলিল সমস্ত ভারতে

দেব!

বাঙ্গালী হইল ধন্য,
বাঙ্গালা কৃতার্থম্মন্য,
অকলঙ্ক শশধরে ললাটে ধরিয়া।
কিন্তু হায়! কয় দিন
রাজভোগ ভুঞ্জে দীন,
পোড়া ভালে এত সুখ স'বে কি করিয়া!

দেব!

দেশের গৌরব-সূর্য্য,
সর্ব্বত্র সর্ব্বথা পূজ্য,
সত্যই গিয়েছ চলি ছাড়িয়া ভূতল?—
সত্য তবে সর্ব্বনাশ,
আমাদের "গুরুদাস"
চলি গেছে!—ফুরায়েছে পরিচয়-স্থল!

দেব!

তাই হাহাকার করি,
সপ্ত কোটি কণ্ঠ ভরি,
চতুর্দ্দশ কোটি নেত্রে বহে অশ্রুধারা!

আজি মোরা বড় দীন,
আজি মোরা "ভাগ্যহীন,"
সকলেই স্নেহময়-গুরু-পিতৃহারা!

দেব!

পুণ্যযোগ ভূমণ্ডলে,
পুণ্যদা-জাহ্নবী-কোলে,
তুমি গেলে স্বর্গধাম অমর-সদনে!
আমরা স্মরিয়া হরি,
সশ্রদ্ধ তর্পণ করি,
লহ এই তিলাঞ্জলি স্নেহ-সিক্ত মনে!

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আঁক্কেল গুড়ুম!

বর-কন্যা বাটীতে পদার্পণ করিতে না করিতে হরনাথবাবু দৌড়াইয়া গিয়া সর্ব্বাগ্রে হরমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরু! সব টাকা পেয়েছ? গহনা পেয়েছ? বুঝে নিয়েছ?"

হরু ম্লানমুখে বলিল, "না!"

হরনাথবাবু তৎক্ষণাৎ কপালে করাঘাত করিয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমাকে একেবারে দহে মজা'ল! আমাকে ঠকাল! অমন জমিদার হয়ে ঠকাল!"

বরের মাতা গৃহিণী-ঠাকুরাণী দ্রুতপদে আসিয়া নববধূর মুখচন্দ্রমা দেখিবার অভিলাষে তাঁহার মুখাবরণ অপসারিত করিলেন। কিন্তু তাহা উন্মোচন করিয়াই, নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া অন্যদিকে মুখখানি ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার রাজীব-লোচনদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গণ্ডোপরি প্রবাহিত হইল। পুত্রবধূর নিকট তিনি আর অবস্থান করিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে স্বকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সকলে বলিতে লাগিল, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে গো?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "কি হবে গো আর! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার কপাল পুড়েছে!"

সকলে পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "আমার ছেলে, এমন সুন্দর! যেন কার্ত্তিক! আর তার জন্যে কি-না একটা ঘোর কাল লালিত্যিহীন লক্ষ্মীশ্রীহীন জল্লার পেত্‌নীকে ধরে তার বৌ করে আন্‌লে?

কি আশ্চর্য্য বাবা! টাকার লোভটাই হ'লো বেশী! একটা পছন্দ, অপছন্দ নেই। হায় হায় হায়!!"

কর্ত্তা হরনাথ, তখন, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কি? বৌ-ভাল নয়? আমি নিজে চোখে দেখে পছন্দ করে এসেছি, ভাল নয়? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!" হঠাৎ কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বলিলেন, "সে কি নয়! অ্যাঁ-অ্যাঁ।" দৌড়িয়া আসিয়া তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, "ওগো বৌয়ের মুখটা খোলো ত দেখি?" কুটুম্ব-বাটীর পরিচারিকা বধূর মুখের কাপড়টি তুলিলে, কর্ত্তা দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইলেন ও আবার কপালে করাঘাত করিলেন। তিনি বলিলেন, "হায় রে, বৌয়েতেও ঠকা'ল! সর্ব্বদিকে আমার ক্ষতি কর্‌ল। আমাকে আশায় বঞ্চিত কর্‌ল! এ মেয়ে ত নয়, আমি যে দোসরা মেয়ে দেখেছিলাম। সে যে ভাল! এ কে?" তাড়াতাড়ি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে, তোমার নাম কি গা?" কুটুম্ববাটীর ঝি বলিল, "কমলা।" বাপের নাম জিজ্ঞাসা করায় ঝি উত্তর দিল—'মথুর মিস্তির।'

কর্ত্তা বলিলেন, "অ্যাঁ! অ্যাঁ! মথুর মিস্তির! ও সর্ব্বনাশ! আমার ডান গালে কি চড় মেরেছে! এত সে ডালিম-কুমারী নয়! এ ত জমিদার হরিদাসবাবুর কন্যা নয়! এ যে অপর লোকের কন্যা! কি—জুয়াচুরি! কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়!"

সকলে নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল, "এখন উপায় আর কিছুই নেই। এখন বৌটাকে তুলে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যান্। আহা ছেলেমানুষ, অনেকক্ষণ গাড়ীতে বসে আছে!"

কে লইয়া আসিবে! গৃহিণী আসিলেন না। পল্লীর অপর স্ত্রীলোকগণ আসিয়া বধূকে হরনাথবাবুর বাটীর ভিতর তুলিয়া লইয়া গেল। সকলের পরস্প কহিতে লাগিল, "যেমন লোভ, তেমনি শাস্তি হয়েছে! বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়! অনেকে হরনাথবাবুকে গম্ভীরভাবে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, "তোমার আর উপায় নেই। হরিদাসবাবু একজন প্রতাপশালী জমিদার! তাঁর সঙ্গে পেরে উঠা দায়।" (সমাপ্ত)

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

আবার।

আবার পরাণে কেন বাসনা জাগাও!
আবার আবার কেন
মুগ্ধ কর মোরে হেন,
আবার, আবার কেন ভ্রান্তেরে ভুলাও?
দেখাইয়া প্রলোভন
কেন আর টান মন,
নারায়ণ, দীনে আর কেন তাপ দাও?
ভুলাও আমারে হরি সকল ভুলাও!

উন্মাদ দুরাশা জাগে আকুল নয়নে!
যা কভু হ'বার নয়
কেন তাহা মনে হয়?—
হবে না, হবে না,—যাহা আর এ জীবনে!
দেখায়ে স্বরগ-চিত্রে
কেন দুঃখ দাও চিত্তে—
আর কেন দাও তাপ মৃত্যু-হত প্রাণে,
কেন ভাঙ্গ ভাঙা বুক নিষ্ঠুর পীড়নে!

হবে না, হবে না আর,—ও কি কভু হয় ?
ঐ মনোহর ছবি
ঢাক নাথ ঢাক সবি—
দেখায়ো না, দেখিব না,—ও আমার নয় !
বিচিত্র বরণে আঁকা
ঐ চিত্র থাক্ ঢাকা—
আঁধারে ; ঘুমাও হৃদে দুষ্ট আশাচয় !
আর নয়, আর নয়,—ও হ'বার নয় !

জেগো না বাসনা আর, ঘুমাও ঘুমাও !—
জাগিলেই সেই জ্বালা,
বিষাক্ত যাতনা ঢালা !—
ওহো না—এ জন্ম মত যাও নিদ্রা যাও !
হায় আশা কুহকিনী
কেন দেখা দাও তুমি,
কেন বুক্ ভেঙ্গে চুরে পরাণ পোড়াও !—
ভেঙ্গেছে স্বপন,—তুমি স্বপনে মিলাও !

জেগো না দারুণ তৃষা, নাই হেথা বারি !
রসনা টেন না তুমি,
এ যে ঘোর মরুভূমি ;
আসিও না অবসাদ, যাও দূরে সরি !
চল অবসন্ন হিয়া,
পায়ে দলি মোহ মায়া,
অতীত জীবন-স্মৃতি, যাও চিত ছাড়ি— ;
আর কেন হুত অগ্নি, জ্বল বিশ্ব জুড়ি !

কুহকিনী লো কল্পনে, ধন্যবাদ তোরে,
এতটুকু ছুতা পেলে
সেই দণ্ডে উঠ জ্বলে !
বাসনার বিষলতা, চিত্ততরু বেড়ে

তরু তর্ বাড়ি উঠে,
শত শত ফুল ফোটে,
নিমেষেতে এ জগৎ নবমূর্ত্তি ধরে !—
অপরূপ ইন্দ্রজাল !—পরাণ শিহরে !—

সহসা হেরিলে ছায়া, ধরি বসে তারে
অসত্য বাস্তব ভাবে,
'হাঁ'-কে 'না' করিতে চাবে,
ছায়ারে করিবে মূর্ত্তি আপনার জোরে।
বেশ-ভূষা পরাইয়া
আনে সত্য সাজাইয়া ;
জাগাইয়া উন্মাদনা, উদ্ভ্রান্ত বিকারে
বিহ্বল করিয়া তোলে দৃঢ় মানসেরে !

তারপরে অকস্মাৎ সব মিশে যায় !
উজ্জ্বল সুন্দর বিশ্ব
হয় গো বীভৎস-দৃশ্য
দৃষ্টিমাত্রে সুখ-সৃষ্টি সহসা ফুরায় !
তখন হৃদয় ভাঙ্গে,
শত বজ্র বুকে হানে,
থেমে যায় গীতি-তান, উঠে হায় হায় !
হতাশা হৃদয়ে জ্বলে, বাড়বাগ্নি-প্রায় !

হে নবাশা, এ হৃদয়ও হইয়াছে ছাই,
তবে কেন পথ ভুলে
আবার কাঁদাতে এলে ?
আর কেন ? আর কেন !—আর কিছু নাই !
দেখায়ে দুর্লভ ধন
কেন লুব্ধ কর মন ?
ভ্রান্ত মম ক্ষুদ্র চিত্ত,—যা দেখি তা চাই ;—
ক্ষিপ্ত অসন্তোষে সদা জ্বলে মরি তাই !

এ হৃদেও সব ছিল, ছিল না আঁধার,
একদিন সব ছিল,
ছিল পূর্ণিমার আলো,—
বহিত মলয়, হ'ত পাপিয়া-ঝঙ্কার—
বসন্তের চারু প্রভা
ফুল্ল-পুষ্প-বীথি-শোভা
পুষ্পন্ধয়-ধ্বনি, সব সৌন্দর্য্য সম্ভার !
একদিন ছিল সব,—কিন্তু নাই আর !

সরি গেছে এবে পৃথ্বী পদতল হতে—
ডুবে গেছে রবি শশী,
ভেঙ্গেছে সাধের বাঁশি,
উড়ে গেছে আশা-পাখী অনন্ত শূন্যেতে ?
সে শুধু গো মরীচিকা,
আয় আয় কুজ্ঝটিকা,
ঢেকে ফেল চরাচর, পারি নে দেখিতে !
সহে না, সহেনা আলো আর এ আঁখিতে !

মিশি যাও নীলিমায় কামনা কল্পনা,
হবে না হবে না আর,
শূন্যে গৃহ গড়া সার !
কিছু নয়, কিছু নয়, মায়ার ছলনা !
হে মানস, ভুলি যাও,
সব দূরে ঠেলি দাও,
নব-আশা, আর তুমি কাঁদাতে এস না !
ফুটে ফুল ঝরে গেছে, আর ফুটিবে না !

সুখ ত গিয়েছে চলে, হে অতীত স্মৃতি,
কেন ক্লেশ দাও মোরে,—
খড়্গাঘাত মৃত 'পরে,—
ক্ষমা কর মোরে, আমি হতভাগ্য অতি !

যাও যাও যাও সরে,
জ্বালায়ো না আর মোরে ;
জাগিয়া হৃদয় মাঝে কর বড় ক্ষতি !—
এবার ঘুমাও, দাও অনন্ত নিষ্কৃতি !

মগ্ন হও দীপ্ত-স্মৃতি, বিস্মৃতি-সাগরে,
অন্ধে জাগরণ কিবা ?—
সম সব, রাত্রি-দিবা !
আমারেও দাও, নাথ, দাও তাই করে !
এখনো কামনা করি,
দাও দাও দাও হরি,—
অসীম অটুট ধৈর্য্য দাও এ অন্তরে,
ছিঁড়ে নাও চিত্তবৃত্তি টানিয়া সজোরে !

আমার কি ? আমি কে বা ? কি হবে আমার
কিছু নয় কিছু নয়,
মনে শুধু ভুল হয়,
মন-মাঝে মিথ্যা সাজে সাজান সংসার !—
বাসনা, আসক্তি, লোভ,
ঘুচাও বেদনা, ক্ষোভ
ভুলাও, ভাঙ্গিয়া দাও—জগদ্-ব্যাপার !
ভুলাও—ভুলিতে দাও, যন্ত্রণা এবার !

নাও নাও নাও হরি, মম কর্ম্মফল—
ক্রোধ হিংসা অভিমান,
নাও ব্যথা অপমান,
নাও নাও ভগবান্ অন্তর গরল !—
গোপিনী-বসন-হারী—
নাও মম চিত্ত কাড়ি,
হর হরি, হর-হরি—কুহক সকল !—
দাও প্রাণে শান্তি, হৃদে ভক্তি, বুকে বল !

ক্ষুদ্রত্ব নীচত্ব সব লহ নারায়ণ!
মম কায়-মনো-বাণী
সঁপিনু তোমারে স্বামী,
হে কর্ম্মী, করাও কর্ম্ম,—যা তব মনন!—

বুদ্ধি-বৃত্তি শক্তি-স্মৃতি
লহ নাথ, মতি গতি—
করিনু চরণমূলে আত্মসমর্পণ—!
যোগ্য কর তব কাজে,—দীনের জীবন!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পালামৌ-ভ্রমণ।

পালামৌ-জেলার অধিকাংশ স্থান নিবিড় জঙ্গল এবং পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ইহা পূর্ব্বে রাঁচির একটী সবডিভিসন ছিল, কিন্তু এক্ষণে জেলায় পরিণত হইয়াছে। এই জেলার সিবিল ষ্টেসন ডালটনগঞ্জ। পালামৌর দক্ষিণে রাঁচি, উত্তরে গয়া, পূর্ব্বে হাজারীবাগ, পশ্চিমে মির্জ্জাপুর এবং আরা জেলার কতক অংশ। এ জেলায় সমতল পথ একটিও নাই বলিলেই চলে। কারণ, ডালটনগঞ্জ হইতে রাঁচির রাস্তা যদিও প্রশস্ত, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে সমাকীর্ণ। বেগে শকট চালনা করা অতিশয় বিপজ্জনক। এখানে ছোট ছোট গিরিনদীগুলিতে পুল নাই। দুই এক ঘণ্টা বৃষ্টি হইলেই "বাণ আসে" এবং তখন কিছুতেই পার হওয়া যায় না। আরও দুই চারিটি গাড়ী চলিবার পথ আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। অধিকাংশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা অশ্বারোহণেই পরিদর্শন-কার্য্য করিয়া থাকেন্। কিন্তু প্রায় সকলকেই অশ্ব ধীরে ধীরে চালাইতে হয়। দৌড়াইবার পথ নাই।

পালামৌ-নাম শুনিলেই মনে হয়, ইহার সঙ্গে "পলাতক"-কথার কিছু সংস্রব আছে। পালামৌ-দুর্গ দেখিতে দেখিতে এ বিষয়ের কিছু অনুসন্ধান করিয়া শুনিলাম, বহু পূর্ব্বে রাজপুতানার কোন ক্ষত্রিয় রাজা পলাইয়া আসিয়া এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। পালামৌ দুর্গের গঠন এবং আগ্রার দুর্গের গঠন একই প্রকার। এ স্থানে আরও অনেক ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। সে-গুলি দেখিলেও উক্ত জনরবের মধ্যে যে কিছু না কিছু সত্য আছে, তাহা স্পষ্টই মনে হয়।

পালামৌ দুর্গ ডালটনগঞ্জ হইতে ১৬।১৭ মাইল দূরে। এখন উহা ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুনিচয়ের আবাসভূমি। মার্চ্চ মাস অতীত না হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল এবং ঘাসের জন্য তথায় যাওয়া যায় না। গ্রীষ্মারম্ভে জঙ্গল শুষ্ক হইলে, কোন প্রকারে তথায় যাইতে পারা যায়; কিন্তু বন্দুক এবং সঙ্গে দুই চারিজন লোক না লইয়া যাওয়া নিরাপদ্ নহে। দুর্গ দুইটি। একটি নূতন এবং একটি পুরাতন। উভয় দুর্গই আংশিক রূপে পাহাড়ের গায়ে। বর্ত্তমান কালে দুর্জ্জয় না হইলেও, পূর্ব্বে ইহা দুর্জ্জয়ই ছিল।

এখন রাজবংশের আর কেহই নাই।

তজ্জন্য সমস্ত রাজ্যটি গবর্ণমেণ্টের খাস-মহল হইয়াছে। পালামৌতে জনরব নির্ব্বংশের বিষয় লইলে নির্ব্বংশ হইতে হয়, এই ভয়ে নিকট-জ্ঞাতির মধ্যে কেহই উহা গ্রহণ করেন নাই। নোয়া জয়পুরের রায়বাহাদুর পালামৌ-রাজার জ্ঞাতি বলিয়া খ্যাত। রাজবাটীতে যাহারা ছিলেন, সিপাহী-বিদ্রোহের গোলযোগে তাহাদেরও অস্তিত্ব গিয়াছে; এবং ক্রমে কেল্লাও ধ্বংসাবশে পরিণত হইয়াছে। শেষে কালের ভীষণ চক্রে এখন উহা বন্য জন্তুর লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কেল্লার মধ্যে রাজার অন্তঃপুর, কাছারি এবং অন্যান্য সমস্ত ঘরগুলির কতক অংশ ইষ্টক এবং প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হইয়াছে, কতক অংশ এখনও দণ্ডায়মান আছে। ঘরগুলি ছোট ছোট ও অনুচ্চ। দুর্গ-প্রাচীরের বাহির হইতে ভিতর বনাকীর্ণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভিতরে বেশ পরিষ্কার। এক একটি দুর্গে ১০।১৫ হাজার সৈন্য অনায়াসে বাস করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। এক সময়ে রাজবাটীর সম্মুখে প্রশস্ত উদ্যান এবং চতুর্দ্দিক্ যে অতিমনোরম ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জঙ্গল এবং ব্যাঘ্রভীতিতে সকল স্থানে যাওয়া যায় না। যাঁহারা কৌতূহল-পরবশ হইয়া ঐ সকল স্থান দেখিতে যান, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহই সহজে দুর্গে প্রবেশ করে না। সুতরাং, বন্য জন্তুরা অনায়াসে তথায় বিচরণ করে। আমরা দেখিলাম, স্থানে স্থানে কত ময়ূর পেখম ধরিয়া রহিয়াছে, কত স্থানে হরিণের পাল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, কত শত জন্তু বিশ্বস্ত-হৃদয়ে শব্দ করিতেছে, কত চীৎকার করিতেছে! আমরা মধ্যাহ্নে তথায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রাণভয়ে দ্রুত-গতিতে চলিয়া, দুই তিন মাইল দূরে লোকালয়ে পঁহুছিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত দে।

ভক্তিরূপা।

এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা প্রায়ই দেখি যে, আমাদিগের হৃদয় কখন কেমন সরস থাকে, ঈশ্বর-পূজার কেমন অনুকূল হয়, ভগবান্‌কে ডাকিবার জন্য তথায় কেমন গভীর ব্যাকুলতা বিরাজ করে; আবার কখনও বা শত সহস্র চেষ্টাতেও সেই হৃদয়কেই ঈশ্বরমুখীন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, ভগবৎপূজার জন্য তাহাতে আদৌ স্পৃহা থাকে না, ব্যাকুলতা থাকে না। অনেক সময় আমাদিগের এই শোচনীয় হীন দশা উপলব্ধি করিয়া আমরা মুহ্যমান হই এবং পরস্পর বা আপনা আপনিই জিজ্ঞাসা করি, "হরিতে আমার ভক্তি নাই কেন? ভগবান্‌কে ডাকিতে ইচ্ছা হয় না কেন? এবং ইচ্ছা হইলেই বা তাঁহার নাম করিতে পারি না কেন? কি হইলে, কি করিলে, ভগবানে ভক্তি হয়, সর্ব্বদা হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত থাকে?" জগতে এইরূপ অবস্থা আমরা অহর্নিশ আমাদিগের মধ্যে এবং আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ নরনারীদিগের মধ্যে অবলোকন করিতেছি। এই অবস্থা-বিপর্য্যের

হেতু যে কি, তাহা হৃদয়-মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। যতই আপনার অন্তরকে পরীক্ষা করি, আমা হইতে প্রসূত ক্রিয়াকলাপ যতই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে থাকি, ততই ইহার কারণ আমাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে। সে কারণটী অতিসামান্য—"আমি যাহা চাহি না, তাহা পাই না। যাহা চাহি, তাহাকে লইয়াই বসিয়া থাকি। আমার ঐ ভক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা ক্ষণিকমাত্র, ঐ ইচ্ছা মৌখিক ইচ্ছামাত্র, উহার মধ্যে যাথার্থ্যের অভাব, উহার মধ্যে প্রাণের অভাব। ঐ ইচ্ছা আমার নিজকৃত নয়; উহা অপর এক শক্তির দ্বারা উদ্বোধিত। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে করিতে আমরা আপনা ভুলিয়া সংসারের কীট হইয়া যাই, আপনার জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। পরমপ্রেমময় সর্ব্বব্যাপী হৃদয়বিহারী হরি আমাদিগের এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া, আমাদিগকে পথভ্রান্ত হইয়া উৎপথে ধাবিত দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে আমাদিগের চেতনা-সম্পাদন করেন্, আমাদিগকে জাগরিত করিয়া দেন্ এবং তখনই আমরা আমাদিগের চিত্তকে সরস দেখি, ভক্তিপ্রবণ দেখি। এ ভক্তি সেই প্রেমময়ের কৃপা।

ভগবানের এই ভক্তিরূপ কৃপা লাভের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে গভীর অন্বেষণ করিতে হইবে, ইহার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে, ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, দীনভাবে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে, আলস্য-পরিহার-পূর্ব্বক ইহার সহিত সাধনা করিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত না এই কৃপা অবতীর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

যখন হৃদয়মধ্যে ভক্তির অল্পতা বা অভাব অনুভূত হইবে, তখন আপনাকে বিশেষভাবে দীন হীন দরিদ্র মনে করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে আপনাকে নিঃক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে, অথবা শোকে মুহ্যমান হওয়াও বিধেয় নহে। লীলাময় পরমেশ্বর বহুদিন যাবৎ যাহা প্রদান করেন নাই, অনেক সময়, মুহূর্ত্তমাত্রে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন; ভক্তের প্রার্থনার প্রারম্ভে যে কৃপার স্রোত তিনি রুদ্ধ করিয়া রাখেন, প্রার্থনার অবসানে তাহাই উন্মুক্ত করিয়া দেন। প্রার্থনামাত্রেই যদি ভগবৎ-কৃপা অবতীর্ণ হইত, ইচ্ছামাত্রেই যদি ইহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল মনুষ্য এই কৃপা ধারণ করিতে পারিত না। তিনি পরম কৃপাময়, সেইজন্যই আমাদিগকে আহ্বান করিয়াই আমাদিগের আকুলতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করেন, আমাদিগকে সবল করেন, তাঁহার কৃপালাভের উপযুক্ত করেন। এই জন্যই, বোধ হয়, কবি গাহিয়াছেন—

"যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি,
তত আরো আরো দূরে রবে তুমি;
যতই না পাব, তত পেতে চাব,
ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।"

দীনভাবে ধৈর্য্যের সহিত আশান্বিত হৃদয়ে ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষা করিতে হয়। তখন হৃদয় কবির সহিত বলিতে থাকে,—

"রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি, চাহিয়া উদয়-দিশি,
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে, নব সুখ, নব প্রাণ,
নব দিবা-আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে
কি আনন্দ,
নুতন আলোক আপন মন মাঝে ;"

আপনাদিগের অন্তরের মধ্যে নিরন্তর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, এরূপ ক্ষুদ্র, এরূপ মলিন, এরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়সমূহে আমরা আপনাদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি, এরূপ ঘৃণার্হ বিষয়ে চিত্তকে আসক্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহা একবার চিন্তা করিলে স্বভাবতই আপনাদিগের প্রতি আপনাদিগের ধিক্কার আসে, এবং বুঝিতে পারি, এ হেন মলিন আসক্ত হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি আসিবে কিরূপে! যখন হৃদয়ে ভক্তি অনুভূত হয় না, অথবা গুপ্তভাবে ইহা হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র আসক্তি, হৃদয়ের মলিনতাই যে তাহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক সময় দেখা যায়, ক্ষুদ্র বস্তুই, যদি জগতে বাস্তবিকই কাহাকেও ক্ষুদ্র বলা যায়, অনেক সময়ে ঈশ্বরকৃপা-লাভে অন্তরায় হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অন্তরায় যদি দূরীভূত করিতে পারা যায়, এবং সম্পূর্ণরূপে ইহার গণ্ডী অতিক্রম করা যায়, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হইব। কারণ, যে মুহূর্ত্তে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করি এবং মন যে বস্তুর অভিলাষ করে তাহার পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া সম্যক্‌রূপে ঈশ্বরে স্থিত হই, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হই এবং পরমা শান্তি উপভোগ করিতে থাকি। ঈশ্বরেচ্ছার অনুবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা অধিকতর সুখ জগতে আর কিছুতেই নাই। হৃদয় যদি যথার্থভাবে বলিতে পারে, "ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি", তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর সুখকর অবস্থা কোথায়! আমাদিগের দায়িত্ব কিছু নাই। 'হে ভগবন্, যে কার্য্যে তুমি নিযুক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিতেছি। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি কে! তোমার ক্রিয়ার আমি উপলক্ষ মাত্র।" কি সুন্দর অবস্থা! ইহাই ত প্রকৃত অবস্থা।

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আপনার সমুদায় বাসনা পরমেশ্বরে অর্পণ করে, সৃষ্টি-রাজ্যের কোনও বস্তুর প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তি বা ঘৃণা হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ভগবৎ-কৃপার অধিকারী, ভগবদ্‌ভক্তি লাভের উপযুক্ত। ভগবান্ শূন্য হৃদয়েই তাঁহার আসন রচনা করেন্, শূন্য হৃদয়েই তাঁহার কৃপা বর্ষণ করেন্। যত সত্বর ও যে পরিমাণে মানব ক্ষুদ্র বস্তুর আসক্তি পরিহার করিতে পারে, যে পরিমাণে আপনার বাসনা বর্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ শীঘ্রতরই ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হয়, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণেই উহা হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং সেই পরিমাণেই উহা বিমুক্ত হৃদয়কে উন্নত করে।

চিত্তে ভগবদ্ভক্তির সমাগম হইলে, সে চিত্ত আপনার সৌন্দর্য্যে আপনই বিস্ময়াবিষ্ট হয়, আপনাকে চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেলে, অনন্ত প্রেমময়ে আপনাকে লীন দেখে। তাহার দৃষ্টিতে আর আত্মভাব থাকে না, সে দৃষ্টি প্রেমময়ের দৃষ্টি হয়, চিত্ত প্রসারিত হইয়া

এই বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করিয়া সমুদয়কে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্‌কে চায়, ভগবান্ যে আপনাকেই তাহাকে দান করেন্। ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভ করিলে আর কি চিত্ত ক্ষুদ্র থাকিতে পারে! তাহা যে তখন শুদ্ধ মহান্ আনন্দে বিলীন হইয়া যায়!

দেবীর স্থান।

পল্লীবাসী দ্বিজ এক মহাপ্রাণ, নাম সনাতন,
বৃথা-বাক্য-আন্দোলন ব্যসনেতে অনাসক্ত-মন;
আপনার মত পরে প্রেম-ব্রতে ঢালি দিয়া প্রাণ,
মর্ত্ত্যের মাঝারে রহি' পেয়েছিল স্বর্গের সন্ধান।
গ্রামবাসী নিরক্ষর হীনমতি যুবকের দল
উপহাসি' বিপ্রসুতে, উপেক্ষায় হাসি খলখল্,—
অবোধ পাগল বলি' তা'র পানে চাহিত না ফিরে,
দীন বিপ্র সে উপেক্ষা মানিয়া লইয়া নতশিরে;—
দেবতার পানে চাহি বলেছিল হইয়া কাতর,
'হে প্রভু জগতে যারা পাপকর্ম্মে নাহি করে ডর,
অবোধ অভাগা তা'রা, নাহি জানে তোমার সন্ধান,
দয়া করি দীননাথ, তাহাদের ক'র পরিত্রাণ।'

সেই সব পাষণ্ডেরা, একদিন দিবা দ্বিপ্রহর,
স্নানান্তে ফিরিতেছিল নদীতীর করিয়া মুখর;
সহসা হেরিল এক ছাগশিশু নয়ন-রঞ্জন
তৃষিত হইয়া বারি পান করে হ'য়ে একমন;
হেরি উপজিল লোভ কচিমাংস ভক্ষণের তরে,
চুপি চুপি পিছে গিয়া চাপিয়া ধরিল বজ্রকরে।
করস্পর্শে চমকিয়া উঠে ছাগ আকুল চঞ্চলে,
প্রাণের ভিতর কাঁপি উঠিল কি যেন অমঙ্গলে!
আড়ষ্ট গভীর দৃষ্টি, সকরুণ বেদনায় চাহি',
রহিল ব্যাকুল পশু; যদিও রে মুখভাষা নাহি,
নয়নে ফুটেছে যাহা হৃদয়ের গুপ্তবাণী তা'র,
বুঝিবে কে তার অর্থ, খোলে কে সে রহস্য-দুয়ার!

অভাগা আঁখির ভাষা বুঝিল না পাষণ্ডের দল;
রজ্জু দিয়া বাঁধে তা'রে। সারাদিন ফেলি' অশ্রুজল,
রহিল ব্যাকুল ছাগ বেদনায় উদ্বেল পরাণ;—
মৌন-নির্ব্বাকের জ্বালা, কে করিবে তা'র পরিমাণ?

দুঃখিনী জননী তা'র আজি হায়, সারাদিন বুঝি,
বনে বনে পথে পথে হইয়াছে ক্লান্ত কত খুঁজি ;
ওই ক্ষুদ্র শিশু তা'র পুঁজি শুধু, বুক-জোড়া ধন!
পশু-জীবনেরো আছে স্নেহ-প্রেম-আনন্দ-বেদন ।

ভীম অট্টহাস্য ঘোষি' প্রকটিল দানব-দিবস
নিষ্ঠুর মাংসাশি-দল, নরত্বের ঘোষি' অপযশ! —
সেই ছাগশিশুটীরে লয়ে যায় গ্রামপ্রান্ত দেশে,
কালীর মন্দির-দ্বারে, উত্তরিল পূজারীর বেশে!
বাদ্যকর-স্কন্ধোপরি বাজি ওঠে পটহের রোল,
সংস্কার-প্রবাহমত্ত নরনারী তোলে গণ্ডগোল ।
ভীম নিষ্ঠুরতা ঘোষি' সে পশুত্ব-উৎসব ভিতর,
সনাতন-ধর্ম্মতনু কাঁপি' ওঠে থর্ থর্ থর্!

তখনো জাগিছে আশা ক্ষুদ্র-ছাগশিশু-কল্পনায়,
ফিরে যেতে পারে বুঝি, জননীর বক্ষের সীমায়।
সুখ-স্বপ্ন ভাঙি দিল হেনকালে ভীম আকর্ষণ,
করিল না কেহ তা'র বেদনায় নয়ন-বর্ষণ!
চিৎকারি উঠিল ছাগ মর্ম্মঘাতী যন্ত্রণার সনে,
আর পাষণ্ডেরা হর্ষে নৃত্য করে মায়ের প্রাঙ্গণে!
সহসা নিমেষ-মাঝে সদ্যউষ্ণ শোণিত ধারায়,
রঞ্জিত হইল স্থান, বর্ব্বরতা-ভরা আঙ্গিনায় ;—
হতভাগ্য ছাগশিশু স্কন্ধচ্যুত পড়িল বিকট,
কর্ত্তিত সে দেহখানি পড়ি' পড়ি' করে ছট্‌ফট্‌!

হেন কালে সেই দীন মহাপ্রাণ দ্বিজ সনাতন,
পথশ্রমে পরিশ্রান্ত উপনীত দেবীর-ভবন ;
গিয়া দেখে প্রাঙ্গণেতে খণ্ড ছাগ পড়িয়া লুটায়,
আর পাষণ্ডেরা হাসি' নাচে হর্ষে পিশাচের প্রায়!

রহিল না ব্রাহ্মণের বুঝিবারে বাকী কিছু আর ;
হেরি' সে করুণ দৃশ্য বেড়ে ওঠে অন্তরের ভার!
মন্দির বাহিরে এক স্নিগ্ধ শান্ত বটের ছায়ায়,
বসে গিয়া শোকাচ্ছন্ন, ঘোরদুঃখে বক্ষ ফাটি' যায়!
অন্তরে ফুটিয়া ওঠে বেদনার তীব্র অনুভূতি,
মর্ম্মতলে জলি ওঠে যন্ত্রণার জলন্ত আহুতি।
ছাগ-বধা খড়্গ যেন তারি বুকে ঘা দিয়াছে আসি,
মহান্ মানবধর্ম্ম সনাতন সত্যেরে বিকাশি'!

এ-দিকেতে সেই সব পশু-হন্তা যুবকের দল
লয়ে খণ্ড ছাগশির মহাশব্দে করি' কোলাহল,
দেবীর সম্মুখে আসি' রাখি' দিল আনন্দ-উন্মাদ ;
বিশ্বের জননী হায়, কত আর সহে আর্ত্তনাদ
নিঃসহায় পশুদের ! নড়ি' ওঠে দেবী-সিংহাসন,
জড়মূর্ত্তি-হস্তে কাঁপি খসি' পড়ে কৃপাণ ভীষণ !

মানবের অত্যাচারে নিরাশ্রয় পশুর চিৎকার,—
করুণা গলিল বিশ্বে ; কাঁদি ওঠে বক্ষ দেবতার !
সহসা কালিকামূর্ত্তি থর থর দোলে কম্পমান,—
ওকি ! ওকি ! অকস্মাৎ, ফাটি' গেল মূরতি পাষাণ !
ভীম শব্দে দুই খণ্ডে দেবীমূর্ত্তি পড়ে বেদীতলে,
স্তম্ভিত চকিত ভীত রোমাঞ্চিত হেরিল সকলে !!

'হায় কি হইল' বলি' চাপি' হাতে ভীত-বক্ষভার,
পাষণ্ডেরা বেদীতলে লুটাইল করি' হাহাকার।
বলে, 'মাগো আমরা যে এত পূজি' দিনু বলিদান,
উন্মাদন অর্চ্চনায় এত যে মা ঢালিনু পরাণ ;
জননি গো, একি আজি সর্ব্বনাশ হ'ল পাপে কার,
কি প্রচণ্ড অপরাধে আজ দেবি, হেন অবিচার !

অকস্মাৎ বেদী হ'তে দৈববাণী ধ্বনিল ভীষণ—
"রে নির্ব্বোধ নরপশু, ঘৃণিত এ পূজা-আয়োজন,
এ নহে অর্চ্চনা মোর—এ উৎসব শুধু যন্ত্রণার !
নাহি যেথা দয়া-প্রেম, নহে সেথা প্রতিষ্ঠা আমার !
রে বর্ব্বর, তোরা দায়ী আজিকার পাপোৎসব তরে,
নাহি আর স্থান মোর প্রেমশূন্য এ মন্দির 'পরে।
দয়া, দয়া, কোথা দয়া ! ছোটে প্রাণ যেথা অশ্রুজল ;
সনাতন কাঁদে যথা, সেই মম আশ্রয় শীতল !"

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সংবাদ।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে :—

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান। (২) ঠাকুরদাস-দত্ত সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব। (৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী-সুবর্ণপদক—প্রাচীন

বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল। (৪) রাম-গোপাল-রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য-সমালোচনা। (৫) শশিপদ-রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব। (৬) ব্যোমকেশ মুস্তফী-রৌপ্য-পদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ। (৭) রাধেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালীর সম্বন্ধ। (৮) শিশিরকুমার ঘোষ-পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন। প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচারশক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্রসভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। আগামী গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে, ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ, হাবড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। যাঁহারা সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমে প্রবন্ধের বিষয়টি সম্পাদকের নিকট জানাইবেন্ এবং ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনীর জন্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও তদ্বিবরণ সত্বর জানাইবেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে দ্রষ্টব্যসামগ্রী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও যত সত্বর সম্ভব, পত্র-দ্বারা আপন আপন অভিমত জানাইবেন। বিদুষী মহিলাগণের জন্যও এই সম্মিলনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

ভগিনী-হীন।

জানি নি কেমন শোক,
ভগিনি আমার—ভগিনি আমার গো!
কোমল-কলিকা সন্তান-দু'টী
অবসাদ-ভরে পড়েছে যে লুঠি',
তুমি ত নিয়েছ জীবনের ছুটি,
পশেছ অমৃত-লোক!
সান্ত্বনা কি-বা দিয়া গেলে মোরে
কেমনে তাদের রাখি বুকে ধরে?
আকুল নয়ন খুঁজে নিশা-ভোরে,
মানে না কাহিনী-শ্লোক!

ভগিনি আমার, ভগিনি আমার গো!
বার বার বল, মিছা কথা বলি'
নিশি দিন আর কত করে' ছলি?
'আসিবে জননী!!' শুনে কুতূহলী
'রাতিটা প্রভাত হোক্!'
বিশ্বাস আজ করে না'ক, মুখে
গ্রাস ল'য়ে ফুলে' কেঁদে' ওঠে দুখে!
কেমনে তা'দের চেপে রাখি বুকে
লুকায়ে আপন চোখ?
ভগিনি আমার, ভগিনি আমার গো!
বুঝেছি কেমন শোক!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
[illegible] ৩৭ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 666. February, 1919.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৬ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩২৫। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

ঊননবতিতম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকাসমাজে উপদেশ।

বন্ধুতে বন্ধুতে যখন সাক্ষাৎকার হয়, তখন আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, "কেমন আছ ভাই?" কেহ বলে, "ভাল আছি, ভাই! তুমি ভাল আছ তো?" কখনও বা শুনি, একজন বলিতেছেন—"আর কি বলি, ভাই, বিপদ্ যে আর কাটে না!"

মুখের দিকে চাহিয়া যদি কাহাকেও একটু শীর্ণ দেখি, অমনি ব্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করি। কারণ, আমরা জানি, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলেই শরীর জীর্ণ, মুখ নিষ্প্রভ হয়।

আজ আমার সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, "কেমন আছ বোন্, কেমন আছ?" আজ বাহ্য শিষ্টাচার, মৌখিক ভদ্রতা, কপট হাস্য দূর করিয়া এক মায়ের সন্তান আমরা সকলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করি।

উদাসীন ভাবে আজ উত্তর দেওয়ার ও লওয়ার দিন নহে। আজ কেবল বাহিরের কথা নয়, ভিতরের কুশলও জানিতে চাই। আমরা এ-জগতে কেবল দেহখানা লইয়াই কি আছি? দেহ সুন্দর, দেহ বিধাতার পবিত্র দান, রক্ষা ও যত্ন করিবার জিনিষ; কিন্তু ঐ দেহের আচ্ছাদনে যে মানুষটি ঢাকা আছে, তাহার খবর কি?

যে সুখ দুঃখ দেহের উপরে দেখা যায়, সে তো খানিকটা মাত্র; সমস্ত সুখ-দুঃখ কি আমরা বাহিরে দেখিতে পাই? চক্ষের জ্যোতিতে, অধরের হাস্যে, কণ্ঠের স্বরে, দেহের গতিতে ও ভঙ্গীতে যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়, তদপেক্ষা গভীর আনন্দ তাহার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত আছে। মলিন মুখে, জীর্ণ বস্ত্রে যে-দৈন্য ধরা পড়ে, তাহা হইতে সহস্রগুণ মলিনতা ও দারিদ্র্য, হয় ত, তাহার গুপ্ত অন্তরকে লজ্জা দিতেছে।

আজ সভ্যসমাজের অনুকরণে কেহ এ-কথা বলিও না, "আমার গুপ্ত দারিদ্র্য, আমার নিভৃত বেদনার কথা জানিবার তোমার অধিকারই বা কি, আবশ্যকতাই বা

কি?" আজ তো আদান-প্রদানের দিন; আজ জননীর গৃহে মিলিয়া পরস্পরের অভাব পূরাইয়া লইবার দিন। আজ সকলের দৃষ্টি বিশ্বজননীর দৃষ্টিতে মিলাইয়া আমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে, মহত্ত্বের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, উন্নত অধিকারের সঙ্গে হীনতা, দুর্ব্বলতা ও জড়তা চিনিয়া বুঝিয়া লইবার দিন। তাই দৃষ্টি আজ খুলুক্;—আত্ম-দৃষ্টি। তোমার খুলুক্, আমার খুলুক্, সকলের খুলুক্।

তরুণ-বয়স্কারা, তোমাদের মুখে কি আনন্দ, প্রাণে কত আশা। ওগো, জরাজীর্ণ দেহের সঙ্গে যাহাদের আশা স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, রোগ-শোকের আঘাতে যাহারা অতিমাত্র জর্জ্জরিত, তোমাদের আনন্দ, তোমাদের আশা-ভরসা তাহাদের মধ্যে একটু সঞ্চার কর। তাহাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা-টুকু লও, তোমাদের দীপ্ত দুর্দ্দম সাহসের ভাগ তাহাদিগকে দাও। আজ দিবার দিন, লইবার দিন; আজ হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবাহ সঞ্চারিত হউক্।

আজ উৎসব করিবে বলিয়া কেমন সুন্দর নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছ! পিতা বা স্বামী কত আদর করিয়া তোমাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছেন! বড় আনন্দেরই কথা। কিন্তু ভিতরের দিকেও একবার চাও।—সেখানেও কত সৌন্দর্য্য আছে, আরও কত সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করা যায়? কত অসুন্দরতা মুছিয়া ফেলা যায়? কাহারও মন কি ঈর্ষ্যায় মলিন, রূপগুণের অহঙ্কারে স্ফীত, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে মত্ত, ক্রোধে ও অ-ক্ষমায় অশোভন? তাহার প্রাণ আজ নূতন প্রেমে উজ্জ্বল হউক্, সকল অবিনয় ও ঔদ্ধত্য সরিয়া যাউক্। আজ সকলের দিকে চাহিয়া সকলে আনন্দিত হই, আজ ভালবাসার ঐশ্বর্য্যে সকলেই মহিয়সী হই। ভালবাসার দ্বারা কি-ই না গড়া যায়? এমন জিনিষ যে আর নাই! আত্মার জন্য আশা, সাহস, কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা এবং করিবার সামর্থ্য, সবই ভালবাসায় আসে। অন্যের ভিতরকার সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু, আর দোষ ক্ষমা করিবার শক্তি, ভালবাসাই দেয়। এস, আজ মায়ের ভাণ্ডার হইতে ভালবাসা লুটিয়া লই; বাঁটিয়া দিই, প্রেমময়ী জননী দেখুন্।

আজ তো সাজিবার দিন। আজ কত-জনে হয়তো রং মিলাইয়া কাপড় পরিয়াছেন। আজ-কাল যাহারা পারেন্, পরণের শাড়ী, গায়ের জামা, পায়ের মোজা, হাতের রুমাল, এমন কি অলঙ্কার পর্য্যন্ত এক-রঙ্গা করিয়া পরেন্। আজ এই রুচি ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করি। ওগো ব্রাহ্ম-গৃহের কন্যারা, তোমাদের মুখের কথা, মনের চিন্তা, আর হাতের কাজ মিলাইয়া পর; তোমাদের শিক্ষার সঙ্গে তোমাদের দৈনিক ব্যবহার মিলাও, তোমাদের আদর্শের সঙ্গে তোমাদের সমস্ত জীবনখানা এক-রঙ্গা হউক্। তোমরা নারী, সৌন্দর্য্যের দিকে তোমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ; সকলে ভিতরে ভিতরে সুন্দর হও। সৌন্দর্য্য ভাল বাস বলিয়া সুন্দর হও, তোমাদের সৌন্দর্য্য প্রিয়জনকে সুখী করে বলিয়া সুন্দর হও। ভিতরের সৌন্দর্য্য বাহিরেও যে ফুটিয়া উঠে। প্রদীপের আলোতে তাহার আধারটিও উজ্জ্বল হয়।

আমি দর্শন-বিজ্ঞানের বড় কথা বলিতে

পারি না, কিন্তু গোটা কত মোটা কথা জানি, আর তাহাই বলিতে পারি। আমি জানি একথা সত্য যে, ভিতর মধুর হইলে বাহিরও মিষ্ট ও সুন্দর হয়। এই রোগ, শোক, আশা ও আনন্দের জগতে কোথায় না সৌন্দর্য্য আছে? যদি কেহ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চাও এবং আপনার ভিতরে উহা সঞ্চয় করিতে চাও, ভিতরের দিক্‌টা অবহেলা করিলে চলিবে না। সত্য বলিতেছি, সৌন্দর্য্য বাহিরে পাইলেও আনন্দটা বাহিরের জিনিষ নয়। তাহার উৎস অন্তরে। আনন্দ যদি না পাইলাম, না দিলাম, সকল সৌন্দর্য্য-চেষ্টা ব্যর্থ। যেখানে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, সেখানে আনন্দও নাই; সেখানে সৌন্দর্য্য মৃত।

সংসারে রোগ, শোক, দারিদ্র্য আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু জ্ঞানময় আনন্দময় বিধাতা এই রোগ, শোক, মৃত্যু ও নানা অভাবের মধ্যেই আনন্দের বীজ বপন করিতেছেন। দুঃখ যে অপরিহার্য্য, মানুষের পক্ষে অতীব আবশ্যক। অন্ধকার যে আলোকেরই পরিচয় দেয়, মৃত্যু যে জীবনকে জানিবার জন্য, যত্ন করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে; বেদনা যে চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, শক্তিকে বিকাশ করে, আনন্দকে চিনাইয়া দেয়। ঘরে ঘরে দুঃখ, সেই—দুঃখের পরিচয় লইয়া, একলা মানুষ তাহার একলার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া সকলের আনন্দে আনন্দিত হইতে চায়। বস্তুতঃ সে তো একলার নয়, সে যে সকলের। ক্রমে সে সুখ-দুঃখ নিয়তি-সূত্রে অবিচ্ছিন্ন জানিয়া, দুঃখকে সঙ্গে লইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহার ভয় হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে নবজীবনের পথে আপনার বাহন করিয়া লয়।

কৃশা গোতমীর গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। শিশু-পুত্রের শোকে কাতর হইয়া এই নারী বুদ্ধের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি বড় দুঃখিনী, আমার এই একটি পুত্র আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। ইহাকে হারাইয়া আমি কিরূপে বাঁচিব, জানি না। প্রভু, তুমি ইহাকে বাঁচাইয়া দাও।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমি ইহাকে বাঁচাইবার একটি মাত্র ঔষধ জানি, সংগ্রহ করিতে পারিবে কি?" নারী বলিল, "আদেশ করুন্ প্রভু, আমি যেখান হইতে হয়, ঔষধ-সংগ্রহ করিব।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমাকে মুষ্টিমাত্র সর্ষপ আনিয়া দাও; কিন্তু দেখিও, যে গৃহে পিতামাতা, ভাইবোন্, দাস-দাসী কেহ মরে নাই, এমন গৃহ হইতে আনিবে, তাহা না হইলে ঔষধের ফল হইবে না।" শোকে উন্মত্তা সেই নারী সরিষা ভিক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিল। এক এক গৃহে যায়, আর বলে, "একমুষ্টি সরিষা দাও গো, একমুষ্টি সরিষা।" যেমন সরিষা আনে, সে জিজ্ঞাসা করে, "ওগো, এ ঘরে কেহ মরে নাই তো? মা-বাপ, ভাইবোন্, পুত্রকন্যা, দাস-দাসী, কেহ মরে নাই তো?" গৃহস্থ বলে, "সে কি কথা! কেউ মরে নাই, এমন ঘর তো এ নয়।" সেই নারী সারাদিন ঘুরিয়া নগরে যত গৃহ আছে, সব গৃহে একই উত্তর পাইল। এমন ঘর নাই, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। তখন তাহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল। সে বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "প্রভু, এমন গৃহ নাই, যেখানে মৃত্যু যায় নাই; আমার ঔষধ আনা ঘটিল না। তুমি এখন

আমাকে মৃত্যু হইতে মুক্তি-লাভের উপায় বল।”

আজ এই আনন্দের দিনে মৃত্যু শোক লইয়াও তো কত নারী উপস্থিত আছি; কৃশা গোতমীর মত মৃত্যু হইতে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছি। আনন্দ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের স্পর্শে মৃত্যুর আকৃতি-প্রকৃতিও যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহা কি আমাদের মধ্যে কেহ অনুভব করেন নাই? মৃত্যু যে দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া প্রিয়জনকে সুন্দরতর করে, নিকটতর করে! এখান হইতে যে গেল, তাহার সন্ধানে দৃষ্টি চালিত করিয়া আমরা যে অপর-লোকের একটু আভাস পাই। বিশ্বজননীর অনন্ত কোলে হারাধনকে খুঁজিতে গিয়া তাঁহার ক্রোড়ের স্পর্শটা অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তাঁহাকে বিদায় দিলে, আর কাহাকেও কাছে পাই না বলিয়া তাঁহাকেই শক্ত করিয়া ধরিতে চাই।

তাঁহার স্পর্শ কি কেবল দুঃখের দিনেই চাই? রোগ ও মৃত্যুর বেদনার ভিতরেই চাই? সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদের মধ্যে কি তাঁহার আবশ্যকতা নাই? তাহা নয়, তাহা নয়। সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সকলই যে অস্থায়ী। তাঁহাকে ছাড়ি বলিয়া আরও অস্থায়ী। যদি আনন্দ এবং শান্তি পাইতে হয়, সুখ, দুঃখ, সকল অবস্থাতেই হৃদয়ের মধ্যে আনন্দময়ের জন্য একটু স্থান রাখিতে হইবে। দৈনিক জীবনের, অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের, জ্বালা-যন্ত্রণার, চিন্তা-চেষ্টার মধ্যে মাঝে মাঝে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা দুর্ব্বল, সুখেও শ্রান্ত ও অশান্ত হইয়া পড়ি। মাঝে মাঝে সেই স্পর্শমণিকে ছুঁইয়া গেলে, অশান্তি ও অস্বস্তি দুর হইবে।

নারীর জীবন সহস্র খুঁটিনাটী লইয়া ব্যস্ত ও বিব্রত। তাহাকে ছোট বিষয়ের পশ্চাতে অনেক ছুটাছুটী করিতে হয়। কেবল সেই অনন্তের স্পর্শেই ছোট চেষ্টা একটা বড় ব্রত, একটা দুশ্চর তপস্যার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার আলোকেই জীবনের ছবি সাদা-কালো রেখাতে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

আজ এই সম্মিলনে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নূতন গৃহ গড়িয়া উঠিতেছে, কাহারও অনেক দিনের অনেক প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত সাধের সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকলেই আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে বসিয়া, নূতন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, তাঁহার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক সম্মিলিত। তাঁহার স্নেহ সকলেরই জন্য। সকলের অটল অনন্ত আশ্রয় তিনি। আমরা তাঁহার সেই প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া জীবনের ব্রত-পালন করিতে ফিরিয়া যাই। তিনি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন্।

শ্রীকামিনী রায়।

আঁধার সাঁঝে।

আঁধার সাঁঝে আকাশ মাঝে
কোন্ তারাটি জ্বলে গো—
কোন্ তারাটি জ্বলে ?
গুপ্ত কোণে সুপ্ত সাগর
মুক্ত হয়ে চলে গো—
মুক্ত হয়ে চলে !
কাহার প্রেমের মলয় হাওয়া
উড়িয়ে দিল সকল চাওয়া ?
উদার আঁখির পরশ-পাওয়া
বক্ষ আমার দোলে গো—
বক্ষ আমার দোলে !
কে গো আমার ভাঙা গানে
রাঙিয়ে দিল অগ্নি-বাণে ?
সদ্যঃসুধার মদ্য পানে
চরণ কেন টলে গো—
চরণ কেন টলে !
আঁধারে যা' ছোট ছিল,
আলোর মালায় তা' বাড়িল,
জীবন সমাদরে দিল
মরণ-মাল্য গলে গো—
মরণ-মাল্য গলে !
আমার কান্না, আমার হাসি,
বাজায় তাহার হাতের বাঁশী,
সেই লহরে বিশ্ব আসি'
লুটায় চরণ-তলে গো—
লুটায় চরণ-তলে !

দরবেশ

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসীর বাসিন্দার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। তাহারা একটী স্থান লইয়া বাস করে। সেই স্থানটী বাঙ্গালি-টোলা নামে খ্যাত। বিদ্যায় ইহারা হিন্দুস্থানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাঙ্গালি-টোলায় অনেকগুলি মন্দির আছে। এই পল্লিটীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। কিন্তু বাঙ্গালিগণ কেদারেশ্বরের মন্দিরেই অধিক যাইয়া থাকে। কেদারেশ্বরের অন্য একটি নাম কেদারনাথ। মন্দিরের বারান্দায় অনেকগুলি দেবতা আছে। প্রধান মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। দ্বারদেশে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহারা দ্বারপাল। মূর্ত্তি দুইটী দেখিতে অতিচমৎকার। প্রত্যেক মূর্ত্তিরই চারিটী হাত আছে। তাহাদিগের এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে গদা, তৃতীয় হস্তে পুষ্প এবং চতুর্থ হস্তটী খালি। এই চতুর্থ হস্তটী যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে যাত্রিগণকে বলিতেছে ; যে, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর ; দেবাদেশ প্রাপ্ত হইলে ভিতরে যাইও।" মোট কথা এই যে, একদল লোক মন্দিরে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যতক্ষণ না তাহা উদ্‌ঘাটিত হয়, ততক্ষণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায় না।

মন্দিরের বহির্ভাগে সম্মুখের দেওয়ালে ষাটটী দীপ দিবার জন্য দীপাধার আছে। সন্ধ্যাকালে সেগুলিকে তৈল-সংযুক্ত করিয়া প্রজ্জ্বলিত করা হয়। মন্দিরের মধ্যে কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, কেদার নামে এক ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ঋষির সহিত হিমালয়ে যাইয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হন্। তাহার মৃত্যু হইলে, শিব তাহাকে দেবত্ব অর্পণ করেন্। স্তুতরাং, মহাদেবের মূর্ত্তিতে তাহার পূজা হইয়া থাকে। বশিষ্ঠকে স্বপ্নে মহাদেব দেখা দিয়া বর-গ্রহণ করিতে বলেন। বশিষ্ঠ এই বর চান যে, তিনি (মহাদেব) যেন বারাণসী-ধামে বাস করেন।

কেদারেশ্বরের সহিত অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরবনাথ, গণেশ ও অন্নপূর্ণা। যে দ্বার দিয়া ঘাটে অবতরণ করা যায়, তাহার উপর বাঙ্গলা ও হিন্দিতে কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য লেখা আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে অনেক দুঃস্থ নরনারী ভিক্ষা-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। এবিষয়ে কেদারেশ্বরের মন্দিরটী অন্নপূর্ণার মন্দিরের সমতুল। শেষোক্ত মন্দিরেও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ভিক্ষা-প্রত্যাশায় গমন করে। সিঁড়িতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার স্থান আছে। নিম্নে একটী কূপ দৃষ্ট হয়। ইহা গৌরীকুণ্ড নামে খ্যাত। ইহার জলে জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস।

কেদারনাথের মন্দিরের পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল দূরে মান-সরোবর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ মন্দির-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে অন্যূন পঞ্চাশটী মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক একটী আছেন। এতন্মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের মন্দিরটীই প্রসিদ্ধ। কুলুঙ্গিতে দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। দুর্ব্বাসা ইঁহার ভ্রাতা। রাজা মানসিংহ মান-সরোবরের খনন-কর্ত্তা। এখানে প্রায় এক সহস্র দেবতা দৃষ্ট হইয়া থাকেন্।

মান-সরোবরের নিকটে পূর্ব্বদিক্স্থিত দ্বারের একটী রাস্তার কোলে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বালকৃষ্ণ ও অন্যটী চতুর্ভুজ। এখান হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই মানেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। রাজা মানসিংহ ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা।

বাঙ্গালীটোলায় মান-সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস, ইনি প্রত্যহ তিল-পরিমাণে বর্দ্ধিত হন্। দেবতার সমক্ষে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বৃক্ষ জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারের দুইপার্শ্বে অনেকগুলি দেবতা আছেন্; তন্মধ্যে একটির্ নাম শ্যাম কার্ত্তিক। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের কুলুঙ্গিতে অনেক দেবতাই আছেন্। একটী কুলুঙ্গিতে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিষ্ণুর পদচিহ্ন তিনটী সর্প দেবতা, তিনটী মহাদেব ও একটী গণেশের মূর্ত্তি দেখা যায়। অন্য কুলুঙ্গিতে মহাদেবের মূর্ত্তিটী ঠিক্ মনুষ্যের ন্যায়। এরূপ বিগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় না। মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তিই প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

যে স্থানে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, তথায় একটী অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষে একটী বৃহৎ মূর্ত্তি ঠেসান দেখা যায়। ইনি বীরভদ্র-নামে খ্যাত। ইহাঁর চতুর্দ্দিকে অন্যূন ত্রিশটী দেবতা আছেন্। কয়েক পদ

দূরে একটী নিম্ববৃক্ষের তলে অষ্টভুজা দেবী অবস্থিত।

কেদারনাথের মন্দির হইতে দশাশ্বমেধের মন্দিরে যাইতে হইলে রাস্তায় অনেক দর্শনীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। তুলারেশ্বরের মন্দিরটী দেখিবার উপযুক্ত। সাতুবাবু-নামক জনৈক বাঙ্গালীবাবু এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। অত্যুচ্চ মন্দিরটী মধ্যে অবস্থিত এবং তাহার দুইপার্শ্বে সাতটী করিয়া মন্দির আছে। এই সমস্তগুলিতে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নদীতটস্থিত চৌকীঘাটে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; তাহার চতুষ্পার্শ্ব চবুতরা-দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতা আছেন্। এখানে কতকগুলি সর্পমূর্ত্তিও দেখা যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষের সমক্ষে রুক্মেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে অনেক মন্দিরই আছে।

বাঙ্গালিটোলায় সর্ব্বাপেক্ষা অনেক দেবতার অবস্থিতি।

* * * *

বারাণসীর দুর্গাবাড়ীর প্রসিদ্ধি অধিক। অনেকেই এখানে আসিয়া দেবীর পূজা করে। সহরের দক্ষিণ-সীমায় মন্দিরটী অবস্থিত। দুর্গাদেবীর সমক্ষে বলিপীঠ আছে। নাটোরের রাণী ভবানী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। এখানে মঙ্গলবারে একটী করিয়া ক্ষুদ্র মেলা হয়। সংবৎসরের মধ্যে শ্রাবণমাসের মঙ্গলবারেই অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। দুর্গাবাড়ীর পার্শ্বেই বাঁদরের যত আড্ডা। বাঁদরগুলি আহার পাইয়া থাকে। অবশ্য সেই আহার যাত্রিগণই দেয়।

দুর্গাদেবীর মন্দিরের দরজার সমক্ষে নহবৎখানা আছে। প্রত্যহ তিনবার দেবীর সম্মানার্থ বাজনা বাজিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহের বামদিকে গণেশের মূর্ত্তি। শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেবের ও বৃষের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হয়।

মন্দিরের উত্তর দিকে দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। দেবীভাগবতে লেখা আছে, যখন ভগবতী রাজা সুবাহুর উপর প্রসন্না হ'ন্, তখন রাজা এই প্রার্থনা করেন যে, 'হে দেবি! যতদিন কাশী-নগরী রহিবে', ততদিন আপনি উহার রক্ষার্থ দুর্গা-নাম ধারণ করিয়া সেথায় থাকিবেন্।' উত্তরে দেবী বলেন যে, 'যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন আমি কাশীতে থাকিব।' দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কুরুক্ষেত্র তালাও নামে একটী পুষ্করণী আছে। রাণী ভবানীই এই পুষ্করিণীর খনন-কর্ত্রী। চন্দ্রগ্রহণের সময় স্নানের নিমিত্ত এখানে অনেক জনতা হয়। ইহার পশ্চিমদিকে উক্ত রাণীর দ্বারা একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভাদাইনি-মহল্লায় কুরুক্ষেত্র-তালাওয়ের উত্তরপূর্ব্বে লোহারিক কুঁয়া নামে একটি কূপ আছে। ইহার মুখ দুইটী। রাণী অহল্যাবাই, বেহারের জনৈক রাজা এবং অমৃতরাও ইহার খননকর্ত্তা। সিঁড়ির একটী কুলুঙ্গিতে সূর্য্যের চক্র অবস্থিত। একটী চত্বরের উপর গণেশ উপবিষ্ট আছেন্। এখানে ভদ্রেশ্বরের মন্দিরও দৃষ্ট হয়। ভদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ-মাত্র।

* * *

রামনগরের কেল্লার এক মাইল দূরে বেনারসের মহারাজার রাজবাটী। এখানে

একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরটীতে অনেক শিল্পকার্য্য দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নের থাকে হস্তী ও তৎপরে সিংহের শ্রেণী আছে। প্রত্যেক সিংহ দুইটী করিয়া হস্তীর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উপরকার তিনটী থাকে অনেক দেবতার মূর্ত্তিই দেখা যায়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, তিনটী পৃথক্ কুলুঙ্গিতে অবস্থিত। কৃষ্ণও তথায় স্থান পাইয়াছেন; পরন্তু তিনি একা নহেন্। তাঁহার সহিত দুইটী গোপীও আছেন্। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, কুবের, ভৈরব, রাম, সীতা, হনুমান, গণেশ ও বলদেবের মূর্ত্তিও এখানে অবস্থিত। বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্রমাও বাদ পড়েন নাই। চন্দ্রমা দুইটী হরিণ-দ্বারা বাহিত শকটের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইঁহার মস্তক হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। নারদ গজেন্দ্রমোক্ষ কার্ত্তবীর্য্যও আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হয়। উপরিস্থিত থাকের কেন্দ্রস্থান হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও পূর্ব্বদিকে কালীর মূর্ত্তি অবস্থিত। উত্তরদিকের কুলুঙ্গিতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। ইনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। মন্দিরের তিনটী দ্বারের সমক্ষে, মার্ব্বেল প্রস্তরনির্ম্মিত তিনটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটীতে নন্দি (সাঁড়) মূর্ত্তি, অন্যটীতে গরুড়ের মূর্ত্তি এবং তৃতীয়টীতে সিংহ মূর্ত্তি। দ্বারের উপর ময়ূর ময়ূরী মুখো-মুখি করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দুর্গা দেবী বিরাজিত। বিগ্রহটী মার্ব্বেলপ্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার অঙ্গে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধানে পীতবসন। বিগ্রহের সমক্ষে একটী মেজ আছে। ইহার উপর পূজার বাসনগুলি সজ্জিত থাকে। বামদিকে আর একটী ক্ষুদ্র মেজ আছে, তাহাতে পূজার জন্য কেবল মাত্র পুষ্প থাকে। সন্নিকটে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। দুর্গাদেবীর দক্ষিণে পঞ্চবক্ত্র শিব অবস্থান করিতেছেন।

সন্নিকটে রাজা চেতসিংহকৃত একটী পুষ্করিণী ও উদ্যান অবস্থিত। পুষ্করিণীটীতে সুবৃহৎ ঘাট আছে। এখানে হাজার হাজার ব্যক্তি একত্রে স্নান করিলেও কাহারও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রবাদ এইরূপ যে বেদব্যাস কাশীর মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহার অনুরূপ ব্যাসকাশী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈব মায়ায় তাহার বিপরীত হইল। কাশীতে মরিলে মুক্তি হয় কিন্তু ব্যাসকাশীতে মরিলে গর্দ্দভ যোণী প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ব্যাস কাশীতে কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে মরিবার জন্য কাশীতে আগমন করে। এই ব্যাস-কাশী রামনগরে অবস্থিত। বেদব্যাস ব্যাস-কাশীর অবস্থা দেখিয়া এরূপ বিধান করেন যে মাঘ মাসে যে ব্যক্তি ব্যাস কাশীতে তীর্থ করিতে আসিবে তাহাকে আর গর্দ্দভ যোনী প্রাপ্ত হইতে হইবে না। এই জন্য রাম নগরে সকলেই একবার ব্যাসকাশীতে তীর্থ করিতে যায়। তীর্থটী সারা মাঘ মাস হইয়া থাকে কিন্তু সোম ও শুক্র বারেই লোকের সংখ্যা অধিক হয়।

রামনগরে রাজার কেল্লায় বেদব্যাসের মন্দির আছে। গঙ্গাঘাট প্রস্থিত সিঁড়ি দ্বারা মন্দিরে গমন করিতে পারা যায়। বাম দিকের সিঁড়িতে গঙ্গার মূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি

মকরবাহিনী। মূর্ত্তিটী শ্বেত প্রস্তরের। ইনি চতুর্ভুজা। একটী হস্ত অবনত, অপরটী উন্নত, তৃতীয়টীতে পদ্ম এবং চতুর্থটীতে কমণ্ডলু। এখানে অনেকগুলি দেবতাই আছেন। বেদব্যাসের মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। বেদব্যাসকে পূজা করিতে হইলে শিবের উপাসনা করিতে হয়।

পঞ্চকুশী রাস্তার আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুর্গাবাড়ীর নির্ম্মাতা ও পুষ্করিণীর খননকর্ত্রী রাণীভবানী এই রাস্তাটী সংস্কার করেন। তাঁহার সময় হইতে পঞ্চকুশী রাস্তাটী ভাল অবস্থায় আছে। পঞ্চকুশী রাস্তা হিন্দুর পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এখানে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চকোশী রাস্তার পরিক্রমার ও ফল অনেক। যাঁহারা পরিক্রমা করেন তাঁহারা নগ্নপদে থাকেন—জুতা পরেন না। রাজাই হউন আর প্রজাই হউন, ধনীই হউন বা নির্দ্ধনই হউন পরিক্রমা সম্বন্ধে সকলেরই নিয়ম এক। তবে পীড়িত ব্যক্তির নিয়ম অন্য।

মনিকর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থযাত্রীগণ পরিক্রমা করিতে করিতে অসি-সঙ্গমে গমন করে। এখান হইতে জগন্নাথের মন্দিরে যাইতে হয় এবং তথা হইতে "কানধাওয়া" গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই পরিক্রমা শেষ হয়। ইহাই ছয় মাইল রাস্তা। পরদিবস ধুপচণ্ডী গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই দশ মাইল পূর্ণ হয়। এখানে ধুপচণ্ডীর পূজা করিতে হইবে। তৃতীয় দিবসে পরিক্রমায় বাহির হইয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইলেই ১৪ মাইলের পরিক্রমা শেষ হয়। চতুর্থ দিনে শিবপুর যাইয়া পঞ্চপাণ্ডব দর্শন করিতে হইবে। পঞ্চম দিনে কপিলধারায় সমাগত হইয়া মহাদেবের অর্চ্চনা না করিলে চলিবে না। ষষ্ঠদিনে কপিলধারা হইতে বরুণা সঙ্গম ও তথা হইতে মনিকর্ণিকা ঘাটে ফিরিয়া আসিলেই পঞ্চকুশী রাস্তার পরিক্রমা শেষ হয়। কপিলধারা হইতে মনিকর্ণিকা পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রীগণ যব ছড়াইতে ছড়াইতে যায়। ঘাটে পঁহুছিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরে যাইতে হইবে এবং পরে তীর্থযাত্রী বাটী প্রত্যাগত হইতে পারে। কতকগুলি যব "যব বিনায়কের" পূজার জন্য রাখিতে হয়। সাক্ষী বিনায়ক ও যব বিনায়ক দুইটী গণেশ মূর্ত্তি। এই দুই মূর্ত্তিই মনিকর্ণিকা ঘাটে অবস্থিত।

কানধাওয়ার কর্দ্দমেশ্বরের মন্দিরই বারানসী ধামে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সুন্দর। হিন্দুশিল্পের পরাকাষ্ঠা এই মন্দিরে দেখা যায়। এখানে প্রায় ছয় শত শিব মন্দির আছে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গান—

সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেওয়া
আস্‌বে কবে বসন্ত,
হৃদয়-বিতান ফুলে ফুলে
আবার হবে ফুলন্ত!

বিকশিবে রাকাশশী—
চিদাকাশ যাবে ভাসি,
বুকের মাঝে বয়ে যাবে
দখিন হাওয়া দুরন্ত!

ভুলে যাব দুঃখ শোক,
শীতল হবে দগ্ধ চোখ্
গানে প্রেমে প্রাণে হৃদয়
আবার হবে দুলন্ত !

বইবে দখিন পবন ধীরে
প্রেম-তটিনীর কালো নীরে,
উচ্ছ্বসিয়া উঠিবে ঢেউ,
বাক্ হবে না স্ফুরন্ত ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সেই পথে।

চল্ মন চল্ সেই পথে—
যেথা প্রতিদান তরে প্রণয় না কেঁদে মরে,
দীর্ঘশ্বাস শূন্যে নাহি যায় ;
ঠিক্ মরমের মাঝে মরমের কথা বাজে
অন্তহীন মধুর গাথায় ;
অন্তরে অন্তর মিশি হাসে ছলহীন হাসি,
বাহ্যতায় নাহি যায় ভুলে ;
এক সুখ, এক দুখ, এক-আশা-ভরা বুক,
ভাসে যেন এক স্রোতোজলে।

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় মোহের ছলে অন্তর না কভু ভুলে,
তুচ্ছতায় চলে না'ক প্রাণ ;
সামান্য নিধির তরে কর্ত্তব্য রাখিয়া দূরে
সুখে মন নহে ভাসমান ;
মদ-অন্ধকার পশি' হৃদয়ে ফেলে না গ্রাসি'
বিবেকে রাখিয়া অন্তরালে ;
স্নেহ ভক্তি দয়া মায়া মরতে অমৃত-ছায়া
না বিকায় কাঞ্চনের ছলে !

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় উন্মুক্ত হাসি দেয় সব জ্বালা নাশি'
বিষাদের নাহি ক্ষীণ ছায়া ;
মহান্ হৃদয় যেথা ঘুচায় পরের ব্যথা,
নাহি ধরে পিশাচের মায়া ;
তুচ্ছ তরে হিয়া যেথা ভুলে না'ক কৃতজ্ঞতা
দগ্ধ নয় অতৃপ্তি-শিখায় ;
বিশ্বাসের পাল বুকে চলে মন ঋজুমুখে,
কুটিল প্রবাহে নাহি যায় !

চল্ চল্ আরও দূর পথে—
নশ্বর জগতে ভুলি' প্রাণ যেথা কুতূহলী
ধায় সেই অনন্তের পানে,
জগতের সুখদুখ সকলে হ'য়ে বিমুখ
রত মন মোচনের ধ্যানে !
পৃথিবীর মায়া আসি' হৃদয়ে ক্ষণেক পশি'
নির্য্যাতন করে না তাহায়,
তন্ময় অন্তর মাঝে সুধার প্রবাহ রাজে,
ভাবে মন জগৎ-পিতায়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগ।
সুবোধ মাটীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে ;
ধীরে ধীরে হেমচন্দ্রের তথায় প্রবেশ।]

হেম। (সুবোধকে দেখিয়া) আহা! আমার ননীর পুতুল ধূলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! বেলা দুপুর হ'য়ে গেছে, বোধ হয়, এখনও কিছু খেতে পায় নি? খিদের জ্বালায় বাছা আমার বেহুঁস হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। দু'দিন আগে যা'র ঘুমের জন্য কত সাধনা ক'র্ত্তে হ'ত, সে আজ মেজের উপর ধূলায় প'ড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে! (কিছুক্ষণ পরে তিনি ডাকিলেন) সুবোধ!—আহা! অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমুচ্ছে৷ সাড়া নেই। ভগবান্! একি ক'র্লে? যদি এত অবনতি ঘটাবে, তবে একদিন কেন ঐশ্বর্য্যের শিখরে তুলে ছিলে? তাতেইত' আজ এত কষ্ট! তাই ত' আজ এত দুঃখ! সেই স্মৃতিইত আজ পুড়িয়ে মাচ্ছে! চিরদিন যদি এম্নি দুঃখে কষ্টে কাট্‌ত', কখনও যদি সুখের আস্বাদ না পেতুম্, তা হ'লেত আজ এ যন্ত্রণা পেতে হ'ত না। জগদীশ্বর! কেন আমাকে দীন হীন দরিদ্র কর নি? যা'রা সামান্য, দীন হীন, যারা কুলি মজুর, তারাও আজ আমার চেয়ে সুখী। স্মৃতি তাদের গত সুখ তাদের সাম্‌নে এনে জ্বালা দেয় না। দুঃখ দুঃখ ব'লে তারা আমার মতন, স্মৃতির দংশনের জ্বালায় চিৎকার ক'চ্ছে না! ওঃ—কি ছিলুম কি হয়েছি! লক্ষপতি ছিলুম্, ভিখারী হয়েছি! একদিনে এক কথায় ভোজ-বাজীর মতন, সব উড়ে গেল! স্ত্রীর গহনা বেচে আবার ব্যাব্‌সা আরম্ভ কর্লুম, তাও গেল! আর দিন কতক পরে পেটের ভাতের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হ'বে! আত্মীয়, বন্ধু, লোক জন, দাসদাসী, প্রভাতের তারার মতন মিলিয়ে গেছে! কেবল সর্ব্বেশ্বর আর হরিদাস এখনও আমাকে ত্যাগ করে নি। এই হতভাগার অদৃষ্ট চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে তারাও কষ্ট পাচ্ছে। এত বল্‌ছি কিছুতেই শুন্‌ছে না। আমি কি কোর্ব্বো? যার কপালে যা আছে, তাই হ'বে। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। দেখ্‌তে বাকিই বা কি আছে? আর কি দেখ্‌তে হবে? অন্নপূর্ণা রাঁধ্‌ছে, বাসন মাজ্‌ছে। আমার এত সাধের রমা! রমার অঙ্গ নিরাভরণ হয়েছে। সুবোধ সময়ে খেতে পাচ্ছে না। খিদের জ্বালা বরদাস্ত কচ্ছে, ছেঁড়া কাপড় পর্‌ছে, তবে বাকি আর কি আছে? বাকি কেবল এখনও তারা পেটের ভাতের জন্যে হাহা করে বেড়ায় নি! তাও হবে, তাও হবে! আমি বেঁচে থেকে কি ক'রে তা' দেখ্‌বো? তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল!

(হতাশ ভাবে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সুবোধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পিতাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া কাছে আসিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিল—)

সুবো। বাবা, বাবা, ওকি? অমন ক'রে বসে রয়েছেন্ কেন? আমার বড্ড

ভয় কচ্ছে, চলুন্ বাড়ীর ভেতর চলুন্। অমন ক'চ্ছেন্ কেন, বাবা?

(হেমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল) ওমা, মা, শীগ্‌গির এস!)

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ।")

অন্ন। কি হ'য়েছে, সুবোধ? অমন চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন?

সুবো। বাবা বসে বসে আপ্‌না আপ্‌নি কি বল্‌ছেন্। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে।

অন্ন। (হেমচন্দ্রের প্রতি) কিসের জন্যে তুমি এত আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছ? নির্ব্বোধের মতন দিন রাত হা হুতাশ করা তোমার সাজে না। তোমার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, তোমার মুখ চেয়ে কত সুখে আছে। তোমার এমন অবস্থা দেখ্‌লে, তা'দের কি হবে তা'কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?

হেম। সুখ, অন্নপূর্ণা সুখ?

অন্ন। হ্যাঁ সুখ বৈকি?

হেম। এ যদি সুখ হয়, অন্নপূর্ণা, তবে দুঃখ কা'কে বলে?

অন্ন। দুঃখ? সতীর পতি-বিচ্ছেদে দুঃখ, শিশুর পিতৃ-মাতৃ-বিচ্ছেদে দুঃখ, মাতার সন্তান-বিচ্ছেদে দুঃখ, তা' ভিন্ন জগতে দুঃখ আর কিছুই নেই।

হেম। কিছুই নেই? এই যে তুমি সমস্ত দিন দেহ পাত ক'রে খেটে খুটে দু'টী শাক ভাতও পেট ভরে খেতে পাচ্ছ না, এ সুখ? কচি ছেলে সুবোধ খালি গায়ে খালি পায়ে ছেঁড়া কাপড়টী পরে বেড়াচ্ছে,—এ সুখ? সোণার পুতুল রমা শুক্‌নো মুখে আমাদের মুখ চেয়ে চেয়ে দিন কাটাচ্ছে,—এ সুখ?

অন্ন। হ্যাঁ, সুখ। এ পূর্ণমাত্রায় সুখ। এতদিন ধনের গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে বেড়াতুম্, তোমার সেবা কর্ব্বার অবকাশ পেতুম্‌না; আমার কাজ দাস দাসীতে কোর্ত্তো। আজ আমি নিজের হাতে সে কাজ ক'রে, বড় সুখ পাচ্ছি। আর রমা সুবোধের কথা বল্‌ছ? তাদেরও ত কোন কষ্ট আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, তোমার কোল, আমার বুক, এ সকল থেকে ত' তারা বঞ্চিত হয় নি? তবে আর তাদের দুঃখ কিসের? সুখ মানুষের অন্তরে। দু'খানা গয়না গায়ে দিলেই সুখ হয় না, দুখানা ভাল কাপড় প'রে বেড়ালেও সুখ হয় না।

হেম। তবে সংসারে সুখ কিসে অন্ন-পূর্ণা? মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করে কিসের জন্যে?

অন্ন। সুখ কর্ত্তব্য-পালনে। পুরুষে অর্থ উপার্জ্জন করে সংসার প্রতিপালনের জন্যে। আর, আত্মীয়, বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, প্রতিপালন করা পুরুষের কর্ত্তব্য! অর্থ না হ'লে সংসার প্রতিপালন হয় না। সুতরাং, কর্ত্তব্য-পালনও হয় না। তাই পুরুষকে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে হয়।

হেম। তবে অন্নপূর্ণা! আমার কর্ত্তব্য-পালন হচ্ছে কই?

অন্ন। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, আমি অবলা আমি তোমাকে কি উপদেশ দোবো? পুরুষের দশ দশা! চিরদিন তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলে। আজ দু'দিন অর্থহীন হ'য়েছ ব'লে এত দুঃখ করা কি তোমার উচিত? ঐশ্বর্য্য কার চিরদিন

থাকে ? সুখ দুঃখ সমান ভাবে, কবে কার ছিল ? আমরাত ক্ষুদ্র মানুষ, স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাজা হ'য়ে বনে গেছ্লেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও বনবাস কর্‌তে হয়ে ছিল। নল, শ্রীবৎস প্রভৃতি কত রাজা ঐশ্বর্য্য হারিয়ে বনে বনে বেড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তাত জান, তাঁরা স্বধর্ম্ম ছাড়েন্ নি ! আমি আর কি বল্‌ব ? এ সংসারে সবই ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ কিছুই নয়, কেবল মানুষের মনের বিকার মাত্র !

হেম। আমি কি কর্ব্বো অন্নপূর্ণা ! তোমাদের এ কষ্ট আমি যে চখে দেখ্‌তে পার্চ্ছি' না।

অন্ন। বেশ ! তুমি একটা চাক্‌রি বাক্‌রি কর।

হেম। (অন্যমনস্ক ভাবে) চাক্‌রি ? চাক্‌রি আমি কি কো'র্ব্বো ? চাক্‌রি ত' কখনও করিনি, অন্নপূর্ণা ! আর কেই বা আমাকে চাক্‌রি দেবে ? 'চাক্‌রি দাও', 'চাক্‌রি দাও' ক'রে কা'র খোসামোদ কোর্ব্বো ? কা'র পায়ে ধোর্ব্বো ?

অন্ন। তোমাকে কারুর খোসামোদ ক'র্ত্তে হবে না। প্রফুল্ল বলেছে তুমি যদি চাক্‌রি ক'র্ত্তে রাজী হও, তা'হ'লে সে চেষ্টা ক'র্ব্বে। আরও বলেছে কোথায় নাকি চাক্‌রি খালিও আছে, চেষ্টা ক'লে তোমার জন্যে সে ভাল চাক্‌রি যোগাড় ক'র্ত্তে পার্ব্বে। তোমার মত না হ'লে আমি ত' কিছু বল্‌তে পারি না।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, তোমাদের কথাই শুন্‌বো। দেখ্‌ব, পরের গোলামী কো'র্ত্তে পারি কিনা ? প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে হয় কি ক'রে, তা' শিখ্‌বো। জীবনের নতুন পথে চল্‌তে চেষ্টা কো'র্ব্বো।

অন্ন। এতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে নাইবা চাক্‌রি ক'লে ? আমাদের ত' কোন কষ্ট হয়নি, বেশ চলে যাচ্ছে। তোমার যাতে মন ভাল থাকে তাই কর।

হেম। না, চাক্‌রি কোর্ব্বো, একবার ক'রে দেখ্‌ব। তুমি ব'ল প্রফুল্লকে।

(এই সময়ে প্রফুল্লর প্রবেশ।)

এই যে প্রফুল্ল এসেছ ; ভালই হ'য়েছে। কোথায় চাক্‌রি খালি আছে, তুমি নাকি বলেছ, বাবা ?

প্রফু। আজ্ঞে হ্যাঁ, দু'টো কাজ খালি আছে। একটা এইখানেই 'মার্চ্চেন্ট' আফিসে। মাসিক একশ' টাকা মাইনে। আর একটা শ্যামনগরের জমীদারের ষ্টেটে। জমীদারের ম্যানেজারি খালি হ'য়েছে। জমীদারের ভাই, আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড্ একজন উপযুক্ত লোক খুঁজ্‌ছেন। মাইনে আপাততঃ দুশো টাকা। যে মার্চ্চেন্ট আফিসে কাজ্‌টা খালি আছে তা'র সাহেবের সঙ্গে আমাদের একজন 'প্রফেসরে'র খুব ভাব আছে। আপ্‌নার যেটা ইচ্ছা, চেষ্টা ক'লে সেইটাই হ'তে পারে।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তুমি শ্যামনগরের কাজটাই চেষ্টা ক'রে দেখ। সাহেবের কানমলা খাওয়ার চেয়ে স্বজাতির লাথি খাওয়াও ভাল। আমি শ্যামনগরেই যাব।

অন্ন। কেন এইখানে কা'জ কলে'ইত' বেশ হত ! বিদেশে বন্ধুহীন দেশে একলা কি ক'রে থাক্‌বে ?

প্রফু। তা'তে কি মা! ম্যানেজারী কাজটায় মান-সম্ভ্রমও আছে, পয়সাও আছে। কিছুদিন কাজ ক'রে আবার চলে আস্‌বেন্।

হেম। হ্যাঁ, তুমি সেইটেই দেখ।

প্রফু। আচ্ছা, আমি আজই দেখ্‌ব। কি হয়, এসে আপ্‌নাকে ব'লে যাব।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের অন্তঃপুর।

লীলার কক্ষ।

লীলা ও পরিচারিকা।)

লীলা। এ-কথা তুই নিজের কানে শুনেছিস্?

পরিচারিকা। মাইরি, বৌ-দিদি! মাইরি।

লীলা। কখন্ শুন্‌লি?

পরি। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা দাদাবাবু আজ বৈঠক্‌খানায় শুয়েছেল না? সেই সময় সেই পোরে, না কে, একটা ছোঁড়া আছে না? সে এসে বলাবলি কচ্ছিল। এতদিন হেমঘোষ বাড়ীতে ছেল ব'লে পারে নি। হেম ঘোষের নাকি চাকুরি হ'য়েছে, সে কোন্ দেশে চাকুরি ক'র্ত্তে যাবে। সে দেশ নাকি অনেক দূর। সে চলে গেলেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বে।

লীলা। দূর পোড়ার মুখী!

পরি। সত্যি বল্‌ছি বৌদিদি! তোমার দিব্যি! শুনে আমার গা'টা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো!

লীলা। তুই শুনে ছিলি, তা আমাকে শোনালি কেন, পোড়ারমুখি?

পরি। ওমা! সেকি গো! এমন কথা শুনে কি কেউ চুপ ক'রে থাকৃতে পারে?

লীলা। তোর মিছে কথা! তুই দুপুর বেলা কি ক'র্ত্তে বাইরে গেছ্‌লি? তোর দাদাবাবুর কাছে না কি?

পরি। (হাসিয়া) আমার কি আর সে বয়েস আছে গা, বৌদিদি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে!

লীলা। কবে ধ'রে আন্‌বে, তা' কিছু শুনেছিস্?

পরি। তা' পষ্ট কিছু শুনিনি। কি বল্‌ছে ওরা শোন্‌বার জন্যে অনেকক্ষণ আড়ি পেতে ছিলুম্, তা' সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম্, হেমঘোষ শীগ্‌গির সে দেশে চলে যাবে; আর সে গেলে পরেই মেয়েটাকে ধ'রে আন্‌বে।

লীলা। কত বড় মেয়ে?

পরি। তা কি আমি দেকিচি?

লীলা। দেখিস্ নি, শুনেছিস্ ত'?

পরি। অত কথা কি আর শুন্‌তে পেয়িছি? তারা ধ'রে আন্‌বার কথা বল্‌ছেন; বয়েসের কথা ত আর বলে নি! তবে আই-বুড় মেয়ে, বের যুগ্যি—সোমত্তই হবে। তোমাদের ঘরে কি আর এখন ক'চি মেয়ের বে হয়?

লীলা। না, আমাদের ঘরে বুড়ো মেয়ের বে'হয়! যাক্ সে মেয়েটা বুঝি, খুব সুন্দরী?

পরি। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! ব'ল্লে যেন স্বগ্যের পরী।

লীলা। আচ্ছা, ক'বে ধ'রে আন্‌বে ঠিক্ করে জেনে আমাকে খপর দিস্ দেখি!

পরি। কেন, তুমি কি কোর্ব্বে?

লীলা। কি আর কোর্ব্বো? আমি কালো, তাই তোর দাদাবাবুর পছন্দ হয় না। সে সুন্দর, যদি তার সঙ্গে থেকে সুন্দর হতে পারি, তাই দেখ্‌বো।

পরি। তোমার যেমন কথা! সকল তাতেই তোমার হাসি, সকলতাতেই তামাসা।

লীলা। তুই আমাকে থপর এনে দিস্‌না, আমি তোকে বখ্‌শিশ দোব। এখন তুই যা।

পরি। আচ্ছা। মা'কে এ কথা বল্‌বো কি?

লীলা। মাকে ব'লে কি হবে? মা সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বেন্ না, বকাবকি ক'র্ব্বেন্; তাতে উল্টো হবে। কাকেও বলিস্ নি। বুঝ্‌লি?

পরি। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

লীলা। (স্বগত) স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) ছিঃ ছিঃ, এ তোমার কেমন কাজ? তুমি দিন দিন কি হ'চ্ছ? তোমার উপরে আমার যে ভক্তি কমে যাচ্ছে।—নারায়ণ! আমার মনে শক্তি দাও। স্বামীর প্রতি ভক্তি যেন না হারাই।—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। তোমার এ অধর্ম্ম আমি কি ক'রে দেখ্‌বো? তোমায় কিছুতেই এ পাপ ক'র্ত্তে দোবো না। যাক্। হেমবাবু যতদিন এখানে রয়েছেন্ ততদিন কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। তিনি গেলে পর, আমায় একটা উপায় কর্ত্তেই হবে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটীর দরদালান।

হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা, রমা, সুবোধ, প্রফুল্ল,

সর্ব্বেশ্বর এবং হরিদাস।)

হেম। সর্ব্বেশ্বর, হরিদাস! তোমাদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না। আমি চল্লুম্, এদের দে'খ।

সর্ব্বে। বাবু কিছু দিনের জন্যে বিদেয় নিতে এসেছি।

হেম। (সা-শ্চর্য্যে) অ্যাঁ, সেকি? এত-দিনের পর এসময় তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। ছেড়ে কোথায় যাব বাবু? কিছু দিনের জন্য তীর্থে যাব মনে ক'রেছি। বয়েসও হয়েছে, সব ঠিক্ ক'রেও ফেলেছি; নইলে আপনি যখন বিদেশে যাচ্ছেন্, আমি যেতুম্ না? কিন্তু কি কোর্ব্বো? সব ঠিক করে ফেলেছি যে!

হেম। এত দিন থেকে, আজ তুমি তীর্থে যাবে সর্ব্বেশ্বর? তবে আমার সুবোধ-রমাকে দেখ্‌বে কে? কোন্ তীর্থে যাবে? (হরিদাসের প্রতি) হরিদাস! তুমিও কি সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে তীর্থে যাবে ভেবেছ?

হরি। না বাবু, আমার সুবোধকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পার্ব্বো না।

হেম। চুপ করে রইলে কেন, সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, এই—

হেম। বল্‌তে কি কোনও বাধা আছে?

সর্ব্বে। বাধা নেই বাবু, তবে বল্‌লে পাছে আপ্‌নি বাধা দেন্, তাই—

হেম। তুমি তীর্থে যাবে, তা'তে আমি বাধা দিতে পারি না। তবে আমি যাচ্ছি, —এমন সময় তোমার তীর্থে যাবার কথা শুনে কিছু আশ্চর্য্য হলুম্ এইমাত্র! এদের দেখ্‌বার কেউ থাক্‌বে না, তাই বল্‌ছিলাম্। তা' যাও, তোমার উপর আমার জোরই বা কি? গরীবের ঈশ্বর সহায়। সকলে ছেড়ে গেলেও তিনি ছেড়ে যাবেন্ না।

সর্ব্বে। এ রকম নিষ্ঠুর কথা ব'লে মনে কষ্ট দেবেন্ না বাবু! সর্ব্বেশ্বরকে এমনই নেমক্‌হারাম ঠাওরালেন্ যে সে আজ অসময়ে

আপনাদের ছেড়ে চলে যাবে? তীর্থ ত দূরের কথা, জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যার জন্যে আপনাদের ছেড়ে যেতে পারি। আর তীর্থ! পুণ্যাত্মা আপ্‌নি, পুণ্যময় এই সংসার, এই আমার পরম তীর্থ। কাশী-বৃন্দাবন এর চেয়ে আমার বেশী বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আপ্‌নাকে সত্য গোপন কর্চ্ছিলুম্ তা'র কারণ বল্লুম্, পাছে আপ্‌নি বাধা দেন। বাবু, আপনার মঙ্গল সাধনই জীবনের একমাত্র ব্রত। আর আপ্‌নার নষ্টসম্পত্তির পুনরুদ্ধার আমার প্রথম ও প্রধান সঙ্কল্প। সেই জন্যে এখন আমায় অনেক যায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। বাড়ীতে থাকৃতে পাব না। তাই আপনার কাছে কিছুদিনের ছুটী চাইছিলুম।

হেম। তোমার এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সর্ব্বেশ্বর!

সর্ব্বে। ত্যাগ কোর্ব্বো? কেন? কি জন্যে? আমার নিজের সম্পত্তি একজন প্রবঞ্চকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কোর্ব্বে, আর আমি তাই নীরবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? বাবু, তা' আমি কখনও পার্ব্বো না। এর জন্যে যদি মাম্‌লা মোকদ্দমা, জাল জোচ্চুরি, এমন কি খুন খারাপি পর্য্যন্ত কর্ত্তে হয়, তাও স্বীকার।

হেম। সর্ব্বেশ্বর! সে আমার আত্মীয়, আমার ভগ্নীপতি। সে যদি আমার বিষয়-ভোগ ক'রে সুখী হয়, হোক্। তার অদৃষ্টে ছিল, সে পেয়েছে, আমার অদৃষ্টে ছিল, আমি হারিয়েছি। অদৃষ্ট কেউ খণ্ডাতে পারে না।

অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝে কোনও লাভ নেই। আর বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে বিরোধ কর্ব্বারও আমার ইচ্ছা নেই।

সর্ব্বে। বাবু—

হেম। না, আর কোনও কথা ক'য়োনা। আমার অনুরোধ অথবা আদেশ যাই বল,— তার সঙ্গে কোনও বিরোধ কোরো না বিষয় হারিয়েছি, সে কথা ভুলে যাও। কোন কালে আমাদের যে বিষয় ছিল, সেকথা ভুলে যাও। আমিও তা' ভোল্‌বার জন্যেই কর্ম্মস্রোতে দেহ মন দিতে যাচ্ছি। মনে কর, আমরা চিরদিনই এম্‌নি গরীব। যাক্ এসব কথা বাদ দাও, আমার যাবার সময় হ'য়ে এল, আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে ষ্টেষনে পাঠিয়ে দাও গে।

(ধীরে ধীরে সর্ব্বেশ্বর চলিয়া গেলেন।)

হেম। আর বেশী সময় নেই, এখনি আমাকে বেরুতে হবে, অন্নপূর্ণা!

(অন্নপূর্ণা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

হেম। ছিঃ,—অন্নপূর্ণা! তুমি কাঁদ্‌ছ? আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও। তুমি যদি কাঁদ; তবে ছেলে-পুলে কি কোর্ব্বে? আমি কি করে স্থির হব?

সুবোধ। কবে আস্‌বেন্, বাবা?

হেম। শীগ্‌গির আস্‌বো বাবা তোমায় ছেড়ে কি বেশী দিন কোথায় থাকৃতে পারি?

সুবোধ। তবে কি ক'রে থাক্‌বেন্ আমি আপ্‌নার সঙ্গে যাবো।

হেম। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে বাবা আমি যে অনেক দূর দেশে যাব।

সুবোধ। সে কতদূর বাবা? আমি চল্‌তে পার্ব্বো না?

হেম। সে পাহাড় পর্ব্বতের দেশ

জঙ্গলের দেশ, তুমি কি সে দেশে যেতে পার ?

(সুবোধ হেমচন্দ্রের হাত লইয়া নিজের মুখে ঢাকা দিল ।)

হেম। একি বাবা, সুবোধ! তুমি কাঁদ্‌চ কেন? কান্না কিসের? আমি আবার শীগ্‌গিরই আস্‌ব। (স্বগতঃ) একি মোহ? এদের কষ্টের জন্যেইত যাচ্ছি, বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে, তবে প্রাণ এমন করে কেন? এত ভাব্‌না হয় কেন? এদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না যে! ভগবান্! তুমি এদের দেখ। তুমি এদের রক্ষা কোরো।

অন্ন। বিদেশে যাচ্ছ, খুব সাবধানে থেক, সর্ব্বদা চিঠি লিখ, বেশী দিন থেক না, শীগ্‌গির চলে এস ।

হেম। আস্‌ব। রমা, তবে যাই মা ?

রমা। বাবা, এ পর্য্যন্ত কখনও আপনার কাছছাড়া থাকিনি, বাবা, বড় প্রাণ কেমন কর্চ্ছে, আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে কর্চ্ছে'না। মনে হচ্ছে, যেন কি অমঙ্গল ঘট্‌বে। (কাঁদিতে লাগিলেন)

অন্ন। ছিঃ—রমা! ওকথা কি বল্‌তে আছে, মা!

হেম। হরিদাস! তোমাকে কোন কথা বলা আমার বাহুল্য, তবু বলি ভাই, আমার রমা সুবোধ রইল, দেখ। আমার রমা সুবোধকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।

হরি। কোন ভাব্‌না নেই বাবু, আমি প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা কোর্ব্বো। দিনরাত ভেবে ভেবে আপনার শরীর, মন, খারাপ্ হয়ে যাচ্ছে, তাই আপনাকে যেতে দিচ্ছি, নইলে আমার একটুও ইচ্ছে নেই যে, আপনাকে সে-দেশে যেতে দিই।

হেম। বাবা, প্রফুল্ল! আমি চল্লুম্, এরা থাক্‌বে তুমি দেখ। আমার আত্মীয় বন্ধু আর কেউ নেই। আমার ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সব গিয়েছে।

প্রফু। সেজন্যে আপ্‌নার কোন চিন্তা নেই। যতদিন পর্য্যন্ত আপ্‌নি বাড়ীতে ফিরে না আস্‌বেন্, ততদিন আমি প্রাণপণে এঁদের সেবা কোর্ব্বো।

হেম। রমা, মা আমার! সুবোধ, বাবা! যাই তবে? আমার গাড়ীর সময় হয়ে এল।

(সুবোধ ও রমা পিতাকে প্রণাম করিল)

হেম। অন্নপূর্ণা! তোমাকে বেশী আর কি বল্‌ব? তুমি বুদ্ধিমতী, যতদিন আমি ফিরে না আসি, ততদিন তোমারই উপর সকল ভার। খুব সাবধানে থাক্‌বে।

অন্ন। (স্বগতঃ) পাষাণী আমি পয়সার জন্যে স্বামীকে কোন্ দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। (প্রকাশ্যে) চল, লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম কর্ব্বে চল।

হেম। চল।

(সকলের প্রস্থান। পট-পরিবর্ত্তন। লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দির। হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা ও রমা।)

অন্ন। এই নাও লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের প্রসাদী ফুল। নারায়ণ তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা কর্ব্বেন্।

হেম। দাও। (ফুল গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন্।)

রমা। (করযোড়ে)

জয় জয় কৃষ্ণ, কংস দমন,
বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন !
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, শ্রীমধু সূদন
রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন।
জয় বিপিন-বিহারী, মুকুন্দ, মুরারী,
শ্যাম-সুন্দর, ভব ভয় হারী,
অগতির গতি, হে দেব শ্রীপতি !
ভকত বৎসল ব্রহ্মসনাতন !
মিনতি ও-পদে, ফেলনা বিপদে,
কৌস্তুভ-ভূষণ, নন্দ-নন্দন !

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

যেওনা হেলায় চলে।

বিশাল নভের ওই একা প্রভাকর প্রায়,
তুমি যে উজলি ছিলে প্রাণ-মন সমুদায়।
ক্ষণেক আড়াল হলে দিবাকর বাদলায়,
সমগ্র ধরণী রহে কি আঁধারে হায়। হায় !
আরাম-সুখের মূল জরা-ব্যাধি-অপহারী,
কে রহে বিশ্বেতে আর তারি মত উপকারী ?
ধরা সদা নত হয়ে করে ওই পদ ধ্যান,
নানা ছন্দে বেদমন্ত্রে গাহে নিত্য যশোগান।
তুমি যে আমার প্রভো ! জীবনের রবি সম
একাই হাজার রূপে নাশ যত অমা-তমঃ।
তব অদর্শনে নাথ ! কি যাতনা বুক জুড়ে,
কেমনে বুঝাব হায় ! আজি যেগো বড় দূরে !
না পাই প্রবোধ হেন যা' লয়ে বাঁধিয়ে প্রাণ,
মুছিব নয়ন-ধারা ভুলিব বিষাদ-গান।
ভেবেছিনু এতদিন হও তুমি দয়াধার,
আজি হেরি তব সম নাহিক নিঠুর আর !
যখন নিকটে ছিলে ঢেলে দিয়ে প্রেমধারা,
ভুলাইলে মন-প্রাণ করিলে আপনা-হারা।
দূরে গিয়ে এবে হায় ! একি তব ব্যবহার,
হৃদয় দহিয়া যায় নাহি বিন্দু দয়া আর !
প্রেমময় ! দয়াময় ! আমার হৃদয়-ধন !
কোন্ অপরাধে বল আজি দাসে বিস্মরণ ?
মোর যে কিছুই নাই, তুমিই সংবল-সার,
তোমার চরণ বিনা লুটাইব পদে কার ?
যত দুঃখ দিবে দাও, যেওনা হেলায় চলে,
জুড়াব সকল জ্বালা তোমার চরণ তলে। *

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

উপন্যাসিকের বিপদ্।

(১)

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা স্বামীর নব-প্রকাশিত উপন্যাস-"মৃগতৃষ্ণার" সমালোচনা পাঠ করিতেছিল। মাসিক পত্র "সত্যপ্রকাশে" তাহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক লিখিয়াছেন—"উপন্যাস-জগতে আদিত্যবাবু এইবার নবযুগ আনয়ন করিলেন। বইখানির আগাগোড়া সবটুকুই নিখুঁত ভাল হইলেও, একমাত্র নারীচরিত্র—

* এই কবিতাটী লেখিকার অন্তিম রোগ শয্যায় লিখিত ও অপ্রকাশিত "বৈশাখী" কাব্য হইতে সঙ্কলিত।

অতুলনীয়। নারীচরিত্র চিত্রণে আদিত্যবাবু যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—ভয়, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, সহ্যশক্তি, ধৈর্য্য, অন্তরের ব্যর্থ হাহাকার, তৃপ্তির বিমল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল নারীচিত্তের অপূর্ব্ব উদাহরণ এমনই স্বাভাবিক ভাবে ফুটাইয়াছেন যে, তাহার তুলনা নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র আদিত্যবাবু ছাড়া এমন লেখা আর কাহারও লেখনী হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, বুঝি, হইবেও না।" ইহা পাঠ করিয়া ঘোর অবজ্ঞাভরে মাসিক পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, অণিমা শূন্যনেত্রে জানালার বাহিরে কপিশ বর্ণযুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

আদিত্যবাবুর নাম শিক্ষিত সমাজে সম্মানের সহিতই উচ্চারিত হইয়া থাকে। আজকাল প্রায় সকল মাসিক পত্রেই তাঁহার লেখা, উপন্যাস, ছোটগল্প, কিছু না কিছু বাহির হইতেছে। বাঙ্গালা "মাসিকে"র সমধিক আদর বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে। সেই একটিমাত্র লেখকের লেখার আশায় পাঠিকারা সারামাসটি উৎকণ্ঠা, আগ্রহে কাটাইয়া, দ্বিতীয়মাসের ১লা তারিখ হইতেই পথচাহিয়া বসিয়া থাকেন্। কেহ কেহ নাকি "ডাক" পৌঁছাবার পূর্ব্বেই সাংসারিক কাজ যথাসাধ্য সারিয়া রাখেন।—পাছে পত্রিকা পাইলে কাজের ঝঞ্ঝাটে পাঠে বিলম্ব ঘটিয়া যায়,—তাই এ সাবধানতা। এখন এমন হইয়াছে, মাসিকপত্র পাইলেই পাঠকপাঠিকা আগেই সূচীপত্রে নামের তালিকা দেখিয়া লয়েন, "আদিত্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে"র নাম আছে কি না। যে বার তাহা না থাকে, সে-মাসের পত্রিকাখানি পাঠিকাবর্গের কাছে শুধুই নীরস নয়, একেবারে মূল্যহীন হইয়া যায়। এ অবস্থা যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেই তাহা নহে, উপন্যাস বা গল্প-প্রিয় নর-নারী-চিত্তই এখানে সহানুভূতিতে সমবস্থ।

অনবরত মাসিকপত্রের খোরাক যোগাইয়া আদিত্যনাথের কল্পনার গতি যখন মন্থর হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার অপেক্ষা পত্রিকা-সম্পাদকদের অবস্থা বড় কম শোচণীয় হয় নাই। উৎসাহ দিয়া,—তাগিদ্ দিয়া অনুরোধ জানাইয়াও তাঁহারা আদিত্যবাবুর "ভাবের ঘরে" প্রয়োজনানুরূপ মাল জমাইতে পারিতেছিলেন না। বই ছাপা লইয়া "পাব্লিসার"দের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। দুই বৎসরে চারিখানি উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গেল—নবীন লেখকের পক্ষে এ কি কম সম্মান! যশের নেশায় আদিত্যনাথের লেখার সাধও ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছিল, এমন কি ইহারই সাধনায় তাঁহার স্নানাহারের সময় কুলায় না, মেজাজও সেই অনুপাতে সদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকে।

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা শিক্ষিতা ও সুন্দরী। তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার অন্তরটীও বসন্তকালের কচিপাতাগুলির মতই রমণীয় নবীনতার স্ফূর্ত্তিতে ঝল্‌মলায়মান। স্নেহ-প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্যমণ্ডিত অন্তরটুকু বর্ষাকালের কূলে কূলে ভরা ছোট নদীটির মতই ভরপুর। সে গৃহিণী-পণায় নিপুণা, রোগশয্যায় শিক্ষিতা ধাত্রী; আবার দ্রৌপদী বলিয়া রন্ধনেও সে পিতামহের কাছে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া লইয়াছে। বিবাহের

পর দুইবৎসর বড় সুখেই তাহাদের দাম্পত্য-জীবন কাটিয়াছিল। তখন অণিমার মনে হইত—পৃথিবী শুধু আনন্দের রাজ্য? ইহার কোনখানে কোন অভাব অভিযোগ, দুঃখ বেদনা, কোন মলিনতা নাই। নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে পরিপূর্ণ প্রাণমন সে তাহার পতিদেবতার পায়েই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য রাখে নাই। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সাধের ধরিত্রীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এখন তাহার নয়নের হাসি অধরে নামিয়াছে; তাহাতেও বিষাদের ম্লান ছায়া ফুটিয়া থাকে। কাজকর্ম্মে সদানন্দময়ীর আর সে আনন্দভাব নাই। মিছামিছি হাসিখেলায় আর সে ছেলেমানুষি করে না! করিলে অকারণে চোখের জল এখন অনেক সময় দুর্নিবার বেগে বহিতে চায়। অনেক সময় মনে মনে সে নিজ মৃত্যু-কামনাও করিয়া থাকে। তাহার সুখের ঘরে ভূতে বাসা বাঁধিয়াছিল। শরীরের ক্লান্তিনাশ ও মনের স্ফূর্ত্তি বিধানের জন্যে কিছুদিন হইতে আদিত্যনাথ যে নূতন ঔষধ সেবন করিতে শিখিয়াছিল, তাহা এমনি অসংযত ও অশোভনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, অণিমার অনুনয় অভিমান, ক্রোধ, ক্রন্দন, কিছুতেই আর তাহা সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না বরং গোপনতার লজ্জা এড়াইয়া আদিত্য তাহার স্ত্রীকে এখন আর গ্রাহ্যও করে না। স্ত্রীর অল্পবুদ্ধি ও অসংস্কৃত জ্ঞানের তুলনায়, অনেক সময় অনুকম্পার সহিত সে, তাহাকে আহা বেচারি এই রূপই মনে করিয়া থাকে। কখন বা সে তাহার স্ত্রীর প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গিমাটি ভাবের রঙ্গে রাঙ্গাইয়া লেখার তুলিকাতে আঁকিয়া তুলে। স্ত্রীর হাসি-ক্রন্দনের রৌদ্রবৃষ্টির মধুর অভিনয় —মান-অভিমানের করুণ দৃশ্য—আদিত্যকে ব্যথা না দিয়া আনন্দ দেয়। কখনও অত্যধিক যত্নসোহাগে কখনও বিরক্তি-তাচ্ছীল্যে, কখন অত্যন্ত কাছে টানিয়া, কখন বা নিজের প্রতি অকারণে পত্নীর সন্দেহের উদ্রেক করাইয়া নারী-হৃদয়ের গোপন-মাধুর্য্য,—প্রতারিতার মর্ম্মবেদনা, ঈর্ষাপরায়ণার মনের ভাব,—সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া সে 'নোট' করিয়া রাখে। জীবন্ত আদর্শের অনুসরণে এই শক্তিশালী নবীন লেখক যে নারীচিত্র-চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কাহাকেও দ্বিধা-গ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না।

ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই অণিমা দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার শরীরের মধ্যে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল; আসন ছাড়িয়া শান্ত-কণ্ঠে সে কহিল, "এত দেরী"? স্ত্রীর প্রশ্নে উত্তর না দিয়া, হাতের ছড়ি ও মাথার টুপী টেবিলের উপর রাখিয়া আদিত্য কহিল, "—ওঃ কি গরমই পড়েছে?" হাতের তাল-পাতার পাখাখানি একটু জোরে জোরে চালাইয়া অণিমা কহিল, বাবা ত কতবারই আমাদের যাবার জন্যে লিখ্‌লেন্ তা তুমি যাবে না ত? শিম্‌লেয় এখন ত সময় ভালই! "স্ত্রীর অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরে আদিত্য তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। সংসারের অনেক ছোট, বড় জিনিষকেই সে যেমন তীক্ষ্ণ অন্তর-ভেদী দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখে, তেমনি করিয়াই সুন্দরীর হাসিমুখে কেমন

দ্রুতগতিতে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল ; স্ত্রীর কথার উত্তর-স্বরূপ কহিল, "চেষ্টা কর্‌ব পূজার সময় ! তুমি ত জান, তাঁর সঙ্গে আমার মত্ কখনও মিল্‌লো না ! গেলে আমিও সুখ পাব না, তিনিও না ! নৈলে ক্ষতি কি ছিল আর !"

অণিমা গলা ঝাড়িয়া সহজ সুরে কহিল, "জল খাবে চল। কাপড় বদ্‌লাবে না ?" আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হাই তুলিয়া আদিত্য উত্তর করিল, "না,—খাবও না, কাপড়ও বদ্‌লাব না। তা'র কারণ, এখুনি আমায় আবার বেরুতে হ'বে।" অণিমা বলিল, "খাবে না কেন ? কোথাও খেয়েচ বুঝি ?" অণিমার স্বর সংশয়পূর্ণ। আদিত্য কহিল "না, খাইনি কোথাও।" তদুত্তরে অণিমা বলিল, "তবে খাবে না কেন ?—সেই ছাই ভস্ম খেয়েচ বুঝি ?" স্ত্রীর বিরক্তিপূর্ণ মুখের পানে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাতে স্বামী বিজয়ী বীরের মত উত্তর দিল, "কিছু,—কল্পনাকে সতেজ কর্ত্তে দুর্ব্বলমস্তিষ্কে এটা যে কত উপকারক— তা যদি একটুও বুঝ্‌তে ; তা হলে এমন্ নেইআঁকড়ে তর্ক কর্‌তে চাইতে না।" অণিমা রাগরক্তমুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "থাক্—ও আর আমার বুঝে কাজ নেই।" কথা ফিরাইবার ইচ্ছায় আদিত্য কহিল, "বাঃ, তোমার নূতন চুড়ি দিয়েগেছে যে দেখ্‌চি !—খাসা মানিয়েচে ত ?" "কিন্তু এর বিল যখন আস্‌বে তখন আর খাসা মনে হবে না। বলেছিলাম ত আমার ও-সব চাইনে।—অণিমা ঐ কথা বলিলে আদিত্য "ওঃ তাতে কি", বলিয়া, মৃদু হাসিয়া পত্নীর অভিমানপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া পুনরায় কহিল, "তোমায় খুসী কর্‌তে এ কি এমন বেশী অণি !"—অণিমা কহিল, "আমায় খুসী কর্‌তে চাও তুমি ? সত্যি বল্‌চ ? তবে ও ছাইভস্ম খাও কেন ?" আদিত্য ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া কহিল, "বলেচি ত', কিন্তু তুমি যে আজ বড় সাজ্‌গোজ্ করে বসে আছ ? কোথাও যাবে না কি ? না, আস্‌বে কেউ ?" অণিমা স্বামীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া শান্তভাবে কহিল, "আমার মনে হচ্চে আজ আমাদের বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাবার কথা ছিল না ?" আদিত্য বলিল, "ওঃ, হোঃ, তাই ত—একদম ভুলে গেছি যে !—কিন্তু আজ ত আর হোল না, তা—রমেশ যাচ্চে, আমার সঙ্গে সঙ্গীত-সমাজে, রাতে তার বাড়ী নিমন্ত্রণও আছে, ফির্‌তে ঢের রাত হ'বে আমার। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পোড়ো। কখন্ ফির্‌ব কিছুই ঠিক নেই ত।" অনিমা অভিমান ভুলিয়া মিনতির সুরে কহিল, "বাঃ সে হ'বে না। আজ আমি সারাদিন ধরে খাবার টাবার সব তৈরি কল্লুম, তুমি খাবে না ? সে হবে না।" "মাপ্ কর্‌তে হচ্চে আজ কিছুতেই খেতে পার্‌ব না, আর একদিন আবার কোরো তখন। রমেশের বোন্ নিজেহাতে আজ রান্না করে খাওয়াবেন্, খেয়ে গেলে ভারী রাগ কর্ব্বেন্। শণিবার চেঞ্জে যাওয়াই ঠিক্ করা গেছে,— গদাধরকে বোলো আমার গরমের সুটটুট্‌গুলো যেন ইস্ত্রী করিয়ে রাখে। ফির্‌তে মাস দুই দেরী হতে পারে, শীতের কাপড় কিছু বেশী সঙ্গে থাকাই ভাল। সারাদিনের পরিশ্রম-যত্নে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় পরিণামকল্পনা

করিয়া অণিমার মনে যে দুঃখের মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছিল, অনুকূল বাতাসে তাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সে কহিল, 'কোথায় যাব আমরা ?" "আ-ম-রা" বলিয়া আদিত্য অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "না, আমি একাই যাবো, তোমার যাওয়া ত' হ"চ্ছে না।" "একলা থাক্‌তে পার্‌বে?" বলিয়া অণিমা স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। আদিত্য একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তা চলে যাবে এক রকম। অসার কল্পনা জাগিয়ে তুল্‌তে, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখ্‌তে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, বাইরের সকল ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি নেওয়াই হয়েছে আমার দরকার। ঘরের বাইরে হিন্দুর মেয়ে ঘাড়ের বোঝা বই ত' আর কিছু নয়।" অণিমা টেবিলের উপরকার মাসিকপত্রখানি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তুমিই কিন্তু বলে থাকো যে স্ত্রী চিন্তারও সঙ্গী।" বক্রকটাক্ষে মাসিকপত্রের দিকে চাহিয়া আদিত্য কহিল,—"বিলক্ষণ! চিন্তা ত' তোমার কর্‌তেই হবে সেখানে। বিরহ-সম্বন্ধে এবার সেখান থেকে যা রচনা করে আন্‌বো,—সাহিত্যজগতে একেবারে তাক্ লেগে যাবে—তাতে।—তারপর একটু স্বর নামাইয়া পুনরায় কহিল, "তুমি ত' জান স্ত্রীভাগ্যে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করি।"

অণিমা হাতের বইখানির পাতা উল্টাইয়া কহিল, "লেখায় তুমি মেয়েদের যে রকম শ্রদ্ধা, সম্মান, অধিকার দেওয়া উচিত বল—কাজের বেলায়—!" বাক্যপূরণের অবসর না দিয়া আদিত্য বলিল, "বাঃ একেবারে আনিবেসান্ত! এই ত! কতকগুল নভেল পড়ার এই ফল! সংসারটা বইয়ের অক্ষরে ত' আর তৈরী নয়, এটা সত্যিকার; তাই পুঁথির লেখা আর সত্যিমানুষ আকাশ পাতাল তফাৎ।" অণিমা একটা ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভালবাসাও কি তাই? এও কি শুধু বইয়ের কথা? সত্যি কি কিছু নেই এর মধ্যে?"

স্বামী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ছ'টা বাজিতে মিনিট-পনের বাকী। ঘড়িটি যথা-স্থানে রাখিয়া গম্ভীর মুখে তিনি কহিলেন, "আজগুবি প্রশ্ন! আমার মনে হচ্ছে এ-সম্বন্ধে তোমায় আগেও অনেক কথা আমি বলেছি। ভালবাসা একটা মনোবৃত্তির বিকার,—কল্পনার ক্ষণিক মোহ,—স্নায়ুর উত্তেজনা। এর দৌলতে অর্থাৎ বর্ণনা করে হাজার হাজার টাকা অনায়াসে আমাদের পকেটে এসে তোমাদের লোহার সিন্দুকে বা গহনা-কাপড়ে পরিণত হয়। এ একটা সাময়িক মোহমাত্র। যারা এই ভালবাসার ইতিহাস শোন্‌বার জন্য পাগল, তাদেরও সে একটা সাময়িক মোহের বিকৃত অবস্থার কাল। নদীর জল যেমন তিথি বিশেষে হু হু করে বেড়ে তটের প্রান্ত ডুবিয়ে তট ভেঙ্গে চুরে দিয়ে আবার নদীর বুকেই ফিরে যায়,—এও তেমনি মনোরূপ নদীতে ভালবাসার বান্ ডাকলেও তা বেশীদিন টিকে থাকে না।" আরো একটা উপমা ঔপন্যাসিকের মনে জাগিয়া উঠিল। চলিতে গিয়া হটাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, "সাদা কথায় বোঝাতে গেলে বল্‌তে হয়, যেমন রেশমী কাপড়,

বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি রোদে দিলে বা পুরোণো হ'লে তার রং চটে যায়, ভালবাসা ব্যাধিরও রং তেমনি পুরণো হলেই এরও রং চটে যায়। ভাল চিকিৎসক হলে এর চিকিৎসাও জানেন্। আচ্ছা এই ছটা বাজলো, আমি এখন তাহ'লে আসি।" অভ্যস্ত পর্য্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর বিষণ্ণ নত-মুখের পানে বারেক চাহিয়া লইয়া বাহিরে যাইবাব জন্য দ্বাবেব দিকে অগ্রসর হইয়া মুখ না ফিরাইয়াই আদিত্যনাথ পুনরায় ক'হল,—"যে কথাগুলো বল্লাম্, নোট কবে বেখ ত! দবকারে লাগ্‌তে পাবে কখন না কখনো।"

এ বকম ফব্‌মাইস্ অণিমাকে অনেক সময়েই খাটিতে হইয়াছে, আজ কিছু নূতন নয়। তবু তাহার দুই ছোখ ছাপাইয়া জলেব ঝারা ঝর্‌ণার মত ঝরিতে চাহিতে ছিল। প্রাণ-পণে নিজের মনকে চোখ রাঙ্গাইয়া অনেক কষ্টেই সে চোখের জল বন্ধ বাখিল। তাহার মনে হইল, তাহার বেণারসীর গোলাপী রং নিঃশেষেই সাদা হইয়া গিয়াছে।

২

জানালার গোলাপী-ছিটের পর্দ্দার রং অন্ধকারে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিল। চাপা ঝি বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল,—"মা, ঘরে আলো জ্বেলে দিই, সন্ধে লেগেছে।" অণিমা তেমনি উদাস নেত্রে শূন্যে চাহিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

দ্বারের বাহিরে জুতার শব্দের সহিত পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর স্বর শোনা গেল,—"ঘরে যাব? না, প্রবেশ নিষেধ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রশ্নকর্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই অণিমা ঘোর বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করিতে গিয়া, পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া স্মিতমুখে কাছে আসিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি ভাগ্যি! মনে পড়েছে যে বড?" আগন্তুক বিনা আতিথ্যেই একখানি কেদারা টানিয়া লইয়া জাঁকিয়া বসিয়া—"মনে মনে গাঁথা সখী—ই—ই—, আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী—উড়ো—পাখী-ই-ই—" সুর ধরিতেই দাসী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া বক্রকটাক্ষে চাহিয়া ঘরেব বাহির হইয়া গেলে, অণিমা হাসিয়া বলিল,—"গান থামান মুখুজ্যে ম'শাই! আপনাব মনের খবর জান্‌তে ত আমার বাকী কিছু নেই। তা'পর ইন্দোর ছেড়ে হঠাৎ যে বড বাঙ্গলা দেশে?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে কহিলেন,—হটাৎ আর কই বল? অণু, নিরু কিছুদিন থেকে তোমার দিদির কাছে এম্‌নি ভার হয়ে উঠেছে যে, সে ভার না নামিয়ে তিনি আর অন্ন-জল গ্রহণ কর্‌বেন্ না,—এমনি তাঁর কঠিন পণ। অগত্যা ছুটী নিয়ে বারুইপুরে একখানা বাড়ী ভাড়া করে তাইতে আসা গেছে। দেখা যাক্, মেয়ে দু'টোকে বিদেয় কর্‌বার কি উপায় ক'র্ত্তে পারা যায়। তা'পর তোমাদের খপর বল দেখি। অন্ধকারে একা ঘরে কি হচ্ছিল? কান্না?" "যান—কাঁদ্‌তে গেলুম কি দুঃখে?" বলিয়া অণিমা উঠিয়া পর্দ্দা সরাইয়া জান্‌লাগুলি ভাল করিয়া খুলিয়া বায়ু প্রবেশের পথমুক্ত করিয়া দিল। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় সত্যি,

কিন্তু বিধাতা কাকেও একেবারে বুড়ো করেই সৃষ্টি করেন না—আমারও এককালে বয়স ছিলো রে?" অণিমা কাছে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছিল নাকি মুখুজ্যে মশাই!—আমি কিন্তু চিরদিনই আপনাকে ঐ একই রকম দেখ্‌ছি।" মুখুজ্যে মহাশয় হাসিমুখে কহিলেন, "তা হ'লে ত' বেঁচে যেতুম্‌ অণি! চিরদিন একরকম দেখাটাই না কঠিন!—তোমার কথা শুনে তবু আশ্বস্ত হলুম্‌। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমায় দেখে আমার ত' ভয়ই হয়েছিল!" "কেন বলুন ত—আমি কি এমনি ভয়ানক দেখ্‌তে?" বলিয়া অণিমা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া সকৌতুকে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কথার উত্তর না দিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা বড় এনলার্জ করা ছবীর পানে চাহিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই বুঝি তোমার সাহেব?" অণিমাকে নীরব দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ উঠিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে ছবিখানা দেখিতে লাগিলেন; কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ছবিদেখা শেষ হইলে তিনি ফিরিয়া কহিলেন, "রাস্কেলটা না বই লেখে? তোমার দিদিত তাঁর লেখার শতমুখে স্তুতি করে থাকেন্‌। লোকটা লেখে ভাল তাহলে, নাঃ?" সমালোচক মাসিক পত্রখানির দিকে বক্রকটাক্ষে চাহিয়া অণিমা উদাসীন ভাবে কহিল, "দেখুন না লোকে কি বলে?" ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাখানি তুলিয়া পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু চিহ্নিত করিয়া কহিলেন, "লোকে যা ব'লে তা লোকের মুখেই শোনা যায়। তুমি কি বল, তাই আগে শুনি।" "আমি"—বলিয়া সবেগে কি একটা কথা বলিতে গিয়া তখনি আত্মসংবরণ করিয়া অণিমা কহিল, "পড়ুন্‌ না!"

পাঠশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শ্যালিকার বিষণ্নমুখের পানে বক্রকটাক্ষে বারেক চাহিয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"বাঃ খাসা ব'লেছে ত'? লোকটা তা হ'লে গোঁয়ার টোঁয়ার নয়,—কেমন? বেশ স্নেহময় হৃদয়বান্‌ স্বামী! স্ত্রীচরিত্র আঁক্‌বার এ অসাধারণ শক্তি ও যে কোথায় পেলে তাও ত আমার অজানা নয়!—এ শক্তির উৎস যে সেই ছোট বেলার ছোট্ট অণুটী, তা তার মুখুজ্যে মশাই ইন্দোরে বসে ও টের পেয়েছে। সত্যি অণু—তোমার ঘরকন্না দেখে, তোমায় দেখে, বড় সুখী হলুম্‌। এই চার বচ্ছরে আশ্চর্য্য বদ্‌লে গেছ তুমি! সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ে কি সে বলত;—স্বামীর প্রেমে? আদিত্য যথার্থ ভাগ্যবান্‌—কারণ তুমি তার স্ত্রী?" "তাতে কি আসে যায়"—বলিয়া অণিমা অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। মুখুজ্যে মহাশয় বলিল, "তাতে কি এসে যায়?—আমি বল্‌ছি, খুব এসে যায়, বাজী রাখ্‌তে রাজী আছি।" "মিছে হার্‌বেন,—না মুখুজ্যে মশাই, তাতে আর এখন কিছু আসে না।"—এই কথা অণিমার মুখ হইতে বাহির হইলে ব্রজেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শ্যালিকার ভাবব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া সংশয়পূর্ণস্বরে কহিলেন,—"এখন বল্লে যে? কখন ও আস্‌ত তা হ'লে? কথাটা ব্যর্থমূলক হোল কি না? অণিমা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "চার বছর বিয়ে হোল,—বুড় হ'য়ে গেলুম,—আবার ও-সব কি? চা খাবেন্‌?" ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর

মুখে কহিলেন,—"তাই ত' অণি, আমারই ভুল! চার-বচ্ছর-তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে! তোমরা ত' এখন তাহ'লে বুড় বুড়ী! আহা তোমার দিদির মাথায় কবে এমন সুবুদ্ধির উদয় হবে! তিনি ত তোমার চেয়ে আট বচ্ছরের বড় না?—তবু তাঁর বিশ্বাস মুক্তোর চুড়ী আর হিরের ব্রেস্‌লেটে, তাঁকে যেমন মানায়, দুগাছি রাঙ্গা শাঁখা আর কস্তাপেড়ে সাড়ীতে, কিছুতেই তেমন মানাতে পারে না। তুমি, যদি দয়া করে তাঁর বানপ্রস্থের সময় উপস্থিত, এই সত্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পার ভাই,—তাহ'লে অনায়াসেই ব্যাঙ্কের স্মরণ না নিয়ে তাঁর আয়রণচেষ্টের প্রসাদেই কন্যাদায়ে রেহাই পাই। আহা আদিত্য কি ভাগ্যবান্! থিয়েটার, বায়স্কোপে রাত কাটিয়ে এলেও তাকে বোধকরি বাড়ী ঢুকতে দরোয়ানের গলাধাক্কা খেতে বা প্রবেশ নিষেধ শুনতে হয় না।" অণিমা এবার রাগ করিয়া সত্যসত্যই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ব্রজেন্দ্রনাথ রহস্য রাখিয়া কহিলেন, "না—না—বোস। এইবার কাজের কথা! আমি যে তোমায় নিতে এলুম্ তার কি হবে বল দেখি? তোমার দিদি, অণু, নিরু, তেঁতুল সবাই যে তাদের মাসীমার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে! ব'লে এসেছিলুম আজই নিয়ে যাব। তা ত' হোল না, তা হলে! তোমার বেহারা বল্লে—সাহেবের ফির্‌তে অনেক রাত্ হবে। তুমি তা হ'লে ঠিক হ'য়ে থেক, কাল দুপুর বেলা এসে তোমায় নিয়ে যাব। তোমার দিদির ইচ্ছে ছুটীটা একটু লম্বা হয়,—অবশ্য উভয় পক্ষের মত থাকলে—"বলিয়া মাটিতে আস্তে আস্তে জুতা ঠুকিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্তটী উঠাইয়া লইতে মুখনিচু করিয়া অণিমা কহিল,—"আজই আমায় নিয়ে চলুন মুখুজ্যে ম'শাই—কতদিন দিদিকে দেখিনি, বলুন্ ত?" "সত্যি অণি, অনেক দিন!—সেও বড় ব্যস্ত হ'য়েছে,—কিন্তু গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামিনীকে নিয়ে পলায়ন ঠিক্ আইন-সঙ্গত বা ভদ্রতা-সম্মত হবে না ত! কাল নিশ্চয় আমি নিতে আস্‌বো! সাহেব বাড়ী থাকেন কোন সময়?—অর্থাৎ তাঁর দেখা পাব ঠিক্ কটায় এলে বল ত? মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নে স্বামীর প্রসঙ্গে অণিমার সুপ্ত অভিমান, রাগ, দুঃখ সমস্তই আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। সে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আজই কেন নিয়ে চলুন্ না! কেউ কিচ্ছু বল্‌বে না—দেখবেন্ তখন! গেলেই বা কার ক্ষতি?" ব্রজেন্দ্র ভয়ের অভিনয় করিয়া কহিল,—"সর্ব্বনাশ! অয়ি সাহসিকে—তুমি কি বৃদ্ধ মুখুজ্যে মশায়কে দিয়ে 'ডুয়েল' লড়াতে চাও? না—না—লক্ষ্মি আজ আর নয়, কাল! কিন্তু ক্ষতিটে কারু নেই কেন শুনি? গৃহিণী-হীন গৃহ সে ত অরণ্যের সঙ্গে উপমেয়। গৃহকর্ত্তার বনবাসের ব্যবস্থা দিয়েও বল ক্ষতি নেই!" তাচ্ছীল্যে মাথা হেলাইয়া অণিমা কহিল, "তিনি ত' যাচ্ছেন শৈলাবাসে,—বনবাস ত' আমারই ব্যবস্থা।" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তাই রাগ হয়েছে,—ক'দিন থাকবে সেখানে?" "আমি তার কি জানি? যতদিন ইচ্ছে! মস্তিষ্ক শীতল রাখ্‌তে, কল্পনাকে প্রাণ দিতে মনের শক্তি সঞ্চয় কর্ত্তে প্রাকৃতিক দৃশ্যই হচ্ছে প্রধান ওষুধ। সংসারের ঝঞ্ঝাট্ থেকে মুক্ত থাকা—

সে সময় কত প্রয়োজন আপনি তা হয় ত' অনুমানও কর্ত্তে পারবেন্ না।" মুখুজ্যে মহাশয় বলিলেন "না বাবু! তা আমি পাল্লুম না,—তা ঐ সব কর্বার সময় তোমার ব্যবস্থা কি রকম হবে?—তোমায় সঙ্গে নিলেই ত' বেশ হ'ত। কল্পনার পেছনে ছুটোছুটী না করে, বাস্তবের ফটো তোলা সে ত আর ও!-" "দয়া করুণ মুখুজ্যে ম'শাই! আপনিও শত্রুতা কর্ব্বেন্ না—তা হ'লে আমি মরে যাব" বলিয়া ফিরিয়া বসায় আধ-অন্ধকারে অণিমার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না,—তবু তাহার কণ্ঠস্বরের আর্দ্র ও আর্ত্তভাব ব্রজেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেলে প্রথমে অণিমাই কথা কহিল। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "চলুন, আজ আপনাকে আমার রান্না খেতে হবে। আমি নিজে হাতে সব তৈরী করেছি! কেবল কচুরি ক'খানা ভাজ্‌তে বাকী। আপনি বসে থাক্‌বেন্, আমি ভেজে দেবো, সব ঠিক্ করাই আছে, দেরী একটুও হবে না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

গানের স্বরলিপি।

কেদারা—মধ্যমান।

কি সুধা ওই মদির নয়নে;
মন ভৃঙ্গ আকুল লোভে ধায়, তাহারি পানে।
মরতে কি স্বরগে কোথায় আছি জানি নে;
মৃদুল মোহের ঘোর লাগিল অবশ অলস পরাণে॥

কথা ও সুর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২´ ॥
II র্সা -া না -া। ধপক্ষাপা -ধনা -ক্ষধপা -মগা। ক্ষপা -ক্ষপা -ধা ক্ষপা |
কি ০ সু ০ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ই ০

৩ ০ ১
| মা -গা গা মা I মা -ধা ক্ষা -পা। -গা -মা -রা সা |
ম ০ দি র ন ০ য় ০ ০ ০ ০ নে

২´ ৩ ০
| -া সসা সা সমা। -মগা গা পা পা I পক্ষা -া পা -া |
০ মন ভৃ ঙ্গ ০ ০ আ কু ল লো ০ ০ ভে ০

১ ২´ ৩
| ক্ষপা -ধনা -ক্ষধা -পা। র্সা না -ধা পধা। ধমধা -পা -ক্ষপা পা II
ধা ০ ০ ০ ০ ০ য় তা হা ০ রি ০ পা ০ ০ ০ ০ ০ নে

৩ ১
II পা ধা পা পা I র্সা -না র্সা র্সা । -া র্সা -র্সর্মা -া |
ম র তে কি স্ব • র গে • কো •• •

২ ৩
| র্রা -র্সা -া র্রা । র্সা -া -া -া I -র্সর্সা -ধা -পা -া |
থা • য় আ ছি • • • •• • • •

১ ২ ৩
| ক্ষা -পা -ধা পা । মা -া -গা -া । -া গা মা -ধা I
জা • • নি নে • • • • মৃ দু •

১ ২
| -ক্ষা পা -া মা । -া -গা মা -পা । গমা রা -া -সা |
• ল • মো • • হে • র• ঘো • র্

৩ ১
| সা সা সা -মা I -া গা পা পা I ক্ষপা ক্ষপা ধনা -ক্ষপধপা |
লা গি ল • • অ ব শ •অ ল• স• ••••

২ ৩
| র্সা নধা -পা -ধা । -না -ধপা -ক্ষধা পা II II
প •রা • • • •• •• ণে

জীবন দান।

সবাই মুখে বলে,
মস্তবড় ওস্তাদ এক গাইবে আজি গান
রাজার সভাতলে,
সন্ধ্যা হ'য়ে এলে;
দেশ-বিদেশের পুরবাসী বালক বৃদ্ধ যুবা
ছুটল দলে দলে
রাজার সভাতলে।
নানা রংয়ের বেশে
সভার মাঝে যেথায় হ'বে কালোয়াতি গান
জুটল তারা এসে।
পরে সবার শেষে
বিশাল কায় ওস্তাদ মশাই এলে ধীরে ধীরে
সিংহাসনের পাশে
যেথায় রাজা ব'সে।

সন্ধ্যা হ'লে পার
হাত পা ছুড়ে দাড়ি নেড়ে সুরু হল গান
সবে বলে বারে বার
"আহা— সুরের কি বাহার
তালমানের জ্ঞানটা এনার রীতিমতই আছে,
তবে গানটা বোঝাই ভার,
গলাবাজিই সার।"
এমন সময় ধীরে
স্নিগ্ধ কান্তি রুক্ষ কেশ একতারাটি হাতে
কেও আসে ঘরে?
আরে—এ যে পাগ্‌লা হরে!
সবাই বলে ;—"বাঃ আজ তোমারে গাইতে হবে গান
রাজার দরবারে।"

অনেক সাধার পরে
করুণ কণ্ঠে পাগলা হ'য়ে আত্মহারা হ'য়ে
সুরু করল গান,
মায়ের মধুর নাম।
স্তব্ধ হ'ল সভা—সজল হ'য়ে উঠল আঁখি
শীতল হ'ল প্রাণ
শুনে হরির গুন-গান।
আবেগ ভরে রাজা গলা হ'তে মুক্তামালা খুলে
হরিরে করে দান।
হেসে বল্লে হরি;
"কেমনে বল পরি;
গানের রাজা আপনি আজি আছেন যেথা বসি,
মালা সাজে তারি।"
চরণ পরে পড়ি
ওস্তাদ কন, "যে গান আজি শোনালে তুমি প্রভু
তাহারি সুরে সুরে
পরাণ গেছে ভ'রে।—
শিখেছি যে গান
বুঝিনু আজি মিথ্যা সব—নিরতার প্রতিমূর্ত্তি
কঠিন পাষাণ,
ছিল না তাতে প্রাণ।
মানবের মূর্ত্তি ধ'রে প্রভু, কোন দেবতা তুমি
তা'তে করলে জীবন দান!"

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পিতৃবিলাপ কাব্য ও বিবিধ রচনা।—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্ত, আড়ং-পাড়া খুলনা। মূল্য ১৲; বাঁধাই ১।• মাত্র।

গ্রন্থকার পুত্রশোকাতুর প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে এরূপ একটী প্রাণমনোবিমোহিনী করুণস্বরলহরী উত্থিত হইয়াছে যে, তাহার আকর্ষণী শক্তিতে পাঠকমাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং সহানুভূতিপাশে আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে অশ্রু-সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কবিতাগুলির মধ্যে সাক্ষাৎ শোক যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিধাতা গ্রন্থকারের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্ররত্নগুলিকে তাঁহার হৃদয়দেশ হইতে উৎপাটিত করিয়া সেস্থানে যে শোকের উৎস উৎসারিত করিয়াছেন, তাহার পূত স্নিগ্ধ বিমল প্রবাহের সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ ও স্তম্ভিত। এতদ্ব্যতীত পরিশেষে "বিবিধ কবিতা"-নামে যে কয়েকটী কবিতা নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিত্বের বিকাশ দেখিলে, হৃদয়ে আনন্দ লাভ হয়। শোকে নিপীড়িত গ্রন্থকারের ৮ মাস বয়সের শিশুর শেষদশা দর্শনে লিখিত কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল!—

প্রাণধন! মুদিছ নয়ন?
কে আর দেখাবে হায়, ডেকে ডেকে অভাগায়
রবি-শশি-তারকা-গগন!
কে খেলিবে জোনাকীর সনে?
সন্ধ্যার আলোক মাখি, উড়ে যাবে নীড়ে পাখী,
—চেয়ে রবে চকিত নয়নে?
—চুপি চুপি করিবে বরণ,
আসি যবে ঊষা বালা, শিরে লয়ে স্বর্ণডালা,
ফুল করিবে চয়ন?
কেবা বল খল খল হাসি;
প্রভাতের পানে চেয়ে, সাধা সুরে আধা গেয়ে
পরাজয়ে স্বরগের বাঁশী?
হারা হ'লে সোহাগ চুম্বন,
সুদ্ধ খেলনাগুলি, অলিন্দে মাখিবে ধূলি,
"পুষী" কত করিবে ক্রন্দন!
প্রাণাধিক ফিরাও বদন!
তোতা সম প'ড়ে প'ড়ে ছি ছি ছি ঘুমায়ে পড়ে,
কোন্ শিশু তোমার মতন?
আহা মরে যাই! মরে যাই!!
অই ঢুলু ঢুলু আঁখি, অভাগারে দিলে ফাঁকি
কে শুনাবে "তাই তাই তাই"?

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 667. March, 1919.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৭ সংখ্যা। | ফাল্গুন ১৩২৫। মার্চ্চ, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

শারদ-প্রাতে।

(রাগিণী ভৈরোঁ)

যে আলোয় রবি জাগিল প্রভাতে
সেই আলোয় মোরে ছাও,
সুন্দর তুমি হৃদয়নাথ,
হৃদয় পানে মম চাও!
যে আনন্দে পাখী উঠিল গাহিয়া
নবীন আলোকে পুলকে ছাইয়া,
যে আনন্দে তরু ধরিল কুসুম,
সে আনন্দ মোরে দাও!

তরু গাহে কলগীতি
মর্ম্মরিয়া বনবীথি,
সঙ্গীত উঠে মুখরিয়া
আকাশে বাতাসে নিতি নিতি!
ওগো হৃদয় আমার ভরিয়া দাও,
পুলকে আলোকে ভাসায়ে যাও,
এস হে নাথ, হৃদয়াসনে,
ভানু-সম চিতে ভাও॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

অষ্টাবক্র গীতা।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনত্বেঽপি দুর্লভম্।
ত্যাগাদানে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥ ১॥

"আমার কিছুই নাই," এই মহাজ্ঞান হইতে যে সুস্থতা উৎপন্ন হয়, তাহা কৌপীন-ধারী সন্ন্যাসীর পক্ষেও দুর্লভ। অতএব গ্রহণ ও ত্যাগ, উভয়প্রকার আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া আমি যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। ১।

কুত্রাপি খেদঃ কায়স্য জিহ্বা কুত্রাপি খিদ্যতে।
মনঃ কুত্রাপি তত্ত্যক্‌ত্বা পুরুষার্থে স্থিতঃ সুখম্॥ ২॥

যদি ব্রততীর্থাদি সেবন করি, তবে শরীরের ক্লেশ উপস্থিত হয়, যদি স্তোত্রাদি পাঠ করি, তবে বাগিন্দ্রিয়ের ক্লেশ উপস্থিত হয়, যদি ধ্যান-সমাধি করি, তবে মানসিক ক্লেশ হয়; (কিন্তু এই সকলের দ্বারা আমার

কিছু লাভ নাই, কেননা, আমার স্বরূপের তাহাতে কোন উপচয় বা সমৃদ্ধি ঘটিবে না; কিংবা এই সকল ত্যাগ করিলে, কোন ক্ষতিও নাই; কেননা কূটস্থ স্বরূপের হানি অসম্ভব অতএব এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট না হইয়া যথাসুখে আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। ২।

কৃতং কিমপি নৈব স্যাদিতি সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বাসে
যথাসুখম্॥ ৩॥

শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে-সকল কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়, তাহাতে আত্মার পরমার্থতঃ কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব ঘটে না, ইহা বিচারপূর্ব্বক যখন যাহা কর্ত্তব্যরূপে সমুপস্থিত হয়, তাহাই করিয়া যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। (অতীত বা ভবিষ্যতের কোনপ্রকার ভয় বা ভাবনা রাখি না; কেননা, কূটস্থস্বরূপের যখন কোন প্রকার লাভ বা ক্ষতি অসম্ভব, তখন কিসের ভাবনা রাখিবে?)। ৩।

কর্মনৈষ্কর্ম্যনির্বন্ধভাবা দেহস্থযোগিনঃ।
সংযোগাযোগবিরহাদহমাসে যথাসুখম্॥ ৪॥

"কর্মই কর্ত্তব্য অথবা নৈষ্কর্ম্যই শ্রেষ্ঠ," এরূপ বিচার দেহাভিমানী যোগীর পক্ষেই হইতে পারে (কেননা, স্বরূপতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয়, অতএব ঐ বিচারের তত্ত্বতঃ কোন প্রয়োজনই নাই), কিন্তু আমার দেহের সহিত সংযোগও নাই, বিয়োগও নাই; অতএব আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করি। ৪।

অর্থানর্থৌ ন মে স্থিত্যা গত্যা ন শয়নেন বা।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে
যথাসুখম্॥ ৫॥

আমার দাঁড়াইয়া থাকিলে, চলিতে থাকিলে অথবা শয়ন করিয়া থাকিলে, কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনও নাই ক্ষতিও নাই; অতএব যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, দাঁড়ান, চলা বা নিদ্রা, সকল অবস্থাতেই আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করি। ৫।

স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিদ্ধির্যত্নবতো নবা।
নাশোল্লাসৌ বিহায়াস্মাদহমাসে
যথাসুখম্॥ ৬॥

নিদ্রা গেলেও আমার কোন ক্ষতি নাই, যত্নবান্ হইলেও আমার কোন লাভ নাই, (কেননা, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আমার লাভ, ক্ষতি অসম্ভব। অতএব সকলপ্রকার হর্ষ-শোক ত্যাগ করিয়া আমি যথাসুখে অবস্থান করি। ৬।

সুখাদিরূপানিয়মং ভাবেষ্বালোক্য ভূরিশঃ।
শুভাশুভে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥ ৭॥

সকল পদার্থেই বহুশঃ সুখদুঃখাদির অনিত্যতা বা অনিয়ম অবলোকন করিয়া শুভ ও অশুভ এই উভয়ই ত্যাগ করতঃ আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করিতেছি।

ইতি অষ্টাবক্র গীতার ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

চতুর্দশ প্রকরণ।

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তো যঃ প্রমাদাদ্ভাবভাবনঃ।
নিদ্রিতো বোধিত ইব ক্ষীণসংসর-ণো হি সঃ
॥ ১॥

যিনি স্বভাবতঃ শূন্যচিত্ত, কেবল প্রারব্ধ-কর্ম্মের প্রমাদবশতঃ সাংসারিক বস্তু সকল অবলোকন করেন, এবং যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণের অবস্থা তুল্যপ্রকার, তাঁহার সংসার-ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ১।

ক ধনানি ক মিত্রাণি ক মে বিষয়দস্যবঃ।
ক শাস্ত্রং ক চ বিজ্ঞানং যদামে গলিতা স্পৃহা ॥২॥

যখন সকল বিষয়ে আমার বাসনা আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আমার ধন, আমার মিত্র, আমার বিষয়, আমার শাস্ত্র, আমার বিজ্ঞান—এ সকল কোথায়? (রূপরসাদি বিষয়-সকল ইন্দ্রিয়গণের তেজ ও স্বাস্থ্য হরণ করে, এজন্য তাহারা দস্যুস্বরূপ)। ২।

বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে।
নৈরাশ্যে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তামুক্তয়ে মম ॥৩॥

দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সাক্ষী (দ্রষ্টা) সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার জ্ঞান হইলে বন্ধন ও মোক্ষ কোন বিষয়েই আশা থাকে না; অতএব মুক্তির জন্য কোনরূপ চিন্তা, ব্যগ্রতা বা ব্যস্ততা, কিছুই থাকে না। ৩।

অন্তর্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তা স্তাদৃশা এব জানতে ॥৪॥

অন্তরে সকল প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প-পরিশূন্য ও বাহিরে পাগলের ন্যায় যথেচ্ছ আচরণকারী মহাজ্ঞানীর সেই সেই অবস্থা তপদ্রূ ব্যক্তিরাই জানেন। অন্যে সেই সেই অবস্থার অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দের লেশ কল্পনাও করিতে পারে না।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় শান্তিচতুষ্কনামক চতুর্দশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ প্রকরণ।

যথাতথোপদেশেন কৃতার্থঃ সত্ত্ববুদ্ধিমান্।
আজীবমপি জিজ্ঞাসুঃ পরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥১॥

যাহার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, সে যথাকথঞ্চিৎ উপদেশ পাইলেই আত্মজ্ঞানলাভ করতঃ কৃতার্থ হয়, কিন্তু অন্যে (যাহাদের বুদ্ধি রাজসিকী অথবা তামসিকী) তাহাদিগকে মরণ পর্য্যন্ত উপদেশ করিলেও তাহাদিগের আত্মস্বরূপের জ্ঞান জন্মে না, পরন্তু সে-বিষয়ে অনেক সময় তাহারা বিপরীত-বুদ্ধিযুক্ত হয়।১।

মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥২॥

বিষয়-সম্বন্ধে আসক্তি না করাই-ও বিষয়-মোক্ষ সম্বন্ধে আসক্তি থাকাই বন্ধন। ইহাই সর্ব্ব বেদান্ত-বিজ্ঞানের সার। এখন তোমার যাহাতে রুচি তাহাই কর।২।

বাগ্মিপ্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মূকজড়ালসম্।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষুভিঃ॥৩॥

সর্বলোকপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান মহাবাগ্মীকে মূক করে, মহাপণ্ডিতকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন করেও মহোদ্যোগশালী পুরুষকে অলস করে। অতএব ভোগবাসনাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ইচ্ছা করেন্ না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী বিষয়-ভোগ-সম্বন্ধে মূক, জড় ও অলস হন্।৩।

ন ত্বং দেহো ন তে দেহো ভোক্তা কর্ত্তা ন
বা ভবান্।
চিদ্রূপোঽসি সদাসাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥৪॥

(হে শিষ্য,) তুমি দেহরূপ নহ, কিম্বা দেহও তোমার নহে, তুমি চিন্মাত্র; অতএব তুমি কর্ম্মফলের ভোক্তাও নহ, কর্ম্মকর্ত্তাও নহ, তুমি কেবল সর্ব্বদা সকল বস্তুর দ্রষ্টরূপে বর্ত্তমান আছ। অতএব স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া সুখে বিচরণ কর।৪।

রাগদ্বেষৌ মনোধর্মৌ ন মনস্তে কদাচন।
নির্বিকল্পোঽসি বোধাত্মা নির্বিকারঃ সুখং চর ॥৫॥

(হে শিষ্য,) রাগ ও দ্বেষ মনেরই ধর্ম, তোমার নহে; এবং মনের সহিত তোমার কদাপি কোন প্রকার বাস্তব সম্বন্ধ নাই; তুমি সর্ব্বপ্রকার-সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত জ্ঞান স্বরূপ, অতএব তুমি রাগাদিবিকার-রহিত হইয়া সুখে বিচরণ কর।৫।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারো নির্ম্মমস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৬ ॥

আত্মা সকল প্রাণীতে অবস্থিত ও সকল প্রাণী আত্মায় অধ্যস্ত—ইহা জানিয়া অহঙ্কার ও মমতা ত্যাগ করিয়া সুখী হও। ৬।

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
তত্ত্বমেব ন সন্দেহশ্চিন্মূর্ত্তে বিজ্বরো ভব ॥ ৭ ॥

সাগরে যেরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ যাহাতে এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়, তাহা তুমিই—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব হে চৈতন্যস্বরূপ শিষ্য, সর্বপ্রকার সন্তাপরহিত হও। ৭।

শ্রদ্ধস্ব তাত শ্রদ্ধস্ব নাত্র মোহং কুরুষ ভোঃ।
জ্ঞানস্বরূপো ভগবানাত্মা ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ ॥৮॥

হে তাত, তুমি প্রকৃতির অতীত জ্ঞানস্বরূপ সর্বশক্তিমান্ আত্মা—এবিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন কর, কোনরূপ সংশয় বা বিপরীতবুদ্ধি করিও না। ৮।

গুণৈঃ সংবেষ্টিতো দেহস্তিষ্ঠত্যায়াতি যাতি চ।
আত্মা ন গন্তা নাগন্তা কিমেনমনুশোচসি ॥৯॥

ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব-সংবলিত দেহই সংসারে অবস্থান করে, উৎপন্ন হয় বা নষ্ট হয়; (আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী), ইহা সংসারে আসেও না যায়ও না; অতএব (দেহের মৃত্যু, জন্ম প্রভৃতি ধর্ম ইহাতে আরোপ করিয়া) কেন শোকগ্রস্ত হও ? ।৯।

দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
ক্ব বৃদ্ধিঃ ক্ব চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ ॥১০॥

দেহ কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকুক্, অথবা অদ্যই নষ্ট হউক, (হে শিষ্য) ইহাতে তোমার ক্ষতি, বৃদ্ধি, কিছুই নাই; কেননা তুমি নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ।১০।

ত্বয্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধির্ণবা ক্ষতিঃ ॥ ১১ ॥

হে শিষ্য, তুমি অনন্ত-চৈতন্যসাগরস্বরূপ; ইহাতে বিশ্বরূপ তরঙ্গ স্বভাবতঃ উদিত হউক্ বা অস্তমিত হউক, তাহাতে (নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ) তোমার লাভালাভ কিছুই নাই।১১।

তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ।
অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥১২॥

হে তাত, তুমি এক অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ, জগৎ তোমা হইতে ভিন্ন অতিরিক্ত কিছুই নহে। অতএব কে, কি-জন্য, কোথায়, কি গ্রহণ বা ত্যাগ করার কল্পনা করিবে ? ।১২।

একস্মিন্নব্যয়ে শান্তে চিদাকাশেঽমলে ত্বয়ি।
কুতো জন্ম কুতোঃ কর্ম কুতোঽহঙ্কার এব চ॥১৩॥

হে শিষ্য, এক অখণ্ড শান্ত নির্ম্মল চিদা-কাশস্বরূপ তোমার জন্মই বা কোথা হইতে হইবে ? কর্ম্মই বা কি করিয়া সম্ভব, অহঙ্কারই বা কোথা হইতে আসিবে ?।১৩।

যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে।
কিং পৃথক্‌ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্ ॥১৪॥

যেরূপ বলয়, বাজু, নূপুর প্রভৃতি স্বর্ণাভরণ-সমূহ স্বর্ণ হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে, তদ্রূপ তুমি যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহাতে তুমিই প্রতিভাত হইতেছ, ঐ সকল তোমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে।

অয়ং সোঽহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসঙ্কল্পঃ সুখী ভব ॥১৫॥

'ইহা আমি', 'ইহা আমি নয়'—এইরূপ বিভাগ বা ভেদ ত্যাগ কর। সমস্তই আত্মা, এইরূপ স্থির করিয়া সকলপ্রকার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সুখী হও।১৫।

তবৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্বমেকঃ পরমার্থতঃ।
ত্বত্তোঽন্যো নাস্তি সংসারী নাসংসারী চ কশ্চন ॥১৬॥

হে শিষ্য, তোমারই অজ্ঞানবশতঃ এই বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে, পরমার্থতঃ তুমিই একমাত্র আছ। তোমা-ব্যতিরিক্ত সংসারী অথবা অসংসারী আর কেহই নাই।১৬।

ভ্রান্তিমাত্রমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্বাসনঃস্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি॥১৭॥

এই জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নহে—এইরূপ স্থির নিশ্চয় যাহার হইয়াছে, তিনি সকলপ্রকার বাসনারহিত ও প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে শান্ত হন্।১৭।

এক এব ভবাম্ভোধাবাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
ন তে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা কৃতকৃত্যঃ সুখংচর ॥১৮॥

এই ভবমহার্ণবে একমাত্র তুমিই ছিলে, আছ ও থাকিবে; অতএব তোমার বাস্তবিক বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই—এই জ্ঞানলাভ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া সুখে বিচরণ কর।১৮।

মা সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং চিত্তং ক্ষোভয় চিন্ময়।
উপশাম্য সুখং তিষ্ঠ স্বাত্মন্যানন্দবিগ্রহে ॥১৯॥

হে চৈতন্যস্বরূপ শিষ্য, সঙ্কল্প ও বিকল্পের দ্বারা চিত্তকে চঞ্চল করিও না, সঙ্কল্প-বিকল্প শান্ত করিয়া, আনন্দবিগ্রহ নিজাত্মায় সুখে থাক ॥ ১৯ ॥

ত্যজৈব ধ্যানং সর্বত্র মা কিঞ্চিদ্ধৃদি ধারয়।
আত্মা ত্বং মুক্তএবাসি কিং বিমৃশ্য করিষ্যসি ॥২০॥

হে শিষ্য, সর্বত্র ধ্যান ত্যাগ কর, কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প হৃদয়ে ধারণ করিও না; কারণ, আত্মস্বরূপ তুমি ত সর্বদা মুক্তই আছ, পুনরায় ধ্যান-ধারণা-দ্বারা আর অধিক কি লাভ করিবে?

ইতি অষ্টাবক্রগীতার তত্ত্বোপদেশ-নামক পঞ্চদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বরুণাসঙ্গম হিন্দুর পক্ষে অতি পবিত্র স্থান। এখানে গঙ্গা ও বরুণা উভয়ে মিলিত হইয়াছেন। এখানে যে সকল মন্দির দেখা যায় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটীর নাম আদিকেশব। আদিকেশব অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং বিষ্ণু। মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত ও শিখরদার। আদি কেশবের বর্ণটী শ্যাম এবং ইনি চতুর্ভুজ। মূর্ত্তিটী দেখিবার যোগ্য বটে। বিগ্রহটী উচ্চে

দুই হাত। চারিটী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম আছে; এগুলি রৌপ্যের। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে জয় বিজয় নামে দুইটী পারিষদের প্রতিমা আছে। আদিকেশবের মন্দিরের উত্তরে একটী প্রাচীন ও জীর্ণ ধর্ম্মশালায় বামনজীর শিখরদার মন্দির অবস্থিত। শুনা যায় যে ইং ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় আদিকেশবের মন্দির বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬৩ সালে উহা পুনরায় খোলা হয়। স্কন্দপুরাণে লেখা আছে যে মাঘ শুক্ল সপ্তমীর দিনে আদি কেশবের পূজা করিলে সাত জন্মের পাপ মুক্ত হয়। আদি কেশবের মন্দিরের অভ্যন্তরে সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ছাদটী ১০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ইহার নিম্নে অনেকগুলি বিগ্রহ আছে, তন্মধ্যে সঙ্গমেশ্বর এবং ব্রহ্মেশ্বরের নাম উল্লেখ যোগ্য; প্রথমটী শিবলিঙ্গ এবং দ্বিতীয়টী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার। এখানে বিষ্ণুর পাদপদ্মও আছে। মণিকর্ণিকা ঘাটেও অনুরূপ পাদপদ্ম দেখা যায়।

বরুণা সঙ্গম ঘাটের উপর পুরাতন ভগ্ন-দুর্গের নিদর্শন আছে। ইহার কিছু দূরে লালখাঁ নামক জনৈক মুসলমানের একটি বৃহৎ গোর দৃষ্ট হয়।

রাজঘাটের সেতুটী দেখিতে অতি সুন্দর। লোক জন, মাল পত্র ইহার উপর দিয়া গমন করে। ইহার দক্ষিণে কিছুদূরে প্রহ্লাদ ঘাট। ইহার প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে "কপিল মোচন" নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ইহাকে কেহ কেহ ভৈরবকা তালাও ও কহিয়া থাকে। পুষ্করিণীর উত্তরে একটি স্তম্ভ আছে। ইহা উচ্চে ৮ ফিট ও স্থৌল্যে ৩ ফিট। ইহা লাট নামে খ্যাত। এই লাট লইয়া হিন্দু মুসলমানে একটি ভয়ানক হাঙ্গামা হয়। ঘটনাক্রমে হিন্দুর হোলী ও মুসলমানের মহরম একই দিনে পড়ে। দুই দলই এক রাস্তায় আপন আপন ধর্ম্ম সজ্জ লইয়া যাইতেছিল। উভয়ে সম্মুখিন হইলে কেহ কাহাকেও পথ দিল না। ফলে হাঙ্গামা ঘটিল। মুসলমানেরা লাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হিন্দুরা মুসলমানদিগের মসজিদ ধ্বংস করিল। মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইংরাজ সরকারের হস্তক্ষেপে শান্তি স্থাপনা হইল নতুবা ব্যাপার বড়ই ভয়ঙ্কর হইত।

* * * *

শিবালা ঘাটটী রাজা চেত সিংহের অধঃপতনের সহিত সম্বন্ধীভূত। কাশীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫১টী ঘাট আছে। নিম্নে তালিকা দেওয়া গেল:—

১	বরুণা সঙ্গম ঘাট	৮	লাল ঘাট	১৫	লক্ষ্মণবালা ঘাট
২	রাজঘাট	৯	শীতলা ঘাট	১৬	রাম ঘাট
৩	প্রহ্লাদ ঘাট	১০	রাজমন্দির ঘাট	১৭	অগ্নীশ্বর ঘাট
৪	নরা ঘাট	১১	ব্রহ্মা ঘাট	১৮	ভোঁস্লা ঘাট
৫	ত্রিলোচন ঘাট	১২	দুর্গা ঘাট	১৯	গঙ্গামহল ঘাট
৬	মহমা ঘাট	১৩	পঞ্চগঙ্গা ঘাট	২০	সঙ্কটা ঘাট
৭	গায় ঘাট	১৪	মাধবরাম ঘাট	২১	সোঁমিয়া ঘাট

২২	মণিকর্ণিকা ঘাট	৩২	পাণ্ডে ঘাট	৪২	শ্মশান ঘাট
২৩	চিতা ঘাট	৩৩	মুন্সী ঘাট	৪৩	হনুমান ঘাট
২৪	রাজরাজেশ্বরী ঘাট	৩৪	সর্ব্বেশ্বর ঘাট	৪৪	দণ্ডী ঘাট
২৫	ললিতা ঘাট	৩৫	রাজা ঘাট	৪৫	শিবালা ঘাট
২৬	মীর ঘাট	৩৬	নারদ ঘাট	৪৬	বৃক্ষরাজ ঘাট
২৭	মানমন্দির ঘাট	৩৭	মানসরোবর ঘাট	৪৭	জানকী ঘাট
২৮	দশাশ্বমেধ ঘাট	৩৮	সোমেশ্বর ঘাট	৪৮	তুলসী ঘাট
২৯	অহল্যা বাঈ ঘাট	৩৯	চৌকী ঘাট	৪৯	বাজীরাও ঘাট
৩০	রাণামহল ঘাট	৪০	কেদার ঘাট	৫০	রালামিশ্র ঘাট
৩১	চৌসট ঘাট	৪১	ললী ঘাট	৫১	অসিসঙ্গম ঘাট

বারাণসী ধামে যে সকল মেলা হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :— পঞ্চগঙ্গা মেলা কার্ত্তিক মাসে, চৈত্রমাসে দুর্গাকুণ্ডে নবরাত্রী মেলা, ৩রা চৈত্র রাজমন্দির ঘাটে গৌ গৌর মেলা, চৈত্রমাসে রামঘাটে রাম নবমী মেলা, বৈশাখ মাসে বড়াগণেশ মহল্লায় নরসিংহ চতুর্দ্দশীর মেলা, গঙ্গাতটে গঙ্গা সপ্তমীর মেলা, জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষীয় দশমীতে দশহরা মেলা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ অসিঘাটে জগন্নাথের মন্দিরে স্নান যাত্রীর মেলা, আষাঢ় মাসে পণ্ডিত বেণীরামের উদ্যানে রথযাত্রার মেলা, ১৫ই আষাঢ়ে চৌকাঘাটে বাতাস পরীক্ষার মেলা, শঙ্খধারা পুষ্করিণী তটে (দ্বারিকা তীর্থে) শঙ্খধর মেলা, শ্রাবণ মাসে প্রতি রবিবারে বৃদ্ধকাল মহল্লায় বৃদ্ধকাল মেলা, শ্রাবণ মাসে প্রতি মঙ্গলবারে দুর্গাকুণ্ডে দুর্গা মেলা, শ্রাবণ মাসের ১৫ই নাগকুয়ায় নাগ পঞ্চমীর মেলা, ভাদ্রমাসে ঈশ্বরগাদী এবং শঙ্খধারায় কজরি মেলা, ভাদ্রমাসের ৪টা বড়াগণেশের মন্দিরে ঢেলা চৌথ মেলা, ভাদ্রমাসে ৬ই অসি সঙ্গমের নিকট লোহারিক কুণ্ডে লোহারিক চৌথ মলা ভাদ্র মাসের ১২ই বরুণা সঙ্গম এবং চিত্রকোটে বামন দ্বাদশীর মেলা, ১৪ই ভাদ্র রামনগরে অনন্ত চতুর্দ্দশীর মেলা, ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত লক্ষ্মীকুণ্ডে সূর্য্য মেলা, কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চিত্রকোটে রামলীলা, আশ্বিনমাসে দুর্গা মেলা, কার্ত্তিক মাসে থাথেরী বাজার এবং চৌখাম্বাতে ধনেতেরস মেলা, কার্ত্তিক মাসে ভাদাইনি মহল্লায় মীরঘাটে অনর্ক চতুর্দ্দশ মেলা, ১৫ই কার্ত্তিক দেওয়ালী (দীপমালিকা), কার্ত্তিক মাসে যমঘটে যমাদীত্য (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) মেলা, কার্ত্তিক মাসে পঞ্চগঙ্গা ঘাটে কার্ত্তিক পূর্ণিমার মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে চৌকাঘাটে এবং শিবপুরে বরুণাপিয়াল মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে শিবপুরে পঞ্চকুশী মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে পিশাচ মোচনে লোটা ভাঁটা মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে চৌকাঘাটে নগর প্রদক্ষিণ মেলা, মাঘ মাসে বড়া গণেশে গণেশ চৌথ মেলা, মাঘ মাসে রামনগরে বেদব্যাস মেলা, ফাল্গুন মাসে বিশ্বেশ্বর এবং বাইজনাথে

শিবরাত্রী মেলা, ফাল্গুনমাসে হোলী, চৈত্র মাসে দশাশ্বমেধ ঘাটে ধরদ্ধি মেলা, হোলীর পর মঙ্গলবারে গঙ্গাতটে বুড়ুহামঙ্গলের মেলা, বুড়ুহামঙ্গলের পর জগন্নাথ মন্দিরে জঙ্গল মেলা হইয়া থাকে।

যাঁহারা কাশীতে আসেন তাঁহারা যেন একবার সারনাথ দর্শন করেন। সারনাথে বৌদ্ধদিগের এককালে কীর্ত্তি ছিল। যদিও এখন তাহা লোপ পাইয়াছে তথাপি বিহার, স্তূপ, হরিণ বন, দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধদিগের উত্তমোত্তম স্থপতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সারনাথের চৈত্যটী দেখিবার বস্তু।

হাবেলী পরগণার ফয়জাবাদ তহসিলভুক্ত অযোধ্যা একটি সহর। ইহা ঘর্ঘরা উপকূলে অবস্থিত। ঘর্ঘরার অন্য একটি নাম সরযু। অযোধ্যাঘাটের সেতু দ্বারা নদীর পরপারে যাইতে হয়; অযোধ্যার জনসংখ্যা ২১৫৮৪। সহরটীতে একটি মধ্যবৃত্তি স্কুল, দশটী সংস্কৃত পাঠশালা এবং একটী হাঁসপাতাল আছে। শেষোক্তটী রসুলপুরের রায় শ্রীরাম বাহাদুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পাঠশালাগুলি মন্দির দ্বারা পরিচালিত।

অযোধ্যা বহু পুরাতন সহর। সপ্তপুরীর মধ্যে অযোধ্যাই প্রথম। সূর্য্যবংশাবতংশ রামচন্দ্রের ইহা জন্মস্থান। এইখানেই তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। রামচন্দ্রের ইতিহাস সকলেই জানেন; তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। আজ রাজার মৃত্যুতে তৎপুত্র দশরথ রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মবোক্ত দশবিধ ধর্ম্মই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। কোনমতে ধর্ম্মপদবী হইতে তিনি স্খলিতপদ হন নাই। শৌর্য্যবীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য-গুণে তিনি অতি মাননীয় ছিলেন। তিনি বাহুবলে সকল রাজাকেই জয় করিয়া সমুদ্র-মেখলা ধরণীপৃষ্ঠে সর্ব্বত্রেই তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। তিনি কুলজন হিতকারী ও বন্ধুবর্গানুমোদী হইয়া রাজ্য করেন। কেবল দৈবদুর্বিপাক বশতঃ অনপত্যতা দুঃখেই চিরদিন তাঁহার চিত্ত সন্তাপিত ছিল। মহারাজা দশরথ অনেকগুলি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন! তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা, মধ্যমা কেকয়-দেশীয় গিরিব্রজ রাজধানীর অধিপতি কেকয়-রাজদুহিতা কৈকেয়ী, আর সুমিত্র দ্বিপীয় রাজকন্যা সুমিত্রা, এই তিন মহিষীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এতদ্ভিন্ন সিংহল, তারকট, মরীচি, বারুণ, তাম্রবর্ণ, নাগদ্বীপ এবং ইন্দুদ্বীপীয় অনেকানেক রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু কোন গর্ভেই সন্তান জন্মে নাই—কেবল শান্তা নামে এক কন্যামাত্র হইয়াছিল। সেই কন্যাকে প্রতিপালন করিতে প্রিয়সখা অঙ্গদেশীয় রোমপাদ রাজাকে প্রদান করেন। বিভাণ্ডক ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। অনন্তর প্রবীনা তিন রাজ্ঞী পুত্রীয় চরু ভক্ষণ করিয়া কালে গর্ভধারণ করেন। ঐ তিন মহীষীর গর্ভে চারিটী সন্তান হয়। কৌশল্যা গর্ভে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠগুণশালী শ্রীরাম, মধ্যমা গর্ভে ভরত, কনিষ্ঠা গর্ভে সর্ব্বগুণান্বিত লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি হয়। লক্ষণ শ্রীরামানুগত,

শত্রুঘ্ন ভরতানুগত হয়েন। এই চারিপুত্রের অদ্ভুত চরিত্রগুণে, আর ভবিষ্যদ্বক্তা মহর্ষি বাল্মীকি রাম জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রত্যক্ষ হওয়াতে সকল লোকেই তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় মিথি নামক রাজা মিথিলা নামে এক নগর স্থাপন করেন। আধুনিক ইহার নাম ত্রিহুত। এই মিথিলা নগরে সেই সময়ে সীরধ্বজ জনক নামে এক মহা-সম্ভ্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি মহাযোগী, যোগ-প্রভাবে রাজর্ষিকল্পে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঐ জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার কালে মৃত্তিকা হইতে এক কন্যারত্ন লাভ করেন। তাঁহার নাম সীতা, তদ্ভিন্ন জনকের আরও কন্যাত্রয় ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সেই সীতার পাণি গ্রহণ করেন এবং শ্রুতকীর্ত্তি, উর্ম্মিলা প্রভৃতি আর তিন কন্যার সহিত ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়।

অনন্তর মহারাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার কালে তৎপ্রিয়তমা পত্নী ভরত জননী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজ্য দিবারকারণ অনুরোধ করেন। তাহার কারণ রাজা কৈকেয়ীকে বরদ্বয় প্রদান করিব বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই বর যাচিঞা ছলে কৈকেয়ী এক বরে শ্রীরামের বনবাস ও দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। তন্নিমিত্ত রাজসভায় মহা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ভরত তৎকালে মাতামহাশ্রয়ে অধিবাস করিতেছিলেন। মহাধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র তৎকালে এই বিবেচনা করিলেন, যে পিতা মহারাজ ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ, তাঁহাকে সত্যে বিচলিত করা আমার কোন মতেই শ্রেয়ঃকল্প নহে, এবং সর্ব্বাভিমত-সিদ্ধ না হইলেও রাজ্যে সুখলাভ হইতে পারে না, একারণ শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বসন্তোষার্থে আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চীরবল্কল জটাধারণ পূর্ব্বক সীতাসহ দণ্ডকারণ্যে গমন করেন, ভ্রাতৃ স্নেহানুসারে ধনুর্দ্ধর লক্ষণ ও তৎসমভিব্যাহারী হন। পরে পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত রাজা দশরথ সুতীব্র যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেবল রামানুস্মরণ করতঃ দিনত্রয় মধ্যেই নশ্বর পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তৎসংবাদ শ্রবণে অতিব্যাকুল হইয়া মাতামহালয় হইতে ভরত সত্বর গমনে অযোধ্যায় আগমন করেন। আগত হইয়া রাজার মৃতদেহ দেখিয়া এবং প্রিয়তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম নির্ব্বাসন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত মনে মাতাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া রামানয়নে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করেন। পথিগত চিত্রকূটে শ্রীরামের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অনেক বিনয় সহকারে আনিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু রাম কর্ত্তৃক তাঁহার তচ্চেষ্টা সফল হইল না। অনন্তর ভরত শ্রীরামচন্দ্রের কুশপাদুকা লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই পাদুকা দ্বয়কে রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করতঃ আপনি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে বাস করিয়া মন্ত্রীরূপে রাজকার্য্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীরাম, লক্ষণ, সীতা সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্য মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ বনে বিরাধ নামক এক রাক্ষস চমূপতিকে বিনাশ করিয়া একাম্রকাননে

অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হন। অতি প্রীতমনা হইয়া মুনিবর শ্রীরাম লক্ষণকে দুইখানি অজেয় ধনু ও দুইটি অক্ষয় শায়কতূণ প্রদান করেন। তথা হইতে গমনকালে তাঁহারা কবন্ধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। পরে কবন্ধকে নিহত করিয়া গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী মধ্যে উটজ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাসকরতঃ অনেক সময়কে সমতিপাত করেন। অধুনা তৎস্থানের নাম পুণা-সেতারা হইয়াছে।

একদা দশানন ভগিনী সূর্পণখা ঐ আশ্রম-গতা হইয়া শ্রীরামলক্ষণ রূপসন্দর্শনে স্মর শরে উন্মথিত চিত্তা হয়। হৃদয়াগ্নিতাপে সন্তপ্তা নিশাচরী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ধারণপূর্ব্বক উৎপন্ন স্মররোগপশান্তি নিমিত্তক মহৌষধি জ্ঞানে রামলক্ষণ সন্নিধানে আসিয়া স্বীয়াভিলাষ প্রকাশ করিয়া কহে, তৎশ্রবণে জাতামর্ষী হইয়া রামেঙ্গিতানুসারে ধনুর্দ্ধর লক্ষণ শাণিত ক্ষুর প্রেষণ দ্বারা তাহার নাসাকর্ণ চ্ছেদন করেন। তাহাতে সুর্পণখা সত্বরগমনে আসিয়া তৎপরিত্রানদ খর, দূষণ ও ত্রিশিরাদি পুরুষত্রয়কে সংবাদ করে। তৎসংবাদ শ্রবণে কূটযোধী নিশারত্রয় সন্নদ্ধ হইয়া রামনিগ্রহার্থে পঞ্চবটীতে সমাগত হয়। রঘুনাথ তদ্দৃষ্টে জানকীর রক্ষার্থে অনুজ লক্ষণকে সংস্থাপন করতঃ ধনুষ্পাণি হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত হইয়া বীরত্রয়কে শমন সদন দর্শন করাইলেন। তাহা দেখিয়া সূর্পণখা নিকষাগর্ত্তসম্ভূতা দশস্কন্ধরকে আপনার বিরূপীকরণ বিষয়ক সংবাদাবগত করিয়াছিলেন।

রাক্ষসরাজ সূর্পণখা মুখে রামঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত ও রামপত্নী সীতার রূপলাবণ্যাদির প্রশংসাবগতি করিয়া সীতা গ্রহণে সাভিলাষী হইয়া বাহে ভগ্নিপ্রিয়চিকীর্ষা ছলে সন্ন্যাসীরূপে রামাশ্রমে সমাগত হইয়া রাম লক্ষণ বিরহিত কুটীরস্থা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। পুষ্প-কারূঢ় রাবণ পথিগমনকালে গতিবিরোধক পক্ষীরাজ জটায়ুকে বিনিহিত করতঃ লঙ্কায় গিয়া অশোক কাননে সীতাকে রক্ষা করেন।

পরে শ্রীরামচন্দ্র সীতাহরণ জন্য শোক কর্ষিত হইয়া সীতান্বেষণার্থে বানরপতি সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। চারি মাস বর্ষায় মাল্যবান পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া শরদাগমে বানরদূত দ্বারা লঙ্কাস্থিতা জানকীর উদ্দেশ পাইয়া লঙ্কাধিপ বধে প্রযত্নবান হন।

শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসাইয়া তদ্দ্বারা বানরচমু সংগ্রহ করতঃ সাগরোপরি সেতু বন্ধন করিয়া বানরানীক সমভিব্যাহারে রাবণ নগরী লঙ্কায় প্রবেশ করেন। পরে যুবরাজ অঙ্গদ রামদূত হইয়া রাবণ সভায় গিয়া সংগ্রামকরণার্থে সংবাদ দেন। অনন্তর রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ শ্রীরাম-চন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ জন্য উপদেশ দেওয়াতে লঙ্কেশ্বর জাতক্রোধী হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করতঃ বিধিমতে অপমানিত করেন। তাহাতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত মিলিত হন। শ্রীরামও বিভীষণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা লঙ্কার ও রাক্ষসরাজের সম্যক বিবরণ পরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন।

রাজাধিপতি রাবণ ত্রিলোক বিজয়ী ছিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের। সুতরাং বলা বাহুল্য যে রাবণের

কোষাগার পরিপূরিত ছিল। তিনি স্বয়ং বরদর্পিত মহাবীর পুরুষ। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সকলেই সংগ্রামকুশল। ত্রিলোক-গ্রাসক অনুজ ভ্রাতা মহাবীর কুম্ভকর্ণ এবং বিদ্যুজ্জিহ্বাদি অনেকানেক কৌশলকারী যন্ত্র নির্ম্মাতা শিল্পকর ছিল। তাহারা অভাবনীয় এক এক প্রকার শিল্প দ্বারা জগৎকে সম্মোহিত করিয়াছিল। এরূপ বহুতর ধনজনাদি সম্পন্ন রজনীচর রাজা সপ্ত উপদ্বীপা ধরণীকে জয় করিয়া স্বয়ং ত্রিলোকাধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিল। লঙ্কার দুর্গ অতি দুর্গম, সুদৃঢ় তাম্র লৌহাদি ধাতুতে প্রাচীর বিনির্ম্মিত, এবং অজেয়রূপে পরিগণিত ছিল। একারণ রাবণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নিরস্ত্র বানরী-সেনা সহায়ে লঙ্কা প্রবেশ পূর্ব্বক রাক্ষসকুল জয়ে কখনই কোন মনুষ্য সমর্থ হইবে না। সুতরাং বিভিষণ বাক্যের অনাদর করতঃ তিনি রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ প্রমুখাৎ সমুদয় গোপনীয় সন্ধান অবগত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সদলবলে রাক্ষসাধিপতিকে বিনাশ করতঃ দুর্ভেদ্য লঙ্কাদুর্গকে একেবারে ছারখার করিয়াছিলেন। সবংশে রাবণ হত হইলে বিভীষণকে তৎপুরাধীশ্বর করতঃ সীতা লইয়া পুনঃ অযোধ্যায় আগমন করেন এবং চারি ভাই একত্র মিলিত হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

পুরাবৃত্তে জনশ্রুতি আছে যে রাম-রাজ্যে প্রজার কোন উদ্বেগ বা আধিব্যাধি, জরা রোগ, অকাল মৃত্যু ছিল না, নিরাময় স্বচ্ছন্দসুখে প্রজাগণ কালযাপন করিয়াছেন, সর্ব্ব শস্যে পৃথিবী পরিপূর্ণা, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্ট্যাদির শঙ্কা ছিল না।

লক্ষণ যমুনার উপকুলাবধি সাগরান্ত দক্ষিণদেশের পরিরক্ষণার্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভরত, সংগ্রামে গন্ধর্ব্ব রাজ্য জয় করিয়া তদ্দেশে আধিপত্য করেন। শত্রুঘ্ন লবণকে নিহত করিয়া মথুরার রাজা হন, কিন্তু সকলেই রামাজ্ঞাবশবর্ত্তী ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

বসন্তে।

(১)

দখিন হাওয়ার প্রথম পরশ
লাগল যখন প্রাণে,
হৃদয় আমার ভেসে গেল
পুলক-স্রোতের টানে
শুষ্কপত্র মর্ম্মরিল,
নবীনতা মুঞ্জরিল,
আকুল ভ্রমর গুঞ্জরিল
আপন মনে মনে।

(২)

প্রভাত এল হেসে হেসে
সোনার বরণ রথে,
রক্ত উজল অরুণ কিরণ
ছড়িয়ে সারা পথে।
দখিন দুয়ার খোলা পেয়ে,
মত্ত পবন ধেয়ে ধেয়ে,
কি বারতা এল গেয়ে
যোজন শতে শতে?

(৩)

প্রচণ্ড এই রৌদ্র তাপে
ফাগুন দ্বিপ্রহরে,
বসন্তরাজ অতিথি আজ
ভুবন-ভবন দ্বারে।
নিঃশ্বাসে তার মলয় পবন,
ইন্দ্রধনুর মধুর বরণ,
শ্যামলতা অঙ্গাভরণ
গায় সে কুহুর স্বরে।

(৪)

গোধূলির ধূসরতা
আকাশ যখন মাথে
পাখীরা সব কূজন গানে
ফিরে লাখে লাখে
গন্ধে ভরা পুষ্প ছেড়ে
ভোমরা গেছে ঘরে ফিরে
হৃদয়তারে স্বপন সুরে
বাজাল সুর ওকে ?

(৫)

মায়াপুরীর সোনার কিরণ
কেগো বর্ষি গেল ?
(কখন) প্রাণে প্রাণে পারিজাতের
কোমল গন্ধ এল' ?
নীল আকাশের নীরবতা,
প্রাণে জাগায় ব্যাকুলতা,
এই কি তোমার সফলতা
মনের মাঝে জাগল ?

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[শ্যামনগর নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটী।
নরেন্দ্র ও হেমচন্দ্র]

নরেন্দ্র। আপনাকে পেয়ে আজ আমি বড় সুখী হ'য়েছি। আপনার মতন বিজ্ঞ লোক একটী আমি অনেক দিন ধ'রে খুঁজ্‌ছিলুম্। এতদিনে ভগবান্ আমার আশা পূর্ণ কর্লেন্। এসমস্ত বাড়ী-ঘর আপ্‌নার মনে কর্ব্বেন্। কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত হবেন্‌না! আপ্‌নার যখন যা দর্‌কার হ'বে, অনুমতি ক'র্ব্বেন্। কোন বিষয়ে আপনার যেন কোন কষ্ট না হয়, এই আমি চাই।

হেম। আমিও আপ্‌নার মত প্রভু পেয়ে বড় সুখী হলুম্। বড় ভাব্‌ছিলুম কেমন ক'রে মনিবের মন যোগাব। আপ্‌নার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে আমার সে ভয় দূর হ'ল। আপ্‌নার মতন উদার লোকের মনস্তুষ্টি-সাধন ক'র্ত্তে অধিক প্রয়াস পেতে হবেনা।

নরে। ও কি কথা বল্‌ছেন ? আমি আপ্‌নাকে বন্ধু ব'লে মনে কর্চ্ছি। আপ্‌নিও আমাকে তাই ভাব্‌বেন্।

হেম। আমি অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি। আপ্‌নার মতন লোকের অধীনে থাক্‌বো, এ আমার পরম সৌভাগ্য!

[জহরলালের প্রবেশ।]

নরেন্দ্র। এই যে জহর এসেছ। (হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া) আমার ছোট ভাই এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ থেকে আমার বিষয়ের সমস্ত ভার এঁর জান্‌বে। তুমি এঁর তত্ত্বাবধান ক'র্ব্বে। দেখ্‌বে যেন কোন বিষয়ে কোন দিন এঁর কোনও কষ্ট না হয়। উত্তরের বাগান বাড়ীটা এঁর বাসার জন্যে দেবে। লোকজন, জিনিষ পত্র, যখন যা দরকার হবে, তা' তুমি সব ঠিক ক'রে দেবে। দেখ বিদেশে এসেছেন, যেন কোন কষ্ট না পান্।

জহ। যে আজ্ঞে। (স্বগতঃ) ওঃ—বাবারে! কে আমার নবাব খাঞ্জাখাঁ এসেছেন, তাঁর জন্যে এত বন্দোবস্ত? চাক্‌রি ক'র্ত্তে এসেছে, মাইনে নেবে, চাকর, তার জন্যে এত কেন?

নরে। (হেমচন্দ্রের প্রতি) দেখুন্ হেমবাবু! আপ্‌নি এঁর কাছ থেকে কাগজ-পত্র সব বুঝে নেবেন্। ইনি হচ্ছেন আমার একজন পুরোণো বিশ্বস্ত লোক। আমার ম্যানেজারের মৃত্যুর পরথেকে ইনিই আপাততঃ সে কাজ কর্চ্ছিলেন। কিন্তু এত বড় ষ্টেটের কাজ ইনি একা পেরে ওঠেন্ না। ইনি আপনার সহকারীরূপে থাক্‌বেন। আপনি এঁর কাছ থেকে কাজকর্ম্ম কাগজপত্র সব দেখে শুনে নেবেন্।

হেম। যে আজ্ঞে।

জহর। (স্বগতঃ) আমি প্রবীণ লোক, আর ওটা একটা ছোঁড়া বল্লেই হয়, আমি থাক্‌ব ওঁর সহকারী হয়ে?

নরে। দেখুন্ হেমবাবু! কাজ-কর্ম্ম ক'র্ত্তে দিন কতক আপনার বড়ই কষ্ট হবে। বিষয়-সম্পত্তির বড়ই গোলমাল হ'য়ে আছে। পুরাণো ম্যানেজার মারা গেছেন, তারপর বাবা মারা গেলেন, আর উপযুক্ত লোক পাইনি, নিজে কিছুই বুঝি না, বাপের আদুরে ছেলে ছিলুম, ঘুরে ফিরে আমোদ ক'রে বেড়িয়েছি, ও-সব কিছুই দেখতুম্ না! এখন বিষয় নিয়ে ভারী মুস্কিলে প'ড়েছি। জানেন্‌ইত, আজকালকার বাজারে বিশ্বাসী লোক পাওয়াই যায় না। যে যা পাচ্ছে তাই, কচ্ছে, পাঁচজনে লুট ক'রে নিচ্ছে।

হেম। আশা করি আমি কিছু দিন আপনার কাজ ক'র্লে, সমস্ত বিষয় দুরস্ত ক'রে দিতে পার্ব্ব।

নরে। নিশ্চয়ই পার্ব্বেন্। ধার্ম্মিক বিশ্বাসী লোকের হাতে পড়্‌লে অনায়াসেই আমার বিষয় দুরস্ত হয়ে যাবে। আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি। আপনার ঐ সৌম্য মূর্ত্তিতে আপনার হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।

হেম। এ আপনি অযথা আমার প্রশংসা কচ্ছেন্। আগে আপ্‌নি দেখুন্, আমি আপনার কি-রকম কাজ কর্ম্ম করি!

নরে। আমি ত বলেইছি যে, আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপ্‌নার মতন লোক আমার ম্যানেজারী ক'র্ত্তে এসেছেন্।

হেম। (স্বগতঃ) লোকটিকে দেখে বড় ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে! কিন্তু মানুষের সময়ও অদৃষ্টের গুণে কর্ম্মের বিকাশ পায়! আমার এখন বড় দুঃসময়, জানি না ঈশ্বর কি ক'র্ব্বেন্।

নরে। চলুন্ একটু বিশ্রাম ক'র্ব্বেন্।

(জহরের প্রতি) তোমাকে যা বল্লুম, তা' ঠিক্ ক'রে রাখ্‌বে। এঁর যেন কোন কষ্ট না হয়।

[হেমচন্দ্রকে লইয়া নরেন্দ্রকৃষ্ণ চলিয়া গেলন্।]

জহর। বার বার কেবল, দেখ যেন এঁর কষ্ট না হয়, 'দেখ' যেন এঁর কষ্ট না হয়'! কেন্‌রে বাবু? কে গুরুঠাকুর এসেছে? লোকটা কি যাদুকর নাকি? একেবারেই যে বাবুকে বশ করে ফেল্লে, দেখ্‌তে পাচ্ছি! কি আশ্চর্য্য! আমি আজ ত্রিশ বছর এই কাজ কর্চ্ছি, আমাকে যে বিশ্বাস নেই,—আর ও লোকটাকে একবার চখের দেখা দেখেই, এত বিশ্বাস? "বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না," "সবাই লুটে খাচ্ছে,"—এসব কা'কে উপলক্ষ্য ক'রে বলা হ'ল? কথা কইতে কইতে দু'তিন বার আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। কি অপমান! এতদিন কাজ ক'রে শেষ দশায়,—এই বুড়ো বয়েসে, কিনা একটা ছোঁড়ার অধীনে আমায় কাজ ক'র্ত্তে হবে? বাবুর বল্‌তেও একটু লজ্জা হ'লনা? আম্‌রা চোর? আমরা অবিশ্বাসী? আর কোথাকার কে একটা বিদেশী লোক এসে ওঁর বিশ্বাসী হবে? জামাই আদরে থাকবে, সুখ্যাতির উপরে সুখ্যাতি কিন্‌বে, আর আমরা হ্যাংলা কুকুরের মতন তার প্রসাদ পাবার জন্যে মুখের দিকে চেয়ে থাকব? না, না, তা কখনও হবে না, ঐ ছোঁড়ার গোলাম হ'য়ে কখনও কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না যেমন ক'রে পারি ওকে তাড়াব, তাড়াব, তাড়াব, তবে আমার নাম জহর! এত স্পর্দ্ধা! আমি ওর অধীনে কাজ কোর্ব্বো? আমি ওর সহকারী হব? আমি পুরাণ চাকর, আমাকে ম্যানেজারী দিলে কি ক্ষতি হ'ত? কি লোকশান্ হ'ত? আচ্ছা, আমিও একবার দেখ্‌ছি। যেমন ক'রেই হোক্ পাজী ব্যাটাকে তাড়াতেই হবে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটীর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান। —রমা—]

রমা। মানুষের এক জীবনেই কত পরিবর্ত্তন হয়! দেহের পরিবর্ত্তন, মনের পরিবর্ত্তন, অবস্থার পরিবর্ত্তন, কত পরিবর্ত্তনই হয়! মনটা যেন ক'দিন ধ'রে অস্থির হয়ে রয়েছে। কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। ক'দিন তিনি আসেন্‌নি কেন? অসুখ করেনি ত? বাবা চ'লে গিয়ে অবধি ত তিনি প্রায় দিন-রাতই আমাদের বাড়ী থাক্‌তেন্। আজ ক'দিন ধ'রে একবারও দেখ্‌তে পাই নি! মনে হয়, কা'কেও জিজ্ঞাসা করি, আবার লজ্জা করে। কেন লজ্জা করে কে জানে? আগে ত এমন হ'ত না। তাই বলি, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন হয়। তাঁর খপর জান্‌বার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ ক'চ্ছে, কিন্তু মুখফুটে তাঁর কথা কাকেও জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে সাহস হ'চ্ছেনা। কি আশ্চর্য্য! তিনি আমার কে? কেউত ন'ন্! তবে তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে মন এমন করে কেন?

[রমা গান গাহিতে লাগিল। প্রফুল্ল ধীরে ধীরে আসিয়া রমার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।]

রমা। কেন প্রাণে জাগে সে বদন?
কেনবা হেরিতে তারে আকুল পরাণ মন!

আকাশ-কুসুম সম,
কেনবা হৃদয়ে মম
নবীন-বাসনারাশি আসি দেয় দরশন।
বসায়ে হৃদয়ো পরে
মনে হয় পূজি তারে,
সাধ হয় তারি করে ডালি দিতে এ জীবন।

প্রফু। রমা! কাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ গান গাচ্ছিলে? সে কোন ভাগ্যবান্?

রমা। (স্বগতঃ) ছিঃ ছিঃ, সব শুন্তে পেয়েছেন?

[লজ্জায় নতমুখী হইলেন]

প্রফু। (সহাস্যে) বলনা রমা?

রমা। (লজ্জানতমুখে) তুমি কখন এসেছ? আমি জান্‌তেই পারি নি।

প্রফু। এই একটু আগে এসেছি। তোমার এ গান শোনা যে আমার ভাগ্যে ছিল!

রমা। (লজ্জায় নতমুখী রহিলেন)

প্রফু। [সযত্নে রমার হাত ধরিয়া] আমার কাছে এত লজ্জা কেন, রমা?

রমা। তুমি ক'দিন আসনি কেন? ভাল আছ ত?

প্রফু। হ্যাঁ রমা, এক্‌জামীনের জন্যে ক'দিন ভারী ব্যস্ত ছিলুম্, তাই আস্‌তে পারি নি।

রমা। এক্‌জামীন শেষ হয়ে গেছে?

প্রফু। হ্যাঁ, হয়েছে।

রমা। এবার রোজ আস্‌বে?

প্রফু। আস্‌ব। আমি না এলে তোমার মন কেমন করে?

রমা। [নীরব]

প্রফু। বলনা রমা? আমার জন্যে মন কেমন করে?

রমা। করে ব্যই কি!

প্রফু। (রমার হাত ধরিয়া) কেন করে রমা?

রমা। তা বল্‌তে পারি না। বোধ হয়, তুমি আমাদের যত্ন কর ব'লে।

প্রফু। শুধু কি এই জন্যে?

রমা। (নীরব)

প্রফু। বল রমা! বল আমাকে ভাল বাস কি?

রমা। তোমার কি আমার জন্যে মন কেমন করে না?

প্রফু। আমার? কেমন ক'রে বল্‌ব রমা? মন ত কাকেও দেখাবার নয়? যদি দেখাবার হত তাহলে দেখাতুম্।

[সুবোধের প্রবেশ।]

সুবো। প্রফুল্লবাবু যে? এতদিন আসেন্‌নি কেন?

প্রফু। বড় ব্যস্ত ছিলুম্, তাই কদিন আস্‌তে পারিনি, ভাই!

সুবো। হ্যাঁ, তাই ব্যই কি? আপ্‌নি ভারি দুষ্টু। বাড়ী থেকে বেরুলে আর আপনার কিছু মনে থাকে না!

প্রফু। কেন ভাই?

সুবো। আপ্‌নি বলেছিলেন কাল আমাকে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যাবেন, এই বুঝি আপ্‌নার কাল?

প্রফু। ওঃ—হো। ভুলে গেছলুম্ ভাই! কাল তোমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।

সুবো। হ্যাঁ,—আর আপনার কাল নিয়ে যেতে হবে না। আমি হরিকাকার সঙ্গে দেখে এসেছি।

রমা। ছিঃ—সুবোধ, তুমি বড় দুষ্ট

হয়েছ! প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে এম্নি ক'রে কথা কয় কি? আমি মা'কে সব বলে দোব।

প্রফু। কেন রমা! আমাকে পর মনে হয় বুঝি?

রমা। না, না, তা নয়।

সুবো। প্রফুল্লবাবু, হরিকাকা আমাকে মস্ত একটা কাকাতুয়া কিনে দিয়েছে, বাড়ীতে চলুন্ আপনাকে দেখাব।

প্রফু। চল যাচ্ছি।

সুবো। দিদি, এস না? সন্ধ্যে হ'য়ে এল!

রমা। তোমরা যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সুবো। হ্যাঁ, দিদির কেমন ঐ দোষ! এখানে এলে পরে দিদি আর বাড়ী যেতে চায় না। চুপ্‌টি ক'রে একলা বসে থাক্‌বে, ভাব্‌বে, কাঁদ্‌বে, গান গাইবে। চলুন্ প্রফুল্ল বাবু! আমরা যাই।

[সুবোধ প্রফুল্লর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।]

রমা। সুবোধ বলেছে মিছে নয়! এখানে এলে আমার আর সত্যিই বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না। এ জায়গাটি বড় সুন্দর! সন্ধ্যার মৃদু বাতাস বইছে, ফুলগুলি কেমন একটি একটি ক'রে ফুটে উঠ্‌ছে, আকাশে চাঁদ উঠ্‌ছে, তারাগুলি কেমন একে একে জ্ব'লে উঠ্‌ছে, আহা কি সুন্দর দৃশ্য! এই বেদীটার উপরে একটু বসি। বাবা আমার রোজ এম্নিসময় এইখানে বসে থাকতেন্।

[মর্ম্মরপ্রস্তরের বেদীর উপরে বসিয়া]

ভগবানের সৃষ্টির সবই সুন্দর! একদিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, একদিকে চাঁদ উঠ্‌ছে, একদিকে দিনের আলো চলে যাচ্ছে, অন্য দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার উঁকি দিচ্ছে। কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে, ফুলের সুগন্ধে মনের কি তৃপ্তি হচ্ছে। চারিদিকে আরতির শাঁক ঘণ্টা বাজ্‌ছে! এ সময়টি ভগবানের নাম কর্ব্বার বড় উপযুক্ত সময়! তাই ঋষিরা সন্ধ্যা-বন্দনার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন্! সমস্ত দিনের পরে মানুষ এই সময় একটু ভগবানের নাম ক'রে মনে শান্তি পায়!

[রমা গাহিতে লাগিলেন]

মাখি ফুল-পরিমল তারা-হার পরি গলে,
এস ওগো সন্ধ্যারাণী নেমে এস ধরাতলে!
কুসুম-সুবাস লয়ে,
অনিল যেতেছে ব'য়ে,
তোমার পূজার তরে, কুমুদ ফুটেছে জলে!
ছড়ায়ে কিরণ-রাশি,
শশী হাসে মধু-হাসি,
এস সতি! সেজে এস ব'স পতি-পদতলে!

[উদ্যানের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক প্যারিচাঁদ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।]

গোবর্দ্ধন। বিবিজান, বেশ গাইছ যে! বাবুর মন একেবারে তর্‌-র্‌-র্ ক'রে দেবে!

প্যারি। চুপ্ শালা! চুপ্! এখানে কোন কথা নয়!

রমা। (ভীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে তোমরা? এখানে কেন এসেছ? এ বাগানে কি ক'রে ঢুক্‌লে?

প্যারি। [গোবর্দ্ধনের প্রতি] রুমাল-খানা কোথায়? শীগ্‌গির মুখটা বেঁধে ফেল। নইলে এখনি চ্যাচাবে।

রমা। কি? তোমরা আমাকে বাঁধ্‌বে কেন? সুবোধ,—সুবোধ,—প্রফুল্ল বাবু—

গোব। আর প্রফুল্লবাবু নয়, এই-বার—

প্যারি। গাধা, কি বল্‌ছিস? শীগ্‌গির কাজ শেষ করেনে, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে!

রমা। হায়! কেন তাদের সঙ্গে গেলুম না?

[রমার মুখ-বন্ধন করিয়া উভয়ে রমাকে ধরিয়া লইয়া গেল।]

[অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্ন। রমা! সন্ধ্যে হ'য়ে গেল মা, একলাটী এখানে কেন বসে রয়েছিস্? (দেখিয়া) কই, রমা ত' এখানে নেই! কোথায় গেল? সুবোধ যে ব'ল্লে এইখানে ব'সে আছে! তাইত, কোথায় গেল?

[ছুটিয়া সুবোধের প্রবেশ।]

সুবো। মা, মা,—দিদিকে কা'রা ধরে নিয়ে গেল!

অন্ন। সেকিরে? ধরে নিয়ে গেল কি? কে ধরে নিয়ে গেল?

সুবো। কি জানি মা! কারা দু'জন দিদিকে বেঁধে জোর করে গাড়ীতে তুল্লে!

অন্ন। কি সর্ব্বনাশ! তুই চেঁচালিনা কেন? কি হ'বে?

সুবো। আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে ফিরে আস্‌ছিলুম, দেখ্‌লুম, গেটের ধারে কার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা দিদিকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, কেউ শুনতে পেলে না। সেখানেত কেউ ছিল না, মা?

অন্ন। কি হবে? ভগবান্! একি কর্লে? প্রফুল্ল কোথায়?—চলে গেছে?

সুবো। না, বাড়ীতে আছেন্।

অন্ন। যা বাবা, শীগ্‌গির প্রফুল্লকে ডেকে আন্ দেখি!

সুবোধ। যাই। (প্রস্থানোদ্যত) ঐ যে মা, প্রফুল্লবাবু এইখানেই আসছেন্।

[প্রফুল্লর পুনঃ প্রবেশ।]

অন্ন। প্রফুল্ল! সর্ব্বনাশ হয়েছে। জাত-কুল-মান, সব গেল।

প্রফু। কি হয়েছে?

অন্ন। রমাকে কারা ধ'রে নিয়ে গেছে।

প্রফু। ধরে নিয়ে গেছে!! আঁা, সেকি কথা? এইত সে এখানে বসেছিল।

অন্ন। কি জানি বাবা, সুবোধ বল্‌ছে, ধরে নিয়ে গেছে!

প্রফু। সুবোধ ছেলেমানুষ, কি বল্‌তে কি বল্‌ছে। বোধ হয়, সে বাড়ী গিয়ে থাক্‌বে, চলুন্ দেখি গিয়ে।

সুবোধ। না প্রফুল্লবাবু, আমি দেখেছি কা'রা দু'জন দিদিকে ধ'রে জোর ক'রে গাড়ীতে তুল্লে। দিদির মুখ বেঁধে দিয়েছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না, কেউ শুন্‌তে পেলে না।

প্রফু। আঁা, কখন দেখ্‌লে? কোন্ দিকে নিয়ে গেল তারা? একি বিপদ্! না, আর দেরী করা হবে না। আপনি স্থির হোন্ মা! ভয় নেই, আমি এখনি রমাকে আপনার কাছে এনে দোব।

[প্রফুল্লর দ্রুত প্রস্থান।]

সুবোধ। মা, ঘরে চল। এখানে আমার বড় ভয় কচ্ছে।

অন্ন। চল বাবা! সর্ব্বেশ্বরকে, হরিদাসকে খপর দিই গে। নারায়ণ! এ কি কর্লে? এ কি বিপদের উপর বিপদে ফেল্লে হরি!

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

(একদিক দিয়া প্রফুল্ল অপর দিক দিয়া লীলার পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। প্রফুল্লবাবু, আপনার একখানা চিটি আছে।

প্রফু। চিটি? কে দিয়েছে?

পরি। বৌ-দিদি।

প্রফু। আমায়? সে কি?

পরি। হ্যাঁগো, এই নাও।

প্রফু। আমায় চিটি দিয়েছে? কি বল্‌ছ তুমি?

পরি। হ্যাঁগো, আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি? ভাল বিপদ্! এই দেখনা কেন?

প্রফু। না, বাবু আমি চিটী-পত্র কিছু নিতে পার্ব্বো না, তুমি যাও!

পরি। সেকি কথা গো! ভারী দরকারী চিটী যে!

প্রফু। (ইতস্ততঃ করিয়া) দেখি দাও। (পত্রপাঠ) ওঃ—হুঁঃ—আমি ঠিক্‌ই ভেবে ছিলুম্। চিঠিখানা কিছু আগে পেলে কাজ হ'ত। (পরিচারিকার প্রতি) তুমি যাও।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

একেবারে পুলিশ নিয়ে গেলেই ঠিক্ হয়। কিন্তু তাহলে আবার একটা কেলেঙ্কারী হয়। যাক্—দরকার নেই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বৈঠকখানা মণীন্দ্র ও হারাধন।)

হারা। মণিবাবু, খাও বাবা! (নিজে মদ্যপান করিয়া মণীন্দ্রকে দিল)

মণীন্দ্র। দাও। (পান করিয়া) কিন্তু ভাই, আজ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। প্যারি এখনও ফির্‌ল না!

হারা। ভয় কি চাঁদ? এখনি তোমার আঁধার হৃদয় আলো ক'রে প্যারিচাঁদ উদয় হবে।

মণীন্দ্র। না, হে না। যে কাজে গেছে, কি জানি কি করে আস্‌বে। আমার মনটা কিছুতেই স্থির হচ্ছে না।

হারা। কুচ্‌পরোয়া নেই, বাবু সাব! কাম সাফ্ ক'র্কে আভি দোস্ত আবে গা।

মণীন্দ্র। তুমি যাই বল না কেন, আমার মন বুঝ্‌ছে না। ভয় হচ্ছে! আশায় নিরাশায় প্রাণটা টল্‌মল্ ক'চ্ছে!

হারা। ভ্যালা মোর ভাই রে! বিরহ-শয়নে শয়ন ক'রে সুন্দরীর মুখ-পদ্মখানি ভাব্‌ছ বুঝি?

(রমাকে লইয়া প্যারিচাঁদ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।)

প্যারি। এই নাও বন্ধু! তোমার বহু-কালের আশার জিনিষ এনেছি মনপ্রাণ ঠাণ্ডা কর। হেমঘোষের অপমানের প্রতিশোধ নাও।

মণীন্দ্র। (অগ্রসর হইয়া) এসেছ? এনেছ? কি ক'রে পেলে? কেমন ক'রে আন্‌লে?

প্যারি। হাঃ—হাঃ! আমি আস্‌মান থেকে চাঁদ ধ'রে আন্‌তে পারি বন্ধু! এ ত' কো[illegible] কথা? আমি যে কাজে যাব, সে-কাজ কি কখনও নিষ্ফল হয়, দাদা?

(রমার বন্ধন মোচন।)

হারা। বাহবা! এ কেয়া চিজ্? স্বর্গে না মর্ত্তোর?

রমা। এ কি, এ তোমরা আমাকে কোথায় আন্‌লে? আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ?

প্যারি। হাঃ—হাঃ—! তোমার আজ বিয়ে সুন্দরী, বিয়ে! এইবার যত পার ডাক তোমার প্রফুল্ল বাবুকে। যমেরও সাধ্য নেই যে, এখান থেকে তোমাকে টেনে বার করে।

রমা। কে তোমরা? কেন আমাকে ধ'রে আন্‌লে?

আমার সঙ্গে ত তোমাদের কোনও শত্রুতা নেই!

হারা। আছে বৈ্যকি? পৈতৃক একটু একটু আছে।

রমা। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে রেখে এস।

গোব। হ্যাঁ, রেখে আস্‌বার জন্যেইত এত কষ্ট করে ধ'রে আনা হ'ল।

হারা। এগিয়ে এস বিবিজান, এগিয়ে এস, বাবুর পা, টিপে দাও।

প্যারি। নাও, মণিবাবু, আলাপ কর।

[প্যারি ইয়ার দ্বয়কে চলিয়া যাইতে ইসারা করিল তাহারা মুখ-ভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেল]

মণীন্দ্র। (জড়িত স্বঃরে) এগিয়ে—এস।

রমা। কে তুমি?

মণীন্দ্র। আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি মণীন্দ্র!

রমা। মণীন্দ্র? এ নাম আমি কখনও শুনি নি! আমাকে তোমার কি প্রয়োজন?

মণীন্দ্র। প্রয়োজন আছে ব্যই কি! এমন জিনিষে কার না প্রয়োজন থাকে?

রমা। পরিহাস কোরোনা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র। পরিহাস করিনি, সত্যি কথা বল্‌ছি। কাছে এস, মনে করেছিলুম তোমাকে দিয়ে পা টেপাব, কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি পা টেপ্‌বার উপযুক্ত নও; তুমি বুকে রাখ্‌বার জিনিষ। এস এগিয়ে এস, (অগ্রসর হইয়া) কথা শোন।

রমা। (পশ্চাৎপদ হইয়া) বিনা অপরাধে কেন আমাকে বেঁধে আন্‌লে? আমি ত তোমাদের কোন অনিষ্ট করিনি! আমাকে ছেড়ে দাও,—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও!

মণীন্দ্র। কাছে এস, ভয় কি? আমিও তোমার মতন মানুষ।

[অগ্রসর হইয়া রমার হাত ধরিতে গেল]

রমা। (দ্রুত পশ্চাৎপদ হইয়া) মানুষ? তোমরা মানুষ? অসহায়া বালিকাকে এম্নি ক'রে ধ'রে এনে এত অপমান ক'চ্ছ, তোমরা মানুষ? তোমরা পশুরও অধম!

মণীন্দ্র। (সক্রোধে) কি? ছোটমুখে বড় কথা? আমার ঘরে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের উপর এম্নি উত্তর? দেখি, কে আজ তোকে রক্ষা করে।

[দ্রুত অগ্রসর হইয়া রমার হাত ধরিল]

[রমা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

রমা। ছাড়, শীগ্‌গির ছাড়। যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে এখনও বল্‌ছি, হাত ছাড়। মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন, একবার উপর দিকে চেয়ে দেখ। এত অধর্ম্ম তিনি কখনও সইবেন্ না।

প্যারি। ওরে বাবা! ছুঁড়ীর কথা শোন্!

মণীন্দ্র। একটা কথা বলি শোন, কেন ইচ্ছা ক'রে অপমান হবে ?

[রমার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল]

রমা। রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, কে আছ অসহায়া বালিকাকে রক্ষা কর! ভগবান্! এ আমার কোন মহাপাতকের ফল ?

মণীন্দ্র। কোথায় যাবে সুন্দরি! এই আঁধার হৃদয় আলো ক'রে তোমায় থাক্‌তে হবে। কতদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রে, তবে তোমায় পেয়েছি, অনেক দিনের বাসনা আজ পূর্ণ কোর্ব্বো।

রমা। ওগো কে কোথায় আছ, আমাকে পিশাচের হাত থেকে রক্ষা কর।

[মণীন্দ্রের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

[ছুটিয়া লীলার প্রবেশ]

লীলা। ভয় নেই, বোন্! আমি আছি, (রমাকে জড়াইয়া ধরিলেন) আমি তোমায় রক্ষা কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। একি ? তুমি এখানে কেন, মেয়েমানুষ ?

লীলা। (রমাকে দেখাইয়া) এও ত মেয়ে মানুষ, এ এখানে কেন বল্‌তে পার ?

মণীন্দ্র। ওকে আমার দরকার আছে। তুমি ঘরের বৌ এত লোকের সাম্‌নে বাইরে কেন ? ভাল চাও ত শীগ্‌গীর চলে যাও। তুমি এখানে কি ক'র্ত্তে এসেছ ?

লীলা। আমি নারী, তাই নারীর মর্য্যাদা, সতীর সতীত্ব কুমারীর ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি।

মণীন্দ্র। ওঃ—ভারি আমার রক্ষাকর্ত্তা! ভাল চাও ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাও।

লীলা। না, কিছুতেই যাব না।

মণীন্দ্র। কি ? যাবি না ?

লীলা। না।

মণীন্দ্র। প্যারি! শীগ্‌গির এর হাত হাত থেকে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নাও ত'।

(প্যারি লীলার কাছ হইতে রমাকে টানিয়া আনিতে যাইল।)

লীলা। (লীলা বিরক্তি ও ঘৃণা ও তেজস্বিতার সহিত বলিলেন) খপরদার! নীচ কুলাঙ্গার!

প্যারি। (চমকিয়া উঠিল) ও বাবা! এ ছুঁড়ী যে আবার আগুণের ফুল্কি!

মণীন্দ্র। এখনও ভাল করে বল্‌ছি, চলে যাও।

রমা। (লীলার প্রতি) তুমি কে তা' জানি না, তুমি যেই হও, তুমি দেবী, আমাকে রক্ষা কর, আমায় ছেড়ে চলে যেও না!

লীলা। না, ভাই যাবনা!

মণীন্দ্র। কি ? এখনও গেলে না ? (লীলার হাত ধরিয়া টানিয়া) চলে যাও, দূর হও।

লীলা। তুমি এই বালিকাকে ছেড়ে দাও আমি একে নিয়ে চলে যাই।

মণীন্দ্র। হ্যাঁ, তাই দোব! তোমার জন্যেই ত ওকে এনেছি!

লীলা। তবে আমিও যাব না।

মণীন্দ্র। কি ? মেয়ে মানুষের এতবড় আস্পর্দ্ধা! কিছুতে কথা শুন্‌বি নি ?

লীলা। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার ধর্ম্ম-পত্নী, সহধর্ম্মিণী, কিছুতেই আমি তোমাকে এ পাপ ক'র্ত্তে দোব না। এ পাপের হাত থেকে আমি যেমন ক'রে পারি তোমায়

রক্ষা কোর্ব্বো। কিছুতেই আমি এ বালিকাকে ছেড়ে দোবো না।

মণীন্দ্র। বটে? তবে দেখি, কি ক'রে রক্ষা কর্ত্তে পারিস্!

(ধাক্কা দিয়া লীলাকে ফেলিয়া দিয়া রমাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন।)

রমা। রক্ষা কর ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র। ভাল কথায় কেউ নয়! এখনও বল্‌ছি আমার কথা শোন নইলে—

(ইত্যবসরে প্রফুল্ল বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মণীন্দ্রের গলা চাপিয়া ধরিয়া)

প্রফু। নইলে-? নইলে, কি ক'র্ব্বে বল? আর যে কথা বেরুচ্ছে না?

[প্যারি অবসর বুঝিয়া সরিয়া পড়িল]

মণীন্দ্র। (স্ফীতশিরা) ওঃ—মরে গেলুম! মরে গেলুম, কে তুমি? ও—উঃ—

প্রফু। (ঈষৎ ছাড়িয়া) চিন্‌তে পার, কে আমি? মণি রায়, তুমি এতদূর বেড়েছ? এম্নি লম্পট তুমি যে, প্রতিবেশীর মেয়ে, যাকে নিজের বনের মতন দেখা উচিত তাকে সুযোগ পেয়ে নিজের বাড়ীতে ধ'রে এনে, তার উপরে অত্যাচার কর্ত্তে যাচ্ছ। ভেবে দেখ দেখি, তুমি কি? তুমি কি একটা মানুষ? দিনরাত মাত্‌লামি ক'চ্ছ, রাত্রে তোমার চিৎকারে পাড়ার লোক ঘুমুতে পারে না! তোমার চরিত্রগুণে তোমার বাড়ীর মেয়েরাও তোমাকে দেখে ঘোম্‌টা দেয়। এততেও তোমার একটু লজ্জা করে না? কি আর বল্‌ব তোমায়, তুমি উপদেশের অনেক বাইরে।

মণীন্দ্র। তুমি কার হুকুমে আমার বাড়ীতে ঢুকেছ? জান, আমি তোমার নামে ট্রেস্‌প্যাসের চার্জ্জ আন্‌তে পারি!

প্রফু। বটে? আজকাল আবার আইন দেখিয়ে কথা কইতে শিখেছ, যে? আর তুমি যা ক'রেছ, তার কি শাস্তি জান? সুদীর্ঘ কালের জন্য শ্রীঘর বাস! শোন্ মণিরায়! এবার আমি তোমায় ক্ষমা কর্লুম্, নিজের বাড়ীতে বসে যা ইচ্ছে তাই কর, তাতে আমদের ক্ষতিবৃদ্ধি বেশী নেই, কিন্তু তার বেশী যদি কিছু কখনও দেখ্‌তে পাই, তখন তুমি আছ, আর আমি আছি। আমি আইন আদালত বুঝি না, ভগবানের কৃপায় এই কব্‌জির জোরই আমার আইন, তা বোধ হয় কিছু পূর্ব্বেই মালুম্ করেছ!

[রমাকে লইয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেলেন।]

মণীন্দ্র। কে ওকে খপর দিলে? কি করে ও জান্‌তে পার্লে? কে খপর দিলে?

লীলা। আমি দিয়েছি!

মণীন্দ্র। তুমি? তুমিই—আমায় এই শত্রু?

লীলা। না 'আমি তোমার শত্রু নই, তোমার মঙ্গলের জন্যে-ই করেছি।

মণীন্দ্র। আমার মঙ্গল? আমার আশা নিষ্ফল ক'রে, লোকের কাছে আমাকে অপদস্থ 'করে, আমার মঙ্গল হচ্ছে? এত বড় স্পর্দ্ধা! (পাদাঘাত করিল) প্রফুল্ল বোস্ তোর কে হয়?

লীলা। কেউ নয়!

মণীন্দ্র। কেন তবে তাকে তুই খপর দিলি?

লীলা। বালিকার রক্ষার জন্যে, তোমার মঙ্গলের জন্যে।

মণীন্দ্র। ফের ঐ কথা? আমার মঙ্গলের জন্যে? আমার ঘোর অনিষ্ট ক'রে, আবার আমার মঙ্গল! বল্‌তে লজ্জা করে না? (পদাঘাত)

লীলা। (পড়িয়া গেলেন) মার, মার, মেরে ফেল, প্রাণের দায়ে আমি মিছে কথা বল্‌ব না। যৌবনের উন্মাদনায় আজ তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না যে, কি কু কাজ ক'র্ত্তে বসে-ছিলে! কিন্তু একদিন বুঝ্‌বে! একদিন অনুতাপের আগুণ হৃদয়ে জ্বলে উঠ্‌বে। তখন বুঝ্‌তে পার্ব্বে, আজ তুমি কি কুকাজ কর্চ্ছিলে! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, আমার উচিত তোমাকে সর্ব্বতো ভাবে পাপের হাত থেকে রক্ষা করা,—তাই আমি জান্‌তে পেরে গোপনে প্রফুল্ল বোস্‌কে খপর পাঠিয়েছিলুম।

মণীন্দ্র। বড় কাজ করে ছিলে! এই তার ফল ভোগ কর।

(পুনঃ পুঃ পদাঘাত করিতে লাগিল]

লীলা। মাগো! গেলুম্!

মণীন্দ্র। মর, মর, আমি নিশ্চিন্ত হই। আর প্রফুল্ল, তোমার বড় তেজ হয়েছে, আচ্ছা, দাঁড়াও, তোমার এ তেজ ভাঙ্গব। যেমন করে পারি, তোমায় জব্দ কোর্ব্বো। আজ থেকে তোমার সর্ব্বনাশ করাই আমার প্রধান কাজ। বড় আশা ক'রে আছ রমাকে বিয়ে ক'র্ব্বে, সে পথ তোমার আগে বন্ধ কর্ত্তে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

ভাবনা ভীতি নাই।

ও তোর ভাবনা ভীতি নাইরে
ও তোর ভাবনা ভীতি নাই!
মনের তরী জীবন-স্রোতে
আপনি চালা ভাই।

হালের রসি ধররে কষে
অকূলে যেন না যায় ভেসে
বিশ্বাসে তুই মধুর হেসে
চালারে তরী ভাই।

গহন রাতে তিমির ঘন
যবে ছাইবে আকাশ তল,
চারিদিকের সজীবতা
ভুলবে কলরোল,

তখন তুই ডাকিস মোরে
বাহুর তলে রাখ্‌ব ঘেরে
ভাবনা ভীতি ভুলে যারে
ও তুই ভাবনা ভীতি ভোল!

ঝঞ্ঝাবাতের ভীষণ ঘাতে
যদি কাঁপিয়ে তোলে তরী
ডাকিস মোরে মনের মাঝি
ডাকিস্ পরাণ ভরি

ভাবনা ভীতি যাবে দূরে
চল্‌বে তরী নামের জোরে
ডাকিস্ ও তুই ডাকিস্ মোরে
ডাকিস্ পরাণ ভরি।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস—আমরা অত্যন্ত সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বামাবোধিনীর অন্যতমা লেখিকা "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' ও 'জীবনের দৃশ্যমালা' রচয়িত্রী, ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সদস্যা ও প্রধান কর্ম্মী, আদর্শ রমণী কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়া তাঁহার প্রারম্ভিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া, কত নিরাশ্রয় অনাথিনীকে পুনরায় নিরবলম্বন করিয়া ১৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এই মনস্বিনী নারীরত্নকে হারাইয়া বঙ্গদেশের নারীজাতির মহাক্ষতি হইল। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ আদর্শ নারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল।

কৃষ্ণভাবিনীর চরিত্রে ভারতনারীর আদর্শ লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা, কমনীয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মহৎগুণ সকল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তেমনি পাশ্চাত্যদেশের সাহস, তেজস্বিতা, স্বাধিনতা-প্রিয়তা, কর্ম্মনিষ্ঠা, জনহিতৈষণা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এরূপ অমায়িক, আড়ম্বর শূন্যা ধীর প্রকৃতির মানুষ দেখা যায় না। এই মহীয়সী নারীর বয়স হইয়াছিল প্রায় ষাটের কাছাকাছি কিন্তু আমরা কখনও তাঁহার মাথার ঘোমটা একটুও সরিতে দেখি নাই।

ইনি বিখ্যাত শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্রবধূ ও "পাগলের প্রলাপ" প্রণেতা সুপণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পত্নী। ইনি স্বামীর সহিত বহুবৎসর বিলাতে বাস করিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু ইহাঁকে দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারিতেন না যে তিনি ধনী গৃহের বধূ কিম্বা পাশ্চাত্যদেশের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা বিলাত প্রত্যাগতা!

হায়! আর সে নিস্বার্থ, পবিত্র, উজ্জ্বল, সুন্দর, কমনীয় মুখখানি নারীগণের মধ্যে সকলকার পশ্চাতে কেহ দেখিতে পাইবে না। আর সে পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গকৃতা দেবীকে নারীজাতির সেবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে দেখিবে না।

বিধাতা কন্যা ও স্বামীশোকে সন্তপ্তা দেবী কৃষ্ণভাবিনীকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিয়া চিরশান্তি দান করুন।

সাহিত্য-সম্মিলনে আমন্ত্রণ—এবার হাওড়া-সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন। আগামী ৬ই বৈশাখ শনিবার হইতে অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বঙ্গের সাহিত্যসেবী সাহিত্যানুরাগী সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি।

আমারা সকলের ঠিকানা অবগত নহি। সুতরাং আমরা সকলকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করিবার সুযোগ পাইব না। তাই সাধারণভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবক ও সুহৃৎ সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি,—আসুন, ভাই ভাই সকলে একপ্রাণ একমন হইয়া মায়ের মন্দিরে অঞ্জলি দানের জন্য উপস্থিত হউন।

সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা যথাশক্তি করা হইতেছে। সম্মিলনের অধিবেশন জন্য হাওড়ার ময়দানে প্রকাণ্ড এক

মণ্ডপ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; আর, সে মণ্ডপ বেষ্টন করিয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান কৃষি শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক বিবিধসামগ্রীপূর্ণ প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন হইতেছে। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্য হাওড়ার ষ্টেশনের উত্তরস্থিত প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা স্থির করা হইয়াছে।

যে সকল সাহিত্যসেবী এই সম্মিলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর আমাকে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

উন্মাদের আত্মকথা।

ছুটে যাই পুনঃ চাই, ফিরায়ে বদন
পায়ে পায়ে পিছু হেঁটে, পুনঃ হেথা আসি ছুটে
আবার,—আবার হই, বিভ্রমে মগন।
দারুণ মোহেতে মজি, আপনি বন্ধন সৃজি
শৃঙ্খলিত করি নিজ কর ও চরণ
ভুলে যাই, আত্মলক্ষ্য—আপন সাধন!

ছেয়ে আসে কুজ্ঝটিকা চরাচর ছেয়ে
জাগে শব্দ কোলাহল, জ্বালা ভরা হলাহল
ঝালাপালা করে প্রাণ, উদ্বেগ বিস্ময়ে—
ঐ কে কোথায় ডাকে, অন্ধকারে মুখ ঢাকে
ওকি বলে ওকি চাহে, মরি সদা ভয়ে,
অশান্তি বিদ্যুৎ অগ্নি, ঝলসে হৃদয়ে!—

"হবে না, হোল না কিছু" একি বিড়ম্বন?
ইচ্ছা মাঝে শক্তি নাই, ভয়ে ভীত সদা তাই,
শিখিয়াছি অসন্তোষে নারীর রোদন!

সতত অবজ্ঞা ভরে, সবাই শুনায় মোরে
আমার যা কিছু শক্তি বৃথা আস্ফালন!
অর্থহীন, ভিত্তিহীন, আকাশ কুসুম!

* * *

তোমরা কাজের লোক কাজ কর ভাই,
আমার আঁধার কোণে, আমি আছি নিজ ধ্যানে
তোমরা কোরনা দৃষ্টি যোড় হাতে চাই!
দর্পিতের পদ ভরে আমার এ খেলা ঘরে
বাধে যে বিপ্লব কত সংখ্যা তার নাই
অন্তরে আতঙ্ক ত্রাসে, কেঁদে মরি তাই!

সংসারে কাজের লোক আছে নিজ কাজে—
আমি আছি নিজ ধ্যানে, লাঞ্ছনা আহত প্রাণে
অতীত ভবিষ্য ভুলি অলক্ষ্যের মাঝে!
বর্ত্তমানে ভাবিবার, শক্তি নাই প্রাণে আর
তাইত চলেছি—দীন আত্মহারা সাজে
খুঁজিতে অন্তর অন্তে—আত্মেতর রাজে!

নারী

অজ্ঞানের অন্ধকারে কতকাল ঘুমাইয়া রব?
বিষাদের মহাগাথা নিরজনে কতদিন গাব?
শত অপমান সহি পড়ে রহি প্রাচীরের তলে;
পুরুষের কঠিন চরণ ধরণীতে পড়ে অবহেলে।
নারীর কোমল দেহ ততোধিক কোমল চরণ,
কণ্টক বিঁধিবে ভয়ে চিররুদ্ধ রহে আমরণ।
হায় মূর্খ! কাঁটা হেরি পুষ্পবনে করনা ভ্রমণ!
কণ্টক বাছিয়া কভু কমল কি করনা চয়ন?
সমাজের শত কাঁটা সবে মিলি দূর কর যদি,—
আঁধারের অবরোধ রহিবে না তবে নিরবধি।

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

অবতারণা

যে আদর্শ-নির্ম্মলচরিত্রা রমণী আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বভাবসিদ্ধ সরল ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত ও স্বগৃহ এবং স্বদেশীয় নারীকুলের শিরোমণি হইয়া, ধীর ও সহিষ্ণু ভাবে জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় দুঃখ-বেদনা-বহন-পূর্ব্বক ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, যিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি-কল্পে রত থাকিয়া, নিজ বিগত-দিনের উচ্চ-বংশানুগত পদমর্য্যাদা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যশঃস্পৃহা বিস্মৃতির অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়া দেশ-সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার মনোবেদনার অংশ চিরদিন আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহারই পবিত্র নিষ্ঠাময়-প্রকৃতি ও কার্য্যের কথা সংক্ষেপে কিয়দংশ জ্ঞাপন করিতে অভিলাষিণী হইয়া প্রিয় বামাবোধিনীর পাঠিকা, আমাদের স্নেহের কন্যা ও ভগ্নীগণকে উপহার দিতেছি।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী যখন জীবিতা ছিলেন, তখন এই জীবনী লিখিয়া তাঁহাকে দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিবার জন্য পাঠাই। তাহাতে তিনি যে পত্রখানি আমাকে লিখেন, তাহা এতৎ সহ প্রকাশিত করিলাম। পাঠিকাগণ এই পত্রখানি পাঠ করিলেই দেবী কৃষ্ণভাবিনীর মহৎ জীবনের প্রকৃত পরিচয় পাইবেন।

আজ কৃষ্ণভাবিনী আর ইহলোকে নাই। তাঁহারই কথামত আমি সাধারণের সমক্ষে এই জীবনাদর্শ প্রকাশিত করিয়া কৃতার্থ হই।

কৃষ্ণভাবিনীর পত্র :— "প্রিয়-ভগিনি! আমায় মাপ করিবে। আমি এ খাতা পড়িতে বা ইহাতে কিছুই লিখিতে পারিব না। তোমরা আমায় অত্যন্ত ভালবাস জানি এবং সেই অযাচিত স্নেহের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া থাকি। কিন্তু ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় নির্জ্জনে নীরবে খাটিতে দাও, সাধারণের সমক্ষে আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের ঘটনা প্রকাশ করিও না, আমার মৃত্যুর পর যদি তুমি বাঁচিয়া থাক তখন প্রকাশ করিতে পার। এখনও সময় আসে নি। ভাই! কিছু মনে কোরো না। তোমার স্নেহ ভাবিয়া আমার চোকে বাস্তবিক জল পড়িতেছে, কিন্তু কেহ যেন টের না পায়, তুমি উহা লিখেছ। আমায় বড় লজ্জা করবে। আগামী কাল ৫টার সময় আমাদের বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রী-সম্মিলনী হবে, তুমি যদি আসিতে পার ত জানাবে, গাড়ী পাঠাব। ভালবাসা লও। তোমার অভিন্নহৃদয়া বন্ধু

কৃষ্ণভাবিনী"

কৈশোর জীবন।

যখন আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসর, তখন কলিকাতায় আমার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পরও ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিস্তার পাই নাই। আমার পূজনীয় শ্বশুরমহাশয়, শাশুড়ী-ঠাকুরাণী, স্বামী, ননন্দৃগণ সকলেই আমার জন্য ভাবিত। আমার পিতৃব্য-সম নন্দাই যিনি আমার পিতার পরম বন্ধু ও যিনি আমাকে শ্বশুরালয়ের একমাত্র-পুত্র-বধূরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ডাক্তার-মহাশয়ের যত্ন-চিকিৎসা সত্ত্বেও

মাঝে মাঝে জ্বরে পড়ি। একদিন আমার অল্প জ্বর আছে, সূতিকা গৃহে ৭।৮ দিনের কন্যা লইয়া শয়ন করিয়া আছি, দেখিলাম, আমার কনিষ্ঠা ননদিনীর ননদিনী, কলিকাতার কোন খ্যাতনামা ধনাঢ্যের পত্নী, বধূকন্যা-সহ তাঁহার ভাতৃজায়া-সমীপে আগমন করিলেন, (বোধ হয় আমার শ্বশ্রূমাতা বা ননদিনীর সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে)। বধূটীর সেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলের সুকোমল রূপলাবণ্য, সেই অনিন্দ্য মাধুর্য্যময়ী সরলতা-মণ্ডিত মুখখানির প্রথম দর্শনেই আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার মাতৃসমা ননদিনীঠাকুরাণীর নিকট অনেক বার ইঁহার গুণের কথা শুনিয়াছি। ইহার স্বামীর বিলাত-গমনের বিষয় ও তজ্জনিত ইহার বিলাস-বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থানের কথা কত প্রশংসার সহিত ননদিনীকে বারংবার কহিতে শুনিয়া পূর্ব্বেই ইঁহার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম ও মাঝে মাঝে ইহাকে দেখিবার জন্য বলবতী ইচ্ছাও হইত। এক্ষণে চাক্ষুষ দর্শনে আমার অসুস্থতার মধ্যেও প্রফুল্লতা দেখা দিল, কিন্তু শরীর ভাল না থাকিলে সকলটাই পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না, তাই তেমন উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না। ইনি শ্রীনাথ দাসের চতুর্থ-পুত্রবধূ। ইঁহার ১ বৎসরের কন্যাটিকে মধ্যমা বধূ বসন্তকুমারীই স্নেহবশতঃ কাছে কাছে রাখেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। ইনি একাই শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে আসিয়াছেন, শাশুড়ী ইঁহাকে তিলার্দ্ধ চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন না।

সচরাচর বঙ্গগৃহে যেমন ননদ-ভাজ হইয়া থাকে, আমাদের সেরূপ নয়। প্রথমতঃ, আমার ননদগুলি আমার জননীরও বয়োজ্যেষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ, সকলে একমাত্র ভ্রাতাকে পুত্রবৎ দেখিতেন ও সেই কারণে আমাকে অতিরিক্ত আদর যত্ন করিতেন। কত যে আদর-যত্ন, তাহা যে কেহ দেখিয়াছেন, তিনি ছাড়া আর কেহ বুঝিবেন না। আমাকে কন্যা সম ভাবিলেও আদর করিয়া সকলে "বউদিদিই" বলিতেন ও যত কিছু আবদার আদরের সহিত শুনিতেন। আমি তাঁহাদের দিদি বলিয়া ডাকিয়াই তৃপ্ত হইতাম। যখন বধূটী আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার কন্যাটীকে সযত্নে বুকে তুলিয়া লইলেন, আমার যেন তাহাকে চির-পরিচিতের মতই বোধ হইল। সমস্তক্ষণ আমার কাছে থাকিয়া সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া প্রবীণার ন্যায় স্থিরবুদ্ধি স্নিগ্ধমূর্ত্তি বালিকা অতিসংক্ষেপ সরল ও অল্পভাষে যে কয়টি কথা আমার সহিত কহিলেন, তাহা যেন অমৃতময় লাগিল। তখন ছোটদিদি বলিলেন, "বউদিদি! এই ন' বউমার কথা বলে বলে তোমার কাছে পুরণো করে দিয়েছি।" তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "ন'বউমার মেয়ে ফেলে এসে বুঝি মন কেমন কচ্ছে, তাই আঁতুড়ে গিয়ে আমার ভাইঝি কোলে করে এতক্ষণ বসে আছ?" বধূ কিছু বলিলেন না; এমন একটী সরল ঈষৎ হাস্যরেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, যে তাহা এখনও আমার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম, বিষণ্ণ অন্তরের মুখ ত গম্ভীরই দেখায়; এত তাহা নয়! বিষণ্ণভাবের ছায়াযুক্ত প্রফুল্ল শ্রীর স্থির মুখখানি! তখন তাহা পবিত্র স্বভাবের স্বর্গীয় শোভা বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। যাহা হউক, সে-দিনকার সাক্ষাৎ

জরেও আমার আরামে কাটিল। একত আঁতুড়ে একা থাকিতে হইল না, তাহাতে কথা কহিবার লোক পাইলাম। বাটীতে অল্পবয়স্কা কেহ ছিল না, ছোটদিদি সংসার দেখেন, শ্বশ্রূমাতা প্রাচীনা, (আপন কক্ষেই প্রায় পড়িয়া থাকেন। শরীরও তাঁর অসুস্থ); সুতরাং সকল দিন চুপটী করিয়াই আমার কাটে। যাহা হউক্‌, ঝির হাত হইতে আমার কন্যাটীকে সমস্ত দিন সযত্নে রাখিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী যাইবার জন্য বিদায় লইয়া যখন তিনি চলিয়া গেলেন, তখন সমস্ত দিনের উপকার আমি যেন ভুলিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি এমনই বর্ব্বর ছিলাম যে, তাহার যাইবার সময় তাঁহাকে একটুও কৃতজ্ঞতা জানাইলাম না। সেই সরল মুখখানি যেন আমার চিরদিনের প্রাণের বন্ধু বাল্য-সঙ্গিনী ভগ্নী কাত্যায়নীর মতই লাগিল, এবং তাহার মতই আপনার লোক বলিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল। মানুষ জগতে কত লোকের সহিত পরিচিত হয়, কিন্তু কাহাকে কাহকে হৃদয় এত নিকটবর্ত্তী করিতে চায় কেন, আর হৃদয়ের আদান-প্রদানে এত তৃপ্তই বা হয় কেন? ইহা বুঝিতে পারা কঠিন। অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্য বা একমত কি একধর্ম্ম হইলে বন্ধুত্ব জন্মে, কিন্তু এস্থলে তাহা কিছুই নয়, এ যেন সেই রামে-সুগ্রীবে মিত্রতা, আমার মনে হইল। কৃষ্ণভাবিনী ও কাত্যায়নীর প্রকৃতির সরলতা ও ধীরতা একই প্রকার। আমার তদ্বিপরীত। কিন্তু দুজনেই আমাকে কেন এত ভালবাসার চক্ষে দেখিল, জানি না। বিবাহের অল্পকাল পরেই কাত্যায়নীসহ বিচ্ছিন্ন; মনে হইল কিশোরী যেন সে-অভাব দূর করিতে আবির্ভূতা হইলেন। কৃষ্ণভাবিনী আমার অন্তরের মমতা আকর্ষণ করিলে, ছোটদিদির কাছে তাঁহার সব বিষয় শুনিবার আগ্রহ বাড়িল। ইহার পরই কৃষ্ণভাবিনীদিগের পরিবারের একটী দুর্ঘটনায় তাঁহার আত্মবিস্মৃত হইয়া সেবার কথায় তাঁহার উপর শ্রদ্ধা আরও দ্বিগুণ হইল।

রোগীর শুশ্রূষা।

কৃষ্ণভাবিনীর শ্বশুর মহাশয় শ্রীনাথ দাসের ৫টী পুত্রও ৪টী কন্যা। পুত্র-উপেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র, ও যোগেন্দ্র। জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্র পত্নীবিয়োগান্তে বিলাত যাত্রার পর হইতেই স্বতন্ত্র। তাঁহার একমাত্র পুত্র পিতামহ-পিতামহীরও বড় আদরের ধন। মাতৃহীন বালককে সকলেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সেই বালক যখন দীর্ঘকাল লিভারের অ্যাব্‌শেস্‌-রোগ ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কৃষ্ণভাবিনী নিজ-কন্যাকে বসন্তকুমারীর কাছে সমর্পণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণ-ঢালা যত্নেও তাহাকে বাঁচাইতে না পারিয়া পুত্রশোক-তুল্য বোধ করিলেন। পরিবারের সকলেই নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পিতামহী শোকে অধীর হইলেন। ছোট-দিদির মুখে যখন এ-সকল শুনিলাম, কৃষ্ণভাবিনীর এ-বয়সে এত সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কৃষ্ণভাবিনী ছায়ার মত শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, দিবাভাগে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত রহিয়া সন্ধ্যাকালে ইষ্টদেব-স্মরণান্তে কন্যাটিকে বুকে লইয়া স্বামীর অপরিসীম প্রেম-কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে যে-দিন নিদ্রাভিভূত হইতেন, স্বপ্নেও সেই পতিদেবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন; আবার যে-রাত্রে স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিতেন, সে রাত্রি নিদ্রা তাঁহার নিকট বিদায় লইত। দিবাভাগে কন্যা তিলোত্তমা বসন্তকুমারীর নিকট ও জ্ঞানেন্দ্রের চক্ষু সম্মুখে দাস-দাসীর কাছে থাকিত, সন্ধ্যাকালে তাহাকে বক্ষে ধরিতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইত।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন আমি কন্যাসহ নিজ কক্ষে বসিয়া আছি, এরূপ সময় একখানি পত্র পাইয়া পড়িলাম—"প্রিয় ভগিনি, তোমাকে দেখিয়া অবধি সর্ব্বদা মন তোমার কাছে ছুটিয়া যায়। এত দূরে থাকিয়া ইচ্ছামত দেখা সাক্ষাৎ অসম্ভব। পত্র-দ্বারা আলাপ চলিলে সে-অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে।

দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী কৃষ্ণভাবিনী।

আমি এ-পর্য্যন্ত তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে কোনোদিন ছোটদিদি হয়ত বলিয়া থাকিবেন, তাঁদের ন'বউএর নাম কৃষ্ণভাবিনী। তাই আন্দাজে বুঝিলাম, নতুবা আর ত এরূপ কেহ লিখিবার নাই। এক কাত্যায়নী! এতো তার হস্তাক্ষরও নয়, সে এ পত্রও নয়। অবশেষে ছোটদিদির কথাই মনে করিয়া তাহার ন'বউয়ের নামই কৃষ্ণভাবিনী স্থির করিয়া পত্রোত্তর দিলাম। এবার কৃষ্ণভাবিনীর সুদীর্ঘ পত্রোত্তর পাইয়া পুলকে পূর্ণ হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনীর মুখখানি, তাহার গুণের কথা, পতিবিরহিত গৃহে অবস্থানের কথা, গুরুজনে ভক্তি, ধর্ম্ম-ভাব, জ্ঞান-চর্চ্চা, সমস্ত ভাবিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার উদ্রেকে আপনাকে কত হেয় মনে হইতে লাগিল, এবং এমন অযোগ্যকে বন্ধু বলিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছে, ভাবিয়া আমার আরও গৌরব বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন কৃষ্ণভাবিনীকে প্রাণ খুলিয়া পত্রোত্তর দিলাম। এইরূপে কত শত পত্রের আদান-প্রদানে কৃষ্ণভাবিনী আমার নিকট হইতেও নিকটতর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন। মধ্যে মধ্যে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা আসিলে কয়েক দণ্ড মাত্র দেখা হইত। তাহাতে উভয়েরই মনের সাধ মিটিত না। ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম রাধারাণী ও মাতৃসমা শ্বশ্রূমাতার লোকান্তর-গমনে কৃষ্ণভাবিনী শোকার্ত্তা হইয়াছেন। কৃষ্ণভাবিনী সমস্ত দিন শাশুড়ী ছাড়া থাকিতেন না, শাশুড়ীও বধূকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় কৃষ্ণভাবিনী প্রাণপণে শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া চিকিৎসক হইতে দাস-দাসীকে অবধি আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। ছোটদিদির মুখে সে সব শুনিলাম। পত্রেও কৃষ্ণভাবিনীর মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত হইল। আমার কাছে তাহার আর কোন বিষয়ই গোপন নাই। যখন অবসরকালে কৃষ্ণভাবিনীর জীবনালেখ্য আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইত, সে বিষাদের ঘন মেঘ যেন হাত দিয়াই সরাইতে ইচ্ছা হইত। কত দিনে তাহার স্বামী দেশে ফিরিয়া তাহাকে সুখী করিবেন, ইহাই ভাবিতাম। তাঁর শ্বশ্রূমাতার মনে পাছে ক্লেশ হয়, সেজন্য কৃষ্ণভাবিনীর পিত্রালয়ে যাওয়াও প্রায় ঘটিত না। তাঁহার মাতৃসন্নিধানে যাইতে সময় সময় প্রাণ ব্যাকুল হইত, ইচ্ছামত মাতৃ-দর্শন ঘটিত না। ভগ্নীগণ যাহারা কলিকাতায় থাকেন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন বা কোন ক্রিয়োপলক্ষে কৃষ্ণভাবিনীদের বাটীতে নিমন্ত্রণে আসিতেন, তাহাতেই দেখা-সাক্ষাৎ হইত। কর্ত্তব্যপরায়ণা কৃষ্ণভাবিনীর কিছুতে বিরক্তি বা অসন্তোষ নাই। শাশুড়ী বর্ত্তমানে তাঁহার আজ্ঞাধীনে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন, সদাসর্ব্বদা বিবিধ কর্ম্মে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে যারপর নাই সুখী ও সন্তুষ্ট করিতেন, দেবর, ননদ, আত্মীয়গণ দাস-দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই এক দিনও ন'বউ বিনা চলে না। কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের একটী মহাগুণ কর্ম্ম-তৎপরতা; ইহা-দ্বারা তিনি অল্প বয়স হইতেই মনের সকল দুঃখ, তাপ, গ্লানি হইতে চিত্তবেগ শান্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন। চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে ইনি সদাসর্ব্বদা একইরূপ শুদ্ধতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন; বয়স্যা-গণসহও ইঁহাকে কখনও বৃথা বাক্যব্যয় বা চটুল হাস্য-রহস্য, পরিহাস করিতে শোনা যায় নাই। সকলের সার মানব-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটীই কৃষ্ণভাবিনীতে চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান দেখিয়াছি! সেটী ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা, নিঃস্বার্থ অন্তঃকরণ ও সেবাপরায়ণতা। ইহা কৃষ্ণ-ভাবিনীর স্বভাবজাত গুণ। শিক্ষায়, চেষ্টায় কাহারও এত গুণ লাভ হয় বলিয়া আমি জানি না। (ক্রমশঃ)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 668. April, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৮ সংখ্যা।	চৈত্র ১৩২৫। এপ্রিল, ১৯১৯।	১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র—কাওয়ালী।

প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
সুগন্ধ মলয়জ পবনে;
তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই নিমেষ-হারা নীল গগনে!
তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
রবি-তারা-চন্দ্রমা-কিরণে,
সকাল সাঁঝের অরুণাকাশের
ঝর ঝর নির্ঝর ছিরণে!
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই কূজিত গুঞ্জিত কুঞ্জ-বনে;
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই ফল-ফুল-পূজিত কাননে!
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
মম বিজন মানস-উপবনে,
শিহরিয়া বাঁশী বাজে মরমে
ভাষাহীন মধু-কল-স্বননে।

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

[গগা] সসা

২´ ৩ ০
II সা সা -পা পা । পা -া পা পা । পা পা পা -ধা ।
তো মা ০ র স ঙ্ গী ত ভে সে আ ০

১ ২´ ৩
। পা -া -া -মা I মা মা -া মা । গা রা সা সা ।
সে ০ ০ ০ সু গ ন্ ধ ম ল য় জ

০ ১ ২´
। সা রমা গা সসা । সা সা -া সা I সা -া সা সা ।
প ব০ নে প্রভু তো মা ০ র স ঙ্ গী ত

৩ ০ ১
। সা সা সা -রা । রসনা -া সসা মা । মা মা মা গরা I
ভে সে আ ০ সে০০ ০ এই নি মে ষ হা রা০

২´ ৩ ০
I সসা সা রসা গা । পা পা -া না । না -া না না ।
নীল গ গ০ নে তো মা ০ র স ঙ্ গী ত

১ ২´ ৩
। না না না -া I র্সা পা -া -া । পা পা পা পা ।
ভে সে আ ০ সে ০ ০ ০ র বি তা রা

০ ১ ২´
। মা -া গা রসা । সা রমা গা সসা I গা পা পা পা ।
চ ন্ দ্র মা০ কি র০ ণে প্রভু স কা ল সাঁ

৩ ০ ১
। পা -া -া পনা । ধা ধা পা পা । ধা পা -া -া I
ঝে ০ ০ র০ অ রু ণা কা শে ০ ০ র

২´ ৩ ০
I মা মা মা মা । গাঃ গঃ সা সা । সা রা -মা গা ।
ঝ র ঝ র নি র্ ঝ র ছি র ০ ণে

১
। -া -া -া পগা II
০ ০ ০ প্রভু

২´ ৩ ০
প্‌ প্‌ II পা প্‌া -া সা । সা -া সা সা । সা সা সরা -রা ।
প্রভু　তো মা ০ র　স ঙ্‌ গী ত　ভে সে আ০ ০

১ ২´ ৩
। রা -া -া সসা I সা -মা মা মা । মা -া মা মা ।
সে ০ ০ এই　কু ০ ঞ্জি ত　গু ঞ্‌ জি ত

০ ১ ২´
। গা মা গা রা । গ -া -া গগা I গা গপা -া পা ।
কু ঞ্‌ জ ব　নে ০ ০ প্রভু　তো মা০ ০ র

৩ ০ ১
। পা -া পা পা । পা পা পধা -া । পা -মা -া মমা I
স ঙ্‌ গী ত　ভে সে আ০ ০　সে ০ ০ (এই)

২´ ৩ ০
I মা মা মা মা । গা -রা সা সা । সা -া -রমা -া ।
ফ ল ফু ল　পূ ০ জি ত　কা ০ ন০ ০

১ ২´ ৩
। গা -া -া গগা I পা পা -া না । না -া না না ।
নে ০ ০ প্রভু　তো মা ০ র　স ঙ্‌ গী ত

০ ১ ২´
। না না না -নর্সা । র্সা -পা -া পপা I পা -া পা পা ।
ভে সে আ ০　সে ০ ০ মম　বি ০ জ ন

৩ ০ ১
। মা -া মা মা । গা -মা গা রা । গা -া -া -া I
মা ০ ন স　উ ০ প ব　নে ০ ০ ০

১´ ৩ ০ ০
I গা গপা পা পা । পা পা পা পনা । ধা -া পা -া ।
পি হ০ রি য়া　বা শী বা জে০　ম ০ র ০

১ ২´ ৩
। ধা -পা -া -া I মা মা মা -া । গা রা র্সা সা ।
মে ০ ০ ০ ভা ষা হী ন ম ধু ক র

০ ১
। সা -া রমা -া । গা -া -া সসা II
স্ব ০ ন০ ০ নে ০ ০ প্রভু

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষোড়শ প্রকরণ।

আচক্ষ্ব শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ববিস্মরণাদৃতে ॥১॥

হে শিষ্য, যদ্যপি তুমি নানাশাস্ত্র বহুবার ব্যাখ্যা কর অথবা শ্রবণ কর, তথাপি সকল-ভেদ-বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে, তুমি (স্বরূপ-লাভ বা মুক্তিরূপ) স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে না। ১।

ভোগং কর্ম সমাধিং বা কুরু বিজ্ঞ তথাপি তে।
চিত্তং নিরস্তসর্বাশমত্যর্থং রোচয়িষ্যতি ॥২॥

হে শিষ্য, তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিষয়-ভোগ কর, অথবা সকামকর্ম কর অথবা সমাধির অনুষ্ঠান কর, তথাপি তোমার চিত্ত সর্বপ্রকার বাসনারহিত আত্মস্বরূপেই অধিক রুচি জন্মাইবে। ২।

আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি নির্বৃতিম্ ॥ ৩॥

বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করিয়াই সকলে দুঃখী হয়, কিন্তু কেহই ইহা বুঝে না; ভাগ্যবান্ পুরুষ এই উপদেশ পাইয়াই (বিষয় ত্যাগপূর্বক) পরমসুখ প্রাপ্ত হ'ন্।

ব্যাপারে খিদ্যতে যস্তু নিমেষোন্মেষয়োরপি।
তস্যালস্যধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

যে পুরুষ নেত্রের নিমেষ- ও উন্মেষ-ব্যাপারেও পরিশ্রম মনে করিয়া দুঃখিত হয়, সেই পরম আলস্যসম্পন্ন (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) ব্যক্তিরই সুখ হয়, অন্য কাহারও সেই সুখ হয় না। ৪।

ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তং যদা মনঃ।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু নিরপেক্ষং তদা ভবেৎ ॥৫॥

'ইহা করা উচিত', 'ইহা করা উচিত নহে', এই প্রকার বিধি-নিষেধরূপ দ্বন্দ্ব হইতে যাঁহার মন মুক্ত হইয়াছে, তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সর্ববিষয়েই নিরপেক্ষ হ'ন্, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন্। ৫।

বিরক্তো বিষয়দ্বেষ্টা রাগী বিষয়লোলুপঃ।
গ্রহমোক্ষবিহীনস্তু ন বিরক্তো ন রাগবান্ ॥ ৬ ॥

যে বিষয়ে দ্বেষ-প্রদর্শন করে, তাহাকে বিরক্ত বলে; যে বিষয়ে লোলুপ হয়, তাহাকে রাগী বলে। কিন্তু গ্রহণ ও ত্যাগ এই উভয়-বর্জিত জ্ঞানী বিষয়ে দ্বেষ-প্রদর্শনও করেন্ না, বিষয়ে লোলুপও হ'ন্ না। ৬।

হেয়োপাদেয়তা তাবৎ সংসারবিটপাঙ্কুরঃ।
স্পৃহা জীবতি যাবদ্বৈ নির্বিচারদশাস্পদম্ ॥ ৭ ॥

অজ্ঞান-দশার নিবাসরূপ তৃষ্ণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সংসারতরুর মূলস্বরূপ ভাল মন্দ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। ৭।

প্রবৃত্তৌ জায়তে রাগো নিবৃত্তৌ দ্বেষ এব হি।
নির্দ্বন্দ্বো বালবদ্ধীমান্ এবমেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥

যদি বিষয়ে প্রবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া যায়, তবে দিন দিন তাহাতে আসক্তি বৃদ্ধি পায়, যদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ তাহাতে বিদ্বেষ জন্মে; এ-কারণ জ্ঞানী শুভাশুভবিচার-রহিত বালকের ন্যায় রাগদ্বেষ-ত্যাগপূর্ব্বক আসক্তির সহিত বিষয়ভোগ ও বিদ্বেষের সহিত বিষয়ত্যাগ, এই উভয়ই বর্জন করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে যাহা প্রাপ্ত হ'ন্, তাহাতেই প্রবৃত্ত হ'ন্ ও যাহা প্রাপ্ত হ'ন্ না, তাহার জন্য কোন প্রকার ইচ্ছা করেন্ না।৮।

হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগোহি নির্ম্মুক্তস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে ॥ ৯ ॥

বিষয়াসক্ত পুরুষ (অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া) দুঃখ দূর করিবার মানসে সংসার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করে, বীতরাগ পুরুষ স্বভাবতই নির্ম্মুক্ত; একারণ তিনি সংসারে থাকিলেও তিনি দুঃখ প্রাপ্ত হ'ন্ না। ৯।

যস্যাভিমানো মোক্ষেঽপি দেহেঽপি মমতা তথা।
ন চ জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখ-
ভাগসৌ ॥ ১০ ॥

যাহার 'মোক্ষ হউক্', এইরূপ অভিলাষ আছে, আবার দেহের প্রতিও মমতা আছে, সে জ্ঞানীও নহে, যোগীও নহে; কেবল (উভয় প্রকার চেষ্টার জন্য) দুঃখই সে প্রাপ্ত হয়।১০।

হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে ॥ ১১ ॥

হে শিষ্য, যদি সাক্ষাৎ সদাশিব, অথবা বিষ্ণু অথবা ব্রহ্মা তোমার উপদেষ্টা হ'ন্, তথাপি সকল ভেদ-বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে অথবা সকল অনিত্য, প্রাকৃত বস্তু বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে, তুমি কিছুতেই (স্বরূপলাভ বা মুক্তিরূপ) স্বাস্থ্যলাভ করিতে পরিবে না।১১।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার বিশেষোপদেশ-নামক ষোড়শ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

বাঞ্ছিতে।

কেন হে দূরে ?
জীবনে খুঁজিয়া তোমা
মরিনু ঘুরে !
কত লোকে কত কয়
প্রাণে আর কত সয় ?
এস ওহে দয়াময় !
দীন আতুরে—
আপনা করিয়া লহ
আপন সুরে !

যদি নাহি দিবে সুর
পরাণ-মাঝে,
কেন তবে এ ভুবন
নূতন সাজে ?—
কেন তবে বয়ে যায়
আকুলি' মধুর বায়,
হেরি হেম চাঁদিমায়
নয়ন ঝুরে ?
কেন হে দূরে ?

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাসিকের বিপদ্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩

পার্শ্বের ঘরে জলখাবারের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। ছাঁটা রেশমের কোমল আসনের উপর দাঁড়াইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এ-সব কি ব্যাপার বল দেখি!—এ বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার যে? তোমার বেয়ারার কাছে শুন্‌লুম্, বাড়ীতে কেবল মেম-সাহেব ও সাহেব ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকেন না। সাহেব ত' আবার নিমন্ত্রিত।—তবে স্বহস্তে এ রাজভোগের বন্দোবস্ত করেছ কা'র জন্যে? মুখুজ্জে-ম'শায়ের তার কি তাড়িত-বার্ত্তায় মনের মধ্যেও এসে পৌঁছেছিল না-কি?" অণিমা গ্লাসের জল বদ্‌লাইয়া বাতীর আলো আর একটু কাছে আগাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "বসুক আপনি! সারাদিনের পরিশ্রম আমার সার্থক্ হোক্।" এই বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া তোলা উনুনে ঘিয়ের কড়া চাপাইয়া দিয়া নতমুখে আগুনের তেজ বাড়াইবার জন্য পাখার বাতাস দিতে সুরু করিল। তাহার বাষ্প-জড়িত কণ্ঠস্বর ও চোখের পাতায় জলের রেখা ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইল না।

কিছুমাত্র ক্ষুধা-বোধ না হইলেও খাদ্য-দ্রব্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া, রন্ধন-কারিণীর শুভ্র গণ্ডে গোলাপ ফুটাইয়া অত্যন্ত পেটুকের মত ব্রজেন্দ্রনাথ আহার শেষ করিলে, অণিমা পান আনিয়া দিল। পানের খিলি-দুইটী মুখে পূরিয়া একখানা হাত অণিমার কাঁধের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অণি, আমার কথার সত্যি জবাব দেবে ভাই, যা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?" "কেন দেব না; মুখুজ্জে ম'শাই?" বলিয়া ব্রজেন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্য হইতে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া অণিমা একদিকে চাহিয়া রহিল। ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন, "তবে বল দেখি, তুমি সত্য সত্যই সুখী কি না?" অণিমা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, "আমায় দেখে তা কি মনে হয় না, মুখুজ্যে মশাই?"

পাতলা চুলে ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালন করিয়া চিন্তিত মুখে ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "হওয়া উচিত ছিল বৈ কি? খাসা গহনা-কাপড়,—দিব্যি বাড়ী-ঘর!—আহারের বন্দোবস্ত ত' রাজভোগ! তার উপর এমন স্বামী! কিন্তু তবু তোমার চোক্ বল্‌ছে 'ঝর্‌লুম্' 'ঝর্‌লুম্'!—আচ্ছা যদি সুখী নও—তবে কেন নও,—আমায় সব কথা খুলে বল দেখি! বার বছর আগে এই মুখুজ্জে-ম'শাইকে যেমন করে তোমার রাগ, দুঃখু, ঝগড়া-অভিমানের কথা বল্‌তে—নালিশ—শালিশী মান্‌তে—তেমনি করে বার বছর আগেকার সেই ছোট্ট অণিটী হয়ে তোমার মনের কথা একবার খুলে বল দেখি। তুমি যে একজন বাড়ীর গিন্নী, বুড় ধাড়ী, সে কথা একেবারে ভুলে যাও। সরলভাবে সত্যি কথাটী বল ত—লক্ষ্মি,—কোন কথা লুকিয়ো না;—লজ্জা না, কিছু না!—বল দেখি সত্যি সত্যিই তুমি সুখী কি-না?" অণিমার কম্পিত স্বেদসিক্ত হাত-

খানি নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ পুনরায় কহিলেন, "বল, বল।"

এই স্নেহময় আত্মীয়ের সুগভীর স্নেহের স্পর্শে অণিমার দুঃখের জমাট-বাঁধা মেঘ সহসা অশ্রুর আকারে জল হইয়া ঝরিয়া পড়িল। মনের ব্যথা সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; কাঁদিয়া কহিল, "আমায় নিয়ে চলুন্, মুখুজ্যে-ম'শাই!—এখান থেকে আমায় নিয়ে চলুন! আমি এমন করে আর থাক্‌তে পাচ্ছি না।" সান্ত্বনাচ্ছলে তাহার ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিয়ে যেতেই ত' এসেছি তোমায়। কিন্তু আমার কথার জবাব কৈ? বল্লে না ত?—তুমি সুখী কিনা?" নীরবে মাথাটী হেলাইয়া অণিমা জানাইল সে সুখী। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "তবে কাঁদ্‌লে কেন?—ওঃ বাপের বাড়ী যেতে দেয় না, নাঃ? তাই ত! তা হ'লে কি ওখানেই যেতে দেবে?" অণিমা এবার বাধা দিয়া সবেগে বলিল, "সে বুঝি, আমার জন্যে?—সে তাঁর লেখার জন্যে। তাঁর ত আর দর্‌কার নেই—।" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "লেখার জন্যে কি রকম? তুমি কি তাঁর সেক্রেটারী না কি?"

"না মুখুজ্জে-ম'শাই, এমন করে শুধু ভাব-সংগ্রহের যন্ত্র হয়ে, তাঁর উপন্যাসের মডেল হয়ে, আমি আর থাক্‌তে পাচ্ছি না! আমি তাঁর স্ত্রী নই। আমায় তাঁর কোন দর্‌কার নেই। কেন জানেন্? গার্হস্থ্য জীবন লেখকের কল্পনায় ছাতা ধরিয়ে দেয় বলে।" ব্রজেন্দ্রনাথ একটা বড় রকম 'হুঁ' দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া কহিলেন, "কোথায় যাবে সে বেড়াতে?" অণিমা কহিল, "তা আমি জানি না;—বোধ হয়, কারশিয়ং।" তদুত্তরে ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "কিছু বলে নি তোমায়?—জিজ্ঞাসাও কর নি বুঝি?" "না, করি নি।—কর্‌বার দর্‌কার আমার?" বলিয়া অণিমা অভিমানভরে একদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ঠোঁট-দুটী একটু একটু কাঁপিতেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ এবার একটুখানি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "দর্‌কার আছে বৈ কি। আচ্ছা, স্বামি-স্ত্রীর চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর কিছু নেই ত? তবে সব চেয়ে যে আপনার, তার কোন কথা গোপন থাকা উচিত কি? সব কথা কি পরস্পরের কাছে বলা ভাল নয়? ঝগ্‌ড়া হয়েছে বুঝি?" অণিমা বলিল, "না, ঝগড়া আমাদের কখ্‌খনো হয় না।—" "হয় না!" বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ অণিমার বিষণ্ণ নতমুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, "এটা ত ভাল লক্ষণ নয়। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ঝগ্‌ড়া হয় না?—অ্যাঁ! আশ্চর্য্য করে দিলে যে! বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে!—তুমি ত কোঁদলের একটী জাহাজ। আচ্ছা, আদিত্য যত্ন করে না তোমায়?" অণিমা চোখ নীচু রাখিয়াই উত্তর দিল, "করেন্।" যখন তাঁর 'কাপির' দর্‌কার হয়। নৈলে মনেও পড়ে না!—বাড়ীতে কেউ আছে বলে। তাঁর সময় এত কম দামী নয় যে, বাজে নষ্ট করেন্।" ব্রজেন্দ্রনাথ চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"আমায় বিশ্বাস কর অণি, কাল যেমন ক'রে হ'ক্ তোমায় নিয়ে যাব; কিন্তু তার আগে তুমি ব'লে ক'য়ে ঠিক্ হ'য়ে থেক। অ্যাঁ, স্বামি-স্ত্রীর ভেতর ঝগ্‌ড়া হয় না?—অবাক্ করে

দিলে যে আমায়! তোমার দিদিকে গিয়ে এটা ত' বল্‌তেই হবে। এটা খুব ভাল বন্দবস্ত—অ্যাঁ—?"

৪

পরদিন বেলা দুইটা না বাজিতেই একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর মাথায় কিছু ফলমূল-জিনিষপত্র চাপাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন্। কলিকাতায় আসিবার সময় স্ত্রী বলিয়া দিয়াছিলেন, "অনু নিরুকে দেখিতে আসিবে, কিছু ভাল ফলমিষ্টি কিনিয়া আনিও।" নিজেরও কয়েকটি জিনিষ কিনিবার প্রয়োজন ছিল;—এক জোড়া জুতার ফরমাইস দিতে হইল। এই সব কাজে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়াই খপর পাইলেন—সাহেব আহারান্তে বাহির হইয়াছেন; ফিরিবার সময়ের কথা চাকর-বাকরেরা জানে না। বিরক্ত হইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করিলেন—"আজও তবে হয় ত যাওয়া হইল না। অথবা না যাইতে দিবারই ইহা ফন্দি! আচ্ছা, অভদ্র ত!"

উপরে উঠিতে আজ আর দ্বারবান্ বা বেহারা কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। কল্য তাহারা শুনিয়াছে, ইনি কর্ত্রীর আত্মীয়, আর কেহ কেহ দেখিয়াওছে যে, কর্ত্রী নিজে বসিয়া কত যত্নে ইঁহাকে খাওয়াইয়াছেন, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণামও করিয়াছেন। তাই বিনা দ্বিধায় তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। সিঁড়ির মাথায় অনিমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। পায়ের শব্দ পাইয়াই, বোধ হয়, সে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, অনিমা একখানি মেঘলা-রং ঢাকাই সাড়ী ও সেই রংয়েরই একটী ব্লাউস পরিয়াছে; দুই-চারিখানি অলঙ্কারও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ একটুখানি ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "আদিত্যবাবু বেরিয়ে গেছেন, দেখা হ'লো না! বড় মুস্কিলেই পড়া গেল ত! তোমার যাবার কি হবে বলো ত? অনুমতি পেয়েছ না কি? যাবে তা হ'লে সত্যি সত্যিই?" অনিমা আঁচলের চাবি খুলিয়া রাখিয়া সোনার সেফ্‌টীপিন আঁটিতে আঁটিতে মুখ নীচু করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় পাচ্ছেন্ বুঝি, মুখুজ্জে-ম'শাই!—ভাবছেন্, বোঝাটা ঘাড়ে পড়েই যায় বা?" ব্রজেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখভার করিয়া কহিলেন "অয়ি প্রিয়ম্বদে! যদি অভয় দাও ত' বলি, এ বুড় ঘাড়ে বোঝা বইতে চাইলেই কি বোঝা এ ঘাড়ে থাকৃতে রাজী হবে? না, তামাসা থাক্। তুমি ত' তৈরী দেখ্‌ছি। র‍্যাস্কেলটা বুঝি আধঘণ্টা দেরী কর্‌তে পাল্লে না? তা হ'লে যাবার কি-রকম হবে বল দেখি?" "কেন সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠব—আমার সব গুছনই আছে। চলুন না।" বলিয়া অনিমা অগ্রসর হইল দেখিয়া, ব্রজেন্দ্রনাথ আদিত্যনাথের সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়ার জন্য নিজ-মনঃক্ষোভের সংবাদ পুনরায় মৃদুস্বরে প্রকাশ করিতে করিতে তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

৫

ঘর অন্ধকার। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আদিত্য ডাকিল, "অনি!" ঝি আলো জ্বালিয়া দিলে আদিত্য বলিল, "এরা গেল কোথায়?" ঝি বলিল, "মা, সেই লম্বা হেন সুন্দর বাবুটীর সঙ্গে দুপুরবেলাই চলে গেছে!" আদিত্য বিস্মিতভাবে কহিল, "কার সঙ্গে!—

কোথায় গেছেন্?" চাঁপা ঝি বুদ্ধি খাটাইয়া বাবুকে নিশ্চিন্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "সেই যে বাবুটী আসে,—হেসে হেসে কথা কয়,—মস্ত জোয়ান মানুষ, তেনার বাড়ীতেই গেছে, বোধ করি?" আদিত্য বিরক্তি-ভরে কহিল, "সঙ্গে কে গেল? কখন্ ফিরবে ব'লে গেছে?" চাঁপা বাবুর ভ্রুকুটীপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়াছিল। সে ভয়ে ভয়ে কহিল,—"তা ত' কিছু বলে নি বাবু! আমি সুদুলুম্, আমায় যেতে হবে কি না?—মা বল্লে, 'না চাঁপা, তুই থাক্, বাড়ীঘর রইল। ঐ টেবুলের উপর কি চিঠি আর চাবী রেখে গেছে আপনার তরে।'" কুঞ্চিত ললাটে ঊর্দ্ধমুখে আদিত্য ভাবিতে লাগিল—"কে সে লম্বা, জোয়ান ভদ্রলোক!—তাঁহাকে না জানাইয়াই তাঁহার অণি স্বেচ্ছায় যাঁহার সহিত স্বাধীনভাবে চলিয়া যাইতে পাবে? তাঁহার বা অণিমার কোন আত্মীয় হইবেন্ কি? কে সে আত্মীয়টী? দাসী বলিয়াছে, যে বাবুটী আসেন্। তবে নূতন কেহ নয়। কিন্তু কে আসেন্? কোন পরিচিত এমন পরমাত্মীয়ের সংবাদ ত' কই স্মরণ হয় না! কিন্তু অণিমা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে, না? চিঠিতে সে সব কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে; না বলিয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিবার কথাও লিখিয়াছে। আদিত্য ভাবিয়া দেখিল, ক্ষমা ত করিতেই হইবে, কিন্তু সহজে নয়। এ কি অন্যায় কথা! ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানি তুলিয়া লইলেও তখনি পাঠ করিল না। খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অন্ধকারের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ সে অণিমার আচরণের বিষয় ভাবিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল,—অণিমার এতখানি স্বেচ্ছাচারিতা অনুচিত; এজন্য সহজে তাহাকে ক্ষমা করা যায় না। সে যেমন না বলিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিয়া গিয়াছে, আদিত্য তেমনি কোন সংবাদ না লইয়া অবহেলা দেখাইয়াই তাহাকে জব্দ করিবে। কিন্তু মিনিট দুই পরেই আদিত্য-নাথকে সংকল্প বদল করিতে হইল। সে ভাবিয়া দেখিল,—অণিমাকে ক্ষমা করাই ভাল। ছেলেমানুষ না বুঝিয়া একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার কি আর মাপ নাই! বিশেষতঃ, সে যেরূপ অভিমানিনী, আদিত্যের কৃত্রিম অনাদর-প্রকাশে হয়ত কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা ধরাইয়া জ্বর করিয়া বসিবে। কাজ নাই, মাপ করাই ভাল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার অন্যায়ের জন্য একটু কড়া ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে অণিমার ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইয়া গেলে, আদিত্যনাথ অণিমার চিঠিখানি আলোর কাছে খুলিয়া মেলিয়া ধরিল। চিঠির সঙ্গে আর একখানি কাগজ ছিল, তাহাতে এই কয় লাইন লেখা—

"ভালবাসা স্নায়ুর বিকার, মনোবৃত্তির ক্ষণিক স্ফুরণ, সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় সহজেই ইহা আরোগ্য-লাভ করে। ভালবাসা গুণবিশেষ। সময় রৌদ্র ভালবাসারূপ রেসমী-সাড়ীর বর্ণ বিবর্ণ করিয়া তুলে।" এই মন্তব্যটুকুর সহিত আর একখানি কাগজে কোন সম্বোধন না করিয়া পত্রের মত লাইন কয়েক লেখা। তাহা এই—

আমি চলিলাম। আশা করি, বাড়ীতে

ও সঙ্গে স্ত্রী না থাকায় তুমিও আজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তোমার পশ্চিম ভ্রমণ সুখকর হউক্। মস্তিষ্ক শীতল রাখা ও মনের শান্তিবিধানের কোন অন্তরায় বর্ত্তমান রহিল না। ভালবাসার সম্বন্ধে তোমার প্রাকৃতিক জ্ঞান উন্নত। তোমার কাছে এ-সকল উচ্চ বিষয়ে আলোচনার অযোগ্য, তাই যাহার নিকট যথার্থ ভালবাসা পাইয়াছি ও যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার সহিত চলিলাম্। নিতান্ত আবশ্যক দুই-একখানি কাপড়-গহনা ছাড়া সমস্তই যথাস্থানে রহিল। তোমার চেঞ্জে যাইবার ট্রাঙ্কও গুছাইয়া রাখিলাম। প্রণাম গ্রহণ করিবে। বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভাল বাসতুম্ উপন্যাসের ; নায়িকা বা ঔপন্যাসিকের মত নয়।

—অণিমা—

চিঠি পড়িয়া আদিত্যকে অবলম্বনের জন্য জোর করিয়া টেবিলের উপর হাত রাখিতে হইল। তাহার পা কাঁপিতেছিল। ললাটতলে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। দেহমন এমনি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল যে, মনে হইল, এখনি বুঝি সে সংজ্ঞা হারাইবে। ঘর ও ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র, সমস্তই বোধ হইল যেন ঘুরিতেছে। আর সেই ঘূর্ণ্যমান গৃহের মধ্যে অণিমার হাতের লেখা অক্ষরগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি-গ্রহণে অর্থহীন শব্দযোজনা করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার চোখের উপর নর্ত্তন করিতেছিল। সে হাত দিয়া কপাল টিপিয়া নিজেকে স-সংজ্ঞ রাখিবার চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যে কখন্ রাত্রি আসিল এবং রাত্রিটাও যে কি-ভাবে কাটিয়া গেল, আদিত্য তাহার খবর দিতে পারে না। দাসী-চাকর আহারের কথা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। শরীর-মনের ক্লান্তিনাশক ঔষধ আসিলে বোতল খালি হইয়া গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ফাটিয়া যাইতেছিল, নেশা হইল না। রাত্রির মধ্যে একবারও সে বিছানা স্পর্শ করিল নাই। টেবিলে মাথা রাখিয়া চেয়ারে বসিয়াই তাহার প্রায় রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। আদিত্য ভাবিতেছিল,—অণিমা চলিয়া গিয়াছে! সে যাহাকে ভালবাসে, যাহার কাছে ভালবাসা পাইয়াছে,—তাহার সহিতই চলিয়া গিয়াছে! কে সে? কে তাহাকে ভালবাসে? তাহার স্ত্রীকে—তাহার অণিকে, তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে শুধু ভালবাসার অধিকারে টানিয়া লইতে পারে—কে সে এমন পুরুষ? অণিমার পিতার টেলিগ্রাম সে পূর্ব্বদিন পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"সিমলায় ভয়ানক নিমোনিয়া হইতেছে,—এখন তাহাদের না যাওয়াই ভাল!" তবে?, তবে কাহার সহিত সে চলিয়া গেল? সুন্দর হেন যুবা পুরুষ, আদিত্য কাহাকেও মনে করিতে পারিল না। টেবিলের উপর রাশীকৃত হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি, তাহার অধিকাংশ পৃষ্ঠাই ভালবাসার মোহন-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। এগুলি আদিত্যনাথের নিজের রচনা। সেল্ফের উপর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধান উপন্যাসগুলিতেও ভালবাসার হা হতোহস্মি ভরা। লেখক আদিত্যনাথ। আর ঐ যে "মৃগতৃষ্ণা" যাহার প্রশংসায় আদিত্যের পথে বাহির হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে!—ইহাও যে সেই ভালবাসারই গান! কাগজের উপর কালীর আঁচড়, কবির কল্পনা, মোহের বিকার,

সত্যই কি তাই? তবে এত ভালবাসার গান সে গাহিয়াছিল কি করিয়া? আদিত্যের চোখ্ দিয়া জল পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িল, ঐ 'মৃগতৃষ্ণা'র প্রুফ দেখা ও রচনার জন্য প্রায় মাসখানেক হইল অণিমার সহিত একটা ভাল করিয়া কথাও সে করে নাই। কত রাত্রি পর্য্যন্ত ঢাকা-চাপা খাবারের পাশে বসিয়া অথবা কার্পেটের উপর মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইয়াই তাহার রাত কাটিয়াছে! আহারের বা শয়নের জন্য তাগিদ দিলে, অকারণে কত ভৎর্সিত হইয়াছে। মনে পড়িল, কালও যে নিজের রান্না খাওয়াইবার জন্য কত বিনয়ে অনুনয়ে সে সাধ্যসাধনা করিয়াছিল। মনে মনে কথনও সে নিজেকে "পাষণ্ড" বলিতেছিল-- কথনও অণিমাকে "পাপিষ্ঠা" বলিয়া গালি দিতেছিল। সে তাহাকে ভুলিতে চায়। জন্মের মত ভুলিতে চায়!—না সে তাহাকে হত্যা করিতে চায়! দুর্ভাগা নারী স্বামীর হৃদয়ভরা প্রেমের এই প্রতিদান দিয়া গেলি? টেবিলের উপর অণিমার হাতের লেখা চিঠিখানি পড়িয়াছিল। আদিত্য তাহা অনেকবার পড়িয়াছে,—চোখের জলে তাহার অনেক জায়গা ভিজিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তবু সেই বহুবার পঠিত কাগজ-দুইখানি তুলিয়া লইয়া সে আবার পাঠ করিল—"বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভালবাসতুম্। উপন্যাসের নায়িকা বা ঔপন্যাসিকের মত নয়।" হায়! আদিত্য ত কথনও স্ত্রীর ভালবাসায় সন্দিহান হয় নাই। পূর্ণ বিশ্বাসেই যে সে ভালবাসা গ্রহণ করিয়াছে;—সেই ভালবাসারই বলেই বলীয়ান্ হইয়া সে যে জগৎকে ভালবাসার রাগিণী শুনাইতেছিল। অণিমা আজ দুই পা দিয়া তাহার সুরবাঁধা বেহালার তার মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে! আদিত্যের মনে হইল, এতদিন সে বৃথাই ভালবাসার গান গাহিয়া আসিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ, ক্রোধ ও ঈর্ষায় সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল। ঘরের মেঝেয় রাশীকৃত কাগজপত্র ছড়াইয়া, সমস্ত জিনিসপত্র ওলোট-পালট করিয়া সমস্ত দিন সে ঘরের ভিতর পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাবর ও ঔরঙ্গজেব অযোধ্যা-ধ্বংস করেন্। মুসলমানগণ এখানে তাহাদিগের রাজধানী করিলে হিন্দুদিগের তীর্থ-মাহাত্ম্য অত্যন্ত হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। আক্‌বর ও মহম্মদ সা অযোধ্যায় টাক্‌শাল তৈয়ার করেন্।

অযোধ্যা মন্দিরে পরিপূর্ণ। ইহা যে কেবলমাত্র হিন্দুদিগের তীর্থস্থান, তাহা নহে। জৈনদিগেরও ইহা একটী তীর্থ। মুসলমান-দিগের অনেকগুলি মসজিদ ও সমাধি-স্থান এস্থানে দৃষ্ট হয়। মুসলমান-রাজত্বের সময় অযোধ্যার হিন্দুদিগের কেবলমাত্র তিনটী তীর্থস্থান ছিল। সেগুলির নাম—জন্মস্থান,

স্বর্গদ্বার এবং ত্রেতাকা-ঠাকুর। জন্মস্থানটী রামকোটে অবস্থিত। এখানে রামচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫২৮ খৃঃ বাবর অযোধ্যায় সমাগত হইয়া উক্ত স্থানটী ভাঙ্গিয়া তদুপরি একটি মসজিদ তৈয়ার করেন্। তদবধি তাহা বাবরের মসজিদ নামে খ্যাত। মসজিদ-নির্ম্মাণ করিতে অবশ্য চূর্ণীকৃত পুরাতন হিন্দুমন্দিরের চূণ সুর্‌কী ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুসলমানেরা হিন্দুর তীর্থ কলঙ্কিত করিলে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের ঘোরতর বিবাদ হয়, এমন কি রক্তপাতও হইয়া গিয়াছে।

১৮৫৫ খৃঃ মুসলমানগণ "জন্মস্থান" বল-পূর্ব্বক দখল করিয়া "হনুমান্‌গাড়ীর" উপর আক্রমণ করে। তাহারা হিন্দুদিগকে মন্দিরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত খেদাইয়া লইয়া যায় কিন্তু মুসলমান-পক্ষের অনেক লোক হত হওয়াতে হটিয়া আইসে। তখন হিন্দুরা তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক "জন্মস্থান" হস্তগত করে। জন্মস্থানের সন্নিকটে হিন্দু-মুসলমানে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে ৭৫ জন মুসলমান হত হয়। এইজন্য মুসলমানেরা স্থানটীকে "গঞ্জ-সাহিদান"-নামে অভিহিত করে। গঞ্জ-সাহিদানের অর্থ—ধর্ম্মরক্ষার্থ আত্মত্যাগ। নবাবের সৈন্য সংঘর্ষকালে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের উপর এমন কোন হুকুম ছিল না যে, তাহারা এ-বিষয়ে বাধা দেয়। ইহার অব্যবহিত কাল পরে লক্ষ্ণৌ-জেলার অন্তঃপাতী আমেঠী-নামক স্থানের আমীর আলি-নামক জনৈক মৌলভী সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া হনুমান্‌গাড়ী দখল করিবার প্রয়াসে অগ্রসর হয়; কিন্তু তাহার গতি বারাবান্‌কি-জেলাতেই রুদ্ধ করা হয়। তদবধি হিন্দু-মুসলমান একই ইমারতে স্ব স্ব পূজাদি করিত, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে মুসলমানগণ স্থানটীকে ঘিরিয়া লইয়াছে। তদবধি হিন্দুগণ বাহিরে একটী মঞ্চ গঠিত করিয়া পূজাদি করিয়া থাকে। এই মঞ্চে এক পর্ণকুটীর আছে; তাহাতে ভগবান্ দাশরথির মূর্ত্তি বিরাজিত। "স্বর্গদ্বারে" যে মন্দির ছিল, তাহাও মুসলমানগণ চূর্ণ করিয়াছেন্।

স্বর্গদ্বার-ঘাটে লোকে স্নান করে। ইহার সিঁড়িগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই ঘাটটীকে রাজা দর্শন সিংহ নির্ম্মাণ করেন্। "ত্রেতাকা-ঠাকুর"-নামক স্থানে রামচন্দ্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার নিজের ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত করেন্। পঞ্জাবের কুলু-নামক স্থানের জনৈক রাজা দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানটী নির্ম্মিত করিয়া দেন এবং ইন্দোরের যশোবন্ত রায় হোলকারের স্ত্রী অহল্যাবাই ১৮৮৪ খৃঃ স্থানটীর উন্নতি সাধন করেন্। তিনি স্বীয় নামে আর একটী মন্দিরও নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব পূর্ব্বকথিত যে পুরাতন মূর্ত্তি নদীজলে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধার করিয়া নূতন ত্রেতাকা মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। দিবাভাগে মন্দিরটী রুদ্ধ থাকে। কেবল কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী, শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী, রাম-নবমীর তিন চারি দিন রাত্রিতে এবং কার্ত্তিকী মেলায় মন্দিরটী উদ্ঘাটিত রাখা হয়। মন্দিরের পরিচালনার জন্য ৩টী গ্রাম আছে। তাহাদের আয় হইতে মন্দিরের খরচ চলিয়া থাকে।

অযোধ্যা বৈষ্ণবদিগের প্রধান স্থান।

মাহাত্ম্যে ইহা মথুরা ও হরিদ্বার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

অযোধ্যার মুখ্য তীর্থস্থানটী রামকোটে অবস্থিত। পুরাতন মন্দিরটী যদিও নাই, তথাপি এখানে অনেকগুলি সুবৃহৎ মন্দির আছে। ইহাদিগের মধ্যে যেটী বৃহৎ, তাহা হনুমান্-গাড়ী-নামে খ্যাত। এখানে বানরের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা হনুমান্দিগের গড় বলিয়াই মনে হয়। একটী উচ্চ স্থানের উপর হনুমান্-গড় অবস্থিত। পঞ্চাশ বা ষাট্ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া হনুমানজীর দর্শন পাওয়া যায়। গাঢ়ীর মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাতেই হনুমান্জী থাকেন্। এই মূর্ত্তি বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন্। এখানে সন্ধ্যাকালে কথক-ঠাকুর রামকথা (রামায়ণ) শুনান্। শুনা যায় যে, প্রথমে এই "গাঢ়ী" গোঁসাইদিগের ছিল, পরে তাহা বৈরাগীদিগের হস্তগত হয়। অযোধ্যার সুবেদার সাদত আলি খাঁর আমল-দারীতে এই গাঢ়ীর সূত্রপাত হয় এবং ওয়াজিদ আলির সময়ে ইহা সুদৃঢ় হইয়াছিল। গাঢ়ীতে সহস্রাধিক বৈরাগীর বাস। ইহার নীচে গুহার ন্যায় অনেকগুলি ঘর আছে। উক্ত ঘরের ভেদ প্রধান-বৈরাগী ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। এই গাঢ়ীর ঠিক্ সম্মুখে স্বর্গীয় মহারাজ মানসিংহের ধর্ম্মপত্নী-দ্বারা নির্ম্মিত এক মন্দির আছে। মন্দিরটী রাজদ্বার-নামে খ্যাত। সৌন্দর্য্যে ইহা গাঢ়ীর তুল্য না হইলেও উচ্চতায় এবং চাকচিক্যে উহার কম নহে। ঢিবির উপর জন্মস্থান অবস্থিত। এইস্থানে রামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন্। ইহার সন্নিকটে "কনক-ভবন"। উক্ত বাটীটী টিকমগড়ের রাণী-দ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত সীতাকা রসোঁই (সীতার রান্নাঘর), বন্ধা স্থান, রতন সিংহাসন, রঙ্গমহল, আনন্দ-ভবন, কৌশল্যা-ভবন বা জন্মভূমি, অমর দাস এবং অন্যান্য মন্দির ও তীর্থ অবস্থিত। রতন সিংহাসনটী রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের স্থান। আনন্দভবনে কৌশল্যার ক্রোড়ে রাম, কৈকয়ীর ক্রোড়ে ভরত, সুমিত্রার ক্রোড়ে শত্রুঘ্ন এবং দশরথের সমক্ষে লক্ষ্মণ দৃষ্ট হইয়া থাকেন্। এখানে বশিষ্ঠ ও কাক-ভুষণ্ডিরও মূর্ত্তি আছে।

হনুমান্-গঢ়ী হইতে মূল রাস্তাটী নদীর দিকে বামভাগে ভুর ও শিশমহল মন্দির এবং দক্ষিণ ভাগে কৃষ্ণ, উমাদত্ত এবং তুলসীদাসের মন্দির পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার পশ্চিম ধারে নদীতটে স্নানের জন্য ঘাটরাজি ও তদুপরি মন্দির আছে। তন্মধ্যে মুখ্যগুলির নাম "স্বর্গদ্বার," 'জানকীতীর্থ," "নাগেশ্বর মহাদেব," "চন্দ্রহরি," "লক্ষ্মণঘাট" (সহস্র ধারা) ও "লছমন কিলা"। রাস্তার পশ্চিম দিকে অনেকগুলি মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সুগ্রীবকুণ্ড, ধর্ম্মহরি, মুজফরপুরের সুরমুর-নামক স্থানের রাণীর দ্বারা নির্ম্মিত মন্দির, মণিরাম ছাউনি ও অযোধ্যামহারাজের শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির উল্লেখযোগ্য।

মহারাজের রাজধানী এবং রাণীবাজার অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে দর্শন-নগরের দিকে যাইলে একটি উচ্চ ঢিবি আমাদিগের দৃষ্টি পথের পথিক হয়। ইহা মণিপর্ব্বত নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে পতিত হন্, তখন হনুমান্ লঙ্কা হইতে হিমালয়ে ঔষধ আনিবার জন্য প্রেরিত

হন্। হনুমান্ ঔষধ চিনিতে না পারিয়া সমগ্র পর্ব্বতটাই মস্তকে লইয়া প্রস্থান করেন্। শূন্যে গমন কালে পর্ব্বতটার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া অযোধ্যায় পতিত হয়। মণিপর্ব্বত তাহারই নিদর্শনমাত্র। রামকোটের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে দুইটী যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢিবি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটি সুগ্রীবপর্ব্বত নামে খ্যাত।

অযোধ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৫টী তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে ৮৩টী অযোধ্যা সহরের ভিতর ও বাকীগুলি দক্ষিণদিকের সন্নিকটে অবস্থিত। পশ্চিমপ্রান্তে গুপ্তহরির মন্দির। ফয়জাবাদের ক্যাণ্টনমেণ্টে গুপ্তার পার্ক নামে একটী উদ্যান আছে। গুপ্তহরির মন্দির তাহারই মধ্যে অবস্থিত। ভাদারসার নিকট ভরতকুণ্ড, জলালুদ্দিন নগরে বিল্বহরি এবং অন্যান্য কুণ্ড; যথা সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, বিভীষণকুণ্ড এবং নির্ম্মলিকুণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তীর্থগুলিও অযোধ্যার পরিক্রমার সীমানার অন্তর্গত।

অযোধ্যার অনেক মন্দিরের বৃত্তি আছে। সহরটীতে যে-সকল মেলা হয়, তন্মধ্যে চৈত্রমাসে রামনবমীই সর্ব্বপ্রধান। এই মেলাতে প্রায় চারিলক্ষ লোক সমবেত হয়। ইহার পরই শ্রাবণমাসের ঝুলা। ইহাতেও প্রায় তিনলক্ষ লোক একত্র হইয়া থাকে। কার্ত্তিক-মাসেও দুইটী মেলা হয়। তন্মধ্যে একটি পরিক্রমার মেলা ৯ই কার্ত্তিক ও অন্যটী কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলা। এই সময়ে প্রায় দুই লক্ষ লোক ঘর্ঘরায় স্নান করিবার জন্য আগমন করে। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণ-মাসে লক্ষণঘাটে ও ভাদ্রমাসে বশিষ্ঠকুণ্ডে মেলা হয়। অবশ্য এ দুইটী ক্ষুদ্র মেলা। গোবিন্দ দ্বাদশীর মেলাটীও বৃহৎ নহে। এতদ্ব্যতীত প্রতিমঙ্গলবারে লোকেরা হনুমান্-গাড়ীতে পূজা দিতে গমন করে।

অযোধ্যায় রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

অযোধ্যা হিন্দুর স্থান্। সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবগণের সংখ্যাই এখানে অধিক। ইহাদিগের মধ্যে বৈরাগীই বহুল সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। বৈরাগিগণ ৭টী আখাড়ায় বিভক্ত। ষোড়শবর্ষ বয়স না হইলে লোকে বৈরাগিদলভুক্ত হইতে পারে না। চেলাদিগের মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারাও অবস্থানানুসারে ঊর্দ্ধে উন্নীত হয়। প্রথম অবস্থার নাম "ছোরা"। এই অবস্থা তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ে তাহাদিগকে নীচকার্য্যাদি, যথা বাসন-মাজা, কাষ্ঠবহন ইত্যাদি করিতে হয়। দ্বিতীয়াবস্থাও তিন বৎসর থাকে। এই সময়ে চেলারা "বান্দাগিদড়"-নামে খ্যাত হয়। বিশেষ বিশেষ বাসন-পরিষ্কার, রন্ধন ও পূজা তাহাদিগের নিত্য কর্ম্ম। ইহার পরেই তৃতীয়াবস্থা। ইহাও তিন বৎসর থাকে। এই সময়ে চেলারা "হরদাঙ্গা"-নামে খ্যাত। দেবতার ভোগ দেওয়া, অন্যান্য চেলাগণকে আহার-বণ্টন করা, পূজাদি-নির্ব্বাহ করা ও মন্দিরের ধ্বজাদি-বহন করা তাহাদিগের কর্ম্ম। দশম বৎসরে চেলারা চতুর্থ অবস্থায় প্রবেশ করে। এই সময়ে তাহারা "নাগা"-নামে খ্যাত হয়। এই কালে তাহারা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সকল তীর্থ পর্য্যটন করে এবং ভিক্ষান্ন-দ্বারা স্বীয় উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। তীর্থভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহারা পঞ্চম অবস্থায়

উন্নীত হয়। এই সময়ে তাহারা "অতীত" আখ্যা পাইয়া থাকে। এই অবস্থাটি তাহাদিগের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। এই পূজাদি ব্যতীত তাহারা অন্য কর্ম্ম করে না এবং আহারাদি পাইয়া থাকে।

কোন উৎসবে সন্ন্যাসিদল বহির্গত হইলে তাহারা ক্রমানুসারে সাতটী শ্রেণীতে গমন করে। সর্ব্বপ্রথমে দিগম্বরী, পরে দক্ষিণে নির্ব্বাণী ও বামে নির্ম্মোহী থাকে। নির্ব্বাণীর পশ্চাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে দক্ষিণদিকে খাকী ও বাম দিকে নিরালম্বী অবস্থান করে। নির্ম্মোহীর পর সন্তোষী ও মহানির্ব্বাণিগণ উক্ত নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে, সমক্ষে ও পক্ষে একটু করিয়া স্থান খালি থাকে। দিগম্বরিগণ নগ্ন। ইহাদিগের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলরাম দাস। ইনি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যায় সমাগত হইয়া একটী মন্দির-নির্ম্মাণ করেন। দিগম্বরীদিগের সংখ্যা অত্যন্ত কম কিন্তু তথাপি তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। গোরখপুর, পুরাইনা, কালুপুর ও তাণ্ডায় ইহাদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে। নির্ব্বাণীদিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা হনুমানগড়ীতে বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অযোধ্যায় বাস করে, তাহাদিগের সংখ্যা ২৫০ জন। ইহারা আহার পাইয়া থাকে। নির্ব্বাণিগণ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—হরিদ্বারী, বসন্তীয়া, উজ্জৈনীয়া এবং সাগরীয়া। ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটী মোহান্ত আছে; কিন্তু উক্ত চারি বিভাগের উপরও একজন প্রধান মোহান্ত দৃষ্ট হয়। ইনিই গদির মালিক। নির্ব্বাণিগণ খুবই সমৃদ্ধ। ফয়জাবাজ, গোণ্ডা, বস্তি, প্রতাপগড় ও সজ্জাহানপুরে ইহাদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের সুদী-কারবার আছে। সুতরাং লাভও বিলক্ষণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তীর্থকামী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পূজা-স্বরূপ ইহারা যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাও কোন অংশে কম নহে।

নির্ম্মোহীদিগের প্রতিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ দাস। ইঁহার নিবাস জয়পুরে। পূর্ব্বে নির্ম্মোহিগণ রামকোটের "জন্মস্থানে" বাস করিত, কিন্তু মুসলমানগণ রামকোট ধ্বংস করা অবধি তাহারা রামঘাটে আসিয়া আছে। এখানে আসার পর গদি লইয়া তাহাদিগের দলে একটা বিরোধ হয়। সুতরাং, তাহাদিগের একদল রামঘাট পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তার ঘাটে আসিয়া বাস করে। বস্তি, মনকাপুর এবং খুর্দাবাদে গুপ্তার ঘাটের নির্ম্মোহীদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে, কিন্তু তাহা যাত্রীদিগের পূজার উপর নির্ভর করে। নবাব সুজাউদ্দোলার সময় খাকীর দল অযোধ্যায় সমাগত হয়। এই দলের স্থাপয়িতার নাম দয়ারাম। ইহার নিবাস চিত্রকূট। ইনি চারি বিঘা জমি প্রাপ্ত হন এবং তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা ১৮০ জন, তন্মধ্যে ৫০ জন অযোধ্যায় বাস করে বাকী ঘুরিয়া বেড়ায়। বস্তি ও গোণ্ডায় খাকীদিগের জমিদারী আছে। নিরালম্বিদলের প্রতিষ্ঠাতার নাম বীরমল দাস। ইহার নিবাস কোটা। অযোধ্যায় আসিয়া ইনি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নরসিং-দাস নামক তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী

...সিংহের মন্দিরের সন্নিকটে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সন্তোষীর দল অতিক্ষুদ্র এবং তাহাদিগের কোনও বৃত্তি নাই; সুতরাং তাহারা অত্যন্ত গরীব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণভাবিনীর পতির স্বদেশাগমন।

পতি-বিরহিণী কৃষ্ণভাবিনী শাশুড়ীর মৃত্যুতে সংসার আরও শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। এমন বৃহৎ পরিবারের, এমন ধনীর সংসারের বধূ হইয়াও ভাবিনী নিরালম্ব-ভাবে সমস্ত দিনই গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া অধিক রাত্রিতে যখন শয়নগৃহে আসিতেন, তখনই পত্রাদি-লেখার অবসর পাইতেন। আমি ভাবিনীর পত্রে তারিখ ও সময় যাহা লেখা থাকিত, সে সময় জানিয়া অবাক্ হইতাম। তত রাত্রিতে কস্মিন্‌কালে আমার লেখাপড়ার প্রবৃত্তি হয় না। কোনও পত্রে লেখা—"রাত্রি ১১টা" কোনওটীতে ১২টা বা ১টা। মনে মনে ভাবিতাম, আহা বেচারা স্বামীকে যে-দিন পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হয়, সেদিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যায় বুঝি! এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, যখন শুনিলাম কৃষ্ণভাবিনীর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ এইবার পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিবেন, তখন আমার আনন্দের সীমা রহিল না। একদিন বসন্তকুমারীর পত্রে দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশাগমন, তাহাদের আনন্দ-মিলন, পরিবারস্থ সকল ভ্রাতা, ভগ্নী ও বধুগণের আনন্দোৎসব-বিবরণ তিন চারি পৃষ্ঠা আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ সংবাদ পাইয়া প্রাণ উল্লসিত হইল। তাহার পর যখন কৃষ্ণভাবিনীর সলজ্জ ধীরহস্তের একখানি পত্র পাইলাম, তখন অন্তরে কিরূপ আনন্দ-তরঙ্গ উঠিল বলিতে পারি না। কিন্তু হায়! কোনদিনই সংসার কৃষ্ণভাবিনীর অনুকূল নয়! এ সুখের দিনেও তাঁহার প্রাণে সম্পূর্ণ সুখ-শান্তি আসিল না। কারণ, গৃহে আসিয়াও দেবেন্দ্রনাথ গৃহ পাইলেন না। তখন দেবেন্দ্রের স্নেহময়ী জননীর কাল হওয়ায় মাতৃকক্ষ শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রকে পিতা নিজগৃহে স্থান দিতে অসম্মত হওয়ায় সেই মাতৃশোক দেবেন্দ্রনাথের শত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। দেবেন্দ্রনাথ সরকারী চাকরীর কখনই পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশের লোকও এমন কৃতবিদ্য মনীষি-ব্যক্তির সম্মান আদর জানিল না। মনোভঙ্গ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ যখন পত্নীসহ স্বতন্ত্র বাসা আসিলেন, শ্রীনাথ দাস আদরিণী পৌত্রীকে তাহার মাতা পিতার নিকট দিলেন না। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কৃষ্ণভাবিনী যে কিরূপ অধিকতর ব্যথিত হইলেন, তাহা সন্তানবতী রমণীমাত্রই বুঝিবেন। অভিমানী দেবেন্দ্রনাথ অভিমান-ভরে পিতার আর এক কপর্দকও গ্রহণ করিলেন না। দূরে থাকিয় ছোটদিদির মুখে ও বসন্তকুমারী ও সেজবধূ পত্রে সকল সংবাদ জানিয়া মনে কে

পাইলাম। ছোটদিদির সঙ্গে দেখা হইলে, দুইজনে ঐকথা কহিয়াই কেবল মনের ক্ষোভ-নিবৃত্তি করিতাম। তিনি আমার কাছে এ-দুঃখের কথা কহিয়াও স্বস্তি বোধ করিতেন ও তাঁহার ননন্দ্‌র জন্য দুঃখ-প্রকাশ করিতেন। ছোটদিদি ও তাঁহার স্বামী চিরদিন দেবেন্দ্রনাথ ও মধ্যম জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ও ভাগিনেয়ী স্বর্ণলতাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন্। ইহারাও মাতুলানী মাতুলকে ততোধিক ভক্তি করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের সবিশেষ পক্ষপাতী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ দেবেন্দ্রের অবস্থা-দর্শনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু পিতার উপর কথা কহিবার ত কাহারও সাহস নাই। এইরূপে দুই চারি মাস গত হইলে, কলিকাতা-নগরীর মধ্যে বাস করিয়া স্বগৃহ ও পিতৃ-সন্নিকটে এত পর হইয়া থাকা এবং এরূপ অত্যন্ত ধনীর পুত্রের এইরূপে সামান্যভাবে বাস তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দূরান্তরে যাইবার সংকল্পেই বাধ্য করাইল। সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী ছায়ার ন্যায় স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার মতেই মত দিয়া আসিতেছিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন, স্বামী পুনরায় বিলাত যাইতে ইচ্ছুক, তখন বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া চিন্তাকুল হইলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর যে প্রিয়তম পতি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জীবন দুর্ব্বহ হইয়াছিল, তাঁহাকে আবার দূরেই বা প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে পারেন কিরূপে! আবার একমাত্র কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া বিধবা জননীর কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া এত আত্মীয়স্বজনের প্রাণের মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া পতি-সমভিব্যাহারিণী হইয়া অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত-জনমণ্ডলীর বিজাতীয় আচরণের মধ্যে দুরূহ ব্যাপার! অনেক চিন্তার প্রাণা কৃষ্ণভাবিনীর স্বামীর মূল্যই অপেক্ষা অধিক ও স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনই স্ত্রীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, ইহা স্থির হওয়ায় তিনি অপত্য-স্নেহ মাতৃঅনুরোধ,—সকল দূরে রাখিয়া, নিজের বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ-সংগ্রহান্তর পতিরত্নের অনুসারিণী হইয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন।

যে-দিন এই সংবাদ ছোটদিদির মুখে পাইলাম, কত যে ক্লেশ পাইলাম মনে, তাহা বলিতে পারি না। প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণভাবিনী দেশ ছাড়িয়া গেলেন, আমায় একবার জানাইলেন না, এই প্রথম দুঃখ। তার পরে মনে হইল, তিনি আর বুঝি দেশে ফিরিয়া আসিবেন্ না, আর কখন তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। এই ভাবিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে এতাবৎকাল কৃষ্ণভাবিনী যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম; মনোযোগ দিয়া দেখিয়াও কোথাও তাঁহার যাইবার অভিপ্রায় খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুদিন পরে যখন শুনিলাম, আমার ভাগিনেয়দ্বয় শিক্ষার্থ বিলাত-যাত্রা করিতেছে, তখন সেই সুযোগে তাহাদের নিকট কৃষ্ণভাবিনীর জন্য আমার মর্ম্মব্যথাপূর্ণ একটী কবিতা দিয়া কৃষ্ণভাবিনীর সহিত দেখা করিতে বলিয়া যেন আমার প্রাণে অনেক আরাম বোধ হইল। ইহার পর আমার যে কোন আত্মীয় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসে, তাহাকেই কৃষ্ণভাবিনীর ও তাঁহার স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সবিশেষ সংবাদ কিছুই না পাইয়া হতাশ হই। একবার

ক্লাসাহেব্রাগত কোনও আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াম, "দেবেন্দ্রনাথ বড়ই স্বাধীনচেতা; সেখানেও সামান্য চাকরী লইতে ইচ্ছুক নয়। এজন্য সেই শীতের দেশে দুইজনকে অতি-ক্লেশেই দিনপাত করিতে হয়। তাঁহারা এখন অতিগুপ্তভাবে অবস্থিতি করেন বলিয়া আমি সাক্ষাতের সুবিধা পাই নাই।" এই সকল শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল; কৃষ্ণভাবিনীর উপর কিছু রাগও হইল। কেন সে এত অতুল ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া কষ্ট করিতে চলিয়া গেল! আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কহিলেন, মা, সে সতী লক্ষ্মী, স্বামীর কাছে আছে, তাতে আর দুঃখ কি! এতো ভাগ্যির কথা।" এই কথায় মনে হইল, সত্যিই ত এও তাঁর সৌভাগ্য বৈ কি! এতদিন ত এই রত্ন ছাড়া হইয়া কৃষ্ণভাবিনী অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও প্রাণে কোনও সুখ উপলব্ধি করেন নাই। কত দুঃখময় কবিতা, কত মর্ম্মোক্তিপূর্ণ তাহার পত্র-সকল আমার কাছে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ দিতেছে! ভাবিলাম, সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী পতিরত্নের যথার্থ মূল্যই বুঝিয়াছেন! যিনি স্বামীকে দেখিয়া, স্বামীর সেবা করিয়া অন্য সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া সহস্র অসুবিধা ও ক্লেশকে আনন্দে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন্, তাঁহার মত নারী-রত্ন দুর্লভ। তখন কৃষ্ণভাবিনীর প্রকৃত মূল্য আমার নিকট বোধগম্য হওয়ায়, অন্তরে সেই বয়ঃকনিষ্ঠাকেও আমার প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল। মনে মনে মঙ্গলময়কে স্মরণ করিয়া ও তাঁহার কল্যাণ-কামনা করিয়া প্রাণে শান্তি পাইলাম।

ভারতে পুনরাগমন।

কৃষ্ণভাবিনীর সহোদরাসম যাতৃগণও আমাকে পত্রাদি লিখিতেন। তাঁহার তৃতীয় যাতা জ্ঞানদা, মার্জ্জিতবুদ্ধি ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার পত্রে কখন কখন কৃষ্ণভাবিনীর কিছু কিছু সংবাদ পাইব, আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি লিখিলেন, "তাঁহারা এখানে আর কোন সংবাদই দেন্ না। ঠাকুরপো দেশের মায়া কাটাইয়াই ইংলণ্ডে এবার গিয়াছেন।" তখন কৃষ্ণভাবিনীর সংবাদের আশায় একে-বারেই হতাশ হইলাম। কিন্তু ছোটদিদি যেন কোন দিন বলিয়া থাকিবেন যে, "মেজ ভাইকে কখন কখন পত্রাদি লেখে দেবেন।" ইহার ৪৫ বৎসর পরে একদিন জ্ঞানদা একখানি পত্রে আমাকে লিখিলেন্, "এতদিন পরে ঠাকুর-পো তোমার ভাবিনীকে পাকা মেমসাহেব সাজাইয়া দেশে লইয়া আসিয়া-ছেন।" যে-সময় পত্র পাইলাম সে বড় দুঃসময় আমার। মনের উচ্ছ্বাস-ভরে আমার এই অল্প বিদ্যায় কবিতা লিখিয়া জ্ঞানদাকে জানাইলাম, ভাবিনীর স্বদেশাগমে কত আনন্দলাভ করিয়াছি! সে-কবিতা দেখিলে আধুনিক কবি রমণীগণ হাসিবেন। কোন কবি বাঙ্গালীর মেয়ের অল্প বিদ্যায় লেখার ধুম দেখিয়া লিখিয়াছেন, "পাততেড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ, কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ!" যা হোক্, বন্ধু জ্ঞানদা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ৪ পৃষ্ঠা পূরিয়া পত্রোত্তর দিলেন। অল্প বয়সে সে একদিন গিয়াছে, মনে হইলে, এই অবসাদগ্রস্ত জীবনের সন্ধ্যাকালও আনন্দা-লোকে উজ্জ্বল হয়।

তাহার পর যখন ভাবিনীর বাসস্থানের ঠিকানা পাইলাম, তখন একবার তাহাকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হওয়াতে আমার স্বামী বাল্য-সমপাঠী দেবেন্দ্র-নাথ-সন্নিধানে গমন করিয়া দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের সুদিন দেখা দিয়াছে। তিনি কলিকাতা-মহানগরীতে সুবৃৎ বিদ্যালয়-স্থাপন-পূর্ব্বক স্বকৃত নব নিয়মানুসারে, সুশৃঙ্খলায় সস্ত্রীক অহর্নিশ পরিশ্রমে মহাপ্রশংসার সহিত ফল লাভ করিয়া, ছাত্রবৃন্দকে উচ্চশিক্ষা দান করিতেছেন্ ও নগরীস্থ জনগণের অশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন-যাপন করিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি পুত্র-কন্যা লইয়া গমন করিলে ভাবিনী অতিশয় আদরের সহিত আমাদিগকে আহ্বান করিয়া লইলেন। বহুদিনের পর মিলনের যে সুখ, তাহা যথার্থই অনুভব করিলাম। ভাবিনী আমাকে তাঁহার স্বামীর সহিত পরিচিত করিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমাদের মত অবরুদ্ধা অশিক্ষিতা বঙ্গ-রমণীর পক্ষে তাহা অতিশয় অশোভন মনে করিয়া তাহাতে অসম্মত হইলাম। সেই কারণে দুইটী রত্ন একত্রে দেখা আর ভাগ্যে ঘটিল না।

যে সময়টুকু আমি কৃষ্ণভাবিনী-দর্শন-সুখে অতিবাহিত করিলাম, সেই সময়ের মধ্যেই ভাবিনী কথা কহিতে কহিতে যে সময়ের যে কাজ, সকলই ত্বরিত হস্তে মনো-যোগের সহিত নিষ্পন্ন করিলেন ও তাহারই মধ্যে দুইবার স্বামীর কি প্রয়োজন জানিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহাদের আর্থিক ক্লেশ ছিল না এবং ভৃত্যবর্গের অবস্থিতি সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বামীর কার্য্যগুলি সমস্তই করিতে ইচ্ছুক, দেখিলাম। সময়ের ব্যবহারে ভাবিনীকে কত তৎপর দেখিলাম যেন কলের পুতুলের মত দ্রুতপদে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন! দেখিলাম, শিক্ষিত সভ্যদেশে গমন করিয়া ও সেস্থানের সুনিয়ম-প্রণালীদর্শনে, জ্ঞান-শিক্ষায় কৃষ্ণভাবিনী ইওরোপের লোকদের গুণগুলিই গ্রহণ করিয়া দোষগুলি সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছেন। এমন আমি কখনও কাহাতে কোনও দিন দেখি নাই। আমার পরিচিত আত্মীয় এ পর্য্যন্ত অনেক রমণীকে বিলাত-প্রত্যাগতা দেখিলাম, কিন্তু এরূপ আড়ম্বরপরিশূন্য আর কাহাকেও দেখি নাই। ইহাতে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। সুদীর্ঘকাল বিলাতে থাকিয়াও যে ভাবিনীর পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহাতে অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমাদের জন্য ভাবিনী নিজে স্বামীর সহিত নিউ মার্কেট হইতে নানাবিধ ফলমূলাদি কিনিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া ভাবিলাম, পিঞ্জরাবদ্ধা বিহগীকে এইবার পরিবর্ত্তনের মধ্যে পাইলাম; অবাক্ হইয়া গেলাম। বহুপূর্ব্বে একসময় যখন ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উৎসব-উপলক্ষে গিয়া গাড়ীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, মনে আছে তখন কৃষ্ণভাবিনী বলিয়াছিলেন, "এমন অনাবৃত স্থানে ১০ মিনিট কাল দাঁড়ান আমার বয়সে এপর্য্যন্ত হয় নাই।" এই বলিয়া অভ্যাস-বশতঃ তিনি নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ভাবিনীরই এখন সে পূর্ব্বাভ্যাস অতিক্রম করিয়া নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে স্বামী সহ প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ

কিছুমাত্র দ্বিধা নাই! শিক্ষা হৃদয়কে যে প্রসারিত করে, চক্ষুর্লজ্জা মানাভিমান যে দূরে পলায়ন করে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। স্পষ্টই বুঝিলাম, শিক্ষায় অন্তর্নিহিত বিবেকশক্তি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সঙ্গত অসঙ্গত কার্য্যের বিচার-শক্তিকে স্বতঃই সাহায্য করে, এইজন্যই শিক্ষার এত আবশ্যকতা। অবশ্য স্বভাব মানুষের সর্ব্বোপরি। কাহারও কাহারও স্বভাব শিক্ষাতেও মার্জ্জিত বা সংশোধিত হয় না; পরন্তু কাপট্যের অনুশীলনা ও অহঙ্কারের মাত্রাই অধিক হয়। তাই বলিয়া তাহা ত সকলের নয় ও ইহা হওয়াও আশা করা যায় না।

কৃষ্ণভাবিনীর সেই একমাত্র কন্যা, যাহাকে শ্রীনাথবাবু মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্নেহবশতঃ নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, সে কন্যা ব্যতীত কৃষ্ণভাবিনীর আর সন্তানাদি হয় নাই। শ্রীনাথ-বাবু তাহাকে (তিলোত্তমাকে) আবার অপরিণত-বয়সে এক অসচ্চরিত্র ধনিপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া সকল আশা ভস্মাচ্ছাদিত করিয়াছেন। ইহাতে ভাবিনী যে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা তাহার সেই সংক্ষেপোচ্চারিত বাক্যে স্পষ্ট বুঝিলাম। যখন আমি বলিলাম, 'এতদিন পরে যে তুমি সুখী হইয়াছ দেখিলাম, ইহাই আমার পরমানন্দ', তখন ভাবিনী সজল নেত্রে উত্তর দিলেন—"মানুষ সম্পূর্ণ সুখী কখন কি হয়? এক-মাত্র কন্যা, সে জন্ম-দুঃখিনী হইল! একমাত্র সহোদর ভ্রাতা সংসার শূন্য করিয়া অকালে লোকান্তরিত হইলেন!" সে ব্যথিত অন্তরের গভীর শ্বাস, বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া ব্যথিত চিত্তেই বিদায় লইয়া আসিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, বিধাতা কি এ ননীর পুতলীকে সংসার-সুখের জন্য সৃষ্টি করেন্ নাই!

সে-দিন কৃষ্ণভাবিনীর নিকট বিদায় লইয়া ভাবিনী-দর্শনের সুখের সংবাদ কাত্যায়নী-ভবনে জ্ঞাপন করিয়া বাটী ফিরিলাম। কৃষ্ণভাবিনীর বিষয় অনেকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এই আট বৎসর বিলাতে থাকিয়া তাহার সাজ-সজ্জা, ধরণ-ধারণ, আসবাব-পত্র বড় বড় মেমেদের মতই হইয়াছে বোধ হয়?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাঁর চেয়ে তোমরা আমরা, বোধ হয়, এ-বিষয়ে বেশী মেম, ও ঘরকন্নার শোভাবর্দ্ধনের জিনিস বেশী আমাদের ঘরে। এ সকল আড়ম্বর তাহার একেবারেই নাই। তাহার স্বামীর লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি, আর বিদ্যালয়ের বোর্ড, গ্লোব, মানচিত্র, টেবিল, বেঞ্চই গৃহে শোভা পাইতেছে। শয়ন-গৃহে কেবলমাত্র খাট, ভোজন-গৃহে একটী টেবিল ও বাসন রাখার স্থান, কাপড়ের ঘরে আল্না-আলমারী এবং রান্নাঘরে রান্নার ও স্নানের ঘরে স্নানের জিনিস ছাড়া অনাবশ্যক শোভার জিনিস কিছুই দেখিলাম না। তাহাতে আমি তাহার প্রতি আরো শ্রদ্ধান্বিত বোধ করিতেছি। কোনও বিলাত ফেরতের বাড়ী এমন দেখি নাই। অথচ যে-সকল আবশ্যক দ্রব্য রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই অতিসুপরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ও যত্নে রক্ষিত। হাতেই সে সেলাই করে; কল নাই।"

কৃষ্ণভাবিনীর দৈনিক জীবন দেখিয়া মনে হইল, তাঁহার এই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, এইরূপ সময়ের সদ্ব্যবহার ও অধ্যয়নশীলতা প্রভৃতি

আমাদের দেশের সকল তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে একবার ডাকিয়া দেখাই। দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনের বর্ণনা করিয়া জানিলাম যে, বিলাত গিয়া সকলেই যে শোভা ও সখের জিনিস পছন্দ করেন্ তাহা নয়। বিলাতেও এমন সব বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত আছেন্, যাঁহারা আজীবন গভীর গবেষণায় নিমগ্ন থাকিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্র-পুস্তকাদি ও কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দুই একটী জিনিস লইয়াই দিন যাপন করেন্। অনেক সখের জিনিস হইতেই তাহারা স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন্। যেমন আমাদের দেশের মহামহোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হইয়া থাকেন। দেশভেদে ঐ সকল নিবিষ্টচিত্ত জ্ঞানান্বেষী পণ্ডিতগণের রুচিও প্রায় আমাদিগের দেশের পণ্ডিতগণের ন্যায়। তবে, জাতিয় ধর্ম্ম কাহার অল্পাধিক থাকে।

কৃষ্ণভাবিনী সকল বিষয়েই পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যকারিণী। স্বামীর শরীর-রক্ষা-বিষয়ে ও প্রফুল্লতা-সম্পাদনে তিনি যেমন যত্নবতী, তেমনি আবার কলেজ-স্কুল চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির আবিষ্কারক যন্ত্রাদিতেও স্বকার্য্যের মধ্যে সমভাবে নিজশক্ত্যনুসারে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করেন্। সংসারে দাসদাসীকে সুনিয়মে কার্য্যশিক্ষা-দান করেন্! তাহাদের প্রতি কত সদ্ব্যবহার! একাধারে এত গুণ, এমন স্নিগ্ধ প্রকৃতির মধুরতা আমি কেবলমাত্র একটি স্থল ভিন্ন অন্য কোন রমণীতে দেখি নাই। কেহ তাঁহার গুণের কোন কথা বলিলেই কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতেন্ এবং তাঁহার মুখ ভাব নিতান্ত অপরাধীর মত হইত।

(ক্রমশঃ)

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্যামনগর—নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটী।

নরেন্দ্র ও জহরলালের প্রবেশ।

জহ। আমি ত' আপ্‌নাকে বরাবরই বল্‌ছি যে, লোকটা ভাল-মানুষ নয়। আপনি বিশ্বাস করেন্ না, তা' কি কোর্ব্বো? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, বরং করিম বক্সকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন্ না! টাকার উপর লোভ ত' আছেই; তা ছাড়া উপ্‌রি নজরও আছে। তা'র জন্যে পদ্মপুখুরে কোন মেয়ে-ছেলে জল আনতে যেতে পারে না। সন্ধ্যা-বেলা ঘাটের উপরে ব'সে থাকে, গান গায়, মেয়েছেলে দেখ্‌লে হাসে, ঠাট্টা করে।

নরে। না, না, ও-সব কথা আমি শুন্‌তে চাই না! একদিন গান গাইতে আমি শুনে-ছিলুম্ বটে, কিন্তু সে ঈশ্বরের নাম কচ্ছি'ল! আর ওর সে বয়সও নেই!—বয়েসও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে, বোধ হয়।

জহ। ঐ ত আপ্‌নার দোষ! আপ্‌নার যেমন সরল মন, আপনি সকলকেই সেই রকম দেখেন্। নিজের কানে শুনেও যদি বিশ্বাস না করেন্, তবে আর আমি কি বল্‌ব'

[illegible] কথা কি বল্‌ছেন? ঘাটের কিনারায় [illegible] ভগবান্ পড়্‌লেই হয়, এমন কুকুরও [illegible]ব আমি দেখেছি। ওকে ত একটা ছোঁড়া বল্লেই হয়! করিম বল্‌ছিল, মহলে গেলেই তা'র মেয়েমানুষ চাই। আর টাকার জন্যে লোককে এত উৎপীড়ন করে, তা' অতিনিষ্ঠুরেও পারে না। পুরুষদের বেত মারে, স্ত্রীলোকদের ধ'রে এনে কাছারী-বাড়ীতে আট্‌কে রেখে দেয়, তাদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করে। এই ক'মাসের মধ্যেই আপ্‌নার বদ্‌নাম রটে গেছে। প্রজারা বলে এ জমীদারের কারসাজি!

নরে। এ কথা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। সে এমন নিষ্ঠুর নয়। আমি দেখেছি, কা'কেও ধম্‌কালে পর্য্যন্ত তার প্রাণে আঘাত লাগে। আর সে এ রকম নিষ্ঠুর অত্যাচার ক'র্ব্বে! এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

জহ। তবে আর কি ব'ল্‌ব বাবু! চ'খের সাম্‌নে যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা' কেমন ক'রে অবিশ্বাস কোর্ব্বো? আপনি মনিব, আমি চাকর, আপনাকে কোন কথা বেশী বলা আমার উচিত হয় না, কিন্তু আপনি ছেলে-মানুষ, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। সংসারে লোক-চরিত্র আপনার চেয়ে আমরা ঢের বেশী বুঝ্‌তে পারি।

নরে। আমার বোধ হয়, বদমায়েস প্রজাদের এ সব গড়া কথা। মিছে ক'রে কুৎসা রটাচ্ছে; মনে ক'রেছে, তা হ'লে আমি ওকে ছাড়িয়ে দোব। এই দেখ না গোবিন্দ-পুর থেকে তোমরা ইদানীং এক পয়সাও আদায় ক'র্ত্তে পার্চ্ছে না, হেমবাবু এই ক'মাস এসে প্রায় দেড় হাজার টাকা আদায় ক'রেছেন। এই সব কারণেই [illegible] লোকেরা হিংসা ক'রে তার নামে কুৎসা রটাচ্ছে। এ কথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি।

জহ। (স্বগত) সাধ ক'রে বলি লোকটা যাদুকর! নইলে বাবুর চ'খে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখ্‌তে পায় না! যাই হোক্, আমিও অল্পে ছাড়্‌বো না। (প্রকাশ্যে) গোবিন্দপুর থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয়েছে, আপনাকে দেড় হাজার টাকা দিয়েছে, বাকি সাড়ে তিন হাজার টাকা নিজের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

নরে। (বিরক্তভাবে) এ তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমাকে সে তন্ন তন্ন ক'রে হিসাব দেখিয়ে দিয়েছে।

জহ। আপ্‌নি সরল মানুষ, আপনাকে হিসাব বোঝান খুব সহজ।

নরে। তবে এতদিন তোমরা আমাকে এই রকম ক'রেই হিসাব বোঝাতে বুঝি?

জহ। (স্বগত) কি আপদ্! কেঁচো খুঁড়্‌তে সাপ বেরিয়ে পড়ে যে! (প্রকাশ্যে) কারো বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমার অভি-প্রায় নয়, আমার সঙ্গে হেমবাবুর ত' কোন শত্রুতা নেই? আমি মিছে ক'রে তার নামে দোষ দিতে যাব কেন? তবে কি না, তা'র ব্যাভারে প্রজারা বড় অসন্তুষ্ট হ'য়েছে। আমাকে সকলে অনুরোধ ক'র্চ্ছে যে, যাতে আমি সকল কথা আপ্‌নাকে বলি। সেই উদ্দেশ্যেই আমার বলা! নইলে আমার দরকার কি?

নরে। (স্বগত) তাই ত! না দেখে